

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক উচ্চতর ও বহুমুখী বিভাগের দ্বারা নির্ধারিত
পাঠ্যসূচী অনুযায়ী লিখিত।

আম্মুর্ষেদীক্ষ ফলিত চিকিৎসাবিধান

— :: —

ডঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখার্জী এম্. এম্-সি, ডি. ফিল.
স্মার পি, সি, রায় রিসার্চ ফেলো
(কলিকাতা ইউনিভার্সিটি সায়েন্স কলেজ)

প্রকাশক
শ্রীনাথশ্রী নন্দী।
১০নং ব্রহ্মাবন বসাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পুনর্মুদ্রণ—ডিসেম্বর, ১৯৪৯

প্রাপ্তিস্থান—চাটাজ্জি পাবলিশার্স
১৫, বঙ্কিম চাটাজ্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর : শ্রীমাণিকলাল ভট্টাচার্য্য
ত্রিশিবদুর্গা প্রেস
১৩সি, বেচু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

সূচীপত্র।

(বর্ণমালানুসারে)

অর্ক লবণ	...	২২২	অপভ্রমক	...	১৭০
অর্ক তৈল	...	৩২০	অপস্মার চিকিৎসা	...	১৪১
অকাল বুড়কা চিকিৎসা	...	৮৫	অপামাগ তৈল	...	৬৩৪
অর্কেবর	...	১০২	অপুনরাবর্তক চূর্ণ	...	৩৬
অগদকার	...	২২৮	অববাহক চিকিৎসা	...	১৬৬
অগস্তা হরীতকী	...	১১৭-১১৮	অবিবেচ্য বাস্তব	...	১২
অগ্নিকুমার রস	...	৮৪	আবগতিক চূর্ণ	...	৩৪১-৩৪২
আগ্ন্যস্তা বটী	...	২২৯	অভয়া লবণ	...	২২৭
আগ্ন্যমুখ মণ্ড	...	৩০৮	অভয়া মোদক	...	১৪৩
অগ্নিকার দ্রুত	...	৩১০	অন্যায় বিধি	...	৩৩০
আগ্ন্যম্যাদি চিকিৎসা	...	১১-৮০	অন্যায় চিকিৎসা	...	২২৭
আগ্ন্যমুখ লৌহ	...	১৪	অমৃতপ্রাণ বটী	১১০, ১৬০, ১৬১, ৩৮১	
আগ্ন্যমুখ চূর্ণ	...	৮১	অমৃতপ্রাণ রস	...	১১৪
অঙ্গশোধ চিকিৎসা	...	১৭৯	অমৃতপ্রাণ লৌহ	...	১২০, ২০২
অঙ্গারক তৈল	...	৪৩	অমৃতপ্রাণ গুণ	...	৩৩৪
অঙ্গুর দ্রুত	...	২৫৭	অমৃতপ্রাণ বটী	...	২৪৯
অঙ্গুরাদি লেপ	...	৩১২	অমৃতপ্রাণ কষা	২৩৯, ৩৪০, ৩৪১	
অতিসার চিকিৎসা	...	৪৩	অমৃতপ্রাণ রস	...	৩২৪
অত্যধি চিকিৎসা	...	৮৫	অমৃতপ্রাণ চিকিৎসা	...	৩৪০
অদিত চিকিৎসা	...	১৬৪	অমৃতপ্রাণ বটী	...	২১৪
অন্ধ নাড়ীঘর	...	৪৮	অমৃতপ্রাণ চিকিৎসা	...	৩৪২
অন্ধাভেদক	...	৩৩১	অমৃতপ্রাণিক মোদক	...	১৪১
অন্ধাভেদক	...	৪৮	অমৃতপ্রাণিক লৌহ	...	৩৪২
অন্ধাভেদক বিধি	...	৮২	অমৃতপ্রাণিক চূর্ণ	...	৩৪৩
অন্ধাভেদক	...	৩০			
অপভ্রমক চিকিৎসা	...	১৭০	অক্লমিকা চিকিৎসা	...	৩৫০
অপভ্রমক	...	৪০১	অক্লমিকা	...	২৩৮

উপদংশ. চিকিৎসা।	৩২০
উপদংশের কদাচ	৩২২
উপদংশের কদাচ	৩২৩
উপদংশের কদাচ	৩২৪
উপদংশের কদাচ	৩২৫
উপদংশের কদাচ	৩২৬
উপদংশের কদাচ	৩২৭
উপদংশের কদাচ	৩২৮
উপদংশের কদাচ	৩২৯
উপদংশের কদাচ	৩৩০

(੬)

উপস্থিত চিকিৎসা	১৯৪
উপস্থিত	১৯২

(५)

... ୧୮୧-୨, ୬

എ.

অর্থায়ন	১০০	২৫
অর্থায়ন ব্যয়	১০০	২৫
অর্থায়ন ফল	১০০	২৫
অর্থায়ন ব্যয়	১০০	২৫
অর্থায়ন ফল	১০০	২৫
অর্থায়ন ব্যয়	১০০	২৫
অর্থায়ন ফল	১০০	২৫
অর্থায়ন ব্যয়	১০০	২৫
অর্থায়ন ফল	১০০	২৫

५

ଉତ୍କଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା

क

কল্যাণকাম	১০০	৩২৮
কল্যাণ বিধি	১০০	৩২৯
কল্যাণবোধ	১০০	৩৩০
কল্যাণ লক্ষণ	১০০	৩৩১
কল্যাণী	১০০	৩৩২
কল্যাণী	১০০	৩৩৩
কল্যাণী	১০০	৩৩৪
কল্যাণী	১০০	৩৩৫
কল্যাণী	১০০	৩৩৬
কল্যাণী	১০০	৩৩৭
কল্যাণী	১০০	৩৩৮
কল্যাণী	১০০	৩৩৯
কল্যাণী	১০০	৩৪০
কল্যাণী	১০০	৩৪১
কল্যাণী	১০০	৩৪২
কল্যাণী	১০০	৩৪৩
কল্যাণী	১০০	৩৪৪
কল্যাণী	১০০	৩৪৫
কল্যাণী	১০০	৩৪৬
কল্যাণী	১০০	৩৪৭
কল্যাণী	১০০	৩৪৮
কল্যাণী	১০০	৩৪৯
কল্যাণী	১০০	৩৫০

কনককোষ তৈল	...	৬০৮
কনকশাঠ তৈল	...	৩১০
কনকচোয়ায়ি	...	১৩
কনকজর চিকিৎসা		২২
কফ কাস চিকিৎসা		১১৫-১১৬
কফ গুল চিকিৎসা		২০৭

[illegible]

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
খদিরা'দি বটী	৩৪১	খড়ু'চ মোদক	৩৭
খর্শরমাটল বিবি	৩২৬	গ্রহণী চিকিৎসা	৬২
খলু চিকিৎসা	১৭৭	গ্রহণী শাফুলচূর্ণ	৮৭
খষী তৈল	৮২	গ্রহণী শাফুল বটী	৮৭
খল্লক পদ্মক তৈল	১০২	গ্রহণী কপাট রস	৮৭
গ		গ্রহণী বজ্রকার	৭৩
গজপুট	৩২৩	খড়ু তন্নাতক	৭৫
গন্ধ বহে'গ	৩৩২	গৃধ্রসৌ চিকিৎসা	১৭৬
গন্ধপাক জ্বা	৪০০	গোধূমাদি বৃত্ত	১৫২-১৫৩
গন্ধকশোধন বিবি	৩২১	গোকুরাদি বৃত্ত	২৩৬, ২৪৭
গভ প্রদ ঔষধ	৩৭০	গোকুরাদি কাথ	২৩২-২৪১
গর্ভ গোমুখবানী রস	৩৭৩	গোকুরাদি লেহ	২৪১
গর্ভবিলাস তৈল	৫৭৩	গৌরাত্ত বৃত্ত	৩১৫
গজীর পাণ্ডা বি	১৮৬	ঘ	
গজীরা রস	১২৪	ঘনাদি বটী	৮৮
গলংকুঠ চিকিৎসা	৩৩৬	ঘটের মুর্ছা জ্বা	৪৭০
গল কুঠা'ব রস	৩৭	চ	
গাধলা'দি কষা	৩১৩	চক্রাখ্য রস	১৫৭
জগৎগু মলেশ	৩১৮	চক্র তৈরব রস	১৪০
জগৎগু ওষি	৩২৮	চক্রেশ্বর রস	২৪
জগাখোজ তর্জি	৩৩৭	চক্রদলজ	১৬
জগাখোজ রস	১২৫	চক্রবক জ্বর	৩৩
জগমহে'দাধ	১১৬	চক্রবকারি রস	৩৩
জড়ু'চ'দি কষা	১২৩	চক্রসম	৮৭
জল্ম চিকিৎসা	২২২	চক্রজাতক	৪০২
জল্মশাফুল রস	২২৪	চক্রজু'ক রস	১৩৩
জড় পিঙ্গলী	২৩৭	চক্রঃসেহ	১৮০
জড়ু'চ বৃত্ত	১২১	চন্দাদি লেহ	৪১
জড়ু'চ তৈল	১২১	চন্দনাদি কষা	১০৪
জড়ু'চিক	২১৭	চন্দনা'দি তৈল	১০৭
জড়ু'চ'দি কাথ	২৫	চন্দনানব	২৬৬
জড়ু'চ'দি গোহ	১২০	চন্দনাত্ত তৈল	১১৮ ৩৫০

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
হাকী সাজান	৩৫০	মুদ্রা টোল	৩৫১
হাকাদি কথার	৩৫০	মুদ্রা টোল	৩৫১
ন কিবাও বৃত্ত	২৭০	মুদ্রা বীজ কতি	৩৫১
হাকি বাবা টোল	২০		
হাকাদি রস	৩৫০		
হাকাদি বৃত্ত	৩৫, ১১২	মুদ্রা টোল	৩৫১
হাকাদি	৩৫	মুদ্রা টোল	৩৫১
হাকাদি বৃত্ত	২২০	মুদ্রা টোল	৩৫১
বিজ্ঞানীয় রস	১৭০-১৭১	মুদ্রা টোল	৩৫১
বিজ্ঞানীয় রূপ	২০৭	মুদ্রা টোল	৩৫১
১৫ বীজ	৩০, ৩০৭	মুদ্রা টোল	৩৫১
মুদ্রা রস	৩৫৭	মুদ্রা টোল	৩৫১
মুদ্রা বৃত্ত	৩০১, ৩১০, ৩৪৫	মুদ্রা টোল	৩৫১
মুদ্রা কথার	২০৫	মুদ্রা টোল	৩৫১
মুদ্রা কথারিষ্ট	২০২	মুদ্রা টোল	৩৫১
মুদ্রা কথারিষ্ট	২০৫	মুদ্রা টোল	৩৫১
মুদ্রা		মুদ্রা টোল	৩৫১
মুদ্রা টোল	৩৫০	মুদ্রা টোল	৩৫১
মুদ্রা	১৭০	মুদ্রা টোল	৩৫১
মুদ্রা	১৭০	মুদ্রা টোল	৩৫১
মুদ্রা	৩৫০-৩৫০	মুদ্রা টোল	৩৫১
মুদ্রা	২০৫, ২০৭, ২০৩	মুদ্রা টোল	৩৫১
মুদ্রা	২৮৫	মুদ্রা টোল	৩৫১
মুদ্রা	২২০	মুদ্রা টোল	৩৫১
মুদ্রা	৩০	মুদ্রা টোল	৩৫১
মুদ্রা	১০০	মুদ্রা টোল	৩৫১
মুদ্রা	২০৫	মুদ্রা টোল	৩৫১
মুদ্রা	১২, ৫৫	মুদ্রা টোল	৩৫১
মুদ্রা	১২	মুদ্রা টোল	৩৫১
মুদ্রা	৫০	মুদ্রা টোল	৩৫১
মুদ্রা	২০৫	মুদ্রা টোল	৩৫১
মুদ্রা	১৮০	মুদ্রা টোল	৩৫১

বিবরণ	...	১৩৮
মিডোফিল্ড বস	...	১৩৮
মিডব্লু'লার ট্রিগোল	...	২১১
মিখাইলচুর্ন	...	১৮৮
মিখাইল বস	...	১৮৮
মিখাইল কবার	...	৩৪৭
মিখাইল তৈল	...	২২৭
মিখাইল তৈল	...	৩১৮
মিখাইল বোহ	...	১৮৮
মিখাইল বসকাবা চূর্ণ	...	৩৩৮
মিখাইল, কল, বস চিকিৎসা	...	৩৪৮
মিখাইলগিল	...	২৭৮
মিখাইল চূর্ণ	...	২৭৮
মিখাইল স্বত	...	৩৮৭
মিখাইল	...	৩৮৮
মিখাইল	...	৩৮৮
মিখাইল বস	...	৩৮৮

一

[illegible]

বিষয়	পরিমাণ	মূল্য
পাকানন রস লৌহ	...	২০০
পাকানন রস	...	১১৫
পটোলাদি কুণ্ড	...	৩৭,৩০
	৩৪	১৮৮, ২০৩
পটোলাদি কুণ্ড	...	৩৫৭
পটোল মূল্যাদি চূর্ণ	...	২৮৫
পাককক	...	১৫০
পাকলবণ	...	১৫০
পথ্যাদি কুণ্ড	...	৫৫
পথ্যাদিক	...	৮১
পরিণাম মূল	...	২১১
পল্লবদাদি টেঙ	...	১৪০
পলাশাদি বটী	...	১৭৮
পলিত চিকিৎসা		৩৫০
পক্ষাঘাত চিকিৎসা		১৬৮
পাকানন বিজ্ঞান		৪০০-৪০১
পাকলবণ	...	২২১
পাককক কাল নিষেধ	...	৪০০
পাকিক ঔষধ	...	৫১
পাঠাদি টেঙ	...	৩৫০
পাঠাদিচূর্ণ	...	২৩৫, ২৭০
পাঠাদি কুণ্ড	...	২১৭
পাখু • পাকানন রস	...	২৫
পাখু চিকিৎসা		৯৩
পাদদাহ চিকিৎসা		১৮০
পাদ হর্ষ চিকিৎসা		১৮০
পানিষ কল্যাণ কুণ্ড	...	১০৮
পানি (না ডা)	...	৩২৬
পানিষ বিদ্যোদী কুণ্ড	...	১১০
পানিষ শোধন বিধি	...	৩৩১
পানিষদ্রব্যাদি	...	৩২

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
আশা'র বটী	... ৭৬, ২৮১	বকুল দ্বন্দ্ব	... ২, ৩
আশা'র শুভিকা	... ৭৭	বকুলাত তৈল	... ২৫৩
আশা'র তৈল	... ৩১৩, ৩৬৮	বকুলাদ্য দ্বন্দ্ব	... ২৫৫
শ্রীহরি রস	... ৫৩৪	বকুলাদিগণ	... ৫৫৫
শ্রীহরি'র বটিকা	... ২৩৩	বকুলাদি চূর্ণ	... ২৫৭
শ্রীহরিতক রস	... ৩০০	বকুলক শুভ	... ২৫৮
শ্রীহ শার্দুল রস	... ৩০০	বলাদি কবায়	... ৫৮
(ক)		বলাদি দ্বন্দ্ব	... ২৩৪
কলকল্যাণ দ্বন্দ্ব	... ৩৭০	বলা দ্বন্দ্ব	... ২৪১
কলকল্যাণ	... ৭৭	বলা দ্বন্দ্ব	... ৩১৬
কল ত্রিকাদি কবায়	... ২৪, ৩১০	বলী পঞ্চমূল	... ৩৮৪
কল ত্রিকাদিষ্ট	... ৩১০	এসক্তকৃত্তমাকর বস	... ৩৬১, ২, ৫
(ব)		বসন্ত তিলক	... ১২৫
বকুলাদ্য তৈল	... ৩৬১	বসন্ত	... ২৮২
বকুলত	... ২৭৩	বসন্তপ্রস্রাব লৌহ	... ২৮৪
বকুলদ্বন্দ্ব	... ৫২৫	বাণীকর অধিকার	... ৩৮৪-৩৮৭
বকুলদ্বন্দ্বাদি	... ৫২৬	বাণীকর কবায়	... ২৮৭
বকুলদ্বন্দ্বাদি	... ৫২৬	বাণীকর কবায়	... ১৩২
বকুলদ্বন্দ্ব	... ২৮৭	বাতদ্বাদি চিকিৎসা	... ১৪৩
বকুলদ্বন্দ্ব	... ২৮৮	বাতদ্বন্দ্ব চিকিৎসা	... ১৪৫
বকুলদ্বন্দ্ব	... ২৮৮	বাত দ্বন্দ্বাদি রস	... ১৪৬
বকুলদ্বন্দ্ব	... ২৮৮	বাত দ্বন্দ্বাদি রস	... ১২০, ১২১
বকুলদ্বন্দ্ব	... ২৮৮	বাতদ্বন্দ্বাদি লৌহ	... ১৮২, ১৮১
বকুলদ্বন্দ্ব	... ২৮৮	বাতদ্বন্দ্ব চিকিৎসা	... ১৮৫
বকুলদ্বন্দ্ব	... ২৮৮	বাত দ্বন্দ্বাদি রস	... ৫৭
বকুলদ্বন্দ্ব	... ২৮৮	বাত দ্বন্দ্বাদি রস	... ৫৫
বকুলদ্বন্দ্ব	... ২৮৮	বাত দ্বন্দ্বাদি রস	... ২৮
বকুলদ্বন্দ্ব	... ২৮৮	বাতদ্বন্দ্ব চিকিৎসা	... ১২০-২০
বকুলদ্বন্দ্ব	... ২৮৮	বাত দ্বন্দ্বাদি রস	... ৫
বকুলদ্বন্দ্ব	... ২৮৮	বাত দ্বন্দ্বাদি রস	... ২৫
বকুলদ্বন্দ্ব	... ২৮৮	বাতদ্বন্দ্বাদি রস	... ৫৫
বকুলদ্বন্দ্ব	... ২৮৮	বাতদ্বন্দ্বাদি রস	... ১২০

বীরভরাদি তৈল	...	২৪৫	বৃহদ্রসি বৃহ চূর্ণ	...	৮৩
বীৰ্যস্তুতি চিকিৎসা	৩৮৮		বৃহদ্রসি তৈল	...	৩৩৮ ৩৩০
বৃহৎ সারক ঔষ	...	৩২৭	বৃহৎ দাি দাদা স্ত	...	২৭৩
বৃহৎ দাবান্য লৌহ	...	১	বৃহৎ দা গজাচূর্ণ	...	১৪৩
বৃহৎ রস	...	৩১১	বৃহৎ দা চিত্রামনি	...	১৪৭
বৃহৎ স্ত	...	৩৮০	বৃহৎ দা স্ত	...	২৮৫
বৃহৎ অগ্নিকুসার	...	৮১	বৃহৎ দা দ্যাদি কষায়	...	২৪০
বৃহৎ অগ্নিকাযুত	...	১৪২	বৃহৎ দ্যাদি স্ত	...	১৬২
বৃহৎ কনকাসব	...	১২৪	বৃহৎ বৈতল	...	১৭০
বৃহৎ কচি তাম্রি	...	১৩	বৃহৎ পঞ্চমূল	...	২৫, ৪০২
বৃহৎ কচুণী ভেরব	...	২৮	বৃহৎ পঞ্চগব্য স্ত	...	১৪২
বৃহৎ কচুণী ভূষা	...	২৯	বৃহৎ পিঙ্গলী স্ত	...	৩৪২
বৃহৎ কাকনাভ	...	১১০	বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস	...	৩৮৬
বৃহৎ কাকনী তৈল	...	৩৬২	বৃহৎ বঙ্গদ্রব	...	২৬, ২৬১, ২৭২
বৃহৎ পঞ্চাধর চূর্ণ	...	৫৫	বৃহৎ বাতারি তৈল	...	২৫০
বৃহৎ শুভ পিঙ্গলী	...	২৩৮	বৃহৎ বিদ্যাধরাস	...	২০৮
বৃহৎ শুভ চৈতল	...	১২১	বৃহৎ বাসাবল্লভ	...	১১০
বৃহৎ শুভ চৈতল	...	১২১	বৃহৎ বিষ্ণু তৈল	...	৮৪৭
বৃহৎ শুভ মিত্রি তৈল	...	৭১	বৃহৎ জাগীদি কষায়	...	৪৪
বৃহৎ শুভনা ম তৈল	...	৩৫৩	বৃহৎ শুভ রস	...	২৮২
বৃহৎ শুভমুত লৌহ	...	১২৩	বৃহৎ মনসম	...	৩৮২
বৃহৎ শুভমুত রস	...	১২৩	বৃহৎ মরিচাদি তৈল	...	৩২৬
বৃহৎ শুভদুধ মকুন্দ	...	৩৮২	বৃহৎ মহাগন্ধক	...	২৮
বৃহৎ চিত্রামনি	...	৪৭	বৃহৎ মহাকাকী বিলাস	...	৪৫
বৃহৎ চূর্ণ মনি রস	...	৪৮	বৃহৎ অগ্নিকাদি কাকী	...	১২৬
বৃহৎ জাগীদি স্ত	...	১৫৬	বৃহৎ যোগবীজ শুভমূল	...	২০০
বৃহৎ জাগীদি চূর্ণ	...	৩৫	বৃহৎ রস শূণ্ড	...	৩৭৬
বৃহৎ জাগীদি লৌহ	...	৪১	বৃহৎ লবঙ্গাদি ঔষ	...	৮২
বৃহৎ জাগীদি তৈল	...	৩০	বৃহৎ লোকনাথ রস	...	৩০১
বৃহৎ জাগীদি যোগক	...	৩৮	বৃহৎ লভাবরী মকুন্দ	...	২০৬
বৃহৎ জাগীদি যোগক	...	৩৮	বৃহৎ লভাবরী স্ত	...	১০২, ১৬০, ২৭৭
বৃহৎ জাগীদি যোগক	...	৩৮	বৃহৎ লভাবরী স্ত	...	১৬৩
বৃহৎ জাগীদি যোগক	...	৩৮	বৃহৎ লভাবরী স্ত	...	৩৮৬

বৃহৎ শূন্য যোদক	...	৩৭৮
বৃহৎ শূন্য রাস	...	১১৭
বৃহৎ সর্গস্বর হর লৌহ	...	৩৪
বৃহৎ স্থিতিকারি রস	...	৩৭৪
বৃহৎ স্থিতিকা বিনোদ রস	...	৩৭৬
বৃহৎ টৈকবাগি টৈল	...	৪০১, ৩১১
বৃহৎ সোমবাগি টৈল	...	৩২৮
বৃহৎ চংসাদি ঘৃত	...	১৭২
বৃহত্তী ঘৃত	...	১৬১
ব্রাহ্মী টৈল	...	৩৪৩
ব্রাহ্মী চরিতকী	...	১১৮

বেগধু বায়ু চিকিৎসা ১৭৮

যোগি বটী	...	২৩৭
যোগাদি শুড়িকা	...	৩৪৩
যোগাদি ঘৃত	...	৩৪৬
ঐকান্ত্য মারণ বিধি	...	৩২০
ঐকান্ত্য চূর্ণ	...	১৩৮
ঐকান্ত্য রোগ টৈল	...	৩১৯
ঐকান্ত্য রাস টৈল	...	৩১৭
ঐকান্ত্য রস	...	৩৩৫
ব্রাহ্মী ঘৃত	১২৬, ১৩৯	
ব্রাহ্মী সারস	...	৩৮৭

ভ

ভগন্দর চিকিৎসা ৩১৯

ভগন্দর হর রস	...	৩২০
ভগন্দর দারুণি গণ	...	১৪৪
ভগন্দর ঘৃত	...	২৪৮
ভগন্দর লৌহ	...	৭৪
ভগন্দর শোধন বিধি	...	৪০২
ভগন্দর সার	...	৩৭
ভগন্দর বিধি	...	২৪
ভগন্দর শুড়	১২২-১২৩	

ভগন্দর টৈল	...	২২৫
ভগন্দর রস	...	১২০
ভগন্দর বিধি	...	৩৭
ভগন্দর লবণ	...	৮১
ভগন্দর রস	...	৩৭২
ভগন্দর	...	২৪, ২১৭
ভগন্দর রস	...	১৩২, ১৪০
ভগন্দর	...	৩২৩
ভগন্দর রস	...	১২৬

ম

মকরন্দ	...	৪২
মকরন্দ	...	৪৩
মকরন্দ	...	১৬১
মকরন্দ	...	৩
মকরন্দ	...	১৮০
মকরন্দ	...	৪
মকরন্দ	...	৩২৬
মকরন্দ	...	৭২
মকরন্দ	...	৫৩২
মকরন্দ	১৪৬, ১৬৭	
মকরন্দ	...	১৩০
মকরন্দ	...	৪১
মকরন্দ	...	৩২৭

মন্ডাস্ত্র চিকিৎসা ১৬৫

মন্ডাস্ত্র চূর্ণ	...	২২৮
মন্ডাস্ত্র	...	২৭
মন্ডাস্ত্র টৈল	...	৫২৬
মন্ডাস্ত্র	...	৩১৫
মন্ডাস্ত্র	...	৩৪৬
মন্ডাস্ত্র	...	৫৬৪
মন্ডাস্ত্র	...	১৩৮
মন্ডাস্ত্র	...	১৪০

মহাকুষ্ঠ চিকিৎসা	৩২৯
মহাকুষ্ঠমিৎগ তৈল	১৫২
মহাধনুস তুত	৩২১
মহাচন্দ্রাদি তৈল	১১১
মহাট্টেতন তুত	১০৮, ১১১
মহাট্টেতন তৈল	১৪০
মহাভালকেশ্বর রস	১৪০
মহাভিক্ত তুত	৩০১
মহাভিক্তাদি তুত	৩৫৮
মহাভলমূল তৈল	৩৬১
মহানারায়ণ তৈল	১৪৭
মহানারায়ণ তৈল	৩৫০
মহাশক্তি তৈল	১৪২, ১৪৩
মহাশিবরস	৪৭, ৩৪০
মহাশিবী তুত	১৩৮
মহাবলা তৈল	১৪৭
মহাভল্লাতক শুক	৩০০
মহাভু রাস তৈল	১২১
মহাধনুস তৈল	১৫৪
মহাধনুস	১১০
মহাধনুস তুত	১৮৫
মহাধনুস নৃপজল	৩০০
মহাধনুস প্রসাদি তৈল	১৭১
মহাধনুস তৈল	১৪০
মহাধনুস বিনাস	২০৩, ৩০১
মহাধনুস বলাস তৈল	১৫২
মহাধনুস	১৮৫
মহাধনুস লৌহ	১২৮
মহাধনুস তুত	৩৪৫
মহাধনুস তৈল	৩৪৭
মহাধনুস তৈল	৩৭৫
মহাধনুস	১০১

মহাকুষ্ঠ	২৮৬
মহাধনুস	৭৬
মহাধনুস	২২৬
মহাধনুস	৩০৩
মহাধনুস	৩২৮
মহাধনুস	২
মহাধনুস	৩৫০
মহাধনুস	১৬৪
মহাধনুস	১৫২
মহাধনুস	১৬৮
মহাধনুস	২৮৪
মহাধনুস	১৫৩
মহাধনুস	৪
মহাধনুস	১১১, ৩৫৩
মহাধনুস	৩০

মিশ্র মূল চিকিৎসা ২০৯

মহাধনুস	৩২৭
মহাধনুস	১২১
মহাধনুস	৩৫২
মহাধনুস	৩২৭
মহাধনুস	৫৭
মহাধনুস	৩১
মহাধনুস	৬৭

মূত্র চিকিৎসা ১৩১

মূত্র কৃষ্ণ চিকিৎসা ২৩৯-২৪৫

মূত্র কৃষ্ণ রস	২১
----------------	----

মূত্রাঘাত চিকিৎসা ২৪৫

মূত্রাঘাত তৈল	১৪৮
মূত্রাঘাত রস	১০৮
মূত্রাঘাত রস	৩৮৮
মূত্রাঘাত রস	১২৮
মূত্রাঘাত রস	৩৮৮

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
মোপা মারন মিথি	৩৩৫	মহুকাটা টৈল	৩৫৫
মোপা ভান্নাহুপান	৩৩৫	মহুনাথ রস	৮২
ম		মহামুত্র চিকিৎসা	৩৫১
মহু লোকেবর রস	২৫০	মহাপুখান কষার	৩২২
মহু চতুসেন	৩৭৮	মহাপুখ লবণ	৩২৩
মহু টৈল	২৩৮	মহানি বৃত্ত	২৫৫
মাল শুড়া	৭০, ৩০৭	মহকাটা বৃত্ত	৩৬৪
মাল বটী	৭০	মার্কুল কাজিক	৮১
মালা কাজিক টৈল	১৬২	মালাপর্ণি কষার	৫৭
মালাবিলাস রস	৩৪৩	মালাপর্ণি দগ	২৬৩
মোকনাথ রস	৩০০	মাধনবেদ	১৬৮
মোদ্রাস	২৬২	মাধনী বৃত্ত	২৬৮
মো'ত চূর্ণ	২১	মাসকাস চিষ্টামনি	১২৪
মো'তর বিধ	৩২০	মাসকতুরী বটী	১২৪
মো'তরহুপান	৩২৪	মাসকুঠার	১২৫
মো'ত মৃত্যুঞ্জয় রস	৩০০	মাস চিষ্টামনি	১২৩
মো'তরাজ রস	৪২	মাসাধিলন	১১৬
মো'ত হরীতকী	২১০	মাসামুত	৩৮
মোহামুত	২১৩	মিথি বাড়ব রস	২১৫
ম		মিথু টৈল	৩৫৩
মাম্বকথীর শুড়িকা	২১৪	মাম্বু আলো	২২২
মাম্ববটী	৮১	মিথি বগ রস	১২৩
মাম্ব দি চূর্ণ	২১০, ৩১৩	মিথি বৃত্ত	১৫৮
মটাম্ব কষার	৩২	মিথি	৩২০
মত মূগাদি কষার	২৪২	মিরোরোগ চিকিৎসা	৩৬০
মতমূল দি মো'ত	৩০৩	মিলাকতাদি মো'ত	২১২
মতাবরী টৈল	১৩৩	মিলাকতু আলো	২৩৭, ২৬০
মতাবরী বৃত্ত	১৩১, ২৪৩, ৩৪৩	মিলাকতু বোগ	২৪৫
মতাবরী মধুর	২৪৩	মিলাকতু রসা	৩৬৬
মমন শুধ	৫১	মিলাকতু মোহন মিথি	৩২৭
মহুকাটা শুড়িকা	২১২	মিথি চিকিৎসা	৩৩৭
মহুকাটা টৈল	৩৫৫	মিথুকানন টৈল	৩৩৮

শ্রীকল্যাণ বৃত্ত	...	৩৩৭
শীতাদি স্বর চিকিৎসা	...	৪৭
নোভলজ	...	৩৩৩
ক্রীড়া তৈল	...	৩৭৭
ক্রীড়া তৈল	...	৩৪৪
ক্রীড়ানামক বোদক	...	৩৬১
ক্রীড়ানামক রস	...	৩৬২
চন্দ্রবোগ	...	২৩৩
চন্দ্রভাষ্য	...	৩৩০
চন্দ্রবোধক ব্যাধি	...	৪
চন্দ্রধ্বতি	...	১৫৮
চন্দ্রমিথ্যায়ী বটিকা	...	১৫৩
চন্দ্রমিথ্যায়ী রস	...	২৬২
চন্দ্রমিথ্যায়ী কষায়	...	২৫২
চন্দ্রমিথ্যায়ী বৃত্ত	...	২০২
চন্দ্রমিথ্যায়ী	...	৪৪, ৩০২
চন্দ্রমিথ্যায়ী বৃত্ত	...	২২১
চন্দ্রমিথ্যায়ী তৈল	...	৩০৮
চন্দ্রমিথ্যায়ী তৈল	...	২০৫
চন্দ্রমিথ্যায়ী মণ্ডুব	...	২১৫
শূল চিকিৎসা	...	২০৩
শূলগ্রন্থ বোগ	...	২০৮, ২১৫
শূলগ্রন্থ বটী	...	২১৫
শূলগ্রন্থ	...	২০৫
শূলগ্রন্থ চূর্ণ	...	১২০
শূলগ্রন্থ বৃত্ত	...	২০২
শূলগ্রন্থ বোদক	...	৪২
শূলগ্রন্থ ব্যাধি	...	২
শূলগ্রন্থ বোদক	...	৬
শূলগ্রন্থ ক্রিয়া	...	৭
শূলগ্রন্থ পিত্তক রস	...	৩৪০
শূলগ্রন্থ পিত্তক হইবার কার্য	...	

শূলগ্রন্থ বটী	...	৫
শূলগ্রন্থ বোদক	...	৫৬
শূলগ্রন্থ বোদক	...	২৩-৩২
শূলগ্রন্থ	...	৩৩৭
শূলগ্রন্থ চিকিৎসা	...	৩০৪
শূলগ্রন্থ বোদক	...	৩০৮
শূলগ্রন্থ বোদক	...	৩০৮
শূলগ্রন্থ বোদক	...	৩৩
শূলগ্রন্থ পাতন	...	৫৬
শূলগ্রন্থ বোদক	...	২৮০
শূলগ্রন্থ পুটপাক	...	৫৭

(৫)

বটীকটর তৈল	...	৪৭
বটীকটর বৃত্ত	...	৩৭
বটীকটর পতপাক তৈল	...	২০৫
বটীকটর	...	১২
বটীকটর গুণগুণ	...	৩৫৭
বটীকটর তৈল	...	৩৬০

(৬)

সত্যতক স্বর চিকিৎসা	...	৩৭
সত্যতক রস	...	৩৭
সত্যতক স্বর বটী	...	২৩
সত্যতক ব্যাধি	...	২
সত্যতক বোদক	...	৫৬
সত্যতক বৃত্ত	...	১০১
সত্যতক মণ্ডুব তৈল	...	১৭৩
সত্যতক বোদক	...	২০৬, ৩৫৮
সত্যতক গুণগুণ	...	৩১৮
সত্যতক বোদক	...	৩১৬
সত্যতক কষায়	...	৫৬
সত্যতক চূর্ণ	...	৫৭
সত্যতক গুণ	...	১৭৩

বিবরণ	পৃষ্ঠা	সাময়িক চূর্ণ	...	১৫৯
সর্ব বিষয় প্রতিকার ...	৩৭৭	সাহসাহি বোপ	২৪৪
সপিওড় ...	১১২	সাহসাহি	২৬২
সর্বগুণ কবায় ...	৪৭	সাহসাহি	৩৮৭
সর্বতোভদ্রা বটী ...	২৪১	সাহসাহি	৩২৭
সর্বোত্তম রস ...	৪৫	সাহসাহি	৩৫১
সর্বাস বাতব্যাসি ...	১৭৫	সাহসাহি	৩৫১
সর্বাক অক্ষর ...	১০২-২০৮	সাহসাহি	১১৩
সর্বোত্তম রস ...	২৬৪	সাহসাহি	৫০
সর্বকর বটী ...	৩১১	সাহসাহি	১৬১
সহচর্যদি কবায় ...	৩৭৪	সাহসাহি	১৭২
অন কত দী তৈরব ...	২৮	সাহসাহি	৩২৭
অন পঞ্চমূল ...	২৫	সাহসাহি	৩২৫
অন সুপাণ্ড ...	১০২	সাহসাহি	৮১
অর্ণাদি শুদ্ধিকা ...	২৩৪	সাহসাহি	১২২
অর্ণপদী ...	৩৬	সাহসাহি	৪২২
অর্ণবদ ...	২৬৬, ২৬৭	সাহসাহি	৩২৬
অর্ণভব বিধি ...	৩২৪	সাহসাহি	২৪১
অর্ণদোষ ...	৩৬০	সাহসাহি	২৪৬
অর্ণদোষ হর বটী ...	৩৮৭	সাহসাহি	৩৫৭
অর্ণভবের অমূল্য ...	৩১৫	সাহসাহি	৪০
অর্ণ মাসিক প্রয়োগ ...	২১০	সাহসাহি	৩৬২
অর্ণ মাসিক মারণ বিধি ...	৩২৬	সাহসাহি	১৫২
অর্ণ মঙ্গল রস ...	৩১৩	সাহসাহি	৭৪
অর্ণভব চিকিৎসা ...	১২৫	সাহসাহি	২৬৭
অর্ণভব রস ...	১২৬	সাহসাহি	২৮১
অর্ণগ্রহ গ্রহী কপাট রস ...	৩৮	সাহসাহি	২৮১
অর্ণগ্রহাণ্ডগ্রহ চিকিৎসা ...	১৬০	সাহসাহি	১২৮
অর্ণগ্রহে অর্ণাদি মারণ বিধি ...	৩২৬	সাহসাহি	৩৮
সাদা চটী ...	৩৭৫	সাহসাহি	২০১-২০২
সাধারণ কাস চিকিৎসা ...	১১৬, ১১৭	সাহসাহি	১৪২
সাহসাহি চূর্ণ ...	২১৩, ২৮৭	সাহসাহি	৩৭৩
সার্কভোম রস ...	২১৭	সাহসাহি	৩৭৪
সাহসাহি চূর্ণ ...	২২৬	সাহসাহি	৩৭৪

ঐঐঐঐঐঐঐ

আয়ুর্বেদী ফলিত চিকিৎসাবিধান

—::—

অঙ্কশাচরণঃ

পুরা প্রাণিব্যুৎকোশং পুরোধায় মহর্ষয়ঃ ॥
তপস্তেজোহৃতধ্বাস্তা মহাস্ত ইব-বহুয়ঃ ॥
সঙ্গম্য হিমশৈলস্ত পাদে ত্যলোক সমিভে ॥
যেহক্রবমায়ুষো বার্তাং রোগানীকজিহীষয়া ॥
ত্রৈকালজ্ঞানসম্পন্ন্য নিঃস্বার্থা বিগতস্পৃহাঃ ॥
ত্রিলোকগুরবঃ সৌম্যা নীরবকলধারিণঃ ॥
তেষাং মুনীনাং পরমাজি পদ্মঃ ॥
তাতস্ত মাতৃশ্চ শিবং শরণ্যং ॥
বিশ্বোপশাষ্টস্ত্য শুভভক্তিপুষ্পৈঃ ॥
রাখালচন্দ্রঃ শতশোহতি বন্দে ॥

— — —

আয়ুর্বেদশাস্ত্রের নিরুপ্তি

আয়ুর্বেদে বিদ্যতে অথবা জনেন আয়ুর্বেদে ইতি আয়ুর্বেদঃ। অতীর্থ—শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার পরস্পর সংযোগকে আয়ু এবং যে শাস্ত্রে তাদৃশ আয়ুর বিষয় বর্ণিত আছে তাহাকে আয়ুর্বেদ বলে। অথবা যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে আয়ুর বিষয় অবগত হওয়া যায় কিবা যে শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে চলিলে দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকে আয়ুর্বেদ

অথ, আয়ুর্বেদের বিষয় বর্ণনা ।

বায়ু, স্থা ও চক্ষ সেরূপ পৃথিবীর উপর জিয়া প্রকাশ করে ও তাহাকে রক্ষা করে তজ্জন বায়ু, তেজোময় পিত্ত ও সৌম্য মেঘা যানব শরীরে জিয়া করে ও তাহাকে পালন করিয়া থাকে ।

শরীরস্থিত বায়ু, পিত্ত ও মেঘা বিকৃত হইলে শরীরকে বিনাশ করে । ইহারা শরীরকে দূষিত করে বলিয়া দোষ এবং মলিন করে বলিয়া মল ও মারণ (পালন) করে বলিয়া দাতু নামে অভিহিত হয় ।

বায়ু এই দেহ যত্নের চালক ; পিত্তই অগ্নি এবং মেঘাই জল । এষ্ট জল, অগ্নি ও বায়ু দ্বারা দেহস্থ অহিনিষি পরিচালিত হইতেছে । ইহারা সামান্যস্থায় থাকিলেই শরীর নীরোগ থাকে ।

বিকৃত বায়ু, পিত্ত ও মেঘাই ব্যাধির উৎপাদক ; এই ত্রিদোষ ভিন্ন কোন ব্যাধিই উৎপন্ন হইতে পারে না । এক একটা পৃথক পৃথক দোষ ব্যাধি উৎপাদন করিলে তাহাকে বাতজ, পিত্তজ বা ক্রৌঞ্চ জ্বালা'ল বলা যায় ; দুইটা দুইটা দোষ মিলিত হইলে রোগ উৎপাদন করিলে তাহাকে বাতপিত্তজ বা পিত্তক্রৌঞ্চ জ্বালা'ল বলা যায় এবং দোষত্রয় মিলিত হইয়া যে ব্যাধি উৎপাদন করে তাহাকে ত্রিদোষজ বা সান্নিপাত জ্বালা'ল বলে ।

দোষ কুপিত না হইলে ব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে না । দোষ কুপিত হওয়ার পূর্বে ইহাং যে ব্যাধি উৎপন্ন হয় তাহাকে আগন্তব্যাদি বলে । ভূতসংসর্গ, বিষসংস্পর্শ, বিষাক্ত বায়ু সংস্পর্শ, অগ্নিদাহ, অগ্নিশক্তির অভিঘাত, পতন, কাম, শোক ও ভয় প্রভৃতি দ্বারা ইহাং যে রোগ জন্মে তাহাকে আপ্যন্তব্যাদি বলা যায় । যদিও ইহাতে পূর্বে কোন দোষের প্রকোপ হয় না কিন্তু পরক্ষণেই দোষের সংসর্গ হইয়া থাকে ; এজন্ত আগন্তব্যাদিকেও নিত্যোষ্য ব্যাধি বলা যায় না । অদিকালে আগন্তব্যাদিই বায়ুপ্রধান ।

রজঃ ও তমঃ নামে আরও দুইটা দোষ আছে । এষ্ট দুই দোষকে সান্নিপাতদোষ বলে ; ইহারা মনকে দূষিত করে । সংসংসর্গ ও তজ্জ্ঞান মনোদোষের প্রধান উৎস ।

দেহস্থ বায়ু পাচ প্রকার । যথা—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও বায়ন । প্রাণবায়ুর স্থান—শুদ্র, উঠা মনরে থাকিয়া শ্বাস প্রশ্বাসাদিক্রিয়া নিকাশ করে ; ইহা বিকৃত হইলে শ্বাসরোগ, অশ্বাস প্রভৃতি উৎপন্ন হয় । অপান বায়ুর স্থান গ্রহণ নাড়ী ; উক্ত তথায় অবস্থান করিয়া মল মূত্রাদি নিঃসারণ করে ; ইহা বিকৃত হইলে অতিসার, গ্রহণ, শুদ্ররোগ, প্রমেহ, মুত্রকৃচ্ছ, মুত্রোধ ও বহুমূত্র প্রভৃতি উৎপন্ন হয় । সমান বায়ুর স্থান—পাক্ষায়, উঠা তথায় অবস্থান করিয়া পাচকার্যকে স্থাপিত করে এবং বিকৃত হইলে, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, আত্মান প্রভৃতি উৎপন্ন হয় । উদান বায়ুর স্থান কণ্ঠদেশ ; উঠা তথায়

অবস্থান করিয়া প্রাণবাহুর জ্বায় ক্রিয়া প্রকাশ করে এবং বিকৃত হইলে ত্রিকা প্রকৃতি বাধি উৎপাদন করে। ব্যানবাহু সর্জনরীরবাণী; ইহা কুশিত হইলে সর্জাদবাত, একাদবাত, কল্প, আক্ষেপ প্রকৃতি উৎপন্ন হয়।

পিত্ত পাঁচ প্রকার। যথা—পাচক, ভ্রাজক, সাধক, আলোচক ও রজ্জক। পাচক পিত্তের স্থান পাক্ষর; ইহার কার্য্য আচারীর দ্রব্য পরিপাক করা। ইহা বিকৃত হইলে অগ্নিদান্য, অন্নপিত্ত অজীর্ণ, উদরস্তম্ভ, তীক্ষ্ণায় প্রকৃতি উৎপন্ন হয়। ভ্রাজক পিত্তের স্থান-তৃক্; ইহা শরীরকে উষ্ণ রাখে এবং ইহার বিকৃতিতে বিস্ফোট, শীতপিত্ত প্রকৃতি উৎপন্ন হয়। সাধক পিত্তের স্থান জন্ম, ইহা অজীর্ষ কার্য্য সাধনকারী; বিকৃত হইলে স্রব্রোগ, জন্মাহ প্রকৃতি উৎপন্ন হয়। আলোচক পিত্তের স্থান চক্ষু; ইহা দর্শনকার্য্য নির্বাহক এবং ইহার বিকৃতিতে নেত্ররোগ উৎপন্ন হয়। রজ্জক পিত্তের স্থান যক্ণ ও ম্লীহা; ইহার কার্য্য রসকে রঞ্জিত করিয়া রসকে পরিণত করা। ইহা বিকৃত হইলে পাণ্ডু, কামলা, কণীমক, শোণ প্রকৃতি উৎপন্ন হয়।

শ্লেষ্মা পাঁচ প্রকার। যথা—ক্লেদক, শ্লেষ্মক, অবলম্বক, বোধক ও তর্পক। ক্লেদক শ্লেষ্মার স্থান আমাশয়; ইহা আমাশয়গত আচারীর দ্রব্যকে 'ক্লম' করে এবং বিকৃত হইলে বমন প্রত্যাগমন, অর প্রকৃতি উৎপাদন করে। শ্লেষ্মকশ্লেষ্মার স্থান সর্পি; ইহা সর্পকলের সংযোজক এবং দৃঢ়তা সম্পাদক। বিকৃত হইলে আমবাত প্রকৃতি উৎপাদন করে। অবলম্বক শ্লেষ্মার স্থান জন্ম; ইহা স্ববীৰ্য্যপ্রভাবে অরমে দ্বারা জন্মের স্বকার্য্য সাধনে সাহায্য প্রদান করে। বিকৃত হইলে—বাস, কাস, কাদাগ, বাসকৃচ্ছ্রতা প্রকৃতি উৎপাদন করে। বোধক শ্লেষ্মার স্থান কণ্ঠদেশ বিশেষঃ 'জিহ্বা'ল; ইহা রসের বোধ জ্ঞাপাইয়া দেয় এবং বিকৃত হইলে, জিহ্বাস্তম্ভ প্রকৃতি উৎপাদন করে। তর্পক শ্লেষ্মার স্থান মলক; ইহা উপায় অবস্থান করিয়া সমস্ত শরীরকে সন্তর্পিত করে এবং বৈজ্ঞান সমূহের শারদপুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। বিকৃত হইলে—মাণিক্য, জাডা, আলস্ত, পীড়ন, মস্তকবেদনা, শরীরের শুষ্কতা প্রকৃতি উৎপাদন করে।

গমনার্ধ বা গাতৃ হইতে বাহু, সন্তানার্ধ তপ, বাহু হইতে পিত্ত এবং সংযোজনার্ধ শ্লিষ বাহু হইতে শ্লেষ্মা প্রকৃতি উৎপাদন করে।

বাসু চকল, হৃদ্রোহোৎসারী, শীতল, রক্ষ, বিশদ ও খরজলবিশিষ্ট। কেহ কেহ ইহাকে শ্রাবণ বহিরা বর্ণনা করেন। আমরা দর্শনোক্ত দ্বারা ইহার কোন রূপ গ্রহণ কার্য্যতে পারি না। ইহা পিত্ত ও শ্লেষ্মার চালক।

পিত্ত—রাজকামাচাদির জ্বায় তীক্ষ্ণ, অগ্নির, তরল, পুতিগন্ধবিশিষ্ট, নীলবর্ণ, (সামান্যবাহু), পীতবর্ণ (নিয়ামাবাহু), উষ্ণবর্ণ, তীক্ষ্ণরস (প্রকৃত অবস্থায়), কটু রস (বিকৃত অবস্থায়), স্নেহযুক্ত এবং সঞ্জনবিশিষ্ট। পিত্ত বিদগ্ধ হইলে অগ্নিরস হয়।

শ্লেষ্মা—শ্বেতবর্ণ, শুষ্ক, দ্বিগুণীৰ্ণ্য, পিচ্ছিল, শীতল, বৃদ্ধ, হির ও মধুর রস এবং ইহা বিলম্ব হইলে লবণ রস হয়। আমরা পিত্ত ও শ্লেষ্মা দেখিতে পাই। পিত্ত রক্তধাতুর এবং শ্লেষ্মা রসধাতুর মল। আমাদের দেহে, বাহ্য পিত্ত শ্লেষ্মার জ্বর আরও সাতটি ধাতু আছে; তাহারাও দেহ ধারণ করে বলিয়া ধাতু নামে অভিহিত হয়। যথা—রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র। দূষিত রসাদি ধাতু হইতে নানাপ্রকার পীড়া জন্মিয়া থাকে এবং তাহারা রসজ, রক্তজ, মাংসজ ইত্যাদি নামে কথিত হইতে পারে।

রসজ ব্যাধি

আহারে অনিচ্ছা, অরুচি, অবিপাক, অঙ্গমর্দ, জ্বর, বিবমিষা, আহার না করিয়াই তদ্বিবরে পরিতৃষ্ণিবোধ, অঙ্গগৌরব, হ্রাসোগ, পাণ্ডুরোগ, দেহের স্রোতোরুদ্ধতা, কাশ্য, মুখবৈরস, অবসাদ, অকালশয্যতা ও দৃষ্টিশক্তিহীনতা।

রক্তজ ব্যাধি

কুষ্ঠ, বিসর্প, পিড়কা, মশক, নীলিকা, তিলকালক, ক্রচ্ছ, বাল, ইন্দ্রলুপ্ত, শ্রীহা, বিদ্রুপি, শুষ্ক, বাতরক্ত, অশঃ, অর্কুদ, অঙ্গমর্দ, প্রদর, রক্তপিত্ত, শুদপাক, মুখপাক ও মেচপাক।

মাংসদোষজ ব্যাধি

অধিমাংস, অর্কুদ, অশঃ, অধিবিহ্বা, উপজিহ্বা, উপকুল, গলগণ্ডিকা, অলজি, ক্লেমাংসংঘাত, ওষ্ঠপ্রকোপ, গলগণ্ড ও গণ্ডমালা।

মেদোদোষজ ব্যাধি

গ্রাসিবৃদ্ধি, গলগণ্ড, অর্কুদ, ওষ্ঠপ্রকোপ, মধুমহ, হোল্য, অতিবর্ণ ইত্যাদি।

অস্থিদোষজ ব্যাধি

অধ্যস্থি, অধিদন্ত, অস্থিতোদ, অস্থিশূল, কুনথ ইত্যাদি।

মজ্জাদোষজ ব্যাধি

অঙ্গকারদর্শন, সূক্ষ্মা, জ্বর, পর্কস্থলের শুষ্কতা, উরুতার, জল্যারশুক্য ও নেত্রাভিঘ্নক।

শুক্রদোষজ ব্যাধি

ক্লেম্য, ক্লীসংসর্গে অনিচ্ছা, 'অশ্মরী, শুক্রমেহ ও শুক্রচুষ্টি

অপিত্ত, চর্মরোগে কুষ্ঠাদি; মলাশয় দূষিত হইলে মলগোধ বা অভ্যন্ত মল নিঃসরণাদি, ব্রহ্মহান দূষিত হইলে ইন্দ্রিয়ের অতিপ্রবৃত্তি বা অপ্রবৃত্তি ইত্যাদি আরও অনেক প্রকার রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

✓ নিম্নলিখিত কারণে বায়ু প্রকুপিত হইয়া থাকে। যথা—বারানস, উপবাস, পতন, ভয়, বাতৃকর, রাত্রিজাগরণ, মলমূত্রাদির বেগধারণ, শোক, শীতলতা, ভয়, ক্রমক্রিয়া, কষায়, তিক্ত বা কটুরস সেবন বর্ষাকালে ও বৃদ্ধাবস্থায় ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইলে, এবং অপর্যাপ্ত সময়ে স্বভাবতই বায়ু প্রকুপিত হইয়া থাকে।

নিম্নলিখিত কারণে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া থাকে। যথা—কটু (ঝাল) অন্ন, লবণ, উষ্ণবীৰ্যাদ্রব্য, বিদাহিদ্রব্য, তীক্ষ্ণদ্রব্য, ক্রোধ, উপবাস, রোদ, শ্রীমৎসর্গ, তিল, মসিনা, দধি, মস্ত, শুক (সন্ধানবিশেষ), কাঁজি ইত্যাদি। শরৎ ও গ্রীষ্মকালে, যৌবনান্ধকার, ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইবার সময় এবং মধ্যাহ্নে ও অর্দ্ধরাত্রিসময়ে স্বভাবতই পিত্ত প্রকুপিত হইয়া থাকে।

নিম্নলিখিত কারণে শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া থাকে। যথা—মধুর, অন্ন লবণ, শুষ্কদ্রব্য, ত্রিফলদ্রব্য, জ্বহদ্রব্য, তৃষ্ণা, ইক্ষুরস, দধি, দিঘানিদ্রা, পিষ্টক ও দ্রব ইত্যাদি। হেমন্তে, বসন্তে, বাল্যাবস্থায়, ভুক্তমাংসে এবং দিবা ও রাত্রির প্রথমার্ধে স্বভাবতই শ্লেষ্মা প্রকুপিত হয়।

বায়ু প্রকুপিত হইলে নিম্নলিখিত অশীতি প্রকার ব্যাধি উৎপাদন করিতে পারে। যথা—নখভেদ, বিপাণিকা, পাদশূল, পাদভ্রংশ, পাদতপ্তি, বাতখুচ্ছতা, গুল্মগ্রন্থি, পিণ্ডিকোৎসেহীন, গুণ্ডনী, জাহুভেদ, জাহুবিপ্লব, উরুতপ্ত, উদাসাদ, শাঙ্গুলা, গুদভ্রংশ, জদান্তি, যুগ্মোৎসেহ, পিণ্ডতপ্ত, বজ্রগান্ধ, শ্রোণভেদ, বিড়্ভেদ, উদাবর্ত, থল্লব, কুজব, বামনত, ত্রিকশূল, পৃষ্ঠশূল, পাশ্বশূল, উদরবেষ্ট, কুয়োহ, হৃদ্রব, বক্ষউপরোধ, বক্ষউদ্বর্ঘ্য বাহুশোষ, শ্রীবাস্তস্ত, মস্তাস্তস্ত, কণ্ঠোৎস, হস্ততপ্ত, গুষ্ঠভেদ, মস্তভেদ, মস্তশৈথল্য, মুকব, বাগ্গোধ, মুখের কষায়তা, যুগ্মশোষ, রসাজ্ঞান, জ্ঞাননাশ, কর্ণশূল, অশনপ্রবণ উচ্চৈঃশ্রবণ, বাধির্ঘ্য, বক্ষান্তস্ত, বক্ষস্ফোট, তিমির, অক্ষিশূল, নেত্রব্যুদাস, ক্রব্যুদাস, শঙ্খভেদ, ললাটভেদ, শিরঃশূল, কেশভূমিফুটন, অদ্বিত, একাঙ্গরোগ, সর্বাঙ্গরোগ, পক্ষাঘাত, আক্ষেপ, দন্তক, শ্রমবোধ, ভ্রম, কল্প, জ্ঞান বিবাদ, প্রলাপ, মানি, ক্রমতা, মলকাস্তি, শ্রাবণ বা অরুণবর্ণতা, অনিদ্রা ও চঞ্চলচিত্ততা। এই ৮০ প্রকার বাত বিকারকে বাতনানাস্ত্র ক্রিয়কান্ন কহে।

পিত্ত প্রকুপিত হইলে নিম্নলিখিত চল্লিশ প্রকার ব্যাধি উৎপাদন করিতে পারে। যথা—ওষ (নিকটস্থ অগ্নিতাপের দ্বারা তাপ বোধ) শ্লোষ—(অগ্নিদাহজনিত জ্বালায় জ্বর জ্বালা) দাহ, দবধু (শরীর যেন ধক্ ধক্ করিয়া জলিয়া বাইতেছে এক্রপ বোধ), ধূমক (ধূম নিঃসরণের দ্বারা বোধ) অন্নোদগার, বিবাহ, অজ্ঞদাহ, কৃচ্ছদাহ, উন্মার আধিক্য, অতিবেদ, অঙ্গগত, অঙ্গাবদরণ, রক্তক্লেদ, মাংসক্লেদ, স্বকদাহ, মাংসদাহ, স্বক ও মাংসের বিদারণ, চর্মবিদারণ, রক্তবর্ণকোষ্ঠ, রক্তবর্ণ বিস্ফোট, রক্তপিণ্ড, রক্তমণ্ডল, হরিভবর্ণতা, হরিজ্ঞাবর্ণতা, নীলিকা, কক্ষা, (বাহুরপার্শ্বে, ক্লেদ ও ক্লেদে যে কক্ষবর্ণ বেদনায়ুক্ত স্ফোটক হয়) কামলা, মুখের তিক্ততা, পুতিমুখতা, তৃক্ষাধিক্য, অতৃপ্তি, যুগ্মপাক, গলপাক, নেত্রপাক,

শুদশাক, মেচুপাক, জীবকর (জীবশোণিতেরকর) তমঃপ্রবেশ, সুহনেত্র ও বিষ্টার হরিত বা হরিতাবর্ণতা। এই চরিত্র প্রকার পিত্তবিকারকে পিত্তনান্যাক্রম বিন্কার কহে।

শ্লেষ্মা প্রকৃপিত হইলে নিম্নলিখিত বিংশতি প্রকার বাধি উৎপাদন করিতে পারে।

যথা—তৃপ্ত (আহার না করিয়াও আহার করার ছায় বেধ), তন্ম্রা, অধিকনিদ্রা, স্তিমিততা (আর্জিহস্ত দ্বারা অবশুষ্ঠনের ছায় বেধ), গজাগীরব, জালজ, মুণ্ডের মধুরতা, মুখস্রাব, উদ্গার, ককোদুগীরণ, মলাধিক্যা, কঠোর গিপ্ততা অদম্যের গিপ্ততা, ধর্মণীর মূলতা, পীনস, (সর্দি) গলগণ্ড, হৌলা, অগ্নিমন্দ্যা, উদর্দ, বর্ণ নেত্র মুত্র ও বিষ্টার শুক্লতা, এই বিংশতি প্রকার শ্লেষ্মাবিকারকে শ্লেষ্মনান্যাক্রম বিন্কার কহে।

মহামাতি প্রমাতৃদেনে বাতাবিকারে বাত পাঠি করিয়াছেন তন্মধ্যে আধান, ক্ষুটন, বিষহপরিপতি, দৃষ্ট, পেমোচ ও শুবিহতা এই কয়েকটি এবং পিত্তবিকারে বাত পাঠি করিয়াছেন তন্মধ্যে পিপাসা, মূচ্ছা, মত্ততা ও প্রলাপ এই কয়েকটি এবং কফ বিকারে বাত পাঠি করিয়াছেন তন্মধ্যে কফ ও শোথ অধিক দৃষ্ট হয়।

✓ শ্বাসানুনাশক ক্রিয়া যথা—মধুর, অন্ন লবণ, মিষ্ণ ও উষ্ণদ্রব্য সেবন, বাতনাশক শ্লেষ্মা (মিষ্ণ শ্বেদ) শ্লেষ্মাজল, শ্লেষণান, আস্থাপন, অমৃবাসন, নস্ত্র) শুক্লভোজন, উৎসাদন ও পরিষেক। বায়ুতে তৈলাভাক স্প্রশনতঃ বায়ু যোগবাচী। উত্তাপিতের সহিত মিশ্রিত হইলে আয়ের এবং শ্লেষ্মার সহিত মিশ্রিত হইলে সৌম্য হয়। পিত্তাধিত বায়ুতে পিত্তনাশক ঔষধ দ্বারা এবং শ্লেষ্মাধিত বায়ুতে শ্লেষ্মনাশক ঔষধ দ্বারা বায়ু প্রশমিত হয়। যে প্রকার আশ্রয়ীভূত কাঠের অভাবে অগ্নির উপশম হয় তদ্রূপ আশ্রয়ীভূত পিত্ত শ্লেষ্মার অভাবে বায়ুর উপশম হয়। কুপিত বায়ু যে স্থানে গমন করিবে সেই স্থানের চিকিৎসায় বায়ুর উপশম হইবে। যেমন—বায়ু শ্লেষ্মদান আমাশয়ে গমন করিলে, বায়ুতে বিহিত মিষ্ণ শ্বেদের পরিবর্তে ককে বিহিত কক শ্বেদ প্রয়োগ করিতে হয়, ইত্যাদি।

✓ বায়ু বর্জক রস যথা—

কটু, তিক্ত ও কষায়। হরিতকী কষায় হইলেও বায়ুবর্জক নহে। শুষ্কী কটু হইলেও বিপাকে বায়ু নাশক। খেজুর ও পলতা তিক্ত হইলেও বায়ু প্রকোপক নহে। কষায় রস অত্যন্ত বাতবর্জক।

পিত্ত নাশক ক্রিয়া

মধুর, তিক্ত, কষায় ও শীতল দ্রব্য সেবন, শুভ পান, বিচিটন, পিত্তনাশক প্রলেপ পরিষেক, অভ্যাঙ্গ ও অবগাহন। পিত্তে শুভপান স্প্রশনতঃ। তিক্তরস অত্যন্ত পিত্তনাশক।

পিত্তবর্জক রস

কটু অন্ন ও লবণ রস । কটু রস অত্যন্ত পিত্তবর্জক ; আমলক অন্ন হইলেও পিত্তনাশক
নিপুল ঝাল হইলেও বিপাকে পিত্তনাশক ।

শ্লেষ্মনাশক ক্রিয়া যথা—

কটু, তিক্ত, কষায় রস, তীক্ষ্ণ, কক্ষ ও উষ্ণস্বা সেবন, শ্লেষ্মনাশক হেদ, বমন,
নিরোবিরেচন এবং ব্যাধায় । ককে মধু লেহন সুপ্রশস্ত । কটু রস অত্যন্ত শ্লেষ্মনাশক ।

শ্লেষ্মাবর্জক রস যথা—

মধুর, অন্ন ও লবণ রস । মধুর রস অত্যন্ত শ্লেষ্মাবর্জক ।

যে সমস্ত দ্রব্য বায়ুনাশক, উর্হা সাম বায়ুর বর্জক ; অর্গোদয়ে, মেঘাচ্ছন্ন দিনে ও
হাসিতে সাম বায়ু বর্জিত হয় ।

সাম দোষে প্রথমতঃ আমনাশক চিকিৎসা ও পাচক ঔষধ দ্বারা আমক্ষয় করিয়া
পশ্চাৎ নিরাম দোষের প্রশমন ঔষধ প্রয়োগ করিবে ।

ভ্রূক্ষাদিগণ বায়ু প্রশমনে, দুর্কাদিগণ ও শুড়ুচাদিগণ পিত্তপ্রশমনে এবং জ্বরসাদিগণ
ও পাককোলে শ্লেষ্মপ্রশমনে শ্রেষ্ঠ ।

বর্ষাঋতুে অজীর্ণাসন দ্বারা বায়ু, শরৎকালে বিবেচন দ্বারা পিত্ত ও বসন্তে বমন দ্বারা
কক নিঃসারিত হইলে ঋতুপ্রয়োগ উৎপত্ত হইতে পারে না ।

অথ উপক্রম প্রকরণ

কাল, কর্ম, শক্তি, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইহাদের অভিযোগ, মিথ্যাযোগ, অযোগ,
প্রত্যাপবাদ ও পরিণাম, ইত্যাদি সমস্ত ব্যাধির নিদান । যথা—অতিশয় মধুর
রসের উপযোগ হইলে শ্লেষ্মার প্রকোপ হয় ; মধুর রসের অযোগ হইলে বায়ুর প্রকোপ হয় ;
মধুর রস ও তিক্তরস এই উভয়ের সংযোগে মিথ্যাযোগ হইলে বমনাদি রোগ উৎপন্ন হয়
ইত্যাদি ।

কাল, কর্ম ও শক্তি স্পর্শাদির সমযোগই নীরোগতার নিদান ।

সমনন, বিদগ্ধাশন ও অধাশন দ্বারা গায় সমস্ত ব্যাধিই উৎপন্ন হইতে পারে । শুভরাঃ
উর্হাদিগকে বস্ত্রতঃ পরিত্যাগ করিবে । হিতকর ও অহিতকর দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া
সেবন করাকে সমনন বলে । বহুপরিমাণে, অল্প পরিমাণে কিম্বা অসময়ে আহার করাকে
বিদগ্ধাশন কহে । ভুক্তরসের অজীর্ণাভাব ভোজন করাকে অধাশন কহে ।

আমাজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ, বিষ্টজাজীর্ণ ও রসশেষাজীর্ণ সমননাদির দ্বারা বহুবিধ
বিকারজনক শুভরাঃ অজীর্ণ নাশার্থ বস্ত্রবান হইবে ।

দোষের বিবমতাই রোগ এবং দোষের সমতাই আরোগ্যের লক্ষণ।

প্রথমতঃ রোগ নির্ণয় করিয়া পশ্চাৎ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। উত্তর ব্যাধিতে বা বহু-
ব্যাধিতে সন্দেহ হইলে উপশয় এবং অল্পশয় দ্বারা ব্যাধি নির্ণয় করিবে; এক ব্যাধির
প্রকারভেদ ব্যাধিতে না পারিলে ব্যাধি বিপরীত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। প্রমেহে হরিদ্রা,
কুষ্ঠে ঋদ্বিচ, বিবে শিঠী, জবে সুতা ও ক্ষেত্রপল্লীতির মিলিত কষায় ইত্যাদি ব্যাধি
বিপরীত ঔষধ

দর্শন, স্পর্শন ও শ্রবণ দ্বারা রোগী এবং নিদান, পুরুষ, রূপ, উপশয় ও সস্তাপ্তি দ্বারা
রোগ পরীক্ষা করিবে। কেহ কেহ বলেন রোগের বিজ্ঞানোপায় ষড়বিধ। যথা—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়
৭ গ্রন্থ। জ্ব ও শোথাদিতে শীতোষ্ণ প্রকৃকর্কণমূহকঠিনত্বাদি স্পর্শনেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়।
শরীরের উপচয়, অপচয়, আয়ুর্লক্ষণ, বল, বর্ণ, অতিসারের বাতুঃসরণাদি, দর্শনেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়।
প্রমেহাদিতে রস বিশেষ রসনেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়; রোগের মূতুঃলক্ষণাদির মধ্যে ত্রণাদির
পদ্ধতিবিশেষ জ্ঞানেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয় ত্রণাশ্রাব এবং অতিসারাদিতে শব্দবিশেষ শ্রোত্রেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়।
জাতি, কাল, সাত্মা, রেণুগুণবৈবরণ বেদনা, বল, দীপ্তাশ্রিতা, বাতু, মূত্র, পুরীষের প্রভৃতি
বা অপ্রভৃতি এবং রোগের কালপ্রকরণাদি গ্রন্থ দ্বারা জ্ঞাত হইবে।

যে কারণে রোগের উৎপত্তি হইয়াছে অথবা রোগের যে সকল নিদান লিখিত হইয়াছে
তৎসমুদায়ের পরিহারই সাধারণ চিকিৎসা এবং তৎসমুদায়ের উপযোগই সাধারণ
অণথ্য।

সমান সমানেরবর্জক—বিপরীত তাহার নাশক এবং ইহাই
চিকিৎসার সূত্র।

উদাহরণ যথা—মধুর রস মধুর রসের বর্জক, জল জলের বর্জক, অগ্নি অগ্নির বর্জক,
শৈত্য শৈত্যের বর্জক, রৌদ্র্য রৌদ্র্যের বর্জক, মাংস মাংসের বর্জক, মধুররস মধুররসের
বর্জক, কষায়রস কষায় বাতুর বর্জক, তীক্ষ্ণহিঙ্গু তীক্ষ্ণগিত্তবর্জক, আগ্নেয়মরিচ আগ্নেয়পিষ্ট
বর্জক, লঘু আগ্নেয়জব্য লঘুবাতুর বর্জক ইত্যাদি। শুক্রধর্মাবলম্বী তালমূল, শিমুলমূল,
যক্ষ্মারী প্রভৃতি শুক্রবর্জক।

বিপরীত—যথা, তিক্তরস মধুররস নাশক, অগ্নি জলনাশক, উষ্ণ শৈতানাশক, মিষ্টতা
রৌদ্র্য নাশক, আগ্নেয়কটুরস কলীর স্নেহানাশক, শীতল শতমূলী উষ্ণগিত্তনাশক ইত্যাদি।

শুক্র লঘু, শীত উষ্ণ, মিষ্ট কক্ষ, মল্ল তীক্ষ্ণ, হিরসর, মূহ কঠিন, বিশদ পিচ্ছিল, স্নগ্ধ
খর, হৃদয় হুল, সাত্ম জব, এই কুড়িটি গুণ, স্রব্যে থাকিয়া যব ক্রিয়া প্রকাশ করে।
ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধভেদে একে অপরের নাশক। ইক্ষুশুষ্ণ শুক্রশীতলিঙ্গ ও হিরগুণবিশিষ্ট,
স্নেহাও উষ্ণ গুণবিশিষ্ট; সুতরাং শুষ্ক স্নেহবর্জক। মরিচ লঘু, উষ্ণ, কক্ষ, ও তীক্ষ্ণ নিবন্ধন

ককনাশক। মটেশাক রৌক্য, শৈত্য ও লাবণ্য দ্বারা, কাণ্ডেস্থ রৌক্য ও শৈত্য দ্বারা, শীঘ্র রৌক্য দ্বারা বাহুবর্জক। বমানী তৈজস্যা ও উষ্ণ দ্বারা, তিল কেবল উষ্ণ দ্বারা শিত্তবর্জক। শোণালুম্বক্য মেহগোরবমাধুর্য্য দ্বারা, কশেক শৈত্যগোরব দ্বারা ও কীরিষ্যকের ফল শৈত্য দ্বারা কফবর্জক হইয়া থাকে।

রস অপেক্ষা বীৰ্য্য প্রধান এবং বীৰ্য্য অপেক্ষা প্রভাব প্রধান। বীৰ্য্য রসকে পরাক্রান্ত করিয়া স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশ করে। বীৰ্য্য শীতোষ্ণ ভেদে ২ প্রকার। কেহ ২ বলেন বীৰ্য্য ৮ প্রকার। যথা—শীত, উষ্ণ, শিথ, কক্ষ, মুহ, তীক্ষ্ণ, বিশদ ও পিচ্ছিল। তিক্তাঙ্গুরস, কষায় রস ও মহাপাকস্থল উষ্ণবীৰ্য্যবশতঃ, কষায়রস কুলঞ্চ কলাই এবং কটুরস-পলাণ্ডু শিথতা-বশতঃ বায়ু প্রশমিত করে; ঈক্ষুরস মধুর হইলেও শীতবীৰ্য্য কেতু বায়ু বর্জিত করে। পিণ্ডুল, আমলকী ও সৈন্ধব বথাক্রমে কটু, অম্ল ও লবণরস হইলেও মুহশীতবীৰ্য্যভেদে পিত্ত প্রশমিত করে; কাকমাচী ও মৎস্ত বথাক্রমে তিক্ত ও মধুররস হইলেও উষ্ণবীৰ্য্যবশতঃ পিত্ত বর্জিত করে। মূলক কটুরস হইলেও শিথবীৰ্য্য বশতঃ কফ বর্জিত করে; কয়েদবেল এবং মধু বথাক্রমে অম্ল ও মধুররস হইলেও কক্ষবীৰ্য্য বশতঃ স্নেহা প্রশমিত করে।

যে সকল রস বায়ুনাশক যদি তাহাতে কক্ষতা, লঘুতা বা শীততা থাকে, এবং যে সকল রস পিত্তপ্রশমক যদি তাহাতে তীক্ষ্ণতা উষ্ণতা ও লঘুতা থাকে এবং যে সমস্ত রস কফপ্রশমক যদি তাহাতে শিথতা, গুরুতা ও শীততা থাকে তাহা হইলে সেই সমস্ত রস বথাক্রমে বায়ু পিত্ত ও শেফাকে প্রশমিত করিতে পারে না পরন্তু বর্জিত করিতে পারে।

রস ও বীৰ্য্যের অপেক্ষা না করিয়া যদি—অপ্রত্যয়ে সর্কবিধ কৃষ্ণ, তদ্বিজা—সর্কবিধ গ্রাহে এবং শুষ্ক—সর্কবিধ বাতরক্ত নষ্ট করিতে পারে।

যে ব্যাধি শীতক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাকে উষ্ণক্রিয়া দ্বারা এবং যে ব্যাধি উষ্ণক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাকে শীতক্রিয়া দ্বারা প্রশমিত করিবে। কেহ ২ সৌম্য ও আশ্লেষভেদে ব্যাধিকে বিভাগে বিভক্ত করিয়া বথাক্রমে আশ্লেষ ও শৈত্যক্রিয়ার উপদেশ দিয়া থাকেন।

যে ক্রিয়া এক ব্যাধি বা এক উপসর্গ নষ্ট করিয়া অল্প বাধি বা উপসর্গ উৎপাদন করে তাহা কৃষ্ণক্রিয়ার মধ্যে গণনীয়।

বথাকালে রোগের চিকিৎসা করিবে। যথা—বর্ষা বা শীত ঋতুতে বাতবিকার উৎপন্ন হইলে ঐ ঋতুকে ঐ ঋতুতে পরিণত করিয়া চিকিৎসা করিবে। অর্থাৎ রোগী পৃথক পৃথক গ্রামে যেন ঐ গৃহাভ্যন্তর ঐ ঋতুকাল বলিয়া প্রতীয়মান হয় ইত্যাদি।

বিদর্শ ও আদানভেদে কাল দুই প্রকার। উত্তরায়নকালকে অর্ধাৎ শীত বসন্ত ও গ্রীষ্ম এই ঋতুত্রয়কে আদানকাল বলে। এইকালে শরীর রসহীন হইতে থাকে এবং ব্যাধিও অল্পঃ বাতাজুগ হয়; শীতকালে শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া থাকে সুতরাং এইকালে ত্রিক

শ্রুত, অন্ন ও লবণরস সেবনীয়। বসন্তকালে কক্ষ প্রকুণ্ঠিত হয় বিধায় এককালে শুষ্ক, অন্ন, লবণ, স্নিগ্ধ, মধুরদ্রব্য ও দিব্যানিত্রা পরিত্যাগ করিবে। গ্রীষ্মকালে সূর্য্যাক্রমণ যান দেহের স্নেহভাগ শোষণ করে সুতরাং এককালে মধুর, শীতল স্নিগ্ধময়ুগান ও শর্করাগান প্রভৃতি তিতকর। এই সময়ে লবণ, অন্ন, কটু, উষ্মাদ্রব্য ও ব্যায়াম পরিত্যাগ করিবে।

চক্ষুণাম্নন কালকে অর্থাৎ বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত এই তিন ঋতুকে বিসর্গকাল কহে। এইকালে শরীর রসযুক্ত ও স্নিগ্ধ হইয়া থাকে এবং ব্যাধিও প্রায়শঃ কক্ষাভূগ হয়। বর্ষাকালে শরীর অত্যন্ত রসহর এবং অনেকেরই অন্নিমাদ্দা হইয়া থাকে। এই সময় পুণ্ড্রান তণ্ডুলান ও ককনাশক দ্রব্যই সুপথা এবং নদীজল, দিব্যানিত্রা, অন্ন, লবণ ও স্নেহসেবন নিষিদ্ধ। শরৎকালে তিত্তদ্রব্য, তিত্ত, মধুরদ্রব্য ও বিরোচন তিতকর। হেমন্তকালের ক্রিয়া অনেকাংশে শীতকালের দ্বায় কিন্তু এককালে স্নেহের প্রাবল্য থাকে।

আনুপ, জাজল ও সাধারণভেদে দেশ তিন প্রকার। যথা—বঙ্গদেশ আনুপ, বিহং ও উড়িষ্যা সাধারণ এবং রাজপুতনা প্রভৃতি জাজলদেশ। আনুপদেশের লোক প্রায়শঃ স্নেহা এবং জাজলদেশের লোক সাধারণতঃ বাতপ্রধান, সুতরাং এই সকল বিবেচনা করিয়া পীড়ার ঔষধ নির্ধারন করিবে।

যে ঔষধ বহুভগনসম্পন্ন, উৎকৃষ্ট অথচ অন্ন উপাদানে প্রস্তুত ও দৃষ্টকলবিশিষ্ট তাহার প্রশংসনীয় ও সাযোজ্য। কিন্তু রোগী অপথ্যাসেবী হইলে, বহুভগাধিত ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও সুফল হয় না সুতরাং অপথ্যাসেবীর চিকিৎসা করা কর্তব্য নহে।

যে রোগে ষেত্রণ চিকিৎসা করিতে হইবে, দেশকালপাত্র অনুসারে তাহার অজ্ঞা হইতে পারে, সুতরাং বুদ্ধিপূরক তথায় বিপরীত চিকিৎসা বা উপারান্তর অবলম্বন করিবে।

কোনও নুতন ব্যাধির আবির্ভাব হইলে দোষ ও লক্ষণানুসারে তাহার চিকিৎসা করা কর্তব্য।

কোনও চিকিৎসক রোগীর বৃত্ত লক্ষণ দেখিয়াই হঠাৎ কঠোর হইবেন না এবং রোগী বা রোগীর আত্মীয়গণকে উদ্ভিন্ন করিবেন না। বৃত্ত বা অরিষ্ট লক্ষণ দুই প্রকার। যথা—দোষজ এবং ব্যাধিব্যতাবজ। দোষজ অরিষ্ট লক্ষণ, দোষপ্রশমনে প্রশান্ত হইতে পারে কিন্তু ব্যাধিব্যতাবজ অরিষ্টলক্ষণ কখনই বিরোধিত হইতে পারে না। যেদোষের হইলে যেমন বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা তদ্রূপ অরিষ্টলক্ষণ দেখাকালে আবির্ভূত হইলেও বৃত্ত হইবার সম্ভাবনা হইয়া থাকে।

অপরিস্ফুট ছিন্নবস্ত্রপরিহিত, অপ্রিয়কর্ষণতাবী, নির্ধাক ও অথং উপস্থিত চিকিৎসক আদরনীয় হয় না।

চিকিৎসা-প্রকরণ

—:—

অথ ঔষধিচিকিৎসা

প্রথমতঃ নিবানোক প্রমাদি লক্ষণ দ্বারা অগ্নের পূর্বরূপের অবগতের উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া ঔষধ করণী করা উচিত। সাধারণতঃ অগ্নের সামান্য পূর্বরূপে লঘুভোজন (খই, আদা প্রভৃতি) ও গরিসুট পূর্বরূপে উপবাস করা কর্তব্য। পরন্তু কেবল বাতজ-অগ্নের পূর্বরূপে অর্থাৎ যে অবস্থায় আমকরাদিহেতু কুপিতবাত অগ্নের পূর্বরূপ—প্রাণি কৃত্তাদিলক্ষণনিচয় উৎপন্ন করিতেছে, তাদৃশ অবস্থায় বৎসরাতীতপুণাতন জব্যসংকাররহিত বজ্জ্বত (ব্রহ্মতের চীকার পুণাতনহুতের উল্লেখ আছে) পান করাইয়া লঘু ভোজন করাইবে। তাহা হইলে রোগী সত্ত্বর প্রকৃতিস্থ হইবার সম্ভাবনা। যদি রোগী অগ্নেহনীয় হয় (দেহপানের অযোগ্য) তাহা হইলে লঘুভোজন প্রোক্ত ও দেহপান নিষিদ্ধ। সাধারণতঃ নিরূপিত ব্যক্তিগণ অগ্নেহনীয় বলিয়া নির্দিষ্ট হইরাছে। যথা—অভিমনাগি, অতি-তীক্ষ্ণি, অতিহূল, অতিচক্ষিল, অতিসার, আম, কফ বা গলরোগগ্রস্ত, বালক, বৃদ্ধ ও গভিনী। যে কোনও প্রকার অগ্নের পূর্বরূপ অনুভূত হইলেই পরিকার পরম বস্ত্রদ্বারা সন্ধ্যা আচ্ছাদিত করিয়া থাকিবে। কষ্টযোগ হইলে বাজনানিল সেবনীয়। বাতজর পূর্বরূপে মিশ্রি, বেদানা, খই, হুঙ্ক, কিস্মিস্ প্রভৃতি জব্য দ্বিতকর। জামবাণরস ও হিঙ্কুলেশ্বর বাতজর-পূর্বরূপে এবং কেবল বাতজরে প্রোক্ত।

জামবাণ রস।

পারদ, বিষ, লবঙ্গ ও গন্ধক প্রত্যেকে ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, জাম্বকস অর্দ্ধ তোলা। এই সমস্ত জব্য উত্তমরূপে খল করিয়া পুণাতন তৈলুলের সঙ্গে মর্দন করিয়া ১ রতি বটী করিবে। অনুপান—তঁঠ চূর্ণ ও মধু। এই ঔষধ সুখে লালার সহিত গিলিয়া খাইলে বিশেষ ফললাভ হয়। ইহা আমাদের বিশেষ পরীক্ষিত ঔষধ; কিন্তু অত্যন্ত কোষ্ঠকণ্ঠিত থাকিলে জামবাণরস ব্যবহার্য নহে। এই ঔষধ পরিপাচক ও সঙ্কোচক। চীকাকারের মতে এই ঔষধ লক্ষণ তৈলুলের সঙ্গে মাড়িতে হয়। বক্ষাধাণ মারণবিধি অনুসারে সর্বপ্রথমে পারদ, গন্ধক ও বিষ শোধিত করিয়া লইবে এবং পারদ ও গন্ধক কজলী করিয়া ব্যবহার করিবে।

চালিত চিকৎসাবিধান

কেবল পিত্তজ্বরের পূরকপে রোগীকে মুত্র বিবেচন করাইয়া অবস্থাতে পিত্তজ্বরাগ্নি-পটোল্যবিসাধিত লঘুভোজন কিংবা কেবল লঘুভোজন বা লভন করাইবে। এষ্ট ক্ষেত্রে হাঁহা রোগী ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইবে। বিবেচনার্থ—ভরীওকী ও ভাগ, আমলকী ১ ভাগ, কিসুমিস ২ ভাগ, চিনি ১ ভাগ, একত্রে মর্দন করিয়া অথবা তেউড়ীফল ৩ ভাগ, কিসুমিস ২ ভাগ, চিনি ১ ভাগ একত্রে মর্দন করিয়া ১০ তোলা মাছের শীতল মলসত সেবন করিবে। যদি ইহাতে বিবেচন না হয় তবে ক্রুরকোষ্ঠ ব্যক্তিকে বিশুদ্ধ বরঙতৈল দ্বারা বিবেচন করাইবে। একত্র তৈলের মাত্রা ২৪০ তোলা হইতে ৩ তোলা পর্য্যন্ত।

জ্বাশ্রয় উত্তাপ—যথা,—ধনে ১ তোলা, পটোলপত্র ১ তোলা; উত্তপদ্রব্য ৮ গ্রাম করে সেবন করিবে। ১/২ সেদ থাকিতে নামাইয়া বহুপুত করিয়া লইবে। এই জল দ্বারা পথা পাক করিবে। কেবল জ্বাশ্রয় পথাপাক করিতে হইলে অথবা পানীর মল প্রকট হইতে হইবে, সর্বত্রই দ্রব্য ২ তোলা ও জল ৮ গ্রাম করতঃ পান ১০০০/২ সেদ অবশেষে থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং ত্রিহাই জ্বাশ্রয়ানন্দনাথের ল্যা পানীয় প্রস্তুতপা করিবে। চাক্ষপটোলের কষায় পানীয় পিত্তজ্বরের পূরকপে পিত্ত নাহে কিন্তু উহা পিত্তজ্বরেই সমধিক কাযকারী। চাক্ষপটোল অরুণ, পানপাতক, রেডক, পিত্তনাশক ও পিণ্যপানিবাহক। **কক্কাশ্রয়পাকার্থ**—যথা ২ তোলা এবং জল ১০ সেদ প্রেরণ করিবে এবং চতুর্পাশে থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া দ্বিগুণ থাকিতে পান করিবে। লিখিত এই নিয়ম সর্বত্রই অবলম্বনীয়। এই নিয়মামুসারে ধনে ১ তোলা পলতা ১ তোলা, জল ১০ সেদ, শেষ—৮০ হইবে। যদি রোগী বিবেচনের অযোগ্য হয় তবে পিত্তজ্বর ক্ষেত্রপক্ষী প্রকৃতি সাধিত লঘুভোজন করাইবে এবং বিবেচন করাইবে না। ক্ষেত্রপক্ষী পিত্তনাশক ও অরুণ। **সামান্ততঃ নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে অবশিষ্টোক্ত্য**—গলক, বৃদ্ধ, গর্ভিনী, দুগ্ধল, পিণ্যাসিত, ক্লান্ত, ভীক, দুখাতুর ইত্যাদি। যদি রোগীর উদরাময় থাকে তবে পিত্তজ্বর সংগ্রাহক ধান্যচতুষ্কসাধিত লঘুভোজন করিতে দিবে; এই স্থলে লভন সম্পূর্ণ আবধেয়। **জ্বাশ্রয় চতুষ্ক** যথা—ধনে, মূতা, বাগা ও বেগুন্ঠ। এই অবস্থায় পিত্ত নাশক সংগ্রাহক মধুরের সুখ পথ্যরূপে ব্যবহা করিবে।

সকল প্রকার জ্বরে বা জ্বরের পূরকপে উষ্ণজল ব্যবহায্য। বাতজ্বরে উষ্ণ উষ্ণজল, কক্কা জ্বরে তীক্ষ্ণোষ্ণজল এবং পিত্তজ্বরে শূতশীতল জল ব্যবহায্য। জ্বরে, অত্যন্ত পিণ্যাস থাকিলে, বৃদ্ধলসাধিত শূতশীতল জল পান করিতে দিবে। **অবভ্রত** যথা—মূতা, ক্ষেত্র-পক্ষী, বেণামূল, রক্তচন্দন, বাগা ও ভুঁঠ। পিত্তগ্রাসন জ্বরে, ভুঁঠ বাগ বেগরা উচিত। উদরাময় না থাকিলে কিসুমিস খাইতে পারা যায়। ইহাতে সান্ত, খই, বেদানা প্রভৃতি পথ্য। জ্বরে অত্যন্ত ঘণ্ট হইলে আবিহ বা ভুঁঠচূর্ব মাগিল করিবে; তাহাতে দধ

নিষ্কৃতি না হইলে, সন্নিপাতজরাদিকারে লিখিত বর্ণপ্রতিষেধক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। জরে অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হইলে পদ্মপত্র, মৃণাল প্রভৃতি ব্যবহার করিবে। কোনও প্রকার জরে অকথিত শীতলজল ব্যবহার্য নহে। পিত্তজ্বরে, বাতজ্বরে, সন্নিপাতজ্বরে, প্রলেপকজ্বরে ও জ্বরমুক্তি অবস্থার বর্ণ হইয়া থাকে। অতিরিক্ত বর্ণ হইলে রোগী অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়ে সুতরাং বল রক্ষার নিমিত্ত সস্তর বর্ণ বিবারণের উপায় উদ্ভাবন করা কর্তব্য। জ্বরের অবস্থা বিশেষে ঔষধের তারতম্য করা উচিত। নিম্নলিখিত ব্যাধিতে সাধারণতঃ বর্ণ হইয়া থাকে। যথা—পিত্তপ্রধান বাতরক্তে, বাতরক্তের পূর্করূপে, অন্নপিত্তে, পিত্তজ মূচ্ছার, বিসর্পে, মনাতারে কুষ্ঠের পূর্করূপে, দাহে, গুরুপোষিকানংশনে, খতগদী (বিড়া) নংশনে, অত্যন্তশ্বনে, ভদ্রে, ক্রোধে, অত্যন্ত অবলাবে, মেনোরোগে, প্রেমেরে এবং বহুমূত্রের প্রাবল্যাবস্থায়, পিত্তপ্রধান অর্শে অত্যন্তভদ্রে ও বমনে।

কফজ্বরের পূর্করূপে বা কফজ্বরে দৃঢ়বমন করাইয়া (পরমজল ও লবণ প্রভৃতি দ্বারা) ত্রিকটু বা পক্ষকোলাদি দ্রব্যসাধিত অবলা কেবল লঘুভোজন (খই, আদা প্রভৃতি) বা লবন করাইবে। ত্রিকটু। যথা—তুঁঠ, পিপুল ও মরিচ। পক্ষকোল। যথা—পিপুল, পিপুলমূল, চই, রক্তচিত্তেমূল ও তুঁঠ। যদি রোগী অবলা তর অর্থাৎ পূর্কোক্ত অবিরোচ্যৎ বালকাদি হয় তাহাহইলে বমন না করাইয়া পূর্কোক্তরূপ লঘুভোজনাদি করাইবে। ত্রিকটু বা পক্ষকোল দ্বারা বহুসংখ্য অর্জপুতটকরূপ পোষ্য সচিত্ত ব্যবহার করিতে দিবে। পিত্তজ্বর প্রস্রাবপূর্করূপে বা জ্বরে চিত্রকাদি উষ্ণবীৰ্য্যদ্রব্যসাধিত অন্নপানাদি ব্যবহার করাইবে না; কারণ তাহাতে সর্ভপাত হইবার সম্ভাবনা। কফচিত্তামনি ঔষধ এইজ্বরে লক্ষপ্রকার অবস্থায় ব্যবহার করিবে।

কফচিত্তামনি

যথা—হিঙ্গুল, ইন্দ্রবব, সোহাগার খই, সিদ্ধবীজ ও মরিচ প্রত্যেক সমভাগ, রসালম্বুর ও ভাগ আদার রসে মর্দন করিয়া ছোলার ভায় বটী করিবে। এই ঔষধ কফপ্রতিষেধক ও কফরোগ নাশক। অন্নপান—আদারস ও মধু। হিঙ্গুল ও সিদ্ধবীজ শোধন করিয়া ব্যবহার করিবে।

সুহৃৎ কফচিত্তামনি

বর্ণমানিক ১০, রৌপ্য ১০, হরিতাল—১০, লৌহ—১০, সুতা—১০, প্রবাল—১০, বঙ্গ—১ তোলা, স্বর্নসিন্দুর ৩ তোলা; জল দ্বারা মাড়িয়া ও রতি বটী করিবে। অন্নপান—আদা বা তুলসীপত্র রস। আদা, মিজি প্রভৃতি দ্রব্য পথ্যরূপে ব্যবহার করিবে। পিত্তজ্বর প্রায়শঃ কফপ্রধান জ্বর হইয়া থাকে; তাহাদের পক্ষে বালচতুর্ভাষলোহিকা হিতকর ঔষধ।

বালচতুর্ভাষলোহিকা

যথা—সুতা, পিপুল, আঠেব ও কাকড়াশূদী। মাাত্রা ১ রতি হইতে ৩ রতি পর্যন্ত। এই

ঔষধ মধু, ছায়া মাড়িয়া লেহন করিবে। যদি শিশুর বয়স ৭।৮ বৎসর বা অধিক হয় তবে কিঞ্চিৎ আদারস মিশাইয়া লেহন করিতে দিবে। যদি বালক লেহন করিতে অক্ষম হয় তবে পান বা তুলসীপাতার রস মিশাইয়া পান করাইবে। শিশুদের চিকিৎসার সর্বত্রই ক্রিমি-নিবারক ঔষধ মধ্যে ২ প্রয়োগ করা উচিত। সহসা বাগকের ক্রিমির প্রাক্ত্যুত্ব হইয়া রোগ ভরস্বর ভাব দায়ে করে এজন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। শিশু চিকিৎসার বালকের মাতারও সাবধান থাকা বিধেয়। মাতার অপথা দেননে শিশুরও পীড়ার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই নিয়ম তত্ত্বপারী অবস্থা পর্য্যন্ত পালনীত। শিশুদের উদরাময়ে তত্ত্বপান নির্বিড়; তাহাতে অনেক সময় অনর্থ ঘটয়া থাকে। তদবস্থার ছাগদুগ্ধ ১/১০ একপোয়া, সুতা ১ তোলা, জল ১/১ পের, শেষ একপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেই দুগ্ধ অন্ন ২ পান করিতে দিবে। বাতপিত্ত জ্বরে বা তৎপূর্বরূপে পিত্তজ্বরবৎ চিকিৎসা করিবে; কারণ বায়ু যোগবাহী। উহা পিত্তের সহিত মিশিয়া পিত্তধর্মাবলম্বী হয়, এজন্য পিত্তের ঔষধেই পিত্তাপ্রিত বায়ু প্রশমিত হইয়া থাকে। কথিত আছে :—

“যোগবাহী পরং বায়ুঃ সংযোগাৎ উভয়ার্থকুৎ

দাহকুৎ তেজসায়ুক্তঃ শীতকুৎ সৌমসংশ্রয়াৎ”।

অর্থাৎ বায়ু যোগবাহী। উহা তেজোর পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইলে দাহ এবং শীতল পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইলে শীত উৎপাদন করে। বাতপিত্তজ্বর বিকৃতিবিষমসমহারারক হইলে বাতপিত্তনাশক ঔষধ ও অন্নপানাদি ব্যবহার করিবে; কিন্তু বাহ্য বাতজ্বর পিত্তবর্দ্ধক ও পিত্তজ্বর বাতবর্দ্ধক একরূপ দ্রব্য বা ঔষধ কদাপি ব্যবহার্য নহে। অন্নরস, মিষ্টরস ও লবণরস বায়ুনাশক এবং কটুরস, তিক্তরস ও কষারস বাতবর্দ্ধক। মিষ্টরস, তিক্তরস ও কষারস পিত্তনাশক এবং কটুরস অন্নরস ও লবণরস পিত্তবর্দ্ধক। এসম্বন্ধে এখানেই বলা উচিত যে কটুরস, তিক্তরস ও কষারস ককনাশক এবং মিষ্টরস, লবণরস ও অন্নরস ককবর্দ্ধক। বায়ুনাশক রসের মধ্যে অন্ন, পিত্তনাশক রসের মধ্যে তিক্ত এবং ককনাশক রসের মধ্যে কটুরসই শ্রেষ্ঠ। বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক রসের মধ্যে কটুরস ও অন্নরস এবং ককবর্দ্ধক রসের মধ্যে মধুরসই প্রধান। এই সমস্ত বিবরণ বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা এবং পথ্যাদি কল্পনা করিবে। কথিত আছে :—

“বায়ুস্রবণা বায়ুং কষায় স্বাচুতিজ্ঞক।

“জয়ন্তি পিত্তং শ্লেষ্মানাং কষায়কটুতিজ্ঞকাঃ”।

এই শ্লোকের অর্থ পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিস্মিস, বেদানা, মিশ্রি, খই, সাও প্রভৃতি বাতপিত্তহর; কিন্তু হৃৎ বাতপিত্তনাশক হইলেও সংজ্ঞার এবং তৎপূর্বরূপে প্রযোজ্য নহে। কারণ উহাতে আমরসের বৃদ্ধি হয় বলিয়া অন্ন শীত প্রযুক্তি হয় না।

ভীষ্মবীৰ্য্য ঔষধ দেবিত হইলে হুঙ্কারি আশ্বমেধবর্জক দ্রব্য পথ্যরূপে ব্যবহার করা উচিত ; কারণ তথ্যর তৎসংক্রিয়া প্রযোজিত না হইলে যোগী অবসাদ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধাশ্রমে পতিত হইতে পারে। ভাদ্র পূর্ণিমা তীক্ষ্ণবীৰ্য্যদ্রব্যসংশ্লিষ্ট ঔষধ বালক, বৃদ্ধ, গভিনী, হৃৎকল প্রভৃতি রোগীকে সেবন করান কর্তব্য নহে। তৃণা, মূর্ছা, প্রমোহাদি ইত্যাদি লক্ষণ ঔষধব্যাক্ত হইলে, ভাবী বিকৃতিবিষমসম্ভাব্যরক বাতপিত্তজ্বর উৎপন্ন হইবে ; সুতরাং ইহা ভালরূপ অনুধাবন করা কর্তব্য। প্রকৃতিসম্ভাব্যরক বাতপিত্তজ্বরে উত্তর লিঙ্গই ন্যূনাধিক প্রকাশ পাইয়া থাকে কিন্তু বিকৃতিবিষমসম্ভাব্যরক জ্বরের দ্বারা হরিদাচূর্ণ সংযোগে লৌহিত্যবৎ বিসদৃশ কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায় না। এইরূপ বন্দ্যসন্নিপাতজ্বরের বিকল্পনাভেদে চিকিৎসাক্রমে হইবে এবং তাহা দ্বিতীয় চিকিৎসক বুঝিয়া কার্য্য করিবেন। চরকে কথিত আছে :—

“কুষ্ঠহৃদ্রোগগুণ্যানাং বমনং শ্রে চিকিৎসিতে,
অবস্থাঃ প্রাপ্য নিদ্রিক্তং কুষ্ঠিনাং বস্তি কৰ্ম্ম চ।

তস্মাৎ সত্যপি নির্দেশে কুর্য্যাদৃহ্যং স্বয়ং দিয়া
বিনা তর্কেন যা সিদ্ধি র্দৃচ্ছা সিদ্ধিরেব সা।

অর্থাৎ কুষ্ঠ, হৃদ্রোগ ও গুণ্ডে সামান্যতঃ বমন নিষিদ্ধ হইলেও এবং কুষ্ঠে বস্তিকর্ম্ম প্রতিবিদ্ধ হইলেও অবস্থা বিশেষে উক্ত বমন ও বস্তিকর্ম্ম প্রযুক্ত হইতে পারে ; সুতরাং যৌমান্ চিকিৎসক সর্বত্রই অবস্থাভেদ বিকল্পনা করিয়া যুক্তিসুলব সমস্ত ক্রিয়াই করিবেন। যদি তাহাতে বিহিতক্রিয়া প্রতিবিদ্ধ হয় এবং প্রতিবিদ্ধক্রিয়া বিহিত বলিয়া বিবেচিত হয় তবে তাহাও অনুষ্ঠেয়। ইহাতে সূক্ষল লাভেরই সম্ভাবনা।

বাতশ্লেষ্মজ্বরে বা তদনুরূপে শ্লেষ্মজ্বরবৎ চিকিৎসা করা কর্তব্য। কিন্তু বিকৃতিবিষম সম্ভাব্যরক হইলে বায়ু ও শ্লেষ্মা এই উভয় প্রত্যাদীক ঔষধ ব্যবহার্য্য ; ইহার কারণ পূর্বেই নির্দিষ্ট হইয়াছে। আদ্য, তৃতী প্রভৃতি দ্রব্য উভয় প্রত্যাদীক। বাত শ্লেষ্মনাশক অথচ বায়ুবর্জক কিম্বা বায়ুনাশক অথচ শ্লেষ্মবর্জক এতাদৃশ পথ্য বা ঔষধ প্রযোজ্য নহে।

সন্নিপাত জ্বরের পূর্ণরূপ অর্থাৎ সন্নিপাত জ্বরলক্ষণের স্বেৎ ব্যক্ততা বুঝিবারাত্র রোগীকে লজ্জিত ও কর্কিত করা আবশ্যিক। সন্নিপাত জ্বর ত্রয়োদশ প্রকার। সাধারণতঃ কফপ্রধান বা পিত্তপ্রধান সন্নিপাতজ্বরই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কফপ্রধান সন্নিপাতজ্বরের পূর্বরূপে আদ্য, তুলসী-পত্র রস ও মহালক্ষ্মীবিলগ্ন ঔষধ সেবন করিবে। এই অবস্থায় বমনক্রিয়া সর্বথা প্রশস্ত। উক্তকলভিন্ন কদাচ শীতলজন বা হুঙ্কারি কফজনকদ্রব্য ব্যবহার করা কদাচ উচিত নহে। এই জ্বরে, মিশ্র-মিশ্রিত ত্রিকটুচূর্ণ তিস্যার ঘর্ষণ করা বিধেয়। পিত্তপ্রধান সন্নিপাত জ্বরে প্রায়শঃ তেজ হইয়া থাকে ; এজন্য হরিতকী, আমলকী ও চিনি দ্বারা পূর্বেই

বিবেচন করাইবে। ইহাতে সাক, পলতা, পটোল প্রভৃতি দ্রব্য পথ্যরূপে ব্যবহার করিবে।
 প্রারম্ভে পিত্তপ্রধান সন্নিপাতজ্বরে ৫৬ দিন পরে জ্বর ও অত্যধিক ঘর্ম হইতে দেখা যায়। এই
 অবস্থার সোহিতচূর্ণ ব্যবহৃত হইতে পারে। লোহিতচূর্ণ ও অহাভক্ষ্যোশিতোজ
 পরে লিখিত হইবে। ককপ্রধান সন্নিপাতজ্বরে বা ককজ্বরে সাক প্রভৃতি কৈদ্রিষ্য
 ককবর্জকবিধায় অব্যবহার্য। বিকৃতিবিদগ্ধসন্নিপাতজ্বরে বা তৎপূর্বরূপে ব্যাধিবিপ-
 রীত চতুর্দশাদি বা দৃঢ়ত্যাগিগণসাধিত অন্নপানাদি ব্যবহার্য। চতুর্দশাদি—
 বথা—দশমূল, চিরতা, মূতা, তুঁঠ ও শুলক। দশমূল বথা—বিষমূলের ভাল, মাওসোনার
 ভাল, পাতারীছাল, পারুলছাল, গণিরারীছাল, শালপান, চাকুলে, বৃহতী, কটকারী ও
 গোস্কর।

সাধারণতঃ জ্বরে দিবাশিখা, স্নান, অভ্যঙ্গ ওরূপাকপ্রব্যাক্রম, মৈথুন, ক্রোধ, পূর্ব-
 বাহু ব্যায়াম ও কষায়রস পান নিষিদ্ধ। আগন্তু ও বাতজ্বরের তিস্র সর্বপ্রকার নবজ্বরেই
 লজ্বন প্রশস্ত। বথা—অভ্রাতলৌ সন্ধ্যায় পথ্যং। লজ্বনেই নবজ্বরের
 প্রধান ঔষধ ও পথ্য। প্রারম্ভে অন্নমাত্রেরই আশায়রসমুখ ও আশয়রসমুখেই হইয়া থাকে;
 সুতরাং লজ্বন দ্বারা আশয়রসের এবং আশায়রসের পরিপাক সাধিত হইলে জ্বর সম্বর
 উপশম প্রাপ্ত হয়।

জ্বর—বহ্নিঃসারিত কোষ্ঠাগ্নিঃ। কথিত আছে—

‘মিথ্যাহারবিহারাত্যাং দোষা হ্যামাশয়াশ্রয়াঃ,

বহ্নিরিহ কোষ্ঠাগ্নিঃ জ্বরদাঃ স্যুরসামুগাঃ’

এই স্তম্ভই জ্বর কহিলে পরিমাণ্য, অকৃতি ও বাহ্যসঙ্গাপ হইয়া থাকে।
 (বাহ্যসঙ্গাপ অধিক হওয়ার রক্তের ক্রিয়া অত্যন্ত প্রবল হয় এবং তৎকর্তাই ধমনী
 ক্ষতবেগে বহিতে থাকে। রক্তের ক্রিয়া প্রবল হওয়ার রক্তসঞ্চালক লৌহানিঘটিত ঔষধ
 নবজ্বরে প্রযোজ্য নহে। যে পথ্য দ্বারা শরীর লঘু হয় তাহাকেও লজ্বন বলা বাইতে পারে,
 সুতরাং লজ্বন শব্দের অর্থ অনশন ও লঘুভোজন প্রচলিত। নিম্নলিখিত জ্বরে লজ্বন দেওয়া
 কর্তব্য নহে, বথা—শ্বাতজ, আগন্তজ, ক্ষয়জ, ভ্রূজ, শোকজ,
 শ্রমজ, প্রেক্ষাজ, কামজ ও অতীর্ণ জ্বর। এই সমস্ত জ্বর বাত-
 প্রধান বিধায় উপবাসে বাত প্রকূপিত হইয়া জ্বর বর্ধিত হইয়া থাকে।

আগন্তু ও বাতজ্বরের তিস্র সর্বপ্রকার জ্বরই আশায়রোগপর। নাতি ও ভ্রূনের মধ্যবর্তী
 স্থানকে আশায়র বলে। বথা—‘নাতি ভ্রূনজরং ভ্রূনোহাশায়রং মুখাঃ।’ অপচ্যত
 বশতঃ অগ্নিদৌর্ভাগ্য ঘটিলে বহি ঐ রস আশায়রে অপাচিত অবস্থায় অবস্থান করে
 তাহা হইলে ঐ রসকে আশয়রস বলে। বায়ু পিত্ত ও কক পৃথক ২ ভাবে অথবা পয়স্কায়

নান্দই হইয়া ঐ আমাশয়ে দূষিত করণানন্তর পাচকশক্তিকে উপভূত করিয়া অর উৎপাদন করে। কথিত আছে—

“ভুক্তাঃ স্বহেতুভি দোষাঃ প্রাপ্যামাশয়মুত্তরা

সহিতা রসমাগত্য রসস্বেদপ্রবাহিণাঃ ।

শ্রোতসাং মার্গমাসৃত্য মন্দীকৃত্য কৃতশনং

নিরস্ত্র বহিরুত্তাণং পক্তিস্তানাচ্চ কেবলং ।

শরীরং সমভিষ্যাপ্য স্বকালেষু স্বরাগমং

জনয়ন্ত্যথ বৃদ্ধিঞ্চ স্ববর্ণঞ্চ ভগদিমু ।”

এইজন্যই অর হইলে শরীর দূষিতরূপে রসহ হয়। দূষিত আমরনের পরিণাম না হওয়া পর্যন্ত অর বিচ্ছেদ হওয়া সুকঠিন। আমাশয়ে আমরনের অধিক সঞ্চয় হইলে বমনদ্বারা উহা নিঃসারিত করা কঠব্য। আমরন আবক সঞ্চিত হইলে, নিরুগ্ধতা লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা—মুখে প্রচুর পরিমাণ লালার উদগম, উৎক্লেদ, জড়তা, শরীর অত্যন্ত ভারবোধ, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, বৃদ্ধাধিক্য ও মুখগোম্ব। আত্মারের পর অর হইলে তৎকালীন বমন কটাইরা শুষ্কিতদ্রব্য নিঃসরণ করা কঠব্য; নতুবা অর প্রবল ও অবচ্ছেদ্য হওয়ার সম্ভাবনা। শরীরে আমরন সঞ্চিত হইতে না পারে একত্র আমাশয়ের ভবিষ্যদ্বাণী পরমপুণ্যপাদ পুরাকালীয়ঋষিগণ অমাবস্তার, পূর্ণিমা ও একাদশীতে উপবাসের প্রথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। জাগতিক নিরাময়সাধনে একাদশী হ'তে অমাবস্তা ও পূর্ণিমা পর্যন্ত স্বস্তাবতাই শরীর রসহ হয় এবং ঐ সময় অরের এবং আমজব্যাদির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। নবজরের প্রথম অবস্থার দীপন-পাচন ঔষধভিন্ন অল্প ঔষধ ব্যবহার করা কঠব্য নহে; বেহেতু, অগ্নিদৌৰ্জল্য বিধার অপ্রবীণ ঔষধ ভালরূপ পরিণাম হইতে না পারায় যেরূপে উৎকৃষ্ট করতঃ অরের বৃদ্ধি করিতে পারে। আমাশয়ের আয়ুর্কেন্দ্রমতে নবজরে বিরেচন দেওয়া উচিত নহে। যথা—‘নতু রেচ্যো নবজরী’। তাহাতে শরীর ক্ষতিত হইয়া তৎকালীন ক্ষুদ্রদোষকে বর্ধিত করে; পরন্তু রসচিকিৎসকগণের মতে মলবদ্ধ থাকিলে বিরেচন অত্যাশঙ্কক; কারণ, মলবদ্ধ থাকিলে ঔষধের ক্রিয়া ভালরূপ প্রকাশ পায় না। অত্যন্ত রসহঅরে কিছুতেই বিরেচন দেওয়া কঠব্য নহে। ৭ দিন পর্যন্ত নবজরে, তদুর্দ্ধি ১২ দিন পর্যন্ত মধ্যজরের ও তৎপর পুরাতনজরের ক'ল ব'লয়া মচিগণ কঠক নির্দিষ্ট হইয়াছে। আজকাল বিরেচন প্রদানপুঙ্ক চিকিৎসা করা হইয়া থাকে। আমাশয়ে অরের কারণীভূত রস সঞ্চিত হইবামাত্রই অর উৎপাদন করে না কিং সমরান্তরে ব্যাধিউৎপাদন করিয়া থাকে। বর্ষাদিকালে উপবীচ শরাদিকালেই অরুণিত হইয়া থাকে। এইসময়ের মধ্যে, সঞ্চিত রস ও দোষ নিঃসরণ করা উচিত

শরৎকালে ও বসন্তকালে যথাক্রমে পূর্ণসিক্ত পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইয়া জ্বর উৎপন্ন
করিতে পারে; একজন্ম বিরোচন দ্বারা পিত্তকে ও বমন দ্বারা কফকে অপসারিত করা সফলো-
ভাবে কর্তব্য। পিত্ত ও কফ দ্রবীভূত, সুতরাং দ্রবনোষণার্থ উপবাস করা তত্বে জ্বর অতীব
প্রশস্ত। কোনপ্রকার অর্থেই পিত্তবর্জক ক্রিয়া কর্তব্য নহে, যেহেতু, পিত্তই জ্বরের প্রধান
কারণ এবং উহার উদ্ভাৱ বা হর্গত হইয়া অরুপে পরিগণিত হয়। পিত্তই শরীরের আয়
এবং স্তম্ভ।

আমরসের অপ্রোখ্য বা দোষের তীব্রতা প্রযুক্ত অল্পবয়সে যদিও জ্বর বিজ্ঞেয়
হয়, কিন্তু তদুচ্চেষ্টে অরবন্ধকারক কোনও ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে;
কারণ, তাহাতে আমরসের বহুতাহেতু বিষমজ্বর এবং অজ্ঞাত ব্যাধি উৎপন্ন হইতে
পারে। পরাক্রমশীল সর্প যেমন স্বীয় সত্য প্রকাশকরিয়া ক্রান্তহইলে অগ্ন্যুত্তাপ তর, জ্বরও
তদ্রূপ বেগে আসিয়া মুক্ত হইতে পারে কিন্তু উহার পুনঃ প্রকোপের সম্ভাবনা বর্জন্যই
থাকে। আমরসের জ্বর হইলে আশ্রয়ভাব বশতঃ জ্বর স্বয়ং প্রসন্ন হইয়া থাকে।
যদি তাহা না হয় তবে দোষের সামতা আছে বুঝিতে হইবে এবং তাদৃশ স্থলে দোষনাশক
ঔষধই ব্যবহার করিবে। সামদোষের লক্ষণ সংজ্ঞিত হইতে জ্ঞাত হইবে।

আমরসের পরিণাম হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। বর্ণা—জ্বরের অন্ততা,
কচি, স্ফা, শরীরের লঘুতা, মানির অভাব, মুখের শুষ্কতা, মাথাপাতলা বোধ ও কোষ্ঠভাঁহ।
কেহ কেহ জ্বর দমন করিবার অভিপ্রায়ে চারিতাল, সের্বো, দারুদ্র প্রভৃতি বিষয়টিত
ঔষধ ব্যবহার করেন; কিন্তু তাহা মঙ্গলকর নহে। এই বিষক্রিয়ার শরীরের পেশী সমুদায়
নিখিল হইয়া যায় এবং বিষমজ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ক্রিয়াদ্বারা হাতে পারে শোথ
ও ঘূসু ঘূসু জ্বর হইতে দেখা যায়। অবস্থা বুঝিয়া প্রয়োগ করিতে পারিলে ঐরূপ কুফল
হইতে পারে না। সামজ্বরে কদাপি ঐ সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠিত নহে। তিক্তরস জ্বর, পাচক
ও পিত্তনাশক, সুতরাং উহা অর্যধিকারে শ্রেষ্ঠ। কথিত আছে:—

লজ্বনং শ্বেদনং কালো যুবাগৃহ্তিকোরসঃ

পাচনান্নবিপকানাং দোষাণাং তরুণজ্বরে।

অর্থাৎ উপবাস, শ্বেদ, কাল, যবাগু, তিক্তরস এই কয়েকটি অপক
দোষের এবং আমের পরিপাচক।

কালমেঘ, চিরতা, নাটারশাল, কট্‌কী, নিম, প্রভৃতি তিক্তদ্রব্য
জ্বরনাশক। আতপর তিক্তদ্রব্য যাজেই তেদক সুতরাং ঐ সমস্ত ঔষধ জ্বরাতপসংরে
অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিবে না। কট্‌কী ও কালমেঘ যতাবতই বিরোচক। চিরতা-

প্রত্যেকে অনেক সময় অবস্থিপ্রাপ্ত হইয়া পশ্চাৎ প্রেরিত হয়। অগ্রে যত প্রকার দ্রব্য আছে অবস্থিভেদে সমস্তই অব্যর্থ ঔষধরূপে পরিগণিত হয়; সুতরাং তৎসমস্তই বন্দিয়া কোনও দ্রব্যকে স্থগী করা কর্তব্য নহে। প্রত্যেক দ্রব্যের ভগ্ন গ্রহণ করা উচিত। পূর্বে যে উপবাসের বিষয় লিখিত হইয়াছে তাহা ক্রীণ বা চর্মলরোগের উপর প্রযোজ্য নহে। স্নাতকগন্ধান্নভাত, ক্ষুধাতুন্ন, তৃষ্ণাতুন্ন, মুখশোষপ্রস্তু, মুচ্ছা প্রস্তু, আলক, স্নান ও গাভিনী ইহাদিগকে উপবাস কল্পাইবে না।

অন্য বাতজ্বর চিকিৎসা

যদি বাতজ্বর আমাদিসংস্পৃষ্ট না হয় তবে, হোগীকে মাংসঘূষ ও পুরাতন চাউলের অন্ন পথ্য দিবে এবং বিবাহি পক্ষমূলসামিত কষায় পান করিতে দিবে। যদি বাত কক্ষাংশে কুপিত হইয়া থাকে তবে শতবুলীর বরস, পুরাতন ইক্ষুগুড় সহ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে। বাতজ্বরে তিসুলেবর, মৃত্তাজ্বর, রামবাণ ও ত্রিপুরতৈলবরস ব্যবহার্য।

হিষ্কুলেশ্বর।

অথ—হিষ্কুল, শিপুল ও বিধ প্রত্যেক সমভাগ, জলধারা পেষণ করিয়া ১ রতি বটী করিবে। ঔষধ বস নিখলভাবে শিষ্ট হইবে ততই উৎকর্ষে কলদায়ক হইবে। কোনও স্থলে পেষণ করিবার দ্রব্য দ্রব্যের উল্লেখ না থাকিলে, জলধারা পেষণ করিতে হইবে। এই ঔষধের অস্থপান আদারস ও মধু, এবং দধি, ঘোল, নারিকেল তল, পুরাতন তৈল প্রভৃতি; বাত, আম বা স্নেহসংস্পৃষ্ট হইলে আদারস ও মধু অস্থপানে সেবন করাইবে। শুষ্ক বাতজ্বর হইলে শেখোক্ত অস্থপানে সেবা।

মৃত্তাজ্বর রস।

বিধ, মরিচ, শিপুল, গন্ধক, সোহাগাখই প্রত্যেক ১ ভাগ, হিষ্কুল ২ ভাগ, বটী ১ রতি। এই ঔষধে ১ ভাগ পারদগ্রহণ করিলে হিষ্কুল গ্রহণ অনাবশ্যক। ইহার সাধারণ অস্থপান—মধু, বাতজ্বরে—দধিরসাত, সন্নিপাত জ্বরে—আদারস, অজীর্ণজনিতজ্বরে—জদীরস, বিষমজ্বরে—ককজীরার চূর্ণ ও পুরাতন ইক্ষুগুড়, বাতশিতজ্বরে—ডাবের জল, ওচনি প্রস্তুত। এই ঔষধ বিষমজ্বরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ত্রিপুরতৈলজ্বর রস।

বিধ ১ ভাগ, সোহাগাখই ২ ভাগ, গন্ধক ৩ ভাগ, তাম্র ৪ ভাগ, দস্তীবীজ ৫ ভাগ, দস্তীমূলের কাথে ১ গ্রহর মাড়িয়া ২ রতি বটী করিবে। অস্থপান—আদারস, ত্রিকটু অথবা চিনি। এই ঔষধ ব্যবহারে ঘোলসহ পথ্য করিবার ব্যবস্থা আছে। এই ঔষধের প্রচলন পূর্ব বিবরণ। বাতজ্বরে রামবাণের ভায় কলপ্রদ ঔষধ অতীব প্রশস্ত।

ত্রিকলাকল্পনামে যে ঔষধ নিয়ে লিখিত হইল উহা বাতজ্বরে ও শকজ্বরে বিশেষ ফলপন্ন।

ত্রিকলাকল্পন।

যথা—আমলকীচূর্ণ—৬০, বহেড়াচূর্ণ—১৪০ তোলা, হরীতকীচূর্ণ—৩ তোলা, একত্র মিশাইয়া লইবে। মাত্রা—১০ আনা। অম্লপান—বাতজ্বরে ইক্ষুগুড় বা সূত, পিষ্টে—মধু ও চিনি, কফে—ত্রিকটু ও মধু, সরিষাতে—মধু, বাতজ্বরে বা বিষমজ্বরে—ববলার ও ইক্ষুগুড়, প্রমেহে—মধু ও শীতল জল, কণ্ডু ও কুষ্ঠে—সূত, অগ্নিমান্দ্যে—সৈন্ধব মনে—টাবালেবুর রস, শাণ্ড, রোগে—ইক্ষুগুড়, কয়ে—কৌম, হিকার—ঘোল, উদরে—গোবৃজ, প্রহলী বা অতিসারে—ঘোল, শূলে—উষ্ণজল, শোথ, কামলা ও শাণ্ডতে—ঘোল এবং নেত্ররোগ, নিরোরোগ ও কর্ণরোগে—ত্রিকলাকাথ। এই ঔষধ সাধারণ জ্বরে ত্রিকটুচূর্ণ ও মধু সহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাতজ্বরের পথা পুকের ভায় প্রযোজ্য। বাত, আমাশয় সংশ্লিষ্ট হইলে—অন্ন, মাংসপুষ্ট ও হৃৎকাদি পথা নির্বিঘ্নে আমাশয়সংশ্লিষ্ট বাতজ্বরে চিকিৎসা করিবে। বাতজ্বরে অত্যন্ত শীত ও কল্প হইলে মাংসপুষ্ট, দুগ্ধ, উষ্ণজল ও উষ্ণক্রিয়া প্রাপ্ত। মাংসপুষ্ট ও হৃৎ একসময়ে আহার করিবে না।

ত্রিকলাকাথ ও ইক্ষুগুড় সূত সহ সেবনে বিস্তৃতবাতজ্বরে নষ্ট হয়। দশমূলেরকাথ বাতজ্বরে ও বাতজ্বরে নষ্ট হয়; সুতরাং অবস্থা বিশেষে দশমূলের কথার ব্যবহার। কর্তৃশেষ উপস্থিতি হইলে টাবালেবুর কেশর, মরিচচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ মুখে ধারণ করিবে। নিদ্রা না হইলে উপযুক্তরূপে হৃৎ পান করিতে দিবে। কাকজাম্বুল বা কাকমাচী মূল সূত্রে দ্বারা মস্তকে ধারণ করিলে অথবা উচ্চাদের মূলের কাথ ইক্ষুগুড় সহ পান করিলে সুনিদ্রা হয়। রোগী বুঝা ও সবল হইলে আমাশয় বাতজনিত অনিদ্রার পরনেরপূর্বে (রাতিতে) কুট্টসিদ্ধিচূর্ণ ওরতি মধুসহ লেহন করিয়া হৃৎপান করিলে সুনিদ্রা হয়। মাথার পীড়া বা কোষ্ঠকাঠিৎ থাকিলে উষ্ণ বোগ প্রযোজ্য নহে। মস্তক, জ্বর ও গাত্র বেদনা থাকিলে, গোক্ষুর ও কটিকারীর কাথ পান করিতে দিবে। মুখের বিরলতার—কিস্মিস, চিনি ও দাড়িম একত্রে মুখে ধারণ করা বিশেষ। পেটে আমাশয় ও তৎসহ বেদনা থাকিলে—দেবদারু, ইক্ষুবব, বচ, কুড় গুলক, হিং ও সৈন্ধব কাঁজিতে সেবন করিয়া দীর্ঘকাল কয়তঃ প্রলেপ দিবে। বাতজ্বরে বেদনা, কিস্মিস, মিশ্রি, মৌরী, পুরাতন তেঁতুল, ভাব, সুগন্ধ, মাংসপুষ্ট, কুড় কীৰ্ত্তিমৎস্যের ঘোল, পটোল, কচিবেগুন, কচিমূলক, খেজুর, হৃৎ, ও পুরাতন হৈমন্তিকবাগের অন্ন অশুধ্য। ভিজ্ঞাদি জন্মা, অনিদ্রা, চিন্তা, ব্যাধাঙ্গ, উত্তাপসেবন প্রকৃতি অশুধ্য। বাতজ্বরের অন্নপানাদি বিবাদিপকগুলের দ্বারা বড়লপরিভাষাছায়া সাধিত করিয়া সেবন করিতে পারিলে ভাল হয়।

অথ পিত্তজ্বর চিকিৎসা

পিত্তজ্বরে প্রথমতঃ বিরচনার্থে ত্র্যম্বকান্দিজ্ঞাতাথ্য প্রয়োগ করিবে। ইহাযারা কোষ্ঠভঙ্গি হয় এবং প্রলাপ, দাহ, ভূকা প্রভৃতি বিমর্ষ হইয়া থাকে। ত্র্যম্বকান্দিজ্ঞাতাথ্য। যথা—কিসুম্বিন, হরীতকী, ক্ষেত্রপর্পটী, মৃত্তা ও কটুকী মিলিত ২ তোলা। প্রক্ষেপার্থ—শোণালু-মজ্জা ১০ তোলা। কোষ্ঠভঙ্গির আবশ্যক না থাকিলে ক্ষেত্রপর্পটীর কবাবে রক্তচন্দন, বালা ও শুঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। কেহ ২ ক্ষেত্রপর্পটী, চন্দন, বালা ও শুঠ এই চারি দ্রব্যের কবাব করিয়া ব্যবহার করেন। পিত্তজ্বরে ক্ষেত্রপর্পটী বা বাস্তপটোলের কবাব প্রশস্ত। পেটের অম্লত্ব থাকিলে—ত্রীবেদাদি ও মগধাদিকবাব ব্যবহার করিবে। ত্রীবেদাদি। যথা—বালা, আঠেব, মৃত্তা, শুঠ, বেলতুঠ ও মনে। এই কবাব রক্তাতিসারেও প্রশস্ত। নাপাভাদি। যথা—শুঠ, আঠেব, মৃত্তা, চিরতা, শুশুম্ব ও ইন্দ্রবব। ইহা জ্বর, পাচক ও সঙ্কেচক।

রোগীর দাহ উপস্থিত হইলে কাঁজি দ্বারা বস্ত্র ভিজাইবার পর, উহা নিম্নরাইয়া গাত্র আবৃত করিয়া দিবে। নিম্নপাতা কাঁজি সহ বাটিয়া এবং পরে উহা প্রচুর কাঁজিতে জ্বলিয়া মাখনমত্ত দ্বারা মথিত করতঃ সেই কেনা গারে লাগাইলেও দাহ নিবারিত হয়। নিম্নহাল ও মনে জলে রগড়াটয়া সেই জল ছাকিয়া চিনিসহ সেবন করিলেও দাহ প্রশমিত হইয়া থাকে। আমলকী কাঁজিতে পিষিয়া প্রলেপ দিলে দাহ প্রশমিত হয়। জিহ্বা, তালু, গলদেশ ও পিণ্ডাসাহান শুষ্ক হইতে থাকিলে তদ্বিবারণার্থে টাংগালেবুর কেশর, কিছু মধু ও সৈন্ধব একত্রে সেষণ করিয়া মত্তকে প্রলেপ দিবে। বমন হইতে আরম্ভ হইলে শুশুম্ব বাটিয়া মধুসহ সেবন করিবে; অথবা বজ্রক্যার, ৮০ রসসিন্দূর ১ রতি সহ সেষণ করিয়া শীতল জল সহ পান করিবে। আমরসের পরিণাক হইলে দাহযুক্ত পিত্তজ্বরে স্তম্ভাভক্ষণস নাটিকেল জলসহ সেবন করিলে কল পাওয়া যায়। পুরীকাক্ত চিকলকাক্ত সেবন করিলেও পিত্তজ্বর নষ্ট হয়। সোহিত চূর্ণ পটোলপত্ররস সহ বা নারিকেলজল সহ পান করিলেও পিত্তজ্বর নষ্ট হয়। অতিসার থাকিলেও এই ঔষধ প্রয়োগের বিধি আছে।

সোহিত চূর্ণ।

যথা—রসসিন্দূর ৮ তোলা, নিমছাল ১ তোলা, চিরতা, খেতসর্বপ, বাহুনহাটী, মৃত্তা, বাহড়া, তেজপাতা বচ, রক্তচন্দন, সোহাগারখই, পিপুল ও কুড় প্রত্যেক ১ তোলা। কেহ ২ তেজপত্র স্থানে হিজল ব্যবহার করেন। মাত্রা ১০ আনা। অহুপান—তুলসীপত্র রস; কিন্তু পিত্তজ্বরে পুরীকাক্ত অহুপানই প্রশস্ত। নারিকেলজল শীতবীর্ধ্য ও দাহ প্রশমক সুতরাং আন বা স্নেহাশুস্ত পিত্তজ্বরে নারিকেল জল ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। অকল্পম্বস্ত পিত্তজ্বর দ্রব্যের অহুপানে ব্যবহার করিলেও জ্বর সত্তর তাগ হয়। উদরাময় থাকিলে অকল্পম্বস্ত

যথাযথ অঙ্গুণানে সেবন করাইবে। বাংলাকেব উদরামরে অহাগিঙ্গাঙ্গ মুতার রস ও মধু-
সহ সেবন করাইবে। পিণ্ডপুত্র (আনাবদ্যাহ) কলপিতঅরব চিকিৎসা করিবে। এই অরবে
মধুসৌর্যগ, বট, মিল্লি, সাজ, কিসমিস্, বেদানা বেতাগ্গ, পটোল, পলতা ও পল্লব পথ্য।
উতাপ, অনিদা, অকপাকক্রবা, অন্ন, কোশ, মিথ্যাকার প্রভৃতি অপথ্য। প্রত্যেক অধিকারে
উপকৃত নিত্যরোগার্থ অত্র অধিকারের যে সকল ঔষধ কলিত হইবে তাহান তৎসহ অধিকারে
দাওয়া এবং সেৱা ২ বার দিন উপকার না হইলে এই অধিকারের উপযুক্ত অত্র ঔষধ ব্যবহার
করিবে।

অত্র অকৃত্ত্ব চিকিৎসা

নবজন্ম শিশুঃ কলিতমান বা আমরস পানন তয়। ইহাতে লজ্জন বিশেষ উপকারী।
সামান্তল্যে ১০ দিন ১২ দিন নিমিত্ত বাতজরে কলিত, পিণ্ডপুত্রে ১০ দিন এবং ককট্রায়ে ১২
দিন সেবন করিয়া বাতজা অরবে। এই নিমিত্ত দিনে মধ্যে প্রায়শঃ আমরসের পাতলাক
রংগা পাকৈ এবং রস খা পাক হইলেই শব্দ অরোগ্যতাপের সম্ভাবনা হয়। ককট্রায়ে
ককট্রায়ে পাকট্রায়ে বা ককট্রায়ে পান করিলে অত্র উপশম হইয়া পাকে। পকট্রায়ে
মধুসৌর্যগ সেবন করিয়া অত্রা পাকট্রায়ে পান করিবে। মধুরাস্তাহ (মুখ মিষ্টরাস
দাওয়া হইলে)। মধুসৌর্যগ উপকৃত্ত্ব অরবে। অন্নদ্যাহ কোষ্ঠিক্রব
এবং কন বাকৈ আমরসী, হারসকী, পিপুল ও ককট্রায়ে মূল ১০ আনা মিঠা রসের
সেবন করাইবে। ইহাতে অরোগ্য বিশেষ উপকার হইয়া পাকে। যদি ককট্রায়ে
তয়, তবে এরওউতাপ বা ইহাতেই বাত কোষ্ঠ পকিয়ার হইবে।

ইচ্ছাতেদা

শায়ন, পছন্দ, মোহাপাথই, কঠিন মরিত প্রত্যেক ১ তাপ, শোধিত কদমালবীকটুর্
ও কটু, বটী ১ রীঃ। অঙ্গুণান—চিনি। ঔষধ সেবনান্তে যতবার চিনির জল পান
কারকে ওভারস্ট সেবন করবে। অঙ্গুণালবতিত ঔষধ মুক্তকোষ্ঠগতিক বা কটুর্জল,
বুজ ও বাতককে ককট্রায়ে বাতহার করাইবে না। অঙ্গুণাল—বিষ; সুতরাং ভালরূপ শোষণ
করিতে উচ্চর অভ্যস্তরহঃ ব্যবহার তাগ করিয়া ঔষধে ব্যবহার করিবে। নতুবা বিষটিকা
হইবার সম্ভাবনা। রোগীর বিবিধা হইলে বমন করান উচিত। কক আমাশয় হইতে নিঃসৃত
হইলে সত্তর অত্র বিমুক্ত হয়। পকট্রায়ে বা ককট্রায়ে অঙ্গুণান বিশেষ কলপ্রদ।
আত্মের জ্বরের পথ্য এবং আত্মেরজিরা ইহাতে সমধিক উপকারী। ককট্রায়ে, ককট্রায়ে,
ত্রিফলাকল্প, মহালক্ষ্মীবলাস ও রামবাণ ঔষধ এইঅরে প্রযোজ্য। ত্রিফলাকল্প প্রথম অবস্থায়
বিশেষ কার্যকারী হয় না; সুতরাং উহা আমরসের পরিণাক অবস্থায় প্রযোজ্য। অঙ্গুণান—
ত্রিকটুর্জল ও মধু। যদি প্রেরা বহু থাকে তবে উহা নিমোগ্যার্থ আমাশয় সহ ককট্রায়ে

এরোগ করিবে। আদারল, ককজরে বিশেষ হিতকর; সুতরাং উহা অমুণানার্থ ব্যবহার করিবে।

আমলক্ষীশিলাস

অঙ্গ ৮ তোলা, পারদ, গন্ধক, কর্পূর, বৈজ্য ও ভারকল, প্রত্যেক ৪ তোলা, সুন্দারকবীজ, সিদ্ধবীজ, ভূমিকুম্ভাভমূল, শতবুলী, গোরক্ষচাকুলেবুল, বেড়েলামূল, পোকুরবীজ, ধুতুরবীজ ও হিজলবীজ প্রত্যেক ২ তোলা, পানরসে মর্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে। ইহা নবজরে এবং জীর্ণজরে বিশেষ উপকারী। অত্যন্ত গুণ মহাগম্মীশিলাসের অমুরূপ।

অহাঙ্গম্মীশিলাস

অঙ্গ ৮ তোলা, গন্ধক, পারদ, বঙ্গ প্রত্যেক ২ তোলা, রোণ্য ১ তোলা, হরিতাল, তাম্র, প্রত্যেক ১০ তোলা, কর্পূর, কাতিফল, বৈজ্য, সুন্দারকবীজ, ধুতুরবীজ, স্বর্ণ প্রত্যেক ১০ তোলা পানরসে মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। কেং ২ এই ঔষধে হরিতাল স্থানে স্বর্ণমাকিক ব্যবহার করেন। শোধিত হরিতালের পরিবর্তে হরিতালসব ব্যবহার করা নিরাপদ ও ফলপ্রসূ। সুন্দারকবীজ ও ধুতুরবীজ শোধিত করিয়া ব্যবহার করিবে। সুখেদিলে বিবম্বা না হয় এইরূপ বিতৃষ্ণ তাম্রতয় ঔষধে ব্যবহার করা কর্তব্য। এই ঔষধের সাধারণ অমুণান—আদা ও পানেররস। এই ঔষধ আমগরিপাচক, শোথক, স্বেদা ও বেদনা নাশক এবং ক্ষার। ইহা নূতন কি পুরাতন উত্তরবিধ জ্বরেই ব্যবহৃত হয়। অষ্টাঙ্গাবলিহিকা আদারল ও মধুসহ লেহন করিলে কাস ও শ্বাসবৃদ্ধ জ্বর আরোগ্য হয়। ইহা স্বেদা নিসারক। যদি মাংসের বেদনা, কামড়ান ও জ্বরতা থাকে, তাহা হইলে দারুচিনি ও লবঙ্গ বাটিয়া উষ্ণকরতঃ উত্তর কপোলে ও ললাটে প্রলেপ দিবে। বৃকে বেদনা থাকিলে পুরাতন ঘৃত, তুষ্ণৈর্চূর্ণ ও সৈন্ধব ধুতুরার রসে আণোড়িত ও উক করিয়া বৃকে মাণিল করিবে এবং তৎপর আকন্দের বা “ফ্রানেলের” বেদ দিবে। এই জ্বরে শরীর অত্যন্ত গরম রাখা কর্তব্য। অধিক কালির উষ্ম থাকিলে তালিশ্মাদিচূর্ণ বা চন্দ্রামৃতরস অবহাতেই প্রয়োগ করিবে। ককপ্রধানজ্বর প্রারম্ভে অবিলম্বে হয়; রামতুলসীর পাতার রস ও মধুসহ ককপ্রতিষেধক সেবনে জ্বর ত্যাগ হয়। শিশুগ্রহাম জ্বর হইলে কেত্রপত্রীর ক্বারে জ্বর বিচ্ছেদ হয়। কেত্রপত্রীর ক্বার জীর্ণ বা বিবমজ্বর বিচ্ছেদ করণার্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। উহা ৩৫ বছর বয়সে ও ৮ বার সেবা। মাত্রা—১/২ চটাক। (আমজরে বা ককজরে মৈথুন করিলে উহা অবিলম্বেই বা বিবমজ্বরে পরিণত হইতে দেখা যায়, সুতরাং জ্বরে কক চ মৈথুন করা উচিত নহে।) এই জ্বরের প্রথম অবস্থার হরিতাল বা সৌকোষটিত ঔষধ প্রয়োগ করা গর্হিত। যদি রোগী সলল এবং যুবা হয় তবে জ্বর বিচ্ছেদহইলে চন্দ্রামৃতরস প্রয়োগ করিবে। তাহাতে জ্বর পুনরাক্রমণের আশঙ্কা কম হয়।

চণ্ডেশ্বরজ্ঞান

পারদ, গন্ধক, তাম্রতন্ত্র ও বিষ (কোমণ স্থানে তাগের পরিমাণ নির্দিষ্ট না থাকিলে প্রত্যেক জবা সমভাগে যুক্তিতে হইবে।) আদার সঙ্গে ৭ বার এবং মিসিনা পাতার সঙ্গে ৭ বার যথাক্রমে জাবনা দিয়া চুইয়তি বটী করিবে। প্রবোর সমভাগ রস প্রকণ করিয়া ঔষধ উত্তমরূপে মর্দন করতঃ সমভাগিন চোজে তক্ত হইলে যাক্রিতে ঔষধগুলি লিখিবিসক্ত করিবে। এইরূপে ক্রিয়াকে প্রায়শ্চন্দ্র করে। এই ঔষধের অঙ্গুপান আদার। ঔষধ সেবনান্তে তুকা গোধ করিলে চক্ষু পান করিতে দিবে। শরীর বা মস্তক যুগ্ম হইলে বা পেটে জ্বলাৎ বোধ হইলে মিশ্রিত পান্য ব্যবহৃত। এই ঔষধ আরও আয়বহার ব্যবহার্য নহে। ইহা অত্যন্ত তীক্ষ্ণবীৰ্য্য, সুতরাং বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, সন্তান, স্ত্রী, স্ত্রী বা স্ত্রীল ব্যক্তিতে প্রযোজ্য নহে। যদি ঔষধ সত্তর প্রস্তুত করা অবশ্যক হয় তবে ১ দিনে ২। ৩ বার জাবনা দেওয়ার বাইতে পারে কিন্তু এইরূপে বিধি প্রস্তুত নহে। আরও কয়েকজনকার চণ্ডেশ্বরজ্ঞান আছে। ওষধে ২ প্রকার লিখিত হইল। কথিত চণ্ডেশ্বরের তাম্রস্থানে মনঃশিলা দোপ করিলে ১ প্রকার চণ্ডেশ্বরজ্ঞান হয়। ইহা বচনবিদ্যামবগে নশক। মাত্রা ৩৭৫ অঙ্গুপান পূর্বক।

অশ্বজ চণ্ডেশ্বরজ্ঞান

পারদ, গন্ধক, বিষ, তাম্র ও সৈকো প্রত্যেক সমভাগ; টাংগালেশ্বর রস ৬ বটী মর্দনান্তে আদা ও মিসিনার সঙ্গে প্রক্ষেপে জাবনা দিয়া অর্ধরতি বটী করিবে। ইহা আদারস সহ সেবা। এই ঔষধ সেবনের পর রোগীকে গায়ে তৈলমর্দন, চন্দনলেপন, সুশীতল জলে স্নান, হস্তপান এবং অত্যন্ত শীতক্রিয়ায় বিশ্রাম আছে। এই ঔষধ কেবল জ্বর বিচ্ছেদেই সেবা।

একাদশী

কথা—পারদ, গন্ধক, বিষ, ও লালদাকম্ব; আদারসে জাবনা দিয়া ১ রতি বটী, প্রস্তুত করিবে। অঙ্গুপান—আদারস। এই ঔষধ অত্যন্ত তীক্ষ্ণবীৰ্য্যবিশিষ্টে সেবা। ঔষধ সেবনান্তে শীতলক্রিয়া করিবে। (জাবনার সংখ্যা উল্লেখ না থাকিলে ৭ বার জাবনা দিতে হইবে।)

সন্দোহের জহরজ্ঞান

অহিকেন ১০, বিষ ১০, পাতিলেস্বরসে তাম্রিত লাল দাকম্ব ৮০, হরিভাল ৮০, চিহ্ন ১০ ও রসকপূর ৮০ আনা; আদারসে জাবনা দিয়া প্রায় ১ রতি বটী প্রস্তুত করিবে। অঙ্গুপান—রাসতুলসীর রস ওঁ বহু। ঔষধ সেবনান্তে শীতলক্রিয়া ও আবাহন করিবে। এই ঔষধ জ্বরবিশিষ্টে সেবনীয়।

চতুর্থর প্রকৃতি যে কয়েকটি ঔষধ লিখিত হইল, ইত্যাদের প্রত্যেকটাই একজাতীয় সুতরায় বিশেষ বিবেচনা পূর্বক এই সকল ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ককজরের সর্বপ্রকার অবস্থায় তুলসীপাতার রস ও মধু সচ সোহিতচূর্ণ প্রযোজ্য। এই ঔষধ সর্বত্রই অবিরোধী। খই, আদা, টাটকা মুড়ি, সরষমুল, মিলি, বাণি ইত্যাদি পথ্য। অগাধ—সাত, শীতল জন, দিবানিজা এবং বাবতীর ক্লেদি জব্য।

অথ বাতপিত্তজ্বর চিকিৎসা

এই জ্বরে প্রথমতঃ জ্বরের সামতা দূর করিবার নিমিত্ত নবাজ প্রয়োগ করিয়া পশ্চাৎ পিত্তজ্বরোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। নবাজ। যথা—তুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, চিরতা ও বরগন্ধমূল। বরমূলের প্রথম পাঁচটীকে হুহুৎ পাকমূলে ও শেষোক্ত ৫ টিকে অন্ন-পাকমূলে কহে। বহুৎপকমূল বাতশ্লেষ্মনাশক এবং শেষোক্ত ৫ টি বাতপিত্তনাশক। এই জ্বরে ত্রিফলসাক্ষর যথোক্ত অনুপানে প্রয়োগ করিবে। রস ক্ষয় হইলে—বাতপিত্তজ্বরোক্ত রস ও পিত্তজ্বরোক্ত রস ব্যবহার করা যায়; কিন্তু ১০ দিনের পূর্বে উহা ব্যবহার করা উচিত নহে। ধনে ও পল্লভার কাথ এই জ্বরে বিশেষ ফলপ্রসূ। গুলঞ্চ, কেশরপল্লী, মুতা, চিরতা ও তুঁঠ এই পাঁচটীকে পাকভজ্ঞ কহে। ইহার কথার বাতপিত্তজ্বর নাশক। মুতা ও কেশরপল্লীর কথার পিত্তজ্বর ও বাতপিত্তজ্বর বিনাশ করে।

এইজ্বরে আমলকী, মুগের যুগ ও বেদানা প্রসূত। হেঙ্গী সবল হইলে এবং নিরাম অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ছোলায়ুগ প্রসূত কিন্তু জোয়ার ডালেয়ুগ দিতকর নহে। এইজ্বরে কেবল মুগেরযুগ ব্যবহার করা উচিত নহে, কারণ তাহাতে বায়ু বদ্ধিত হইয়া বিষ্টভ এবং অজ্ঞাত উপদ্রব উৎপাদন করিতে পারে। এইজ্বরে নবাজ ও পাকভজ্ঞ ব্যাধিবিপরীত ঔষধ। পিত্তজ্বরোক্ত পথ্যাপথ্যই এইজ্বরের পথ্যাপথ্য জানিবে।

অথ পিত্তশ্লেষ্মজ্বর চিকিৎসা

এই জ্বরে, পিত্তশ্লেষ্মা উভয় বিশদীত চিকিৎসা করা বিধেয়। যদি জ্বর বিকৃতিবিষয়-সমস্যারাক্ত হয়, তবে যোগবাহী শুড়ুচ্যাতি কাথ পান করিতে দিবে।

শুড়ুচ্যাতি কথ

গুলঞ্চ, মিমছাল, ধনে, রক্তচন্দন ও কটুকী; এতৎসাধিত অন্নপানাদি ব্যবহার্য। যদি পিত্তের ভাগ অধিক হয় তবে পুরোক্ত ষাণ্ডপটোল কথার প্রয়োগ করিবে। ককাধিক্য হইলে নাগরাদিকথার প্রযোজ্য। নাপল্লানি। যথা—তুঁঠ, বেগামূল, বেলতুঁঠ, মুতা, ধনে, মোচরস ও বালা। এই কথার সংগ্রাহক। কটুকীচূর্ণ ১০ ও চিনি ১০ আনী

একত্রে কলসত পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর নষ্ট হয়। ইহা বিরেচক। পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপ সমান হইলে শুঠ ও পল্লভার কাথ ব্যবহার করিবে। উভয় দোষের প্রকোপ অতিশয় হইলে বমন ও বিরেচন দ্বারা পিত্ত ও শ্লেষ্মা মিহ্রণ করিবে। রোগী দুর্বল হইলে কেবল সংশয়ন ঔষধ প্রযোজ্য। এইজন্মে পঞ্চভৈরবের বিশেষ কলপ্রদ। **শঙ্খতিলিত্তন-কলপ্রদ** বথা—কণ্টকারী, গুলক, শুঠ, কুড় ও চিরতা। ইহাতে পিত্ত ও শ্লেষ্মা সম্বর প্রশমিত হয়।

বিশেষপুষ্কর রস

রসসিন্দূর, তাম্র, লৌহ, হরিতাল, গন্ধক, কটুকল, মেঘশূলী, বচ, শুঠ, বায়ুনকাটী, হরীতকী, বালা ও ধনে, ক্ষেত্রপল্লটীর রসে ভাবনা দিয়া ৩ রতি বটী করিবে। অল্পপান—মধু ৮ তোলা অথবা কাকড়াটীর রস ১ তোলা ও সৈন্ধব ৪ রতি। এই ঔষধ বালক ও গর্ভিণীকে ব্যবহার করা হইবে না। প্রথম অবস্থায়—জ্বরের বেগের সময়, এই ঔষধ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। রসের অভাবে জ্বরের কাথ দ্বারা ভাবনা দিবে। ইহাতে ত্রিফলপাক্কর পূর্ব অল্পপানে এবং লোহিতচূর্ণ পল্লভা ও ধনের কাথ সহ ব্যবহার করা যাক। এই দুই ঔষধ সম্বর অবস্থাতেই প্রযোজ্য। **রসজ্ঞানজ্ঞান** ব্যবহার করিলেও জ্বর বিচ্ছেদ হইয়া থাকে। অল্পপান—তুলসী পত্রের রস। শুঠসাধিত মুগেরসুবে রোগী সম্বর প্রকৃতি হয়, ইহা পিত্তশ্লেষ্মনাশক। ত্রিফলা, বলাড়ুঘর, কিলমিস, বা কটুকী বিরেচনার্থ প্রয়োগ করিবে। তেউড়ীমূলচূর্ণ ৮০ আনী বাতায় চিনিমহ সেবন করিলে বিরেচন হইয়া আত্ম পিত্তশ্লেষ্মজ্বর প্রশমিত হয়। এইজন্মে মন্থরীরস, পটোল, কচিবেগুন, খই, মিল্লি প্রভৃতি পথ্য। ইহাতে দিবানিত্রা অত্যন্ত দুগীর।

অথ বাতশ্লেষ্মজ্বর চিকিৎসা

এইজন্মে প্রায়শঃ বিকার উপস্থিত হইয়া থাকে।

আরম্ভাদ্ বেগমত্যাৰ্থং জিহ্বাজং বশ্চ বৰ্দ্ধতে,

ভৃশং বেদো ভবেচ্চাপি বিকারপূৰ্ণলক্ষণং।

অৰ্থাৎ বে জ্বরের আরম্ভেই অত্যন্ত বেগ হয়, প্রথম তিন দিন বে জ্বর ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হয় এবং অত্যন্ত ঘৰ্ষ হইতে থাকে সেই জ্বরেই প্রায়শঃ ভবিষ্যতে বিকার সংঘটিত হইবার আশঙ্কা। বিকার শব্দের অর্থ প্রলাপাদি কথন এবং ইঞ্জিরমোহ ইহাতে শ্লেষ্মার অত্যন্ত প্রকোপ হওয়ার সম্বর বক্ষস্থল আক্রান্ত হয় এবং শরীর অত্যন্ত ভারবোধ, চক্ষুলাল ও নুকে বেদনা হইয়া থাকে। ৪। ৬ দিন পর্যন্ত জ্বরের বেগ প্রায় সমভাবেই থাকে ও জ্বর বিচ্ছেদ হয় না। কোম ২ সপ্তম শরীর দোমাকিত হয় এবং ভ্রান্তি, শিরোদুর্গন্ধ প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়। ইহাতে নিদ্রাঙ্গা বোধ হয় না কিংক অল্প ২ কাসি হইয়া থাকে।

এই অরে হঠাৎ শৈত্যক্রিয়া করা কর্তব্য নহে। তাহাতে শ্লেষ্মার প্রকোপ অধিক হওয়ায় রোগীর অবস্থা অধিক শোচনীয় হইবার সম্ভাবনা। যদি অরের বেগ অত্যধিক হয়, এবং তাহাতে রক্তেরক্রিয়া মস্তিকে অধিক পরিলক্ষিত হয় তবে যতক সম্ভব মৃত্যু করতঃ বরফ বা শীতল জলের "পটি" ব্যবহার করা যাইতে পারে।

"কুইনারিন" বা তদ্রূপ অন্য কোন তিক্তদ্রব্য ব্যবহারে এই অর প্রশমিত না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়া থাকে। ইহাতে বমন বা বিরেচন প্রয়োগ নির্বিফল। শ্লেষ্মা নিঃসারণার্থ নস্তপ্রয়োগ করা যাইতে পারে; তাহাতে মস্তিক ও শরীরের লঘুতা সম্পাদিত হয়। অরের প্রথমাবস্থায় কক্ষাচ্ছিত্তাশ্লি ও অষ্টোজ্জ্বাষজেন্দ্রিকা প্রযোজ্য। অমুপান—আদার রস। ইহা দ্বারা বাতু এবং শ্লেষ্মা শীঘ্র শীঘ্র প্রশমিত এবং কক্ষ নিঃসারিত হয়। অহাঙ্গশ্রীষ্মশাসন কক্ষের শোষক ভেদ্য, (যুদ্ধে কক্ষ আবদ্ধ ও তজ্জনিত বেদনা থাকিলে) প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ করা নির্বিফল। যদি পুরোক্ত ২টি ঔষধ ফলদায়ক না হয় এবং বাধি ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বলিয়া অনুমিত হয়, তবে ক্রমশঃ কক্ষ-কুটিলকর আদার রস ও মধু অমুপানে প্রয়োগ করিতে হইবে। কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধের সঙ্কিত কস্তুরী ১ রতি ও মকরদ্বন্দ্ব ২ রতি একত্রে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। যদি রোগীর ইঞ্জের বিষম বা অত্যধিক শরৎশালন প্রভৃতি প্রণালী লক্ষিত হয়, তাহা হইলে উক্ত যোজনাবিধি সন্যাস্ত বর্ণিয়াই মনে হয়।

যদি বুদ্ধে বেদনা না থাকে এবং শ্লেষ্মা নিঃসৃত হইতে থাকে, তবে অহাঙ্গশ্রীষ্মশাসন, অঙ্গশ্রীষ্মশাসন, সক্ষাঙ্গশ্রীষ্মশাসন ও কক্ষাঙ্গশ্রীষ্মশাসন প্রভৃতি প্রয়োগ করবে। অমুপান—আদা ও পানের রস। এইজ্বরে বালুকা ভাজিয়া কাঁজিয়ারা সিক্ত করতঃ একত্রে পত্র বেটন করিয়া সর্ষপদ্বীয়ে বা বেদনাস্থলে বেষ্ট দিবে। তদ্বারা প্রোতঃ সমূহের মৃদুতা সম্পাদিত ও প্রৈয়ক-কাজ সমূহ হইতে শ্লেষ্মা বিনির্গত হয় এবং অরও শীঘ্র ২ কমিতে থাকে। যেদ প্রয়োগ ভিন্ন, অস্ত কোন উপার একরূপ আশু ফলপ্রদ নহে। মস্তিকে বেদনা থাকিলে, দাক্ষিণ্য, লবঙ্গ, বচ ও ধনে সেষণ করতঃ উষ্ণ করিয়া ইহা দ্বারা ললাটের উত্তর পার্শ্বে স্তলপ দিবে। রোগীর অত্যন্ত দুঃখ হইলে কুশকলাহ প্রৈয়ক ভাজিত ক'রয়া চূর্ণ করতঃ গরম গরম খেদ দিবে।

পুরাতন পোমরচূর্ণ যথেষ্টে যক্ষ্ম নিবারিত হয়। বুদ্ধে বেদনা অথবা শ্লেষ্মা আবদ্ধ থাকিলে মগিনার "পোলিটস" বা পুরাতন মৃত ও শুষ্কচূর্ণ মালিশ করিয়া আকন্দপত্রের খেদ বেগ্নয়ঃ দিতব্য। খেদ দিবার পবে আকন্দের তুলসিয়ারা (অভাবে—গরম কাপড় দ্বারা) বেদনার স্থান উত্তমরূপে আবৃত করিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। এইরূপ বেদনার অমাদের অহা বা তকুলোৎক স্নাত মালিশ করিলে সত্ত সত্ত ফল দর্শিতা থাকে।

যদি রোগী হিমাজ হয়, তবে জ্বরকল বিপ্লব সর্বগঠনে বর্ষণ করিয়া সর্কান্দ্রে মালিশ করিবে এবং পুরোঁক বালুকার স্নেহ আবশ্যকবোধ করিলে তাহাও প্রয়োগ করিবে। এই অবস্থার মকরদ্বয় ১ রতি, কস্তুরী ১ রতি, ও কপূর ১ রতি একত্রে মিশ্রিত করিয়া আদা ও তুলসীপত্রের রস সহ ২০ ফটা অষ্টর অন্তর সেবন করাইবে। কাস থাকিলে অষ্টোজাবলেহিকা, তালিশানিচূর্ণ বা চন্দ্রামৃতকাস বাবহার করিবে।

স্বল্পকস্তুরীতৈরব বা বৃহৎকস্তুরীতুষণ প্রয়োগ করিলেও রোগী প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে। ইহা সংজ্ঞাজনক, ঘর্ষনিবারক, উত্তেজক ও ঝিকার নশক।

জিহ্বা তারবোধ করিলে এবং তাহা হইতে লাল্য নিঃসৃত হইতে থাকিলে উহাতে ত্রিকটু ও সৈন্ধব বর্ষণ করিবে। টাবালেবুর ফেশত, মরিচ ও সৈন্ধব একত্রে বাটিয়া মুখে ধারণ করিলেও জিহ্বার জড়তা ও লাল্যপ্রাণ নিবারিত হয়। বাতশ্লেষ্মা নশক অষ্টোদ শাংপকস্বাস্থ্য সহ ঔষধ প্রয়োগ করিলে, শীঘ্র কলগাত হইয়া থাকে।

রোগীর চক্ষু আবিণ বোধ হইলে, ছাগডাঙে দাক্ষী-রসাজন দ্বিধা উহার অঙ্কন দিবে।

অষ্টোজাবলেহিকা।

কটফল, পুষ্করমূল, (অভাবে কুড়) কাকড়াশুণী, ত্রিকটু, হরালতা ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেকের সমভাগচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ১০ এক আনা মাত্রায়, মধু দ্বারা মাড়িয়া ও তৎসহ কিঞ্চিৎ আদার রস মিশাইয়া ২০ বটা অস্তর অন্তর লেহন করিবে।

স্বল্প কস্তুরীতৈরব।

শোধিতহিঙ্গুল, শোধিতবিহ, সোহাগারখই, তৈজতী, জারক, মরিচ, পিপুল ও কস্তুরী, প্রত্যেক সমভাগ। জলদ্বারা মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অস্থপান—আদার রস ও মধু।

বৃহৎ কস্তুরীতৈরব।

কস্তুরী, কপূর, ভাস্কর্য্য ধাইকুল, আগলুণীবীজ, (শোধিত), আকনাদি, বিড়ল, সুতা, ভট্ট, বাল্য, আমলকী, স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, হরিতাল ও অত্রভয়, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ। আকনপত্রের উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অস্থপান—আদার রস।

অপর বৃহৎকস্তুরীতৈরব।

কস্তুরী, রাজপট, রসসিদ্ধ, মনঃশিলা, স্বর্ণ, রৌপ্য, হরিতাল, মুক্তা, বঙ্গ, তুলকা, বিড়ল, সুতা, অত্র, প্রবাল, লৌহ, আকনাদি, প্রত্যেক সমভাগ। বিষণ্ণরূপে মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অস্থপান—আদার রস ও মধু।

কস্তুরীভূষণ।

অন্ন ৮ তোলা, কঙ্কণী ৩ তোলা, প্রবাল, মুক্তা, রৌপ্য, হরিতাল প্রত্যেক ১ তোলা ;
তাত্র ১০ তোলা, কর্পূর ২ তোলা, আরকল ১ তোলা, কৈজী ১ তোলা, বৃদ্ধনারকবীজ,
কৈজী প্রত্যেক ২ তোলা, কস্তুরী ১০ তোলা ও বর্ণ ১০ তোলা। ২ রতি বটী করিবে।

সুহৃৎ কস্তুরীভূষণ।

বিহুণ, বিব, সোহাগী, আরকল, কজী, কস্তুরী, হরিতাল, বল, বর্ণ, মরিচ ও শিপুল
প্রত্যেক সমভাগ ; জলদ্বারা মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অঙ্গুপান—আদার রস
ও মধু।

সৌভাগ্য চিত্তামণি।

মুক্তা, প্রবাল, বর্ণ, রৌপ্য, কস্তুরী, কর্পূর, পারদ, গন্ধক, বর্ণসিন্দূর, লৌহ, অন্ন,
হরিতাল, বল, বর্ণ, তাত্র, রসসিন্দূর, তাতিকল, কৈজী, দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচি ও মরিচ
প্রত্যেক সমভাগ। আদার রসে কাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। ইহাতে বাতশ্লেষ্মহর,
স্নিগ্ধাত্তবিষমহর ও জীর্ণজ্বর আরোগ্য হয়। অঙ্গুপান—আদার রস ও মধু।

অধিদশাজ কষাক্ষ।

দশমূল, শটী, কাকড়াশুকী, কুড়, হুয়ালতা, বায়ুমহাটী, ইল্লব, পোটলপত্র, ও
কটুকী, একত্রে ২ তোলা ; জল ৮—শেষ ৮ পোরা। এই কষাক্ষ ঔষধের অঙ্গুপানার্থ বা
কেবল পানার্থ ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহা দ্বারা উপদ্রব সমূহ শীঘ্র দূরীভূত হয়।

পথ্য—লবন, পঞ্চকোলসুবিধপেয়্য, গরমজল, আদা, খট, কুকুটমাংসের দ্রব,
পারিবতদ্রব, বেদানা, মিলি, (তালের) ও ব'সি ইত্যাদি। অপথ্য—শীতলজল, জলীয়
দ্রব্য, ক্লে'শ্রব্য, সাত্ত, ইত্যাদি। এইজন্মের ২৩ দিনের পূর্বে কদাচ অন্নপথ্য দেওরা কর্তব্য
নহে, তাহাতে পুনরাজন্মের সম্ভাবনা থাকে।

অথ স্নেহোষণ সন্নিপাতজ্বর চিকিৎসা।

স্নেহোষণ অর্থাৎ স্নেহাশ্রয়ান সন্নিপাতজ্বরের চিকিৎসা প্রায় বাতশ্লেষ্মিকবিকার
চিকিৎসার তুল্য। তথাপি এইজ্বর মিলিতদোষের সঙ্কট বলিয়া, ইহাতে বিশেষ সতর্কতা
অবলম্বন করা বিধেয়। সন্নিপাতজ্বরে প্রায়শঃ জিহবার ষণ্ম্পর্শতা উপপন্ন হয় ; তদ্বিচারপাৰ্থ
জিহ্বাটু, শৈবক ও আদার রসের কবল ধারণ করিবে। লবন, বায়ুকাষেদ, মত্ত, অবশেষে
ও অল্প এই কয়েকটি সন্নিপাতজ্বরের প্রথম অধিকার প্রয়োগ করা উচিত। বাতশ্লেষ্মিক

জরের বে ২ অবস্থায় বে ২ জিরা ও ঔষধ বিধিত হইয়াছে ইহাতেও তত্ত্বাবতাবহার সেই জিরা ও ঔষধ প্রযোজ্য। শরীর হিমাক হইলে অষ্টাঙ্গধূপ ব্যবহার করা বাইতে পারে; তাহাতে শরীরের এবং জরের লঘুতা সম্পাদিত হয়। সরিষাতলে জরে প্রথমতঃ কফনাশক ও আমনাশক জিরা করিবে; পশ্চাৎ কফ হীনবল হইলে বর্জিত দোষের চিকিৎসা করিবে। সরিষাতলে জরের শেষ অবস্থায় শরীর বিবাক্ত হয়। এইবিষ দোষপ্রভাবে বা দোষদূষের অনির্কচনীর সংযুক্তি। ক্রমে, শরীরেই উৎপন্ন হয়। এইবিষ বিনাশের নিষিদ্ধ বিষ নাশক সূচিকান্তরূপ প্রভৃতি বিষবিধিত ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। যখন রোগী অবসন্ন, হিমাক ও বাক্পক্তিবিহীন হয়, সেইসময় এষ্টরূপ বিবাক্ত ঔষধ প্রযোজ্য। এইজাতীয় ঔষধ সেবন করিলে, শৈত্যজিরা ও ব্যঞ্জন করিবে। দোষের শক্তি অসাধানে; সুতরাং ঔষধ দ্বারা দোষশক্তির হ্রাস না হইলে জীবন রক্ষা বড়ো সুকঠিন। দোষের পাক হইলেই দোষশক্তির হ্রাস হইয়াছে বুঝিতে হইবে। দাহ, তন্দ্রা, গৌরবাদির অভাব, জরের অল্পতা, দেহের লঘুতা ও ইঞ্জিরের বিষমতঃ প্রভৃতি দোষপাকের লক্ষণ। এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইলে রোগী আরোগ্যলাভ করিয়া থাকে। ধাতুপাকলক্ষণ পরিপূর্ণ হইলে প্রারম্ভঃ রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। **ধাতুপাকলক্ষণ** বর্ণা—**“নিজানানো দ্বিতস্তস্তো বিষ্টস্তো গোরণো কচিঃ। অরতিবর্জহানিষ্ঠ ধাতুনাং পাকলক্ষণং”** ॥ অর্থাৎ অনিদ্রা, হৃদয়ের তরুতা উদরের আত্মান শরীরের শুষ্কতা, অরুচি, অরতি ও বলহানি এই কয়েকটি ধাতুপাকের লক্ষণ। নাড়ির উর্দ্ধে এবং হৃদয়ের অধোদেশে টিপিয়া ধরিলে রোগী বদন বেদনা বোধ করে, তাহা হইলেও ধাতুপাক হইতেছে বুঝিতে হইবে। আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত লভ্যন প্রশস্ত; কারণ, সরিষাতলে রোগী লভ্যন সহ্য করিতে পারে, তাহাতে রোগীর লভ্যন জনিত কোনও প্রকার অনিষ্ট হয় না এবং ইহা দোষের প্রভাব বশতঃই হইয়া থাকে।

অত্যন্ত তন্দ্রা উপস্থিত হইলে সৈকব, সজিনাবীজ, সর্বপ ও কুড় ছাপনুজে পেষণ করিয়া মত্ত দিবে। সজ্জাজননার্থ রণেন, মনঃশিলা ও বচ একত্রে পেষণ করিয়া অজ্ঞান দিবে। স্নেহা নির্ধারণ লুপ্তোক্ত অষ্টাঙ্গধূপ প্রয়োগ করা ব্যবহার করিবে। এই ঔষধ সেবনের পর বেদ প্রয়োগ আবশ্যক হইলে, মধু সংযোগ না করিয়া কেবল আদার রস সহ সেবন করিবে।

সূচিকান্তরূপ রস—বিষ, পোষিতককদর্পকি, দারুদ্রব প্রত্যেক ১ ভাগ, কিছুল সর্বসমান। রোহিতমন্ত, বরাহ, মধুর, ছাগ ও নবিষ ইহাদের পৃথক পৃথক পিণ্ডে তাবনা দিয়া সর্বপ প্রমাণ বটা করিবে। এই ঔষধ ব্যবহার করিলে, গাত্রে তৈলসর্ষপ এবং শৈত্যজিরা করা কর্তব্য। **অরুণাম**—আদার রস।

অষ্টাঙ্গধূপ—ভগ, গুলু, নিমপাতা, বচ, কুড়, হরীতকী, বেঙ্গসর্বপ ও বব এই সকল প্রত্যেক ১ মূল প্রমিত করিয়া রোগীকে শূলিত করিবে।

শিশুগণের পোষণ—কালকুটাব ১ তোলা, অতিফেন ১ তোলা, কাস্তুরী ১০ তোলা, অন্ন ২০ তোলা, অলম্বা মর্দন করিয়া ১ রাত বসী করিবে। অল্পপান—আদার রস। ঔষধ সেবনান্তে শৈতাক্রিয়া করিবে।

আজকাল হৃচিকান্তরণ এবং বিষপ্রয়োগের ব্যবহার নাই; সুতরাং উহার পরিবর্তে **মেম্বথ্রিনি** ব্যবহার করিবে।

মেম্বথ্রিনি

পারদ, গন্ধক, বিষ, ষেতমাকমূল, সৌকো ও মনঃশিলা প্রত্যেক সমভাগ, আদারসে ৪ বার, কেশরাক রসে ৪ বার, নিসিন্দারসে ৪ বার ও শেষে ভঙ্গরাকরসে ১ বার ভাবনা দিয়া সর্পি প্রমাদবটিকা করিবে। অল্পপান—পোড়াতেঁতুল লবুতি ঔষধ সেবনান্তে শীতল ক্রিয়া করিবে। পিত্তপ্রধান সন্নিপাতজ্বরে সুস্তাদ্যপানের কক্ষাস্ত পান বা তৎসংশ্লিষ্ট অল্পপান বিশেষ বিতর্কঃ।

সুস্তাদ্যপান। যথা—মুতা, কেশরপত্রী, বেলাবল, দেবদারু, তুঁঠ চিকলা, বেগুজা, বন নীলমূল, কনলাগুঁড়ী, তেউড়ীমূল, চিরতা, আকনাদি, বেড়েলামূল, কটুকী, বস্ত্রীমু ও নিপুলমু। পিত্তপ্রধান সন্নিপাতজ্বরে পিত্তপ্রয়োগ্যক অষ্টাদশাকবায় ব্যবহার করিবে।

অষ্টাদশাক। যথা—চিরতা, দেবদারু, মশমূল, তুঁঠ কটুকী, মুতা, ইন্দ্রযব, ধনে ও গুণ্ডিশূল। সংশ্লিষ্ট সন্নিপাতজ্বরে সুস্তাদ্যপান প্রয়োগ করিবে।

হৃহতাংদ্যপান। যথা—বৃহতী, কণ্টকারী, হুড়, বায়নচাঁট, শলী, কাকড়াশুলী, ব্রহ্মলতা, ইন্দ্রযব, পলতা ও কটুকী। উহাওয়া সন্নিপাত জ্বরে উপদর্শ সহস্র তিরোহিত হয়।

কণ্ঠরোগের উপক্রম হইলে মশমূলেরকাণ্ডে আদারস ও টাংগলেবুত রস প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ত্রিহবার অত্যন্ত জড়তা হইলে—সৈন্ধব, ত্রিকটু ও অন্নবেতল একত্রে পেষণ করিয়া ত্রিহবার ঘর্ষণ করিবে।

ত্রিহা শুষ্ক বা কণ্টকিত যোথ হইলে, উহাতে শুষ্ক মালিশ করিয়া মধু ও কিসূহিস পেষণ করতঃ প্রলেপ দিবে। পিত্তপ্রধান সন্নিপাতজ্বরে ভেদ হইলে, পূর্বেক্ষিত নাগদাঁড়কষায় পান বা বেলতুঁঠ ১ তোলা, ধনে ১ তোলা, মুতা ১ তোলা, কুটকছাল ৫ তোলা, দাড়িমের খোসা ১ তোলা, ওল ৮ গুণ, শেষ—অষ্টমতাগ পান করিবে। এই অবস্থায়—বেলতুঁঠ, বালা ও মধু সহ হৃহহকক্ষতুঁঠৈত্বেক বা **ক্লোয়াকাস্যামশেহাস** ব্যবহার করা যাইতে পারে। কফপ্রধান সন্নিপাতজ্বরের সাধাণে অবস্থান্তেও স্নেহশালানসরস আদারস সহ ব্যবহার করিতে পারা যায়। এই ঔষধ প্রথম অবস্থায় প্রযোজ্য নহে, কারণ ইহাতে অনেক প্রকার বিষলংঘোগ আছে। অতিসার নিবারণার্থ **কপূরকাস** প্রয়োগ করা যায়। দাহে শীতলজল সেচন নিষিদ্ধ। সন্নিপাতজ্বরাতে, কর্ণমূলে শোথ হইলে, প্রথমতঃ রক্তমোক্ষণ

করিবে। তাহাতে উপশম না হইলে গৈরিক পঞ্চলবণ, শুঠ, বচ, কটকল প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ লইয়া কাঁজ দ্বারা বাট্রিয়া দ্বিনে ৩৫ বা ৪০ প্রলেপ দিবে। গলদেশে শোথ হইলে টাবালেবুর মূল, গণিয়ারী, শুঠ, দেবদারু, চই, রক্তচিত্তমূল, প্রত্যেকদ্রব্য সমভাগ লইয়া জলদ্বারা পেষণ করতঃ গলদেশ প্রলেপ দিবে।

শ্লেষ্মকালানল রস।

গারদ, পুষ্কক, কুচিলা, (চুষ্মশোধিত), বংশদত্তহরিভাল ও বিধ প্রত্যেক ৪ তোলা, মুজাশি, দারুশুভ রসাজন, গোদন্ত হরিভাল, মুস্তূববীজ প্রত্যেক ২ তোলা, রাস, অম্ব, পাব, শুক্লা, সোহাগা, হরীতকী, বেড়োলা, ভূস্বরাজ ও সিদ্ধ প্রত্যেক ১ তোলা। দাড়িম কলের রসে মর্দন করিয়া মৃগ, প্রমাণ বটী করিবে। অমুপান—আদার রস। অতিদার রোগে—কদলীকাণ্ডরস সহ সেব্য।

রক্তনিষ্কিবন হইলে গন্ধত্বণ, হরালভা, বাসক, ক্ষেত্রপল্লী, প্রিয়ঙ্গু, ও কটকীসামিত কাথে চিনি ১০ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। এলাদিওড়িকা মধু ও বাসক রস সহ সেহন করিলেও রক্তনিষ্কিবন নিবারিত হয়।

অথ সন্ধিগ সন্ধিপ তত্ত্ব চিকিৎসা

এইরূপে সন্ধিগে অতিদার বেদনাবৃদ্ধ শোথ হয়, মুখে ককোরগন্ধ হয় এবং কান, ঘেমনা ও অনিষ্টা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। এইরূপ অত্যন্ত স্বেদপ্রধান ও সংক্রামক। অরমাজেই সংক্রামক কিন্তু সন্ধিপাতের আশ সংক্রামক। এইরূপ দীর্ঘ ২ জীবন নাশ করে। কেহ ২ এই অরকেই আধুনিক "প্লেগ" নামে অভিহিত করেন। এই অরকে কস্তুরীভৈরব, বৃহৎ কস্তুরীভৈরব, বক্ষাধিকারোক্ত সর্পাঙ্গদুন্দর, বৃহৎচিস্তামনি, বসন্তািলক, মহাশঙ্কবিলাস বৃহৎজটুফাণি ও স্বেদকালানলরস ব্যবহার করা যায়। অমুপান—পূর্ববৎ। এইরূপে কোনরূপ শৈত্যক্রিয়া বিধেয় নহে। সন্ধিপসন্ধিপাতে স্পট্যাটিক শাস্ত্র ব্যবহার। স্পট্যাটিক শাস্ত্র যথা—শটী, দেবদারু, দ্রিফলা, বৃহদারকবীজ, রাসা, শুঠ, শুক ও শতমূলী। এইভাবে শুগণ্ডলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। এইভাবে মূহ্মাশ্রিতে থাক করিতে হয়। অথবা বিশেষে বচান ও রাশ্মাধির কাথ হিতকর।

অচাদি। যথা—বচ, ক্ষেত্রপল্লী, হরালভা, কিস্টী, শুকল আটক, দেবদারু, মৃত্তা, শুঠ, বৃহদারকবীজ, রাসা, শুগ, শুক, বৃহদারকবীজ, (অতাবে দ্রষ্টব্য) এর শুক ও শতমূলী।

চুড়া পানি রস ।

রসসিন্দূর, প্রবাল, বর্ণ রৌপ্য, বঙ্গ, তাম্র, সুতা, অত্র, লৌহ, প্রত্যেক সমভাগ, জল দ্বারা মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অবস্থা বিশেষে অল্পপান ব্যবস্থা করিবে। সাধারণ অল্পপান—মধু ও আদারস অথবা মধু ও পিপ্পলচূর্ণ।

পুটপাক বিষমজ্বরান্তকলৌহ ।

হিঙ্গুলোথ পাণ্ডে ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, লোহ অত্র ও তাম্র প্রত্যেক ২ তোলা, রস ১০ তোলা, প্রবাল ১০ তোলা, সুতা, বর্ণ, শঙ্খতরু ও তাম্রতরু প্রত্যেক ১০ সিকি তোলা। প্রথমে পান ও গন্ধক কড়লী করিয়া রসপত্রটির দ্বারা পত্রটি করিয়া লইবে; পশ্চাৎ তৎসহ অত্রান্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিবে। কেহ কেহ বঙ্গের পরিবর্তে বর্ণ গৈরিক ব্যবহার করেন। এই সকল দ্রব্য সুতকুমারীর রস দ্বারা মর্দন করতঃ কিছুকৈ তরিত্তা ১৫২০ খানা ঘুঁটের আঙনে পুটপাক করিবে। কিছুকৈর প্রলেপ ঈষৎ রক্তিমাত হইলেই নামাইতে হয়। এইসময় গন্ধকের গন্ধ বহির্গত হইবে। যদি পাক সামান্য অধিক হয়, তবে অভ্যন্তরস্থ ঈষৎ অত্যন্ত কঠিন হইয়া থাকে এবং তাদৃশ পুটপাক কিম্বিন্মাত্র ও কলগ্রন্থ হইবেন। যাত্রা ২ রতি। অল্পপান—পিপ্পলচূর্ণ ২ রতি, শোধিত হিং ১ রতি ও সৈন্ধব ১ রতি একত্র মাড়িয়া পানরস সহ সেব্য। পিপ্পলচূর্ণ ও মধু অল্পপানের ইহা ব্যবহৃত হয়। কেহ ২ হুত কুমারীর রসে মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিয়া থাকেন।

বিষমজ্বরান্তকচূর্ণ।

হিঙ্গুল, বিব ও নিমছান প্রত্যেক ১ তোলা, ত্রিকটু ৩ তোলা, রসসিন্দূর ৩ তোলা, জাঙ্গল ৫৬ রতি। অল্পপান—মধু, তুলসীপত্ররস, পানরস, শেকালিকাপাতারস ইত্যাদি।

বৃহৎ বঙ্গেশ্বর ।

পাত্রহ, গন্ধক, রসসিন্দূর, বর্ণ, চৌপা, লোহ, মোহগা, বর্ণমাজিক, সিদ্ধিবীজ, পিপ্পল, শঙ্খপিপ্পল, দাক্ষিণি, দস্তীবীজ, তিললবীজ ও যুতুরীবীজ প্রত্যেক ১০ সিকিতোলা, সুতা ১০ তোলা, কতুরী ১০ তোলা; আদার রসে এবং রক্তচিত্তেগুলের কাখে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অল্পপান—আদার রস, তুলসীপত্ররস, পানরস, মধু ইত্যাদি।

ভাবিত বিষমজ্বরান্তক লৌহ ।

পাত্রহ, গন্ধক, তাম্র, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, বর্ণমাজিক, লৌহ, হিঙ্গুল, অত্র, রসাক্রম ও বর্ণ প্রত্যেক সমভাগ, নিম্নলিখিত দ্রব্যের কাখে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটীকা করিবে। কাখার্ণ দ্রব্য—চিরতা, দেবদারু, শুঠ, সুতা, কটকী, ইন্দ্রবৎ, বনে, শঙ্খপিপ্পল ও মশমূল। অল্পপান—মধু, শেকালিকাপাতারস, তুলক, ক্ষেত্রশর্কটী ইত্যাদি।

তুড়ুচীমোদক ।

জলকের পালো ১/১০ পোয়া, গুরাতম ইক্ষুজড় ১/১০ সের, মধু ১/১০ একহটাক, হুত ১/১০ হটাক, প্রথমভা শুভ ১/১০ সের লণে তুলিয়া পাক করিতে থাকিবে এবং উহা মোদক প্রস্তুতক

যে ক্ষেত্রেই বেগ কোন দিন অধিক আবার কোন দিন বা কম হয় তাঁহাকে বিষমজ্বর বলাই
বিষমজ্বরমাত্রেই বায়ুগ্রহণ। কারণ, বায়ুতির্যপিত বা শ্রেয়া বিষমতা জন্মাইতে পারে না।
সুতরাং সকল প্রকার বিষমজ্বরেই বায়ুনাশক ক্রিয়া কর্তব্য। এইজর কখনও শরীরকে ত্যাগ
করে না। তবে, গুরুবেগ হইলে খাদ্যভরে লীনঅবস্থার অবস্থান করে। শরীরের রানি ও শুকতা
প্রকৃতি বাবতীয় লক্ষণ অগণত না হওয়ার, জর অন্তর্গত অবস্থার আছে বুঝিতে হইবে।

সাধারণতঃ বিষমজ্বর ৫ প্রকারে বিভক্ত। যথা,—সত্তত, সততক, অন্তঃপ্রক, ভূতীয়ক
ও চতুর্থক। এতদ্বিধ, প্রলেপজ্বরও বিষমজ্বরের অন্তর্গত। উহা প্রায়শঃ বস্মারোগপ্রক
রোগিদেই হইয়া থাকে। কেহ কেহ বাতবলাসকজ্বরকেও বিষমজ্বর বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।
উহা প্রায়শঃ পাণ্ডুরোগেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রলেপক ও বাতবলাসকজ্বর বাতশ্লৈশ্ম-
প্রধান। সত্ততজ্বর প্রথম ৭ দিন অব্যাহত থাকে এবং এই সময়ের মধ্যে কোনও ঔষধ
দ্বারা কললাত হয় না। সুতরাং এই সময় অতীত হইলে রাসকুলসীর রস সহ ক্ষুদ্রচিকিৎসা-
অগ্নি প্রয়োগ করবে এবং ইন্দ্রবর, পলতা ও কটুকী ইত্যাদির কষার পান করাইবে।
আবর্তক বোধ হইলে মহালক্ষ্মীবলাস এবং বৃহৎকতুরীতৈয়ব পুষ্কলমুপানে ব্যবহার
করা বাইতে পারে। এইজর রসযাকুগত এবং বাতশ্লৈশ্মপ্রধান। ২১ দিন পরেও যদি জ্বর
অজনাভ্যাস হইতে থাকে, তবে বৃহৎসক্করহরলোহ বা বৃহৎজরচিত্তামনি ব্যবহার করিবে।
সত্তত বিষমজ্বরেই অক্লান্তিকরকার্য দিনে ৩৩ বা ৫৫ করিয়া কেক্রপন্নীর কষার অথবা মুতা
ও কেক্রপন্নীর মীতকষার পান করিবে। ২১ দিনের পূর্বে এইকষার পানে আশাত্তরপ কম
হয় না। সত্ততজ্বর দীর্ঘায়ুযুক্ত হইলে শেকালিকাপাতার রস ও মধু অল্পপানে বৃহৎসক্কর-
হরলোহই প্রযোজ্য। শেকালিকাপাতার রস ও মধু বিষম ও জীর্ণজর নাশক। কৃষ্ণকীরকচূর্ণ
ও পুরাতন ইক্ষুগুড় অল্পপান সহ, পূর্বেক বৃহৎজররস সেবন, করিলেও সত্ততজ্বর নষ্ট হয়।
কৃষ্ণকীরক ও পুরাতন ইক্ষুগুড় এবং হরীতকীচূর্ণ ও মধু বিষমজরনাশক। কোষ্ঠকাঠিন্য
থাকিলে এই শেবোক্ত ঔষধ বিশেষ কলপ্রদ হয়। পূর্বেক অল্পপানসহ ত্রিফল্যাক্ত
প্রয়োগে বা কৃষ্ণকীরকচূর্ণ সেবনে বিশেষ কল দেখা বাইয়া থাকে। এই ঔষধের গ্রন্থন
অবস্থার বিশেষ কলপ্রদ বলিয়া বোধ হয় না।

এই সমস্ত চিকিৎসার কোনও ফল না হইলে এবং শ্রেয়সি অধিক্য অসুহৃত
হইলে আদারস সহ শ্রেয়সিকালানলজস প্রয়োগ করিবে। দীর্ঘকালপর যদি
জ্বর বাতপ্রধান হয় তবে জলমক্ষলজস ব্যবহার করিবে; কিন্তু জ্বরের বেগ
অধিক হইলে জয়মঙ্গলের পরিবর্তে চুড়ামণি জস ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ; সত্তত-
জ্বর ২৪কাল ভোগ করিলে যদি শোথ অতিসার, বহুৎ, মীহা প্রকৃতি দ্বারা রোগী আক্রান্ত
হয়, তবে পুটপাক্ষবিশ্বমজ্জাস্তকলৌহ প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবনীয়।
বৈকালে, উগগ্রব নিরাকরণার্থ তত্তৎ অধিকারোক্ত উপযুক্ত ঔষধ ব্যবহার্য; রোগী জীর্ণ-
কক ও কৃষ্ণিষ্ঠাধু হইলে অক্লান্তিকরকার্য প্রয়োগ করিবে; প্রাতঃকালে, রাসকুলসী

কলিত চিকিৎসাপিণি

পাতার রস ১ তোলা, বরিচচূর্ণ ১০ আধমানা অথবা জোঁপপুলীর (মণ্ডকনাসের পাতার)
১ তোলা ও বরিচচূর্ণ ১০ আধমানা একত্রে সেবন করিলে বিষমলব্ধ নষ্ট হয়। এই
ঔষধ ঔষধ বাতুল্যকৃত কোনও ঔষধের সহিত অমুপানরূপে ব্যবহার করিবে। সমুদয়বর
প্রথম ব্যবহার—বিস্মমলব্ধকচূর্ণ, মেঘাবিধা ব্যবহার—বৃহৎ অমোহক
এবং কীর্ণবিষজর—ভাষিত বিস্মমলব্ধকচূর্ণেই প্রয়োগ করা যায়।
বাহ্য অত্যন্ত প্রাবল্য হইলে, পক্ষপক্ষাস্থত ও কল্যাণিকস্থত এবং পিত্তের
প্রাবল্যবাহ্য—পক্ষপক্ষাস্থত পানের ব্যবস্থা আছে। সমুদয়বর শেষ ব্যবহার
কচু, চীমোদক অতিশয় কলগ্রন।

বৃহৎ সর্ষপকরহরলৌহ

পারুল, গন্ধক, তাম্র, অত্র, বর্ষাকিক, বর্ণ, গোপা, হরিভাল, (হরিভালসব) প্রত্যেক
২ তোলা কান্তলৌহ ৮ তোলা; ভাবনার্থ—উল্লেখপাতাররস, বর্ণমূলেরকাথ, ক্ষেত্রপল্লীককাথ,
ত্রিকণাকথ, তলকের বরস, পানরস, কাকষাটীরস, নিসিন্দাপাতার বরস, খেত
মুননবিররস ও আদার রস। পর পর প্রত্যেক দ্রব্যের পৃথক্ পৃথক্ সাত বার
করিয়া ভাবনা দিবে। ইহার ভাবনা মোট ৭০ টী। বটী ২ রতি। কাখে ভাবনা দিতে
হইলে ঔষধের সবপরিমাণ দ্রব্য লইয়া, আটপন জলে পাক করতঃ অষ্টমভাগ থাকিতে
মানাইয়া ছাঁকিয়া তদ্বারা ঔষধ ভাষিত করিবে। জল না দিয়া রস বাহির করিলে
তাঁহাকে বরস কহে। এই ঔষধের অমুপান শিশুলচূর্ণ ২ রতি ও পুরাতন ইক্ষুত ১০
সিকি। অত্যন্ত অমুপানেও ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। এই ঔষধ ব্যবহার কালে মৈথুন
স্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং শকীর মাসেক্ষর বিশেষ হিতকর। ইহা বিষম ও কীর্ণজরের অকৃত্যকৃষ্ট ঔষধ।

বৃহৎ জ্বরচূড়ামণি।

বর্ণসিন্দুর, বর্ণ, লৌহ, গোপা, কস্তুরী, জাতিফল, কৈজী, লবঙ্গ, গোক্ষুর, কর্পূর, অত্র,
কচিচিনি, তালমূল ও হরিভাল প্রত্যেক ২ তোলা, গন্ধক, প্রবাল, রসসিন্দুর, মুক্তা,
বর্ষাকিক, কান্তপাষণ, (চূষকপ্রস্তর, অভাবে,—গোদন্তহরিভাল) ও শোধিত ভূতে
প্রত্যেক ১ তোলা; ভাবনা—নিসিন্দাপাতার রস, বায়ুনগাটীর কাথ, বাসকহালের রস বা
মপ, বাকমূলেরকাথ ও সোক্ষরকাথ। বটী ২ রতি, অমুপান—আদাররস প্রকৃতি।

জ্বরমঙ্গল রস।

ক্লিষ্টলোণ পারুল, গন্ধক, মোহাগাখই, তাম্র, বঙ্গ, বর্ষাকিক, সৈন্ধবলবণ, বরিচ,
কান্তলৌহ ও গোপা প্রত্যেক ১ তোলা, বর্ণ ২ তোলা। ভাবনার্থ—বুড়ুরাপত্ররস, শেফালিকা
পাতাররস, চিরতার কাথ ও বর্ণমূলের কাথ; ক্রমাবধি প্রত্যেকটী দ্বারা ৩ বার করিয়া
ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অমুপান—ঔষধ ভাষাকীরচূর্ণ (খেতকীর) ২ রতি
মধু ১০ সিকি তোলা।

হোমের কাব্য গ্রন্থ কবিতা, গোধী, ব্রাহ্মি, ব্রাহ্মি ও পঞ্চাশত পঞ্চাশত বিবাহ
 ১৮১.

জায়া-জিহা : মখা-রাখা, তুঁট ও তরকারি কাঁচের ভাগ, শুষ্ক খেঁচের (১০ কোণ) পাতা
পান করিলে সন্ধিপ্ৰসূত্ব প্রশমন হয়। মুতা, শরৎমুখ, চরীতকী, পিঁপড়ি, দেবদারু,
জলক, রাখা, শতমূলী, শটী, কটকী, বানভজাল, তুঁট, কাঁচকা ও ব্রহ্মহরম্বা
(বিনবিদ্যাসুখী), ইহাদের কাপ পান করিলে মস্তাভ্র ও সন্ধিপ্ৰসূত্ব প্রশমন হয়।

শোণানিশ্চিন্তনাদিপ্রলোপ প্রলেপন। যথা—অশ্বী, রাণী, মজিনাডাল, বচ, কটরছাল ও নিম্বমূলের ছাগ গোমুত্রে বাটিয়া উষ্ণ করতঃ প্রলেপ দিলে উপকার হয়।
 দর্পপূর্ণ ও উত্তীর্ণতিকা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া কনক (কাল) ধূতুরা প্রদে পেষণ করতঃ
 গরম করিয়া গোবৃক্ষ সন্ধিহুলে প্রলেপ দিলে বিশেষ ফলদর্শে। কৃষ্ণাশুভ্রমূল, শোণানিশ্চিন্তন
 (চোড়িকল) রত্নন, মরিচ, কৃষ্ণাশ্বী, ভয়টীশাভা, মজিনাডাল ও দর্প গোমুত্রে পেষণ করিয়া
 প্রদে করতঃ সন্ধিহুলে প্রলেপ দিবে। অহিষা, (ওকড়া) কেবুকমূল, (কেউতায়ামূল)
 মজিনাডাল ও উত্তীর্ণতিকা গোমুত্রে পেষণ করতঃ গরম করিয়া প্রলেপ দিবে। মজিনাডাল
 আদা, রত্নন, ওকড়া, মরিচ ও হুতে বাটিয়া গরম করতঃ পেষণ দিলে প্রলেপ দিবে।
 মজিনাডাল, আদা ও সৈকবের উষ্ণ প্রলেপেও উপকার হয়। - প্রলেপব্যাধি সন্ধিপদ্রিন্যাতক
 শোণ ও বেদনার নিবারণ করাই প্রধান চিকিৎসা। যেসকল প্রলেপ লিখিত হইয়া উহারা
 আদ্যবর্তেও প্রযুক্ত হইতে পারে। ব্যক্তপ্রৈয়িকজরের ক্রিয়া ও ঔষধাদি সন্ধিপাতজরেও
 ব্যবহৃত হইবে। - সন্ধিবীণীমূত্র, চিন্তামণি ও বৃহতিভামণিরস সর্পপ্রকার সন্ধিপাতজরে
 ব্যবহার করা যায়। সন্ধিপাতজরে বাতঃপ্রণ বা পিত্তঃপ্রণ হইলেও অনুপানের ভারতযো
 কক্ষোষণ সন্ধিপাতের ঔষধ ব্যবহৃত হইতে পারে; কারণ উহা আমলস বা ক্ষেপ
 আধিক্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে। - এইরূপ সন্ধিপাতজরের সকল ঔষধই ভীকৃ এবং
 কফনাশক। অতীসারযুক্ত সন্ধিপাতে স্নানান্দোষনাশ অমোদ উদগ। সন্ধিপাতজরে
 শীতলতল পান ও শীতল ক্রিয়া করিবে না। শীতলসন্ধিপাতে শেত ও উষ্ণ তয়া অধিক প্রলেপ
 অনুষ্ঠিত ওয়া আবশ্যক।

[illegible]

এক বিশ্বাসের দ্বি-বিশ্বাস

এই ক্ষেত্রে আশিবার অবদানিত কাল মাত্র। (কোনদিন ২৪ ঘণ্টা, কোনদিন ২৪ ঘণ্টা)
এইরূপে ক্রিষ্ণ ২ মাসের মধ্যে (২৪ ঘণ্টা বার বার) যে প্রকারে, কখন কখন

[illegible]

কুজলী ও তোলা, রসাতল ও তোলা, বিহ ও তোলা, এলাকন উদয়করণে মন্দির পণ্ডাৎ
কুজলী ও বিহ মিশ্রিত করিবে। যাত্রা তাই রুতি। অনুশান—পানসে ও মদ।

মুদ্রিত স্তম্ভ ১৪ সের, বাক্য পাক কোণের দৈর্ঘ্য বিলিও কপাল; পাক্য—১৫ সের
কপাল ১৬ সের বাক্য বিলি পাক করিবে। স্তম্ভ পাক্য বিলি পরিভাষার হ্রদ্য। অত্রঃ ১০ তোলা
কিঃ ১ তোলা পাক্য। অতুপান—উষ্ণ ১৫ / ১০ টাক।

অথ সত্যতক জ্বর চিকিৎসা

এই অরকেই বৈকালীনজর নামে অভিহিত করা হয়। দিন ও রাত্রির মধ্যে দুইবার জ্বর বেগ কম বলিয়াই ইহার নাম বৈকালীন হইয়াছে। এইজর অভ্যন্ত কঠিন। ইহা বাক্তরে লীন থাকিলেও বাহিরে সম্পূর্ণ মুক্ত বলিয়া বোধ হয়। দোষের প্রভাব বশতঃ রোগীমধ্যে পুনর্বার জরের বেগ হইয়া থাকে। প্রকৃত্তেদে বা অরহাতেদে কখন ২ জর একবালীন হয়, কখন ক্র একেবারে বন্ধ থাকে এবং তখন মনে হয় জর আরোণাই হইয়াছে, কিন্তু কিছুদিন পরে আবার দুইবার কঠিনা পূর্ববৎ বেগ দিতে থাকে। এইজর রোগাতুর্গত। পটোলাদিকষায় বৈকালীন জরের সকল অবস্থাতেই ব্যবহার্য। পটোলাদি কষায় বা—পটোলপত্র, অনন্তমূল, মুতা, আকন্দাদিপাতা ও কটকী।

ਸਤਤਾਰਿ ਰਸ

অর্থশিল্পের বেড়াজানা, চোখা, বস, অর্থনৈতিক, অত্র, নৌক, কৈলী, জাতিকল, সোহাগারমই, গোস্বর, সিদ্ধিবীক, দাকচিনি, বুদ্ধ-রকবীক, উৎকৃষ্ট কতুরী প্রত্যেক আদ-
 আনা, পুনর্ব্যবহারে মর্দিন করতঃ পুনর্ব্যবহারে ও তুলসীরে তাবনা দিয়া ২ রতি বটী
 করিবে। অতঃপান--তুলসীর রস ও মধু, অম্বা--জাদার রস ও মধু। এই ঔষধ ব্যব-
 হারে বিশেষ ফল পাওর যায়।

এইভাবে বৃহৎবহু প্রতিভাব, বৃহৎজগৎপ্রাণি ও বৃহৎসংস্কৃতিবহনোহ প্রদোষ কবি।
 গীতি মাতৃ অত্যন্ত বায়ুগম্য হক, তবে জম্বুদ্বীপের ব্যবহার করা উচিত। শ্রেয়সমান
 হইলে এক প্রকারি উপসর্গ বহনকারিণী মুক্তকণ্ঠে প্রকাশিত হইত।

পুটিপাক—সংক্রামক ঔষধ; ততরাং কোষ্ঠবদ্ধ হইলে কোষ্ঠভঙ্গির নিমিত্ত পৃথক্ বিরেচক ঔষধ প্রযোজ্য। অরুচক হইলে অপুন্দ্রজাতক চূর্ণ প্রত্যাহ ২। ১ বার দিবে।

অপুন্দ্রজাতক। বধা—শোধিত গোদন্তহরিতাল ১ তোলা ও -রস-সিন্দূর ১ তোলা একত্রে মাড়িয়া ২। ৩ রতি মাত্রায় ব্যবহার্য্য। অস্থান—অধারস ও মধু। ইহাতে অরু পুনরাবর্তিত হইলেও ক্রমশঃ হীনবল হয়। বিবন্ধের অনেক সময় কুষ্ঠাশ্লবক হইয়া থাকে; ততরাং তদ্বিবারণার্থ্বেহ ২ বলিভোমাদি দৈনিক্রিয়ায় অস্থতান করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন। এইপ্রকার রোগীকে প্রত্যাহ অষ্টাঙ্গধূপ দ্বারা পুণিত করিবে। অরু কন্পাঙ্কিত হইলে ঐ ধূপের সহিত বিড়ালের বিষ্ঠা যোগ করিবে। অরুর বেগের পূর্বে রোগীকে অস্ত্রমনক রাখিতে চেষ্টা করা উচিত। রোগী চক্ষুণ হইলে, পুষ্টিকর-জব্য, মাংসবৃষ, প্রভৃতি খাইতে দিবে। রোগী বতই চক্ষুণ হইবে অরু ততই বর্জিত হইবে। যদি এই সমস্ত ক্রিয়াদ্বারা কোনও উপকার না হয়, তবে রোগস্থিতির স্থান পরিভ্রমণ পূর্বক কোন প্রসিদ্ধ ঔষধাকর স্থানে বাইরা উপযুক্তরূপ চিকিৎসা করিবে। যদি অতিরিক্ত ঔষধ সেবনে শরীর অত্যন্ত উত্তেজিত হয়, তবে কয়েকদিন ঔষধ ব্যবহার বন্ধ রাখাই বিধেয়।

রোগী কফাঙ্কিত হইলে অম্বালক্ষ্মীমিশ্রাস ও ব্রহ্মকক্করনীটভর্য প্রভৃতি ঔষধের ব্যবহার করা সুসঙ্গত। আমাদের হস্তীতকীষী ব্যবহারেও অনেকরোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। এই ঔষধ ব্যবহারকালে অল্প ঔষধ প্রয়োগ করা নিবিদ্ধ। হরীতকীবটী সন্ততঅরুও ব্যবহার করা যায়।

হরীতকী বটী

উৎকৃষ্ট পাটনাই হরীতকী ১০ টী, ও অল ১। সেৱ নূতন মৃৎপাত্রে পাক করিয়া জল শোষণ করিবে। তদনন্তর ঐ হরীতকীগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া পুনঃ নূতন মৃৎপাত্রে ১। ০ সেৱ গোমূত্র দ্বারা পাক করতঃ গোমূত্র শোষণ করিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিবে। রৌদ্রে শুক হইলে ঐ গুলি নূতনপাত্রে ১। ০ সেৱ চুর্ন দ্বারা পুনঃ পাক করতঃ চুর্ন শোষণ করিয়া উহাদের বীজ কেলিয়া দিবে। পশ্চাৎ, হরীতকীগুলি উত্তমরূপ বাটিয়া ১০ আংতোলা মাত্রায় বটী করিয়া রাখিবে। প্রাতে ও বৈকালে এই ঔষধ শীতলজল সহ সেব্য। ইহা সেবনকালে প্রত্যাহ প্রাতঃদান করা কর্তব্য কিংবা শাক, অন্ন দধি প্রভৃতি আহাৰ করা নিবিদ্ধ। ১ বৎসর অতীত না হইলে বৈকালীন অরু হইতে আরোগ্যলাভ সৰ্ব্বদা নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। সন্তত অরুর পথ্যাপথ্যই ইহার পথ্যাপথ্য আনিবে।

অথ তৃতীয়াঙ্কজ্বর ও তৃতীয়াঙ্ক বিপর্য্যয়জ্বর চিকিৎসা

এইজ্বরকে সাধারণ লোকে পালাজ্বর বলে। অধিকাংশবলেই ইহা বৃষ্টিযোগ ব্যবহারে নিবারিত হয়। প্রত্যহকালে মুখ প্রক্ষালন না করিয়া যদি কোনও ব্যক্তি বাসহস্তের

সাহায্যে, রবিবার বিকল সাতপাছি লোহিতবর্ণবিশিষ্ট পত্রদ্বারা আশাংমূল রোগীর কটিদেশে বাঁধিয়া দেয় তবে এইজর নিবারিত হয় বলিয়া জনা গিয়াছে। চক্রবর্ত্তে লিখিত আছে,

যথা—অপানার্গজটা কট্যাং লোহিতৈঃ সপ্ততন্তুভিঃ

বদ্ধাবারে রবে তূর্ণং জরং হস্তি তৃতীয়কং ॥

চিরতা, গুলক, রক্তচন্দন ও তঁঠ ইহাদের কষার পানে তৃতীয়ক জর আরোগ্য হয়। যুহং সর্কজরকরলৌহ ও যুহং কতুগৌণ্ডেরন এইজরের মহোষধ। আক্ষিক্কচমোপা সেবনেও তৃতীয়ক ও চতুর্থকজর আরোগ্য হয়।

আক্ষিক্কচমোপা। যথা—উৎকৃষ্ট স্বর্ণমাক্ষিক উত্তমরূপে সেষণ করিয়া ৩ রতি মাত্রায় ৫ পুরিয়া করিবে। জরের পূর্কদিন ৩ পুরিয়া এবং পরদিন (জরের পূর্কে) ২ পুরিয়া ঔষধ শীতল জল সহ সেবন করিবে।

ত্র্যাহিকারি রস।

পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা ও হরিতাল প্রত্যেক ১ ভাগ, আতৈব ৪ ভাগ, লৌহ ২ ভাগ, রৌপ্য অর্দ্ধভাগ নিমজ্জালের রসে মর্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে। অহুপান—আতৈবের কাথ। ইহাতে তৃতীয়ক এবং চতুর্থক জর নষ্ট হয়। এইজরে, জরের পূর্কদিন লক্ষ্যম দেওয়া কর্তব্য নহে, তাহাতে জর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু জরের দিন সম্রাহার করা কর্তব্য নহে। নিম্নলিখিত সূত্রিযোগ প্রয়োগেও পালাজর তিরোহিত হয়। সূত্রিযোগ যথা—তেলাকুচের পাতা ছই হাতে মর্দন করিয়া জর আসিবার পূর্ক হইতেই নস্ত গ্রাণ করিবে ও তাহার আত্মাণ লইবে। প্রায় সমস্ত দিনই এইরূপ ক্রিয়া মাঝে ২ করিতে হয়।

অথ চতুর্থকজর ও চতুর্থকবিপর্যায় জর চিকিৎসা।

ইহার চিকিৎসা তৃতীয়ক জরের ত্রায়। শুড়চী, আমলকী ও সুতা ইহাদের কষার পানে চতুর্থকজর আরোগ্য হয়।

চতুর্থকারি রস

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অজ ও হরিতাল প্রত্যেক ১ ভাগ, স্বর্ণ অর্দ্ধভাগ, কনক ধূতুরার রসে এবং বকুলের পাতার রসে মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অহুপান—চাপাছালের রস। ইহা তৃতীয়ক ও চতুর্থক জরনাশক। ত্র্যাহিকারি এবং চতুর্থকারিরদ অববিরামে প্রযোজ্য। এইজরের অন্ত্যস্ত ক্রিয়া তৃতীয়ক জরের ত্রায়।

অথ অনৈদ্যাক্ষ জ্বর চিকিৎসা

এইজরে দিনরাত্রির মধ্যে ১ বার মাত্র বেগ হয়, সুতরাং ইহাকে এককালীন জ্বর বলা যাইতে পারে। বেড়েলা, বায়ুনহাটী, লজ্জাবতীলতা, আশাং, চাকুলে ও ভীষ্মরাজ ইহাদের যে কোনওটির মূল পুষ্কানকজে উঠাইয়া রক্তমূত্র দ্বারা বেটন করতঃ মত্তকে ধারণ করিলে

অন্তেষ্টাইকজর নিবারিত হয়। যেতজরস্বরূপ নিম্নোদ্দেশে প্রয়োগ করিলেও এককালীনজর এবং জীর্ণজর নষ্ট হয়। কষায়—নিমচার্জ, পলতা, রিকলা, দাকি, (কিস্মিস) মুতা ও ইন্দ্রযব, ইত্যাদের কাথ অস্ত্রোক্তনাশক। ইহাতে ব্রহ্ম সর্বজরহরলৌহ, ব্রহ্ম কস্তুরীভৈরব, ব্রহ্ম বহুচূড়ামণি বা চূড়ামণিরস প্রয়োগ করিবে। বিষমজরে, ঋতুভেদে বা অন্য কোনও কারণে রোগা বর্ধিত হইলে জর নূতন ভাব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তদবস্থায় নূতনজরের উপযোগি ক্রিয়া করা কর্তব্য। অন্ত্যস্ত ক্রিয়া সমস্ত জরের জার জানিবে।

অন্য জীর্ণজর চিকিৎসা

তিনসপ্তাহ পর যে জর মন্দীভূত হয় এবং বাহাতে প্রীতা, বক্রং, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপদ্রব হয়, তাকে জীর্ণজর বলে। এইজরে বৈকাল দেখা বা শেখরাজিতে হাত, পা ও চক্ষুর আলা অস্ত্রভূত হয় এবং ত্রী সময়েই জরের সামান্ত বেগ হইরা থাকে। এইজরে প্রায়শঃ শেষ দ্ব্যজিতে মুখ তিক্ত বোধ হয়। “দৌৰ্গল্যাৎদেহখাতুনাং জরো জীর্ণোভূবত্তে। এতৈঃ সংবৃহৎনৈস্তম্রাং জীর্ণজর মুণাচরং”। অর্থাৎ দেহখাতুর দৌৰ্গল্যা বশতঃ জীর্ণজর নশ্ববাহি পরীরের অশ্রুওর্জন করে; সুতরাং বলকর ও পুষ্টিকরদ্রব্য এবং ভৈষ্য দ্বারা জীর্ণজরের চিকিৎসা করিবে। জীর্ণজরে প্রায়শঃ বাতুর প্রাধান্য থাকে। বাতপ্রবল অবস্থাতেই উক্তবিধ অবলম্বনীয়। এই অবস্থায় জলস্রাবজনক রস ব্যবহারে বিশেষ ফল দিরা থাকে।

যদি রোগী অত্যন্ত দুর্বল এবং ক্রান্তধাতু হয় তবে ব্রহ্ম সর্বজরহরলৌহ ব্যবহার করিবে। জরমঙ্গলরসের দ্রবাসমষ্টির বিত্তন বর্ণভয় মিশ্রিত করিলেই ব্রহ্ম জরমঙ্গলরস হয়। কোন ২ ব্যক্তির মতে জরমঙ্গলরসে লৌহ এবং রোপ্য বিত্তন এবং বর্ণ ও ভণ্ড মিশ্রিত করলে ব্রহ্ম জরমঙ্গলরস হয়। ফলতঃ, অবস্থাবিশেষে ত্রিবিধ জরমঙ্গলরসই সমীচীন। ব্রহ্ম সর্বজরহরলৌহ ব্যবহারে জীর্ণজর নষ্ট হয়। কিন্তু উহা প্রথম অবস্থায় তাড়ন কাণ্যকারী নহে। কফাধিক্য—মহালক্ষ্মীবিলাস, স্নেহকালানলরস, পুটপাকবিষমজরাস্তকলৌহ, ব্রহ্মকস্তুরীভৈরব ও ব্রহ্মজর-চূড়ামণি, পিত্তাধিক্য—ব্রহ্ম সর্বজরহরলৌহ, চন্দ্রনাদিলৌহ, ব্রহ্মজরাস্তকলৌহ এবং বাতধিক্য—চূড়ামণিরস ও জরমঙ্গলরস প্রয়োগ করিবে। তরুণজরে চূড়ামণিরস বিশেষ ফলপ্রসূ।

জীর্ণজরে—শোথ, প্রীতা ও বক্রতের দোষ থাকিলে ব্রহ্ম ভার্গ্যাদিকষায় পান করিবে। যদি জীর্ণজরে কোনও উপসর্গ না থাকে এবং জর বহুকালের পুরাতন হয়, তবে দাস্ত্যান্দিকষায় সেবা। গুঠ, গুড়ুচী ও কটকারীর কষায়ে, পিশুচূর্ণ ও আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতকফপ্রধান জীর্ণজর প্রশান্ত হয়। পুনরাক্রমিক জরে বা কুইনাইন আনয়নে কলিতজাদি কষায়, লৌহজাতকষায়, লৌহজাতকষায়,

অস্বাস্থ্যশাস্ত্রলৌহ ও অস্বাস্থ্যশাস্ত্রলৌহ বিশেষ কলগদ। জীর্ণজরে গ্রীবা, বহুৎ, শোথ ও অতিসার থাকিলে পুটিপাকবিশেষ অস্বাস্থ্যশাস্ত্রলৌহ মনোপকারী। যদি ঐ সমস্ত উপসর্গ অধিক মাত্রায় বিস্তারিত থাকে, তবে তত্বে অধিকার্যক উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। সর্বপ্রকার জীর্ণজরেই অস্বাস্থ্যশাস্ত্রলৌহ ও অস্বাস্থ্যশাস্ত্রলৌহ ব্যবহার করা যায়। শুণ্ঠকের কাণে, পিপুল ৮০ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জীর্ণজর নষ্ট হয়। পাকুরোগের অস্বাস্থ্যশাস্ত্রলৌহ জীর্ণজরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বহুৎ শোথ ও কামলাপূর্ণ জীর্ণজরে উহা সমধিক উপকারী। যদি এই সমস্ত ঔষধ দ্বারা জ্বর আরোগ্য না হয় এবং রোগী নানা প্রকার ঔষধ সেবনে উত্তেজিত ও কলিতপাত্ত হয় তাহাহইলে অস্বাস্থ্যশাস্ত্রলৌহ "অঙ্গারকটৈল", "কিরাতানিটেল", "শিঙ্গল্যাঙ্গুত" বা "দশমূলষট্‌পলকষুত" ব্যবহার করিবে। প্রেমার প্রাণাঙ্গ থাকিলে, তৈল বা দ্রব ব্যবহার্য্য নহে। বাতপ্রধান অবস্থায়, "অঙ্গারকটৈল" ও "দশমূলষট্‌পলকষুত" এবং পিত্তপ্রধান অবস্থায়, "কিরাতানিটেল" ও "শিঙ্গল্যাঙ্গুত" ব্যবহার্য্য। গ্রীবা, বহুৎ, শোথ বা অস্বাস্থ্যশাস্ত্রলৌহ দ্রব পান বিধেয় নহে। "দশমূলষট্‌পলকষুত" বিষমজ্বরেও প্রয়োগ করা যায়। বস্মাধিকারের চন্দনাদিটৈল ও বাতব্যাপি বর্ণিত নানাস্থল টৈলে অরুনাশক। ককসংঘটে জ্বরে "চন্দনাদিটৈল" ব্যবহার করা যায়। জীর্ণজরে প্রত্যহ কোটপরিষ্কার থাকা আবশ্যক। অগ্রথা বিরেচক ঔষধ ব্যবহার্য্য। অস্বাস্থ্যশাস্ত্রলৌহ জীর্ণজরের, (পিত্তপ্রেরণপ্রধান) উত্তম ঔষধ।

বৃহৎস্বাস্থ্যলৌহ

পারদ, গন্ধক, লৈজী, জারকল, অঙ্গ, শিলালতু, কৃষ্ণবাক, মুতা, কেশরাক, আপাং, লবণ, জিকলা, দাকচিনি, পিপুলমুখ, সৈন্ধব, বিড়ল, শুণ্ঠকের চিনি, কণ্টকারী, রত্নন, বনে, জীরে, কৃষ্ণজীরে, রক্তচন্দন, দেবদারু, দাকহারিহা, ইন্দ্রধব, চিরতা, পটোলপত্র ও বালা প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ এবং রৌপ্য ৪০ অর্দ্ধতোলা, স্বর্ণ ১০ সিক তোলা, মরিচ, ২ তোলা; আধারসে ভাবনা দিয়া ৮০ আনা পরিমাণ বটী করিবে। প্রাতঃকালে মধু ৪০ তোলা দ্বারা উত্তমরূপে মাড়িয়া এই বটী সেবনীয়।

চন্দনাদি লৌহ।

রক্তচন্দন, বালা, আকনাদি, বেণামূল, পিপুল, হ্রীতকী, শুঠ, নীলোৎপল, আমলকী, বিড়ল, মুতা ও রক্তচিহ্নমূল প্রত্যেক সমভাগ, লৌহতর সর্গচ্চূর্ণসমপরিমাণ। মাত্রা—৩ রতি। কেহ ২ জনদ্বারা মাড়িয়া ৩ রতি বটী করিয়া থাকেন। অঙ্গুপান—শুণ্ঠকেররস ও মধু ইত্যাদি।

মধুস্বাস্থ্যলৌহ।

পারদ, গন্ধক, সোহাগাখই, জিকটু, লৈজী, জারকল, দাকচিনি, হিঙ্গুল, জীরে, লবণ, লৌহ, অঙ্গ, রৌপ্য, স্বর্ণ ও স্বর্ণলিঙ্গুর, প্রত্যেক সমভাগ; মধুদ্বারা মাড়িয়া ২ রতি বটী করিবে। অঙ্গুপান—মধু।

লৌহরাজ রস ।

পারদ, গন্ধক, অঙ্গ, বজ, তাম্র, লবঙ্গ, জায়ফল, মাক্‌চিনি, পিপুল, শোধিতজরপালবীজ, তুঁঠ, বম্বাণী, জীয়ে, সোহাগাখট, বিড়ল, এলাচি, জলকের পালো ও মূতা প্রত্যেক একসিকি, চূর্ণসমষ্টির আর্দ্রক চিরতাচূর্ণ, লৌহ চিরতাসহিত সৰুচূর্ণের সমপরিমাণ । ঔষধের চতুর্থাংশ মৃত ও মধু, চিনি চূর্ণের অষ্টমাংশ একত্রে মাড়িয়া ৪ রতি বটী করিবে । অহুপান—শুতলজল, চিরতাভিজানজল, মালিতাভিজানজল, ইত্যাদি । এই ঔষধ ব্যবহারে জীর্ণজ্বর, বিষজ্বর বিশেষতঃ প্রীতাবটিজ্বর নষ্ট হয় ।

রসায়নামৃত লৌহ

ত্রিকলা ১/২ পের, জল ১৬ সের, শেষ ৮ সের । এই কাখে চিনি ১/২ সের ও গোড়ালেবুর রস ১/২ সের মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে এবং উহা বনীভূত হইলে, তাহাতে ত্রিকটু, ত্রিকলা, মূতা, বিড়ল, জীয়ে, কৃষ্ণজীয়ে, বম্বাণী, বনবম্বাণী, চিরতা, তেউড়ীমূল, দস্তীমূল, নিম্বজাল, সৈন্ধব ও অঙ্গ প্রত্যেকচূর্ণ ২ তোলা, লৌহ ১৬ তোলা ও মৃত ১/১ সের এক্কেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়িত করিয়া নামাইবে । মাত্রা ১০ সিকি তোলা হইতে ১০ তোলা পর্য্যন্ত । অহুপান—মধু বা শুতলজল । ইহাতে বকৃত, প্রীহা, জীর্ণজ্বর, শোথ ও রক্তচীনতা প্রভৃতি আরোগ্য হয় ।

জ্বরতত্ত্বচিস্তামণি

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, হরিতাল ১ তোলা, বজ ১ তোলা, মনঃশিলা ১ তোলা, নৌশ্য ১ তোলা, মূক্তা ১ তোলা, প্রবাল ১ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, সীসক ১ তোলা, কপর্দক ১ তোলা, স্বর্ণসিন্দূর ১ তোলা । ভাবনা—ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, তালীশপত্র, চিরতা সিংহের মূলেররস । পশ্চাৎ কস্তুরী ১০ আনা, লৌহ ১৬ তোলা, কপূর ১০ তোলা, পিপুল ১০ তোলা তুঁঠ ১০ তোলা, মিশাইয়া, ত্রিকলাকাখে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে ।

মকরধ্বজ

পারদ ৮ তোলা ও স্বর্ণ ১ তোলা উত্তমরূপে খল করিবে । পশ্চাৎ উহাতে ক্রমে ক্রমে ১৬ তোলা গন্ধক মিশাইয়া কল্লীবৎ করিবে । তদনন্তর মৃতকুমারীর রসে উহা ভাবনা দিয়া যৌগে শুকাইয়া চূর্ণ করিতে হইবে । ঐ চূর্ণ দৃঢ়কাচকুণ্ডিতে (বোতলে) পুরিয়া বোতলটী মৃতিকালিপ্ত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা প্রলিপ্ত ও ঢাক করিয়া, বাপুকাবস্ত্রে পাক করিবে । বদরী, নিম্ব ও বজ্রডুমুর প্রভৃতির কাঠই পাককার্য্যে প্রোষ্ট । প্রথমতঃ, মৃদুজালে তৎপর বধাক্রমে মধ্য, তীক্ষ্ণ, মধ্য ও সর্পণেবে মৃদু জালে পাক শেষ করিতে হয় । এইরূপ তিন অধোরাত্র বহুমুখবোতলে পাক করিলে মকরধ্বজ প্রস্তুত হইবে । চতুর্থাৎ দিবস বহু ক্ষীভল হইলে, সতর্কতার সহিত বোতল ভালিয়া ঔষধ উদ্ধার করিবে । মকরধ্বজে যে স্বর্ণ দেখা হয় উহা ভয়ঙ্করকরে পুনঃ পাওয়া যায় বলিয়া, বাহ্যিক মনে করেন, স্বর্ণ না মিলেও মকরধ্বজ হইতে পারে, তাহার নিতান্তই ভ্রান্ত । স্বর্ণ অঙ্গবোলেপ্রস্তুত মকরধ্বজ, মকরধ্বজ নহে, উহা এক প্রকার রসসিন্দূর মাত্র । স্বর্ণের রাসায়নিক সংযোগে মকরধ্বজ

বহুগুণসম্পন্ন হইয়া থাকে। মকরন্ধকের কর্তৃত্ব অল্প কোন ঔষধে বাতহীন করা উচিত নহে। ঐ তত্ত্ব গালাইলেই পুনঃ বর্ণাকারে পরিণত হয়। অবাপুন্নের জ্বর লোহিতবর্ণ ও কণ্ডভ্রম মকরন্ধকই শ্রেষ্ঠ। ইহা বোতলের কর্তৃপক্ষের হইয়া থাকে। কেহ ২ উন্মুক্ত-বুধ কাচকুণীতে লোহনলাকা দ্বারা ধূম নিকাগন করিয়া ১০-১১ ঘণ্টার মধ্যেই পাক করিয়া থাকেন এবং বোতলেরবুধ নিধূম হইলে ও নিম্নভাগ লোহিত বর্ণ হইলে, বস্ত্র উদ্ধার করেন। ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ বিধি নহে এবং ইহাতে ঔষধের বগেই অগহানি হইয়া থাকে। এই ঔষধ অস্থানান্তরে বহুব্যাধিতে প্রয়োগ করা যায়। মকরন্ধকের অস্থপান। বধা—অরে—আদারদম বা পানরস, আমবাতে—তুটচূর্ণ ও মধু, করে—ছত্র, বাতব্যাধিতে—বেড়েলা বা এরওম্বলের রস, মেহে—শিমুলমূলের রস বা হরিদ্রাচূর্ণ, শোণে—পুনর্বা রস, অতী-নাথে—কুটজকাথ ইত্যাদি।

অদর্শন চূর্ণ।

ত্রিকণা, হরিদ্রা, দাকহরিদ্রা, বৃহতী, কটকারী, ত্রিকটু, পিপুলমূল, সূর্যামূল, ভগবৎ-মহালতা, কেক্রপল্লি টি বলাড়ুমুচ, কটকী, মূতা, বালা, নিমছাল, কুড়, চই, তেজপাত, পলতা, জীবক, অবভক, বটমধু, কুটজবীজ, বমানী, কুটজছাল, বায়ুনহাটী, সজিনাবীজ, সৌরাষ্ট্রমুখি ফা, বচ, দাকচিনি, তেজপাত, বেণামূল, চন্দন (খেত), আঠেব, বেড়েলামূল, শালশাপি, চাকুলে, বিড়ঙ্গ, তগরপাহুকা, রক্তচিতেমূল, দেবদারু, লবঙ্গ, বংশলোচন, পুণ্ডরিকা কাঠ, কাকোণী, জাতিপত্র, তেজপাত ও তালীশপত্র। প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, চিরতাচূর্ণ চূর্ণসমষ্টির অর্দ্ধ। মাত্রা ৭০ আনা। প্রাতঃকালে শীতলজলসহ সেব্য।

অজ্ঞানক তৈল। মুচ্ছিত তিলতৈল ১৪ সের, পাকার্ব কাঁজি ১৬ সের; বর্কার্ব—সূর্যামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, দাকহরিদ্রা, মজিষ্ঠা, রাখালশাপি মূল, বৃহতী, সৈন্ধব, কুড়, রায়া, অটামাংসী, শতমূলী মিলিত ১১ সের। শেষে পাকার্ব জল ১৬ সের। তিলের পাকতৈল বহু পুরাতন হয়, ততই তাহার গুণাদিক্য হইয়া থাকে।

কিরাতাদি তৈল

মুচ্ছিত তৈল ১৪ সের, দধিরমাত ১৪ সের, কাঁজি ১৪ সের, চিরতার কাথ ১৪ সের; বর্কার্ব—সূর্যামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, দাকহরিদ্রা, মজিষ্ঠা, রাখালশাপি মূল, বালা, কুড়, রায়া, পলপিপুল, তুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আকনাদি, ইন্দ্রবব, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, বিটলবণ, বাসকছাল, খেতআকনমূল, শ্রামালতা, দেবদারু, বাকালফল মিলিত ১১ সের। শেষে পাকার্ব জল ১৬ সের। ইহাতে সন্ততজ্বর, সন্ততকজ্বর, মৌহা, পাকু, শোণ অক্ষতি ও আরোগ্য হইয়া থাকে।

শিথল্যাগ্ন ঘৃত

মুচ্ছিত ঘৃত ১৪ সের, বর্কার্ব—পিপুল, রক্তচন্দন, মূতা, বেণামূল, কটকী, ইন্দ্রবব, কুম্ভারমূলকী, অবভমূল, আঠেব, শালশাপি, কিস্বিদ, আমলকী, বেলাছাল, বলাড়ুমুচ

৩ কণ্টকারী মিলিত ১১ সের। পাকার্কল ১৬ বোল সের। কেব ২ হুড় ১৬ সের দিয়া পাক করিয়া থাকেন।

দশমূল বটপলক বৃত্ত

বৃদ্ধিত বৃত্ত ১৪ সের, পাকার্ক দশমূলের কাথ ১৬ সের ৩ হুড় ১৪ সের। ককার্ক—
পককোল ও ববকার মিলিত ৬ পল ; পাকার্কল ১৬ সের।

সুহৃৎ ভার্গ্যাদিক্ষস্মাক্স। বধা—বাধুনহাটী, হরীতকী, কটুকী, কুড়, কেরপন্ন টি
মুতা, পিপুল, গুলক, দশমূল ও তুঁঠ। সেততাদিঅরেও এই কাথ প্রযোজ্য।

দ্যাস্ত্যাদিক্ষস্মাক্স। বধা—নীলকিণ্টী, দেবদার, ইল্লব্ব, বজ্রিষ্ঠা, ভামালতা,
আকনাদি, শটী, পিপুল, বেণামূল, চিরতা, পদপিপুল, বলভূঃ, পদ্যকার্ক, হাড়বোড়া, খনে,
তুঁঠ, মুতা, সরলকার্ক, সন্নিহালা, বালা, বৃহতী, হরীতকী, কণ্টকারী, কেরপন্ন টী, কুশমূল,
কটুকী, অনন্তমূল, গুলক ও কুড়। ইহাতে নানাবিধ জীর্ণ ও বিবসঅর নষ্ট হয়।

অপ্লিজাদিক্ষস্মাক্স। বধা—ইল্লব্ব, পলতা, আকনাদি, খনে, কটুকী তুঁঠ,
বেণামূল, বালা, সরলকার্ক, নিম, হরীতকী, বৃহতী, কণ্টকারী, ভামালতা, কুড়, পদ্যকার্ক,
কেরপন্ন টী, গুলক, বজ্রিষ্ঠা ও মুতা প্রত্যেক ৪ রতি, চিরতা ৪০ তোলা ও অনন্তমূল,
৪০ তোলা। জল ১৪ সের, সেব ১৬ পোরা। এই ঔষধ—কুপিত অন্ননাশক।

পশ্য—পুকার্কে পুরাতন তজুলের অন্ন, ক্ষুদ্র জীর্ণিতমন্তের কোল, বৃণ বা মন্থরীর
ভাল, বেঙন, আলু, পটোল, খোর ইত্যাদি। বৈকালে—কটী, হৃথ, মিলি, খই ইত্যাদি।
পুরাতনঅরে, বায়ুগ্রবল এবং কককোণ হইলে হুড় অমৃত সঙ্গ উপকারী হয় ; কিন্তু তরুণঅরে
প্রযুক্ত হইলে উহা বিবের দ্বার কার্য করে। সুতরাং অবস্থা বুঝিয়া হুড় প্রয়োগ করিবে।
হাগহুড় সর্বত্রই হিতকর। জীর্ণঅরে, দ্রীহা বহুৎ থাকিলে হুড়পথ্য না দেওয়াই শ্রেয়ঃ।
কিন্তু যদি নিত্যও আবৃত্তক হয় তবে ১৪ অর্দ্ধসের হুড়ে, অর্দ্ধতোলা পিপুল ও ১১ সের
জল দিয়া পাক করিয়া, ১৪০ সের থাকিতে নামাইয়া জৈবহুৎ অবস্থায় মিলিগুড়া সহ
অন্নমাত্রায় পান করিবে। এই অবস্থায় গুল ও মানকহু বিবেচ উপকারী।

অপশ্য—উপবাস, মৈথুন, রাজিলাগরণ, নিবানিজ্রা, অন্ন শাক, দধি, ক্রৈদিক্রব্য
ও পর্যুথিত ত্রব্য।

অথ প্রলেপকক্ষর চিকিৎসা।

প্রলেপকঅরে প্রেয়ন্ননাশক চিকিৎসা করিবে। এইঅর প্রায়শঃ বস্মাতেই
উৎপন্ন হয়। ইহা বাতককাধিক জিহোবজ বিবসঅর। সুতরাং ইহাতে বাত প্রেয়ন্ননাশক
অষ্টাদশাঙ্গকষায় বা তৎসাধিত অন্নপান কলদায়ক। ইহাতে সর্ব্বতোভাঙ্গক্স,
অকাজ শুল্কক্স (বস্মাধিকারোক্ত), 'সুহৃৎ কস্তুরী তৈলক্স', সুহৃৎ
অরচুড়ামণি, বৃহৎ মহালক্ষ্মীবিলাস, শ্বেতকালানলয়স, চন্দনাদি লৌহ, ত্রৈলোক্যচিন্তামণি,
ও বৃহৎসর্ব্বঅরহর লৌহ ব্যবহৃত হয়। সাধারণ অবস্থায় অন্নমলয়স বা বৃহৎসর্ব্বঅরহর

অথবা চুড়ামণিকুলস ব্যবহৃত হইয়া থাকে । বহুবিধকারের অহাঙ্গপাক্ষ প্রলেপক
জ্বরে অতীব হিতকর ।

সর্বতোভ্রম রস

অত্র ৪ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, পারদ, কর্পূর, নাগকেশর, অটামাসৌ তেজপাতা,
লবঙ্গ, জায়ফল, কৈজী, ছোটএলাচি, গজপিপুল, কুড়, তালীশপত্র, ধাইমূল, দাওচিনি,
মুতা, হরীতকী, মরিচ, তুঁঠ, বহেড়া, শিমুল ও আমলকী প্রত্যেক ৪০ তোলা, পানরসে
মর্দন করিয়া ৪ রতি বটী করিবে । অহুপান—পানরস ও মধু ।

ব্রহ্ম মহালক্ষ্মীবিলাস

ককাদিকল্প ৮ তোলা, বর্ণভঙ্গ, ১৬ তোলা, জায়ফল, কৈজী, কর্পূর, পারদ, গন্ধক,
বৃদ্ধদারকবীজ, পুত্রবীজ, সিদ্ধিবীজ, ভূমিকুসুম, শতমূলী, বেড়েলামূল, পোরক্ষটাকুলে,
পোকুরবীজ, ও বিজলবীজ প্রত্যেক ২ তোলা । পানরসে মাড়িয়া ৪ রতি বটী করিবে ।
অহুপান—আদার রস ও মধু ।

ত্রৈলোক্যচিস্তামণি

বর্ণ ৩ ভাগ, রৌপ্য ২ ভাগ, অত্র ২ ভাগ, লৌহ ৫ ভাগ, শ্রাবাল ৩ ভাগ, মুক্তা ৩ ভাগ
ও রসসিন্দূর ৭ ভাগ । যুতকুমারীরসে মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে । এইবটী ছারার
তড় করিতে চাইবে । অহুপান—হাগতড় ।

কক্ষ্মরে যে সকল পথ্যাপথ্য মিদ্ধিষ্ট হইয়াছে, প্রলেপকজ্বরেও তাহাষ্ট পথ্যাপথ্য
মানিবে । এইজ্বরে উপবাস দেওয়া কত্তব্য নহে ।

অথ বাতবল্যাসক জ্বর চিকিৎসা ।

এই জ্বর প্রারম্ভঃ কুন্তকামলার দৃষ্ট হয় । বায়ু ও কক প্রধান বলিয়া ইহাকে বাত-
বল্যাসক জ্বর বলে । ইহাতে শরীর কশ্ব ও শোথযুক্ত হয় । কেহ কেহ এই জ্বর ত্রিধো-
বদ বলিয়া অভিহিত করেন । এইজ্বর বিকৃতিবিষমসমবারিহ । ইহার চিকিৎসা প্রায়
প্রলেপক জ্বরের প্রায় । পুটপাক্ষশিষ্মজ্বরাতকলৌহ পিগুগুর্প ও বধুসক
সেবনে বিশেষ ফলপ্রাপ্ত হয় । ইহাতে ব্রহ্মজ্বরাতকলৌহ, লবঙ্গজ্বরাতকলৌহ
ও ব্রহ্মসর্বজ্বরহরজ্বরাতকলৌহও ব্যবহৃত হইতে পারে । বহি পিত্তের প্রাবল্য
না থাকে, তবে অষ্টাদশাঙ্গকমাত্র অহুপানে ব্রহ্মজ্বরচুড়ামণি প্রয়োগ করা
যায় । শোথের প্রাবল্য থাকিলে, শোথশাস্পিস্কুলস এবং পুটপাক্ষ দ্বারা
কল ও লবণ ব্যবহার বদ্ধ করিয়া চিকিৎসা করিবে । ইহাতে মেহরহিতবোল বিশেষ
উপকারী । কাসির উপসর্গ হইলে সর্বজ্বরহরজ্বর বিশেষ হিতকর । এই জ্বর
শীতলজন কদাচ ব্যবহার করিবে না ।

অথ পুনরাবর্তক জ্বর চিকিৎসা ।

চিরভা, কটকী, মূতা, ক্ষেত্রপত্রী ও গুলক ইহাদের কষার পান করিলে এই জ্বর নষ্ট হয় । ‘অঙ্গারক’ প্রভৃতি জ্বরতৈলের অভ্যঙ্গ এবং ‘পঞ্চতিক্তগুণপান’ এইজ্বরে বিশেষ কলদায়ক । ইহার উপশমার্থ অবস্থাবিশেষে জীর্ণ ও বিষমজ্বরের ঔষধ ব্যবহার করিবে ।

অথ বিষকৃত ও ঔষধিগন্ধকৃত আগন্তুজ্বর চিকিৎসা ।

পিত্ত ও বিষমাশক ঔষধ দ্বারা এই উভয়বিধ জ্বরের চিকিৎসা করিবে । ‘সর্ষপকৃতকষার’ পান করিলে এই জ্বর বিনষ্ট হয় । ‘সর্ষপক’ । যথা—দারুচিনি, এলাচি, তেজপাত, নাগকেশর, কর্পূর কাকলা, অশ্বক, শিল্পক (গন্ধদ্রব্য বিঃ) ও লবঙ্গ । কষার পাক হইলে পশ্চাৎ কর্পূর, মিশাইয়া পান করিবে । চতুর্ভাতক ও কর্পূর উভয়েক বিধায় কেহ কেহ ইহার পক্ষপাতী নহেন । সুকতোক্ত প্রোলাদ্বিগন্ধ সেবনে এইজ্বর নিবারিত হয় । প্রোলাদ্বিগন্ধ । যথা—এলাচি, তগরপাতক, কুড়, ওটামাংসো, গন্ধতুল, দারুচিনি, তেজপাত, নাগকেশর, শিরসু, রেণুকা, নখী, শুষ্কি, (নখীবিঃ) ও চণ্ডা (গন্ধদ্রব্যবিঃ) । ইহা চূর্ণ রূপে এবং কষাররূপে ব্যবহৃত হয় । চূর্ণের মাত্রা ১০ এক আনা এবং ইহা জলসহ সেবা । পরিপাক শক্তি থাকিলে মাংসদুহ সংযুক্ত পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন আচার করিবে । অতি ষাতাদিজনিত আগন্তুজ্বরে বাতনাশকচিকিৎসা ও ক্রোধান্নজ্বরে পিত্তনাশকচিকিৎসা করা কর্তব্য । অতিষাতজ্বরে অতিহতস্থান হইতে রক্তমোক্ষণ করা বিধেয় । এই ক্রিয়া জ্বরের পূর্বে করিতে পারিলেই ভাল হয় । অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইলে জ্বর প্রতিষেধক একরূপ কোন ঔষধ প্রয়োগ করিবে যাহাতে কোনক্রমেই জ্বর না আসিতে পারে ; কারণ তাহাতে বহুটিকার প্রকৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইয়া বোগীর পরিণাম শোচনীয় হইবার সম্ভাবনা থাকে । এই অবস্থায় কেহ ২ রোগীকে সুরাপান করাইয়া থাকেন । অতিঃস্থানে পুরাতন দ্রুত ও সৈন্দব মালিশ করা কর্তব্য । এইজ্বরে লঙ্ঘন নিষিদ্ধ । মাংসদুহ, দুগ্ধ, বেদনার রস ও মিল্লি ইত্যাদি পণ্য । কামে—ক্রোধান্নজ্বর, ক্রোধে—কামজ্বর, কাম ও ক্রোধ দ্বারা তরঙ্গ ও শোকও জ্বর নষ্ট হয় । অতিরিক্ত পথ পূর্য্যটন জনিত জ্বরে দিবানিদ্রা এবং শিশুতৈল ও অলোটৈল প্রভৃতি হিতকর । কিন্তু জ্বরেরসময় টোলাত্যাদ প্রেরকর নহে ।

অথ দাহাদিজ্বর চিকিৎসা ।

ইহা ত্রিদোষক বিষমজ্বর বিশেষ । পৈতাফ্রাই ইহার প্রধান চিকিৎসা । এইজ্বরে চোকোক্ত চন্দনাদিতৈল, এবং অটকট, রতৈল, মহাপিত্তাস্তকরস চন্দনাদিলৌহ, হৃৎকর, বরহরলৌহ, ‘হৈলেক্য চিত্তামণি’ ও অক্ষরূপক প্রযোজ্য । পিত্তজ্বরে যে সপ্তক, অন্নপান, উল্লিখিত হইয়াছে,

এইজরে ৩ সের ২ অঙ্গুণানে ঔষধ ব্যবহার্য। এরতপক্ষ্যায় শরীর আকৃত কঠিনা থাকিলে এর সত্ত্ব উপশমিত হয়। পিত্তজরের দাহমানক জিহা এবং অরপানীর ইহাতে ব্যবহার্য।

পিত্তাস্তক ও মহাপিত্তাস্তক রস

জাফল, বৈজী, তটামালী, কুড়, তালীশপল, বর্ণনাকিক, লৌহ, অন্ন ও বনামিলা প্রত্যেক সমভাগ, রৌপ্যতাম সর্বসমান; বটী ২ রতি। ইহা পিত্তাস্তকরস নামে খ্যাত। এই ঔষধে বর্ণনাকিকের পরিবর্তে বর্ণ মিশ্রিত করিলে মহাপিত্তাস্তকরস হয়।

১. মটুকটুর তৈল

মুর্ছিত তৈল ১৫ সের, কদার্ব সচলনবন, তঁঠ, কুড়, মূর্ছাবুল, লাকা, হরিদ্রা ও বহিষ্ঠা মিলিত ১০ সের, সর্সারদধি চইতে উৎপন্ন ঘোল ২৫ সের, জল ১৬ সের।

অথ শীতান্দি ক্ষুদ্র চিকিৎসা

ইহা জিহোবল বিষমজর। এইজরে চরকোক্ত অণুক্ষারদি তৈল পরমহিতকর। উকজিহাই ইহার প্রধান চিকিৎসা। এইজরে অহালক্ষীজিলাস, “বৃহৎ কহু, দী-তৈরন, বৃহৎ-চিকামনি, বৃহৎঅরতুভাননি” ও চন্দ্রশ্রুজল আদারন ও মধু অঙ্গুণানে ব্যবহার্য। ইহাতে সর্বদা গরম কাণ্ড দ্বারা শরীর আকৃত রাখা কর্তব্য। হিমবাহু সেবন, শীতলজল পান এবং অত্যন্ত শীতবীৰ্য অরপানীর সেবন নিষিদ্ধ। এইজরের জীর্ণাধহার বন্যাদিকারের চন্দ্রশ্রুজল তৈল ব্যবহার করা প্রশস্ত।

বৃহচ্চিকামনি

পারদ, পঙ্কক, বিষ, জিকটু, জিকলা, বনামিলা, রৌপ্য, বর্ণ, মুতা ও হরিভাল প্রত্যেক ১ তোলা, কতু বী ৫০ আনা; তুলসাল, তুলসী ও আদার বরসে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রাত বটী করিবে।

পথা—কুটু, পারাবত, মধু প্রকৃতির মাংসমূহ ও গরমজল, আর্দ্র প্রকৃতি উকবীৰ্য দ্রব্য পথ্যরূপে ব্যবহার্য।

অথ দ্রাজিক্ষুদ্র চিকিৎসা

এইজর জিহোবল বিষমজর যথো গণসীর। চিরতা, তঁঠ, তলক, মুতা, লাওনোশা, কাভারী, পারুলী, গনিয়ারী, বেলহাল, ইলবব, ক্ষেত্রপল্লী, আমলকী, কটকী ও হুয়ালতা; ইহাদের কষাড়ে পিপুলচূর্ণ ১০ ও মধু ৮০ তোলা মিলাইয়া পান করিলে দ্রাজিক্ষুদ্র সঠি হয়। বৃহৎপানে জিহুদ্রশ্রুজল সেবন করিলে অথবা তৎপরিবর্তে স্নাততাজিহুজল,

“বৃহৎকতু তীভৈরথ, বৃহৎচিহ্নামনি, বৃহৎঅরুড়ামনি বা বৃহৎসর্কঅরুহরলৌহ আদারস ও মধু সহ ব্যবহার করিলে রাস্মিঅর আরোগ্য হয়।

শিথেন্দ্রশুল্করস

পারদ, গন্ধক ও বর্ণক প্রত্যেক সমভাগ। অর্থশুল্কের ছালের রসে, কুলশুল্কের ছালের রসে, কণ্টকারীর কাথে, কাকমাটির বরসে পৃথক ২ তিন বার করিয়া তাবনা দিয়া ৩ রতি বটী করিবে। এইঅর স্নেহগ্রহণ; সুতরাং ইহাতে কফবর্জক দ্রব্যসেবন নিষিদ্ধ। রাস্মিতে অগ্নাহার না করিয়া কটী বা খই, আদা প্রভৃতি পথ্য করিবে।

অর্থ অর্জুনকাজুর চিকিৎসা

এইঅর ২ প্রকার। শকীভেক্স অর্জুনকাজুর অথবা শকীভেক্স উদ্ধি বা নিম্নঅর্জুন এইঅরের তাল হইয়া থাকে। এইঅরে অর্জুনাকীশুল্করস নষ্টরূপে ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। বামানে অর হইলে দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা এবং দক্ষিণালে অর হইলে বাম নাসিকা দ্বারা ১ রতি পরিমাণ ঔষধের নষ্টগ্রহণ করিবে। ইহাতে স্নেহা ও পিত্তের এবং আহার্যরসের হ্রাষ্ট হয়, সুতরাং তন্নিবারণার্থ কলিজাদি কক্সাস্ত্র ব্যবহার করিবে। ইহাতে পিত্তস্নেহরোক্ত চিকিৎসা করা বিধেয়। “বৃহৎ সর্কঅরুহরলৌহ ও বৃহৎচুড়ামনি” ব্যবহারে অসেক সময় উপকার হইয়া থাকে। অস্থপান—শিশুলচূর্ণ ও মধু। শরীরের উষ্ণ বা নিম্ন অবগত অরে অর্জুনাকীশুল্করস ব্যবহায্য।

অর্জুনাকীশুল্করস

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, বিব ২ তোলা, অরপালবীজ ২ তোলা ও মরিচ ৮ তোলা ত্রিকণার কাথে ৫ বার তাবনা দিবে। ইহার ১ রতি অর্জুনরস সহ অরালের নাসাপুট দ্বারা নষ্ট লইবে।

বৃহৎ চুড়ামনিরস

কতুরী, প্রবাল, রোপ্য, লৌহ, হরিতাল, বর্ণ, বর্ণসিন্দূর, রসসিন্দূর, লবঙ্গ, মুতা, দারুচিনি, বর্ণমাক্ষিক, রাণপট, (অভাবে কাণ্ডপাবণ) গোক্ষুর, জাতিফল, কৈটৌ, মরিচ, কর্পূর ও শোধিত ভূতে প্রত্যেক ১ ভাগ, অর্থগন্ধা ২ ভাগ। নিসিন্দা, বায়ুনখাটী, বাসক, আকন্দমূল ও গোক্ষুরের কাথে তাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। ইহা জীর্ণ ও বিষমঅর নাশক।

এক প্রকার অর আছে, বাহাতে হাত এবং পা শীতল থাকে কিন্তু অত্যন্ত অবয়বে অর হয় এবং অস্ত্র একপ্রকার অর আছে, বাহাতে হস্ত ও পদদ্বয়ে অর হয় কিন্তু অত্যন্ত অবয়ব শীতল থাকে। এই উভয়বিধ অরই পিত্তস্নেহসমূহ; সুতরাং উভয়বিধঅরেই অর্জুনকাজুরের স্তায় চিকিৎসা করিবে; কিন্তু ইহাতে নতের ঔষধ ব্যবহার করিবে না। ইহাতে পিত্তস্নেহকর মৎস্ত, দধি প্রভৃতি দ্রব্যওকণ নিষিদ্ধ।

অন্ন রসানিগত জ্বর চিকিৎসা

অন্ন রসগত হইলে স্নেহজ্বরবৎ এবং রক্তগত হইলে পিত্তজ্বরবৎ চিকিৎসা করিবে।
মাংসগত জ্বরে তীক্ষ্ণবিরেচন, মেদোন্নত জ্বরে বমন-বিরেচন এবং উত্তরগত জ্বরেই স্নেহনাশক
ঔষধ হিতকর। অহিগতজ্বরে, বাতজ্বরের চিকিৎসা করিবে। মজ্জাগত জ্বরে তাম্রমজ্জা
জ্বল ও চূড়াশ্মি জ্বল প্রভৃতি কলপ্রদ।

অন্তর্বেগ ও বহির্বেগ জ্বরে পিত্তনাশক চিকিৎসা করিবে। ইহাতে ঝাল ও উত্তাপ সেবন
প্রতীতি নিষিদ্ধ।

অন্ন প্রাকৃত বৈকৃত জ্বরবিজ্ঞান ও চিকিৎসা প্রণালী

বর্ষাকালে ঋতুসত্তাববশতঃ কুণিভবানু পিত্ত ও মেদ্যাকে অবরোধ করতঃ যে জ্বর উৎপন্ন
করে, তাহাকে বাতজ প্রাকৃত জ্বর এবং অল্প ঋতুতে জ্বর হইলে, তাহাকে বৈকৃতবাতজ্বর
বলে। বাতজ প্রাকৃতজ্বর কষ্টসাধ্য। এইজ্বরে লম্বন দেওয়া কর্তব্য; কারণ ইহা বিপুল
বাতজজ্বর নহে। এইকালে বর্ষাদিহেতু মানবশরীরে রসভাগ অধিক সঞ্চিত হওয়ার উপবাস
দেওয়া বিধেয়। ইহার চিকিৎসা অবস্থাবিশেষে দুই প্রকার। বর্ণা—বায়ুর অত্যন্ত প্রকোপ
থাকিলে বাতজ্বরের জ্বর চিকিৎসা করিবে এবং তদন্তথায় বাতশৈথিল্য জ্বরের জ্বর চিকিৎসা
করাই কর্তব্য।

শরৎকালে ঋতুসত্তাব বশতঃ কুণিভবিত্ত ককাদিত হইয়া জ্বর উৎপাদন করে। এই
জ্বকে প্রাকৃতপিত্তজ্বর এবং অল্প ঋতুতে হইলে বৈকৃতপিত্তজ্বর কহে। এইজ্বরেও লম্বন
প্রদত্ত। পিত্তের অত্যন্ত প্রকোপ থাকিলে পিত্তজ্বরের জ্বর এবং তদন্তথায় পিত্তস্নেহজ্বরের
জ্বর চিকিৎসা করিবে।

বসন্তকালে ঋতুসত্তাব বশতঃ কুণিভবিত্ত বাতপিত্তাদিত হইয়া যে জ্বর উৎপাদন করে,
তাহাকে প্রাকৃতককজ্বর এবং ইহা অল্পকালে হইলে বৈকৃতককজ্বর বলে। ইহার
চিকিৎসা ককজ্বরের জ্বর; কিন্তু অল্পদোষের বিশেষলক্ষণাদি প্রকাশিত হইলে তৎসংস্কৃষ্ট
ককজ্বরের চিকিৎসা করাই বিধেয়। বর্ষাকালে বাতজ্বরের, শরৎকালে পিত্তজ্বরের ও বসন্ত-
কালে ককজ্বরের প্রকোপ অধিক হয়। এই প্রাকৃতজ্বরে অল্পদোষের সংযোগ থাকিলেও
পর্যবেক্ষণ বা সন্নিপাতক বলিয়া পরিগণিত হইবে না। কারণ, সুণীভূত দোষের
প্রথমতঃ অল্পদোষও প্রাথমিক প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যদি প্রধান দোষের প্রথমতঃ অল্প
দোষের প্রদর্শন না হয়, তবে উহা নাসর্গজ বলিয়া কথিত হইতে পারে। প্রাকৃতজ্বরের
সুসংগতকালে শরৎকালে বিরেচনক্রিয়া দ্বারা পিত্তকে, বসন্তকালে বমনক্রিয়া দ্বারা

কককে এ বর্ষাকালে অনুবান (টেকের পিচকারী) জিহা দ্বারা বাহ্যকে নির্গত করা
কর্তব্য।

ଅର୍ଥ କେଶସୀମନ୍ତବନ୍ଧୁ ଡିକିଂସ।

অন্য যে ব্যক্তির বেশ বিদ্যাব্যাপ্তে সীমাবদ্ধ (নির্ধারিত) পরিসরিত হয়, জন্মগত
নতুচিত ও নিরবতী বলিয়া অস্বস্তিত হয় ও পশ্চাদ্গত হইল বা পতিত হয়, তাহাকে কেন্দ্র-
বদ্ধত্ববান বলে। এইরূপ প্রায়শঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। এইরূপে গোপাল জীবনের কাশা কম
এবং ইহা অসাধ্য জীবের মধ্যে গণ্য। ইহাতে শরীরে সামান্য উত্তাপ প্রকাশ এবং মাড়ীতে
সামান্য বেগ হইয়া থাকে। এইরূপ অস্বাভাবিক, ত্রিভোজ এবং বিকৃতিবিষমসম্ভারারত।
কেন্দ্রীয়ত্ব—বাহুর কার্য, পশ্চাদ্গত—বাতাসিতপিত্তের কার্য, জন্মকোচ ও নিরতা—
বাতাসিত মেঘের কার্য। ইহাতে সন্নিপাত অগোচর “চতুর্দশাঙ্গকবার পান” এবং মস্তকে
অজ্ঞানকটাক্ষ মর্দন হিতকর। অজ্ঞানকটাক্ষ, ত্রিফলাকটাক্ষ ও
স্নানকটাক্ষ জটীকাক্ষ বথোক অল্পপানে ব্যবহার করিবে। এইরূপে প্রায়শঃ ৪৮ বর্টার
গোপাল মুক্ত হইয়া থাকে। ইহাতে অন্নাহার বা উপবাস অসাধ্য।

ଅଥ ବନେନୁ ଆମାଧ୍ୟାତ୍ମିକତା

যে আরে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয় এবং যে আর বহুনিদানে উৎপন্ন ও অতিপ্রবল তাহা অসাধ্য। ক্রীণ ও শোধনুক ব্যক্তির যদি অন্তঃকণ বা বৈদ্যবৈজ্ঞানিক আর হয়, তাহা অসাধ্য। বৈদ্যবৈজ্ঞানিক আরের চিকিৎসা রাজিআরের জায়। যে রোগীর ললাট হইতে ঘর্শনির্গম হয় এবং উঠাইলে ঘোঁকপ্রাণ হয় সে রোগী মূর্খ। গর্ভাবান বা জন্মকালীন নাকজো বা মদাতরঙ্গী প্রভৃতি বিপদকরনকজে আর হইলে অত্যন্ত ক্লেশ বা মৃত্যু হয়।

যে অরু উৎপত্তিমাঝেই বিবশে পরিণত হয় তাহা অসাধ্য। আমাদের মতে উহা হুস'খ।
যে অরু, বিহ্বল, মোহাধিত এবং সততই শরম করিয়া থাকে (উঠিবার অমতা থাকে না)
তাহার জীবনের আশা হ্রাশা যায়। বহি অরু—শীতপীড়িত অথচ অন্তর্দাহবিধিষ্ট হয়,
তাহারও বাহ্যাসক্ত অসম্ভব। যে রোগী সর্গদা রোমাণ্ডিতগাত্র ও রক্তনেত্রাবিশিষ্ট হয় এবং
স্বপ্নে বেদনা অমৃতত্ব করে ও দুখ মিমা লালাত্যাপ করে, তাহার ব্যাধিও অসাধ্য বলিয়া
জানিবে। যে রোগী, হিকা, খাস, তৃকাপীড়িত, মোহাধিত, ইত্যন্ত চালতনেত্র এবং
কোন ও দীর্ঘ খাসাহুল, যে রোগীর কান্তি ও ইন্দ্রিয় সকল হতবলবিশিষ্ট, যে রোগী অত্যন্ত
কোন, অকটপীড়িত এবং অস্তর্দাহ ও অরুর তীব্রবেগে আতঙ্কিত, বশোথী চিকিৎসক
তাহাকে কদাচ চিকিৎসা করিবেন না। যে তীব্রঅরু, মগ্নে শ্রেয়তমহ মস্তপান করে ও
কুসুম কৰ্কক আক্রান্ত হয় তাহার আত্ম মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। মহলা অরুর তাপ অধিকমাত্রায়
হুস হইলে এবং মৃত্যু, বলকর ও সন্ধিহানের বিশেষ হইলে রোগীকে মৃত্যু জানিবে।

১. বৈ প্রসঙ্গকর্মীর বদনমণ্ডল হইতে প্রত্যয়ে অভ্যন্ত বর্ষ নির্গত হয়, তাহার কীৰ্ত্তন
হয়। বৈ হিন্দু শিখারিত ব্যক্তির, শিখিলযেব ললাট হইতে, নিরুদেগে নির্গত হয়,
তাহার বৃদ্ধা অদ্ব্যবর্তী বলিয়া জানিবে।

অবহরের অবস্থা বিজ্ঞান ।

১. অরের লভ্যমান্যবহার উহার বর্ণে অভ্যন্ত প্রবল হয় এবং পিপাসা, শ্রাণ, কীৰ্ত্তন,
জব, মলমূত্রভাগ ও বিবিধা হইরা থাকে। এই অবস্থার পাচন কথায় প্রবোধ্য।

পক্ষ বা নিরাসময়ে কুখা, শরীরের ক্লান্ততা ও লঘুতা সম্পাদিত হয় এবং অরের
বৃদ্ধা, বোবের পাক ও মলমূত্রভাগ হইরা থাকে। প্রায়ঃ ৮ দিনে অর নিরাস অবস্থা
প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থার অরপ্রণয়ক ঔষধ প্রবোধ্য; কিন্তু আদ্যকাল এই নিরাস
অস্থানে চিকিৎসা করা হয় না। বৈ ঔষধে রসের পরিণাক হয় তাহাকে পাচক ঔষধ
এবং বৈ ঔষধে বোব বা ব্যাধি প্রশমিত হয় তাহাকে শমন ঔষধ বণে। ঔষধ দুই প্রকার
যথা—জ্বাকৃত, এবং অস্থাকৃত। জ্বাকৃত। যথা—ত্রিকগাদি। অস্থাকৃত।
যথা—লব্ধনাদি। চিকিৎসাও দুই প্রকার। যথা—বলিগোমাদি এবং হুত, টেল ও রসাদি।

অরের উপজীব। অস্থা—কাসো বৃদ্ধা কচিহ্নিঃ ভূকতিসারবিধ প্রাঃ।
বিকাশাসনভেদান্ত অরভোগ জ্বাণনঃ। অর্থাৎ কাস, বৃদ্ধা, অকচি, বসি, পিপাসা,
অতিসার, কোষ্ঠকাঠিন্য, হিকা, বাস ও অজবেদনা এই দশটী অরের উপজীব। অরে
এই দশ উপজীব থাকিলে কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য হয়।

অরভোগের পূর্বে দাহ, বর্ষ, বিলাপ, কোষ্ঠকাঠিন্য ও মুখে হৃগ্ন প্রকৃতি হইরা থাকে।
অর ভাগ হইলে বর্ষ, শরীরের লঘুতা, শিরোদেশে চুলকণা, মুখতকতা, হাঁচি ও
আহারে অতিলাষ এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয় বিবদময়ের অরভোগকালে
এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয় না; কারণ তবার অর থাকুতে লীন থাকে এবং উহা
পুষ্টি প্রকাশিত হইরা থাকে।

অর জ্বাণীসার চিকিৎসা ।

অরের মধ্যে অতীসার অথবা অতীসারের মধ্যে অর হইলে তাহাকে অতীসার
বলে। ইহার বক্তব্য কোমল লক্ষণের আবর্তক নাই। সুবিখ্যাত বাধ্যকর, মিনাসে
অতীসারের কোমল লক্ষণ নির্দেশ করেন নাই। কিন্তু এই নীড়ার, অর ও অতী-
সারের পৃথক পৃথক চিকিৎসা করা কর্তব্য নহে। সাধারণতঃ অরসাধক ঔষধ ভেদক
এবং অতীসারসাধক ঔষধ ভেদক। সুতরাং এই বিকল্পদোষ নিবন্ধন অরের ঔষধ
অতীসারের এবং অতীসারের ঔষধ অরে প্রবোধ্য নহে। তৎপ, অরসাধকের বৈ
ঔষধ ঔষধ অতীসারের অধিরোধী, তাহা ইহাতে মিলনবোধে প্রকৃত হইতে পারে।
অতীসারের বা অতীসারের ঔষধ ভেদকঔষধ প্রবোধ্য করা কর্তব্য নহে; কারণ অর

আম বা মল, বহু হইলে, পেটে আগ্রাসন, শূল, বিষ্টভ, স্রীবা, বহু ও শোথ প্রভৃতি উৎপন্ন হইতে পারে। এই রক্ত প্রথমতঃ পাচক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া পচাও তত্ত্বক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এরূপ অনেক ঔষধ আছে, যাহা পাচক ও তত্ত্বক ; কিন্তু তাহাও লক্ষ্যপ্রদ ব্যবহার্য্য নহে। আমপাকের বহু নাগরাদি এবং হ্রীবেরাদিকষায় ব্যবহার করিবে। এই উত্তরবিধ কষায় প্রায়ঃ ১১ পুষ্ঠার পিত্তস্রাবচিকিৎসার লিখিত হইয়াছে। সিদ্ধপ্রাণেশ্বররস আমাষিত অরাতিসারে শ্রেষ্ঠ। লোহিতচূর্ণ তুলনী পত্র রসসহ সেবন করিলে অর প্রশমিত হয় এবং অতিসারও বর্জিত হইতে পারে না। কর্পূররস সুতারসসহ সেবন করিলে অরাতিসার নষ্ট হয়। পকাতিসারে—রসপল্লী ও কুটজাবলেহ বিশেষ উপকারী। অতিসার যদি রক্ত মিশ্রিত না হয়, তবে বৃহৎ কস্তুরী তৈরব ও মহালক্ষ্মীবিলাস ব্যবহার করা যায়। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি তত্ত্বক, বিশেষতঃ রক্ত সংগ্রাহক। যথা—সুতার রস, কুটজহালের কাথ, আরাপানের রস, তুর্কারস, আকনাদি পাতার রস, গন্ধতাদালিয়ার রস। আমাষিত অতিসারে বেগুণ্ডী অতিশয় উপকারী। প্রথম অবস্থায় বৃহৎবজাদি, অগ্নিমুখচূর্ণ ও অগ্নিকুমাররস হিতকর। রোগী—বালক, বৃদ্ধ, বা গর্ভবতী না হইলে ছতালনরস প্রয়োগ করিবে। কেবল লক্ষ্যতর ১০ মাত্রার বেগুণ্ডীর কাথে মাড়িয়া সেবন করিলেও এই পীড়ার প্রশমন হইয়া থাকে। পেটে বেদনা বা কামড়ানি থাকলে মাতির চকুদিকে আমলকীর কঙ্কবারা আলবাল প্রস্তুত করতঃ তাহার মধ্যেবেশ আমায় রস দ্বারা পূর্ণ করিয়া কিছুকাল রাখিলে উপকার হয়।

আমাতিসারে বিষ্ঠা ভগ্নে নিম্ন হইয়া যায় ; কিন্তু সাধারণতঃ পকাতিসারে বিষ্ঠা ভগ্নে আসিয়া থাকে। কিন্তু যদি পকাতিসারে বিষ্ঠা বতিকঠিন হয় তবে উহা ভগ্নে নিম্ন হইতে পারে। আমাতিসারের বিষ্ঠাও অতিদ্রব হইলে, ভগ্নে আসমান হইতে পারে। এই সকল লক্ষণ দ্বারা অতিসারের আমতাব ও পকতা নিদারণ পূর্বক পাচক ও প্রশমক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। এই পীড়া বহু অনবরতপীড়ার হইবে ততই কঠিন হইয়া থাকে। অনবরত তেজ হইতে থাকিলে, মলদ্বারে গোবরের ঘের দেওয়া আবশ্যক। এই অবস্থায় “কুটজলেহ”, “কুটজাষ্টক”, “মহাশঙ্খটী”, “আমরাকসী”, “কপূররস” বা “অগ্নিমুখচূর্ণ” ব্যবহার করিবে। অনেক সময় বালকদিগের অরাতিসারে আশ্রয় জুড়িতহইয়া ক্রিমির অভ্যুত্থান হয় এবং পেটে অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে। এই অবস্থায়, লালিখা পত্রের রসসহ বিড়লাদিলৌহ বা অর্দ্ধ কোনও ক্রিমির ঔষধ ব্যবহার করাইবে। লালিখাপত্ররস ক্রিমির এবং ধারক। “মহাপ্রকক” বা “বৃহৎ মহাপ্রকক” বালকদের উদরামরে বিশেষ ফলধারক। গন্ধাধরচূর্ণ (নিরাম অবস্থায়) অতিসারে বা অরাতিসারে বিশেষ হিতকর। প্রথম অবস্থায় আমের অত্যন্ত বেগু হইলে, এরূপ উত্তল দ্বারা বিবেচন করাইবা আম নিষ্কারিত করিবে। এইরূপ ক্রিয়াবারা

অধিকাংশ হইলেই আতর্ক্য বল দেখা দিয়াছে। এইক্রিয়া শিত, বৃদ্ধ বা গতিমী প্রকৃতিতে প্রযোজ্য নহে। কুটজছাল অতিসারের সর্বাপেক্ষা প্রোঁঠ ঔষধ। অসাড়িয়ারের শেষে শোথ হইলে, চিরতা, মুতা, তুলসী, বালা, মুতা, রক্তচন্দন ও ধান ইত্যাদের কাথ পান করিবে। ইহা পিপাসা নিবারক।

শিষ্ণু প্রাণেশ্বরী জল

পারদ, গন্ধক, অন্ন, প্রত্যেক ৪ ভাগ, সাতিকার, সোহাগা, ধবকার, পঞ্চলবণ, ত্রিকটু, ত্রিকলা, ইজরব, কৃষ্ণজীরে, বেঁটজীরে, ধমামী, চিত্তেছল, তিং, বিড়ম, তুলসী প্রত্যেক ১ ভাগ। যাত্রা ৪। ২-রতি। অহুপান—পানরস। ঔষধ সেবনান্তে চিকিৎসা উক্তজল পান করিবে।

প্ৰাণ্য—বাদি, পারাবণ্ডব, কুটুংখাসের বৃষ, মহরীর বৃষ, বেদামারস মাঞ্চর, পিলী প্রভৃতি ধারক স্রবৎসর ঔষধ ইত্যাদি।

অম্ব অতিসার চিকিৎসা

আমাতিসার চিকিৎসা

অতিসার হইলে, পূর্বোক্ত প্রকারে প্রথমতঃ বিষ্ঠাপরীক্ষা করা কর্তব্য। আময়ুক্ত বা অপরিপক্ব বিষ্ঠার, পাচক ঔষধ এবং পকাতসারে প্রথমক ঔষধ ব্যবহার করিবে। এই রোগে, খাত্ত ও মল অত্যন্ত নিঃসৃত হয় বলিয়া ইহাকে অতিসার বলা। ইহাতে সাধারণতঃ জ্বরদ্বারা সেবন হিতকর নহে। মল বা খাত্তের অল্প রোগীর পিপাসা হইলে, বালা, তঁঠ, মুতা ও ক্ষেত্রপর্জী অথবা মুতা ও বালায় বহুলপরিমাণে পুষ্করৎ অর্জিত দ্রবত্বল পান করিতে দিবে। যদি রোগীর পুনঃ দোষযুক্ত মল সামান্য পরিমাণে নিঃসরণ হয়, তবে পূর্ববৎ বিরোচন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। আম-অতিসারে সংগ্রাহক ঔষধ প্রযোজ্য নহে। তাহাতে উদরাগ্রান, গ্রহণী, পাণ্ডু, শোথ প্রভৃতি পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে। কৌণবাড় কৌণবল অথবা অত্যন্ত আবর্জিত রোগীকে আমাবহাতে সংগ্রাহক ঔষধ প্রয়োগ করিবে; নচেৎ রোগীর স্রব মুতায় আশঙ্কা বর্তমান থাকে। অতিসারে বিরোচনার্য কর্তব্য নী ও পিঙ্গলী সমভাবে সেবন করিয়া জ্বরহ্রাস সহ সেবন করিবে। প্রাণ্যশিষ্ণুজল কথ পান করিলে আমশূল ও বিবর্ততা নষ্ট হয়। ইহা অধিকোপক ও দোষনাচক। শিত প্রধান অতিসারে এই কথার, তঁঠ বাব দিয়া প্রয়োগ করিবে। আমাতীসারে মহাশঙ্কহী, অগ্নিশূন্য বৃহৎ অগ্নিকুমার বা জুতালনরস প্রয়োগ করিবে। অহুপান—তুলাধক, মুতারস ইত্যাদি। এই সকল ঔষধে আমরসের পরিণাক হয় এবং ক্রমশঃ ভেদে নিবৃত্তি হইয়া থাকে। আমাতীসারের পরিণক অবস্থাতে মুতার রস ও চিনির জল সহ “ক্ষেত্রপর্জী” ব্যবহার করা যায়। ২০টী ডালাদিয়া মুতা, ছাগচ ৮ ডোলা জল ১/৪ গেল প্রত্যেক পাক করিয়া হীম্বাত্র অশিষ্ট থাকিতে সামাইয়া অন্নমাত্রার সেবন করিলে, এই

শীতের উপলক্ষ হয়। পত্রাবহার আমরাকলী, কর্পূররস বা কুটজলেহ ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয়। অভিসারের প্রথমাবস্থায় তুর্নেন্দ্রের এরোসেও কলসাত হইয়া থাকে। অম্মুপান—আতপতগুলল ও কর্পূর। এই ঔষধ কোষ্ঠনির্যাসক ও পাচক। ইহাতে কোষ্ঠ নির্মল হইয়া যেনী সম্পূর্ণ স্বাভা লাভ করে।

শ্রীমদ্রস। বথ—বনে, তঁঠ, মুতা, খালী ও বেলতঁঠ।

তুর্নেন্দ্র। বথ—জিকলা মিলিত ১২ তোলা, যবানী ৩ তোলা, সৈন্দ্র ৪ তোলা, গৃহ্ম ৪ তোলা জলদ্বারা মর্দন করিয়া ১০ এক আনা মাত্রা ব্যবহার্য। এই ঔষধে কেহ কেহ এক তোলা বেলতঁঠ ব্যবহার করেন।

কর্পূররস। বথ—হিজুল, শোধিত অকিফেন, মুতা, ইন্দ্রবন, জারকল, কর্পূর প্রত্যেক সমভাগ, জলদ্বারা মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। কেহ কেহ এই ঔষধে ১ ভাগ মোহাগার খই ব্যবহার করেন।

আম্রাকলী। বথ—ইন্দ্রবন, জারকল, কর্পূর, হিজুল, মোহাগা, লবণ প্রত্যেক সমভাগ, ৬ রতি বটী করিবে। অম্মুপান—মুতারস ইত্যাদি।

শ্রীমদ্রস। বথ—সোরা ১/১ পোরা, কটুকাদী ১০ এক ছটাক। প্রথমতঃ অগ্নিতাপদ্বারা লৌহকটাহে সোরা গালাইয়া পানকাটিয়া কেলিবে; তৎপর উহাতে কটুকাদী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পিত্তলপাত্রে ঢালিয়া চটা করিবে। মাত্রা ১০ আনা।

কুটজলেহ। বথ—কুটজছাল ২৪০ সের, ৬৪ সের লেপে পাক করতঃ ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে এই কাথ পুনঃ পাক করিয়া লেহন হইলে, উহাতে লচলবণ, ববঙ্গার, বিটুলবণ সৈন্দ্রবলবণ, পিপুল, বাইজুল, ইন্দ্রবন ও জীরে ইহাদের চূর্ণ মিলিত ১৬ তোলা মিশাইয়া নামাইবে। এই প্রসিদ্ধ ঔষধ ৪০ তোলা হইতে ১ তোলা মধুসহ লেহন করিবে। ছাগগ্রন্থ সহ সেবন করিতে পারিলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে।

শ্রীমদ্রস—খইয়ের বত, খইয়ের ছাতুর অবলেহ, অন্নমাত্রার পাক লবঙ্গবন, আলপর্ধ্যাদি সাধিত লাবণেরা এবং অরতিসারোক্ত পথ্য হিতকর। “লালপর্ধ্যাদি। বথ—লালপানি, চাকুলে, মুতা, কটুকাদী, গোক্ষুর, বেড়েলানুল, বেলতঁঠ, তঁঠ, ধনে ও আকনাদিপাতা। অবস্থাবিশেষে পুরাতন তত্ত্বের স্মৃতি অন্ন পথ্যরূপে বেওয়া বাইতে পারে।

অন্য বাতাতিসার চিকিৎসা

এই অভিসারে অধোবাহু অর্থাৎ অগ্নি বায়ু কুণ্ডিত হয় এবং প্রবলী মড়ীর বৃহতা সম্পন্ন হওয়ার, পুরীষধারণাশক্তি কম হইতে থাকে। লাভিবেশিত লবণ বাতুর ক্রিয়ায় হ্রাস হওয়ার পাচকারিগর নক্তি ক্রিয় হইতে থাকে এবং তৎসত্ত্বই ‘অহীনীমড়ীর’ ধারণাশক্তি

কর। ইহার প্রথম অবস্থায় “বটাদি” ও “কণাদি” কষায় হিতকর। ‘কণাদিকষায়’ পাচকারিণী দীপক এবং পাচক। এই অতিসারের প্রথম অবস্থায় “ভ্রূবনেষয়” আতপ তক্তুলোদকসহ, “ভ্রূপর্ণ”-টী তিমির জল সহ ও “মহানন্দবটী”-গেবুরস সহ ব্যবহার্য। দ্ব্যমবস্থায়—অম্মুকাদিবটী বেগতঠের কাষ সহ এবং ব্রহ্ম গঙ্গাধরচূর্ণ আতপ তক্তুলোদক সহ ব্যবহার করিবে। প্রবৃত্ত অবস্থায় বা শেষ অবস্থায় “গ্রহণীশার্দ্ধলবটী”, “কুটজাবলেহ” বা “কুটজাষ্টক” ব্যবহার করিবে। আমাশ্ববদ্ধ গ্রহণীতে বা বাতান্তিগারে “ব্রহ্মগঙ্গাধরচূর্ণ” বা “গ্রহণীশার্দ্ধল” ব্যবহার করা কর্তব্য নহে।

বটাদি কক্যাঙ্গ। বধা—বট, আটতব, মূতা ও ইন্দ্রবব।

কণাদি। বধা—পিপুল, তণ্ড, ধনে, বদানী, হরীতকী ও বট।

ব্রহ্ম গঙ্গাধরচূর্ণ। বধা—বেগতঠ, মোচরস, আকনাদি, ধাইফুল, ধনে, বরাক্রান্তা, তণ্ড, মূতা, আটতব, অহিকেস, লোণ, দাড়িমের খোসা, কুটলছাল, পারদ ও গন্ধক। মাত্রা—১০ আনা। অহুপান—আতপতক্তুলোদক।

কুটজাষ্টক বধা—কুটুত, কুটলছাল ২৪০ গের, জল ৬৪ গের, শেষ ১৬ গের। এই কষায় ছাকিয়া পুনঃ পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে, তাহাতে মোচরস, আকনাদি-পাতা, বরাক্রান্তা, আটতব, মূতা, বেগতঠ ও ধাইফুল প্রত্যেক ১ পল পরিমাণচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া দক্ষা মলেপযোগ্য হইলে নামাইবে। মাত্রা ১ তোলা হইতে ২ তোলা পর্যন্ত সাধারণ অহুপান—শীতলজল। রক্তাতিসারে ছাগ্গ্য়সহ এবং বন্তুভটিতে বাক্রণীমন্তসহ সেবনীয়। ইহা অত্যন্ত রক্তরোধক। এই প্রসিদ্ধ ঔষধ রক্তপ্রদর, রক্তাশঃ ও গ্রহণীতে ব্যবহৃত হয়। এই রোগের পথ্যাদি আমাতিসার অধিকারোক্ত পথ্যের অহুপান।

অথ পিত্তাতিসার চিকিৎসা ।

ইহাতে বাততক্তুলসাধিত অহুপান ও কষায় হিতকর। ইহাতে বাতাম্ববদ্ধ বা দাহশিপানাদি উপশ্রব হইলে—মূতা ও ভ্রূপর্ণ-টীর অর্দ্ধশূণ্ড শীতলজলসহ এবং আমাষিত হইলে—“বিষাদিকষায়” পান করিতে দিবে। আটতব, কুটলছাল ও ইন্দ্রববের চূর্ণ ১০ মাত্রার আতপতক্তুলোদক সহ সেবন করিলে পিত্ত ও রক্তর অতিসার প্রশমিত হয়। প্রথম অবস্থায় কুটজাদিকষায়, ভ্রুবেরাদিকষায়, ব্রহ্মলবঙ্গাদিবটী ও আমরাফসী ব্যবহার করিবে। প্রবৃত্তাবস্থায়, কুটজাবলেহ, কুটজাষ্টক, ব্রহ্ম গঙ্গাধরচূর্ণ, কপূররস ও পঞ্চামৃতপর্ণ-টী ব্যবহার করিবে। তণ্ড তিমির ধাত্তপঞ্চককে বাতচকুক বলে।

বিষাদি কক্যাঙ্গ।—বধা—বেগতঠ, ইন্দ্রবব, মূতা, দালা ও আটতব।

কুটজাদি কক্যাঙ্গ।—কুটলছাল, দাড়িমের খোসা, মূতা, ধাইফুল বেগতঠ,

বাগা, লোহ, রক্তচক্ষু ও আকমাদিপাতা। এই কথারে পিত্ত ও মল প্রধান অতিশাঃ নষ্ট হয়। পথ্যাদি পূর্ববৎ।

অথ স্লেষ্মাতিসার চিকিৎসা।

ইহার চিকিৎসা আমাতিসারের তার। ইহাতে প্রথমাবস্থায় "নাগরাদিকষায়", "দান্তপকক" পথ্যাদিকষায় ও চব্যাদিকষায় ব্যবহার করিবে। হুতাশনরস, অগ্নিমুখচূর্ণ চিত্রকগুড়িকা, মহাশঙ্খবটী ও বৃহৎ অগ্নিকুমাররস স্লেষ্মাতিসারের শ্রেষ্ঠ। আমার প্রকোপ হ্রাস হইলে, "বৃহৎস্রাবচূর্ণ" ও "কপূররস" ব্যবহার করা যায়। পিপুলচূর্ণ ও রুতি, একহটাক গবাক্ষ বা ছাগহৃৎসহ রাত্রিতে শরনের পূর্বে সেবন করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়। 'এই ঔষধ বেলগুঠের কাথ বা কুটজছালের কাপক সেবন করিলেও আশ বা স্লেষ্মাবিবরণ নষ্ট হইয়া অতিসার সত্তর প্রশমিত হয়। কচিবেলপোড়ার পাস ২ তোলা ও তৎসহ নিম্ব তিলবাটা, দধির সরষায়া অম্লীকৃত করিয়া সেবন করিলে আমাতিসার বা স্লেষ্মাতিসার নষ্ট হয়। বেলপোড়া, ইক্ষুগুড়সহ সেবন করিলেও বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। এই সমস্ত ক্রিয়া ব্যাধা পীড়া প্রশমিত না হইলে "কুটজাটক" ব্যবহার করিবে।

পথ্যাদিকষায়াস্ত্র। বধা—হরীতকী, রক্তচিত্তেমূল, কটুকী, আকনাদি, বচ, মুতা, ইক্ষুব ও গুঠ। ইহা চূর্ণ বা কঙ্করূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে।

চব্যাদিকষায়াস্ত্র। বধা—চই, আটম, কুড়, কচিবেলগুঠ, গুঠ কুটজছাল ও ইক্ষুব। ইহার পথ্যাপথ্য আমাতিসারের তার।

অথ সন্নিপাতাতিসার চিকিৎসা।

ইহাতে বরাহস্রহের তার বা মাসেবোত জলের তার অথবা নানাবর্ণবিশিষ্ট জাব হইতে থাকে। এই পীড়া দুঃসাধ্য। ইহার প্রথমাবস্থায় "নগরাদিকষায়" পান করিতে দিবে এবং বৃহৎস্রাবচূর্ণ ও মহাশঙ্খবটী ব্যবহার করাইবে। অনবরত ভেদ হইলে কপূররস, গ্রহণীশার্দুল, কুটজাটক বা কুটজাবালহ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে জলশূত বা মুতাসাধিত ছাগহৃৎ ফলপ্রদ। এই অতিসারের পকাবস্থায় কুটজ পুটপাক বা শোণাকপুটপাক বিশেষ উপকারী। বৃহৎ চক্ষোদয়মকরধ্বজ ও পাকমকরধ্বজ এতাদৃশ অতিসারে কলদায়ক।

সন্নিপাতাদিকষায়াস্ত্র। বধা—বরাহকাতা, আটম, বেলগুঠ, মুতা, গুঠ, বাগা, বাইকুল, কুটজছাল ও ইক্ষুব।

কুটজপুটপাক ।

কুটজপুটপাক আতপতড়ুলোদক সহ পেষণ করিয়া জামপাতা দ্বারা বেটন ও কুখ বন্ধন পূর্বক বহির্ভাগে সূতিকার পাড় প্রলেপ দিয়া রৌদ্রে শুক করিয়া লইবে। পরে ২৫ ৩০ খানি বনযুটে দ্বারা পুটপাক করিবে। বহিলেপ ঈষৎ লাল আভা হইলে নামাইয়া উহার রস মিষ্টিদ্বারা ১ তোলা পরিমাণ, কিকিৎ মধু মিলাইয়া পান করিবে। শ্যোপাকপুটপাকে দাতারীপত্র দ্বারা বেটন করিবে। ইহার অভ্যন্তরিয় কুটজপুটপাকের তায়। ছাগদুগ্ধ বা আতপতড়ুলোদক সহ “কুটজলেহ” বা “কুটজাটক” প্রয়োগ করিলেও বিশেষ ফল দর্শিত থাকে।

পথ্য—শর্টাপালো, পানিকলের পালো, পদ্মবীজচূর্ণ, পারাবতদুগ্ধ ইত্যাদি।

অথ বাতশ্লেষ্মাতিসার চিকিৎসা

ইহার চিকিৎসা শ্লেষ্মাতিসারের তায়। ইহাতে বাতশ্লেষ্মাককসাধিত বা ধনে ও তঁতসাধিত অন্নপান বিতকর। চিত্রকাদিকদ্বারা পান করিলে বাত ও শ্লেষ্মার প্রকোপ এবং তঁতসাধিত অতিসার সম্বর নিরাকৃত হয়। এখন অবস্থান অগ্নিস্থচূর্ণ প্রকৃতি পাচক ঔষধ ব্যবহার করিবে; পশ্চাৎ আমরাক্ষসী, কর্পূরম, বৃহৎগঙ্গাধরচূর্ণ ও কুটজলেহ প্রকৃতি ধারক ঔষধ ব্যবহার্য।

চিত্রকাদিকদ্বারা—যথা—শোধিত রক্তচিত্তমূল, আটতম, মূতা, বেড়েলা, তঁত, কুটজদ্বাল, ইন্দ্রবন ও হরীতকী। ইহার পথ্য শ্লেষ্মাতিসারের তায়।

অথ পিত্তশ্লেষ্মাতিসার চিকিৎসা

যুক্তকাদিকদ্বারা পান করিলে বা তৎসাধিত অন্নপান ব্যবহার করিলে এই রোগের উপশম হয়। সমস্তাদিচূর্ণ আতপতড়ুলোদক সহ পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মাতিসার এবং তঁতসাধিত অতিসারের নিবৃত্তি হয়। পিত্তপ্রাধান্য থাকিলে—শালপর্ণ্যাদিকদ্বারা বিতকর। ইহাতে আমরাক্ষসী, অগ্নিস্থচূর্ণ ও অহীশাদ্দুলবী কলময়। প্রত্যাহার—কুটজাটক, কুটজলেহ ও বৃহৎ গঙ্গাধরচূর্ণ প্রকৃতি প্রযোজ্য। অন্নপান—ছাগদুগ্ধ, আতপতড়ুলোদক, মূতারস, কুটজদ্বালের কাথ ইত্যাদি।

শালপর্ণ্যাদিকদ্বারা—যথা—শালপর্ণি চাহুলে, কুটজদ্বাল, আটতম, মূতা, হরিদ্রা ও দাকহরিদ্রা।

যুক্তকাদিকদ্বারা—যথা—মূতা, আটতম, মূকামূল, বচ ও কুটজদ্বাল। ইহা পাচক ও দীপক।

সালফাদি চূর্ণ। অথ্য—বরাক্রান্তা, বাইকুল, বেলগুঠ, আমের আঠির শাঁস, দেউল, ন.গকেশব, বেলগুঠ, মোচরস, লোধ, কুটজছাল ও ইলুবব। মাত্রা ১০ আনা। এই সকল ঔষধ আতপতড়লোনকসহ কাশ করিয়া ও ব্যবহার করা যায়। পথ্য—বাগি, মন্থরীর হুং, শটীরশালো ইত্যাদি।

অথ বাতপিভাতিসান্ন চিকিৎসা

ইহার প্রথম অবস্থায় বাগকাদিকষায় ও ইলুদিচূর্ণ হিতকর। পকাবস্থায় কুটজাবলেহ, কপূরস বা গঙ্গাধর চূর্ণ প্রয়োগ করিবে।

সালফাদি কষায়। অথ্য—বালা, বুল, তঠ, বেলগুঠ ও ধনে। ইহা দীপক ও পাচক।

ইলুদি চূর্ণ। অথ্য—ইলুবব, বচ, মৃত্তা, দেবদারু ও আটৈব। মাত্রা ৩। ৪ রতি। অহুপান—আতপতড়লোনক। ইহা দীপক ও পাচক। ইহার পথ্য পিত্তাতিসারের স্থায়। ইহাতে ঝাল বা অত্যন্ত গরমজন্ম অপথ্য।

অথ ভরুজ ও শোকজ অতিসান্ন চিকিৎসা

শোকজ অতিসারে বলাদিকষায় উপকারী। ভরুজ ও শোকজ অতিসারের চিকিৎসা বাত্যাতিসারের স্থায়। এই উভয়বিধ অতিসারেই মনকে সর্বদা প্রচুর ও আশ্রিত রাখিতে চেষ্টা করিবে। এই উভয়বিধ অতিসারই অত্যন্ত কঠিন। ইহার প্রাবল্যবোধায় কুটজাবলেহ বা কুটজাষ্টক ব্যবহার করাইবে। অহুপান—ভাগছড় বা আতপতড়লোনক।

সালফাদি কষায়। অথ্য—বেড়েলানুল, চাকুলে, বেলগুঠ, ধনে, উৎপল, তঠ, বেড়ল, আটৈব, মৃত্তা, দেবদারু, আকনাদ ও কুটজছাল। ইহাদের কাশ করিয়া তাহাতে বারচূর্ণ ১০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিশেষ কলসাত হয়। পথ্য—বাত্যাতিসারের স্থায়।

অথ রক্তাতিসান্ন চিকিৎসা

রক্তাতিসারে আমশুল বা আমস্রাব থাকিলে কচি বেলগোড়া, ইকুতফ সহ সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। একযোগে অধিকতর্য আহার করা অতিসাম্যেই—বিশেষতঃ রক্তাতিসারে নিষিদ্ধ। দাড়িমের খোসা ও কুটজছালের ঘনীভূত কাথ, শীতল

অবস্থায় মধু সহ লেহন করিলে রক্তপ্রাব নির্ধারিত হয় । বেগতঃ ১ তোলা, ছাগছড় ৮ তোলা, জল ৬৪ তোলা; শেষ ৮ তোলা, শীতল হইলে চিনি ১০ তোলা, মোচরস ও ইলুঘব চূর্ণ মিশ্রিত ৮০ আনা, এক্ষেপ দিয়া পান করিলে, আশ্বাসিত রক্তাতিসার নষ্ট হয় । কেবল রক্তাতিসারে, কুটমছাল ১৮ পোয়া, জল ১১ সেচ, শেষ ১৮ পোয়া ; দাড়িমের খোসা ১৮ পোয়া, জল ১১ সেচ, শেষ ১৮ পোয়া ; পরে এই উভয় কাথ একত্রে পুনঃ পাক করিয়া গাঢ় লেহন হইলে নাশাইবে । বিশেষ সতর্কতার সহিত পাক করিবে যেন পুড়ির না যায় । এই ঔষধ ১ তোলা মাত্রার খোল সহ (অতাবে—ছাগছড় বা আতপততুলোদক সহ) সেবন করিলে মুমূর্ষু রোগীও জীবনলাভ করে । ২ । ৩ ঘণ্টা পর ২ এই ঔষধ সেবা ।

কুটমছাল ১৬ তোলা, জল ১৪ সেচ, শেষ ১১ সেচ, ছাগছড় ১৬ তোলা সহ পুনঃ পাক করিয়া, ১৬ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নাশাইরা তাহাতে ১ তোলা মধু মিশাইবে । মাত্রা ১ তোলা । ইহা প্রমুখরক্তাতিসারনাশক ।

বিশলাকরণী (আশ্বাপান) বা কুক্করদের (কুক্কর শৌকার) পাতার কাথ বা স্বরস পান করিলে রক্তপ্রাব বন্ধ হয় । আবৃত্তক হইলে ইহাদের রস ও চক্ষীর রস ঔষধের অনুপাতমার্গে ব্যবহৃত হয় । পেট গরম হইয়া রক্তাতিসার হইলে, মধু, চিনি ও রক্তচন্দনবহা আতপ-ততুলোদক সহ পান করিলে, উদর সিক্তীভূত হইয়া রক্তপ্রাব নিবারিত হয় । নিম্ন রক্তাতিসার বাটা ১০ তোলা ও চিনি ৮০ আনা ছাগছড় সহ পান করিলে পূর্ববৎ ফললাভ হইয়া থাকে । অতাপ্ত ভেদ হইয়া শুষ্কাবেশ দাহবৃত্ত হইলে বা পাকিলে, পটোলপত্র ও যষ্টিমধুর শূতশীতল-সহায় দ্বারা ঐ স্থান ধৌত করিবে । তাহাতে ঐ সকল উপশম উপশমিত হয় । ছাগছড় দ্বারা পরিষেক করিলেও উপকার দর্শিয়া থাকে ।

গুদনাড়ীর বিনির্গমন হইলে মলবারে গোমরের খেদ দিবে । বসাদি স্নেহনদ্য বাঁকা, গুদনাড়ী অভ্যক্ত ও অভ্যঃপ্রবিষ্ট করাইয়া পশ্চাৎ মলনির্গমনার্থ সন্ধিসকৌশল দ্বারা শুষ্কাবেশ পৃচ্ছক করিয়া খেদ দিবার বিধান আছে । ইহাদের মাস (অতাবে—অন্ত মাস) ও তরকারীদিগ (অতাবে মশখল) সাধিত স্নাত্তিচন্দ্র প্রয়োগ করিলে, গুদপ্রাণ আরোগ্য হয় । কুটমছালিষ্কস্বাস্ত্র আশ্বাসিত, বা কেবল রক্তাতিসারে বিশেষ ফলদায়ক । ২ ঘণ্টা পর ২ এই কাথ পান করিতে দিবে । অতিসারে কাস হইলে—বিড়ক, আটৈতব, মূতা, সেবদাক, অকনাড়ি ও ইলুঘব ইহাদের কাথে ৮০ আনা সরিচচূর্ণ এক্ষেপ দিয়া পান করিবে । সিন্ধোপলান্দিচূর্ণ বা তালীশান্দিচূর্ণ মধু দ্বারা অল্প ২ লেহন করিলেও কাস নিবারিত হয় । নান্নাস্রবচূর্ণ আশ্বাসিত, শিতাতিসার ও রক্তাতিসারের উৎকৃষ্ট ঔষধ । উষ্ণ ৮০ আনা হইতে ৮০ আনা মাত্রার মধু ও ইলুঘব দ্বারা মড়িয়া আতপততুলোদক সহ পান করিবে । তারকল বাটীরা নাতিবেশে এক্ষেপ দিলে অতিসারের বেগ ও পুলের দূরিত হয় । আশের ছাল কাষিতে বাটীরা নাতিতে প্রলেপ দিলেও অতিসারের বেগ

প্রদত্ত হয়। বৃহৎমিতে শোষিতঅহিকেন ভাষিয়া উত্তর অর্ধ রতি হইতে ১ রতি পর্যন্ত হাগহুদ্বাদি সহ সেবন করিলে ক্রতভেদে বৃহীভূত হয়। এই ঔষধ প্রথম অবস্থায় কদাচ প্রযোজ্য নহে। ইহাতে কপূররস, কুটজলেহ, পকামৃতপল্লী, কুটজাফক, বৃহৎগজাধরচূর্ণ ও আমরাকসী প্রয়োগ করিবে। কুটজারিষ্ট ও অহিকেনাসব রক্তাতিসারের উৎকৃষ্ট ঔষধ। উহার শেখ অবস্থায় প্রযোজ্য।

নারায়ণচূর্ণ।

গুলকের পালো, শোষিত বৃহদারকরীল, ইন্দ্রধর, বেগুণ্ড, আটভ, ভলরাজ, ওঁ, সিংগলচূর্ণ প্রত্যেক ১ ভাগ, সর্বসম কুটজছাল চূর্ণ।

কুটজারিষ্ট।

হুটল মূলের ছাল ১২৪ সের, জালা ১/৬১ সের, মটলফুল ১/১১ সের, গাজারীছাল ১/১১ সের, জল ৪ ছোপ (৬৪ সেরে ১ ছোপ) শেষ ১ ছোপ। এই কাণে বাটফুল ১/২৪ সের ইক্ষুগুড় ১/২৪ সের প্রবেশ দিয়া নূতন মৃৎপাত্রে সুবন্ধ করতঃ ১ মাস রাখিয়া তৎপর ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ২ তোলা। কুটজারিষ্ট—অর, গ্রহণী ও রক্তাতিসারের প্রসিদ্ধ ঔষধ।

অহিকেনাসব।

মটলফুলের মত ১২৪ সের, অহিকেন ১/১ সের, বৃতা, জারকল, ইন্দ্রধর ও এলাচি প্রত্যেক ৮ তোলা। ১ মাস আবৃতপাত্রে রাখিয়া তৎপর ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ৪০ তোলা। অবস্থান্তরে হাগহুদ্ব প্রকৃতিসহ পান করা যায়। ইহা উগ্রঅতিসার ও প্রেবল বিষটিকা নিবারক।

প্ৰথা—শিত্তাতিসারে বাহা পথারূপে নির্দিষ্ট হইরাছে, ইহাতেও তাহাই প্রযোজ্য। ইহাতে হাগহুদ্ব প্রস্তুত। হাগহুদ্ব অতিসারনাশকজব্যাবারী শাক করিয়া লইলে বিশেষ ফলপ্রদ হয়। অথবা ইহা ও শুণ জল দ্বারা শাক করিয়া লইবে। মাদেশ্য এবং অভ্যন্ত আয়ের গুরুশাক জব্য অশব্য।

অর প্রবাহিকা চিকিৎসা।

বালক ভাবায় ইহাকে “আমাশা” বলে। ইহাতে পেটে অভ্যন্ত কামড়ানি, বারবার বেগ এবং বায়ুর অভ্যন্ত বিবন্ধতা থাকিলে কচিবেলপোড়া, ইক্ষুগুড়, তিলতৈল, পিণ্ডুল ও ভট্টচূর্ণ একত্রে লেহন করিবে। পুরাতনপ্রবাহিকায় পিণ্ডুল অথবা মরিচচূর্ণ ১/১ আশা, লরনের পূর্বে হাগহুদ্ব সহ পান করিলে বিশেষ উপকার হয়। কচিবেলপোড়া এবং তৎপর নিম্বল তিলবাটা দ্বিধি সহ দ্বারা (অভাবে দ্বিধি দ্বারা) লেহন করিলেও প্রবাহিকা বিনষ্ট হইয়া থাকে। লোণ, মরিচ, বেগুণ্ড, ইক্ষুগুড় ও তিলতৈল একত্রে লেহন করিলে প্রবাহিকা বেগ নিবারিত হয়।

প্রবাহিকাত্তেও পূর্বের ভায় আমলক্য এবং পঙ্কজক্য নির্বহ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহার চিকিৎসা সেন্সাতিসারের ভায়। পঙ্কজক্য প্রবাহিকারিজেসহ বিশেষ ফলপ্রসূ। সাধারণতঃ লবণ ও তিক্তরসে অতিসারের সৃষ্টি হয়, কিন্তু কারসব্যে তাহা হয় না। গ্রহণীয়োগে সে সকল ঔষধ লিখিত হইবে, অবস্থাবিশেষে তাহাও অতিসারে ব্যবহৃত হইতে পারে।

প্রবাহিকারিলেহ ।

কুটুং ছাল ১/১ পোরা, জল ১/২ সেহ, শেব ১/১ পোরা; দাক্ষিণের খোলা ১/১ পোরা, জল ১/২ সেহ, শেব ১/১ পোরা; বেলক'ড ১/১ পোরা, জল ১/২ সেহ, শেব ১/১ পোরা; খসে ১/১ পোরা, জল ১/২ সেহ, শেব ১/১ পোরা। এই ৪টা কাথ মিশ্রিত করিয়া নূতন সুংগাজে পুনঃ পাক করিবে এবং লেহবৎ হইলে উহা সামাইয়া ১২ আউন্সে ২ আউন্স "স্পিরিট" মিশাইয়া রাখিবে। মাত্রা ১ তোলা হইতে ২ তোলা। অস্থান—হাগহুড, আতপচাউল যোরা জল ইত্যাদি।

রক্তমিশ্রিত প্রবাহিকার সৃষ্টিযোগ ।

ডালিমের কচিপাতা ১ তোলা, উঁতুলের কচিপাতা ১ তোলা, জায়ের কচিপাতা ১ তোলা ডালিমের কচি ১ টি ও অীরেচুর্ন ১০ সিকি, জল ব্যায়া বাটরা ১০ সিকিমাত্রার শীতলজল সহ দুই ঘণ্টা পর ২ সেবা।

সর্বপ্রকার অতিসারের শেব অবস্থার বা গ্রহণীতে বিশেষশ্বরস বিশেষ ফলপ্রসূ।

শিষ্টশ্বরস জল ।

জাতিফল, লবক, ইল্লব, আটৈব, সূতা, দাকটিলি, কর্পূর, হিজুল, অহিকেন ও ধাঁইজুল প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণতন্ত্র ১০ তোলা, হাগহুডে সর্বন করিয়া ২ রতি বটা করিবে। অস্থান—হাগহুড প্রভৃতি। ইহার পথ্যাপথা সেন্সাতিসারের ভায়।

যজ'১৫২ বৈদলং শূলী কুষ্ঠীমাংসং অন্নী জ্বরং ।

সর্বজ্বরমভীসারী সর্বক তরুণজরী ॥

অর্থাৎ শূল্যোগী সর্বপ্রকার ডাল, কুষ্ঠ্যোগী সর্বপ্রকার মাংস, কন্নারোগী জীৱদ্যান ও জীৱদ্যানাদি, অতিসারযোগী সর্বপ্রকার জ্বরজব্য এবং তরুণজরী সর্ববিধ জব্য ভোগ করিবে অর্থাৎ লভন দিবে। এইটা সাধারণ নিয়ম। সুতরাং শূলে—কাঁচামুগের কোল, কুষ্ঠে—জাফল মাংস, অতিসারে—খইমুগাদি এবং তরুণজরে—বাণি প্রভৃতি অবিকল্প। প্রবাহিকার শেব অবস্থার পরাবত, কুটুং প্রভৃতির মাংসবৃৎ পথ্যরূপে প্রদান করা হয়।

সর্বপ্রকার অতিসারেই দান, অভ্যাস, অবগাহন, তরপাক বা নিঃস্রব্য তরপ, অতি রক্তিম, ব্যাধান ও অধিনতাপ অহিতকর।

অম গ্রহণী চিকিৎসা

দোষ গ্রহণীনাড়ী আশ্রয় করিয়া এইরোগ উৎপন্ন করে। গ্রহণীনাড়ীর নৌরীল্যহেতু এইরোগ উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে গ্রহণীরোগ বলে। অতিসারের পর অপথাহেতু গ্রহণীনাড়ী দূষিত হইলেই তাহাকে গ্রহণী বলা যায়। বিনা অতিসারেও কঠাৎ গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হইতে পারে। অগ্নিবলই গ্রহণীনাড়ীর বল। অগ্নিমান্দ্যই গ্রহণীরোগের কারণ। সুতরাং অগ্নিদীপক ঔষধ ইহাতে প্রযোজ্য। গ্রহণীনাড়ী পক্ষাশ্রয় ও আমাশয়ের মধ্যে অবস্থিত। অপর অগ্নকে বারণ করা এবং পক্ষ অগ্নকে অধঃপ্রেরিত করাই ইহার কার্য। অপর অগ্নকে গ্রহণ অর্থাৎ ধারণ করে বলিয়াই এই নাড়ীর নাম গ্রহণী। সুতরাং গ্রহণীনাড়ী পিত্তদ্বারা কলানামে অভিহিত হইয়াছে। অতিসারেও গ্রহণীর শক্তিরূপ অগ্নির মনতাহেতু গ্রহণী কঠিনতা হওয়ার উদার বারণা শক্তি কমিয়া যায়। এতকালই অতীব নিঃসরণ হইতে থাকে এবং এই জন্যই অতিসারেও প্রথমাবস্থায় অগ্নিজনক ঔষধের ব্যবহা করা হইয়াছে। অতিসার ও গ্রহণী একজাতীর ব্যাধি। সুতরাং অবস্থাবিশেষে অতিসারোক্ত ঔষধ গ্রহণীতেও প্রযুক্ত হইতে পারে। এই রোগে অতিশয় সঙ্কোচকঔষধ ব্যবহার্য নহে। কারণ তাহাতে শেষে দমকাত্তদ বা উদরের আত্মান হইবার সম্ভাবনা। এইরোগ বাত-প্রধান সুতরাং ইহাতে অধোবায়ুর অসুসোমক ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। এইরোগে অগ্নির মুহুতাহেতু ভুক্তজব্যের রনভাগ আমে পরিণত হইয়া নিঃসৃত হইতে থাকে; কোথাও বা অন্ন বিদগ্ধ (অন্নভাশ্রাণ্ড) হইয়া উর্দ্ধপ্রেরিত বা বাত হইয়া থাকে। রসের অন্নতাহেতু যোগী ক্রমে ক্ষীণকার হয়। অগ্নিমান্দ্যাহেতু ভুক্তজব্যের পরিপাক না হওয়ার উদর আত্মাত এবং সান্নাৎ মল নিঃসৃত হয়। অতিসারের দ্বার গ্রহণীতেও সামদোষ ও নিরাম দোষ বিবেচনা পূর্বক ঔষধ নির্ধারন করিবে। সামদোষগ্রহণীতে পাচক ঔষধ ব্যবহের। আমরস শরীরে ব্যাপ্ত হইলে, বমন ও বিরেচন ঔষধ দ্বারা আমাশয় শুদ্ধ করিয়া পাচক ও দীপক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে পক্ষকোলসাধিত অন্ত্যস্ত লঘুঅন্নপান ব্যবহের।

এই অবস্থায়, হাতে, পায়ে ও মুখে প্রায়শঃ শোথ হইয়া থাকে। গ্রহণীতে উজ্জ্বল স্নেহ তক্র অতীব হিতকর পথ্য; পরন্তু বর্দ আমরস বা শোথ না থাকে তবে অমৃদুতস্নেহ তক্রই বিশেষ উপকার হইয়া থাকে; গ্রহণীর প্রথম অবস্থায় চিত্তকান্দি ও ভীক। অতিশয় কলপ্রব। ইহা দীপক, পাচক এবং প্রত্যবে গ্রহণী নাশক।

বাতাবিক গ্রহণীতে বেগলতীঠূর্ণ ১০ আনা, শুঠীঠূর্ণ ৩ রতি ইক্ষুগুড় ১০ আনা একত্রে লেহন করিয়া পরিশেষে ষোল পান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

জাম, দাড়িম, পাণিকল, আকনাদি ও কাঁচড়া ইহাদের পাতা দ্বারা কচিবেল বেটন ও দৃঢ় করিয়া বথোপযুক্ত জলসহ সিদ্ধ করিবে। পশ্চাৎ উহা পর্যায়িত করিয়া, বিছদন ইক্ষুগুড় ও কিকিৎ শুঠীঠূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা মাজার দেবন করিবে।

বক্তাভবক থাকিলে শুঠীঠূর্ণ মিশ্রিত করা কৰ্ত্তব্য নহে। অনেকের মতে এই ঔষধ

সেবনাত্মক উৎপাদনাবিধি জল পান করা বিধে। ইহা অভিসার ও গ্রহণীমানক।
 বাতপ্রধান গ্রহণীতে তজ্জাতকক্ষার, বার্তাকুণ্ডিকা, নারিকাতুর্ণ, কল্যাণলেহ,
 মহাশঙ্খবটী, ভাস্করলবণ, দশমূলগুড় ও তজ্জারিষ্ট প্রযত। পুরাতন অবস্থার
 বিলম্বভুক্ত, চান্দ্রেরীষ্মত ও মহাবটপলকযুক্ত বিশেষ উপকারী। ত্রিদোষগ্রহণীতে
 ১ ভাগ মরিচ ২ ভাগ তঁঠ, ৩ ভাগ কুটমহাল চূর্ণ, একত্রে মিলাইয়া ১০ আনা মাজার
 ইক্ষুগুড় মিশ্রিত ঘোল সহ পান করিবে। যদি গ্রহণীতে শোণ উৎপন্ন হয়, তবে জল
 লবণ বদ্ধ করিয়া—“রসপল্লী” ব্যবহার করিবে। সংগ্রহ গ্রহণীতে ‘কল্যাণগুড়, মেথীমোদক,
 সংগ্রহ গ্রহণীকপাট ও গ্রহণীশার্দুলরস বিশেষ উপকারী। পূর্কোক্ত ভুবনেশ্বর
 সর্কবিষ গ্রহণীর মহোদধ। শোণযুক্ত গ্রহণীতে “লোহিতচূর্ণ” ব্যবহার করিলে বিশেষ
 কললাভ হয়। গ্রহণী—দ্রীহা, বক্তৃৎ ও সরযুক্ত হইলে “লকায়তপল্লী” বা “বর্ণপল্লী” ব্যবহার
 করিবে। আমগ্রহণীতে মহাশঙ্খবটী, মহারাজনৃপতিবল্লভ, জীরকাতুর্ণ ও পুরাতন
 গ্রহণীতে—গ্রহণীকপাটরস, কাসেম্বরমোদক ও স্বর্ণপল্লী অতীব হিতকর।

হৃদিকা, প্রদর, জীর্ণমর ও বিষমজরযুক্ত গ্রহণীতে বৃহৎ জীরকাদিমোদক গব্যচূর্ণ
 ও চিনি সহ সেবন করিলে বিশেষ কললাভ হয়। আমাষিত ও অতিরিক্ত তেজযুক্ত
 গ্রহণীতে বেণুতঁঠের কাণ সহ গ্রহণীশার্দুলবটী ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয়।
 বেক ২ বালকদের অভিসার, গ্রহণী ও ক্রিমিজন্য প্রকৃতিতে যথোক্ত অস্থানে মহাগন্ধক
 ব্যবহা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা অনেকস্থলে এই ঔষধ পূর্কোক্ত অবস্থার ব্যবহার
 করিয়া হতাশ হইয়াছি। উল্লিখিত ক্রিয়াধারা যদি তত্তৎ গ্রহণীতে উপকার না হয়, তবে
 মহারাজনৃপতিবল্লভ হাগ তজ্জাহুপানে প্ররোগ করিবে। বটীষ্ম গ্রহণীতে কল্যাণ-
 গুড়, দশমূলগুড়, তজ্জারিষ্ট, মহারাজনৃপতিবল্লভ, আয়ামকান্তি,
 বৃহৎগ্রহণীমিহিরতৈল, বিল্বতৈল, বিষ্ণুতৈল ও নারায়ণতৈলের সমভাগ হিতকর,
 বাতপ্রধান গ্রহণীতে যদি আমাষ না থাকে, তবে কঞ্চটাবলেহ প্ররোগ করিবে।
 যদি গ্রহণীতে প্রবল শোণ ও জর থাকে তবে ত্রুক্ষুবটী ব্যবহার করান বাইতে
 পারে; কিন্তু ইহা প্রথম অবস্থার প্রযোজ্য নহে। প্রথম অবস্থার রূপপল্লী ও
 পুটপাক বিষমজরাস্তক লৌহ ব্যবহার। পুরাতনগ্রহণীতে বায়ুর প্রাবল্য অধিক
 হইলে বিল্বতৈল বা দাড়িম্বাত্ততৈল তলপেটে বা সর্কালে মাশিল করিবে। গ্রহণীতে
 অগ্নিগৈবয্য হইলে মধ্বরিক্ত পরম হিতকর। বাতপ্রধান গ্রহণীতে পুরাতনগ্রহণীতে গ্রহণী-
 বজ্রকার মহোপকারী। চূর্ণল ও গ্রহণীশীড়িত রোগীর পক্ষে প্রদীপন মেহই পরম
 ঔষধ। যদি মন্দাগ্নিরোগী অবিপক পুরীষ ভোগ করে, তবে দীপনীর ঔষধ ব্যবহার্য।
 যে ব্যক্তি মলের কাঠিভবনতঃ অতিকষ্টে পুরীষ ভোগ করে, সে প্রথম করেবদার

দীপনীয়স্বত ও ঠৈকবলবণস্বত অল্পের অনুগ্রাস তক্ষণ করিবে। অতিসেহ (চালেরী স্বতাদি) সেবন হেতু অগ্নিমান্দ্য হইলে সেহসেবন বন্ধ করিয়া, দীপন ও পাচন ঔষধ এবং আগ্নে ব্যবহার করিবে।

ভজাতকক্ষার।

শোষিতভজাতক, (অভাবে রক্তচক্ষন) ত্রিকটু, ত্রিকলা, ঠৈকব, সচললবণ ও বিটলবণ প্রত্যেক ২ পল। এই সকল দ্রব্য সুঁটের আশুনে অস্তধূমে তপ্ত করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে। এই ক্ষার স্বত সহ ৮০ আনা বাজার লেহন করিবে। ভোজ্যদ্রব্য সহ স্বত দ্বারা মর্দন করিয়াও ইহা ব্যবহার করা যায়। কেহ কেহ এই ক্ষার বাজনে নিক্ষেপ করিয়া ব্যবহার করেন। এই ঔষধের অচিন্ত্য প্রভাবহেতু, ইহা সর্বপ্রকার গ্রহণীতেই প্রয়োগ করিতে পারা যায়। এই ঔষধ বাতজ গ্রহণীর মহৌষধ।

চিক্রকাদি শুড়িকা।

রক্তচিত্তেবুল, পিপুলবুল, ববক্ষার, সাতিকার, পকলবণ, ত্রিকটু, হিং, বহানী ও চই প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ। টাবালেবুল চলে বা দাড়িমের রসে মর্দন করিয়া ৩।৫ রতি বটী করিবে। কুলন্তঠের কাথে অথবা আহাররসে দাড়িয়াও বটী করিবার বিধি আছে। এই ঔষধ সর্বপ্রকার গ্রহণীর প্রথম অবস্থার প্রয়োগ করা যায়। ইহা আমশাচক, অগ্নিদীপক ও বেদনা নাশক। অনুপান—নীতল জল। আমযুক্ত গ্রহণীতে বা বাত প্রধান গ্রহণীতে এই ঔষধ বিশেষ কলদায়ক।

বার্তাকু শুড়িকা।

মনসাগীজের শুককাঙ ৪ পল, ঠৈকব, বিট ও সচললবণ প্রত্যেক ১ পল শুকবেগুন ৪ পল, শুক আকন্দমূল ৮ পল, শুক রক্তচিত্তে বুল ২ পল। এই সকল দ্রব্য অস্তধূমে দগ্ধ করিয়া বার্তাকু স্বরসে মর্দন করতঃ ৩।৫ রতি বটী করিবে। আহারান্তে পরম জল সহ এই ঔষধ সেবন করিবে। ইহা দ্বারা গ্রহণী, বিনুচী ও অগ্নিমান্দ্য নষ্ট হয়।

বাত প্রধান পুরাতনগ্রহণীতে—বিলুগর্ভ স্বত

মুছিত স্বত ৮৫ সের, প্রবণোটলীবন্ধ ময়ুর ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের ককার্ধ—বেলতঠ ৮১ সের, শেব পাকার্ধ জল ১৬ সের। মনুকাথ পর্য্যবিত হইলে দূষিত হয়। সুতরাং পর্য্যবিত কাথ দ্বারা স্বত শাক করিবে না। কেহ ২ বলেন অন্নভাবাপন্ন না হইলে কাথ দূষিত হয় না। বাজা ১০ সিক হইতে ৪০ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান—একছটাক উক দ্রব।

চালেরী স্বত।

মুছিত স্বত ৮৫ সের, ককার্ধ—তঠ, পিপুলবুল, রক্তচিত্তেবুল, পলপিপুল, গোক্ষুর, পিপুল, ধনে, বেলতঠ, আকন্দাদি ও ইয়ানী মিলিত ৮১ সের, আমকলিরস ১৬ সের, দধিরসাত ১৬ সের, শেবপাকার্ধ জল ১৬ সের। ইহা দ্বারা অশ্বঃ শুদ্রাণ্যে ও বাতপ্রধান বা বাতশ্লেষপ্রধান গ্রহণী আধোগ্য হয়।

অহাষট্‌পলক স্রুত ।

দুর্জিত স্রুত ১৪ সের, ককর্ষ—সচললবণ, সৈন্ধব, পককোল, তবুয়া, বট, বমানী, ববকার, হং, জীরে, সান্তারীলবণ, ককজীরে ও বমানী প্রত্যেক ৪ তোলা, পাঁকার্ঘ—আদার রস, চুক্র, চুক্র, দধিরমাত, কঁাজি ও বনমুলের কাথ প্রত্যেক ১৪ সের। চুক্রসংক্রান্ত বিধি । বধা—একটি পরিষ্কার ভাঙে শুষ্ক ১। পোরা বধু ১৪ সের, কঁাজি ১১ সের ও দধিরমাত ১২ সের একত্র করিয়া মুখ আবৃতকরতঃ বাস্তরাশির মধ্যে স্থাপন করিবে। তৎপর অগ্নিবাদ হইলে চাঁকিয়া লইবে।

কঁাজি সংক্রান্ত বিধি । বধা—কুট্টিত আতুখাত ১২ সের জল ১৬ সের, খত খত কচিমূল ১। পোরা । অগ্নিবাদ মা হওয়া পর্য্যন্ত কয়েকদিন মুখ ঢাকিয়া রাখিয়া, পশ্চাৎ চাঁকিয়া লইবে। সাধারণ লোকে ৮ গুণ জলে ভাত ঢাকিয়া রাখিয়া, অগ্নিবাদ হইলে চাঁকিয়া লইয়া থাকেন এবং সেই জনকেই কঁাজি, অন্নজল বা “আবজল” নামে অভিহিত করেন। কাপার্ঘ—বনমূল ১২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ১৪ সের। প্রথমে আদাররস ও বনমুলেরকাথে পাক করিয়া পশ্চাৎ বথাক্রমে বথাবিধানে চুক্র, কঁাজি, দধিরমাত ও চুড়ে পাক সমাধা করিবে। উক্তর পরেও কেহ কেহ ১৬ সের জল দিয়া শেষ পাক করিয়া থাকেন। পুরাতন গ্রহণীকে জীর্ণজ্বর থাকিলে এই স্রুত ব্যবহার্য্য। উহাতে আমাশুলক নিবারিত হয়।

কল্যাণবটী বা কল্যাণগুড় বা কল্যাণলেহ ।

জল তৈল ১১ সের, তেউড়ীমূল চূর্ণ ১১ সের, একত্রে জৈবৎ ভষিত করিয়া তন্মধ্যে ১৬ সের ঠুঙ্গুগুড় দ্বারা আলোড়িত ১২ সের আমলকীর কাথদিয়া পাক করিয়া লেহবৎ হইলে শিশুশূল, জিরে, চই, ত্রিকটু, গজপিপুল, তবুয়া, বমানী, বিড়ল, সৈন্ধব, ত্রিকলা, বমানী, আমলকী, চিত্তেমূল ও ধনে প্রত্যেক ৮ তোলা প্রাক্কপ দিয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া দীতল হইলে, তন্মধ্যে দারুচিনি, এলাচি ও তেজপাতা চূর্ণ প্রত্যেক ৮ তোলা মিশাইবে। সান্তারী ৮ তোলা। অস্থপান—ছাগছত্র বা বধু। ইহা সর্ববিধ পুরাতন গ্রহণীর বিশেষতঃ জগ্রহগ্রহণীর মহৌষধ। ইহাকে বটী করিলে ক্ষয়ক্ষয়জনিত এবং লেহবৎ রাখিলে কল্যাণলেন্দ্র হইবে। এই ঔষধ উদররোগে ব্যবহৃত হইতে পারে।

রসপঞ্জী ।

গব্যস্থতাক্র লৌহদ্রব্যীতে (লৌহার হাতার) অর্থাৎ ময়ূপ কঙ্কালী, কুলকাঠের কলার অধিতে প্রযোজ্য করিয়া, সস্তোগোময়ের উপরি নিপাতিত বিচেকলার কচিপাতার ঢালিয়া অল্প একখানি কদলী পত্রের গোময়পিণ্ড রাখিয়া পোটলা করতঃ উহার উপরে চাপদিয়া পদটি প্রস্তুত করিবে। একখানি লৌহদ্রব্য দ্বারা কঙ্কালী সঞ্চালিত করিতে থাকিবে এবং যখন শিঙাকার হইবে তখন কদলীপাতার ঢালিয়া চাপ দিতে হইবে। শিঙাকার না হইলে পদটি হইবে না। বিচেকলারপাতা, গব্যস্থত ও সস্তোগোময়ের ব্যতিক্রম ঘটিলে অনেক সময়

পল্লী প্রস্তুত হয় না। কাষ্ঠান্তরে জ্বীকৃত করিয়া পল্লী করিলে গুণের হ্রাস হয়। কজলী, নুতন বা অমৃগ না হইলে ও পল্লী হইবে না। ইহার মাত্রা ২ রতি। এই ঔষধ প্রাতঃকালে (অর্দ্ধগ্রহরের মধ্যে) ব্যবহার্য। অহুপান—গ্রহণী বা অতিশয়ে, দুগ্ধ বা যুতায়রস এবং শোথে বেশপাতারস। এই ঔষধ সেবনকালে দুগ্ধের পথা এবং লবণ ও অলসর্কস্তোভাবে বর্জনীয়। পিপাসায় দুগ্ধ এবং অলহা পিপাসায় অন্নপরিমাণ ভাবের অল পান করিতে দিবে। লবণ ব্যবহার করা নিত্যান্ত আবশ্যক বোধ হইলে মাণকচূররসে মৈদ্রব গন্ধ ও তুফ করিয়া অন্নমাত্রায় ব্যবহার করিবে। এই ঔষধ ব্যবহার কালে ক্ষুধার বেগ সহ্য করা নিষিদ্ধ, হস্তঃ ক্ষুধা বোধ করিলে দুগ্ধ বা দুগ্ধায় বাইতে দিবে। দুগ্ধের সহিত কিঞ্চিৎ মিত্রচূর্ণ ব্যবহার করা যায়। পীড়ার নিবৃত্তি হইলেও ক্রমশঃ অলপান সহ্য করান প্রেরণ্য। হঠাৎ অধিক শীতলজল সেবনে পুনঃ শোণ হইবার সম্ভাবনা থাকে। যে সকল নিয়ম লিখিত হইল, তাহা শোথে অবশ্য পালনীয়। এই ঔষধ ব্যবহার কালে দুগ্ধ সেবন না করিলে শরীর বিম্ব কিম্ব করে ও অবসাদপ্রাপ্ত হয়। ইহা সেবনকালে বিদাহিজব্য, কলা, মূলক, সর্বপতৈল, মৃৎস্ত, অলপপ্রাণী ও পক্ষীর মাংস তক্ষণ এবং জীংসর্গ নিষিদ্ধ। বাতশ্লেষ্মাধান গ্রহণীতে, দ্বত ও মধু সহ ঔষধ সেহন করিয়া হিং, জীরে ও ত্রিকচূর্ণ তক্রসহ পান করিবে। গ্রহণীতে গদম জল শীতল করিয়া অন্নমাত্রায় ব্যবহার করা বাইতে পারে। বথাবধরূপে পল্লী প্রস্তুত হইলে, উহা ময়ুর পুঙ্কের জার চাকচিকাশালী দুষ্ট হয়।

পক্ষানন পল্লী।

গন্ধক ৮ তোলা, পারদ ৪ তোলা, লৌহ ২ তোলা, অন্ন ১ তোলা ও তাত্র ৪ তোলা; কজলীর সহিত এই সকল উত্তমরূপে মাড়িয়া পূর্ববৎ পল্লী করিবে। অহুপান—দ্বত ও মধু। অস্তান্ত অহুপানেও এই ঔষধ ব্যবহার করা যায়।

পক্ষামৃতপল্লী।

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা, লৌহ ৪ তোলা, কড়িভয় ১০ সিকি, অন্ন ১০ সিকি মতুর ৮০ আনা। এই সকল দ্বারা বথাবিধি পল্লী করিবে।

স্বর্ণপল্লী।

পারদ ৮ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা উত্তমরূপে মর্দমাতে একীকৃত হইলে, তাহাতে ৮ তোলা গন্ধক মিশাইয়া কজলী করতঃ পূর্ববৎ পাক করিবে।

নাগিকচূর্ণ।

পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১৪ তোলা, (অর্থাৎ মিলিত ৭৪ তোলা) ত্রিকচূর্ণ প্রত্যেক ২ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, পারদ ৪ তোলা, সিদ্ধিগতচূর্ণ ১৪ তোলা। মাত্রা ৮০ আনা। অহুপান—কাজি।

গ্রহণীশাদ্দী চূর্ণ ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অস্ত্র, হিং পঞ্চলবণ, হরিদ্রা, দাক্ষিণী, কুড়, বচ, মৃত্তা, বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, ত্রিকলা, চিত্তেদুল, বম্বাণী, বনবম্বাণী, গজপিপুল, ববকার, সার্চিকা, সোহাগা, গুণ্ডম (কুণ) এবং সর্ষপচূর্ণসম সিকিচূর্ণ । মাত্রা ১০ আনা হইতে ৮০ আনা । অস্থপান—আতপতগুলোদক ।

জীরকাদি চূর্ণ ।

জীরে, সোহাগায় বৈ, মৃত্তা, আকনাদি, বেগুনঠ, ধনে, শালা, শুল্কা, দাড়িমেরখোশা, কুটমহাল, বরাকান্তা, ধাইকুল, ত্রিকটু, দাক্ষিণী, এলাচি, তেজপাত, মোচরস, ইলবধ অস্ত্র, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক সমভাগ, জায়ফল সর্ষপচূর্ণসম । মাত্রা ১০ আনা । অস্থপান—আতপতগুলোদক । ইহা আমাতিসার ও আমগ্রহণীতে বিশেষ ফলদায়ক ।

মেথীমোদক ।

ত্রিকটু, ত্রিকলা, মৃত্তা, জীরে, কৃষ্ণজীরে, ধনে, কটুকল, কুড়, কাঁকড়াশূণী, বম্বাণী, সৈন্ধব, বিটলবণ, তালীশপত্র, নাগকেশর, তেজপাত, দাক্ষিণী, এলাচি, জায়ফল, জাতিফুল, জৈত্রী, লবঙ্গ, সুয়ামাংসী, কর্পূর ও রক্তচন্দন প্রত্যেক সমভাগ, মেথীচূর্ণ সর্ষপসম । পুরাতন ঈক্ষুশুষ্ক এই সমস্ত জিনীসের দ্বিগুণ লইয়া যথাবিধি পাক করতঃ মৃত্তা বা মাড়িরা মোদক করিবে । এই ঔষধ ২০ তোলা মাত্রায় মধুসহ সেব্য ।

কামেশ্বরমোদক ।

আমলকী, সৈন্ধব, কুড়, কটুকল, গিণুল, তুঁঠ, বম্বাণী, বনবম্বাণী, বটীমধু, জীরে, কৃষ্ণজীরে, ধনে শটী, কাঁকড়াশূণী, বচ, নাগেশ্বর, তালীশপত্র, দাক্ষিণী, তেজপাত, এলাচি, মরিচ, হরীতকী ও বকেড়া, প্রত্যেক সমভাগ । তে ঔষধ তত্ত্বিত বীজসহস্রসিকিচূর্ণ সর্ষপসম এবং সর্ষপসমষ্টির দ্বিগুণ চিনি লইয়া যথাবিধি পাক করিবে । মৃত্তাভাজিত ত্রিকটুচূর্ণ ও কর্পূর মোদকের সহিত মিশাইয়া রাখিবে । তৈল ও কর্পূরের পরিমাণ প্রক্ষেপ্য কোনও একটি প্রবোর সমান । ঔষধ ব্যবহার করিবার সময় মধু ও মৃত্তা মাড়িরা লইবে । অস্থপান—উষ্ণ দুগ্ধ । এই মোদক শিত, বৃদ্ধ ও হৃৎকল ব্যক্তিকে ব্যবহার করাইবে না । ইহা বিশেষ উত্তেজক এবং জঠরীতে বিশেষ ফলপ্রদ ।

মুস্তাচ মোদক ।

ত্রিকটু, ত্রিকলা, চিত্তেদুল, লবঙ্গ, জীরে, কৃষ্ণজীরে, বম্বাণী, বনবম্বাণী, মৌরী, শুল্কা, পান, শতমূলী, ধনে, দাক্ষিণী, এলাচি, তেজপাতা, নাগকেশর, বংশলোচন, মেথী, জায়ফল প্রত্যেক ২ তোলা, মুস্তা ৪৮ তোলা, চিনি সর্ষপদ্বিগুণ । মাত্রা—বালকের পক্ষে ৮০ আনা । অস্থপান—ছাগদুগ্ধ বা আতপতগুলোদক । ইহা বৃদ্ধ, গণ্ডিষ্ট ও বালকের পক্ষে বিশেষ উপকারী । আম, অকণ্ট ও বিন্ধ্যাতকাত ইহা ফলদায়ক ।

বৃহৎ জীরকাদি মোদক ।

জীরে, ককজীরে, কুড়, শুঠ, পিপ্পল, মরিচ, ত্রিকলা, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাচি, নাগকেশর, বংশলোচন, লবঙ্গ, নৈলজ, রক্তচন্দন, বেতচন্দন, কাকোণী, ক্ষীরকাকোণী, জৈত্রী, জারকল, বড়িমধু, মৌরী, তটামাংসী, সুতা, সচলগবণ, শর্টী, ধনে, বৃদ্ধনারকবীজ, সুরামাংসী, কিসুমিস, মথী, শুদকা, পল্লকাঠ, মেথী, দেবদারু, বালা, মালুকা, সৈন্দব, গন্ধশিপুল, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু, কুম্মুদখোটি, প্রত্যেক ১ ভাগ, লৌহ, অত্র ও বজ্র প্রত্যেক ২ ভাগ, ভট্টজীরকচূর্ণ সর্বসম এবং চিনি সঙ্গবিগুণ । পাকান্তে বৃত্ত ও মধু দ্বারা মাড়িয়া মোদকাকার করিবে । মাত্রা ১০ তোলা । অহুপান—গোহৃৎ ও চিনি ।

ঐষুষ্যল্লীরস ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অত্র, রৌপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক, রসাজন, সোহাগা, লবঙ্গ, রক্তচন্দন, সুতা, আকনাদি, জীরে, ধনে, বরাক্রান্তা, আটৈব, লোধ, কুটলছাল, ইন্দ্রবব, দারুচিনি, শুঠ, মিমছাল, জারকল, সুতুরাবীজ, দাড়িমছাল, বরাক্রান্তা, খাইফুল ও কুড় প্রত্যেক ১০ তোলা ; কেশরাজ রসে ভাবনা দিয়া ছাগহৃৎ পেষণ করতঃ ৩ রতি বটী করিবে । অহুপান—শোড়াবেল ও ইক্ষুভুড় । ইহাতে অমাতিসার, একাতিসার ও গ্রহণী আরোগ্য হয় ।

গ্রহণী শার্দূল বটী ।

জারকল, লবঙ্গ, জীরে, কুড়, সোহাগা, বিটলগণ, দারুচিনি, এলাচি, শোধিত সুতুরাবীজ ও অহিকেন প্রত্যেক সমভাগ ; গন্ধতামালিয়ার রসে মর্দনাতে ২ রতি বটী করিবে । অহুপান—সুতারস, গন্ধতামালিয়ার রস ইত্যাদি ।

গ্রহণী কপাটরস ।

রৌপ্য, মুক্তা, স্বর্ণ, লৌহ, প্রত্যেক ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, পারদ ৩ ভাগ, কপিথত্র রসে (কহেন্দবেলের পাতার রসে) গাঢ় মর্দনাতে বৃগশৃঙ্গাতান্তরে স্থাপিত করিয়া মধ্যপুটে পাক করিবে । অনন্তর, বেড়লার রসে ৭ বার এবং আপাং, লোধ, আটৈব, সুতা, খাইফুল, ইন্দ্রবব ও শুদকা ইহাদের বথাসত্ত্ব বরস বা কাখে ক্রমাগত ৩ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে । অহুপান—মরিচ চূর্ণ ও মধু ।

বৃহৎ মহাগন্ধক ।

স্বর্ণ, রৌপ্য, অত্র, জারকল, লবঙ্গ, নিমপাতা, জৈত্রী, লৌহ, প্রত্যেক একভাগ, রসপত্রী ২ ভাগ, নিমপাতার রসে উত্তম রূপে ধল করিয়া ঝিল্লকে পুটপাক করিবে । মাত্রা ২ রতি । অহুপান—ছাগহৃৎ । ইহাতে বালকের গ্রহণী, অতিসার, ক্রিমি ও জ্বর প্রভৃতি আরোগ্য হয় ।

সংগ্রহ গ্রহণী কপাটরস ।

মুক্তা, স্বর্ণ, পারদ, গন্ধক, সোহাগা, অত্র, কড়িতম্ব, বিষ প্রত্যেক সমভাগ, অন্তর সর্বসম, আটৈবের কাণে ভাবনা দিয়া পিত্তাকার করিবে । পশ্চাৎ মৃগবস্ত্রখণ্ড দ্বারা বেটন

করতঃ দুই মণ্ডো হাগল পূর্বক বখাবিধানে দুইটের আঙনে দুই প্রহরকাল গজগুটে পাক করিবে এবং দ্বিতল হইলে উর্দ্ধ করিয়া খুড়রা, চিতে ও তালমুলীসে ভাবনা দিয়া দুই রতি বটা করিবে। অহুপান বাতাবিকো—মৃত ও মরিচ, পিডাধিকো—পিপুল ও মধু, ককাধিকো—শিঙিপত্ররস বা জিকটুর্চ ও মৃত। ইহা কর ও অরম্ভকঅভিগার ও গ্রহনীতে বিশেষ কলপ্রদ।

মহারাজ নৃপবল্লভ।

বর্ষাধিক, লৌহ, অত্র, বন, রৌপ্য, স্বর্ণ, পিপুলমূল, বনানী, দাকটিনি, তামা, তুঠ, মোহাঙ্গা, সৈকব, বালা, মৃত্তা, ধনে, পকক, পায়স, কাঁকড়াপুলী, কর্পূর প্রত্যেক ১ মাধা (১০ আনী), তিং ২ মাধা মরিচ ৪ মাধা, জারকল, লৈজী, লবন, ভেজপাত প্রত্যেক ১ তোলা নাতিশব্দ ৪০ তোলা, বিড়ল ৪০ তোলা বিব ২ মাধা, মোটএলাচির দানা ১২০০ বারতোলা ছর আনা, বিটলবন ৪ তোলা। হাগছড়ে পেষণ করিয়া ৪ রতি বটা করিবে। এই ঔষধ গ্রহণী অধিকারে বৃষ্টকল।

দশমূল গুড়

দশমূল ১২৪ সের, জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের। এই কাখে, পুয়াতন ইক্ষুগুড় ১২৪ সের ও আদারস ৪ টারিসের মিশ্রিত করিয়া পাক, করতঃ লেহবৎ বন হইলে পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, তুঠ, হিং, ভেগারমুটী, বিড়ল, বনবনানী, বনফার, সাচিকার, চিতেমূল, চই ও পকলবন প্রত্যেক ১ পল পরিমাণ একেপ দিয়া উত্তমরূপ আলোড়ন করতঃ নামাইরা শিক ভাতে রাখিবে। মাত্রা ৪০ তোলা। ইহা পুয়াতন গ্রহণীর উৎকৃষ্ট ঔষধ।

তক্রারিক

মোল ৮ সের, ভাঙ্গাধো, শিউলাবলকী, বনানী, হরীতকী ও মরিচ, প্রত্যেক ৩ পল, পকলবন প্রত্যেক ১ পল মিশ্রিত করিয়া ৪৫ দিন রাখিবে। তদনন্তর বহুপুত করিয়া এক ছটাক মাত্রায় সেব্য।

আয়াম কাঙ্কিক

চতুর্দশগুণ জলসাপিত শিক্ত ববমও ৮ সের, ববশক্ত (ববেরছাত্ত) ৮ সের, মধ্যবিধ মূলকথও ৮ সের, (৬৪ টা) জল ৬৪ সের। একেপ্যবত্ত। বখা—বনফার, সাচিকার, তুখুক, বনবনানী, ধনে, জিলবণ, হিং, বংশলোচন ও চই প্রত্যেক ২ পল পিপুল, জীরে, হুঙ্ককজীরে, সুন্দককজীরে, রাইসর্বণ ও চিতেমূল প্রত্যেক ১ পল, মুদ্রার কলসী মধ্যে ১৫ দিবস রাখিয়া, ছাকিরা লইবে। মাত্রা ২ তোলা হইতে এক ছটাক। বাহ অর্থাৎ ১ এক্ষর সময়ের মধ্যে ভুক্তব্যয় পরিণাক করে বলিয়া, ইহার নাম আয়ামকাঙ্কিক। ইহা পরিণাক, পলবেদনা ও আশ্রয়নাশক।

ককটাবলেহ

ককটপত্র (কেচড়া পাতা) ৮ সের তালমুলী ৮ সের, জল ১৬ সের শেব ৮ সের। এই কাখে চিনি ৮ সের মিশাইরা পাক করিবে এবং চতুর্থাংশ থাকিতে বরাজ্যস্ত।

খাইফুল, আকনা, বেলতুঠ, মুতা, পিপুল, সিদ্ধিপত্র, আটতব, দবকার, সচলদল, রসাতন ও মোচরস প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করতঃ নামাইবে।
যাত্রা ১০ তোলা। অমুপান—মধু বা ছাগদুগ্ধ।

শোথ ও জ্বরযুক্ত গ্রহণীতে—তুঙ্গবটী।

শারদ, পদক, বিব, লৌহ, অত্র, তাম্র, বরিতাল, তিঙ্গুল, লিঙ্গলকার ও অতিফেন, প্রত্যেক সমভাগ, তুঙ্গবারী মর্দন করিয়া ১ রতি বটী করিবে। অমুপান—তুঙ্গ। পথ্য—তুঙ্গী।
শিশুদিগে তুঙ্গপান করিবে। ইহাতে লবণ ও জল বন্ধ নীহ। ইহার অভ্যাসে নিরম রসপঙ্কটি হয়।

লালগুড়া

বর্ষাসিন্দুর ১ তোলা, উৎকৃষ্ট বংশলোচন ১ তোলা; যাত্রা ৪ রতি। অমুপান—তুঙ্গ।
পথ্যাদি রসপঙ্কটির জায়।

লালবটী

বর্ষাসিন্দুর ১০ তোলা, বংশলোচন ১০ আনা, সোহাগার খই ১০ আনা, অতিফেন ১০ আনা এক বার মাড়িয়া ২ রতি বটী করিবে। অমুপান—তুঙ্গ। পথ্যাদি রসপঙ্কটির জায়।
ইহা উন্নয়ন যোগেও ব্যবহৃত হয়। এই ঔষধ বা দুগ্ধবটী ব্যবহার কালে নিত্যই আশ্রয়ক হইলে সৈন্ধব, কেশরাজরসে সিদ্ধ ও ভজিত করিয়া এবং জল অর্জুতা করিয়া বা সুরাযাংসৌমধিত করিয়া অঙ্গব্যাক্রান্ত ব্যবহার করিবে।

অপর তুঙ্গবটী

বিব ৫০ আনা, অতিফেন ৫০ আনা, লৌহ ১০ আনা, অত্র সর্বসম; তুঙ্গ বারী মাড়িয়া ২ রতি বটী করিবে। অমুপান—তুঙ্গ। পথ্যাদি—রসপঙ্কটির জায়।

বিস্ত্রৈল

মুঞ্জিত তৈল ১৪ সের, কাথার্থ—বেলতুঠ ১০ সের, দলমূল ১৬ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, আদারস ১৪ সের কাঁজি ১৪ সের তুঙ্গ ১৪ সের।
কড়ার্থ—খাইফুল, বেলতুঠ, কুড়, শচী, রাসা, পুনর্নবা, ত্রিকটু, পিপুলমূল, চিত্তেবুল, গজপিপুল, দেবদারু, বচ, কুড়, মোচরস, কটকী, তেজপাত, বনযমানী, জীবক, ধাতক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, কীরকাকোলী বজ্রি, বৃদ্ধি প্রত্যেক ৪ তোলা। ইহার অভ্যাসে পুরাতন গ্রহণী বিশেষতঃ স্থিতিকাপ্রিতগ্রহণী জ্বরার নিবারিত হয়।

মাড়িষাত্ত তৈল

মুঞ্জিত তৈল তৈল ১৬ সের, কাথার্থ মাড়িষের খোলা ১৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এইরূপ বাংলা, খনে, কুটকহালের পৃথক ২ কাথ করিবে। খোল ১৬ সের, কড়ার্থ—ত্রিকটু, ত্রিকলা, মুতা, চই, জীবে, সৈন্ধব, দাক্তিনি, তেজপাত, এলাচি, নাগকেশর, মৌরী, জটামাংসী, লবঙ্গ, কৈজী, জারফিল, খনে, বমানী বনযমানী, বাংলা, কাঁচড়াপাতা,

আটত্ব, খালজুনি, (বুলজুনি) সানিকলপাতা, বৃহতী, কণ্টকারী, আমছাল, জামছাল, খালপাণি, চাকুলে, বরাকান্তা, ইজবব, শতমূলী, বাইফুল, বেলগুঠ, মোচরস, তালমূলী, কুটুছাল, বেড়েলী, গোস্কর, পোষ, আকনাদি, খনিরকাঠ, জলক, শিমুলছাল প্রত্যেক ৩ পল তুলনজলে পেষণ করিয়া তৈলে দিবে। ইহার অভ্যাঙ্গে প্রমেহ, অর্শঃ ও গ্রন্থী আরোগ্য হয়। একবারে ১৬ সের প্রস্তুত করিতে অনুবিধা হইলে ৮ সের প্রস্তুত করিবে, কিন্তু তাহাতে ওপের কিছু লাভ হয় না থাকে।

মধুরিষ্ট।

মধু ১৬ সের, শীতলজল ১৬ সের, লবানার্ব—বিড়ল ৮ পোয়া, শিপুল ৮ সের, বংশলোচন ৮ পোয়া, নাগকেশর, বরিচ, দাকচিনি, এলাচি, তেজপাত, শতী, জপারি, আটত্ব, সুতা, রেণুক, ঐলবালক, চই, শিমুলমূল, রক্তচিতে মূল প্রত্যেক ২ তোলা। ১ মাস পরে ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা ২ তোলা হইতে একটাকা।

গ্রহণীবজ্জকার।

শিমুল, শিমুলমূল, আকনাদি, চই, ইজবব, তুঠ, চিতেমূল, আটত্ব, হিং, গোস্কর, কটুকী, বচ প্রত্যেক ২ তোলা, পললবণ প্রত্যেক ৮ তোলা; এই সকল দ্রব্য দূর্ব করিয়া ৮ সের দধি, ৮ সের দ্রুত ও ৮ সের তৈলে যথাবিধি পাক করিয়া শুষ্ক করিবে। তদনন্তর অগ্ন্যুন্মে লব্ধ করিয়া কায় প্রস্তুত করিবে। ইহার মাত্রা ১০ এক পিকি। অনুপান—দ্রুত ১০ অর্জ তোলা। ইহা নিম্নচীবিষ ও সংযোগক বিখনাপক। ঔষধ জীর্ষ হইলে, মধুরদ্রব্য আহার করিবে। ইহা বাতশ্লেষ্মপ্রধান পুরাতন গ্রন্থীর উৎকৃষ্ট ঔষধ।

গ্রহণীমিহির তৈল।

মুচ্ছিত তিলতৈল ৮ সের, কাপার্ব কুটুছাল ১২ সের, তল ৬০ সের, শেব ১৬ বোল সের। এইরূপে ধনের ১৬ সের কাথে এবং ১৬ সের ঘোলে তৈল পাক করিবে। ককার্ব—ধনে, বাইফুল, লোষ, বরাকান্তা, আটত্ব, বরীতকী, লবঙ্গ, খাল, সানিকল, হংগুত, বাজা, নাগেশ্বর, পদ্মকাঠ, জলক, ইজবব, শিরসু, কটুকী, পদ্মকেশর, তপসপাতিকা, শরমূল, জুসবাক কেশরাজ, পুনর্বা, আমছাল, জামছাল ও কদমছাল প্রত্যেক ২ তোলা; শেব পাকার্ব তল ১৬ সের।

পথ্যাপথ্য—ইহার পথ্যাপথ্য অতিসারের জায়। ইহাতে পরিপাক শক্তির হ্রাস হয়, সুতরাং এই ব্যাপ্তিতে হুপাচা লবু অথচ পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিবে।

অথ অর্শোন্মোগ চিকিৎসা

অর্শোন্মোগ অত্যন্ত কঠিন। ইহা অষ্টবিধ মহাব্যাধির অন্তর্গত। “বাতবাংসি প্রমেহঃ কুর্ষবর্শোভগন্ধঃ, কণ্মরী বৃদ্ধগর্ভত তথৈবোদমষ্টমর্শা” অষ্ট্যবেতে প্রকৃত্যৈব চন্দিকিৎসাত্ মহাগমঃ, গ্রাণমাংসকরাশঙ্ককাশোষবদিস্টমঃ।” প্রথমে বাতবাংসি, প্রমেহ, কুর্ষ,

অর্শঃ, ভগন্দর, অশ্মরী, মূত্ৰগৰ্ভ ও উদরোগ এই ৮টিকে মহাব্যাধি বলে। ইহারা স্বভাবতই কষ্টসাধ্য। বজ্রকর, মাংসকর, বাস, পিপাসা, খোঁষ, বমি ও জ্বর এই সকল উপসর্গ থাকিলে মহাব্যাধি অসাধ্য বলিয়া কীৰ্ত্তিত হয়। এই রোগ অধিরাত্রার ক্রমশঃ জীবন মট করে বলিয়া ইহাকে অশৌরোগ বলে। অতিসার গ্রন্থী ও অর্শঃ ইহারা পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থাৎ বেজ্ঞপ অতিসারগ্রন্থীতে পরিণামে অশৌরোগ উৎপন্ন হইতে পারে, তজ্জন অশৌরোগেও পরিণামে অতিসারগ্রন্থী হইতে পারে। একত্ৰ অতিসার ও গ্রন্থীর পর অশৌরোগ চিকিৎসা গ্রন্থাকারে উল্লিখিত হইয়াছে। অশৌরোগ ২ প্রকার, যথা—রক্তার্শঃ। ও শুক্রার্শঃ। শুক্রনাড়ীর অপরবর্ত্তনশ্রাববর্ত্তনিত প্রবাহনী, বিসর্জনী ও সমগ্রনী নামক যে তিনটী “বলি” শুক্রনাড়ীতে উপর্যুপরি অবস্থিত আছে, তাহার কোনও বলিতে মাংসাকর উৎপন্ন হইলেই তাহাকে অর্শ বলে। প্রথম বলিতে অর্শঃ হইলে তাহা সাধ্য, দ্বিতীয় বলিতে কষ্টসাধ্য এবং তৃতীয় বলিতে অসাধ্য হইয়া থাকে। এই ব্যাধি পুরুষাত্মকমে অধুবর্ত্তিত হইলে, তাহাকে কুলক অর্শঃ কহে। কুলক অর্শঃ অসাধ্য। মহাশাপকল্পে যে সকল অর্শঃ হঠাৎ উৎপন্ন হয় তাহা প্রায়শঃ আয়োগ্য হয় না। শুক্রনাড়ীতে নাসিকা, শিশ্নু, নাভি, ওঠ এবং কর্ণে যে অর্শঃ উৎপন্ন হয় তাহা গোণার্শঃ এবং শুক্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। চাকের মতে উহা অধিমাংসের অন্তর্গত। কলিতঃ উহাদের চিকিৎসা উত্তরপ্রণালী অনুসারে অশুষ্টিত হয়।

অশ্বিন্ত্যর্শঃ চিকিৎসা।

ইহার চিকিৎসা, অযোগ্যত রক্তপিত্তের দ্বারা। অতিসারের কুটজাস্টক রক্তার্শের বচৌৎস। ইহার রক্তপ্রাব ঠাণ্ড বন্ধ করা কর্তব্য নহে; কিন্তু তাই বলিয়া বিপুল রক্তপ্রাবও উপেক্ষণীয় নহে। সমুদ্র রক্তপ্রাব নিবারণার্থ অশ্বিন্ত্যর্শঃ হইয়াবটী সেবনীয়। হুটরক্ত বন্ধ করিলে শূল, আনাহ ও রক্তগতরোগ (বীসর্পিদি) উৎপন্ন হইতে পারে আমকলি, নাগকেশর ও উৎপলসাদিত লালপেয়া পান করিলে, রক্তপ্রাব নিবারিত হয়। বেড়েলারুল ও চাকুলেসাদিত লালপেয়াও তজ্জন উপকারী। ইহা রক্তার্শের মূখ্য। রক্তার্শঃ আশ্বিন্ত্যর্শঃ হইলে, কুটজছালের কাথে বা বেলতালের কাথে ১০ পান্য ভুঁইচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। “বলিতে” ঘোষামূলের প্রলেপ দিলে রক্তপ্রাব বন্ধ হয় এবং বলিও ক্রমশঃ নিপতিত হইয়া থাকে। আশ্বিন্ত্যর্শঃ রক্তার্শে বয়ানীতালের প্রলেপ ফলপ্রসূ। ইহা শুক্রার্শের ব্যবস্থিত হইতে পারে। ঘোষালতার কাথে দ্বারা শৌচক্রিয়া বা বলি প্রকাশন করা অশৌরোগীর পক্ষে পরম হিতকর।

নবনীত ও নিম্বথকুতিগাটা সেবন করিলে শ্বাত্তাশ্বিন্ত্যর্শঃ প্রশমিত হয়। নাগকেশরচূর্ণ নবনীত ও চিনি উত্তবস্ত্রণ মাড়িয়া লেহন করিলে সর্কবিধ রক্তার্শঃ নষ্ট হয়। পুরাতন অর্শে, দধির্গরোৎপন্ন তজ্জ সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। রক্তার্শে ছাগশূক এবং ছাগবৃত্ত সমৃদ্ধিক উপকারী। অশ্বিন্ত্যর্শঃ কোটিজলে

নামাইবে। পরে, শীতল হইলে মধু ১/৪ সের মিশাইয়া রাখিবে। প্রথমতঃ লেহনযোগে যত তৎপশ্চাৎ ঝড় মিশাইয়া, পরে চূর্ণ মিশাইতে হয়। অমুপান ঝোল, চুই বা শীতলকল। মাত্রা ১ তোলা। ইহাতে নানাবিধ রক্তার্শঃ, অতিসার ও গ্রহণী আরোগ্য হয়।

কুটজরসক্রিয়া

কাঁচা কুটজফল ১২৪ সের, আত্মরীক্ষ জল (বৃষ্টির জল) ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, ছাঁকিয়া পুনঃ পাক করিবে। তন্মধ্যে চূর্ণীকৃত মোচরস ৩ পল, শিচু ৩ পল, বরাক্রান্তা ৩ পল ও ইন্দ্রবৎ ২ পল প্রক্ষেপ দিবে। তৎপর, দক্ষীণলেশবৎ গাঢ় হইলে উহা নামাইয়া প্রয়োগ করিবে। ইহাতে রক্তার্শঃ, অতিসার এবং উত্তরভাগবক্তপিত্ত আরোগ্য হয়।

অনিধক চাকেরী স্নাত

স্নাত ১/৪ সের কাপাৰ্শ—অবাকপুন্দী (চোরপুন্দী), বেড়েলামূল, দারুহরিদ্রা, চাণুল, গোক্ষুর, কটকটী, অম্বতরী ও বজ্রভূমিরেত্তরী প্রত্যেক ২ পল, জল ১৬ সের, শেষ ১/৪ সের, সুবর্ণ লাকের ১১ ১/৪ সের, আমলকরস ১/৪ সের, বক্তাৰ্শ—ভীবন্তী, কটকটী, শিপুল, শিপুলমূল, মরিচ, দেবদারু, ইন্দ্রবৎ, শিমুলফুল, ক্ষীরকাকোলী, রক্তচন্দন, রসায়ন, কটুফল, চিত্তেমূল, মৃত্তা, কটৈতব, ক্রৈবসু, শালপাণি, পদ্মকেশর, উৎপলকেশর, বরাক্রান্তা, কটকটী, মেলগুঠি, মোচরস ও অকনাদিপাতা প্রত্যেক ২ তোলা। ইহাধারা অর্শঃ, অতিসার, প্রবাহিকা, শুদ্রাংশ, শুদ্রগতশোথ ও প্ল প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

স্মারসূত্র

হরিদ্রাচূর্ণমিশ্রিত মনসানিৰ্যাস দ্বারা সত্ত্বাহ্বানভাবিত দৃঢ়সূত্রই “স্মারসূত্র”।

অগ্নিমুখ লৌহ

ভেউড়ামূল, চিত্তেমূল, নিসিন্দামূল, মনসামূল, মুণ্ডরীমূল ও ভূমামূলকী প্রত্যেক ১ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, ছাঁকিয়া পুনঃ পাক করিবে। পশ্চাৎ লেহবৎ হইলে, বিড়ন ৩ পল, ত্রিকটু প্রত্যেক ৬ তোলা, ত্রিকলা মিলিত ৫ পল, শিচাকু ১ পল, লৌহভস্ম ১২ পল, স্নাত ২৪ পল। প্রথমতঃ কাপ ঘনীভূতহইলে স্নাত মিশাইবে, তৎপশ্চাৎ লৌহ ও শিচাকু মিশ্রিত করিয়া চূর্ণমষ্টি ও ১২ পল চিনি মিশাইবে এবং গাঢ় লেহবৎ হইলে দ্রাক্ষিণীবাণ কাঁচা পরদিন ১২ পল মধু মিশাইয়া রাখিবে। মাত্রা ১০ সিকি। অমুপান—গবাহুই। এই ঔষধ সেবন কালে কাঁচা, বংশাঙ্গুর ও বাবতীহ ককারাদি ঔষ্য পরিত্যাগ করিবে। এই ঔষধ সেবন কালে, অপণা ব্যবহার করিলে বিশদীকৃত ফল হইয়া থাকে।

ভল্লাতক লৌহ

চিত্তেমূল, ত্রিকলা, মৃত্তা, শিপুলমূল, চই, শুদ্রক, গজপিপুল, আপাং, ডানকুনি ও তুলসী প্রত্যেক ৪ পল, পোৰিভল্লাতকবীজ ২০০০ হই হাকান, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; লৌহপাত্রে পাক করিয়া ছাঁকিয়া পুনর্বার পাক চাপাইবে। পরে,

উহাতে শুধু ১১ সের, পোহতম ১৬। সের মিশাইয়া পাক করিবে এবং লেহবৎ হইলে উহাতে মিকটু, জিকলা, চিতেমূল, সৈকব, বিটলম্ব, শান্তারীশবণ, সচলম্বণ ও বিড়ল প্রত্যেক ১ পল চূর্ণীকৃত করিয়া প্রক্ষেপ দিবে। তৎপর হৃৎসারকবীজ ৪০ তোলা, তালমূলী ৪০ তোলা, ওল ১১ সের (ইহাদের চূর্ণ) মিশাইয়া নানাইবে। শীতল হইলে ১১ সের মিশাইয়া যথোপযুক্ত মাত্রায় (৪০ তোলা) প্রাতঃকালীন ভোজনকালে হৃৎসার পান করিবে। ইহাতে নানাবিধ অর্শঃ, গ্রহণী, ক্রিমি ও মূল নষ্ট হয় এবং শুষ্ক বর্জিত হইয়া থাকে। ইহা শ্রেষ্ঠ রসায়ন। যদি যোগী অভ্যাস চূর্ণল হয় এবং কোনও ঔষধ কার্যকারী না হয় তবে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখা যত।

রসগুড়িকা।

শোধিত পারদ ১০ এক দিকি, অত্রতম, বিড়ল ও মরিচ প্রত্যেক ৫০ আনা; প্রথমতঃ অত্রের সহিত পারদ মিশ্রিত করিয়া তদনন্তর বিড়ল ও মরিচ মিশাইবে। পাকপ্রাপ্ত হইলে (যদি পালকের রসে) ৭ দিন থল করিয়া (ভাবনা দিয়া) ৪ রাত শুষ্ক করিবে। ইহা যথোপযুক্ত অনুপানে ব্যবহার্য।

১ম গুড়ভস্মাতক।

শোধিত ভস্মাতকবীজ ২০০০ হাজার, জল ৬৩ সের, শেষ ১৬ সের ছাঁকিয়া পুনঃ পাক করিবে। পশ্চাৎ উহাতে শুধু ১২৪ সের, বিধাকৃত শোধিত ভস্মাতকবীজ ৫০০ পাঁচশত প্রক্ষেপ করিয়া পাক করিবে এবং লেহবৎ হইলে উহাতে জিকলা, জি-টু, বমানী, মুতা ও সৈকব প্রত্যেক ২ তোলা এবং দাক্তিচিনি, এলাচি, নাগকেশর ও তেজপাত চূর্ণ প্রত্যেক ২ তোলা মিশাইবে। মাত্রা—অগ্রভাগদ্বারা ক্রমশঃ ৪০ তোলা পর্যন্ত। ইহা একটুকু হৃৎসার পান করিবে।

২য় গুড়ভস্মাতক।

হলমূল, অত্রক, বাসুনহাটি, গোক্ষুর, চিতেমূল ও মটী প্রত্যেক ১ পল, শোধিত ভস্মাতকবীজ ১০০০ হাজার, জল ৬৩ সের, শেষ ১৬ সের ছাঁকিয়া পুনঃ পাক করিবে। উহাতে শুধু ১২৪ সের, এরও তৈল ১৮ সের প্রক্ষেপ দিয়া লেহবৎ হইলে দাক্তিচিনি, এলাচি ও মরিচ মিলিত ১৮ সের প্রক্ষেপ দিয়া পূর্ণরূপে ব্যবহার করিবে।

দ্রবুজিষ্ট।

হলমূল, চিতেমূল, হলমূল প্রত্যেক ১ পল, জল ৬৩ সের; পাককালে হরীতকী, আমলকী ও বহেড়ার কুটী ও নুতনপাতা প্রত্যেক ৮ তোলা পরিমাণ প্রক্ষেপ করিবে এবং ১৬ সের থাকিতে নানাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। শীতল হইলে, ১২৪ সের শুধু মিশ্রিত করিয়া বাইজুগ ও লোধবাগা লিঙ্গম্বা দ্ব্যভায়ে যথ বদ্ধ করিয়া ১২ দিন রাখিবে। তৎপর উপযুক্ত (২৩ তোলা) মাত্রায় ব্যবহার করিলে নানাবিধ অর্শঃ ও গ্রহণী নষ্ট হয়। সর্বত্রই বাইজুগ ও লোধপ্রাণিতপাত্রে অরিষ্টাদির সন্ধান করা কর্তব্য।

নিমিত্তাদিত রস ।

পারদ, তাম্র, লৌহ, অস্ত্র, বিষ, গন্ধক প্রত্যেক ১ ভাগ, শোধিত তন্নাতকবীজচূর্ণ সর্বসম ।
ওল ও মাণের অংশে পৃথক ২ ভিন্নবার তাবনা দিয়া ৩ রতি বটী করিবে । অমুপান—মৃত ।
এই ঔষধে 'কেহ ২ পারদের হানে রসসিন্দূর গ্রহণ করেন । আশাযের মতে তাহা
আজলোমায়েহু বৃক্ষিযুক্ত' তন্নাতকের অভাবে রক্তচন্দন গ্রাহ্যীয় ; ওস্তান্তরে এই ঔষধ
অশ্রুজালক নামে অভিহিত হয় ।

পক্ষপানন বটী ।

রসসিন্দূর, অস্ত্র, লৌহ, তাম্র, গন্ধক প্রত্যেক ১ তোলা, শোধিত তন্নাতক ৫ তোলা,
৮ তোলা বনভগ্নের রসে মর্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে । অমুপান—মৃত ।

চতুর্ভাষা রস

রসসিন্দূর, অস্ত্র, সন্ধকৌষক, তাম্র, কাণ্ড প্রত্যেক ১ ভাগ, গন্ধক ৫ ভাগ, তন্নাতক ১ ভাগ,
তন্নাতকবীজের কাণ্ডে উত্তমরূপে মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে । অমুপান—মৃত ।

আলাদ্য লৌহ ।

পুরাতন মাণ, পুরাতন ওল, তন্নাতকবীজ, তেউড়ীমূল, দহীমূল, ত্রিকটু, ত্রিকণা,
চিত্তেবুল, মৃত, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ১ ভাগ, লৌহ সর্বসম । ১০ জানা মাছের মূত্র, ৬৬ বা
তক্র অমুপানে সেব্য । এই ঔষধের লৌহ অধিক পুটের হওয়া আবশ্যক ।

অশ্রুজালহর্যনি ।

সকরঞ্জ ১ তোলা, বজ ১০ তোলা, ধবজার ১০ তোলা, কঁটিনটের রসে মর্দন করিয়া
২ রতি বটী করিবে । অমুপান—বজ্রডুবুরের রস বা দুসীররস ২ তোলা । ঔষধ সেবনকালে
লাক, অন্ন, মৎস্তাদি বর্জনীয় ।

আলাদ্য বটী ।

ত্রিকণা, ওল, রক্তোৎপলমূল, স্বর্ণমাকিক, বচ, স্বর্ণ, লৌহ প্রত্যেক সমভাগ, গোপা
সর্বতুল্য ; নবনী দ্বারা শেখণ করতঃ বুটপ্রমাণ বটী করিয়া ছায়ায় শুক করিয়া লইবে ।
অমুপান—মৃতলবল ।

অথ শুদ্ধাংশঃ চিকিৎসা

বহির্বাণিত শুদ্ধাংশে প্রলেপাদিক্রিয়া তীক্ষ্ণ হওয়া আবশ্যক । শোধিত 'মনসাকীর
হরিদ্রাচূর্ণ যুক্ত করিয়া বলিতে প্রলেপ দিলে অর্ণের অঙ্গুর শুক হইয়া নিপতিত হয় । এই প্রলেপ
অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ; সুতরাং অসহিষ্ণু ব্যক্তির ব্যবহার্য্য নহে । ঘোষাকলের চূর্ণ বলিতে স্বর্ণণ করিলে
অর্ণের অঙ্গুর পতিত হয় । মৃৎলবলি ব্যবহার করিলে বাহ্য অর্ণের অঙ্গুর পতিত হয় ।

অর্ণে অতিসার হইলে, বাতাসারের ভার এবং কোষ্ঠবদ্ধ হইলে উদ্যমভেদে ভার
চিকিৎসা করিবে । বাতসারের অর্ণে ঘেহুন তক্র এবং বাতপিত্তঅর্ণে বা রক্তাংশে
লবঙ্গ তক্র বিশেষ উপকারী । ইহাছাড়া ক্রমশঃ অর্ণোদ্ধব বিলীন হইলে, পুনরায়

অকুর হইবার সম্ভাবনা থাকে না। বাতশ্লেষ্মগ্রন্থান অর্থাৎ তকার্শঃ নামে অভিহিত হয়; সুতরাং তকার্শে বাতশ্লেষ্মনাশক চিকিৎসা করা কর্তব্য। ইহাতে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে বমনী ও বিলম্বযুক্ত তরু পান করিবে। রক্তচিহ্নের মূল শোধন করিয়া একটী নূতন কুন্তের ভিতরে তিলোৎসেধপরিমাণ (পাতলা) প্রলেপ দিয়া শুক করতঃ তাহাতে ঘোল বা দধি প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে অর্শঃ নষ্ট হয়। স্তম্ভতর্জিত হস্তীতকী, তেউড়ী, দস্তীমূল ও পিপুল ইকুগুড়যুক্ত করিয়া ভক্ষণ করিলে অম্ললোমনিক্রিয়া এবং নিম্নব কৃকতিলচূর্ণ ও ভল্লাভকণীচূর্ণ একত্রে ভক্ষণ করিলে অম্লবর্ধনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইহা অর্শঃ ও কুষ্ঠনাশক। তকার্শেঃ পক্ষকোণচূর্ণমিশ্রিত ঘোল বিশেষ ফলপ্রসূ। বস্তুরূপকল (বনওলের মূল) যুক্তিকা লিঙ্গ করিয়া পুটপাক বিধানে কৰীবাগ্নিতে পাক করতঃ তৈল ও লবণ সহ ভক্ষণ করিলে অর্শঃ নষ্ট হয়। এই পুটপাকপূরণ অপের উৎকৃষ্ট ঔষধ। অপের, পূরণ বলিলে সর্বত্রই পুরাতন বস্ত্রওল এবং মাণ বলিলে, পুরাতন মাণ বুঝিতে হইবে। ঘোষাকলের কার্যোদক প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা বার্তীকু লিঙ্গ করতঃ পশ্চাৎ উহা দ্বিতে ছুট করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ শুষ্ক সহ আতুতি (আকঠা) ভক্ষণ করিয়া ঘোল অম্লপান করিলে ৭ দিনে সহজ অর্শঃ নষ্ট হয়।

ক্ষারোদক প্রস্তুতবিধি। বথা—দ্রব্য তদ্ব্য করিয়া তন্ময়ের ৬ ভাগ জলে ২১ বার পরিস্রুত করিয়া লইলে তাহাকে ক্ষারজল বলে। ক্ষিত্ব কৃকতিল বাটা ১ পল ভক্ষণ করিয়া বগেটে পরিমাণ শীতল জল পান করিলেও অর্শঃ নষ্ট হয় এবং দস্ত দৃঢ় ও শরীরের গুটি হঠকা থাকে। পুরোক্ত “দস্তারিষ্ট” ব্যবহারে অপের মঙ্গলতা সম্পাদিত হয় এবং ক্রমশঃ উহা প্রশমিত হইয়া থাকে। তকার্শে প্রাণদাণ্ডিকা, চক্ষুপ্রভাণ্ডিকা, অগ্নিমুখলৌহ, বৃহৎ শূরণমোদক, ২য় ভল্লাভকণ্ডু, মাণাদিলৌহ এবং কাঙ্কায়নমোদক ব্যবহার করিবে। পুরোক্ত পক্ষাননবটী ৮ নিত্যোদিতরস তকার্শেও ফলপ্রসূ। ইহাতে পিপ্পল্যাশ্ব তৈল বা কাসিসাশ্ব তৈল “বলিতে” মালিশ করিবে। চাক্ষুরীযুত পান করিলে পুরাতন তকার্শঃ প্রশমিত হয়। তকার্শে ভল্লাভক এবং রক্তাশে কুটল ও রক্তচন্দন সমন্বিত ফলপ্রসূ।

ফলবর্জি : বথা—শুক জল দ্বারা পাক করিয়া ঘোষাকল চূর্ণ একেপ দিয়া পাক করতঃ বর্জি প্রস্তুত করিবে। ইহা শুদ্বায়ে ধারণ করিবে।

প্রাণদাণ্ডিকা :

উষ্ট ৩ পল, মরিচ ৪ পল, পিপুল ২ পল, চই ১ পল, তালীশপত্র ১ পল, নাগকেশর ৪ তোলা, পিপুলমূল ২ পল, তেজশাতা ১ তোলা, ছোট এলাচি ২ তোলা, দাক্তিনি ১ তোলা, বেণামূল ১ তোলা, পুরাতন ইকুগুড় ১/২৮ সেয় একত্র বর্ধন করিয়া ৪০ তোলা মাত্রায় ব্যবহার করিবে। আহারের অব্যবহিত পূর্বকালে ঔষধ সেবনীয়। ঔষধ সেবনোক্ত আহার করিয়া বাত ককে—মত্ত, বাতে মাংসমূহ, পিণ্ডে হৃৎ, ককে মূপেও মূহ এবং বাতককে

রক্তশার্শল আটাইশাগ—হই ভোলা আকমারি পাতারস চিনি বিনাইয়া
এতাই সেবন করিলে রক্তশার্শল বৃত্তার নিবারিত হয়।

পিত্তা—ভূহর, তল, মাপ, ঘোল, হুই, ময়ুর বা কাঁচা গগড়ডাল, সুবিশাক, আকমি-
শাক, বৃত্ত ইত্যাদি। অপিচ রক্তশার্শল বদিত বাতগ্রবন হয়, তাহাইলে তিহাদি পিত্তনাশক
ক্রিয়ায় রক্তশার্শল নিবারিত হয় না। তাহুশ অবহার বাতনাশক ক্রিয়াই পীচীতন এবং
ভববহার বাতনাশক তরুণ সুয়া পান ও পলাতু সেবন বিশেষ উপকারী। ইহাতে লব্ধ
রক্ত সংগ্রহ হইতে দেখা গিয়াছে। এই অবহার লভার পরিবর্তে শিল্পী এবং লৈকবসায়িত
তরুণ হাগমাসেবন পরম হিতকর।

অপিত্তা—মলমূত্রের বেগধারণ, জীগমন, অশ্বাদির পৃষ্ঠে আরোহণ, শকটারোহণ,
উৎকট ভাবে উপবেশন, যথার্থ দোষপ্রকোপ আশ্রয়, দুইত বা পুরুষিত্ত জবা,
ওকপাকজবা, অন্ন, শাক, মংত্র, কাল, অতিরিক্ত লবণ ইত্যাদি।

অথ অগ্নিমান্দ্যাংসি চিকিৎসা

বিষ্টকাকীর্ণ, বিদগ্ধাকীর্ণ, আমাকীর্ণ ও রসশেষাকীর্ণ ভেদে অগ্নিমান্দ্য ৪ প্রকার।
বিষ্টকাকীর্ণে বাতনাশক, বিদগ্ধাকীর্ণে পিত্তনাশক, আমাকীর্ণে স্নেহনাশক ও রসশেষাকীর্ণে
বসগাচক ক্রিয়া করা কর্তব্য। ৪ প্রকার অকীর্ণের সংক্ষেপ লক্ষণ। যথা—

“মাধুর্যমন্নং গতমাসংজ্ঞং বিদগ্ধসংজ্ঞং গতমন্নভাবে,
কিকিং বিপকং ভৃশতোদগ্ধং বিষ্টকমাবজ্ঞবিকল্প বাতং,
উপাত্ততুচ্ছাণি ভক্তকাক্সা, ন জারতে ক্লমঃ শকুতাচ, বত্,
রসাবশেষেণতু সগ্রাসেকং চতুর্থমেতৎ প্রবৃক্তাকীর্ণঃ।”

নিম্নলিখিত কারণে লঘুভ্রমণ অকীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। যথা—

“অভ্যশুণান্যং বিবশাশনাত সঙ্কারণং অন্নবিপণ্যাক্স,
কাণোপ সাখ্যং লঘুগোপ ভুক্তং, অন্নং ন পাকং তদন্তে নহতং,
সৌভাগ্যভ্রমণক্রোধপদিক্তেন লুঞ্জনং কপদৈত্তানি পীড়িতেন।

প্রায়েষবৃক্সে মলসেবমানং অন্নং ন লম্যক পরিণাম মেতি।”

চিকিৎসিতাধারে লক্ষণ ব্যাখ্যা নিম্নরোদন। বিবেচিত বক্তব্য লিখিত হইল।

“যোগাঃ সর্জোপ মদৈয়ো।”

“সারথেকং ক্লিকিংসারাং আদা বগ্নেককীপনং।”

অর্থাৎ অকীর্ণ হইতে নানাবিধ ব্যাধি উৎপন্ন হয় এবং অকীর্ণ হইলে
নানাবিধ ব্যাধি হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এতদ্ব অগ্নিমান্দ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা
কর্তব্য। এই অকীর্ণ হইতেই আত্মসা-বাতিক বিষচী, বিলম্বিকা এবং অগ্নিশক উৎপন্ন
হইয়া থাকে। সাধারণতঃ অকীর্ণে লক্ষণ, বিদগ্ধাকীর্ণে—রসল, বিষ্টকাকীর্ণে—ভূহর

সম্প্রদায়িক—মিহাই প্রদত্ত । বলা—

যাযাবরপ্রদায়িকবাহনমতকৃতানতিসারিণঃ

“মূলধাবতঃ কৃত্যপরিগতান্ বিজ্ঞানকণীড়িতান্,

কণীধান্ কণীককানিশিন্ মনহতান্ বৃদ্ধান্ রসাজীর্ণিণঃ,

যাজৌ কাগরিতান্ সরান্ নিরুদমান্ কামং দিধানাপয়েৎ ।”

এখানে সম্প্রদায়িক ই রসাজীর্ণনামে অভিহিত হইয়াছে । প্রোবোক্ত ব্যক্তিবর্গকে কথোঁ পরিমাণ দিধানিত্রা করাইবে ।

অথ বিষ্টকাজীর্ণ চিকিৎসা ।

এই যোগে যেন প্রদান করিয়া, সৈন্ধবলবণসহ পরমল পান করাইবে । ইহাতে কৃষ্ণবহন ব্যবহার্য নহে । অজুগ্ধকাজীর্ণ দেহকলসসহ পান করিলে পুণ ও আত্মান শীত নিবারিত হয় । অধিক আত্মান হইলে—হিং, ত্রিকটু ও সৈন্ধব কাঁচিতে পেষণ করিয়া পেটে প্রলেপ দিয়া নিদ্রা বাইবে । কেহ ২ বিষ্টকাজীর্ণে, হিঙ্গু-ঔষধ

কিছু আত্মান উহার পক্ষপাতী নহি । আমাদের মতে এইরূপ অবহার ভাস্কর-১৮

ব্যবহার করা কর্তব্য । সিন্ধুহস্তীতক্ষী সেবনে কৃত্তব্য পারপাক প্রাপ্ত হইয়া সত্তর আত্মানদি তিরোহিত হয় । হরিতকী ও হাড়িক শুকনহ তকণে বিষ্টকাজীর্ণ, হরিতকী ও পিঙ্গলী শুকনহ তকণে বিষ্টকাজীর্ণ, হরিতকী ও তঁঠ শুকনহ তকণে আত্মাজীর্ণ প্রদত্ত হয় । অথবা সত্তর হরিতকী, সত্তর পিঙ্গলী, সত্তর তঁঠ ও সত্তর হাড়িক তকণ করিলে বহুক্রমে

ও সম্প্রদায়িক নষ্ট হয় । এই যোগে সিন্ধুহস্তীতক্ষীতক্ষী বিশেষ

তে আত্মান অভিসবর নিবারিত হইয়া যোগী প্রকৃতির হইয়া থাকে ।

এই যোগে সিন্ধুহস্তীতক্ষী না থাকিলে অজুগ্ধকাজীর্ণ ব্যবহার করিবে । সাধারণ অজুগ্ধ—

কাঁচি, শুকনহ—বহি, সাতবাতে বা ককে পরমল । কোটবহতা থাকিলে—ভাস্কর

অজুগ্ধ বা অজুগ্ধকাজীর্ণ প্রয়োগ করিবে । প্ৰাণাতিরিক্ত সেবনে সকলপ্রকার অজীর্ণ ই

প্রদত্ত হয় । ইহা অবহাতেতে তির তির অজুগ্ধে ব্যবহৃত হইতে পারে । সাধারণ

অজুগ্ধে পরমল কিছু বিষ্টকাজীর্ণে কাঁচিসহ ব্যবহার করাই প্রেরকর । এই ঔষধ—আত্মান,

বাতকাজীর্ণ ও পুণে বিশেষ কলসহ । প্রহরীযোগেও ত্রিকটুকাণ্ডিত্রিকাজীর্ণ কাকিকাজীর্ণ

অজুগ্ধে প্রদত্ত হইলে বিশেষ কলসহ হয় । এই ঔষধ আত্মাজীর্ণ ও সম্প্রদায়িক

পরিষ হিতকর । বিষ্টকাজীর্ণে বৃহৎ অগ্নিকুমার, মহাপ্রমত্তবী ও প্ৰমত্তবী অতীব

হিতকর ; কিন্তু ইহারা সত্যোচক । আত্মজবহ বাহুবল অজীর্ণে, বিশেষতঃ অজীর্ণ

উপদর্শ থাকিলে সিন্ধুহস্তীতক্ষীতক্ষী প্রয়োগ করিবে । প্ৰাণাতিরিক্ত সেবনে

সৈন্ধবল সেবনে আত্মাজীর্ণসহ নষ্ট হয় ।

শিখরহস্তী—সৈন্য, হস্তীতকী, শিশু ও মস্তকিত্তম প্রত্যেক সমতাপ। মাত্রা ৪ রতি হইতে ৬ রতি। অহুপান—পরমজল।

শার্দূল কাঙ্ক্ষিক

শিশু, আঁঠা, দেবদাক, চিত্তে, চই, বেগুণ, বম্বানী, হস্তীতকী, তঁঠ, বম্বদাম্বানী, বনে, মরিচ, জীরে ও হিং প্রত্যেক ১ হটাক, জল ১/১ সেত, ত্রিভাণ শেবে নামাইয়া সর্বপ তৈলে সন্তলন করিয়া হাঁকিয়া মৃতল বৃৎপায়ে রাখিবে। পশ্চাৎ তাহাতে জীরেচূর্ণ এক হটাক ও মোষিত হিং এক হটাক মিশাইয়া সুখ ঢাকা দিবে এবং উহা অন্নাতাবাপন হইলে হাঁকিয়া সফল করিবে। মাত্রা ২ তোলা। ইহাতে আন, অতিশায়, প্রেমী, শোথ, ভয়, অর্শ ও বৃণ সষ্ট হয়।

অগ্নিসুখ চূর্ণ

মোষিত হিং ১ ভাগ, বট ২ ভাগ, শিশু ৩ ভাগ, তঁঠ ৪ ভাগ, বম্বানী ৫ ভাগ, হস্তীতকী ৬ ভাগ, চিত্তেমূল ৭ ভাগ, কৃষ্ণ ৮ ভাগ। এইচূর্ণ বাতহর, মেঘহর, আমলাশক ও পরিপাচক। ইহা রসশোধকর্ণেও ব্যবহৃত হয়। মাত্রা ১০ আনা। সাধারণ অহুপান—পরমজল। এই ঔষধ অতিসারে বিশেষ ফল প্রদ।

ভাকুর লবণ

শিশু, শিশুদল, বনে, কৃষ্ণজীরে, সৈন্য, বিটলবণ, তেজপাত, তালীপত্র, মাগকেশর প্রত্যেক ২ পল, সন্তললবণ ৫ পল, মরিচ, জীরে, তঁঠ প্রত্যেক ১ পল, দারুচিনি ৪ তোলা, এলাচি ৪ তোলা, করকট ১/১ সেত, অন্ন দাঁড়িম্বকলের হাল ১/১ সেত, অন্নবেতস ২ পল। মাত্রা ১০ সিকি তোলা। অহুপান—অবহা বিশেষে কীজি, ঘোল পরমজল ইত্যাদি। ইহা স্রীহান্যক।

প্ৰাণ্যজিক্ত—হস্তীতকী, শিশু ও সন্তললবণ প্রত্যেক সমতাপ। মাত্রা ১০ সিকি তোলা। অহুপান—জল, উকজল, ইত্যাদি।

বৃহৎ অগ্নিকুমার রস

পায়স ও গন্ধক প্রত্যেক ২ ভাগ, মোহাগা ২ ভাগ, ত্রিকলা, ববকার, ত্রিকটু ও পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ ভাগ। আদারসে ৭ বার তাবনা দিয়া ৪ রতি বটী করিবে। অহুপান আদারস বা পরমজল।

শম্ববটী

পায়স ও গন্ধক প্রত্যেক ৩ তোলা, বিব ৬ তোলা, মরিচ ১২ তোলা, শম্বতর ১২ তোলা, তঁঠ, সাতিকার, হিং, শিশু, মজিনামুলের হাল, সন্তললবণ, বিটলবণ, করকট, লবণ ও পাভাবি লবণ প্রত্যেক ৮ তোলা। কামলী সেদুর রসে তাবনা দিয়া ৪ ১/২ রতি বটী করিবে। কেহ কেহ মজিনা ছালের পরিবর্তে সৈন্যলবণ ব্যবহার করেন। চীকাক্যের

মতে সৈন্ধব লবণই ব্যবহার্য্য। কিন্তু সজিনামুলের ছাল আবেশ হেতু অসুখতই নহে।
সাধারণ অস্থান—গরমজল। অতিসারে—শীতলজল, চাউলধোয়া জল প্রভৃতি।

মহাশঙ্কট

শঙ্কট, পকলবণ, তেঁতুলের খোসার সার, ত্রিকটু, হিং, বিব, পারদ, গন্ধক প্রত্যেক সমভাগ। আপাঁঃএর কাথে, রক্তচিত্তেনুলের কাথে, কাগজ লেবুর রসে জন্মণঃ ৭ বার করিয়া পৃথক পৃথক ভাবনা দিয়া, পশ্চাৎ অন্নবর্গ দ্বারা একত্রে ভাবনা দিবে। “অন্নবর্গ” বর্ণা—অন্নবেতস, গোড়ালেবু, টাওয়ালেবু, চুকাপালং, কাঁচা তেঁতুল, তেঁতুলপাতা, পাতিলেবু, আমকলি, পাকা হাড়িম, পাকা করমচা, জামির ও কুলতুঠ। ইহাদের কাথে ও রসে মিশ্রিত করিয়া ভাবনা দেওয়া কর্তব্য। অর্থাৎ বাহ্যদেহের কাথ হয় না তাহাদের রস জাপ মধ্যে মিশাইয়া একত্রে ভাবনা দিবে। অন্নবর্গের মধ্যে কোনও জন্মণ অন্ময় হইলে, তৎপরিবর্তে গোড়ালেবু বা চুকাপালং ব্যবহার করিবে। কেহ কেহ এই ঔষধে লৌহ ১ ভাগ ও বদ ১ ভাগ মিশ্রিত করেন। ইহা জীর্ণকার রোগীর পক্ষে সুফলপ্রদ। ইহার বীজ ও রসিত। অস্থান—পূর্ববৎ। ইহাও অতিসারে ব্যবহৃত হয়।

বৃহৎ লবঙ্গাদি বটী

লবঙ্গ, জামকল, ধনে, সুড়, সাধাজীয়ে, কালজীয়ে, ত্রিকটু, ত্রিকলা, এলাচি, দাড়াচিনি, সোহাগা, কড়ি, সুতা, বচ, বয়ানী, বিটু লবণ ও সৈন্ধব প্রত্যেক ১ ভাগ, পারদ, গন্ধক, অন্ন প্রত্যেক অর্দ্ধভাগ, লৌহ ১ ভাগ, পানরসে মর্দন করিয়া ও রসিত বটী করিবে। ইহা সঞ্চোচকা

সুধাবটী

তুঠ, লবঙ্গ, সরিচ, চিত্তেনুল, প্রত্যেক ২ তোলা, সাচিকার ৪ তোলা, ববকার ৫ তোলা, সোহাগা ৭ তোলা, পকলবণ ১৫ তোলা। লেবুর রসে ভাবনা দিয়া ও রসিত বটী করিবে। এই ঔষধ গরমজল সহ সেব্য।

শ্রব্যা!—এই অন্ধীর্বে হিং এবং সচললবণযুক্ত জৈবহক অন্নমত অতীব হিতকর। অন্নমত প্রস্তুত বিধি। স্বব্যা—ততুল ২ ভাগ, মুল ডাইল ১ ভাগ, আটগুণ ঘোল ও জলসহ পাক করিয়া বট প্রস্তুত করিবে। পশ্চাৎ তৈল, হিং, সৈন্ধব, ধনেচূর্ণ ও ত্রিকটু চূর্ণ দ্বারা সংকুত করিয়া তখনম্বর হিং ও সচললবণ সহ পান করিবে। ইহাতে কল্যাণ লেবুর রস, বেদানারস, কিস্মিস্ পানিকল, ঘোল ও অস্ত্রাঙ্গ লম্বুপাকপ্রব্য হিতকর।

অশ্রব্যা—সুড়, অন্ন, শুকপাকপ্রব্য, কাঁচাকলা, আলু, বাংস ইত্যাদি।

অন্য বিদ্যাক্রান্তীণ চিকিৎসা

আহাণের পর অন্ন উৎসার হইলে, তৎপশ্চাৎ ১ গ্রাস শীতলজল পান করা বিধেয়। তাহাতে বিনয় পিত্ত অবশেষ হইয়া থাকে। আহাণকে অন্নোপহার হইয়া থাকে।

হৃদয়, কৰ্ণ ও শ্বেত বাহ্যবৃত্ত হইয়া, তাহার পক্ষে কিস্মিন্, তিনি ও বহুদুঃখ হরীতকীতন্ময়
বিশেষ হিতকর। যে যোগীর বৃষনিগমবৎ উদগার উঠে, তিনি বিনদ্ধাভীর্ণবান্ "হরিতকী-
বোদী" সেবন করিবেন। উহা সকল প্রকার বিনদ্ধাভীর্ণেই ব্যবহৃত হয়। ইহাতে
"চিত্রকণ্ড" বিশেষ ফলপ্রসূ। নাসারোগের "চিত্রকহরীতকীর" মধ্যে আমলকীর রস
উঠাইয়া দিলেই "চিত্রকণ্ড" হয়। অহুণান—নীতলজল। ব্রহ্মদেবিকুম্ভাসক্ত রস,
সিদ্ধহরীতকী, পথ্যাত্রিক, ভুবনেশ্বর, ব্রহ্মদেবিকুম্ভচূর্ণ ও অম্লপিত্তারিচূর্ণ
বিনদ্ধাভীর্ণে ব্যবহার করিবে। এই ব্যবহার ভাস্করজলময় ব্যবহার নিষিদ্ধ নহে ;
কিন্তু উহা অম্লোদগারের সময় ব্যবহার্য নহে। ইহাতে আত্যাভ্যন্তে কোনও পাচকঔষধ সেবন
করা নিতান্ত আবশ্যক। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে অম্লিপিত্তিকর চূর্ণ এবং কোষ্ঠ
পরিষ্কার থাকিলে অম্লিশুখচূর্ণ ব্যবহার করিবে।

হরীতকীমোপ।

হরীতকী ও পিললী বাতজ্বৰোদকে (অভাবে—কীৰ্তিতে) সিদ্ধ করিবে। তৎপর
তাহাতে উত্তমের মোড়নাংশ হিং ও চতুর্থাংশ সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া এক আনা মাত্রার
করিবে।

ব্রহ্মদেবিকুম্ভচূর্ণ।

শাচিন্দ্র, বৎসার, চিত্তেদুল, আকনাদিপাতা, করঞ্জুলেরছাল, পল্লবণ, ছোটএলাচি,
ভেতপাত, বাণী, বিড়ক, হিং, কুড়, শটী, দাকহরিদ্রা, ভেউড়ীমূল, মুতা, বচ,
ইন্দ্রবৎ, আমলকী, তীরে, মহাদা, (অভাবে—অন্নবেতস) গণ্ডপিপ্পল, কৃষ্ণকীরে, অন্ননেতস,
পুরাতন হেঁড়ুল, বমনী, দেবদাক, হরীতকী, আঁঠেব, বৃহদারকবীজ, হবুয়া, সোঁদালের
আঁঠো, তিলেরছাল, বটীশাকলিকার, সজিনাফার, কুলেখাড়ালার, পলাশফার ও পুরাতন
মজুরতরু প্রত্যেক সমভাগে, টাবালেবুর রসে, শুক্রে (অভাবে—কীৰ্তিতে) ও আদাররসে
ব্যাক্রমে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিয়া শুক্ক করণান্তর চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা ১০
এক আনা। অহুণান—নীতলজল। ইহা দ্বারা নানাবিধ অর্শ, উদর, গ্ৰীহা, বক্র ও
অহবৃদ্ধি আরোগ্য হয়।

অন্য—কুপ্ত ভীষিতমন্তের কোল ও পুরাতন স্কৃত তুলেও অন্ন, বক্রাচ্ছ ও মিশ্র
ইত্যাদি। বিনদ্ধাভীর্ণে এ অন্নপাতে বহুসহ হৃৎশান করিবে ; কারণ তাহাতে উহা অন্নভাগ্রাণ্ড
হইতে পারে না।

অন্য—ঝাল, অন্ন, উত্তাপসেবন, শুক্লপাকজ্বা, শাক, (মুগ, ময়ূর ভিন্ন) ডাল
ইত্যাদি।

অথ আমাজীণ চিকিৎসা

প্রথমতঃ বচ ও সৈন্ধবযুক্ত গরমজল দ্বারা অববা বচসাধিত অর্জুত সৈন্ধবযুক্ত গরমজল দ্বারা রোগীকে বমন এবং তৎপশ্চাৎ লণ্ঘন করাইবে। ইহাতে পক্ষকোলযোগ, সিদ্ধহরীতকী, অগ্নিযুগচূর্ণ ভাস্করলবণ, চিত্রকণ্ডিকা, ছতালনরস, অগ্নিকুমাররস, চতুঃসম, ভুবনেশ্বর, শঙ্খবটী ও মহাশঙ্খবটী প্রয়োগ করিবে। অহুপান—সর্ষপই গরমজল। “সিদ্ধহরীতকী”, “পথ্যাত্তিক” ও ভাস্করলবণ ভেদক এবং “চতুঃসম ও ভুবনেশ্বর” ত্রয় অস্ত্রান্ত ঔষধ সঙ্কোচক।

পক্ষকোলযোগ ষোণা। বধা—পক্ষকোল, মরিচ, দাকুচিনি ও তেজপাত প্রত্যেক সমভাগে, মাত্রা ৩৫ রতি, গরমজল সহ সেবা।

ছতালন রস।

পারদ, গন্ধক ও সোহাগা, প্রত্যেক ১ ভাগ, বিব ৩ ভাগ, মরিচ ৮ ভাগ, সেদুর রসে মর্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে। অহুপান—গরমজল ঐকৃতি।

অগ্নিকুমার রস।

পারদ, গন্ধক ও সোহাগা, প্রত্যেক ১ ভাগ, বিব, কড়িতম্ব, শঙ্খতম্ব প্রত্যেক ৩ ভাগ, মরিচ ৮ ভাগ। তপক গোড়ালেবুর রসে মর্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে। এই ঔষধ গ্রহণীতেও প্রয়োগ করা যায়। অহুপান—গরমজল।

চতুঃসম।

বমনী, সৈন্ধব, হরীতকী ও তণ্ড প্রত্যেক সমভাগ। মাত্রা ১০ হইতে ১০ আনা। অহুপান—গরমজল। ইহাতে আমলুল নিবারিত হয়।

পথ্যাত্তিক—আনা, খই, মিশ্রি, আদ্রেরত্রব্য ও হুপাত্য লঘুদ্রব্য ঐকৃতি।

অপথ্যাত্তিক—ক্লৈদ্যদ্রব্য, মিষ্টদ্রব্য, জলীয়দ্রব্য, অন্নদ্রব্য ও ভক্ষণ্যদ্রব্য ইত্যাদি।

অথ রসশেষাজীণ চিকিৎসা

আহারের পূর্বে হরীতকী ও তণ্ড সমাংশে গরমজলসহ ভক্ষণ করিয়া তিতকর লঘুপথ্য ভোজন করিলে, এই অর্জুণ প্রশস্ত হয়। ইহাতে “পথ্যাত্তিক” “চিত্রকণ্ডিকা”, অগ্নিযুগচূর্ণ, সিদ্ধহরীতকী, চতুঃসম, পক্ষকোলযোগ ও শঙ্খবটী ব্যবহার করিবে। অহুপান—নাগকেশরের অর্জুত গরম জল, অভাবে—কেবল গরমজল। ইহাতে অত্যন্ত লঘুজর ভোজন করিবে। আমাজীর্ণের পথ্যাপথ্যের ভাষ ইহার পথ্যাপথ্য জ্ঞাতব্য। ইহাতে বহির্বাট সেবন নিষিদ্ধ এবং দিবানিদ্ৰা প্রশস্ত।

অথ অত্যগ্নি চিকিৎসা

২ তোলা বজ্রহুয়ের ছাল, নারীহস্তে সেবন করিয়া নারী হস্তসহ পান করিবে। বজ্র-
হুয়ের ছাল ৮ তোলা এবং তদনুসরণ ততুল নারীহস্তসহ পাক করিয়া খাইতে দিবে। অগ্নিক
পরিমাণ বহিষী হস্ত পান করিলে অত্যগ্নি নষ্ট হয়। আহারাতে দিবানিত্রা, গুরুপাক ও
স্নেহকরদ্রব্য সেবন, তালিতায় অন্ন, পূর্কের আহার পরিপাক না হইতেই পুনর্ভোজন দধি, মাংস,
মুচি দাঠি, কীচাকলা, আলু প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য তখন ইত্যাদি অত্যগ্নি রোগীর পথ্য ব্রহ্মণ
এবং ঔষধরূপে গণ্যীয়। ইহাতে কদাচ মৃত্যুপেটে থাকিবে না এবং আকর্ষ ভোজন করিবে।

অথ অকামনুভুক্ষা চিকিৎসা

“বহুং বদা বোষবিষভসামং, লীনাং ন তেজঃপথ্য মাস্থনোতি ।

তদত্যগ্নীর্ণেপি তদা বুদ্ধকা, না মনবুদ্ধিঃ বিববগ্নিহন্তি ।”

ইহাতে পথ্যাত্মিক, সিদ্ধহরীতকী, পঞ্চকোলযোগ, চিত্রকগুড়িকা,
অগ্নিমুখচূর্ণ বা হস্তাসন রস ব্যবহার করিবে। অন্নপান—নাগকেশরের অর্দ্ধশূত
পয়সজল। সর্ষপপ্রকার অগ্নীর্ণেই রাজিতোজন এবং গুরুপাকদ্রব্যসেবন নিষিদ্ধ।
ভোজনের পূর্বে, বিশেষতঃ—অগ্নিবান্ধো, আহারের পূর্বে লবণ ও আদাসেবন হিতকর।
ভাহাতে দিম্বাকর্ষের বিতৃষ্ণি, সুখেকটি এবং অগ্নির দীপ্তি হয়। ইহার পথ্যাপথ্য
বিশেষবাণীর্ণের ভাৱ। নাগকেশর এবং চিত্তেশূল এইরোগে প্রশস্ত।

অথ বিমূচী চিকিৎসা

এই পীড়া অগ্নীর্ণ হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা অতি তরানক এবং সংক্রামক ব্যাধি।
ব্যাধিপ্রভাব বলতঃ, এইরোগে শরীর বিবাক্ত হয়। বিব, রক্তকে দূষিত এবং জলাকারে
পরিণত করে এবং তদনুসরণ জলবৎ ভেদ হইতে থাকে। এই সকল কারণে, রোগী
শব্দ অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে এবং শরীরের উষ্ণতাও সহসা কমিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত
রোগীর শিরাসমূহ বিকৃত হইয়া উঠে—করহেতু বাহুর অত্যন্ত প্রকোপ হয় এবং বাহু ও শিরা
সমুচিত্ত হয় বলিয়া রোগীর হাতে গারে ঝিল ঝরিতে থাকে। ডাক্তারেরা ইহাকে “কলেলা”
নামে অভিহিত করেন। ইহাকে সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। ১ম
প্রকারে ভেদ ও বসি হয়, ২য় প্রকারে কেবল বসি হয়, ৩য় প্রকারে ভেদ হয়।
সত্তরাচর ১ম প্রকার বিমূচিকাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই ব্যাধি বাতপ্রধান। ১ম বার
ভেদ হইলে তাহাতে ছাকড়া ২ মল নির্গত হয় এবং উহাতে জলীয় ভাগ মিশ্রিত থাকে অধিকতঃ
শরীর অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। এইপ্রকার ভেদের অবস্থা দৃষ্ট হইলে বিমূচিকার
ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে (কপূর) অত্যন্ত ঔষধ। ১ম বারেই সুতারন অন্নপানে
কপূররস ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বিমূচীতে যদি কেবল জলবৎ ভেদ হইতে থাকে

এবং মল সম্পূর্ণ অবিকল পাকে, তবে উহা হ্রাসযোগ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। রোগীর গাত্রে চিম্টি কাটিলে যদি শীত বিনোদ না হয় তবে রোগীর জীবন সংশয় জানিবে। ইহাতে কঠোর ভেদ বন্ধকবা বিধেয় নহে। কারণ, তাহাতে আগ্রাসন হইয়া অনিষ্টই হইয়া থাকে। অজীর্ণতাই এই রোগের মূল কারণ, সুতরাং অগ্নিজননার্থ প্রথমাবস্থায় শঙ্খবতী ঔষধ ইহাতে বিশেষ উপযোগী। ইহাতে কঠোর অত্যন্ত ক্রীণ হইয়া পড়ে বিধার, বাহ্যতে অগ্নি বর্ধিত হয় তাহার উপায় উদ্ভাবন করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। নতুবা কোনও ঔষধ কার্যকারী হইবেনা এবং হইলেও তাহার ক্রিয়া কপন্যসী হইবে। যদি এই ঔষধে আশাশ্রুত ফললাভ না হয় তবে ছুতাশনরসে কর্পূরকল ব্যবহার্য। তাহাতেও কোন ফলাদয় না হইলে মুস্তাদ্বাবতী কর্পূরকল অল্পপানে সেবন করিবে। এই সকল ঔষধ ব্যবহারেও যদি রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় বলিয়া পরিলক্ষিত হয়, তবে বিসৃচীর বিষ নষ্ট করিবার জন্য বিষবটিত শঙ্খনাথরস বা অবহাবিশেষে সর্পবিষ বটিত বিসৃচীবিশ্বংশ রস প্রয়োগ করিবে। রোগের প্রবলতা অনুসারে ১ বন্ট বা ২ অর্ধ বন্ট পর ২ ঔষধ সেবন করাইতে হয়। বিসৃচিকার বিষ প্রথমেই উৎপন্ন হয় না। বধন কেবল প্রবল হনুদাত জলবৎ ভেদ হয় তখনই বিষ উৎপন্ন হয়। রোগীকে পরীক্ষা করিয়া সাবানধারা হাত ধোত করা কর্তব্য। রোগীর মল অবিলম্বে মূত্ৰিকার নীচে প্রোথিত করিবে। নতুবা উহা মলিকামুখে বা অন্য কোনও প্রকারে আহারীয় দ্রব্যসহ উদরস্থ হইলে “কলেরা” হইবার সম্ভাবনা। রোগীর বস্ত্রাদি কোনও জলাশয়ে ধোতকরা উচিত নয়; কাবণ সেইজন্য কেহ পান করিলে তাহারও পীড়া হইবার সম্ভাবনা। ১০:১৫টা রোগীর মৃত্যুর পর অনেকস্থলে বায়ুদূষিত ও নিয়াক্ত হইয়া উঠে এবং এইরূপে মহামারী উপস্থিত হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় দূষিত বায়ুই হৈ রোগের কারণ বলিয়া জানিবে। এইরূপ আতঙ্কের সময় বায়ু পরিক্রমণে অন্য যের ধূস, গন্ধক ও আলকাতরা পোড়াইবে এবং সম্ভবহইলে গোলাপ প্রভৃতি সুগন্ধি পুষ্প এবং “আতর”-এসেল প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য দ্বারা পরিবেশ বস্ত্রাদি সুবাসিত করিবে। এই পীড়ার একোপের সময় দ্রুতিতে খুব লঘুপথ্য ভোজন করা বিধেয়, কিন্তু কদাচ উপবাস, অতিভোজন বা গুরুপাক দ্রব্য আহার করা প্রেরকর নহে। এক্ষণে নেকড়ার কর্পূর মাখিয়া তাহার জ্ঞান মধ্যে গ্রহণ, পাত্কার মধ্যে গন্ধক চূর্ণ ব্যবহার, তাহা প্রভৃতি বিষময় দ্রব্য ধারণ এবং সর্বদা মন প্রফুল্ল রাখা মঙ্গলকর। এই পীড়া শেষরাতিতে বা সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইলে প্রায়শঃ মারাত্মক হয়। মরক আরম্ভ হইলে হাস পরিভ্যাগ করা কর্তব্য, বিশেষতঃ ভীক বা অসতর্ক ব্যক্তির পক্ষে উহা অত্যন্ত পালনীয়। অত্যন্ত ভয় উপস্থিত হইলে অনেক সময় ক্রিমি উদ্বেজিত হইয়া যদি ও ভেদ আরম্ভ হইয়া থাকে এবং তাহাই পশ্চাৎ বিসৃচীতে পরিণত হয়। অনেক সময় বিবেচক ঔষধে অতিরিক্ত ভেদ হইয়া শেষে বিসৃচীতে পরিণত হইতে দেখা যায়। গন্ধকচূর্ণের আত্মপন লইলে বা উহা

মালিশ করিলে এই নীচা সঞ্চারিত হইতে পারেনা; কিংবা হইলেও উহা সাংঘাতিক হয় না। তাহা ইহার উৎকৃষ্ট আভিবেশক। তাহা ব্যতীত বা উৎকৃষ্ট ভাষ্যকর মিথি প্রকৃতি বিবর্তনকর প্রাণের সহিত সেখানে এই রোগ জন্মিতে পারেনা; কিংবা জন্মিলেও ব্যাধি বীজবল হয়। কলোরাডোয়ীয়া মিথিগত্ববিশিষ্ট, কখনও প্রাণ করিবেনা, কারণ এই দুইটিবাহু বহু অত্যন্তরহু হইয়া ব্যাধি জন্মাইতে পারে। তেজ ও বসনে আলোকাতর্য প্রকৃতি কোমল উগ্রত্ব মিথিইয়া রাখিবে; কারণ তাহাতে অধিকা বসিতে পারিবেনা এবং বাহুও দুহিত হইবেনা। দুই-রোগীর বহুসি অধিনাৎ করা কর্তব্য। রোগীর সবদেহ চিত্তার অধিকৃত করিয়া দুই ও মালিকা আনুত রাখা বিধেয়। বাহাতে রোগীর শরীরের কোমল অংশ নিজনরীয়ে প্রবেশ করিতে না পারে তাহাতে অবহিত হইবে। রোগীর আশ্রয় হইলে, তদ্বিচারার্থ পেটে ও শাখার “বিকুঠৈল” মালিশ করা বাইতে পারে। ঐক্বে বসন নিবারিত না হইলে মিশ্রির পানার কাগজিলেবু বুল মিথিইয়া অল্পমাত্রায় পুনঃ পুনঃ পান করিতে দিবে। অমিটে কমলালেবু বা বেগুনা আশ্রয় ও বসননিষারক এবং এই রোগের সূচক। এই রোগ অধিকাংশকালেই বিষ্টকালী হইতে উৎপন্ন হয়। বিন্দুচীতে উত্তর কোমিত ও আলোড়িত হওয়ার অনেককালে জিহ্বার উপরস্থ বুদ্ধি পাইয়া তেজ ও বসির উপশম হয় না, অতঃপর তাহুণ অবস্থার মধ্যে মধ্যে জিমিমাৎক ঐক্বে প্রবেশ করা কর্তব্য।

পিপাসা হইলে অতিরিক্ত জলপান করিতে দেওয়া প্রেরঃ নহে; কারণ প্রাণের বহু হইলে, অত্যন্তরহু জল দ্বারা অপকার হইতে পারে। সুত্রোদ বহুই বিপজ্জনক। সুত্রোদ নিবারণার্থ হলপায়ের রস চিমিসহ পান করাইবে। পাথরকুচিপাতা ও সোরা বাটিয়া তলপেটে প্রলেপ দিলেও প্রাণের হইয়া থাকে। পানাকুলের পাতা ও সোরা বাটিয়া (কাঁজিয়ারা বাঁটা) বস্তিদেশে প্রলেপ দিলেও উপকার দর্শে। “বিক্রমবোণ” পাথরকুচির পাতার রসসহ পান করাইলে অথবা কাঁটানটের রুল ততুলোদক সহ বাটিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিলেও প্রাণের হয়। ততুলোদক প্রাণের কারক। এহলে আতপ ততুলোদক গ্রহণীয় নহে। বিকুঠৈল, মধ্যমনারায়ণতৈল, মহানারায়ণতৈল, মহাবিকুঠৈল বা হিমসাগরতৈল, বীকবীয়ে বস্তিদেশে মালিশ করিয়া নীতল জলে কাপড় ভিজাইয়া নিভুড়াইয়া তাহার তাপ দিলে প্রাণের হইয়া থাকে। গোপুত্রবীজ ও কাঁকুড়বীজ কাঁজিতে পেষণ করিয়া বস্তিদেশে প্রলেপ দিলে অথবা তেলাকুঁচাবুল কাঁজিতে বাটিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিলে সুত্রোদ নিবারিত হয়। সুত্রবিরেচনার্থ সুত্রকঙ্ক এবং সুত্রাবাতের ঐক্বে সসুহ অবস্থা বিশেষে প্রবেশ করিবে।

সর্বপ কক্কায়া উদরের উচ্চভাগ লিপ্ত করিলে বিন্দুচীকার বসন নিবৃত্তি হয়। ইহাতে অত্যন্ত বসননিষারক ঐক্বেও অবস্থা বিশেষে প্রযুক্ত হইতে পারে। তুষাকুর রোগীকে কর্পূর স্বেদনিতজল অল্প মাত্রায় মুহুর্তঃ পান করিতে দিবে। এই অবস্থার বরক বাইতে বেওরা বাইতে পারে। কবাবচি ১ তোলা, বটমধু ১০ তোলা, কন্দলী ১০ লিকি তোলা, উচ্চময়

১০ মিনিট ও মসিত করিয়া অন্নমাত্রায় (২ ১ রতি) মধুসহ ১৫১২০ মিনিট পর ২ লেহন করাইলে নিবারিত হয়। কবলীমূলের রসের ন্যস্তে বিম্বচিকার হিকা প্রশমিত হয়। ঐষা ও পৃথগ্ধে রাইসর্ষপের কড় লেপন করিলে হিকা ও বমি নষ্ট হয়। রোগীর শরীর হিমাল হইলে অথবা ইন্ড্রির ক্ষীণ হইলে মৃতসঞ্জীবনীমূলা পান করাইবে এবং ব্রহ্মচন্দ্রোদয়-মকরধ্বজ বা পাকমকরধ্বজ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। হিমালসন্নিগাতঅরোক্ত-সংগ্রাহক ঔষধ ইহাতে প্রয়োগ কর দার। কস্তুরী ১ রতি, কর্পূর ১ রতি, মকরধ্বজ ১ রতি তুলসীগড় রসসহ পান করাইলে উৎকৃষ্ট ফল হয়। এই রোগের প্রাবল্যারহ্মার ঘন ২ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। পেটে বেদনা উপস্থিত হইলে "টার্মিনটেল" ঘোরে ২ মালিশ করিয়া মুদ্রবেদ দিবে। অবস্থা বিশেষে বাতাকর্শের লিখিত উদরলেপ প্রদান করিলেও বেদনার শান্তি হইয়া থাকে। আম্র-এর মূল জলে বাটিয়া শীতলজলসহ পান করিলে বিসৃচী নষ্ট হয়। বেগুণ্ড, গুঁঠ ও কৈবর্ত মূতর কাথ পান করিলে বমি ও আমবিব নষ্ট হয়। এই কাথ ঔষধের অল্পপানক্রমে ব্যবহার্য।

অধিক বর্ষ হইলে, আবিদ মর্দন, ক্ষুদ্র মূলখচূর্ণ মর্দন বা গোমর জ্বিহ্ন মর্ষণ করিবে। মধুসহ প্রবাল তদ্র লেহন করিলেও বর্ষ নিবারিত হয়। মলকবেদনার সুশীতল জল পান করিবে। ইহাতে নারায়ণতৈল বা শতমৌক্ত দ্রব্য ব্যবহার করিলে বিশেষ ফলপাত হয়। জ্ঞানজননার্থ পাদময় সস্তাপিত করিবে। বিচার উপস্থিত হইলে, বধ্যবিধি পূরোক্ত বিকারের চিকিৎসা বিধের। হাতে বা পায়ে খিল ধরিলে কুড় ও সৈন্দবলবর্ণের চূর্ণ, চুক্র (অভাবে কাঁজি) ও তিলতৈল সহ লেপন করতঃ মালিশ করিবে। দারুচিনি, তেজপাত, রান্না, অগুরু, সজিনাছাল, কুড়, বচ ও তুলকা কাঁজিতে লেপন করিয়া দিবে। মালিশ করিলে বধ্যমূল নিবারিত হয়। ইহা দ্বারা তৈল পাক করিয়া "টার্মিনটেল" মর্দন করিলে বধ্যমূল নষ্ট হয়। জায়ফলচূর্ণ কটুতৈল সহ হিমাল দ্বানে মালিশ করিয়া বেদ দিলে উপকার হয়। "ভদ্রমুতকের কাথ" পান করিলে ও বাতুল (টাবালেবু) ছাপের আদ্র লইলে উৎক্রেণ (উকি) নিবারিত হয়। "ভদ্রমুতক" বিসৃচীতে এবং অতিশয়ে বিশেষ ফলপ্রদ। উহা আতপ ততুলোদকসহ বাটিয়া তৎপর হাঁকিয়া কিঞ্চিৎ কর্পূরসহ ব্যবহার করিবে। এই রোগে প্রচলিত বায়ু হটাবিহ্বল বেদনা উৎপন্ন করে বলিয়া ইহাকে বিম্বচিকা বলে। এই রোগের প্রথমাবস্থায় মিশ্রিত জলসহ "ভদ্রমুতক" বিশেষ উপকারী। ইহা দ্বারা বায়ু প্রশমিত হয়, প্রস্রাব পরিষ্কার হয়, আত্মান হাসপ্রাপ্ত হয় এবং ভেদ বন্ধ নিবৃত্তি হইয়া থাকে। আমরাকম্বী ও তিত্তবটীও এই অবস্থায় প্রযুক্ত হইবে এবং কেষ ২ পাকমকরধ্বজও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ঘনাদি বর্জ

মূতা চূর্ণ ২ তোলা, লিপুল ১ তোলা, কর্পূর ১ তোলা, পোষিত হিং ১ তোলা, পোষিত আকিং ১ তোলা। বটী ৩ রতি। অল্পপান—কর্পূর জল।

শস্ত্র-বিধান

হরিভাল, সোতাগা, পিপুল, কটকারী, মনঃশিলা, সের্কা, বিষ প্রত্যেক ১ ভাগ, পারদ, গন্ধক, অহিকেন প্রত্যেক ৭ ভাগ। । ভাবনা—সিদ্ধি, নিসিনা, ধুতুরা ও নিমপাতা। বটী ২ রতি। ইহা দ্বারা অভিসার, গ্রন্থী, অন্ন ও বিসৃচী নষ্ট হয়। সাধারণ অস্থান—অদারস। বিসৃচীতে সুতারসসহ এই ঔষধ ব্যবহার্য। পথ্য—শীতল জব্য।

বিসৃচাবিধংসরস

পারদ, গন্ধক সোতাগা, স্বর্ণমাক্ষিক, তুঁঠ, বিষ, সর্পবিষ প্রত্যেক ১ ভাগ, হিঙ্গুল ৭ ভাগ, গোড়ালেবুর রসে মর্দন করিয়া সর্পপাকৃতি বটী করিবে। অস্থান—সুতারস, বেলাদারস প্রভৃতি। ইহাতে বিসৃচী নষ্ট হয়। ইহার ব্যবহার অতি বিরল।

খন্ডী তৈল

মুদ্রিতৈল ১/৪ সের, ককর্ণ—কুড় ও সৈন্ধব মিলিত ১/১ সের। পাকার্থ—চুর্ন ১০ সের।

পথ্য—এই পীড়ার প্রথম অবস্থায় বা রোগের প্রাবল্যাবস্থায় পথ্য দেওয়া কর্তব্য নহে। দুগ্ধ হইলে, ১/২ কিলো কাকড়া লেবুর রস ও মিশ্রিচূর্ণমিশ্রিত বালি অন্ন ২ পান করিতে দিবে।

অর্থ অলসক চিকিৎসা :

ইহাতে প্রথমতঃ গরমজল ও সৈন্ধব দ্বারা বমন করাইয়া পেটে বেদ দিবে। তৎপরে উদারস্তম্ভেগে'জ বসি প্ররোগ দ্বারা মল নিঃসারিত করিবে। ইহাতে ভাস্করজলষণ, স্নানকোষ, সিন্ধুহস্তীতকী প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার করিবে। আত্মীয় জব্য আমাশয়ে অস্বাস্য হইয়া থাকে বলিয়া ইহাকে অলসক বলে। আমাশয়গত রোগ হেতু ইহাতে বমন ও লজ্জন অত্যন্ত চিতকর। এই যোগে প্রথমে বমনের চেষ্টা করিলে, কদাচ কোষ্ঠ হইতে মল নিঃসারনের চেষ্টা করিবে না। ইহাতে উদরে বেদ এবং পাচক অঙ্গলোমক ঔষধ ব্যবহার্য। মল নিঃসারণার্থ জরপালবীজ প্রভৃতি বিরোচক হইলেও কদাপি উহা ব্যবহার্য নহে। বিলম্বিকা ও অলসক বাতককপ্রধান ব্যাধি।

অলসক প্রত্যেশ—দেবদারু, বট, কুড়, তুলকা, হিং ও সৈন্ধব ক্রান্তিতে বাটিয়া সিঁদুর করতঃ উদরে পালেশ দিবে। ইহাতে আগ্নান ও বেদনা নষ্ট হয়। ববচূর্ণ ও ববক্ষার ষোল দ্বারা বাটিয়া সিঁদুর করতঃ উদরে প্রালেশ দিলেও তীব্র বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে। গরম ক্রান্তির হেতলবেদ, 'জ্বানলবেদ, উদরবেদনা নাশক। বিলম্বিকার চিকিৎসাও অলসকের দ্বার। ইহাতে কোন পথ্যই প্রযোজ্য নহে।

অঙ্গীর্ষ গোষ্ঠী তীব্রশূলপীড়িত হইলেও, শূলকর ঔষধ সেবন করিবেনা; বেষ্টে, আম দ্বারা মন্দীকৃত অগ্নি—এককালেই দোষ, ঔষধ ও আমাদি পরিপাকে অসমর্থ। সুতরাং এই অবস্থায় পাচক ঔষধই প্রশস্ত।

অথ ক্রিমি চিকিৎসা

এই রোগ প্রায়শঃ অদীর্ণ হইতে উৎপন্ন হয়। একত ক্রিমিরোগে অদীর্ণরূপক ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। ক্রিমি থাকিলে আকারীয় গ্রন্থাভ্যন্তরূপ পরিদর্শন হয় না, কাজেই এই রোগে অদীর্ণরূপক ক্রিমিনাশক ঔষধ ব্যবহার করিবে। ক্রিমিনাশক ঔষধের মধ্যে শিউড়াক সর্বপ্রধান। ইহা বাধি বিপরীত ঔষধ। বিড়ল বত পুরাতন হয় ততই কলহারক হইয়া থাকে।

ক্রিমি ২০ প্রকার। সাধারণতঃ বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে ইহা ২ প্রকার। বাহ্যক্রিমি পৃষ্ঠের ময়লা হইতে উৎপন্ন হয়। অবিকার্য হলে ইহা মাথার ও ময়লা কাপড়ে জমা থাকে। মাথার ক্রিমিকে মুক ও লিকা বলে। ইহারা কোঠি, শিউকা ও কতু জন্মাইয়া থাকে। আভ্যন্তর ক্রিমিকে ৩ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—ককল, পুরীষক ও রক্তক। ককল ক্রিমি আমাশয়ে, পুরীষক ক্রিমি পকাশয়ে এবং রক্তক ক্রিমি—শিউর, শিরাহ উৎপন্ন হয়। আমাশয়দ্বারা ক্রিমিতে জরাস, (উকি) মূত্রে ২০, ৩০, ৪০টি, অপরিপাক, বমন, মুচ্ছা, অর, কোষ্ঠবদ্ধতা, ক্লান্ততা, হাঁচি, পিনস, (নাসালস) ও বিশমিয়া হইয়া থাকে। এই ক্রিমি আকার ভুলতার (কেঁচোর) সদৃশ; এতদ্ভিঃ আকৃতিবিশিষ্ট ক্রিমি দুই হয়। ইহাদের বর্ণ তাম্র বা বেত। ইহারা মূত্রে, মাষকণ্ঠে, গুদ, মুখ, প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত ক্রিমি রোগে উল্লিখিত লক্ষ্য সমূহ অগাধ। এই রোগে স্পষ্টতঃ, হৃৎক, অগ্নি, আমাশ ও অক্লান্তি, জ্বর, প্রভৃতি। প্রাতঃকালে কিকিং ইহুগুদ ভক্ষণ করিয়া পর্যাবৃত্ত জনসহা ক্রিমি পারসিক বমানী (পোরসানি বমানী) পর্যাবৃত্ত জনসহ পান করিলে এই ক্রিমি (আমাশয়দ্বারা) পতিত হয়। মধুসহ পালিশাঞ্জরস বা শালিকশাকের রস পান করিলে অথবা বিড়লচূর্ণ সেবন করিলে কোষ্ঠের সমস্ত ক্রিমি নষ্ট হয়।

অন্যদেয়ে খাজাফুরের ছায় একপ্রকার ক্রিমি হয় এবং ইহা শিশুদেরই অধিক হইয়া থাকে। রাক্তিতে খুসাইয়া থাকিলে এই ক্রিমি বাহিরে আইলে। ঔষধ সেবনে এই ক্রিমির বিমাণ লক্ষণ হয় না। “কেঁচোসিরা” ভিকান জল দ্বারা অন্ত্রদেশে পিচকারী দিলে বিশেষ কল হয়।

পলাশবীজের স্বাদ মধুসহ অথবা পলাশবীজকক খোলসহ পান করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়। বিড়ল, সৈন্দব, বগাকর কমলাওড়ি ও হরতকী চূর্ণ মিলিত ৮০ চুই আনা মাত্রায় খোলসহ পান করিলে পকাশয় ও আমাশয়দ্বারা ক্রিমি নষ্ট হয়। ইহাকে শিউড়াকাদিচূর্ণ বলে। ক্রিমি মুদ্রা পলাশবীজ আমাশয়ে ক্রিমিতে প্রয়োগ করিবে।

পকাশয়দ্বারা ক্রিমিকে—মলভেদ, পকাশয়ে বেঘনা, বিটল, কার্পা, শকরতা, পাণ্ডতা, রোমহর্ষ, অগ্নিবান্ধ ও অন্যান্যে কতু হয়। যদি এই ক্রিমি আমাশয়ে উপস্থিত হয়, তবে মূত্রে, উল্গারে ও নিখালে পুরীষের দৃক অস্বস্তি হয়। মাষকণ্ঠে, শিউক, অর, লগ্ন, গুদ,

1

2

3

4

5

6

শাক প্রস্তুতি হইতে এই ক্রিমি উৎপন্ন হয়। সুতরাং উক্ত ক্রিমিরোগে উল্লিখিত প্রবাসমূহ
অপব্য। পুরোক্ত বিড়ঙ্গাদিচূর্ণ এবং ক্রিমিসুদগররস ইহাতে ব্যবহার করা যায়।
বলভেদ থাকিলে, সুতারকাণ সহ ক্রিমিসুদগররস ব্যবহার করিবে। ইহাতেও শঙ্খবটী
ও বৃহৎ অমিকুমার ব্যবহার করা যায়। উদরায়ান থাকিলে, কীটমর্দনরস চূণেরজন-
নহ এবং বলভেদ থাকিলে মধু ও সুতার কাঁথ বা উহার রস সহ সেবন করিবে।

রক্তকক্রিমি—ইঞ্জলু (টাক) ও কুষ্ঠ উৎপন্ন করে। ইহারা রক্তবাহিনীরাহিত
রক্তমাগে ক্ষয়রূপে অবস্থিতি করে। এই ক্রিমি বিকল্পভোজন, অকীর্ণভোজন এবং শাক,
অন্ন প্রস্তুতি রক্তদূষক পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাতে রক্তদূষকজন্ম সকল অপব্য। এই
রোগে রক্তগরিকারক ও ক্রিমিনাশক ঔষধ ব্যবহার্য। কুষ্ঠরোগোক্ত অমৃতাকুরলৌহ,
পঞ্চতিক্তদ্রব, মাণিক্যরস, পারিভ্রাজাবলেহ, সোমরাজীতৈল ও মরি-
চ্যাতিতৈল প্রস্তুতি রক্তকক্রিমিনাশ প্রয়োগ করিবে। রক্তহ্রিত করিয়া যে সকল ব্যাধি
উৎপন্ন করে, সেই ব্যাধির ব্যবস্থিত ক্রিমিনাশক ঔষধ সকল ততঃ রোগে প্রয়োগ করিবে।

এই ক্রিমি দ্বারা ইঞ্জলু উৎপন্ন হইলে মহাভুঙ্গরাজতৈল (কুরোগোক্ত) বা
চন্দনাচুতৈল ব্যবহার করিবে। ক্রিমি রোগীর অন্ন থাকিলে বিড়ঙ্গাদিলৌহ হিতকর।
বালকের মূত্র হইলেই ৩।৪ দিন পর প্রায়শঃ ক্রিমির উপশ্রব হইয়া থাকে। উহা অবহেলা
করা উচিত নহে; কারণ তাহাতে শিশু ক্রিমিবিকার আরম্ভ হইয়া রোগীর অবস্থা
শেষোন্নয়ন হইয়া পড়ে। অতিসারের উদ্ভব অত্যন্ত অলোড়িত হইলে, বালকদিগের ক্রিমি-
বিকার হইতে দেখা যায়। আরে ক্রিমিবিকার হইলে তাহা অতিভয়কর আকার ধারণ করে
এবং তাহাতে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। যথা—মূত্র ৩০-৪০ লালানির্গম, পেটে বেদনা,
প্রলাপ কখন, বমন, ভেদ, হঠাৎ শরীরের নিশ্বাসতা, অকস্মাৎ শরীরে কোনও অংশের
কঁটলতা, অস্থান, তন্দ্রা, শ্বাস, বৈক্য, শিলাশা ও বিবিধা। রোগীর অবস্থা জটিল হইলে,
কিহাঙ্গুলে সর্বপতৈলসহ আরফলচূর্ণ মালিশ করিয়া বেদ দিবে এবং ক্রিমিসুদগররস,
বৃহৎকন্তুরীতৈরব, কন্তুরীযুক্ত-মকরধ্বজ ও বিড়ঙ্গাদিলৌহ ব্যবহার
করিবে। ইহাতে পারিভ্রাজাবলেহ বা হরিত্রাযুক্ত ব্যবহার করিলে বালকের উপকার
হয়। ক্রিমিরোগে হরিত্রা বা সেকোবিষটিও ঔষধ ব্যবহার্য নহে। আদ্য প্রস্তুতি
কইদ্রব্য দ্বারা ক্রিমি উৎপাদিত হয় সুতরাং উহা অমুখানার্য বা পদার্থ ব্যবহার করিবে না।
মধুরসব্য, অন্নদ্রব্য, কটুদ্রব্য এবং পুরোক্ত প্রবাসমূহ ক্রিমিরোগে অপব্য। ক্রিমির ক্রিয়ার
অনেক ভালক বালিকার সঙ্গে নিদ্রাব্যহার শব্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহাও অবস্থার
পারিভ্রাজাবলেহ বালকের উপকারী। বিড়ঙ্গ তৈল বা মুস্তুর তৈল মাণি-
সেব্য ক্রিমি নষ্ট হয়। বিড়ঙ্গচূর্ণ পানে বহুকালের জীর্ণক্রিমি ও তজ্জনিত উপশ্রব দূর হয়।

তিক্তবটী

ত্রিকটু, ত্রিকলা, বিড়ল, বিষ, পায়দ, গন্ধক, চিত্তেনুল, পঞ্চলবণ, জীবে প্রত্যেক সমভাগ।
কুঁচিলা সর্বসম লেবুরসে ৭ দিন তিজাইয়া রাখিয়া বাটিয়া অর্ধ রতি বটী করিবে।
অহুপান—শীতলজল, চুণেরজল, পালিখাপত্রের রস, আনারসের পাতার রস ইত্যাদি।
ইহাচার্য্য নানাবিধ ক্রিমি, অল্পশিত্ত, অপ্রদোষ প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

ক্রিমিমুদগর' রস

পায়দ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, বনবমানী ৩ ভাগ, বিড়ল ৪ ভাগ, শোধিত কুঁচিলা ৫ ভাগ,
পলাশবীজ ৬ ভাগ, কলছারা মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অহুপান—আনারসের
পাতার রস বা পালিখাপত্র রস।

কৌটমর্দন রস

পায়দ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বনবমানী ৩ তোলা, বিড়ল ৪ তোলা, কুঁচিলা ৫ তোলা,
বাগুনহাটী ৬ তোলা, একত্র মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অহুপান—পালিখাপত্র রস,
চুণের জল, সুতা ইত্যাদি।

বিড়ঙ্গাদি লৌহ

পায়দ, গন্ধক, অরট, জায়ফল, লবঙ্গ, পিপুল, হরিতাল, তুঁঠ, বঙ্গ প্রত্যেক সমভাগ,
সর্বসম লৌহ। লৌহসহ সর্পদ্রব্যাসম বিড়লচূর্ণ, পালিখাপত্র রসে মর্দন করিয়া ৪ রতি বটী
করিবে। অহুপান—পালিখাপত্র রস, আনারসের পাতার রস ইত্যাদি। অকীর্ণ থাকিলে
এই ঔষধ চুণের জল ও মিশ্রি সহ সেবন করিবে। ক্লান্তি উত্তমরূপে শোধন করিয়া ব্যবহার
করা কর্তব্য।

পারিতোষাথলেহ

পালিখাপত্র রস ৮ সের, চিনি ১ সের, সূত ৮ সের, হরিদ্রাচূর্ণ ১ সের। এই সমস্ত
একত্রে পাক করিয়া উপযুক্ত সময়ে চিত্তেনুল, ত্রিকলা, সুতা, বিড়ল, কৃষ্ণজীবে, বমানী,
বনবমানী, সৈন্ধব, নিসিন্দাকল, আকনাদি, বিড়ল, ভায়াগতা, অনন্তমূল, বাসকমূল, পলাশ-
বীজ, ত্রিকটু, ভেউড়ী, বস্ত্রমূল, বেণু, নিমছাল, সোমরানী, প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা মিশ্রিত
করিয়া দৃঢ় লেহ প্রস্তুত করিবে। যাত্রা ১০ হইতে ৪০ তোলা। অহুপান—শীতলজল।
ইহাতে শীতলিত, কুঁঠ, কণ্ডু প্রভৃতি আরোগ্য হয়। ইহাকে কেহ ২ হস্তিপ্রাশ্যও নামে
অভিহিত করেন।

বিড়ঙ্গ তৈল

মুজিত কটুতৈল ৮ সের, গোমূত্র ১৬ সের, ককার্ণ—বিড়ল, গন্ধক, বনবিণা মিলিত
১১ সের।

মুস্তুর তৈল

মুজিত কটুতৈল ৮ সের, মুস্তুরা পাতার রস ১৬ সের, মুস্তুরা পাতা ১১ সের।

শিউলফল

মুত ১/৪ সের, বিড়ল ১/২ সের, হরীতকী ১/২ সের, অমলকী ১/২ সের, বহেড়া ১/২ সের, পক্ষকোল মিলিত ১/২ সের, দশমূল মিলিত ১/২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের।
ককার্থ—টেকর ১/১ সের। পাকিতে প্রক্ষেপার্থ—চিনি ১/১ পোয়া।

অমল পাণ্ডু, কামলা ও হলীমক চিকিৎসা

অত্যন্ত অল্প লবণ ও তীক্ষ্ণদ্রব্য সেবনে প্রকৃপিতদোষ, রক্তকে দূষিত করিয়া অনেক পাণ্ডুতা ওয়াইলে তাহাকে পাণ্ডুরোগ বলে। বাতাদিক-পাণ্ডুরোগে তৎ ককবর্ণ হইলেও পাণ্ডুতাব বিন্যাস থাকায় তাহাকেও পাণ্ডুরোগ বলা যায়। পাণ্ডুরোগ পিত্তপ্রধান; সুতরাং সকল প্রকার পাণ্ডুরোগেই পিত্তরূপিত হিতকর এবং পিত্তবর্জক দ্রব্য অপব্য।

দারুহরিদ্রার কাণ, পটোলপত্ররস, শুলকরস, বা মিষপত্র রস, মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়। পাণ্ডুরোগে বিরচন বিশেষ হিতকর; বোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, রোগ সত্ত্বর প্রশমিত হয় না। বিরচনার্থ হরীতকীচূর্ণ, মুত ও মধু সহ লেহন করিবে। অথবা তেউড়ীমূল চূর্ণ ১০ হইতে ১০ সিকি তোলা, চূর্ণের বিস্তার চিনি সহ সেবন করিবে। পাণ্ডুরোগে লৌহভঙ্গ্য শ্রেষ্ঠ। লৌহভঙ্গ্য ৭ দিন গোমুত্রে ভাবিত করিয়া ২৩ রতি মাত্রায় দুগ্ধ সহ পান করিলে কফপ্রধান পাণ্ডুরোগ নষ্ট হয়। পুরাতন মস্তুর অগ্নিসত্ত্ব করিয়া ৭ বার গোমুত্রে নিক্ষেপ করিবে এবং সেই মস্তুর মুত মধু সহ সেবন করিয়া (১০ আনা হইতে ১০ আনা মাত্রায়) কিঞ্চিৎ দুগ্ধ অঙ্গুলান করিবে। ইহা দ্বারা বাবচীর পাক্ষিক নিবারিত হয়। ফলস্রষ্টিকাদিকমাস্ত্র পাণ্ডুরোগের ব্যাধিপ্রত্যয়ীক ঔষধ। ইহা বিবেচক। নবাস্ত্রসম্পোহ ও পাণ্ডুরোগের ব্যাধিপ্রত্যয়ীক ঔষধ। ইহা শোথযুক্ত পাণ্ডুতে সাদরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা পাণ্ডু, কামলা, শোথ, কুষ্ঠ, অর্শ ও ক্ষত্রেণ নিবারিত হয়। এই ঔষধ সূত্রত এবং চরক উভয় গ্রন্থেই লিখিত হইয়াছে। ইহা পিত্তাদিক ধীর্ণজরে এবং বক্ততে ব্যবহৃত হয়। স্রোতস্রাজ পাণ্ডুরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা পিত্তাদিক জ্বরযুক্ত পাণ্ডুতে ব্যবহার করা হয়। লৌহপাণ্ডু চতুর্গুণ জলসামিত দ্বীপ পান করিলে পাণ্ডু, শোথ ও গ্রন্থী নষ্ট হয়। দ্রোণ পুণ্ডী (দণ্ডকলস) রসের অঙ্গনে কামলা নষ্ট হয়। বহেড়ার কাঠ দ্বারা পুরাতন মস্তুর বদ্ধ করিয়া ৮ বার গোমুত্রে নিক্ষেপিত করিয়া চূর্ণ করতঃ মধু সহ লেহন করিলে কুষ্ঠকামলা নষ্ট হয়। কামলা বড়ই আশঙ্কাজনক ব্যাধি। ইহাতে চক্ষু ও শ্রবণ হরিদ্রাবর্ণ হয় এবং ক্রমে হস্তপদাদি হলুদ আভা বিশিষ্ট হইয়া পড়ে। সীরা ও বক্ততের দোষ হইতেই এই ব্যাধি উৎপন্ন হয়। সুতরাং সীরা ও বক্ততের দোষ দ্বারাতে উপশমিত হয় তাবিধরে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। হলীমকে পাণ্ডু ও কামলাদিক চিকিৎসা বিধেয়। কারণ কামলার প্রাণব্যাধিকেই হলীমক বলে। পাণ্ডুরোগে

শুভ্রাঙ্গাদিলৌহ, শিস্ত্রাঙ্গকঙ্কাল, অহাঙ্গিশিস্ত্রাঙ্গকঙ্কাল ব্যবহার করা
 গাইতে পারে। শোধিত পাথুরোগে "পুনর্ব্যায়ক" বিশেষ উপকারী। এই ঔষধ
 প্রচোদনের বা বৃদ্ধিদানকারে সাদরে ব্যবহৃত হয়। "যক্‌বটকমতুংহ" উক্ত রূপ কল লাভ
 হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে বোল পান করা কর্তব্য। রোগ প্রবল বা পুরাতন অবস্থায়
 পরিণত হইলে, এবং উপরি লিখিত ঔষধে যদি কল না ঘটে (যের না থাকিলে)
 স্নিগ্ধাঙ্গাদিলৌহ বিশেষ কলদায়ক। ইহা দ্বারা কামলা, পাথু ও বৈদ্য ও দেহ আরোগ্য হয়।
 কামলা না থাকিলে এবং বাতু অভ্যন্তরীণ হইলে স্নিগ্ধাঙ্গাদিলৌহ প্রয়োগ করিবে। এর
 থাকিলে শিস্ত্রাঙ্গাদিলৌহ ও অহাঙ্গিশিস্ত্রাঙ্গাদিলৌহ ব্যবহার্য। বৃত্তিকালপাথুরোগে (বৃত্তিকা
 বাইরা যে পাথুরোগ নামে) স্নিগ্ধাঙ্গাদিলৌহ প্রয়োগ করিবে। অতিসারযুক্ত পাথুরোগে
 "জৈলোক্যাক্ষররস" ব্যবহার্য। বৃক্কপীহাদিসংযুক্ত আনাহ-পাথুতে যদি পিত্তাধিক্য না থাকে,
 তবে "পাথুপকানন" প্রযোজ্য। পাথু কামলা বা হলীমকে শোধ থাকিলে, "পুনর্ব্যায়ক"
 মালিশ করা বিধেয়। ইহা দ্বারা উত্তরোগসংযুক্ত জীর্ণজ্বর এবং শোধ নষ্ট হয়।

ফল শিস্ত্রাঙ্গাদিলৌহ। বধা—ত্রিকলা, তলক, বাসকচাপ ১০ কী, চিত্রা ৩
 নিম্বাল। মীতল হইলে তাহাতে ১০ তোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

নবায়স লৌহ।

ত্রিকলা, ত্রিকটু ও ত্রিম্ব (বিড়ল, চিত্তেন্দ্র ও সুতা) প্রত্যেক ১ তাপ, লৌহ ১ তাপ।
 মাত্রা—৩৫ রতি। অল্পপান সুত ও মধু। এই ঔষধ গলকের রস ও মধু সহ অথবা
 পটোলপত্র রস ও মধু সহ ব্যবহৃত হয়।

যোগরাজ।

ত্রিকলা মিলিত ৩ তাপ, ত্রিকটু মিলিত ৩ তাপ, চিত্তেন্দ্র ১ তাপ, বিড়ল ১ তাপ, শিলাকটু
 ৫ তাপ, মৌপায়ল ৫ তাপ, (অভাবে মৌপায়ল) স্বর্নমালিক ৮ তাপ, লৌহ ৮ তাপ, রক্ত
 ৮ তাপ, চিনি ৮ তাপ, মধু দ্বারা মর্দন করিয়া ৬ রতি পরিমাণ বটী করিবে। ইহা
 জীর্ণাঙ্গে ব্যবহার করা কর্তব্য। ইহাতে কুলখকলাই, কাকমাটীশাক ও কপোতমাংসে বন্ধন
 করিবে। ইহা দ্বারা পাথু কামলা, জীর্ণ ও বিবর্তন নষ্ট হয়। অল্পপান—মধু ও পটোলপত্র রস।

পাথুশোধক—পুনর্ব্যায়কমতুংহ।

পুনর্ব্যায়ক, ভেটুভীমূল, ভট্ট, পিপ্পল, মারচ, বিড়ল, বেংখাক, চিত্তেন্দ্র, কুড়, ত্রিকলা,
 হরিদ্রা, দাক্ষারি, বটী, চই, ইলুঙ্গ, কটুকী, পিপ্পলমূল, সুতা, প্রত্যেক সমভাগ, অল্প
 পান পুরাতন মতুংহ সর্ববিধেয়। পাত্রার্থ—মৌসুম—মতুংহের ৮ ভাগ। রাক শেষ হইলে
 ঔষধ মিহ্রভাঙে রাখিবে। অল্পপান—মধু ও পটোলপত্র রস। ইহা দ্বারা উত্তর, শীতল, শোথ, কাম, বীহ
 ও বৃক্ক আরোগ্য হয়।

বজ্রবটক মণ্ডুর

পককোল, হরিট, দেবদারু, ত্রিকলা, বিড়ল ও মূতা মিলিত ৩ পল, পূর্ণবৎ মণ্ডুর ৬ পল, গোমূত্র মণ্ডুরের ৮ গুণ, বশীকৃত হইলে নামাইরা ১০ তোলা মাত্রায় খোল সহ সেবন করিবে। ঔষধ সেবন কালে যথেষ্ট পরিমাণ খোল পানকরা আবশ্যক।

দ্রাক্ষা দ্রুত

দ্রুত ১/৪ সের, কিসমিস ১/১ সের, পাকার্বজল ১৬ সের। এইদ্রুত বৎসরাতীত পুরাতন রক্তরা আবশ্যক। কেহ কেহ ইহাতে ১৬ সের দ্রুত দিয়া পাক করিয়া থাকেন।

হরিত্রা দ্রুত

হরিত্রা দ্রুত ১/৪ সের, দ্রুত ১৬ সের, ককার্ব-হরিত্রা, ত্রিকলা, নিম, বেড়েলা ও বষ্টিমধু মিলিত ১/১ সের লইয়া বধাবিধি পাক করিবে। অম্লপান—চন্দ্র।

মুক্তিকাজ পাণ্ডুরোগে—ব্যোষাগ্র দ্রুত

দ্রুত ১/৪ সের, ককার্ব—ত্রিকটু, বেণতুঠ, হরিত্রা, দাকহরিত্রা, ত্রিকলা, খেচপুনর্বা, পোতপুনর্বা, মূতা লোচডম্ব, আকনাদি, বিড়ল, দেবদারু, বিছাতি ও বাসুনকাটা মিলিত ১/১ সের, দ্রুত ১৬ খোল সের।

কামলার নিশালৌহ

হরিত্রা, দাকহরিত্রা, ত্রিকলা ও কটকী প্রত্যেক সমভাগ, লৌহ সর্বসম। মাত্রা—৪। ৫ রতি। মধু ও গুলঞ্চের রস সহ সেবা।

ত্রৈলোক্য অম্লর রস

পারদ ১ তোলা, অম্ল ৬ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, পদক, ত্রিকলা, ত্রিকটু, মোচরস, তালমূলী ও গুলঞ্চের প্রত্যেক ৫ ভাগ, ত্রিকলাকাথে ১০ দিনে ২০ বার, পরে সজিনা ও চিতেমূল রসে পূর্ণক ২ আটবার তাবনা দিয়া ৩ রতি বটী করিবে। অম্লপান—চিনি ও মধু।

পাণ্ডু পঞ্চানন রস

লৌহ, অম্ল, তাম্র, প্রত্যেক ১ পল, ত্রিকটু, ত্রিকলা, দস্তীমূল, চই, কক্কীয়ে চিতেমূল, হরিত্রা, দাকহরিত্রা, তেউড়ীমূল, মামমূল, ইজ্জব, কটকী, দেবদারু, বচ ও মূতা প্রত্যেক ২ তোলা, মণ্ডুর সর্বসম লইয়া মণ্ডুরের ৮ গুণ গোমূত্রে পাক করিবে। প্রথমে গোমূত্রে মণ্ডুর পাক করিয়া সিদ্ধ হইলে লৌহ, অম্ল ও তাম্র প্রক্ষেপ দিয়া পাক শেষ হইবার কালে পুষ্কলিধিত ত্রিকটু প্রভৃতি দ্রব্য মিশাইরা নামাইবে। মাত্রা ১০ সিকি হটেতে ১০ তোলা পর্যন্ত। অম্লপান—গরম জল।

পুনর্বা তৈল

তৈল ১/৪ সের, ককার্ব—পুনর্বা ১২১ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। ককার্ব—ত্রিকটু, ত্রিকলা, কাকড়াশূলী, ধনে, কটকল, শটী, দাকহরিত্রা, গিরজু, দেবদারু, রেণুক, কুড়, পুনর্বাশূল, বধানী, কক্কীয়ে, এলাচি, দাকচিনি, পদ্মকর্ট, তেজপত্র ও নাপেবর প্রত্যেক ২ তোলা।

পথ্য—ভিজ্জা, পটোল, ডুমুর, কচিবেগুন, বেড়াগ্র, মৃগডাল, ময়ূরডাল, সৈন্ধব ইত্যাদি।

অপথ্য—ময়ূর, লবণ, মৎস্ত, শাক, দধি, কারদবা, নবান্ন, গুরুশাক দ্রব্য ইত্যাদি।

অথ রক্তপিত্ত চিকিৎসা

এই ব্যাধি, পাণ্ডুরোগের দ্বারা পিত্তপ্রাধান্য। সুতরাং পাণ্ডুরোগের পর রক্তপিত্তচিকিৎসা কথিত হইয়া থাকে। অত্যন্ত রোগ, ব্যায়াম ও পথপৰ্যটন দ্বারা অথবা ভীক্ষুবীৰ্য্যমরিচাদি দ্রব্য, কার, লবণ ও অন্নাদিদ্রব্য সেবন দ্বারা বিদাহতাপ্রাপ্ত প্রকৃতিপিত্ত, রক্তকে দূষিত করিয়া রক্তপিত্ত উৎপন্ন করে। পিত্তের অত্যন্ত প্রকোপ বাতীত রক্তপিত্ত ধর্তে পারে না। ইহাতে শীতবিধি অবলম্বনীয়। উল্লিখিত বাবতীর দ্রব্য—এই রোগে অপথ্য। পিত্ত ও রক্ত উভয়েই আগ্নেয়; সুতরাং পিত্তহারক শীতলদ্রব্য সেবনে রক্তের প্রকোপ ও প্রাবল্য নষ্ট হইয়া পীড়ার উপশম হইয়া থাকে। এই ব্যাধিতে রক্ত ও পিত্ত অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া অতিশয় উষ্ণতাব ধারণ করে। রক্তপিত্ত ও তাগে বিকৃত। উর্দ্ধগত রক্তপিত্ত—মূখ, মাস, কর্ণ ও চক্ষুদ্বারা, অধোগত রক্তপিত্ত—যেতু ও বোনি দ্বারা এবং তর প্রকার রক্তপিত্ত উর্দ্ধ ও অধোদ্বারা নির্গত হইয়া থাকে। এতদ্বারা সমস্ত লোমকূপ দ্বারাও রক্তপিত্তের রক্ত করিত হইতে পারে। রক্তপিত্তের রক্ত—রক্ত কি অত্র পদার্থবিশেষ, তাহা বিশেষরূপে অবধারণ করা কর্তব্য। যদি উহা রক্ত হইত, তবে যে রোগীর $\frac{1}{8}$ সের বা $\frac{1}{4}$ পোরা পরিমাণ শ্রাব হয়, তাহার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু, অত্যন্ত অবসন্নতা, শরীর দুর্বল, কক্ষ নিবন্ধন বাতব্যাধি অথবা মৃত্যু হইতে পারিত। সুতরাং উহা সম্পূর্ণ রক্ত নহে। চরকে রাগপরিপ্রাপ্ত পিত্তকেই রক্তপিত্ত কল্পনা করতঃ কক্ষদ্বার সমাসে উহার ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে। রক্ত ও প্রীহস্থানে পিত্ত, রক্তকে দূষিত করে; তৎপর দূষিত রক্তদ্বারা উহা রঞ্জিত হইয়া বর্ধিত হইয়া থাকে। এই জন্য রক্তপিত্তের রক্ত বিকৃতভাবে দৃষ্ট হয়। তদনন্তর, রক্তপিত্তের উদ্ভাবনা দ্রব্যাদি বিদ্রোচিত হইয়া বিশেষমার্গদ্বারা ক্ষত হয় এবং সেই বেদদ্বারা পিত্তের দ্রব্যাংশ আরও বর্ধিত হইয়া থাকে। এই রক্তরঞ্জিত-দ্রব্যাংশই অবশেষে নির্গত হয়। প্রকারান্তরে এইরোগে সমস্ত বাতুই হীনভেদবিশিষ্ট হয় বলিয়া, বাতুপোষক ঔষধ ব্যবহার করা কর্তব্য। ইহাতে প্রীহা রক্তের ক্রিয়াও বিকৃত তাৎপার্য হয়। রক্তপিত্তের প্রবৃত্তাবস্থার রোগীর শরীরের প্রায় সমুদায় রক্তই দূষিত হইয়া থাকে। এই অবস্থার প্রায়ঃ লোমকূপ দ্বারা রক্ত নির্গত হইতে দেখা যায়। রক্তপ্রীহাস্থানস্থিত পিত্তের বিকৃতি পোষণার্থ বিশেষরূপে হয় করিবে। সুকৃতের মতে বন্যসমাসে রক্তপিত্ত ব্যুৎপাদিত হইয়াছে, তাহাও অসম্ভব নহে। যে যেতু দ্রব্যাংশে অণু তাহা রক্তও মিশ্রিত থাকে। রক্তপিত্তে রক্ত ও পিত্ত উভয়েই ব্যাধির প্রধান উপকরণ, সুতরাং বন্যসমাসের ব্যুৎপত্তি সমীচীন। আবদোষ থাকিলে রক্তপিত্তের প্রকোপ প্রবল হইয়া থাকে। তৎকর্তৃক লক্ষণা দ্বারা রোগীকে

লজ্জিত করা কর্তব্য। রোগী বলবান হইলে এবং আহারে সামর্থ্য থাকিলে হঠাৎ রক্তবদ্ধ করা বিধেয় নহে। কারণ হঠাৎ রক্তবদ্ধ হইলে অর, শ্রীহা, ওম্ব, ক্রোম, একদী ও পাচুরোগ জন্মিতে পারে। উর্দ্ধগ রক্তপিত্ত ককসংহট। অক্ষীণবলবাসোহি উর্দ্ধগরক্তপিত্তকে, প্রথমতঃ পূর্কোক্তরূপ লজ্জিত করিয়া তৎপর তর্পণ ও বিরেচন করাইবে। যে সকল দ্রব্য তখনে শরীর তর্পিত (দ্বিগু লীতল) হয় তাহাকে তর্পণ বলে। খইয়ের ছাত্তি, জল, ঘৃত ও মধু পরিমিতরূপ গ্রহণ করিয়া মিশ্রিত করতঃ দীর্ঘ ও তুলনাত্ত অবস্থায় সেবন করিলে উর্দ্ধগ রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়। পিত্ত, সামাবহাশ্রাণ হইলে, দোষ ককহ হইলে বা ব্যাধি দ্বিগুণনিদানন হইলে পূর্কোক্তরূপ লজ্জন বেগরা ব্যবস্থের এবং এতদ্বিত্ত অবস্থায় তর্পণ হিতকর। খর্জুর, কিসমিস, যষ্টিমধু ও পকবলসামিহিত অর্দ্ধশূত কব্যরসম্পাদিত সশর্কর লাতশকু (খইয়ের ছাত্তি) সেবনে বিশেষ উপকার নইয়া থাকে। ইহা রক্তপিত্তব্যাধি-প্রত্যক্ষ পথ। বিরেচনার্থ—ত্রিহৃতাদি মোদক ব্যবহার করিবে।

ত্রিহৃতাদি মোদক।

কেউড়ীমূল, ত্রিফলা, পিপুল ও মধু প্রত্যেক সমভাগ, চিনি সর্কদিগুণ লইয়া বর্ষাবিধি পাক করিবে। মাত্রা ১০ তোলা। অমুপান—হৃৎ।

উর্দ্ধগ রক্তপিত্তে কদাচ বমন এবং অধোগরক্তপিত্তে কদাচ বিরেচন করাইবে না।

অধোগরক্তপিত্তে আবদ্ধক হইলে চিনি, মধু ও মদনফলমিশ্রিত মধুপান করাইয়া বমন করান উচিত। দ্রবদ্রব্যআলোড়িত পাককে অম্ম বলে। দ্রবদ্রব্যের অম্মজি থাকিলে সর্কদ্রই ভাল প্রযোজ্য। রক্তপিত্তে সর্কদ্রই লাঞ্জনক ব্যবহার্য। বাসক দ্রব্যের মধ্যে মদনফল শ্রেষ্ঠ। রক্তপিত্তে বাসকের গুণ অধিতীর এবং ইহা ব্যাধিবিপরীত ঔষধ। অতিসারোক্ত শালপর্ণ্যাদিনিক্ষেপের ইহাতে পথ্য। সুতা, ক্ষেত্রপল্লী, বেণামূল, রক্তচন্দন ও বালাসামিহিত লীতলপানীয় রক্তপিত্তের পক্ষে হিতকর। রোগী অত্যন্ত হরুদ, শুকমাংস, বালক, মূত, শোণদ্বিত্ত বা অবব্য ও অবিরেচা হইলে রক্ততত্তন ঔষধ দ্বারা সত্তর রক্তপ্রাব বদ্ধ করিবে। ইহাদেহ প্রাব উপেক্ষণীয় নহে। উর্দ্ধগ রক্তপিত্তে পুটপাক দ্বারা উৎকৃষ্ট বাসকপত্ররস মধু ও শর্করা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বা কোমল বাসকপত্ররস বা কব্যর পান করিলে রক্তপ্রাব বীজ নিবারিত হয়। আঙ্গান্দিক্রম্যাস্ত্র পানে উর্দ্ধগ রক্তপিত্ত নষ্ট হয়। কাকডুম্বরের (খোকসা ডুম্বরের) বরস মধুসহ পান করিলে অধোগত রক্তপিত্ত নিবারিত হইয়া থাকে। মদরতী মূলের (কাঠমল্লিকা মূলের) কাথ মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও অধোগরক্তপিত্ত নষ্ট হয়। বাতোদ্রগরক্তপিত্তে ছাগ বা গব্যাহুৎ ৫ গুণ জলে কথিত (লিঙ্ক) করিয়া মধু ও চিনি সহ পান করিবে। ব্রহ্মপক্ষ্মণীসামিহিত হৃৎ, চিনি মধুসহ পান করিলেও আত্ম রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়। সুদর্বার্ণ রক্তপিত্তে ত্র্যাকাদির অত্যন্ত দ্রব্যদ্বারা হৃৎ পাক করিয়া ঘৃত ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

প্রাপ্তকান্দি। অথবা—জাফা, পর্বতীচক্ৰ (শালগাখি, চাকুলে, মুনালী, মাঝাখী)
বেড়েলানুল, বটীমধু, গোমুর ও শতমূলী।

পক্ষ বজ্রভূম, পাখারী, হরীতকী, শিতিবেজুর বা জাফা ইহাদের মধ্যে কোন একটীর
চূর্ণ মধুস্বারা লেহন করিলে উপরোক্ত রক্তপিত্তের বিশেষ উপকার হয়। পাক্ষ বজ্রভূমের
চূর্ণ, মধু বা পুরাতন ইক্ষুভঙ্গসহ লেহন করিলে নাসারক্তস্রাব নিবারিত হয়। মধুর অভাবে
অথবা কোনও অবস্থাতেই মধু অপ্রদোষ্য হইলে, উহার পরিবর্তে অবস্থা বিশেষে চিনি বা
চিনির জল, বজ্রকুলের রস, কদলী ফলের রস বা পুরাতন জড় ব্যবহার করিবে। যদিও,
শিরস্তু খেতকাকন বা শিমুল ইহাদের অত্রতমের পুষ্ণচূর্ণ মধুস্বারা লেহন করিলে নানাবিধ
রক্তপিত্ত নষ্ট হয়। বাসকপত্র রসে ৭ বার ভাবিত হরীতকী বা শিমলীচূর্ণ মধুসহ লেহন
করিলে রক্তপিত্ত নষ্ট হয়। ইহা মেদাহুযক রক্তপিত্তের ঔষধ। মেদুপাত রক্তপিত্ত
অহিফ্রত হইলে উত্তরবাতি ও ভূশপকমূলসামিত চর্মে বিশেষ হিতকর। কুন্দল, কানুল,
শরমুল, উলুঙ্গ ও ইক্ষুঙ্গ এত ৫টা মূলকে ক্রমশঃ মূল্য কহে। নাসারক্ত স্রাব রক্তস্রাব
হটলে, প্রথমতঃ নাসাখারা স্নান করিয়া লগ টানিবে, শীতল বাতাস করিবে ও মাথার শীতল কর
দিবে। এই ক্রিয়া দ্বারা অকৃতকার্য হইলে—দুর্বার রস, দাড়িমফলের রস, আমআঠির
শাঁসের রস অথবা চিনিমুক্ত ইক্ষুরসের মজা লইবে। দুর্বার রস নাসাগতরক্তপিত্তে অতীব।
আমলকী স্তূতে ঔষধ জালিয়া, বাটিয়া মাথার প্রলেপ দিলে উর্দ্ধগ রক্তস্রাব সঘর নিবারিত
হয়। রক্তপিত্তের প্রকোপে নিখাল লৌহপদার্থ এবং উলপার রক্তপদার্থ হইলে, যতদূর চিনিমহ
কৃকলীক চূর্ণ জলস্বারা বাটিয়া ৩ তোলা মাত্রায় সেবন করিবে। উর্দ্ধগ রক্তপিত্তে বমন ও
তৎসহ রক্তস্রাব থাকিলে প্রোপান্দি শুদ্ধি করা ব্যবহার করা কর্তব্য। ইহা উরোগত
নিবারক। একত্র বস্মাতেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হইতে পারে। অর না থাকিলে কুপ্পাশুখণ্ড
প্রয়োগ করিবে। এই প্রসিদ্ধ ঔষধ বলা, ঘৃষা ও রসায়ন। কাস বা বাসবুল রক্তপিত্তে
বাসাকুপ্পাশুখণ্ড ফলপ্রস। বাতপ্রধান উর্দ্ধগত রক্তপিত্তে বাসাদিক্য থাকিলে বৃহৎ
বাসাবলেহ বা বাসাপণ্ড প্রদোষ্য। ইহা অধোগত রক্তপিত্তে বাহ্যার্থ্য্য মনে।
খণ্ডকাণ্ড লৌহ রক্তপিত্তের অত্যন্ত ঔষধ। বিশেষতঃ বস্মাহুগত বা অরসংস্থই রক্তপিত্তে
ইহা বিশেষ ফলপ্রস। এই ঔষধ খাড়া পোষক রক্তপিত্তে পিত্তরসের প্রলেপাদি এবং
সংশয়ন ঔষধ ব্যবহার করা যায়। রোগী অত্যন্ত ক্ষণ এবং দুর্বল হইলে যদি অগ্নিবল থাকে,
তবে (চরকের) কতকৌণ অধিকারোক্ত অমৃতপ্রাশমুত ব্যবহার করা হইবে। অর থাকিলে
শুভ প্রয়োগ মিথিত। দুর্বারাশুগুত সর্ষপাকার রক্তপিত্তেই ব্যবহৃত হইতে পারে।
ইহা রক্তপিত্তের ব্যাবিস্তানীক ঔষধ। সুতরাং অর ও অগ্নিমান্বা না থাকিলে সর্ষা-
বহাতেই ইহা প্রদোষ্য। রক্তপিত্তে কোনও উপসর্গ না থাকিলে বাসামুত এবং দারিদি
উপসর্গ থাকিলে বৃহৎশতাবরীমুত ও সপ্তপ্রহরমুত উপকারী। বৃহৎশতাবরীমুত
রক্তস্রবেরও ব্যবহৃত হয়। ইহা অধোগত রক্তপিত্তে মধোপকারী। বস্মাহুগত

রক্তপিতে রোগী অভ্যন্তরীণ কীটকব্দের দ্বারা হইলে অ্যান্টিমনিয়াল ব্যবহার করিবে। ইহা পুষ্টিকর ও বাত্ব বর্জক। রোমকুশাহুগ রক্তপিতে ক্রীটোম্যান্ডিটেল বর্জন বিশেষ কলপ্রদ এবং ইহা স্নেহা প্রধান অবস্থার বিশেষ উপযোগী। রসবটিত ঔষধ অপেক্ষা উল্লিখিত ঔষধ সমূহ রক্তপিতে অধিক কার্যকারী তবে অর থাকিলে বা স্রীকব্দের দ্বারা বিকৃত হইলে অথবা রোগী অতীর্ণাক্রান্ত হইলে রসবটিত ঔষধ প্রয়োগ করাই কর্তব্য। বক্তৃতের ক্রিয়া বায়ান থাকিলে অ্যান্টিমনিয়াল ব্যবহার্য। জঙ্কপিত্তাক্রান্ত রক্তপিত্ত ব্যাধিপ্রতানীক ঔষধ, সুতরাং রসবটিত ঔষধের মধ্যে এই ঔষধ শ্রেষ্ঠ। ইহা সকল প্রকার রক্তপিতেই ব্যবহৃত হইতে পারে। এই ঔষধ রক্তপ্রবহ, রক্তাশে, বেচুপত রক্তপিতে, নৈস্তিকঅরে, নৈস্তিকদাহে ও জ্বরগত রক্তে অস্থান্য ভেদে প্রযোজ্য।

পিত্তাধিক রক্তপিতে অর এবং দাহাদি উপসর্গ থাকিলে স্নাতমূল্যাদিটেলোহ প্রয়োগ করিবে। প্রমেহ, অশ্রু, পাতু ও কুষ্ঠাদি রোগযুক্ত রক্তপিত্তে উশীরাশস্য ব্যবহার করিবে। রক্তদেহভাত মূগ বা শকীর রক্ত মধুসহ সেবন করিলে উর্ধ্বগরক্তপিত্তের রক্তপ্রাব নিবারিত হয়। অথোগ রক্তপিতে কুটিকাশ্রু এবং রক্তপ্রদর নিবারক ষোণসমূহ অবস্থান্যসারে প্রযুক্ত হইতে পারে। ইহাতে জঙ্কপিত্তাদিক্রান্ত বিশেষ কলপ্রদ। সুস্বাদু সপ্পলরক্তপিতে পানিশীততুষ্টি অথবা শতমূলী ও গোক্ষুসোষিত হুঁ পান করিবে। ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। নাগাপ্রসুতরক্তপিত্তের রক্তপ্রাব নিবারণার্থ বে বাহুক্রিয়া বলা হইয়াছে, কর্ণাধিগত রক্তপিত্তেও সেই ২ ক্রিয়া অবলম্বনীয়। পরন্তু, আভ্যন্তর ঔষধ সর্বত্র সমান। অতিমহুগ লাকার্চু যুত মধুসহ সেবন করিলে উর্ধ্বগ রক্তপিত্ত ও উঃকত আরোগ্য কর। রাজ্য = দিক। স্নাতমূল্যাদিটেলোহ সেবনে রক্তপিত্তে দাহ এবং ক্রীটোম্যান্ডিটেলোহ পানে উর্ধ্বগ রক্তপিত্ত নিবারিত হয়। কেবল, বাসকহাল মধুপ্রক করিয়া পান করিলে যেমন সর্ববিধ রক্তপিত্তের রক্তপ্রাব প্রশমিত হয়, তজ্জল লাকার কাথ বা চূর্ণ অথবা দীতকবার মধু সহ সেবন করিলেও বাবতীর উর্ধ্বগরক্ত নিপুণীত হয়।

রক্তপিত্তরোগীর রক্ত যদি চূর্ণ বা পুরযুক্ত কিংবা ঘোর কৃকবর্ণ হয় এবং অর, কাস, কুষ্ঠের বেদনা, মুচ্ছা প্রভৃতি নানা উপসর্গ বর্তমান থাকে, তবে অনেকস্থলেই আরোগ্য লব্ধে হতাশ হইতে হয়।

অন্তঃকাল ক্রান্ত। অথ্য—পঙ্ক-বজ্রদুহ, পেতা, বাসকহাল ও বেণামূল। ইহাতে উর্ধ্বগরক্তপিত্ত সত্তর আরোগ্য হয়।

আলান্দি ক্রান্ত।

বাসকহাল, কিস্মিস, হরিতকী। একেপার্থ—চিনি ও মধু মিলিত ৩০ তোলা।

এলাদি তুড়িক।

বটমধু, পিণ্ডিবেজুর, কিসমিন প্রত্যেক ৬ তোলা। মাত্রা ৮০ আনা। ইহা দ্বারা উরঃকতক নিবারিত হইয়া থাকে। অস্থপান—মধু।

কুম্ভাণ্ডপত্র

যক এবং আঠিশুস্ত্র কুম্ভাণ্ড জলে সিদ্ধ করিবে। পশ্চাৎ আঁচড়াইয়া শিলাপিষ্ট করতঃ কাপড়ে নিঙ্ড়াইয়া রস বাহির করণানন্তর ঐ রস পৃথক্ ভাবে রাখিবে। পড়ে শিলাপিষ্ট ঐ কুম্ভাণ্ডপত্র রৌদ্রে ঈষৎ শুষ্ক করিয়া ১২৪ সের লইয়া তাম্রপাত্রে ৮ সের দ্রুত সহ তড়িত করিবে। তৎপরে উহা মধুবর্ণ হইলে, উক্ত বস্ত্র শিপীড়িত রস ১৬ সের মধ্যে ১২৪ সের চিনি মিশাইয়া একত্রে পাক করিবে। অথবা—যক্ এবং আঠি শুষ্ক কুম্ভাণ্ড জলে সিদ্ধ করিয়া কুম্ভাণ্ডপত্র ১২৪ সের প্রচল করিবে। পরে আঁচড়াইয়া শিলাপিষ্ট করতঃ কাপড়ে নিঙ্ড়াইয়া রস বাহির করিবে এবং কুম্ভাণ্ড পত্র রৌদ্রে ঈষৎ শুষ্ক করিয়া ৮ সের দ্রুত দ্বারা তাম্রপাত্রে তড়িত করিবে এবং মধুবর্ণ হইলে, উক্তরস ও ১০৪ সের চিনিসহ পাক করিবে। ইহার যে কোন প্রকারে পাকসিদ্ধ করিয়া, যখন দ্রুত রীতিমত দ্রব্য মধ্যে বিলীন হইবে তখন নিম্ন-লিখিত দ্রব্যগুলি প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করতঃ নামাইয়া দ্রুতভাণ্ডে রাখিবে। ঐধৰ্ম্মে অঙ্গুলিচিহ্ন উৎখিত হইলে পাক সিদ্ধ হইল জানিবে। ইহার পাক শুড়পাকের দ্বারা প্রক্ষেপ্য দ্রব্য। যথা—পিপুল, তুঁঠ, জীরে প্রত্যেক ২ পল, দাক্তিচিনি, এলাচি, তেজপাত, মরিচ, ধনে প্রত্যেক ৪ তোলা। মাত্রা ৪০ তোলা হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত। এই প্রসিদ্ধ ঔষধ মধুদ্বারা মাড়িয়া গব্য বা ছাগ দুগ্ধসহ সেব্য।

আত্মাকুম্ভাণ্ডপত্র

সিদ্ধ কুম্ভাণ্ড হইতে রস নিঙ্ড়াইয়া শুষ্ক করতঃ ঐ কুম্ভাণ্ডপত্র ৪০ পল বা ৬ সের লইবে। তৎপরে ৮ সের দ্রুতদ্বারা উহা তাম্রপাত্রে পূৰ্ব্ববৎ তড়িত করিয়া যখন মধুবর্ণ হইবে, তখন ৬ সের বাসকের কাছে ১২ সের চিনি ভলিয়া তৎসহ পাক করিবে এবং পূৰ্ব্ববৎ উপযুক্ত সময়ে নিরোক্ত প্রক্ষেপ দিয়া দ্রুতভাণ্ডে রাখিবে। প্রক্ষেপ্য বস্ত্র। যথা—মুতা, আমলকী, বংশলোচন, বাসুনহাটী, দাক্তিচিনি, এলাচি, তেজপাত প্রত্যেক ২ তোলা, এলবালুক, তুঁঠ, ধনে মরিচ প্রত্যেক ৮ তোলা, পিপুল ৮ সের। মাত্রা ৪০ তোলা মধুদ্বারা মাড়িয়া ছাগদুগ্ধসহ সেব্য। কুম্ভাণ্ডপত্র এই ২টী ঔষধে কুম্ভাণ্ড বস্ত্র পুরাতন, বড়িত ও কঠিন হইবে, ততই ঔষধ উপকারী হইবে। এই ঔষধবধে অন্ততঃ বৎসরাতীত কুম্ভাণ্ড গ্রহণীয়।

আত্মাণ্ডপত্র

বাসকছাল ১২৪ সের, পাকার্ধ জল ২৪০ মণ, শেব ২৫ সের, চিনি ১২৪ সের। একত্র পাক করিয়া অর্দ্ধাবশিষ্ট হইলে, হরীতকী চূর্ণ ৮ সের প্রক্ষেপ দিয়া পাত্ৰ আলোড়ন করিবে। আগরপাকে পিপুলচূর্ণ ১৬ তোলা, দাক্তিচিনি, এলাচি, তেজপাত, নাপকেশর প্রত্যেক ৮ তোলা মিশাইয়া নামাইয়া দ্রুতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ৪০ তোলা। এই ঔষধ মধুদ্বারা মাড়িয়া ছাগদুগ্ধসহ সেব্য।

৩ খণ্ডকান্ত লৌহ ।

শতমূলী, ভলক, বাগা, হুঁড়ী, বেড়েলানুল, ভালমূলী, বদির, জিকলাবক, বাহুনহাটী, কুড় প্রত্যেক ৫ পল, জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের, মসংলিলা বা বর্ণমাকিক দ্বারা মাস্তিত গৌহতর ১১ সের, চিনি ১১ সের, হুত ১২ সের একত্রে বধাধিবি তাম্রপাত্রে পাক করিবে। পাকের মধ্যবস্থায় শিলালতু ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে। পরে, আগর পাকে বংশলোচন, দাকচিনি, কীকড়ানুদী, বিড়ক, শিশুল, তুঁঠ, জীরে প্রত্যেক ৮ তোলা, জিকলা, বনে, তেজপাত, মরিচ, নাগকেশর প্রত্যেক ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া মুল্যরূপ মতন করতঃ শুদ্ধবৎ পাক করিবে। পাকান্তে এই ঔষধ দ্বিগুণ ভাঙে রাখিবে। মাত্রা ১০ হইতে ১০ সিকি। ইহা মধুস্বারা বাঁকিয়া রুক্ষসহ পান করিবে। এই ঔষধ সেবনকালে নিরলিখিত দ্রব্যসমূহ পথ্যরূপে ব্যবহার করিবে। ছাগ, পারাবত, ভিজির, কুরল প্রভৃতির মাংস, নারিকেলজল, কুড়, সুমুনি ও বেধোলাক, পটোল, বৃহতীকল, কচিবেগুন, পক ও বনহা আম, হুমিষ্ট খেজুর ও দাড়িম। এই ঔষধ ব্যবহার কালে কক্কাকান্দি বাবতীর লবণ এবং আনুণ মাংস (মৎস্তাদি) ত্যাগ করিবে। ইহাধারা বাতরক্ত, শীতশিত্ত, পাণ্ডু, কহকাস, আনাহ, অরুণিত ও মানাবিধ রক্তশিত্ত আরোগ্য হয়। যে সমস্ত আহারীয় জিনিসের প্রচলিত নামের প্রথম অক্ষর "ক" তাহাকে ককারাদি বলে।

দুর্জীত স্তত । (প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ)

মুর্ছিত ছাগ স্তত ১৪ সের, ককার্ধ—দুর্জানুল, উৎপল, কেশর (হুঁদির কেশর), বজ্রী, এলবালুক, চিনি, বেতচন্দন, বেণানুল, সুতা, রক্তচন্দন, পত্রকাঠ প্রত্যেক ২ তোলা পাকার্ধ—দাউদকানি টাউল ১৪ সের ১৬ সের জলে মর্দিন করিয়া হুঁকিয়া ১৬ সের জল গ্রহণ করিবে। ছাগ শুদ্ধ ১৬ সের। মাত্রা ১০ তোলা, হইতে ১ তোলা। অহুপান—ছাগ বা পবাহুত। এই স্তত পান করিলে—রক্তবমন, নাসিকা দ্বারা মস্ত লইলে—মাসাশ্রাব, কর্ণপূরণে—কর্ণশ্রাব, নেত্রপূরণে—নৈত্রশ্রাব, বভিকর্ণধারা—নেত্রধারা রক্তশ্রাব ও অন্যান্য—রোগসকল হইতে রক্তশ্রাব নিবারিত হয়। এই স্তত অতীব প্রসিদ্ধ ও দুষ্টকল বিশিষ্ট।

বাসাস্তত ।

স্তত ১৪ সের, ককার্ধ—বাসকের মাথা, পত্র ও মূল মিলিত ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের। ককার্ধ—বাসক পুষ্প ১১ সের। ইহা মধুসহ লেহ্য।

সর্পপ্রস্থ স্তত ।

স্তত ১৪ সের, পাকার্ধ—শতমূলী মূল ১৪ সের, বালাব কাথ ১৪ সের, জাকার কাথ ১৪ সের, কুম্ভকুম্ভাতর ১৪ সের, ইক্ষুর ১৪ সের, আমলকীকাথ ১৪ সের; ককার্ধ—চিনি ১১ সের সহ বধাধিবি পাক করিবে। মাত্রা—১০ সিকি হইতে ১০ তোলা। অহুপান—হুত।

ইহাতে রক্তপিত্ত উৎস্রব, শিতপুল, উৎস্রব, রক্তপ্রব, রক্তোপ ৩ বস্তু আরোপ্য হয়।
ইহা বলকর ও ধাতুপোষক।

বৃহৎ শতাবরী স্তুত।

স্তুত ১/৫ সের, শতাবরী রস ১/৮ সের, হৃৎ ১/৮ সের। কার্য—জীৱক, ঋষক, কাকোলা, ক্ষীরকাকোলা, বেদ, মহামেদ, কিসুম্বিসু বটিমধু, বৃগালী, বাবালী, কুমিকুম্বাণ্ড ও রক্তচন্দন মিলিত ১/১ সের। প্রক্ষেপা—মধু ও চিনি মিলিত ১/১ সের। মাত্রা ৪০ তোলা।
অহুপান—হৃৎ। ইহা দ্বারা, অজবাহ, পৈত্তিকমূত্রকৃষ্ণ প্রকৃতি নষ্ট হয়।

কামদেব স্তুত (বল্য-বৃষ্য-রসায়ন)

স্তুত ১/৪ সের, অম্বপকা ১২৪ সের, গোমূত্র ৩১ সের, শতাবরী, কুমিকুম্বাণ্ড, শালপাণি, বেড়েলা প্রত্যেক ৩১ সের, অম্বখণ্ডল, পদ্মবীজ, পুন্দ্রবী, গাভারী ফল, বাবকালাই প্রত্যেক ১০ পল, জল ৪ জোপ (৩৪ সেরে ১ জোপ) এবং ১ জোপ। কার্য—জ্বাকা, পদ্মকর্ষ, কুড়, শিপুল, রক্তচন্দন, বালা, নাগকেশর, আলকুনীবীজ, নীলোৎপল, অনন্তমূল, ভ্রামণতা, বেদ, মহামেদ, কাকোলা, ক্ষীরকাকোলা, জীৱক, ঋষক, জীবন্তী, বটিমধু, ঋতি, বৃদ্ধি প্রত্যেক ২ তোলা, চিনি ১ পোতা, ইক্ষুংস ১৬ সের, হৃৎ ১৬ সের লইয়া বখাবিধি পাক করিবে।
মাত্রা ৪০ তোলা। ইহা হৃৎ সহ সেব্য। এই ঔষধ উৎস্রব, রক্তপিত্ত, পার্শ্বপুল ও মূত্রকৃষ্ণ, নাশক।

হ্রীবেরাদি তৈল।

তৈল ১/৪ সের, লাক্ষারকাথ ১৬ সের, হৃৎ ১/৪ সের, বালা, বেণাহুল, লৌহ, পদ্মকেশর, তেজপাত নাগকেশর, বেলতর্জী, মূতা, মটী, রক্তচন্দন, আকমারিপাতা, ইন্দ্রবন, কুটমছাল, ত্রিফলা, তর্জী, বরনাছাল, আমের আঠা, কাষের আঠা, রক্তোৎপলমূল প্রত্যেক ২ তোলা।
বখাবিধি পাক করিয়া অত্যঙ্গ করিবে।

অর্কেশ্বররস। যকৃতশোধক)

ভাত্র, বল, অত্র, বর্ষনাকিক প্রত্যেক সমভাগ, ওলকের রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া।
পঙ্কপুটে পাক করিবে। মাত্রা ২—৪ রতি। অহুপান—বালক ও কুমিকুম্বাণ্ডের রস।

রক্তপিত্তাস্তক রস। (ব্যাদিপ্রত্যনৌক)

অত্র লৌহ, বর্ষনাকিক, রসভাগক (অভাবে শোধিত হরিতাল) ও পঙ্কক প্রত্যেক সমভাগ, বটিমধু, কিসুম্বিসু ও ওলকেরকাথে ১ দিন গাঢ়মর্দন করিয়া ৩২২ রতি বসি করিবে। কেহ কেহ উক্তকাথে ভাবনা দিয়া বসী করেন। ভাবনা দিলে বীর্ঘোৎকর্ষ হইবে সন্দেহ নাই।

জলভাগলক প্রকৃত্ত মিশ্রি। অম্বা—পার্ব, পঙ্কক, হরিতাল, বাজমূল একত্র মর্দন করিয়া বালুকাযন্ত্রে ৪ প্রহর পাক করিয়া যে নীচ পদার্থ উৎস্রব হইবে তাহাকেই জলভাগলক বলে। ঔষধের অহুপান—চিনি ও মধু। এই ঔষধ বালকপক্ষ্মণ ও বধু

প্রতি অঙ্গানেক ব্যবহৃত হয়। ইহা বাহা অর, দার, শিলাগা, খোব, উৎকণ্ড-ও আলাদির
রক্তপিত্ত মই হয়।

শতমূল্যাদি লৌহ।

শতমূলী, চিনি, ধনে, মগকেশর, রক্তচন্দন, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিষদ, ত্রুতিল-প্রত্যেক
সমভাগ, লৌহ সর্বসম। মাত্রা ১০ আনা হইতে ৮০ আনা। অঙ্গান-বাগকরস ও মধু।

উদীরাসব।

বেণামূল, বালা, পদ্মমূল, গুড়ামূল, মীলোৎপল, ত্রিফল, পদ্মকণ্ঠ, লোহ, মজিষ্ঠা,
দুহালতা, আকনাদি পাতা, চিত্রতা, বটহাল, বজ্রকুম্ভহাল, লটী, ক্ষেত্রপল্লী, পটোলপত্র,
তাম্বহাল, মোচরস, বেতপত্র, রক্তচন্দন প্রত্যেক ১ পল। এই সমস্ত দ্রব্য মটাবাসী ও
মরিচচূর্ণ দ্বারা স্থপিত পায়ে হুচুর্ষিত করিয়া কেপন করিবে; পরে জ্বালা ২০ পল, অর্ধকুটিল
৮ইন্ড ১৬ পল, চিনি ১২৪ সেত, মধু ৩০ সেত প্রক্ষেপ দিয়া ১২৮ সেত কলে উত্তম রূপ
আলোড়ন করতঃ পায়ের মুখ বহু করিয়া ১ মাস রাখিবে। পরে ছাঁকিয়া ২১০ তোলা মাত্রায়
ব্যবহার করিবে।

চন্দনাদি ক্ষুদ্রাঙ্গ। অর্থ্যা—রক্তচন্দন, বেলতণ্ড, আটতব, কুটকহাল ও
বাংলার আঠা মিলিত ২ তোলা, ছাগছত ১৬ তোলা, জল ৮১ সেত, ঘেহ ১৬ তোলা ছাঁকিয়া
পান করিবে।

প্রাণ্যকাদি নীতলক্ষ্যাস্ত্র। অর্থ্যা—ধনে, আমলকী, বাসকহাল, কিসমিস,
ক্ষেত্রপল্লী। এই কথার দার, শিলাগা ও রক্তপিত্তনাশক।

জীবেশকাদি ক্ষুদ্রাঙ্গ। অর্থ্যা—বালা, মীলোৎপল, ধনে, রক্তচন্দন, বটমূল,
জগক, বেণামূল ও তেউড়ীমূল। ইহাদের কাষে ৪০ তোলা চিনি মিশাইয়া পান করিবে।

অর্থ্যা—দিবসে পুরাতন ততুলের অর, মূল, মস্তুর, ছোলা, অফহর, মনমুল, পটোল,
বেত্রাগ্র, নটেপাক, সাব কলোত, লপক, কাপজিলেমূল, হরিণাসির বাসমূল, ছত, শুভ ইত্যাদি।

অর্থ্যা—উকণীর্জদ্রব্য, বাল, উত্তাপ, বাস, মণ্ড, দধি, অর শাক, বেগুন তিল,
গর্দপ, কলোন, লিম, মাকজুয়া, মলমুজাদির বেগবারণ, জীহসল, ব্যারাম, মূনি ও উত্তাপ
সেবন, রাজিলাগরণ ইত্যাদি। ইহাতে জ্বোষ বা চিকিত্ত করা অথবা তাবদুস্ত্র মিশ্রণ
বহন করা অবিধের।

অম্ব বক্ষ্মা চিকিৎসা

কর, রাগবক্ষ্মা, বক্ষ্মা, খোব, বেগমাল, এই সমস্ত পক্ষে বক্ষ্মা অভিহিত হয়। কসরক্তাদি
খাঁ তজবক্ষ্মা দ্বাভূনকল করণান্তে হয় বলিয়া ইহাকে সরসোপ বলে। এইরূপে,
বক্ষ্মা সরসোর জালা (প্রধান) একত ইহাকে কাষবক্ষ্মা বলা হয়। ইহার সাধারণ

ও শরীর শুষ্ক হইতে থাকে বলিয়া ইহাকে শোণ বলা হয়। ইহা ত্রিদোষজন্য বাধি। এই রোগের রূপাবস্থার পিত্তের প্রকোপে রক্তের আগম হয়; একত্র রক্তপিত্তের পরে বম্মা-চিকিৎসা লিখিত হইয়া থাকে। এই রোগ চতুর্বিধ। তন্মধ্যে কোন ২ বম্মার রক্তোৎপন্ন দেখা যায় না। চতুকে বেগপ্রতিষাৎজনক বম্মাররূপ। বর্ণা—“প্রতিষ্ঠায় কালক স্বভেদে মরোচকং। পার্শ্বশূলং শিরঃশূলং অরমসোবদনং। অরমদং মুহুঃকন্দিং বজ্রোত্তেদং ত্রিলক্ষণং”। তথা ক্রমজবম্মার রূপ। বর্ণা—“প্রতিষ্ঠায় অরং কালং অরমদং শিরোবদনং। শূলং বিভূতেন্দমক্টিং পার্শ্বশূলং স্বরক্ষকং। কয়োতি চাঙ্গলস্তাপ বেকাদশমহাশ্রেয়ঃ।” সাধারণতঃ কাল, রক্তোৎপন্ন এবং অর থাকিলেই ত্রিরূপ বম্মা বলিয়া নির্দেশ করা হয়; রক্তপিত্তের উপদ্রব একত্র কাল এবং অর হইতে পারে, কিন্তু ঐ অর লক্ষণাক্রান্ত হইতে পারে না। সাহসিক বম্মার, উরঃকত হইয়া রক্তপ্রাব হয় এবং বিঘমানজনক বম্মার আমাশয়স্থ রক্ত বিবছমার্গহেতু মাংসাদি ধাতুকে পোষণ করিতে না পারায় উৎক্লিষ্ট হইয়া কঠোর হইতে নির্গত হয়। এই বিবিধ রক্তই রক্তপিত্তের-রক্তের দ্বার বিকৃত জাবাপন্ন নহে। রক্তপিত্তের রক্তক্রতির পূর্বে প্রারম্ভঃ গলা চুলকাইয়া থাকে, কিন্তু ইহাতে তাহা হয় না। সাহসিক বম্মার বুকে বেদনা থাকে এবং পূরযুক্ত রক্তই প্রারম্ভঃ করিত হয় কিন্তু রক্তপিত্তে তাহা হয় না। কেহ ২ বলেন ত্রীলোকের বম্মা হয় না; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম। বেহেতু, শাস্ত্রে তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং ত্রীলোকেরও বম্মা হইতে দেখা গিয়াছে।

এই রোগগ্রস্ত রোগীর আহারীয় জব্য আর সমস্তই হলে পরিণত হয়; অত্যন্নদ্রব্যই ওজঃধাতুতে পরিণত হয় বলিয়া শোণীর পুরীষ সর্বতোভাবে রক্ষণীয়। অতরাং কদাচ বিরচনাদি ষাণ্ডা বম্মারোগীর মল নিষ্কাশন করা কর্তব্য নহে। পুরীষ বলই বম্মার মল এবং পুরীষকরে রোগী সমস্ত অবসন্ন হইতে পারে। বিঘমানজনক বম্মার আমাশয়স্থ রসধাতু শ্রোতঃসংঘেতু বর্জিত, বহুক্ষণ বিশিষ্ট এবং উৎক্লিষ্ট হইয়া পুত্তিত হইতে পারে। রোগী, বলমাংসক্ষীণ হইলে অসাধ্যকেতু পরিভাষা এবং বলমাংসবিশিষ্ট হইলে তাহাকে চিকিৎসা করিবে। এই রোগে বলমাংস বর্জক ঔষধ ও অন্নপান হিতকর এবং ত্রীলোকসর্গ, ব্যায়াম ও ধাতুকরকর বিষয় অবশ্য পরিভাষা। এই রোগে রোগসাধ্যদ্রব্যকে সততই রমণে-অভিলাষ কল্পে। একত্র পুরুষ—ত্রীকে এবং ত্রী—পুরুষকে দূরে পরিভাষা করিবে। ইহাতে অত্রান্ত মনোবিকারি হইয়াও ধাতুকর হইবার সম্ভাবনা। সমস্ত বম্মাতেই সূনাধিক মাংসকর হইয়া থাকে। মাংস, মাংসবর্জকদ্রব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অতরাং ছাগ, হরিণ, বা পারাবতের দ্বতভট্ট মাংস অগ্নিবল্যাসারে খাইতে দিবে। ছাগমাংস ও ছাগহস্ত বম্মার উৎক্লিষ্ট পথ্য এবং ঔষধ। জালদ্রব্য ও পক্ষীরমাংস, দ্বাহেপার্শ্ব (পুষ্টির নিমিত্ত) আরোপ করিবে। এই রোগ অত্যন্ত কঠিন। গরিব লোকের হইলে অর্থাভাব নিবন্ধন আরম্ভঃ আরোগ্য হয় না। ধনবান ব্যক্তির হইলে কদাচিত্ আচোগ্য হইতে দেখা যায়। ১০০০

২০৫৮৩

একবার দিন গত হইলে বন্ধারোগীর জীবনের আশা করা যায় না। আজকাল সেবন করিলে পীড়নাদি বড়িষ উপদ্রব হ্রীকৃত হয়। বাতককপ্রধান বন্ধার প্রকোপ-
শাঙ্ককশাস্ত্র বা তৎকারণসাবিত ঔষধ পান করিবে। বাতপ্রধান কীর্ণদেহলোচীকে
অম্মগজ্জাদি পান করিতে উপদেশ দিবে। বেগরোধক বন্ধার অম্মগজ্জাদি-
কশাস্ত্র হিতকর। অতিসার থাকিলে পাণ্ডবত বা ছাগমাংসের গাঢ়দুধ পান করিবে।
অতিসার না থাকিলে, অশ্বশীতলোপাণ্ডা ব্যবহার। কাস নিবারণার্থ তালিস্মাদি
চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। অরবেগ কম থাকিলে ও অতীসার না থাকিলে এই রোগে ছাগ-
লাপ্যাত্ত বিশেষ উপকারী। পার্শ্বশূল, শিরঃশূল, অসোবমর্দ, অলমর্দ ও বকঃবেদনার
চন্দ্রমাদিটৈতল মালিশ করিবে। ইহা অরমালক। অর ও কস প্রশমনার্থ
জুগাঙ্করস প্রেষ্ঠ ঔষধ। জুগাঙ্করসে কোনও কল না হইলে এবং অর ও কাসবেগ
অধিক পরিমাণ হইলে সর্বাঙ্গসুন্দর ব্যবহার করিবে। এই ঔষধ অর ও কাস
নাশক এবং বহু পরীক্ষিত। বায়ুর প্রকোপ ও কস অত্যধিক লক্ষিত হইলে, স্রব্জজুগাঙ্ক
ব্যবহার্য। নুকের বেদনার, পুরাতনহৃত আকারগ সহ নুকে মালিশ করিয়া আকন্দের
গজবাহা সেব দিবে এবং বকহুল জুগাভাটা (আকন্দজুলা হইলে ভাল হয়) বাধিরা রাখিবে।
এই অবস্থার, বকহুলে চন্দ্রমাদিটৈতল মালিশ করিবে এবং সর্বাঙ্গসুন্দর
ও অশ্বকাদ্য লৌহ ব্যবহার করিবে। বকবেদনা ও পার্শ্বশূলে ভর্জিত আতপততুল
ও অশ্বকাদ্য (শুকড়া) ছাগজুকে সেবন করিয়া উষ্ণকরতা প্রাপ্ত দিবে। বন্ধার শেষ অবস্থার
প্রশ্নঃ অতিসার হইয়া থাকে। তদবস্থার হিঙ্গাশ্যাপ্তোপোটিলাকস ব্যবহার
করিবে। ইহাতে যে অর হয় তাহা বাত প্রধান হুতরাং জঙ্গমজলরস, চুড়ামণি
রস, বৃহৎ মহালক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি ঔষধ অর নিবারণার্থ প্রয়োগ করিবে।

অর কলরাজ সক্ষা ডিক্শনারি

এই বন্ধার তরু ও ওকঃ থাকু ক্রমশঃ কীর্ণ হইয়া বায়ুর অত্যন্ত প্রকোপ হয় এবং সেহ
সেহীন হইতে থাকে। হুতরাং তরু বৃদ্ধির নিমিত্ত এবং সেহকর নিবারণার্থ জুগলাপ্য-
হৃত ও চ্যবনপ্রাণ ব্যবহার করিবে। রোগীর শরীর কীর্ণ এবং অত্যন্ত দুর্বল হইলে,
অমৃতপ্রাণহৃত সেবনে বিশেষ কলোদয় হয়। অর নিবারণার্থ জয়মঙ্গলরস, বৃহৎ
জয়মঙ্গলরস, বৃহৎ মহালক্ষ্মীবিলাস, বৃহৎ কন্তুরীভৈরব ও চুড়ামণিরস
ব্যবহার করিবে। পূর্কোক্ত আজরস সর্বপ্রকার বন্ধাতেই বাবহার্য। বিশেষতঃ ইহা
করকবন্ধার পরম হিতকর। কুন্তুটবাংলার ঘূর ইহাতে উৎকৃষ্ট পণ্য সর্বাঙ্গসুন্দররস
সকল বন্ধাতেই ব্যবহৃত হইতে পারে। পরন্তু ইহাতে বৃহৎকাঞ্চনাভ্র, মহাভুগাঙ্ক ও

ঔষধ। ইহাও কাস নিবারণার্থ পুরকৌকবিবি অবলম্বনীয়। বসন্ততিলকরস কাস ও শ্বাস প্রশ্বাসনের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইতে পারে। অজীর্ণ চিকিৎসাক্রম পুরকৌকরূপ অল্পধৈর্য।

অথ সাহসিকশাস্ত্রা চিকিৎসা

ইহাতে বসন্তরোগ আহত হইয়া জ্বপিত্তের ক্রিয়া বন্দীভূত হয় এবং জ্বরে বেদনা হইয়া থাকে। অধিকতর বসন্তরোগে কত হওয়ায় রক্তমিশ্রিত কফ নিঃসৃত হয়। ইহাতে বায়ু লেপান ও প্রত্যেক লক্ষণ আনয়নের কর্তব্য। প্রথমে বসন্তরোগ সংশোধন করিতে চেষ্টা করিবে। বসন্তরোগ সন্দেহ আকস্মিক জ্বরে দ্বারা বাধিত। রাগ। কর্তব্য। শ্রীবেদান্তিতৈল বা মহাচন্দনাচি তৈল জ্বরে মালিশ করিবে। অভ্যন্তরীণ প্রয়োগার্থ মাদিকানিষ্ট, বিষ্ণুবাশিযোগ, সর্পিগুড় ও এলাদিগুড়িকা ব্যবহার করিবে। খণ্ডকান্তলৌহ প্রভৃতি রক্তশোধক উরঃকৃতনাশক ঔষধ গ্রহণ, অবস্থা বিশেষে ব্যবহার করা যাইতে পারে। জ্বরে সর্বত্র লোকা ১০ আনা মধু প্রক্ষেপ করিয়া পান করিলে উরঃকৃত নষ্ট হয়। এবং দীর্ঘ হইলে চিনি ও দুগ্ধসহ অন্ন আহার করিবে। বনধাগরমূল, মৃণালত্র্যম্ব, পদ্মকেশর ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ৪০ তোলা, চুড়া ১৬ তোলা, জল ১০ সের, শেষ ১৬ তোলা, হাঁকিয়া দীতল হইলে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কত আরোগ্য হয়। ইহাতে ছাগলাস্ত্রমূল, চাবনপ্রাশ, অমৃতপ্রাশ যুত ও দ্রাক্ষাযুত অবস্থা বিশেষে ব্যবহার করিবে। এই বসন্তরোগে কাকনাভ, সর্কাজম্বীর, রাজমুগাক ও শিঙ্গাজহাদি লৌহ ব্যবহার করিবে। রাজমুগাক বাতশ্লেষপ্রধান করে প্রশস্ত। অর প্রশমনার্থ বৃহৎকন্তুরীভৈরব, বৃহৎমহালক্ষ্মীবিলাস, বৃহৎজয়মঙ্গলরস ও চুড়ামণিরস ব্যবহার করিবে। যদি অত্যন্ত স্নেহা উঠে এবং শ্বাসের প্রবলতা থাকে, তবে বসন্ততিলকরস ব্যবহার করিবে। খাতকরজনিগ্ধবন বহু না হইলে রক্তপিষ্টান্তান্তরস মধু দ্বারা মাড়িয়া লোকা ভিজান জল সহ পান করাইবে। রক্তনিগ্ধবন কংগার বাসাকুজাশুগণ্ড, বৃহৎবাসাবলেহ ও রাস্নাদিলৌহ বিশেষ ফলপ্রসূ। অনেক চিকিৎসক ঠোণ্ড অরে ককাধিক্য থাকিলে, সর্বতোভদ্ররস ব্যবহার করেন। আমাদের মতে অত্রাবতার সর্বতোভদ্র অপেক্ষা বৃহৎস্বরাস্তকলৌহ উৎকৃষ্ট। দাঁহাদি থাকিলে চন্দনাদিলৌহ বা বৃহৎসর্বজ্বরহরলৌহ প্রয়োগ করিবে। যদি অর মুহূর্ত্তাবে প্রকাশিত হয় এবং ককাধিক্য না থাকে, তবে বৃহৎ জয়মঙ্গলরস বিশেষ উপযোগী। ককাধিক্য থাকিলে বৃহৎ মহালক্ষ্মীবিলাস ও বৃহৎকন্তুরীভৈরব গরীম্যান।

বিশ্বামাশ্বনজ সন্ধ্যা চিকিৎসা

ইহাতে রক্তাদির স্রোতঃ অবরুদ্ধ হওয়ার থাকু সকল পুষ্টি হইতে পারে না এবং চক্ষু অত্যন্ত বিষৃদ্ধ হইয়া নানাবর্ণে ক্রত হইতে থাকে। ইহাতেই রক্তবমন, রক্ত-
পিত্ত এবং প্রলেপক নামক বিষমজ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে। সচরাচর এই বস্মাই উৎপন্ন
হইতে দেখা যায়, কিন্তু কখন বস্মাও বিরল নহে। ইহাতে অক্সোদংশাঙ্ক সাধিত
করাদির নানাক্রম করণা করিবে। ইহার খাসকাস নিবারণার্থ সিতোপশাদিলেহ,
সর্কাক্ষসুন্দর, বসন্তুতিলক, মহারাজমৃগাঙ্ক, বৃহৎচন্দ্রামৃতরস, তালী-
শাদিচূর্ণ, বাসাবলেহ, বৃহৎচন্দ্রামৃতলৌহ, বৃহৎবাসাবলেহ ও রাজমৃগাঙ্ক
ব্যবহার করিবে। বৃকে বেদনা না থাকিলে স্নহক কাস্তুনাভ্র চিতকর। অতিরিক্ত
রক্তস্রাব হইলে তালীশাদি চূর্ণ ব্যবহার্য নহে। সারচন্দ্রনাদিতৈল বা মহাচন্দ্রনাদি-
তৈল বস্তুহলে মালিশ করিলে বিশেষ উপকার হয়। সর্কবাই পরমবজ্রবারা জ্বর অস্বস্ত
রাখিবে। কাসখাস নিবারণার্থ সার্কভৌম, বৃহৎশৃঙ্গারাজ ও মহোদধির
ব্যবহার হইয়া থাকে, কিন্তু আমরা তাহার শঙ্কপাতী নহি। সার্কভৌম ও বৃহৎশৃঙ্গা-
রাজ দ্বারা স্নেহ ও কাস তরু হয়। কখনো বেদনা থাকিলে, এই দুইটা ঔষধ ব্যবহার
করা কর্তব্য নহে। ইহার অরে স্নেহাধিক্য অবহার—বৃহৎ কস্তুরীভৈরব, বৃহৎ মহা-
লক্ষী বিলাস, বৃহৎজ্বরাস্তক লৌহ, বৃহৎ সর্কজ্বরহরলৌহ ও চূড়ামণিরস
পিত্তাধিক্য অবহার—চন্দ্রনাদিলৌহ, বৃহৎসর্কজ্বরহরলৌহ, বাতাধিক্য অবহার—
জয়মঙ্গলরস বা বৃহৎজয়মঙ্গলরস ব্যবহার করিবে।

রক্তবাসিতে ঋণকাঞ্চলৌহ, বাসাকুস্মাণ্ডখণ্ড, বৃহৎবাসাবলেহ, বাসাবলেহ,
বাসাখণ্ড ও রক্তপিত্তাস্তকরস ব্যবহার্য। রক্তপিত্তের বাসাকুস্মাণ্ড সর্ক
রক্তপিত্তাস্তকরস প্রয়োগ করিলে অক্ষয় মর্শে। পুষ্টি জননার্থ এবং খাস ও কাস
বিনাশার্থ চ্যবনপ্রাশ প্রয়োগ করিবে। ছাগবাংসের ছায় এবং ছাগ হৃৎকের ছায়
ঔষধকারী বস্ত্র বস্ত্রার দ্বার বিতীর্ণ নাই। সূতরাং উহা সর্কপ্রকার বস্মাতেই প্রযুক্ত।
বস্মার অস্তানা ঔষধের সহিত কোনও ১টা (চ্যবনপ্রাশাদি) বস্মাধন ঔষধ ব্যবহার করিবে।
বস্মার রোগী আরোগ্য না হইলে প্রায়শঃ ৫ বৎসর ৬ বাস ২০ দিনের মধ্যে পরলোক গমন
করিয়া থাকে। এই সময় অতিবাহিত হইলে রোগী প্রায়শঃ আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে।
কেহ ২ বস্মার (পোষণার্থ) অমৃতপ্রাশদ্রুত ব্যবহার করিয়া থাকেন।

অক্সোদংশাঙ্ক। অর্থাৎ—দশগুল, ধনে, পিণ্ডল ও তুঁঠ মিলিত ২ তোলা। ইহা

অম্বগন্ধাদি কষায়া। অম্বা—অম্বগন্ধা, তলক, শতমূলী, বশমূল, বেড়েল
বাগক, কুড়, আঠেয়। ইহা দুবা, বলা ও কর নিবারক।

পিত্তাধিকো—নবনীত যোগ। অম্বা—নবনীত (ননী) ১০ তোলা,
মধু ও চিনি সহ প্রাতঃকালে লেহন করিবে।

তালীশাদি চূর্ণ

তালীশপত্র ১ভাগ, মরিচ ২ভাগ, তুঁট ৩ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ, বংশলোচন ৫ ভাগ,
দারুচিনি, এলাচি, প্রত্যেক অর্দ্ধভাগ, মিজিচূর্ণ পিপুলের ৮ ভাগ। এই চূর্ণ কাসের সময়
মুখে রাখিবে এবং মধো মধো মধু সহ লেহন করিবে। ইহা দ্বারা বায়ুর অতুলোমন চর এবং
কাস, শ্বাস, প্রতিক্রিয় ও অকুচি মট্ট হয়। ইহাতে গলগত রোগ, নিহ্মাগত রোগ ও মুখগত
রোগও উপশমিত হইয়া থাকে।

ছাগলাদ্যমুত

ছাগমাংস ১২৪ সের, জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের, দ্রুত ৮ সের। ককার্ধ—ঝড়ি, বৃদ্ধি,
বেল, মহামেদ, জীবক, অম্বতক, কাকোলা, কীরকাকোলা প্রত্যেক ৮ তোলা। এই দ্রুত
বাতন্ত্রকর নাশক এবং রসায়ন। কাকোলাদ্বয় ভিন্ন ঝড়ি প্রকৃতি দ্রব্যহালে বধাক্রমে
বেড়েলানুল, গোরক্ষচাকুলে, অম্বগন্ধা, অনন্তমূল, তলক ও বংশলোচন দিবে। এই ছয়টি
দ্রব্য আজকাল পাওয়া যায় না। মাত্রা ১০ তোলা হইতে ১ তোলা। ঔষধের চতুর্থাংশ
চিনি বিশাইরা উষ্ণত্ব সহ পান করিবে। ইহা মাংসকর ও দুবা। রোগীর দৌর্জল্যা-
বস্থায় এই দ্রুত প্রয়োগ করিবে।

চন্দ্রমাঙ্গল তৈল

মুজ্জিত তৈল ৮ সের, ককার্ধ—রক্তচন্দন, খালা, নখী, কুড়, বটিমধু, বৈলক,
পদ্মকাষ্ঠ, মজিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, শটী, এলাচি, খট্টাশী, নাগকেশর, তেজপাত, লিঙ্গারস
মুরামাসৌ, কীকলা, শিরকু, সুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, জামালতা, লতাকতুরী,
লবঙ্গ, অণ্ডক, কুড়ম, দারুচিনি, রেণুকা, নলিকা মিলিত ৮ সের। পাকার্ধ—ধির
মাত ১৬ সের, লাক্ষারকাষ ৮ সের এবং শেব পাকার্ধ—জল ১৬ সের। এই তৈল
অন্নর এবং স্নেহা নিঃসারক।

অগ্ন্যাক্রম

পারদ ১ ভাগ, বর্ণ ১ ভাগ, সুতা ২ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, লোহাঙ্গা ২ ভাগ। এই সব
দ্রব্য ক্রীড়িতে পেষণ করিয়া গোলক করিবে। তদুপর তড় হইলে দুবার আবৃত করিয়া
অগ্নি পূর্ণ পাট্রে ৪ প্রহর পাক করিবে। মাত্রা ৩ রতি। অতুপান—পিপুলচূর্ণ
অথবা মরিচ চূর্ণ ও মধু। এই ঔষধ বায়বায় কালে লঘুমাংসমুখ ও দ্রুতলক বাঞ্ছন
আহার্য। বিদ্যারিত্র্য, বেতন, বেল, তৈল, কয়েলা, উল্লে ও জীর্ণভোগ বর্জন করিবে।
এই ঔষধ অন্ন ও কর নিবারক।

সর্বস্বাস্থ্যময় ।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক প্রত্যেক ১ ভাগ, সোহাগা ২ ভাগ, মুক্তা, প্রবাল, লবণতর প্রত্যেক ১ ভাগ, বর্ণিত অর্জিত, এই সকল দ্রব্য কাগজিলেবুর রসে মর্দন করিয়া শিতাকার ও শুক করণান্তর গমপুটে পাক করিবে এবং শীতল হইলে উঠাইয়া তৎসহ অর্জিতাগ লৌহ ও দ্রিকি ভাগ হিঙ্গুল মিশাইবে । বাজা ২ রতি । সাধারণ অস্থপান—আদারস ও চিনি ; কিন্তু পিপ্পলচূর্ণ ও মধু বা পানির সহ অথবা শুভ্র সহ এই ঔষধ সেবন করার বিধি আছে । উহা দোষভেদে ব্যবহৃত । কেহ কেহ এই ঔষধ কাগজিলেবুরসে মর্দন না করিয়া নিমজ্জালের রসে মর্দন করিয়া গমপুটে পাক করিয়া থাকেন । এই ঔষধ জ্বর ও কাসরোগ নিবারক ।

অন্নমৃগাক ।

রসসিন্দুর ১০ তোলা, বর্ণিত ১০ তোলা । বাজা ২ রতি । এই ঔষধ জ্বর নিবারক এবং ষাতুশোধক । ইহা রসায়নার্থ উপযোগ্য । অস্থপান—পিপ্পলচূর্ণ ও মধু ইত্যাদি ।

হিরণ্যগর্ভপোটিলী রস ।

পারদ ১ ভাগ, বর্ণ ২ ভাগ, মুক্তা ৩ ভাগ, কাংস্ত ৬ ভাগ, গন্ধক ৩ ভাগ, কড়িতর ও সোহাগা প্রত্যেক পারদের চতুর্ভাগে । এই সমুদায় দ্রব্য পাকা কাগজিলেবুর রসে উত্তম রূপে মর্দন করিয়া দুধা মথো অবকৃত করতঃ অরসি প্রমাণ গর্ভে (তিনপোরা হাত গর্ভে) ৩০ খানি বনধূটে দ্বারা পুটিত করিবে এবং শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া সেবন করতঃ ২ রতি বাজার শুভ্রমধু বা মরিচচূর্ণ ও মধুসহ লেহন করিবে । অবহাধিনেবে অগ্নাত অস্থপানেও ইহা ব্যবহার করা যায় । ইহাতে অগ্নিমান্দ্য, প্রবলী, বিষমজ্বর, বাস, কাস, শোথ, পীনস ও বহুপ্রীতি আরোগ্য হয় । ইহা রসায়ন ।

চ্যবনপ্রাশ

কাষার্থ—বিষমূলের ছাল, গনিয়ারীমূলের ছাল, নাভনোমামূলের ছাল, গাভারীমূলের ছাল, পারুলমূলের ছাল, খেতবেড়েল মূল, শালপানিরমূল, চাকুলেমূল, মুগানী বাবাণী, পিপুল, গোমুগমূল, বৃহতীমূল, কণ্টকারী, কাঁকড়াশুলী, জুম্যামলকী, দ্রাক্ষা, জীবন্তী, কুড়, অশুড়, হরীতকী, শুণক, বতি, জীবক, ধমতক, শটী, মুক্তা, পুনর্নবা, বেদ, ছোটএলাচি, মৌলোৎপল, রক্তচন্দন, ভূমিকুম্ভাভ, বাসকমূল, কাকোলী, কাকজল, প্রত্যেক ৬ তোলা ও পোটিলীমূল পাক আমলকী ৫০০ লব্ধ, ৩৪ সের জলে পাক করিয়া আমলকী সুসিক্ত হইলে (প্রায়ঃ চতুর্ভাগে থাকিতে দিচ্ছ হয় সুতরাং ১৩ সের থাকিতে নামাইতে হয়) নামাইয়া ভাল ছাকিয়া লইবে । পরে জিল তৈল/৫ পোরা এবং শুভ্র/৫ পোরা দ্বারা একত্রে ঐ আমলকী (বীজ কেলিয়া) ঔষধ ভণ্ডিত করতঃ শিলার পেষণান্তর উক্ত কাণ্ডসহ পাক করিয়া বন করিবে । তৎপর ৩৬ সের মৎস্যাতিকা অর্থাৎ ঝাড়িগুড় (এখন বিশিষ্টচূর্ণ ব্যবহার করা হয়) প্রক্ষেপ দিয়া লেহন হইলে উৎকৃষ্ট মধুরকমী বংশলোচন/৪ পিপুল/১ পোরা এবং

আলোড়ন করতঃ নামাইবে। মাত্রা ১০ তোলা হইতে ১ তোলা। মধুবারা মাড়িরা উষ্ণ হাগুদ্রময় অভাবে উষ্ণ গব্যদুগ্ধ সহ সেবন করিবে। ইহাতে বাতপ্রধান কাস, খাল, ক্ষয়োগ, উঃকত, শ্বশতক এবং মুত্র ও শুক্রদ্ব দোষ নষ্ট হয়। ইহা শ্রেষ্ঠ রসায়ন এবং বৃদ্ধাবহার বিশেষ উপকারী। এই ঔষধ সেবনে বৃদ্ধ চ্যবনমুনি পুনর্বৃদ্ধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই কৃত্ত এই ঔষধের নাম চ্যবনপ্রাণ। ইহা চরকের রসায়নাদিকারে লিখিত আছে। রসায়নার্চ তিনি ও নুতনমুত ব্যবহার্য। ইহা দুর্বল ও ক্রীণ ব্যক্তির পক্ষে মধৌষধ।

অমৃত প্রাণ মৃত। বৃষ্য এবং বৃংহণ)।

মৃত ১৫ সের, ককর্ষ—জীবক, স্বশতক, শালপাণি, জীবন্তী, তঁঠ, শটী, শালপাণি, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী, কাকোলী, কীরকাকোলী, গোজুর, পুনর্বা, লাল পুনর্বা, বট্টিমধু, আলকুশী বীজ, শতমূলী, বহি, পরশকল, বাসুনবাটী, ত্রাক্ষ, বৃহতী, গাণিকল, ভূম্যামলকী, কীরবদারী, পিপুল, বেড়েলা, কুলতঁঠ, আকুরোট, শিত্তিবেজুর, বাধাম, মনাকা প্রত্যেক ২ তোলা। পাকার্ঘ—আমলকীর কাথ ১৫, ভূমিকুম্মান্তের স্বরস ১৫ সের, ইক্ষুরস ১৫ সের, ছাগমাংসকাথ ১৫ সের। শেষ পাকার্ঘ জল ১৬ সের। পাক হইতে নামাইয়া মরিচ, দারুচিনি, ছোটএলাচি, ভেজপাত, নাগকেশর মিলিত চূর্ণ ৩ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। মাত্রা ১০ তোলা হইতে ১ তোলা তিনি ও মধু মিশাইয়া ঔষধক হৃদ্য সহ পের। ইহা বারা শুক্রবৃদ্ধি এবং শরীর পরিপুষ্ট হয়। ইহা বস্মা জনিত খালকঃসের উপকারক। ঔষধ ব্যবহার কালে বনেট হৃদ্য ও মাংসরস সেবন করিবে। ইহা চরকের স্তকক্রীণ অধিকারে লিখিত আছে।

বৃহৎ কাক্ষমাজ

স্বর্ণ, রসসিন্দুর, মুক্তা, লৌহ, অম্র, প্রবাল, বৈজ্ঞাত তাম্র, (অভাবে কড়িতাম্র) রৌপ্য, ভাদ্র, বক, কজুরী, লবণ, জাতিকল, বৈজ্ঞাতী, এলবালুক প্রত্যেক ২ তোলা। মৃতকুম্মারী রসে মর্দনান্তে কেনবাগরসে ও ছাগদুগ্ধে পৃথক ২ দিন বার ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। ইহাতে নানাবিধ ক্ষর, কাস ও খাল আরোণ্য হয়। অহুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু বা আদারস মধু।

অহাঙ্গুপাতক

স্বর্ণতাম্র ১ ভাগ, রসসিন্দুর ২ ভাগ, মুক্তাতাম্র ৩ ভাগ, পটুক ৪ ভাগ স্বর্ণমাকিক ৫ ভাগ, রৌপ্যতাম্র ৬ ভাগ, প্রবাল ৭ ভাগ, লোহানী খই ২ ভাগ, একত্র পেষণ করিয়া; বাতুলক (টাবা গেলু) রসে ৩ দিন ভাবনা দিয়া খোলক (ডেলা) করতঃ প্রথমে রৌদ্রে শুক করিবে। অন্তর লবণপূর্ণভাতে মুখ অবরুদ্ধ করিয়া ৩ প্রহর বধাঅগ্নিতে পাক করিবে এবং শীতল হইলে ঔষধ চূর্ণ করতঃ গরুচূর্ণের ৬৪ ভাগের ১ ভাগ হীরকতাম্র অভাবে ১৬ ভাগের ১ ভাগ বৈজ্ঞাত তাম্র (সুহৃদীরক অভাবে—কড়িতাম্র) মিশাইয়া লইবে। মাত্রা ২ রতি। অহুপান—মরিচচূর্ণ ও মৃত অথবা পিপুলচূর্ণ ও মুক্তা, ঔষধ ব্যবহার কালে বলকর, বৃষ্য ও বৃংহণ প্রভৃতি ভক্ষণ করিবে এবং পুরাণবিদ্যোদিতপ্রভৃতি ভাগ করিবে।

পাকন্দ মিষ্টোষিষ্টা—অথ—হুমাত, কাঁকড়, কুটক, ইজমব, কয়লা, উচ্চ কুম্ভকুল, কীকিরোল, কলবীশাক ও কাকনাচীশাক। “মহামৃগাত” ব্যবহারে সর্বপ্রকার বস্মাশ্রয়, বরভেদ, কাস ও অকৃতি নষ্ট হয়। ইহা বস্মার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অয়কেশরী।

অত্র, রসসিন্দূর, লৌহ, তাম্র, সীসক, কান্ত, জীর্ণমস্ত, বিমল, বল, বর্ণর, হরিতাল, লঙ্ঘতম্র, সোহাগা, বর্ণমাস্কিক, বর্ণ, কাকলৌহ, বৈজ্ঞাত, প্রবাল, মৃৎকা, কড়িতম্র, হীচক, কান্তপাণি, (চুখকপাণর অভাবে—গোদন্ত হরিতাল) ও গজক, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া রক্তচিহ্নের রসে ও আকন্দপত্ররসে পৃথক পৃথক ৭ বার ভাবনা দিয়া ৩ বার লঘু পুটে পাক করিবে। পরে টাণালেবু, ত্রিফলা, চিতে, অন্নবেতস, ভৃঙ্গরাজ, করবী ও আদ্রক রসে পৃথক পৃথক ৩ বার ভাবনা দিবে। প্রত্যেক ভাবনার পর ১ বার করিয়া লঘুপুটে পাক করিতে হইবে। অঙ্গুণান—আদারস ও মধু। ইহা সেবনে সর্ববিধ জ্বর, ক্রম, কাস, শ্বাস, মেহ, মেদ, কন্দ্রী, শর্করা ও শূল নষ্ট হয়। যাত্রা ২ রতি। ইহা বলা, বৃষা, মেধ্য ও রসায়ন। ইহার ভায় ঔষধ বস্মার দুই হয় না।

মহা চন্দনাদি তৈল।

বৃহত্ত তিল তৈল ৬ সের (বালসের) কাথার্থ—রক্তচন্দন, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কটিকারী, গোমূর, মুগানী, বাবাণী, ভূমিকুম্ভাত, অম্বগন্ধা, আমলতী, শিরীষছাল, পদ্মকাঠে বেগুনুল, সরলকাঠ, নাগকেশর, গজভাদালিরা, বুর্কাবুল, শ্রিয়কু, নীলোৎপল, বালা, বেড়োলা, গোদন্তচাকুলে, মৃণাল, পদ্মমূল, শালুক মিলিত ৫০ পল, খেতবেড়োলা ৫০ পল, জল ৬৫ সের, শেষ ১৬ সের, ভাগজঙ্ঘ ১৬ সের, শতমূলী রস ১৬ সের, লাঙ্গাররস কাঁজি, দধিহমাত, হরিণ, হাগ, শবক, প্রত্যেকের কাথ ৬ সের (১৬ সের), কঙ্কার, খেতচন্দন, অস্তুর, কাঁকল, ননী, দৈলজ, নাগকেশর, তেজপাতা, চাকচিনি, মৃণাল, হরিদ্রা, দারহরিদ্রা, অনন্তমূল, ভ্রামরভাতা, রক্তোৎপল, তগরশাকুকা, কুড়, ত্রিফলা, পকষকল, মুর্কাবুল, গেঠোলা, নমিক, দেবদাক, সরলকাঠ, পদ্মকাঠ, বেগামূল, বাইকুল, বেলভাঁঠ, রসাজন, মূতা, শিলারস, বালা, বচ, মঞ্জিষ্ঠা, লোহ, মৌরী, জীবন্তী, জীবক, ধমতক, মেহ, মৃদাবেদ, ঋজি, বৃজি, কাকোলা, ক্ষীরকাকোলা, জীবন্তী, বস্তিবলু, শ্রিয়কু, লতী, ছোটএগাচি, কুচুম, খাটালী, পদ্মকেশর, রাবা, জারকল, কৈজী, শুঠ ও ধনে প্রত্যেক ৪ তোলা, বর্ণবিধি পাক করিবে। পরে বাতব্যাধিতে বক্ষামণি কক্ষৌষিলাস তৈলেব গজদ্রব্য দ্বারা শেষ পাক করিবে। গজদ্রব্যের মধ্যে কুম্ভক, কতুরী ও কর্পূর শীতল হইলে প্রক্ষেপ দিবে। এই তৈল মালিশে রানঘন্না, রক্তপিত্ত, উরঃকন্ত ও কাস নষ্ট হয়। ইহা বলা, বৃষা ও হৌলাজনক।

মাস্কিকাদি বটী।

বর্ণমাস্কিক, বিড়ল, শিলাজঙ্ঘ ও হরীতকী সমভাগ, লৌহ সর্বসম, বটী ৪ রতি। ইহা শুষ্ঠ ও মধু সহ লেহন করিবে। এই ঔষধ বস্মা ও উরঃকন্ত নাশক।

বিক্র্যবাসিযোগ ।

ত্রিকটু, শতবুলী, ত্রিকণা, বেড়েলা, গোরকচাকুলে সবভাগ, পৌণ্ডর্য সর্কচূর্ণ সম। ইহা স্তত ও মধু সহ লেহন করিবে। মাত্রা ৪ রতি। ইহাতে বকঃকত, বাহুতন্ত, অর্দ্ধিত ও কঠগতরোগ আরোগ্য হয়।

সর্পিগুড়

কাথার্ব—বেড়েলা, ভূমিকুয়াও, বনপঞ্চমূল, পুনর্নবা, পঞ্চকীরি বৃক্কের গুল (বট, অম্বর্ষ, পাকুর, বজ্রভূম্বী ও যেতের অবিকশিত পত্র বুল) প্রত্যেক ১ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, ছাগগুড় ১৬ সের, গব্যগুড় ১৬ সের ভূমিকুয়াও রস ১৬ সের, ছাগমাংসকাথ ১৬ সের, স্তত ১৬ সের। ককার্ব—ভূমিকুয়াও দ্রব (১০ পদ) প্রত্যেক ২ তোলা পাকশেবে স্তত মীতল হইলে, চিনি ১৪ সের, গোম্ব, শিপুল, বাংশলোচন, পানিকলচূর্ণ প্রত্যেক ১/৪ অর্দ্ধ সের, মধু ১/১ সের একত্রে মনন দণ্ড দ্বারা উত্তমরূপে মণিত করিয়া ভূমপত্র দ্বারা বেইন করিয়া রাখিবে। মাত্রা—৪০ তোলা হইতে ১ তোলা। অমুপান—শিতাধিকো দ্রব, ককাধিকো ছাগগুড়। ঔষধ পূর্বে সেবন করিয়া শেষেও অমুপান ব্যবহার করা বাইতে পারে। ইহা দ্বারা উরঃকত, রক্ত-জীবন এবং উরহিত শেয়া নষ্ট হয়। এই ঔষধ গুড়াকার (গুটীমত) করিয়া ব্যবহার করিবে। একান্ত ইহার নাম সর্পিগুড় বলা হইয়াছে; কিন্তু ইহাতে ইক্ষুগুড় নাই। ইহা পুষ্টিকর এবং রসায়নশ্রেষ্ঠ।

দ্রাক্ষাদ্রুত

স্তত ১/৪ সের, কাথার্ব—দ্রাক্ষা ১/২ সের, বটিমধু ১/১ সের, পাকার্ব জল ১৬ সের, শেষ ১/৪ সের গুড়, ১৬ সের, ককার্ব—বটিমধু, দ্রাক্ষা, প্রত্যেক ১ পল, শিপুল ২ পল। একেপার্ব চিনি ১/১ সের। ইহা দ্বারা উরঃকত ও শ্বাস নষ্ট হয়। মাত্রা ৪০ তোলা। অমুপান—উষ্ণ দ্রব।

রাজ সুগন্ধ

রসসিন্দূর ৩ ভাগ, স্বর্ণ ১ ভাগ, রৌপ্য ১ ভাগ, মনঃশিলা গন্ধক, হরিতাল প্রত্যেক ২ ভাগ, একত্র চূর্ণ করিয়া বড় বড় কড়ির মধ্যে ভরিবে, পরে ছাগগুড় দ্বারা মোহাণ। পেষণ করতঃ তদ্বারা কড়ির মুখ বন্ধ করিয়া সুশায়কর করতঃ পলপুটে পাক করিবে এবং মীতল হইলে কড়ির মধ্যে হইতে ঔষধ বাহির করিয়া লইবে। মাত্রা—২। ০ রতি অমুপান—শিপুলচূর্ণ ও মধু বা মরিচচূর্ণ ও স্তত কিম্বা কেবল স্তত। ইহা বাতশ্লেষপ্রণয়ন বন্ধ্যার ঔষধ।

শিলাজহ্মাদি লৌহ ।

শিলাজহ্ম, বটিমধু, ত্রিকটু, স্বর্ণমাকিক প্রত্যেক সবভাগ, লৌহ সর্কসম, মাত্রা ১০ আনা। অমুপান—গব্য বা ছাগগুড়।

রাস্নাদি লৌহ ।

রাস্না, অরুণকা, কর্পূর, বাসকুলি, শিলালত, ত্রিকটু, ত্রিকলা, ত্রিমল, প্রত্যেক সমভাগ, লৌহ সর্ষ্পচূর্ণসম । মাত্রা ১০ আনা । ইহা কাস ও বরভেদে হিতকর ।

বৃহৎ বাসাবলেহ ।

বাসকমূলের ছাল ১২৪ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, চিনি ১২৪ সের মিশাইয়া পাক করিবে এবং ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু, দারুচিনি, এলাচি, তেজপত্র, কটুকল, মুতা, কুড়, জীরে, পিপুলমূল, কমলাগুড়ি, চই, বংশলোচন, কটুকাঁ, গজপিপুল, তালীশপত্র, ধনে, প্রত্যেকচূর্ণ ২ তোলা মিশাইয়া আলোড়ন করতঃ নামাইবে এবং শীতল হইলে ১১ সের মধু মিশাইয়া রাখিবে । মাত্রা ৪০ তোলা । অস্থপান—ছাগ হৃৎ বা শূতশীতল জল । ইহাতে বাস, শকংবেদনা ও উরঃকত নষ্ট হয় ।

সিতোপলাদি লেহ ।

বংশলোচন, পিপুল, এলাচি, দারুচিনি বপাক্রমে ৪ ভাগ ও ভাগ ২ ভাগ ও ১ ভাগ, মিশ্রি ৫ ভাগ । এই ঔষধ মধ্যে মধ্যে মধু বা শূতমধু দ্বারা লেহন করিবে । ইহাতে রক্তবমন ও নিবারিত হয় । মাত্রা ১০ আনা চইতে ১০ আনা মাত্র ।

বৃহৎ চন্দ্রামৃত রস ।

পারদ, গন্ধক মিলিত ৪ তোলা, অত্র ৪ তোলা, কর্পূর ৪০ তোলা, লৌহ ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, তাম্র ১ তোলা, বুদ্ধদারক, জীরে, জুঁমকুম্বাণ্ড, শতমূলী, কুলেখাড়াবীজ, বেড়োলা, আলকুনীকীক, গোবিন্দচাকুলে, বারফল, তৈজসী, লবঙ্গ, শিঙ্কীকীক, খেতধুনা প্রত্যেক ৪০ তোলা ছাগহৃৎ দ্বারা মর্দন করিয়া ও রুতি বটী করিবে । অস্থপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু ।

বৃহৎ চন্দ্রামৃত লৌহ ।

পারদ, গন্ধক, ত্রিকটু, ত্রিকলা, জটামাংসী, দারুচিনি, নাগকেশর, বচ, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, যৌগ্য, কুড়, মুক্তা প্রত্যেক সমভাগ, তীক্ষ্ণলৌহ সর্ষ্পচূর্ণসম, ছাগহৃৎ লেহন করিয়া ২ রুতি বটী করিবে । অস্থপান—আদারস ও চিনি ইত্যাদি ।

বৃহৎ বাসাবলেহ । (২য় প্রকার)

বৃহতী ২৫ পল, কণ্টকারী ২৫ পল, বাসকমূলের ছাল ২৫ পল, বাসুনহাটী ২৫ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ; এই কাথে চিনি ১২ সের মিশাইয়া পুনঃ পাক করিবে এবং ঘনীভূত হইলে অত্র ১ পল, পিপুলচূর্ণ ৪ পল, কুড়, তালীশপত্র, মরিচ, তেজপাত, মুরমাংসী, যেনামূল, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, দারুচিনি, বাসুনহাটী, বালা, মুতা, প্রত্যেক ২ তোলা প্রক্ষেপ দিবে এবং বধন লেহন হইবে তখন উহাতে ১ পোরা শূত মিশ্রিত করিয়া আলোড়ন পূর্বক নামাইবে । শীতল হইলে মধু ১৫ সের মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ৪০ তোলা । অস্থপান—ছাগ হৃৎ বা শূত উকল । ইহা বাস, কাস, বস্মা, রক্তপিত্ত ও অব আত্যাগ হয় ।

যক্ষ্মারোগীর ভুলক্ষণ ।

যে যক্ষ্মারোগীর সর্কনা অব্যবহৃত ও পার্শ্ববর্তী বেদনা থাকে তাহার জীবনের আশা করা যায় না । চক্ষু যেতবর্ণ, অগ্নি বিবেক ও বলমাংসক্ষণ হইলে রোগ অশাশ্বত বলিয়া জানিবে ।

অগ্নি—ময়ূর, শকুনি, বানর, লক্ষ্যক প্রভৃতি দর্শন করা যক্ষ্মারোগীর পক্ষে ভুলক্ষণ । রোগীর অগ্নি বা পেটে শোথ হইলে সে রোগীর রক্ষা নাই ।

বলমাংসসম্পন্ন যক্ষ্মারোগী ।

যক্ষ্মারোগের দাবতীর লক্ষণ বর্তমান থাকিলেও রোগী যদি বলমাংসসম্পন্ন হয় এবং চিকিৎসকের সততবেশান্ত্বাদী কালকর্তন করিতে পারে, তবে এইরূপ রোগীকে যথাযোগ্য ঔষধ সেবন করাইলে প্রফল হইয়া থাকে ।

যক্ষ্মারোগ সংক্রামক । সুতরাং গুরুত্বাকারী অতি সাবধানে থাকিবেন । রোগীর গৃহে পরিষ্কার বায়ুর বন্দোবস্ত করা সর্বতোভাবে কর্তব্য । সম্ভব হইলে, যক্ষ্মারোগী কোন এসিড সমৃদ্ধ কুলবর্জী বাত্যানিবাশে বাস করিবেন ।

শয্যা—পুরাতন তুতুলের অন্ন, বন, মুগ, ছাগ, হরিণ, শলক প্রভৃতির মাংসবৎ মাংস ভোজী যে কোন কবের মাংস, ছাগগুড়, পটোল, উচ্ছে, ডুমুর, সজিনা ও ডাটা, মোচা, পুরাতন কুমড়া ইত্যাদি । খাদ্যাদি বৎসরাতীত হইলে পুরাতন হয় । নিম্নলিখিত আভ্যন্তর পান করিলে পীনসাদি বৃদ্ধিবিধ উপশ্রব দূরীভূত হয় । ইহা যক্ষ্মার উৎকৃষ্ট পথ্য ।

আত্মকরস : শয্যা—পরিমিত পিপুল, যুগোপযোগী ঘব ও কুলখকলাই, পরিমিত গুঠ, পরিমিত দাড়িম ও আমলকী প্রক্ষেপ করিয়া বড়লপরিভাবাসুসারে জল লইয়া অর্ধশূত করিবে ; পরে সেই ১০ চারি সের জলে—১১ সের ছাগমাংস পেষণ করতঃ বটিকাকার করিয়া নিক্ষেপ করতঃ পাক করিবে । মাংস সিদ্ধ হইলে ঘন ঘূষ প্রস্তুত হইবে । যদি পাতলা ঘূষ প্রস্তুত করা আবশ্যক হয় তবে ১০ সের জলের মধ্যে ১৮ পোরা মাংস নিক্ষেপ করিয়া পাক করিবে এবং যদি অতিশয় পাতলা ঘূষ পাক করা কর্তব্য হয়, তবে ১০ সের জলে ৮ তোলা মাংস নিক্ষেপ করিয়া পাক করণানন্তর ছাঁকিয়া সূত সংকৃত করিয়া প্রয়োগ করিবে । কিন্তু বৃদ্ধ বৈদগ্ধগণের ব্যবহারসিদ্ধ পাকপ্রণালী অন্তপ্রকার । যথা—পিপুল ও গুঠ প্রত্যেক ৪০ তোলা, ঘব, কুলখকলাই প্রত্যেক ২ তোলা, দাড়িম, আমলকী প্রত্যেক ৪০ তোলা, মাংস সর্কষিত, ৮ গুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সূত সংকৃত করিয়া প্রয়োগ করিবে । যক্ষ্মার নিম্ন লিখিত মোহনভোগ খুব উপকারী । যথা—অর্জুনহাল, মোহনচাকুলে মূল, শোণিত আলকুনীবিচূর্ণ প্রত্যেক ১ পল, চিনি ১ পল, সূত ১২ সের, একত্র মোহনভোগের জার পাক করিবে । পরে ৩ তোলা সূতে ভজিত করিয়া শীতল হইলে, পরিমিত মধুসহ লেহন করিবে । ইহা বল্য, বৃদ্ধ ও কাসনাশক । ইহাতে লুচিমোহনভোগ ও ছাগমাংস প্রভৃতি পুষ্টিকর জব্য পথ্য । সূতছাগ নিকটে রাখিয়া রাখিতে নিজে গেল যক্ষ্মারোগের উপশম হইয়া থাকে ।

অপাখ্যা—গ্রীষ্মসেদ, মস্তপান, দুগ্ধপান, পানভক্ষণ, দিবাশ্রিতা, স্নাত্তিভাগরণ, হারদিক উষ্ণে, শৈত্যাক্রিয়া, অন্ন কাল, দধি, শিম, মলা, আলু, শুকপাকমুখা, শাক, বটিকম্বু, কুমুদ, জলজমাংস, খেসারি ও মাসকলাই প্রভৃতির ডাল, পৰ্যাবৃত্ত জ্বা, প্রত্যাহ দান, পুষ্করাস্ত্র সেবন, ব্যায়াম, অধিক আহার, ক্রোধ ইত্যাদি।

অথ কাসচিকিৎসা

বসন্তে কাস হয়, আবার কাস উপেক্ষা করিলে উঠা হইতে বন্ধ হইতে পারে। একত্র বসন্তের কাসচিকিৎসা লিখিত হইয়া থাকে। কাস চিকিৎসায় এখন কয়লাদি ঔষধ ব্যবহৃত হয় না সুতরাং উহা পরিত্যক্ত হইল। অনেক সময় অবস্থা বিশেষে দধি, কঁাতি, অন্নফল, ফলপুষ্টি প্রভৃতি সেবন করিলে বাতকাস নিবাসিত হয়। পুরাতন তেঁতুল ও ইক্ষুগুড় বাতকাসের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বাতকাসের—অমৃতার্ণব রস।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, সোটাগা, রাসা, বিড়ল, ত্রিফলা, দেবদারু, চিত্তেশুল, শুলক, পদ্মকাকট, বিধ ও বটিকম্বু। বটী ২ রতি। অমৃতপান—তুঠ চূর্ণ ও মধু ইত্যাদি।

বাতকাসের—পঞ্চানন রস।

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, তামা ২ তোলা, অরুচ ১০ তোলা, অত্র ৪ তোলা, বিধ ১ তোলা, লেবুরসে মর্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে। অমৃতপান—বটোড়া চূর্ণ ও মধু।

অথ পিত্তকাস চিকিৎসা

ইহাতে তেঁতুলী খট্ট ও ঔষধ দ্বারা (বিরেচনমোদকাদি দ্বারা) যোগ্যকৈ বিরেচন করাইয়া পরে ঔষধ ব্যবহার করাইবে। পদ্মবীজচূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে পিত্তকাস নষ্ট হয়। বাসক রস ও মধু পিত্তকাসের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পিত্তকাসাস্তক।

ভাদ্রভদ্র, অত্র, লৌহ, কালকান্থকের ছালের রসে, বকপুল্পের রসে এবং অন্নবেতসের রসে এক এক দিন মর্দন করিয়া ৪ রতি বটী করিবে। অমৃতপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু।

অথ কফকাস চিকিৎসা

কুঁড়, কটুকল, বায়ুনহাটী, তুঠ, পিপুল ইহাদের কাথ পান করিলে কফকাস নষ্ট হয়। আবার ও মধু পান করিলে অথবা কণ্টকারীর কাথ সেবন করিলে, কফকাস আরোপ্য হয়। কণ্টকারীর কাথ সহজে কাসনষ্ট হয়। কণ্টকারী কাসের ব্যাবিধিসমূহ।

ঔষধ। অনেক শ্রামণীর (চা) শ্রমবর্তে কটকারীর কাপ পান করিয়া থাকেন। শ্রামণী আশু ফলপ্রসূ হইলেও পরিণামে কুলদারক। উহা আশুশিশুর পক্ষে তাদৃশ অপকারক নহে।

চন্দ্রামৃত রস।

পায়স, গন্ধক, লৌহ প্রত্যেক ২ তোলা, সোহাগী ৮ তোলা, মরিচ ৩ তোলা, ত্রিকটু, ত্রিকলা, চই, ধনে, জীরে, সৈন্ধব প্রত্যেক ১ তোলা, ছাগছন্ধে মর্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে। কেহ কেহ ২ রতি বটী করিয়া থাকেন। অহুপান—ছাগছন্ধ। গ্রাহ্যঃ মধু বা আনারস ও মধুসহ এই ঔষধ লেহন করিতে দেওয়া হয়। বাসক, জলক, বামুনহাটী, সুতা ও কটকারী, ইহাদের কাথসহ চন্দ্রামৃতরস পোবন করিলে, উৎকৃষ্ট ফলপ্রাপ্ত হয়। অর থাকিলে চন্দ্রামৃতলৌহ, বৃহৎচন্দ্রামৃতরস বা অবহা বিশেষে বৃহৎচন্দ্রামৃত লৌহ ব্যবহার করিবে। অরাকি থাকিলে মহালক্ষ্মীবিলাস মধো ২ প্রযোজ্য।

চন্দ্রামৃত লৌহ।

ত্রিকটু, ত্রিকলা, ধনে, চই, জীরে, সৈন্ধব প্রত্যেক সমভাগ, মনঃশিলা দ্বারা মারিত লৌহতর্য সর্বচূর্ণ সম। আজকাল সাধারণ লৌহ ব্যবহৃত হয়। মাত্রা ৬ রতি। অহুপান—চন্দ্রামৃতরসের জার।

অর সাধারণ কাস চিকিৎসা

কাসরোগ কক্ষপ্রধান, সুতরাং ইহাতে সর্বত্রই কক্ষনাশক ক্রিয়া অবিরোধী। কটকারীর জার বাসকরসও সকলপ্রকার কাসেই অপ্রতিহত; সুতরাং সন্দেহহুনে উভয় প্রযোজ্য চিকিৎসা করিবে। বাসকপত্ররস কাসশোষক, কিন্তু বাসকছাল শোষক নহে। গুণমহোদধি অহুপানভেদে সমস্ত কাসেই প্রযুক্ত হইতে পারে। স্নেহনাশক সর্বোত্তম মধো ত্রিকটু শ্রেষ্ঠ; তন্মধ্যে বাতাদিকাসে গুঠ এবং পিত্তাদিকাসে লিঙ্গুল ব্যবহার্য। কাসে স্নেহের অত্যন্ত প্রকোপ থাকিলে, পাককোলচূর্ণ বা উৎকষার পান করাইবে; কারণ ইহা শোষক।

গুণমহোদধি।

পায়স, গন্ধক, লৌহ, বিব, দারুচিনি, তাম্র, বক, অঙ্গ, ত্রিকটু, সুতা, বিড়ল, নাগকেশর, রেণুক, আবলকী, পিপলবুল। অঙ্গ পর্য্যন্ত প্রত্যেক দ্রব্য ১ ভাগ, ত্রিকটু প্রকৃতি প্রত্যেক ২ ভাগ। পক্ষিপুলের কাথে ভাবনা দিয়া ৩ রতি বটী করিবে। ইহা কাস ও বাসনাশক। এই ঔষধ ব্যবহারে বধেচ্ছ আহারাদি করিতে পারা যায়। কাসে স্নেহা নির্ধারণ করা আবশ্যক বোধ না করিলে এবং দ্বন্দ্বের বেদনা না থাকিলে, পুরাতন কাসে শৃঙ্গারাজ বা বৃহৎ শৃঙ্গারাজ ঔষধ ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহা বাসবৃদ্ধ কাসেই বিশেষ ফলপ্রসূ।

সেইদিনে জীর্ণকালে সার্বভৌমরস ও বৃহৎ তরুণানন্দরস অত্যধ হিতকর এবং ইহাও খাসযুক্ত কালে প্রযুক্ত। আদ্যরা শৃঙ্গারাজ্য ঔষধ ব্যবহার করি না। পূর্বোক্ত তালীশাবিচূর্ণ সর্ববিধ কালেই সেহমার্থ ব্যবহৃত হয়। ইহা প্রথম অবস্থার কলপ্রদ।

বৃহৎ তরুণানন্দরস।

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ প্রত্যেক ১ তোলা, সীসক, মুক্তা, প্রবাল, নাগকেশরগ্রেণু, এলাচি, লবঙ্গ, লৌহ, জাতিফল, তৈজী, স্বর্ণমালিক, মরিচ, কুড়, পিপুল, শুঠ প্রত্যেক ১০ তোলা, ত্রিকণ ১১০ তোলা, বঙ্গ, সোহাগা, পদ্মগ্রেণু, জটামাংসী, দারুচিনি, কর্পূর, অজ্ঞ প্রত্যেক ১০ তোলা। দত্তকলনের পত্রের রসে, নাগকেশরের কাথে, সুতিমৌর রসে, গিরা শাকের রসে, বায়ুনহাটীর কাথে, পিপুলমূলেঃ রসে ও নিমিকার রসে পৃথক ২ ভাগনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অহুপান—আদ্যর রস ও মধু।

সার্বভৌমরস।

কৃকাত্ত তম্র ১৬ তোলা, কর্পূর, তৈজী, বালা, গজপিপুল, তেজপাত, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালীশপত্র, দারুচিনি, নাগকেশর, কুড়, বাইকুল, প্রত্যেক ১০ তোলা, ত্রিকটু, ত্রিকণা প্রত্যেক ১০ সিকি তোলা, এলাচি, জাতিফল, গন্ধক প্রত্যেক ১ তোলা পারদ ১০ তোলা, স্বর্ণতম্র ১০ সিকি তোলা, (স্বর্ণহানে কেহ ২ উৎকৃষ্ট লৌহতম্র গ্রহণ করেন) মলদ্বারা মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অহুপান—আদ্য ও পানরস। ঔষধ সেবন ক্রিয়ার পর কিকিৎ পরম মল পান করিবে। এই পোষক ঔষ্য প্রাতঃকালে সেব্য। ইহা দ্বারা কাল ও খাস নষ্ট হয়।

বৃহৎ শৃঙ্গারাজ্য।

পারদ, গন্ধক, সোহাগা, নাগকেশর, কর্পূর, তৈজী, লবঙ্গ, তেজপাত, স্বর্ণ, প্রত্যেক ২ তোলা, কৃকাত্ত তম্র ৮ তোলা, তালীশপত্র, মুতা, কুড়, জটামাংসী, দারুচিনি, বাইকুল, এলাচি, ত্রিকটু, ত্রিকণা, গজপিপুল প্রত্যেক ৩ তোলা, পিপুলের কাথে মর্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে। অহুপান—দারুচিনি চূর্ণ ও মধু। ইহা খাস ও কাসের উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই ঔষধ বসন্তোৎপত্ত বায়ুজাত হইতে পারে। ইহা পোষক। পূর্বোক্ত সার্বভৌম-সুন্দর এবং বসন্ততিলাক খাসযুক্তকালে পরম হিতকর। বসন্ততিলাক ঔষধ পোষক। সন্নিপাত আরোক্ত অস্ত্রাজ্যবলেহিক। সেবনে কাল নিবারিত এবং স্নেহা নিবৃত্ত হয়। ইহা প্রথম অবস্থার প্রযোজ্য। অগস্ত্যাহরীতকী ও ব্যাগ্রীহরীতকী কাসের জীর্ণ-অবস্থার এবং খাসে নিলকণ উপকারী। এই অবস্থার চ্যবনপ্রাশও হিতকর।

অগস্ত্যাহরীতকী (বাতপ্রবল অবস্থার)

ধনুশ, আলকুশীবীক, চোলকলহী, নীলী, বেফেলা, গজপিপুল, আপাং, পিপুলমূল, চিত্তেদুল, বায়ুনহাটী, কুড়, প্রত্যেক ২ পল, বঙ্গ ১৬ সের, হরীতকী ১০০ পত, জল ২ মণ। (হরীতকী গোষ্ঠীগ্রহণ করিয়া নিতে হয়) বঙ্গ সিদ্ধ হইলে (অর্দ্ধ মণ জল থাকিতে) কষায় নামাইয়া

ছাকিরা লইবে। পরে সিদ্ধ হরীতকী গুলি বংশলঙ্গা বাটা ছিঁড় করিয়া অর্ধসের শুক এবং অর্ধসের তৈলে ভাজিয়া, ঔষধ লুপ্ত করিয়া পূর্বকৃত কাথসহ পুনঃ পাক করিবে। কথার কিকিৎ ঘনীভূত হইয়া আসিলে ১২৪ সের শুক মিশ্রিত করিবে এবং লেহবৎ হইলে ১৪ সের পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পাক আলোড়ন পূর্বক নামাইবে। মাত্রা ১ তোলা হইতে ২ তোলা। এই ঔষধ মধু সহ লেহন করা বিধেয়। ঔষধ সেবনান্তে পূর্বোক্ত হরীতকী, ২টী করিয়া প্রত্যহ ভক্ষণ করিবে। ইহা দ্বারা কাস, শ্বাস, অগ্নি ও বিষময়ন নষ্ট হয়।

ব্যাগ্রী হরীতকী

মূল, পত্র, পুষ্প ও শাখাবৃক্ষ কণ্টকরী ১২৪ সের, রূপ শোণ্ডিলীবক হরীতকী ১০০ শত, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; কাথ ছাকিরা লইবে, এবং তাহাতে পূর্বোক্ত রূপশোণ্ডিলীবক একশত হরীতকী বীজশুষ্ক করতঃ নির্মল ভাবে বাটিয়া ও মিশাইয়া পুনঃ পাক করিবে এবং ঘনীভূত হইলে ১২৪ সের পুরাতন ইক্ষুগুড় মিশাইয়া, লেহবৎ হইলে উহা নামাইবে। শীতল হইলে, ত্রিকটু প্রত্যেক ১৬ তোলা, মধু ১৮ পোয়া ও চতুর্ভূত (দাকচিনি, এলাচি, তেজপাত, নাগকেশর) প্রত্যেক ২ তোলা মিশাইবে। মাত্রা ৪০ তোলা হইতে ১ তোলা। ছাগহুগাদি সহ সেবন করিবে। ইহা দ্বারা উরঃকত, কাস, শ্বাস ও বম্বা নষ্ট হয়। এই ঔষধ রসায়ন। বাতশূলকশ্বাস বা কাসে নোবোক্ত ছাগলাদ্যস্থত প্রয়োগ করিবে। বাতপ্রধান কাস ও শ্বাসে চন্দ্রনাড়্যতৈল বা বাসাচন্দ্রনাড়্যতৈল বৃকে মালিশ করিলে ক্রমের বেদনা নষ্ট হয় এবং শ্রেষ্টা উঠিয়া যায়। বাতরৈম্বিক কাসে, কাস কুঠাররস প্রযোজ্য। এই নিঃসারক ঔষধ নুতন অবস্থায় হিতকর। অমূল্য—আদারস ৪০ তোলা।

কাসকুঠাররস

হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, ত্রিকটু, সোহাগা প্রত্যেক সমভাগ, মাত্রা ২৩ রতি।

চন্দ্রনাড়্য তৈল

তৈল ১৮ সের, খেতচন্দন, অশুরু, তালীশপত্র, নখী, মজিঠা, পদ্মকাষ্ঠ, সুতা, শচী, লাক্ষা, হরিদ্রা, রক্তচন্দন, প্রত্যেক ১ পল। কাথার্ধ—বামুনহাটী, বাসকহাল, কণ্টকারী বেড়োলা, গুলক মিলিত ১২৪ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের, পাকান্তে গন্ধপাক করিবে। গন্ধজ্বায়ের স্বাধো শিলারস, কুহুদ, নখী, খেতচন্দন কবা, কর্পূর, এলাচি, লবঙ্গ, নামাইয়া প্রক্ষেপ দিবে। ইহাকে কেহ ২ সাক্ষাচন্দ্রনাড়্যতৈল বলিয়া থাকেন।

বাসাচন্দ্রনাড়্য তৈল

তৈল ১৬ সের, কাথার্ধ—বাসকহাল ১২৪ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। লাক্ষা ১৮ সের জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। রক্তচন্দন, গুলক, বামুনহাটী, মিলিত দশমূল, কণ্টকারী প্রত্যেক ২৪ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কাথার্ধ—রক্তচন্দন, বেগুন, বাটাঙ্গী,

অধঃগতা, গুহতালাগিরা, জিহ্বগতি, শিপুলমূল, নাগকেশর, মেদ, মহামেদ, ত্রিকটু, রাহা, বটমধু, শৈলজ, শতী, কৃষ্ণ, দেবদারু, গ্রিহকু, বহেড়া, প্রত্যেক ১ পল। ইহাতে কাস, খাস, বস্মা, উরঃক্ষত, রক্তপিত্ত ও অর প্রশমিত হয়।

প্ৰথ্য—চই, ঝাল, মূল বা মন্থের ডাল, পটোল, মাদ, ওল, আদা, কটি, ছাগছড় ইত্যাদি।

অপ্ৰথ্য—নস্ত, ব্যাঘ্রাম, হুটেবাহু সেবন, পুণ্ড্রম হানে অবহান, মৎস্ত, শীতলমূল, লাট, পুঁইশাক, চালিতা, অর, মধুর দ্রব্য, কীটাকলা, দধি, ক্রেনিদ্ৰব্য, হ্রীদলম ইত্যাদি।

অশ্ব.হিকাশ্বাস চিকিৎসা

যে সমস্ত কারণে কাস উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত নিদানে হিকা-শ্বাস সঙ্ঘত হইতে পারে। কাস উপেক্ষিত হইলেও পরিণামে শ্বাস জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে। এই চেষ্টা কাসের অন্তর হিকা ও শ্বাসের চিকিৎসা মহাবিগণ কর্তৃক লিখিত হইয়াছে। হিকা ও শ্বাসের উৎপত্তিস্থান সাধারণতঃ আমাশয় ও হৃদয়। উরঃবাহু কক্ষকে উর্দ্ধগত করিয়া এই উত্তর ব্যাধি জন্মাইয়া থাকে। এই অস্ত্র বক্ষস্থলে তৈলাদির অভ্যাস করা হয়। কাস যাজেই উষ্ণক্রিয়া কর্তব্য। কিন্তু কোন কোন শ্বাস শিষ্ণুপীতল ক্রিমার উপশমিত হয়। এই চই ব্যাধিই মাতঃপ্রধান কিন্তু তমকশ্বাস মেমা প্রধান। সচরাচর তমক শ্বাসই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই উত্তর ব্যাধিতে সৈন্ধব ও কটুতৈল বৃকে মালিশ করিয়া মগিনা প্রভৃতি শিষ্ণুদ্রব্য সৈন্ধব সংযুক্তকরতঃ মুহু বেদ দিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

বটমধুচূর্ণ মধুসহ, শিপুলচূর্ণ চিনি সহ, শুষ্ঠচূর্ণ ইক্ষুগুড় সহ নস্ত করিলে হিকা প্রশমিত হয়। শুষ্ঠগুড়ে কিকৎ বক্তচন্দন খবা মিশাইয়া নস্ত গ্রহণ করিলেও হিকা নষ্ট হয়। টাংলেবুর রস ও সচললবণ মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিলে হিকা, আরোগ্য হয়। শুষ্ঠ বা বাসমহাটির চূর্ণ অথবা শুষ্ঠ, বাসুনহাটী, সচললবণ ও চিনি গরম জল সহ পান করিলে হিকা ও শ্বাস নষ্ট হয়। শূভ্ৰান্দিচূর্ণ গরম জল সহ পান করিলে হিকা, শ্বাস, উর্দ্ধবাহু, কাস ও পীনস উপশমিত হয়। হিকা ও শ্বাস উর্দ্ধবাহুর কার্য।

হরীতকী ও শুষ্ঠের কষ অথবা কৃষ্ণ, মরিচ ও বৎকারের কষ গরমজল সহ পান করিলে হিকা ও শ্বাস নষ্ট হয়। মরিচের ধূম নাসাধারা গ্রহণ করিলে হিকা নষ্ট হয়, ইহা বিশেষ পরীক্ষিত। শিপল্যাড্র্যলোহ সেবনে হিকা নিবারিত হয়। উর্দ্ধবাহুর অত্যন্ত ক্রিয়াতেও হিকা প্রশমিত হয়। বিষ্ণু বা মধ্যমনারারল তৈল মালিশ, বজ্রকার, স্বর্ণসিন্দুর, জালচতুর্ভুজ ও ব্যাঘ্রনানিল প্রভৃতি ক্রিয়া হিকার ফলপ্রদ। জীর্ণশ্বাসে ডাম্বকেশ্বক্লান্ত উৎকট ঔষধ। এই ঔষধ অধুনা প্রস্তুত হয় না। সহস্র পুটিত অত্রবারা এই ঔষধ প্রস্তুত হইলে, তমকশ্বাসের অধিতীর ঔষধ হইবে। ভাগ্যীশ্বক্লান্তক্লান্ত

খাসের উৎকৃষ্ট ঔষধ; কিন্তু ক্রোধের বিষয় ইহা প্রায়শঃ প্রভুত কঠিতে দেখা যায় না। আমরা ইহার অলৌকিক শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। খাসরোগে, ভার্গী (বামুনহাটী) সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ; বিশেষতঃ ইহা শুষ্ক করিয়া প্রয়োগ করিলে অত্যুৎকৃষ্ট ফলদায়ক হয়। আমরা ইহার কথার শৃঙ্খলাদিচূর্ণ প্রভৃতির অহুপানার্থ ব্যবহার করিয়া থাকি। মহাভূজস্বাদু তৈলে খাসের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শৃঙ্খলাদি চূর্ণ।

কাঁকড়াশুকী, ত্রিকটু, ত্রিকলা, কণ্টকারী, বামুনহাটী, কুড় ও পঞ্চলবণ প্রত্যেক সমভাগ, মাজা ১০ আনা হইতে ৮০ আনা। অহুপান—গরমজল। সৈন্দবলবণ, সচলবলবণ, বিটিলবণ, কয়কচ ও পাঁজারি লবণকে শূন্যস্থানে রাখা করে। এই ঔষধ আজকাল খাসে ব্যবহৃত হয়।

পিপ্পল্যাঢ়লৌহ।

পিপুল, আমলকী, দ্রাক্ষা, কুলবীজের শত, বস্তিমধু, চিনি, বিড়ল, কুড় প্রত্যেক সমভাগ, লৌহ সর্বচূর্ণ সম, জল দ্বারা মর্দন করিয়া ৪ রতি বটী করিবে। তিকা নিবারণার্থ অহুপান, পিপুলচূর্ণ ৬ চিনির জল। ইহা হিকা, বমন ও মহাখাস নিবারক।

ডামরেশ্বরাজ

উৎকৃষ্ট মারিত কৃষ্ণাজ ১ পল, ভাবনার্থ—বামুনহাটী ১ পল, জল ১১ সের, শেব ১ পল। কৃষ্ণপুস্তুরপত্ররস ১ পল, শুলকশ্বররস ১ পল, বাসকপত্ররস ১ পল, কালকান্দুরের পত্ররস ১ পল, ঘোড়ানিমের মূলের ছাল ১ পল, জল ১১ সের, শেব ১ পল। চই, পিপুলমূল ও চিত্তমূল প্রত্যেকের কাথ ১ পল। উল্লিখিত পল পরিমিত প্রত্যেক দ্রব্যাদি ১ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অহুপান—বহেড়ায় শাঁস ও মধু ইত্যাদি। ইহা খাসা প্রবল হিকা, প্রবল খাস, পীনস, বম্বা ও বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

ভার্গীশর্করাবলৌহ

বামুনহাটীর ছাল ৬০ পল, বাসকছাল ৬০ পল, কণ্টকারী ৫০ পল, জল ১০০ সের শেব ১৬ সের, ৪টী বাহুরের মাংস, জল ১৬ সের, শেব ৮ সের, উভয় কাথ একজে পাকে চাপাইয়া তাহাতে চিনি ১২ সের মিশাইয়া পাক শেষ করিবে এবং ঘনীভূত হইলে নামাইয়া নিরোক্তচূর্ণ এক্কেপ দিয়া আলোড়ন করতঃ মিষ্ট ভাণ্ডে রাখিবে। এক্কেপাদ্রব্য। বধ্য—ত্রিকটু, ত্রিকলা, ভালীশপত্র, বামুনহাটী, বচ, গোক্ষুর, বদানী, বনবদানী, বংশলোচন, কুলকলাইচূর্ণ, কৃষ্ণল, কুড়, কাঁকড়াশুকী প্রত্যেক ১৪০ তোলা। মাজা ৪০ তোলা হইতে ১ তোলা। ছাগহস্ত বা গরমজল সহ সেবা। ইহাতে হিকা, খাস, কাস, বম্বা ও জীর্ণজ্বর নষ্ট হয়।

অহাভুজকান্ত তৈল *The Ayurvedic Sangraha*

তিল তৈল ১৫ সের, তুলসী ১৫ সের, আদারস ১৫ সের বাসকহাল ১০০, জল ১৬ সের, খেঁচ ১৮ সের। ঐক্লপ কষ্টকারীরাখ ১৫ সের, দলমূল ১৫ সের, মাঝকলাই ১ পোয়া, বায়ুনহাটি ১ পোয়া, সজিনাছাল ১ পোয়া, মুলারতট ১ পোয়া, জল ৩২ সের, খেঁচ ১৮ সের, তুড় ১৬ সের, ককার্—দেবদার, বচ, কুড়, তুলকা সচললবণ সৈন্দব, হেটলবণ, হিা, কুবর, কসিমজকী, মরিচ, পিপুল, শুঠ, ইমানী, জীরে, কুসুমীরে, চিত্তেমূল, পিপুলমূল, ককরাক, চিত্তে, বচ, কারহাল মিলিত ১২ সের, পাকার্ক জল ১৬ সের। এই তৈল বৃক মালিশ করিলে প্রবল শাস নিবারিত হয়।

অহাভুজকান্ত চরকের শাস চিকিৎসার লিখিত আছে; “কিন্তু এই ঔষধ চক্রপাশি প্রস্তুতি সংশ্লিষ্টকারণ উদ্ধৃত করেন নাই।” ইহা প্রস্তুত করা বড়ই কঠিন। রীতিমত প্রস্তুত করে বহুদিন হইবার সম্ভাবনা; সুতরাং সাধারণের অবসতিহ লভ উহার প্রস্তুত প্রণালী নিম্নে বিবৃত হইল।

অহাভুজকান্ত

মূল্য পবাস, বৈদ্যুদ্যমনি, শম্ব, কটিক, রসায়ন, মসার (মুত) কাচুর্ণ, পদক, অক্ষয়হুলে হুত, ছোটএলাচি, সৈন্দব, বিটলমণ, তাম্র, লৌহ, শুভ্রহুত, কশেকক, বাসকহাল, অক্ষয়হুত চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগ। বৈদ্যুদ্যমনি, কটিক ও কাচুর্ণ অতি দ্রুত কটিক হইবে, অতএব বিশেষ আনটের সম্ভাবনা। মাত্রা ৩ ও রতি। অহুশান—মুত ও মধু ইহাখারা প্রবল হিকা ও শাস সম্বর আরোগ্য হয়। ইহার অঙ্গন দিলে তিসির, কাট, মীলিক, তম্ব, পিলকতু ও অভিযান. যোগ নষ্ট হয়। এই ঔষধ তীক্ষ্ণ লৌহ শাসে প্রস্তুত করিবে।

১. মধুহলানাম বা সজাকর কাঁটা অন্তর্ভুক্ত করে তৈল করিয়া ২।৩ রতি মাত্রায় মৃতমধুসহ সেজন করিলে হিকা ও শাস নষ্ট হয়। মধুহলান অন্তর্ভুক্ত করে তৈল করিয়া তৎসহ পিপুলচূর্ণ লিপাইবা মধু সহ লেহন করিলে শাস আরোগ্য হয়। এই তিনটি যোগ শাসচিকিৎসাবি-
শেষত ঔষধের অহুশানার্থ ব্যবহৃত হয়। প্রবাল, শম্বতম্ব, জিফলা, পিপুল ও গেরিমাটি মৃতমধুসহ সেজন করিলে হিকা নষ্ট হয়। কুড় ও ধুনার ধূম বা কুশের ধূম প্রক্ষেপে হিকা নিবারিত হয়। হিা ও মাঝকলাইয়ের চূর্ণ সমভাগ, ধূমরহিত অঙ্গারে নিক্ষেপ, কসিমজা ধূমপান করিলে ৫ প্রকার হিকা সম্বর দূরীভূত হয়। কটু তৈলের মর্চিক পুরাতন ইক্ষুভূত সমভাগে ৩ সপ্তাহ লেহন করিলে শাস নষ্ট হয়। শুভ্রার পাঁচা, ডাঁটা, কল ও মূল প্রভৃতি ঘোমে এক করিয়া, কাটিয়া, তাহারে প্রায় ব্যবহার করিলে (ইহার ধূমপান করিলে) শাস যোগ দূরীভূত হয়। প্রবল শাস হঠাৎ কমাইতে হইলে অতি বিধু তারশিনতৈল একছটাক কল সহ পান করাইবে এবং বৃক এই তৈল

যদি লেহন করিলে, অথবা—কদলী মুগেররস চিনিমুগ করিয়া পান করিলেও হিকা উপশান্ত হয়। বায়ুনহাটী ও তুর্গু—১০ আনা বাজার গরমকল সহ—অথবা তুর্গু, বায়ুনহাটী, সচলসবণ ও চিনি ১০ বাজার গরমকল সহ পান করিলে, খাস নষ্ট হইয়া থাকে। খাসরোগ হুচনা হইতে করিতে চেষ্টা করিবে। “ভাগীশুভ” সর্বপ্রকার খাসের উৎকৃষ্ট ঔষধ। বিশেষতঃ তদকালে ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রসূ। অধিকংশে ফলেই ইহার আশ্চর্য্য ভূমি দর্শনে আমরা মুগ্ধ হইরাছি। ইহা খাসের ব্যাধিবিপরীত ঔষধ। বাতপ্রধান খাসে “কু-খণ্ড” প্রয়োগ করিবে। “বাসককল্যাণশুভ” পুরাতন খাসকাসের, উৎকৃষ্ট ঔষধ। বহুদিনের বাতপ্রধান শুভখাসে “বহাখাসাগিলোহ” ব্যবহার করিবে। বাত স্বেদপ্রধান খাসে শ্বাসকুটীকরাস ফলপ্রসূ। পুরাতন—কফানুগদ বীর্ষহারী খাসে—শ্বাসচিকিৎসামণি ব্যবহার্য্য। বাসক কালে শ্বাসকাসচিকিৎসামণি প্রযোজ্য। অসম্ভবতিলককেন্দ্র তার খাস নিবারক ঔষধ বুটে হয় না; কিন্তু কখনে কখনে থাকিলে বা খেবনা থাকিলে ইহা প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে। ইহা শোষক। পুরোক্ত সর্বজনশ্রুত, বৃহৎ শৃঙ্গারাজ, সার্বভৌমরস, বৃহৎচন্দ্রামৃত রস ও বৃহৎ কাকনাড় অথবা যিথেষ্ট প্রয়োগ করিবে। খাসে অর থাকিলে, বৃহৎ চন্দ্রামৃত-লৌহ, চন্দ্রামৃতলৌহ, সর্বজনশ্রুত বা বসন্ততিলক প্রয়োগ করিবে। কন্তুরী খাসের বহৌষধ; কারণ ইহা দ্বারা খাস সম্বর প্রশান্ত হয়, কন্তুরীষটিতবসন্ততিলক, কাকনাড়, কন্তুরীষটিত খাসকাসচিকিৎসামণি একত্রি ঔষধ আতকলহারক। বায়ুনহাটীর তার কাকড়াশূলী ককীকারী ও বাসক ইহাতে বিশেষ হিতকর। তদকখাসের সকল অবস্থাতেই উৎকৃষ্টা করিবে, এবং কদাচ নৈতা ক্রিয়া করিবে না। স্তম্ভকে কুর নিবারণার্থ চূড়ামণিরস ব্যবহার করিবে। তদকখাসে পুরোক্ত জারচন্দ্রনাভিতৈল, বাসচন্দ্রনাভিতৈল ব্যবহার করিলে উপকার বর্ধে। পুরাতন খাসে বৃহৎচন্দ্রনাভিতৈল ব্যবহার। এই পৌফারকেহ ই আতকলের ভক্ত অহিকেন সেবন করিয়া থাকেন কিন্তু তাহা নিতান্ত গহিত। অহিকেনসেবীর খাস, পৈত্রিক-খাস, এবং বৃহৎ অবহার খাস হ্রাসযোগ্য। লৌহবাতপ্রধানখাসকালে—বিশেষতঃ বৃদ্ধাবহার চ্যবনপ্রাণ গরম হিতকর।

ভাগীশুভ (ব্যাধিবিপরীত ঔষধ)

বায়ুনহাটী ১২৪ সের, হশমূলী মিলিত ১২৪ সের, লবণ পোড় ১০০ শত, জল ১১৬ সের, চতুর্থাংশে থাকিতে নারাইয়া ছাকিয়া তাহাতে ১২৪ সের ইক্ষুশুভ মিলাইয়া পুনরাশাক করিবে। পাকের সময় পুরোক্ত বিহরীতকী তলি তাহাতে ক্ষেপণ করিবে এবং লেহন হইলে নারাইয়া বখর দ্বিতল হইবে তখন তাহাতে জিফটু, জিহুগি, (কিকিচিনি,

কলিত চিকিৎসাবিধান

টি, ভেজপাতা) প্রত্যেকের ১ পল চুর্ণ, বনফার ৪ তোলা এবং মধু ৮ তোলা মিশাইয়া মিশাইয়া না মধু মিশাইয়া রাখা হয় না। মাত্রা ৪০ তোলা হইতে ১ তোলা। ইহা হৃৎ বা গরম সহ এই ঔষধ সেব্য। ঔষধ সেবনাতে ১৫ এবং ২০ রাত্ৰী ভক্ষণ করিবে।

কুলথ গুড়

প কলাই ১২৪ সের, বনফুল ১২৪ সের, বাসুনহাতি ১২৪ সের, অল ১২২ সের, চতুর্থাংশ কতে নামাইয়া বস্ত্রপুত করতঃ তাহাতে ৩০ সের ইক্ষুগুড় মিশাইয়া পুনঃ পাক করিবে। উহা লেহন হইলে নামাইয়া যখন শীতল হইবে তখন তাহাতে মধু ১০ সের, বংশলোচন ১ তোলা, পিপ্পল ১ তোলা, ত্রিফল ২ পল মিশাইবে। মাত্রা এবং অস্থানানী ১০ হইতে ১৫। ইহাতে হিকা, শ্বাস, জ্বর, এবং তনক ও গতমক শ্বাস নষ্ট হয়।

বাসককল্যাণগুড়

বাসকুলের ছাল, বৃহতী, কটকারী, তালীশপত্র প্রত্যেক ৫ পল, শতভূলী ১৫ পল, বাসুনহাতি ১ পল, কাকড়াপুলী ১ পল, পিপ্পল ১ পল, পাকসহাগ ৩ পল, এই সমস্ত জন্মা কুটী ও ৩২ সের মধু পাক করিবে এবং ১০ সের থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রপুত করতঃ পশ্চাত্ তাতে পুরাতন ইক্ষুগুড় ১০ পল, স্বত ২ পল ও হুঙ্ক ১০ পল সহ বধাবিধি পাক করিবে। যখন শীতল হইবে, তখন কাকড়াপুলী ২ তোলা, বারকল ৩ তোলা, তেজপাত ৩ তোলা, মধু ৩ তোলা, বংশলোচন ৩ তোলা, দাকটনি ২ তোলা, এলাচি ২ তোলা, কুড় ৩ তোলা, তুঠ ১ তোলা, পিপ্পল ৮ তোলা, তালীশপত্র ৩ তোলা ও বৈজ্ঞানী ১ তোলা প্রক্ষেপণ পাক আলোড়ন করতঃ নামাইবে ও শীতল হইলে মধু ১ পল মিশাইবে। মাত্রা ৪০ তোলা। ঔষধ সেবনাতে কিছু পরমজল পান করিবে। অথবা তেজপত্রের কথ, বরিত্তরূপ ও রুতি ও লিখিত হিং ও রুতিসহ ঔষধ সেবন করিবে। উপরি লিখিত অস্থানে অধুনা এই ঔষধ বহুত হয় না। ইহা প্রারম্ভ উষ্ণ হুঙ্ক বা গরমজল সহ সেবিত হইয়া থাকে।

মহাশাসারি লৌহ

লৌহ ৩ তোলা, অত্র ১ তোলা, চিনি ৩ তোলা, মধু ৩ তোলা, হিকনা, বস্ত্রমধু, আক্ষা, পপ্পল, কুলথিকের শলা, বংশলোচন, তালীশপত্র, বিড়ক, এলাচি, কুড়, নামকেশর প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহখলে লৌহমণ্ড বারা ২ প্রহর মর্দন করিয়া ১০ আনা মাধা মধু সহ সেহন করিবে।

শ্বাসকুঠার (বাতশ্লেষ্মনাশক)

পারদ, পটক, বিব. মোহালা, মনঃশিলা, মরিচ, ত্রিকটু প্রত্যেক সমভাগ মাত্রা ৩ রতি। ইহা পান—আমরস বা কটকারীর কাথ। ইহা শ্বাসকুঠার।

শ্বাসচিকিৎসা

লৌহমণ্ড ৩ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অল ২ তোলা, পাক ১ তোলা, তুর্বাণ্ড ১ তোলা, বৃক্ষা ৪০ তোলা, স্বর্ষ ৪০ তোলা। কটকারীর রসে বা ক... আশা... বসে...

হাঙ্গুল ও বটিবধুর কাখে কনকাসে তাবনা দিয়া ও রতি মটী করিবে। অহুপান—বহেড়াচূর্ণ ও মধু।

কন্তুরী বটিত খাসকাস চিস্তামণি

রসসিদ্ধ, অজ, লৌহ, বর্ণমাকিক, সুতা, বর্ণ, প্রবাল প্রত্যেক ১ তোলা, বর্ণসিদ্ধ ৪-তোলা, কন্তুরী ১০ লিকি তোলা। কণ্টকারীর কাখে, হাঙ্গুলে ও কুদরাবধুরসে তাবনা দিয়া ও রতি প্রমাণ বটী করিবে। অহুপান—বহেড়াচূর্ণ ও মধু।

খাসকাস চিস্তামণি

পারদ, বর্ণমাকিক, বর্ণ প্রত্যেক ১ তোলা, সুতা ৪-তোলা, পদ্মক ২ তোলা, অজ ২ তোলা, লৌহ ৪ তোলা, কণ্টকারীর রসে বা তাখে, হাঙ্গুলে বটিবধুর কাখে ও পান রসে কনকাসে তাবনা দিয়া ও রতি বটী করিবে। অহুপান—পিপ্পলচূর্ণ ও মধু।

বসন্ততিলক

বর্ণ ১ তোলা, অজ ২ তোলা, লৌহ ৩ তোলা, পারদ ৪ তোলা, পদ্মক ৪ তোলা, সুতা ৪-তোলা, প্রবাল ৪ তোলা, বহু ২ তোলা, গৌরুরের কাখে, বাসকপত্র রস এবং ইক্ষুরসে তাবনা দিয়া বনাকরীর দ্বারা ৭ বার পলপুটে পাক করিবে। পরে কন্তুরী ১ তোলা ও কর্পূর ১ তোলা মিশাইয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। কেহ কেহ, ৮ তোলা কক্করী হানে ৮ তোলা, বর্ণসিদ্ধ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহার অহুপান—বাসকপত্ররস ও মধু ইত্যাদি। ইহার দ্বারা কাস, খাস, প্রবী, প্রমেহ, হস্তোথ ও অর আরোগ্য হয়। ইহা বলা, বৃদ্ধ ও কসায়ন।

বৃহৎ চন্দনাদি তৈল। -

তৈল ১৪ সের, লাকা ১২ সের, জল ১৬ সের, ঘেমে ১৪ সের। বটিবধূত ১৬ সের। কাচার্—রক্তচন্দন, বালা, নবী, জুড়, বটিবধু, ষৈলজ, পল্লকার্ণ, মজিষ্ঠা, সরলকার্ণ, দেবদারু, শটী, এলাতি, বাটাম্বী, নাপেথ, ভেজপাত, নিলারস, -বুরামাসৌ, কটামাসৌ, কীকলা, প্রিয়লু, সুতা, হরিদ্রা, বাকহরিদ্রা, ত্রাশালতা, অনন্তমূল, লতাকন্তুরী, লবঙ্গ, অণ্ডক, কঙ্কর, দাক্টিলিনি, রেণুক, নালুকা প্রত্যেক ২ তোলা। শাকার্ণ জল ১৬ সের। এই কঙ্কর পদ্ধত্বা দ্বারা ১৬ সের জল সহ শেষ পাক করিবে। শীতল হইলে যুগনাতি প্রকৃতি পদ্ধত্বা মিশাইবে।

“বৃহৎ কনকাসব” নামে আখ্যায়ের যে একটি ঔষধ লিখিত আছে উহা অনেক সময় আত কলহায়ক হইয়া থাকে।

বৃহৎ কনকাসব।

শাখা, বুল, পত্র ও কল সহিত কুটিত বৃন্তুর ৪ পল, বাসকমূলের ছাল ৮ পল, বটিবধু, পিপ্পল, কণ্টকারী, নাপেথ, জঠ, বাবুনহাটা, চই, ভেজপাত, তালীশপত্র প্রত্যেকচূর্ণ ৩ পল, দাইমূল ১০ পল, জাফা ২০ পল, জল ১২৮ সের, চিনি ১২৪ সের, মধু ১৬০ সের। এই

সমুদায়িক বা আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে ১ মাস ৩০ দিনের মধ্যে প্রায় ১০০ জনের মতো মৃত্যু হয়।
যদিও খাদ্য, কাপড় ও চিকিৎসা নষ্ট হয়।

১. হিকা ও খাদ্যরোগীর দুর্লভতা।

যে ব্যক্তির হিকা কালীন বহু বিকৃত বা কৃত্রিম এবং দ্রুত উদ্ভূত হয়, বাহারি পথের দ্বারা, অথবা অকস্মিক অথবা যে ব্যক্তি বৈষম্যবোধ হয় তাহার জীবনের ভয়সা নাই। বাহারি হিকা নাতীকরণ হইতে উন্মুক্ত হয় এবং অসুস্থ, দুর্বল, প্রাণাধার উপদ্রব বর্জন্য থাকে তাহার পরিণাম শোচনীয় হইয়া থাকে।

যাঁসে অকস্মিক, অথবা প্রকৃতি উপদ্রব থাকিলে সাংবাদিক হইয়া উঠে।

অপথ্য—ইহাতে ককবাতর অহলোমন ও উচ্চ অগ্রগতি, হিতকর। ইহার পানাহার রক্তপিত্ত অধিকারোক্ত পানাহারের ভায়।

অপথ্য—ভক্ষণাক্রম্য, কক্ষ ও ভীতবীৰ্য্য ভাষা, কক্ষাক্রম্য, ধূমপান, ধূমি সেবন, মিতলজলপান, অধিক আহার, শোক, ক্রোধ, বান্ধনিক চিন্তা, মৌর ও অগ্নিগতাপ, মাংসলাই, লাউ, শাক, আলু, শিব প্রকৃতি।

অথ স্বরভেদ চিকিৎসা

বাতাবি ঘোষ কুপিত হইয়া প্রবহমানতঃ বহু করিলে স্বরভেদ উৎপন্ন হয়। স্বাস্থ্যের ভায় ইহাতেও প্রাণ ও উদান বাহুর দ্রুত অগ্নিতাণিনী। স্বাস্থ্যের ভায় ইহাতেও প্রেমার কার্য লক্ষিত হইয়া থাকে। এই সকল লক্ষণের সাধারণতঃ থাকে, স্বাস্থ্যের স্বরভেদ চিকিৎসা নিমিত্ত হইয়া থাকে। চিকিৎসাদিচূর্ণ বরভেদের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা সকল অবস্থাতেই ব্যবহৃত হইতে পারে। কেহ ২ ইহাকে বায়বিশ্রীত ঔষধ বলিয়া নির্দেশ করেন। হইবেলা, মিলিত ও মিলিত সুখে ধারণ করিলে স্বরভেদ আরোপ্য হয়। শিশুল বা তরুণ হইতকী, বাটা সুখে ধারণ করিলে, স্বরভেদ প্রদানিত হয়। বহুগণকক সুতে ইবৎ ভজিত করিয়া এবং সেই অবশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা ইহা পেরণ করতঃ কিকিং মৈত্রব মিলিত করিয়া লেহন করিলে স্বরভেদ নষ্ট হয়। ইহা বাতস্বরভেদে বিশেষ উপকারী। উঠেঃবরে চিকিৎসা করিতে স্বরভেদ উৎপন্ন হইলে, স্বরভেদে কাকাকাল্যাণাদিলাল সহ (পরিভাষায় ব্রতব্য) কীর-পাকবিধি অনুসারে পাক্যুত, চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। রোগাধিক স্বরভেদে নিমিত্তিকাদিলেহ ও তালীশাদিচূর্ণ প্রয়োগ করিবে। কক্ষাধিক স্বরভেদে চৈকুলস্বরভেদ প্রয়োগ করা যায়। ইহা অগ্নিমাণ্ড ও মৌর নাশক। বহুকালের বাতাদিক স্বরভেদে স্বরভেদ ও প্রাণীস্বরভেদ ব্যবহার করিবে। কক্ষাধিক জীর্ণ স্বরভেদে কণ্টিকাশ্রীস্বরভেদ মনঃপ্রদ। সত্যাদিক স্বরভেদে কুল্যাণাশ্রীস্বরভেদ ব্যবহৃত হইতে পারে।

চৰ্যাণি চূৰ্ণ ।

চই, অৰবেতল, জিকটু, পুৰাণতেতুল, তালীশপত্ৰ, জীৱক, বংগপোচন, বৰুভিৰেৰ মূল
প্রত্যেক ১ ভাগ, পুৰাতন ইক্ষুগুড় সৰুগৰ, বাকচিৰি, এলাচি, তেজপাত মিলিত ১ ভাগ
মাজা ৮০ আনা হইছে । ১০ আনা । অহুপান—গুৰমল ।

তৈলবৰল ।

পাৰদ, বড়ক, বিড়, সোহাগা, বৰিচ, চই, চিত্তে, প্রত্যেক সমভাগ, কলহাৰা বৰ্দ্ধন কৰিয়া
৪ মাঃ বটী কৰিবে । অহুপান—গুৰমল ।

অম্বকু বস ।

পাৰদ, গড়ক, অম্ব, স্বৰ্ণমালিক, লৌহ প্রত্যেক ১ তোলা, বৈক্ৰান্ত ২ মাৰা, স্বৰ্ণ ১ ২ মা,
মৌপা ৪০ তোলা । ভাবনাৰ্ধ—কণ্টকাৰী, আনা, ব্ৰাহ্মী । বটী ২ বটি । এই ঔষধ হাৱাৰ
গুড় কৰিতে হয় । অহুপান—ব্ৰাহ্মীশাকৈৰ বস ৩ মধু । ইহাৱাৰা নানাধি বৰভেদ, শ্বাস
ও কাল নষ্ট হয় । ইহা বাক্ৰিভি সম্পাদক ।

নিমিদ্ধিকামিলেহ ।

কণ্টকাৰী ১২১ সেৱ, পিপুলমূল ৬১ সেৱ, চিত্তে ৮০, মধুমূল মিলিত ৮০, অল ১২৮ সেৱ,
শেৰ ১০ সেৱ, হাঁকিৰা ৮০ সেৱ পুৰাতন ইক্ষুগুড় সহ পুনঃ পাকে চাপাইবে এবং উহা ঘনীভূত
হইলে, তাহাতে পিপুলচূৰ্ণ ৮ পল, জিহাতক চূৰ্ণ মিলিত ১ পল, বৰিচচূৰ্ণ ১ পল একেণ দিয়া
নাখাইবে । শীতল হইলে ৮১ সেৱ মধু মিখাইবে । মাঝা ৪০ তোলা । অহুপান—হাগুগুড়
বা উকল ।

কণ্টকাৰী স্ত ।

স্ত ৮০ সেৱ, কণ্টকাৰীৰ বস ১০ সেৱ । কৰ্কাৰ্ধ—বেতবেতলাৰ মূল, মাৰা, গোকুৰ,
জিকটু মিলিত ৮১ সেৱ । বসেৰ অতাবে গুড় কণ্টকাৰী ৮০ সেৱ, অল ৬৪ সেৱ, শেৰ
১০ সেৱ । এই কাথ সহ পাক কৰিবে ।

ব্ৰাহ্মীস্তুত ।

স্ত ৮০ সেৱ, মূল ৩ পত্ৰসহ ব্ৰাহ্মীশাক ধোত কৰিয়া পেৰণ কৰতঃ ৪১ হাঁকিৰা ১০ সেৱ
লইবে । কৰ্কাৰ্ধ—হৰিমা, মাগতাহুল, কুড়, তেউড়ীমূল, হৰীতকী প্রত্যেক ১ পল এবং
পিপুল, বিড়ল, লৈতব, চিৰি, বচ প্রত্যেক ২ তোলা মূহ অগ্নিতে পাক কৰিবে । মাঝা
৪০ তোলা । এই স্তুত উকল সহ সেবা । ইহাৱাৰা বৰভেদ নষ্ট হইয়া সূৰ্ধ হইয়া থাকে ।
ব্ৰাহ্মীস্তুত বেধাশক্তি বৃদ্ধিৰ শ্রেষ্ঠ ঔষধ । স্তুতয়াং সলীত গ্ৰিহ ও পাঠাৰ্থীদেৰ পক্ষে ইহা
অতীৰহিতকৰ । ইহাঃ অপৰ মাৰ স্নানস্নাতস্তুত ।

অপথ্য—অগ্নিৰিক বাল, অম্ব, শাক, বিড়, কীচাস্তুত, কীচাকলা, চানিৰি,
মাৰকালাইদেৰ ভাল, দিবাশিৱা, মৈথুন ইত্যাদি ।

অথ অস্ত্রোচক চিকিৎসা

হুবা বীকিতেও আহারে নিষেধ করিলে প্রায়াক অস্ত্রোচক বলে। ইহা নাশা কাঠে দখিতে পারে।

সাধারণতঃ বাতজনিত অস্ত্রিতে দুই কবার রস, পিত্তে কাল ও তিক্তরস, কফে মধু ও লবণ রস এক সুবের কলিকতা হয়। টাবালেদুর কেনর, বৃত ও সৈন্দব মুক্ত কড়িরা সুবে গারণ করিলে, বাতঅস্ত্রোচক এবং আয়লতী, বিস্মিসু, চিবি একত্রে শেধন করিয়া সুবে গারণ করিলে পিত্ত অস্ত্রোচক আরোগ্য হয়। “হাক্‌চিনি, মুজ, এলাচি, ধনে” ও “শিগুন, চই” এই যোগদ্বয়ের চূর্ণ বিস্তার বর্ষণ ককতঅস্ত্রোচক, “মুজ, আয়লতী” ও “হাক্‌চিনি, হাক্‌হাচিরা, বদামী” এই যোগদ্বয়ের চূর্ণ বিস্তার বর্ষণ করিলে পিত্ত অস্ত্রোচক এবং বদামী ও পুহাতন টেঁহুলের চূর্ণ বিস্তার বর্ষণ করিলে বাত অস্ত্রোচক আরোগ্য হয়। পুহাতন টেঁহুল, ইমুতুত ও মল এক ভাৱেতে কিছু হাক্‌চিনি, এলাচি ও মৃগিচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া কবল গারণ করিলে সর্কবিধ অস্ত্রোচক নষ্ট হয়। পরিষিত মৃগিচূর্ণের রস এক তিক্তি বিটুলক ও মধু একত্রে সুবে গারণ করিলে বাতজনিত প্রধান অস্ত্রি আরোগ্য হইয়া থাকে। জোননের পূর্বে সৈন্দব ও আবা তখন করিলে বিস্তার ও কঠোর বিগৃহি হয় এবং অস্ত্রি নষ্ট হইয়া থাকে। ইহা সহ শরীরেও ব্যকর্য। এই ব্যাধিতে বদামী, হাক্‌চুর, কলহনে, তিস্তিচুপানক, রসালো, ও হুলোচনাড্র ভেদ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ককতকে তিস্তিচুপানক ও রসালো সর্কপ্রকার অস্ত্রি হৃদয় ও শ্রেষ্ঠ।

বদামী, হাক্‌চুর।

বদামী, পুহাতন টেঁহুল, ৩১, অজবৈতম, হাক্‌চুর, মুগুঠ প্রত্যেক ১ তোলা, ধনে, মল, লবণ, চই, হাক্‌চিনি প্রত্যেক ১ তোলা, শিগুন ১০০ একশত, মরিচ ২০০ পাউ, চিনি ১/৪ মোল, এই সমস্ত চূর্ণ করিয়া পরিষিত মাত্রায় ১০ দিকি তোলা হইতে ১০ তোলা মাত্রায় অস্ত্রের সেকন করিবে। ইহা দ্বারা বাতজনিত অস্ত্রি, কফ, পিত্ত, অস্ত্রি প্রভৃতি ও ককত আরোগ্য হয়। ইহা ককপ্রধান অস্ত্রিতে বিশেষ হিতকর।

কলহনে।

কলিয়ারীক ১০০, মরিচ ১০০, শিগুন ২০০, আলা ৮ তোলা, ইমুতুত ৮ তোলা, বী, ১২ মোল, পরিষিত বিটুলক, হাক্‌চিনি, এলাচি, ডেবগাড, ম্যাগনরস মলকপ্রো-মোদী প্রত্যেক মলমলভাৱায় মরিচ করিয়া ইহার কলন করিলে উপকার করে। ইহা দ্বারা সুরনিষ্ঠা এই ব্যাধি এই ভেদে কলহনে নামে অভিহিত হইয়াছে।

তিস্তিচুপানক।

বীক হাক্‌চুর হৃদয় পুহাতন টেঁহুল ৫ পল, চিনি ২০ পল, ধনে ৫০০ পল, আলা ১ পল, হাক্‌চিনি, এলাচি, ডেবগাড ও ম্যাগনরসের চূর্ণ বিমিশ্র ৮ তোলা, মল মরিচিথর ৫ এই

সমস্ত দ্রব্য নূতন মৃৎপাত্রে স্থাপন ও আলোকিত করিয়া পরিমিত গরমহুঙ্ক দ্বারা বা হাঁকিয়া দইবে। অনন্তর ইহা অগ্নিকুণ্ডলিত নূতন মৃৎপাত্রে রাখিয়া কর্পূর স্থানান্তরিত করিয়া পান করিবে। মাত্রা—২ | ৩ তোলা।

রসাল।

অরুণি ৮ সের, চিনি ১২ সের, ঘৃত ১ পল, মধু ১ পল, মরিচ ৪ তোলা, ভট ৪ তোলা, হাকচিনি, এলাচি, তেজপাত, নাগকেশর প্রত্যেক ১ তোলা একত্র মর্দন করিয়া কর্পূর দ্বারা স্থানান্তরিত করিয়া তাৎ মধ্যে স্থাপন করিবে। মাত্রা—২ | ৩ তোলা।

শুলোচনাজ।

অত্র ১ পল, হীরক ১ পল, চই, কুলশঠ, বেণামূল, দাড়িম, আমলকী, আমরুলি, ছোলক-লেবু প্রত্যেক ১০ বর্শ পল, একত্রে মর্দন করিয়া ৮০ আনা মাত্রায় সেবন করিলে নানাবিধ অরুচি, কাস, শ্বাস, শরভেদ ও বম্বোবেদনা আরোগ্য হয়।

• পথ্যাপথ্য—অরুচি যে দোষক হইবে, তত্তৎ দোষবর্জক দ্রব্য অপথ্য এবং তত্তৎ দোষ নালক দ্রব্য পথ্য। অরুচি হইলে, অনেক রোগ অসাধ্য হইতে পারে সুতরাং অরুচি নাশার্থ বিশেষ ভাবে যত্নবান হইবে। অরুচি নাশার্থ অত্যন্ত জিয়ারত অতুটান করিতে পারা যায়।

অথ ছর্দি (বমন) চিকিৎসা

ছর্দি যাত্রেই আমাশয় সমুৎপন্ন, সুতরাং কেবল বাতজ ছর্দিতির সমস্ত ছর্দিতেই লক্ষ্যন দেওয়া কর্তব্য। কেহহ লক্ষ্যন শব্দে লঘু ভোজন ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। বায়ু উর্জিত না হইলে বমন হইতে পারে না; সুতরাং বায়ুর অধোগতির নিমিত্ত হরীতকী প্রকৃতি অধোবিচেকক দ্রব্যের চূর্ণাদি মধু বা চুড়াদি সহ সেবন করাইবে। বাতজ ছর্দিতে ক্ষয়ক্ষম্পন্ন থাকিলে, সৈন্ধবহুত্ব ঈষৎক স্বত পান করিবে। এই বোগে স্রোতোজালিচূর্ণ বা স্রোতোজালিচূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে আত্ম বমন নিবারিত হয়। আবারগে ৩ বার ভাবিত মনঃশিলা ১ রতি, টাওয়ালবুর রস বা কয়েকবেলের রস সহ পান করিলে অথবা পিণ্ডুল ও মরিচ চূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে উপস্থিত বমনবেগ নিবারিত হয়। অতিশয় বমন হইলে বিরচন করাইবে এবং ধনে, সুতা, বসাজন, মূর্জামূল ও ষটিমধু ইহাদের চূর্ণ মধু সহ লেহন করিবে। গুলাকের হিমকষায়ে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে আত্ম বমন নিবারিত হয়। জুলামান জল ও ছুড় পান করিলে বাতজ বমন হুরীভূত হয়। মৃগ ভাজিয়া কাথ বিধানে কাথ করতঃ হাঁকিয়া তাহাতে খইচূর্ণ, চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্গদ্বিধ ছর্দি আরোগ্য হয়। পিত্ত বা বিদগ্ধপিত্তজনিত বমনে শুভ্রজালিচূর্ণকম্বোজ পান করিবে। কেতুপর্ণাটীর কাথ মধুবৃত্ত করিয়া পান করিলেও কল লাভ হয়। আমাশয়ে অত্যন্ত কক সঞ্চিত হইয়া বমন হইলে, উহা মিহঁরপাৰ্শ্ব দ্বারা

হইবে। বিড়ক, ত্রিকলা ও লঠচূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে কফর বমন নষ্ট হয়। তদ্বারা
যের ছাত্তর তর্পণ প্রস্তুত করিয়া মধুসহ লেহন করিলে, ত্রিবিধ বমন নষ্ট হয়। বিড়কুলের
লব বা গুলকের কাণ মধুসহ পান করিলে, অথবা বৃক্ষামূল (ভেঁচুখৌল) তুলসীদল
পেষণ করিয়া, তুলসীদল সহ পান করিলে, সর্দিগকার ছর্দি আরোগ্য হয়। আমলকী,
সুন্দি, চিনি প্রত্যেক ১ পল একত্রে পেষণ করিয়া অর্দ্ধপের ভালে ভরিয়া ত হাতে বধু
পল মিশাইয়া বহুবাবা ছাতিয়া পান করিলে বিনোবর বমন নষ্ট হয়। শুক অথবা বহুল
করিয়া তাহা ভালে নির্যাপিত করিয়া সেই ভল পান করিলে দাঁড় বমির শান্তি হয়। রক্ত
হলে অম্লকান্দি-লোপা বিশেষ ফলপত্র। প্রত্যেকান্দিচূর্ণ নানাবিধ বমি শান্তির
মিত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা ছাতির পদিক ঠেসে। ভীমে, বনে হরীতকী, কটকাটী,
মটু, বসসিন্দুর প্রত্যেক সমভাগে পেষণ করিয়া ৪। ৪ চতি বতী করিলে। এই ঔষধ
দাঁড় অল্পপানে ব্যবহৃত হইলে বমির উপশম হয়। ত্রিকা যদি কামোক্ত স্মিগনোন্দি-
লৌহ বমি প্রশমনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাবারা সর্দিগকার বমন আরোগ্য হইয়া
কে কিন্তু ইনানীং উভার ব্যবহার দেখা যায় না। ত্রিকামিগুনপত্রভ্রম প্রকৃতি
বিজ বমনের নিবৃত্তিকর। "আমলকীং ও কামোন্দিগেট বস" অথবা পাপুলচূর্ণ, মরিচচূর্ণ
মধু একত্রে লেহন করিলে প্রবল বমি প্রশমিত হয়। কমলাসেবুর রস পান করিলেও বমি
শান্তি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ইহা বিমূঢ়ী বমনের পাক মহৌষধ। বমি নিবারণের
ক্ষেত্র উৎকৃষ্ট। শর্ডকালের বমনের ক্ষত বাত হইয়া, তীব্র কোন ঔষধ সেওয়া উচিত
হয়।

ছর্দি রোগীর চূর্ণফণ।

বমন যদি শিথীর গলকের দ্বারা প্রযুক্ত হয় এবং রোগী যদি সর্দিয়া রক্ত ৫ পূর্ববৃত্ত পদার্থ
হয় তবে এবং বমনের সঙ্গে ২ অং, খাঁস ও মুচ্ছা প্রকৃতি বর্তমান থাকে তবে রোগীর জীবন
নিপত্ত হয়।

প্রোতোভানিচূর্ণ।

বসাজন, খট্টের ছাত্ত, উৎপল, কামোন্দিগ প্রত্যেক সমভাগ। মাত্রা ১০ আনা।
বিড় ছাত্তর জলসহ সেবা।

কোলানিচূর্ণ।

কামলা, বসাজন, মজিন্দার বিড়া, খট্টের ছাত্ত, চিনি ও পিপুল। মাত্রা ১০ আনা।
যেমন পইতিজান জল।

ওড়ুচ্যানি কামাঙ্গা মাত্রা-গুলক, ত্রিকলা, নিমহাল ও পলতা।
নিপাৰ্ধ-মধু-১০ তোলা।

ত্রিসান্দিচূর্ণ : কাষা—ছোটলোচি, লবঙ্গ, নাগকেশর, কুলশান, খই, প্রিচু, মুঠা, বেতচন্দন ও পিপুল। কাষা ৮০ আনা চইতে ১০ আনা। ইহা মধু ও চিনি সহ সেহন করিবে।

অশ্বকান্দিশোগ : কাষা—রক্তচন্দন ও যষ্টিমধু চুঙ্গে পেষণ করিয়া চুঙ্ক সহ সেবা।

শিখা :—হজ্বন, বরফজল, ডাবেরজল, মুড়িভিঙ্গান জল, তুপকি এব্যোর আশ্রাণ, লম্বুপাক ও চাঁচকর পদার্থ আকারে কলের আশ ইত্যাদি।

অশিখা :—উগ্র ও উদ্বিগতজনক ক্রিয়া এবং তদ্বৎ দ্রব্য, অতিরিক্ত লবণ ও স্নেয়করদ্রব্য আকার।

অন্য তৃক্ষণ চিকিৎসা

আহু পিত্তবৃদ্ধ হইয়া পিপাসা উৎপন্ন করে। অতিরিক্ত বমনে পিপাসা হয় বলিয়া বমনের পরে তৃক্ষা চিকিৎসা কথিত হইয়া থাকে। তৃক্ষা বেগ ধারণ করা কর্তব্য নহে। খাট রসযুক্ত অন্নরসে বাতজ পিপাসার শান্তি হয়। দধির সহিত কিঞ্চিৎ শুড় মিশাইয়া পান করিলে পিপাসা নষ্ট হয়। পিত্তজ তৃক্ষার অরোক্ত যড়জলানীর সেবন করিবে।

মোচী হিড়ান জলপানে তৃক্ষার শান্তি হয়। ইহাতে গব চুয়ু অতীব হিতকর। ক্ষেত্রপল্লী, রক্তচন্দন, বেলামূল, প্রকৃত শীতবীৰ্য্যদ্রব্যাসাধিত শীতলজল সেবনে পিপাসার শান্তি হয়। যড়জলপানের মধ্যে যে শুঠ আছে তাহা ইহাতে ব্যবহার্য্য নহে, কারণ উহা উষ্ণবীৰ্য্য। বিষ্ণুলের ছাল, অড়হর, ধাক্কুল, যজ্ঞাকমূল ও কুণ্ডুল ইত্যাদের দ্বারা সাধিতজল পান করিলে কক্ষতৃক্ষা পিপাসা নষ্ট হয়। ইহাতে অবস্থা বিশেষে বমনও ব্যবস্থের। ক্ষতজ তৃক্ষার জল মিশ্রিত শুড় পান করিবে। এই তৃক্ষা প্রায়শঃ রস ধাতুর ক্ষর হইতে উৎপন্ন হয়। ত্রিদোষজ তৃক্ষার আকরীক্ষণ ও কিঞ্চিৎ মধু পান করাইবে। রক্তশালিঘাতের সত্ত্ব জল দেওয়া ভাঙ শুণীতল আহার মৃদুসক ভক্ষণ করিলে তৃক্ষা ও বমন নিবারিত হয়। তৃক্ষাও বোদাকে জল দিনে কদাচ সঙ্কুচিত হইবে না; তবে অবস্থাবিশেষে কল সংকুত করিয়া লওয়া অবশ্যক। তৃক্ষারোগ পিত্ত প্রধান প্রত্যহ সততই শীতল দ্রব্যের উপযোগ অর্থকর। কুমুদেশ্বররায় তৃক্ষা রোগে ব্যবহার করা যাইতে পারে। আম ও আমের আঠির শাঁসের কাথ ১ পল মধুযুক্ত করিয়া সেবন করিলে পিপাসার শান্তি হয়।

কুমুদেশ্বর : বধা—ভাত্তভক্ষ ২ তোলা, বঙ্গভক্ষ ১ তোলা, যষ্টিমধুর কাথে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। এই ঔষধ নিম্নলিখিত কাথ সহ সেবা। বধা—চন্দন,

ফণিত চিকিৎসানিধান

অনন্তবুল, মূতা, ছোট্টএলাচি, নাগকেশর, পাতোক সমভাগ, খই সর্বসম, অর্দ্ধশু : কদ্রি :
তৎসহ চিনি ও মধু মিশাইয়া পান করিবে। পিপাসা স্থানের নাম ক্লোন; উহা শুক
হইলে ইন্দ্রিয়গণ নিখিল হয়।

অত্যমু পানাত্ প্রভবন্তি রোগাঃ,

নিরমু পানাত্ স এব দোষঃ,

তস্মাত্ বুধঃ প্রাণ বিবর্দ্ধনার্থঃ

মুহুমুহুবারি পিবেদমুহুরি।

পিত্তবর্দ্ধক সমস্ত এবাই তৃণা রোগের অংশা।

অম্ব মূচ্ছা চিকিৎসা

তৃষ্ণার জার এইরোগ পিত্ত প্রদান, স্তত্বাঃ সর্ববিধ মূচ্ছাএইই শীতল ক্রিয়া অবিকল্প।
শীতল ভলে অবগাহন, মণিসুকা দি ধারণ, শীতল প্রলেপ, সিদ্ধতালবৃন্তানি, শীতল অন্নপান,
পন্নপত্র বা গুল্প দ্বারা গাত্র আচ্ছাদন ইত্যাদি ক্রিয়া হিতকর। তৃষ্ণা চিকিৎসার বে সকল
বিধি বলা হইরাছে ইহাতেও তাহা অবলম্বনীয়। তৃষ্ণার প্রাবল্যে মূচ্ছা চর, একত্ব তদনন্তর
মূচ্ছা লিখিত হইরা থাকে। মধুর বর্গদ্বারা (কাকোলাদি বা জীবনৌরগণ দ্বারা) সাধিত দুগ্ধ
পান করিলে মূচ্ছা প্রশমিত হয়। পিত্ত প্রদান ও রক্ত প্রদান (বাহ্য রক্ত দর্শন করিয়া চর)
মূচ্ছাতে অত্যন্ত শীতল ক্রিয়া কর্তব্য। মত্তরমূচ্ছায় মত্ত বমন করাইয়া নিদ্রার ব্যবস্থা করিবে।
বিষকমূচ্ছায় বিষ নাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। শতবুলী, বেড়েলারবুল ও জ্বাকা সাধিত
সমকর দুগ্ধ পান করিলে মূচ্ছা ও ত্র্যস্তি নষ্ট হয়। যেত বেড়েলাবীজ চান সহ বড়িবা
পান করিলে মূচ্ছা ও ত্র্যস্তি আরোগ্য হয়। ছরলতার কাথে দ্রুত পক্ষেপ নিঃ পান
করিলে ত্র্যস্তি দূর হয়। কুষ্ঠ দ্রাক্ষ সেবন করিলে আত্ম ত্র্যস্তি প্রশমিত হয়। দশবৎসরের
পুরাতন দ্রুতকে কুষ্ঠ দ্রাক্ষ বলে। নিম্নলিখিত প্ররোগ দ্বারা মূচ্ছাবোগীর সংজ্ঞা লাভ হয়।
বধা।—অপম্মার রোগোক্ত তীক্ষ্ণ অগ্নন, বৈবেরচনবৃষ, গদগলে আলকুশীবাগ বর্ধন। এই
সকল মধ্যে লেখোক্ত ক্রিয়াই সচারাচর অপ্রতীত হইরা থাকে। পূর্বে যে তীক্ষ্ণ অগ্ননান্ন
সংযোগ বলা হইরাছে, উহা প্রায়শঃ সন্ধ্যা রোগে প্রযুক্ত হইরা থাকে। সন্ধ্যা রোগে
কতাস্থরীণ ঔষধের প্রয়োগের সময় পাওয়া যায় না। উহা আত্মদ্বাযী হেতু শীঘ্র কাকোলা
আলকুশী বীজাদির প্রয়োগই সফলপ্রদ। মূচ্ছাবোগে সুদানিদিরস, মহাপিত্তাক্ত
রস, কালামিরস, চিত্রামণিচতুর্মূল, বৃহৎবার্হিচিষ্টামণি, নারায়ণতৈল,
মহানারায়ণতৈল, মধ্যমনারায়ণতৈল, হিমসাগরতৈল, নিম্বতৈল ও বৃহদ্বিষ্ণু
তৈল ব্যবহার করিবে। অবজ্ঞান অীরকল্যাণস্থিত পানে মূচ্ছা আরোগ্য
ইচ্ছারোগের আক্রমণ কালে চোখ ও মুখে শীতল জল সেচন করতঃ কপাল দ্বারা

দিয়ে। দস্তমাকি আটকাইয়া গেলে গরম প্রভৃতি দ্রব্য পুৰ্ব বিধানে দুইমাকির ভিতরে দিয়া উহা খুলিবার চেষ্টা করবে, কদাচ নথ দিয়া খুলিবার চেষ্টা করিবেনা।

সুধানিধিরস ।

পাণ্ডা ভস্ম, (ইহার পরিবর্তে উৎকৃষ্ট রসসিন্দুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।) মাত্রা ২ রতি ।
পিপ্পলচূর্ণ ও মধুসহ লেহন করিবে। কফাধিত মুচ্ছার উক্ত অস্থাপানে ব্যবহার্য।
অথবা—ত্রিফলাকলসহ সেব্য।

কালাগ্নিরস ।

রসসিন্দুর, সর্ষপানিক, সর্ষ, শিলাজতু ও লোহ প্রত্যেক সমভাগ। শতবুলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসে, পাণ্ডুরূচির রসে, পৃথক ৫ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি বটী করিবে।
অস্থাপন—শতবুলী রস, ত্রিফলারস ইত্যাদি। একে ঔষধ নানাবিধ পিত্তপ্রধান ব্যাধিতে প্রযুক্ত হইতে পারে।

অথবা—কাল, উত্তাপ সেবন, বায়াম, শুকপাক বা আধের দ্রব্য তক্ষণ, অন্ন, কার, মত্ত ও ভাঙ্গ সেবন, তৃকা, মণ, মুত্র, নিদ্রা ও ক্ষুধার বেগধারণ, চিত্তা, ভয়, শোক, ক্রোধ, মৈথুন প্রকৃতি নিষিদ্ধ।

শাখা—দ্বিবেশে পুণাতন তণ্ডুলের অন্ন, মূগ, মসুর, ছোলাই ডাল, কুহলীবিহ মৎস্তের কোল, ঘোল, চুই বৃত্ত, চানা মাখন, ছাকা, পানিকল, ডুমুর, পটোল, মানকচু, বেগুন, মোচা, তিলতৈল মর্দন, বিগুহ বায়ু সেবন, শ্রোতযতী জলে অংগেহন ও নীতবাঙাদি শ্রবণ হিতকর।

অথ মদাত্যক্ষ চিকিৎসা

অদাত্যে বিপরীত মত্তসহ তত্ত্ব মোষণাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যদি বিপরীত মত্ত প্রয়োগ অযোগ্য বিবেচিত হয়, তবে গব্য দুগ্ধ পান করাইবে। দুগ্ধ মত্তের তীব্রতা নষ্ট করে।
যদি প্রধান মদাত্যে—অতঃপর মদ্যসহ ত্রিকটুচূর্ণ ও সচললবণ পরিমিতরূপে মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। এই মত্তে, কিঞ্চৎ কল মিশ্রিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। যাতার পুণ্যপীত মত্ত জীর্ণ হইয়াছে তাকেই মত্তঘটিত ঔষধ সেবন করাইবে। অথবা অপ্রবিধ ক্রিয়ার অমুষ্ঠান করা কর্তব্য। খেজুর, কিসমিস, পুরাণ তেঁতুল, মহালা, (অভাবে অন্নবেতস) দাড়িম, পঞ্চমূল ও আমলকীবৃক্ষ এইধের মত্ত পান করিলে, সকল প্রকার মত্তবিকার নষ্ট হয়। ইহা ব্যাধিবিপরীত ঔষধ। কিসমিস, কয়েদবেল, দাড়িম, চিনি ও মধু দ্বারা পানক প্রস্তুত করিয়া পান করিলে, পানব্রহ্ম আরোগ্য হয়। মাকঠ শীতলজল পান করিলে পুণফল (চুপারি) আত মত্তের নষ্ট হয়। শর্করাভরে কবল করিলে অভিরক্ত চুপ সেবন পানিত রসনাধা

নিবারণিত হয়। চিনিসহ প্রচুর পরিমাণ ছুট পান করিলে শ্বাসপ্রশ্বাসজনক মত্ততা দূরীভূত হয়। উন্মাদের কল্যাণকরূত পান করিলে নানাবিধ মত্ততা ও মূর্ছার আরোপ্য হইয়া থাকে। মূর্ছার ভায় বনাতায়েও সর্কর শীতল ক্রিয়া অবলম্বনীয়। তাবুল ভক্ষণ জনিত মত্ততা উপহিত হইলে চুপ বর্জন করিয়া তৎক্ষণাত্ তাহার আশ্রয় গাইবে। হরীতকী ভক্ষণ করিলে জাতী-কলতমত্ততা নষ্ট হয়। বহেড়া ফল সেবনে মত্ততা হইলে, শীতলজলে অঙ্গগাহন এবং দধি ও চিনি ভক্ষণ করিবে মত্তপানজন্য দাড়ে পিত্তজ্বরোক্ত দাড চিকিৎসা করিবে। চিনিমুক্ত দ্রুত লেহন করিলে বাবতীর মত্ততা উপশান্ত হয়। শতাবরীতৈল মালিন করিলে পিত্তপ্রধান মদাতায় আরোপ্য হয়। ইহা মদিক এবং শরীরে শীতলতা সম্পাদক। ইহা কোইগত বায়ু এবং পিত্তজ্বাধি নাশক। মদাতায় মত্তপ্রয়োগ করিতে হইলে, টাবালেবু, বঙ্গ, চুফ, কীজি, শুক প্রভৃতিসহ বিপরীতগুণবিশিষ্ট মত্তপান করাইবে। উষ্ণরক্ত ও ডাবের জল পান করিলে সিদ্ধিভক্ষণজনিত মত্ততা দূরীভূত হয়। সিদ্ধিপানজনিত মত্ততা প্রথমতঃ মত্তপান অতীব চিতকর। সুখ ও কর্ণ যোগে, বেরনায়, স্থনায়াগে, বুদ্ধিযোগে, স্নেহ ও কোনও স্থান ভাষিয়া গেলে, তথায় মত্তের বাহা প্রয়োগ করা দাইতে পারে এবং তাহা বিশেষ উপকারী। বিকিট-মাত্রায় মত্তপান স্বাস্থ্যকর। অবশ্য অতিরিক্ত মত্তপান করিলে সর্ব বক্ষর হয় এবং বক্তৃত ও প্রীতি দূষিত হইয়া অঙ্গ পঙ্গ, শূল প্রভৃতি উৎকট ব্যাধির অক্রমণে আত্ম জীবনলীলার অবসান হইয়া থাকে। মসেসুধ সেবন মত্তপানীর পক্ষে সর্কভোক্তাবে হিতকর। মত্তপান করিয়া কদাচ জুখার বেগ ধারণ করা কর্তব্য নহে। বালক ও বৃদ্ধ মত্তপান হইতে সতত সতর্ক থাকিবে। শরীর হিমাক হইলে, অবশ্য চর্টঃ অংশ হইলে তীক্ষ্ণগীয়া মত্তপান করাইবে। চর্টঃ শরীরে বিশেষ আঘাত লাগিলে মত্তের উভয়বিধ প্রয়োগ করিবে। বিদূষিকার—সংগ্রাহক ও তীক্ষ্ণগীয়া মত্ত প্রয়োগে অনেক সময় আশাতীত ফললাভ হইয়া থাকে। মত্ত বত পুণাতন হইবে ততই তাহার শুণ্যৎকর্ষ হইবে। জুহুগ্যক্তির পক্ষে জামের বা আগুরের মত্ত বিশেষ উপকারী। মত্তপানীর কোন গীড়া হইলে দোষবিপরীতমত্ত সহ ঔষধ প্রয়োগ করিলে উক্ত কার্যকারী হইবে। মত্তপানীর গীড়া প্রথমতঃ মত্তই প্রধান ঔষধ। সুতরাং অবস্থা বিবেচনা করিয়া ব্যাধির অনুকূল মত্তের করণা করিবে। অন্তথা বিজ্ঞ চিকিৎসকও সকলকাম হইতে পারিবেন না।

শতাবরীতৈল।

মুষ্টিত কৃষ্ণতৈল তৈল ১/৪ সের, পতঙ্গীর বরস, আমলকীর রস, ভূমিহুয়াণ্ডের বরস প্রত্যেক ১/৪ সের, ছাপচুড় ৪ সের, বেড়েলা, অম্বগকা, কুণ্ডু ও মাষকলাই প্রত্যেকের কাথ ১/৪ সের, ককার্ণ—জীবনীর দণ্ড ২, কটামাসী, মঞ্জিষ্ঠা, রাখাগণ্ডার মূল, জামালতা, অনন্তমূল, দৈলজ, গুলফা, পুনর্নবা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, এশাট, দাকটিনি, অশ্বকৃষ্ণদলীক্ষণ, পত্র, অত্রক, হরীতকী, আমলকী মিলিত ১/৩ সের। ইহাতে কৈলা, দৌর্যল, শিরোগর বায় ও অবসাদ নষ্ট হয়।

অম দাহ চিকিৎসা

এ প্রকৃতিত হইয়া চক্ষু, হৃৎ ও পিত্তল এবং সর্সাদেও দাহ উপস্থিত হইয়া থাকে। সাধা মস্তপানে পিত্তপ্রকোপ হইয়া দাহ উপস্থিত হয়। সুতরাং মদাত্যয়ের পরে দাহ চিকিৎসিত হইয়া থাকে। দাহ মাত্রেই দুর্জীর দ্বারা পিত্তপ্রধান। সুতরাং দুর্জীর দ্বারা পিত্তল ও শীতল ক্রিয়া দ্বাৰে হিতকর। শীতলক্রিয়া সকল প্রকার দাহেই অবিরোধী। পিত্তজঃ রূপ দাহ চিকিৎসা না হইয়াছে, ইহাতেও সেই ২ ক্রিয়া প্রযুক্ত হইতে পারে। পিত্তজঃ রূপ দাহ শতধোতস্থত মৃত লেহন করিলে দাহ প্রশমিত হয়। কাঞ্জিঘারা বহুসিক্ত করিয়া রোগীকে আচ্ছাদিত করিলে, অথবা শুষ্ক (সন্ধান বিশেষ, অভাবে কাঁজি) ধারা বেণামূল ও চন্দন পেষণ করিয়া অঙ্গুলেপন করিলে দাহ নিবারিত হয়। পদ্মপত্র বা কদলীপত্রের দ্বারা এবং চন্দনহলসিক্ত তালবৃন্তানিল সেবন দাহনিবারক। দাহ এবং তৃক্ষা-নিবারণার্থ সর্সাদেই পরিবেশ, অবগাহনে ও বীজনে শীতলজল ব্যবহার করিবে। অন্তর্দাহে চন্দনযুক্ত সুশীতল চুড়, পান ও পরিবেশাঘাতে ব্যবহার করিবে। চন্দনযুক্ত ক্ষীরিচুকের দ্বারা পান করিলে বা তদ্বারা পরিষেক করিলে, সর্সাদেও দাহ সত্তর নিবারিত হয়। বট, অম্বা, পাকুচ, বহুভূমুর ও বেত এই গুলুগুলুকে ক্ষীরিচুক্ষবলে। ইহাদের বহুল গ্রহণীয়। কুশাদিপক্ষমূল, (কুশ, কাস, নল, উলুখড় ও ইক্ষুমূল, ইহাদের প্রত্যেকের মূল গ্রাহ্য) শালপার্শ্ব ও জীবকাদি অষ্টবর্ণের (জীবক, শবতক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মেদ, মহামেদ, বৃদ্ধি, বৃদ্ধি, ইহাদের অভাবে—যজ্ঞদ্বানোক্ত অভাববিধির দ্রব্য গ্রহণ করিবে) কাষ ও কঙ্করা দ্বারা যথারীতি তৈল বা ঘৃত পাক করিয়া ব্যবহার করিলে বাতীর দাহ অচিরে তিরোহিত হয়। ইহার নাম কুশতৈল বা কুশঘৃত। ইহা দাহ এবং বহুবিধ বাতৈষ্টিক রোগনাশক। চন্দনকৃষ্ণ দ্বারা প্রিচক্ষু, লোধ, বেণামূল, বালা, নাগকেশর, তেজপাত ও মুতা একত্রে পেষণ করিয়া অঙ্গুলেপ দিলে দাহ প্রশমিত হয়। রোগী দাহে অত্যন্ত অদীর হইলে, কোনও একটা বৃহৎ টবে রোগীকে উপবেশন করাইয়া, বালা, পদ্মফল, বেণামূল ও চন্দনের চূর্ণযুক্ত সুশীতলজল দ্বারা টব পূর্ণ করিবে। এই অবগাহনে সত্তর দাহ নষ্ট হয়। শতধোত স্থত মর্দনে, ইক্ষুরস বা সর্সাদাশানক পানে, অথবা চন্দনাদিকৃষ্ণ সেবনে দাহ এবং পিত্তজ্বর নষ্ট হয়। ক্ষেত্রপল্লী, মুতা ও বেণামূলের কাষে চিনি ১০ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, দাহ ও পিত্তজ্বর নষ্ট হয়। কাঞ্জিকতৈলের ত্রায়া দাহ প্রশমক ঔষধ আর দৃষ্ট হয় না। ইহা অরদাধেও প্রযোজ্য। হিমবিন্দুরস দ্বাৰে অত্যন্ত ঔষধ। ইহা সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। দাহে—ত্রিফলাজলসহ চতুর্শূধ ও বৃহৎবাতচিন্তামণি, ওলকের রস ও মধুসহ পিত্তান্তকরস বা গুড়ুচ্যাতি লৌহ এবং মাকিণের জন্ত গুড়ুচ্যাতিতৈল ব্যবহার করা হয়। এই রোগে দুর্জী, মদাত্যর ও তৃক্ষানাশক ঔষধ সকল অবস্থা বিশেষে ব্যবহৃত হইতে পারে।

চন্দন, ফেঞ্চগুণ'টী, বেঙ্গালুল, বালা, মুতা, পদ্মহুল, মৃণাল, কৌরী, মনে, পদ্ম
মিলিত ২৫০টা জল/সেইক পের/দোয়া। কাপ দীতল হইলে ২৫০টা মধু মিনাটিক
পান করিবে। ইহাতে উৎকট ফল নিবাবিত হয়।

তৈল ১৪ সের ও কাঁচি ৯৪ সের, একত্র পাক করিবে। একে তৈল ২০০ ফ। টাচারে
জ্বল দাখ এবং বাহ্যিক অ্যারোগ্য কর।

২. রূপসিন্দুর, অম্ল, স্বর্ণ ও মুক্তা প্রত্যেক সমভাগ, ত্রিকলাভিধান জলে, জ্বলিতপাত্রের মধ্যে ও
পতমূলোর সঙ্গে পৃথক ৫ বার তাপনা দিয়া মৃদু প্রমাণ বটা করিয়া ছাঁচাশুক করিবে। অল্পপান--
ত্রিকলাভিধান জল ৮ মধু অথবা পতমূলোর রস ও মধু ইত্যাদি। ইত্যাদি প্রবল দাঁত, প্রমেহ
ও বাতরক্ত নষ্ট হয়।

অপথ্য—ক'থের হতা, যৌর সেবন, ব্যায়াম, মৈথুন, ক্রোধ, চিন্তা, বাস, ক্ষয় ইত্যাদি। জর থাকিলে এ সকল করা কর্তব্য নহে।

এই যোগ বাঃ ন। ইহাতে দোষ সমূহ মনোবহা বমনী প্রাপ্ত হইয়া মনোবিক্রম উপশম করে। এই যোগ ক্ষমতা ও শিরোগতি ; সুতরাং মাথার এবং হৃদয়ের তৈলাভ্যাস করা বিশেষ। এই যোগ দোষ কর্তৃক মন দ্বিভিত হয় বলিয়া মনের অনাবিধ বিকৃতি উপস্থিত হয় এবং তৎকর্তৃক মনোবিকার নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যদিও ইহা দোষ মুক্তক, তথাপি মনোবিকার প্রশান্ত হেতু দোষ প্রশমনে ব্যাধি প্রশমিত হয় না। এই তত্ত্বই ইহাকে মানসব্যাদি বলিয়া নির্দেশ করা হইরাছে।

মানসিক দ্বাংস ও বিবর্তকরণে এইরোগ উৎপন্ন হইতে পারে। বুদ্ধিবিন্দন, মান-
সিক চঞ্চলতা, দৃষ্টির পর্যাকুলতা, কাতরতা, ক্ষুদ্রের শূন্যতা ও অসম্বন্ধ বাক্যত্বন, মগোদ্রণ
উদ্ভাস লক্ষণ। উর্দ্ধগত (হৃদয় ও শিরোগত) দোষ, মনের মস্ততা জন্মায় বলিয়া ইহার
নাম উদ্ভাস। লক্ষণদ্বারা বাতানিতেদ নির্ণয় করিয়া, ঔষধ বিভাগ পূর্বক ইহার চিকিৎসা
করিবে। দোষজ উদ্ভাস ব্যতীত, ভূতোদ্ভাস নামে আরও একটি বড়ই উদ্ভাস আছে।
বাতোদ্ভাসে—স্নেহপান (কলাপকস্তুতাদি) এবং নিবেচন করান কর্তব্য। বাতোদ্ভাস
চিকিৎসাতে যে যে ঔষধ কথিত হইবে অবস্থাবিশেষে সেই সেই ঔষধ উদ্ভাসেও ব্যবহাৰ্য্য।

করিবে। পুষ্কতন স্তত উদ্ভাৱেৰ শ্ৰেষ্ঠ উপায়। সাধাৰণতঃ এক বৎসৰাতীত স্ততকেই পুষ্কতন স্তত বলা যায়; কিন্তু মল বৎসৰাতীত লাক্ষ্যসন্নিভ স্ততই বৰ্ধাৰ পুষ্কতন। উদ্ভাৱেৰ স্তত, পুষ্কতন স্ততৰাৱা পাক কৰিবে। শ্বেতসৰ্বণচূৰ্ণসহ পুষ্কতন স্তত লেহন কৰিলে বা কেবল ভালশাখাৰ রস পান কৰিলেও উদ্ভাৱ নষ্ট হয়। মধুযুক্ত কোমল ভালশাখাৰ রস বা কেবল ভালশাখাৰ রস পান কৰিলে বাতজ উদ্ভাৱ নষ্ট হয়। উদ্ভাৱ ৰোগীৰ অভাৱে সৰ্বণ টৈল শ্ৰেষ্ঠ। শ্ৰোতঃবিপ্লৱত নিমিত্ত এবং উদ্বেগনাৰ্হ ৰোগীকে সৰ্বণ টৈলাক্ত কৰিয়া বন্ধন কৰতঃ যৌদ্ৰে উত্তানভাবে (উৰ্দ্ধমুখে) ৰাখিবে। এই ক্ৰিয়া দ্বাৰা অনেক সময় ৰোগ আৰোগ্যও হইয়া থাকে। শ্বেতসৰ্বণ, কচ দিহ, নাটাকৰজ, দে-দাক, মৰ্জ্জা, ত্ৰিকলা, শ্বেত অপৰাজিতা, সতাকটকীৰ ছাল, ত্ৰিকটু, গ্ৰন্থু, শিৰীষকল, হৰিদ্ৰা, দাৰুচিহ্না ছাগমুত্ৰে পেষণ কৰিয়া ১০ আনা মাজাৰ সেৱন কৰিলে নানাৰিধ উদ্ভাৱ প্রশমিত হয়। এই সকল দ্ৰৱাৱাৰা গৰাশ্বত গোমুত্ৰে পাক কৰিয়া পান কৰিলেও উপৰি লিখতবৎ ফলপ্ৰাপ্ত হইয়া থাকে। অবহঃভেদে তাড়ন, তৰ্জ্জন, জ্ঞান, নান, সাস্থনা, হৰ্ষণ, ভয় ও বিন্ধৱ ক্ৰিয়াৱাৰা মন প্রকৃতিহু হংসৱ উদ্ভাৱ প্রশমিত হইয়া থাকে। কাম, ৰোচ, ভয়, ক্ৰোধ, হৰ্ষ ও লোভজনিত উদ্ভাৱে পম্পৰ বিপৰীত ক্ৰিয়া দ্বাৰা প্রশমিত হইতে দেখা যায়। বিপৰীত ক্ৰিয়া যথা—কামোদ্ভাৱ চইলে, তাহাকে সতত তত্ববিপৰীত ক্ৰোধ বা ভয় প্রদৰ্শন দ্বাৰা প্রকৃতিহু কৰিবে ইত্যাদি। ইষ্টবস্ত নাপজনিত উদ্ভাৱে তৎ-সমূহ দ্ৰৱাদান, সাস্থনা বা আশ্বাস দ্বাৰা উহা প্রশমিত কৰিবে। বাতপিত্তপ্রধান উদ্ভাৱে ক্ষীৰকল্যাণ স্তত, মহাকল্যাণক স্তত উপকাৰী। ইহা কেবল বাতোদ্ভাৱেও প্রযুক্তকৰি থাকে। চৈতসমূহ দ্বাৰা মনোদোষ নিৰাশিত হয়। ইহা বায়ুবিপৰীত ও প্রভাবসম্পন্ন বলিয়া সৰ্ব্বপ্রকাৰ উদ্ভাৱেই প্রয়োগ কৰা যায়। বাতোদ্ভাৱে ইহা বিশেষ হিতকৰ। অপম্মাৱেৰ মহাচৈতসমূহও উদ্ভাৱে প্রয়োগ কৰা হইয়া থাকে। ইহা প্রভাববশে উদ্ভাৱ ও অপম্মাৱ প্রশমক। বাতশৈশ্বিক উদ্ভাৱে মহাপৈশাচিক স্তত ব্যবহাৰ কৰিবে। শ্ৰিৰাস্তৃত বাতোদ্ভাৱেৰ উৎকৃষ্ট ঔষধ; কিন্তু ইহা আকাল প্রস্তুত বা ব্যবহৃত হয় না। বাতোদ্ভাৱে বা বাতপিত্তোদ্ভাৱে দিফুতৈল, বৃহৎদিফুতৈল, মহাবিফুতৈল, নারায়ণতৈল, মধ্যমনারায়ণতৈল, মহানারায়ণতৈল, হিমসাগরতৈল এবং কেবল বাতোদ্ভাৱে মহাবলতৈল, মামবলানিতৈল ও ত্ৰিগোপালতৈল অবহাৰিণেবে ব্যবহৃত হয়। কফপ্রধান উদ্ভাৱে গন্ধগব্যস্তুত, ত্ৰাক্ষীস্তুত, ত্ৰিশতীপ্রসারণীতৈল ও বায়ুচ্ছায়াসুৱেজ্জ তৈল ব্যবহাৰ কৰিবে। বায়ু বা পিত্তপ্রধান উদ্ভাৱে চিন্তামণি চতুৰ্দ্ধ ত্ৰিকলাভিজান জল ও মধুসহ এবং বৃহৎবাতচিন্তামণি উক্ত অহুগানসহ ব্যবহাৰ কৰিবে। কফাদিক উদ্ভাৱে—ত্ৰৈলোক্যচিন্তামণি ও চিন্তামণি বাকীশাকৈৰ রস প্রকৃতি সহ ব্যবহাৰ কৰিবে।

সিদ্ধার্থকর্ষণ, সারস্বতকর্ষণ, উদ্যাদগজাক্ষুণ ও কৃতচতুর্দশ ককশংষ্ট উদ্ভাদে প্রয়োগ করিবে। ত্রিকজ্ঞাদিলৌহ প্রত্যাবলেন সৰ্বত উদ্ভাদেই কলগ্রহ। চতুর্ভুজরস ব্যবহারবিধে বাতজউদ্ভাদে এবং ককবাতজ উদ্ভাদে ব্যবহৃত হইতে পারে। এই ঔষধ নানাবিধ কশ্ম ও অরু নিবারক। চটক শাবক দ্বারা হৃদ পাক করিয়া সেই হৃদ পান করিলে উদ্ভাদ উপশান্ত হয়। প্রকৃতিস্থ অবস্থায় চটক মাংস সেবন করিলে উদ্ভাদ উৎপন্ন হয়। স্তম্ভরাং উহা উদ্ভাদরোগী ভিন্ন অত্র কেহ সেবন করিবে না। যেত অপরাধিতা বুল, ততুলোদক সহ পেষণ করিয়া স্তম্ভ সহ নস্ত লইলে কুতাবেশ নষ্ট হয়। কুতোয় বে মহাটৈশাচিকমুত, মহাটৈতসমুত ও কুতাকুণরস ব্যবহার করিবে। কুতুর মূলাদি সেবনে উদ্ভাদতা উপশান্ত হইলে, তৎকরণে বনন করাইবে। বননে উহা নির্মিত না হইলে, পুরাতনউত্তুল (অভাগে—নূতনউত্তুল) গোলা ২। ৩ বাতী পান করাইবে এবং পুরাতন স্তম্ভ মাংস মালিশ করিয়া ২০ শত কলসী ৩০ দ্বারা ঘন করাইবে এবং তৎপর নিদ্রার ব্যবস্থা করিবে। “চিকিৎসানিচতুর্দশ” ও “হিমসাগর টৈল” প্রকৃতি প্রয়োগ দ্বারা রোগীর শীতলতা সম্পাদন করা কর্তব্য। “স্বক্কেতর” অহাংকল্যাণ স্তম্ভ ও “ভাবপ্রকাশের” অহাটৈতসমুত উদ্ভাদ ও অগ্ন্যারে বাণিবিপন্নিত হেতু গিষিত হইল। ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির বিমলতা এবং দাক্ষর্য প্রকৃতিস্থতাই, অপগত উদ্ভাদের লক্ষণ। উদ্ভাদ বহুদিনের পুরাতন হইলে প্রায়শঃ আরোগ্য হয় না। ত্রিবোবজ উদ্ভাদ অসাধ্য। নৈমিক উদ্ভাদে নস্তক্রিয়া দ্বারা প্রেয়া নির্হরণ করা উচিত।

আজকাল অনেক ভরলমতি অন্নবরক দুবক, কুশংপ্রব দোষে গোপনে গাঁজা সেবন করিয়া পরিণামে উদ্ভাদগ্রস্ত হয়। এই শ্রেণীর উদ্ভাদ আজকাল বিরল নহে। অনেক সময় এইরূপ রোগীদিগের অতিভাবকমিগকে রোগী গাঁজা সেবন করে কিনা, আমরা বিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া রোগীর চরিত্রের প্রশংসাই করিয়া থাকেন এবং রোগীও কিছুতেই এই দোষ স্বীকার করে না; কিন্তু পরে জানা যায় যে রোগী অপরিণিত সজ্জিকাসেবী। এইরূপ, অবতাবিক ও অতিরিক্ত বীৰ্য্যখণনের অন্তত অনেক উদ্ভাদগ্রস্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় রোগীর এই সকল দোষ আছে কি না, তাহা অতিশোপনে অন্তঃসন্ধান করিয়া, দোষ থাকিলে অতি বীরভাবে তাহা পরিহার করাইতে চেষ্টা করিবে। ইহাতে বাতপ্রধান নিরোরোগের সিদ্ধবৈতল ঔষধাদি ব্যবহার করাই বিধেয়। এইরূপ উদ্ভাদ রোগীর অভ্যাগদোষ দূর করিতে না পারিলে রোগ কদাচ আরোগ্য হইবে না।

কীরকল্যাণ স্তম্ভ।

পুরাতন স্তম্ভ ১৪ পের, কক্কার্—রাখালনামূল, ত্রিকলা, রেণুক, দেবদারু, এণবাসুক, গালগানি, তগরপাহুকা, হরিদ্রা, দাক্ষরিত্রা, অনন্তমূল, ভ্রামলতা, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল,

কলিত চিকিৎসাবিধান

এলাচি, হরিট্টা, দধী, হাড়িমধোনা, নাগকেশর, ভালীশপত্র, বৃহত্তী, মালতীফুল, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, কদম্ব, পদ্মকর্ষ, প্রত্যেক ২ তোলা, জল ৮ সের, চুই ১৬ সের। এই দ্রব্যকে কেবল ১৬ সের মল দ্বারা পাক করিলে শাশ্বতকল্যাণ স্রুত বলে। মাত্রা ১০ তোলা। চুই সহ সের।

মহাকল্যাণক স্রুত।

পুরাতন দ্রুত ৮ সের, কীরকল্যাণদ্রুতক শালপাণি প্রকৃতি ২১টা দ্রব্যের কাপ ১৬ সের, একবার প্রসূতা গাতীর চুই ১৬ সের, কদ্বার্ব—চাকুলে, বরংগী, বাবকলাই, কাকোলা, আলকুনীবীজ, কড়ি ও মেদ মিলিত ৮ সের। মাত্রা ১০ তোলা। অমুপান—চুই। ইহাতে সর্বপ্রকার উন্মাদ নষ্ট হয়।

চৈতসদ্রুত। (ব্যাধিবিপন্নীত)

পুরাতন দ্রুত ৮ সের, কদ্বার্ব—মাস্তারী তিন্ন মনমূল, রাসা, এরওমূল, তেউড়ী, বেড়েলা, মুরী, শতমূলী প্রত্যেক ১৬ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কদ্বার্ব—কীরকল্যাণ দ্রুতক রাখালশলা প্রকৃতি যথোক্ত মানে প্রযোজ্য। মাত্রা ১০ তোলা হইতে ১ তোলা। অমুপান—চুই।

মহাপৈশাচিক দ্রুত।

পুরাতন দ্রুত ৮ সের, কদ্বার্ব—জটামান্দী, হরীতকী, ভূতকেশী, কুন্ডাভুলতা, আলকুনীবীজ, বচ, বলাড়মূল, অরুতী, কীরকাকোলা, চোরপুশী, কটকী, আমলকী, চামার আলু, মৌরী, শুল্কা, শুগ্গলু, শতমূলী, ত্রাকী, রাসা, গন্ধতাদালিরা, বিছুটীপাতা, শালপাণি মিলিত ৮ সের; জল ১৬ সের। ইহাতে বাতজ ও কফজ উন্মাদ এবং অপমার ও ভূতোন্মাদ নষ্ট হয়।

শিবা দ্রুত।

পুরাতন দ্রুত ৮ সের, কদ্বার্ব—শৃগালের মাংস- ৬ সের, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের। মনমূল, ৬ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। চুই ৮ সের, কদ্বার্ব—হরিট্টা, কুড়, বক্তচন্দন, পদ্মকর্ষ, ত্রিকলা, বৃহত্তী, তগরপাদ্রুকা, বিড়ঙ্গ, হাড়িম, দেবদারু, দধী, রেণুক, ভালীশপত্র, নাগকেশর, ভামালতা, রাখালশলা, শালপাণি, প্রিহু, মালতীফুল, কাকোলা, কীরকাকোলা, উম্বল, হরিট্টা, দারুহরিট্টা, অনন্তমূল, মেদ, এলাচি, এলাবালুক ও চাকুলে প্রত্যেক ২ তোলা।

মহাচৈতস দ্রুত।

পুরাতন দ্রুত ৮ সের, কদ্বার্ব—শণ্ডীক, তৈউড়ীমূল, এরওমূল, মনমূল, শতমূলী, রাসা, পিপুল, প্রত্যেক ২ পল জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কদ্বার্ব—কৃষিকৃষীক

যেন, মহাযেন, কাকোলী, কীরকাকোলী, বটীবু, চিনি, পিভিখেজুর, ডাক, শতমূলী, যুগাতক, (অত্যধিক ভাল যতক) সোফুর, মাখালশনা প্রভৃতি চৈতসযতের ককত্বা বোটে মিলিত ১১ সের।

আক্ষীযুত ।

আক্ষীশাকের রস ১০ সের। ককার্ভ—বচ, কুচ, শতমূলী মিলিত ১১ সের। পুষ্কতন যুত ৮ সের।

সারস্বতচূর্ণ ।

কুচ, অম্বগতা, সৈকব, বমানী, জীরা, ককত্বী, ত্রিকটু, আকনাডি, শতমূলী, প্রত্যেক সমভাগ, বচ সর্গসমান। আক্ষীশাকের রসে তিনবার ভাবনা দিয়া ১০ আনা মাত্রার ব্যংহার করিবে। অম্বপান—যুত ও মধু। ইহা ব্যাধি মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তির বৃদ্ধি হয়।

উন্মাদ গজাকুল ।

পারদ, যুতরাশাতার রসে, বায়ুনহাটীর কাথে ও শোধিত কুঁচিলার কাথে যথাক্রমে প্রত্যেকের পৃথক পৃথক তিনবার করিয়া ভাবনা দিয়া, তুল্য পরিমাণ গন্ধকসহ ককত্বী করিয়া কিঞ্চিৎ জলদ্বারা মর্দন করতঃ পিষ্টাকার করিবে। পিষ্টাক বিহুকে তরিয়া গুটপাক বিধানে গুটপুটে পাক করিবে। পরে উহার সহিত পারদের তুল্যভাগ শোধিত গন্ধক, যুতরবীজ, অত্র ও বিব (প্রত্যেকে) যুত মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অম্বপান—তুটচূর্ণ ও মধু।

ত্রিকত্রাদি লৌহ ।

ত্রিকটু, ত্রিকলা, ত্রিমদ ও লীবনীরসনক প্রত্যেক সমভাগ, এবং সর্গসমান লৌহচূর্ণ সহ ০৪ রতি বটী করিবে। ইহাতে উন্মাদ, অগ্ন্যার ও বাতব্যাধি নষ্ট হয়। ইহা ব্যাধি-বিপন্নীত ঔষধ।

চতুর্ভুজ বস ।

রসসিন্দুর ২ ভাগ, বর্ষিতম, কতুরী, হরিতাল, মনঃশিলা প্রত্যেক ১ ভাগ, যুতকুমারীরসে মর্দনান্তে এতপণ্ড্রে বেটন করিয়া ষাণ্ডারালিষা ৩ দিন স্থাপন করতঃ ২ রতি বটী করিবে। অম্বপান—ত্রিকণাতিজান জল ও মধু। ইহা দ্বারা নানাবিধ উন্মাদ, অগ্ন্যার, জ্বর, হস্তকম্প, শিরকম্প, গাত্রকম্প, কাস ও কফ নষ্ট হয়। ইহা উন্মাদের প্রেট ঔষধ।

যুতাকুল রস ।

পারদ, লৌহ, তাত্র, যুতা, অত্র প্রত্যেক ১ তোলা, হীরক ১০ চারি আনা, মনঃশিলা গন্ধক, হরিতাল, শোধিতকুঁচে, রসজল, সযুস্কেনা, দৌবীরাঙ্গন, পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ তোলা, জলদ্বারা, চিতে ও মনঃশিলা মর্দন করিয়া গুটপুটে পাক করতঃ ২ রতি বটী

করিতে। অস্থান—আহারস। ঔষধ সেবনান্তে “দশমূলকবারে” পিপুলচূর্ণ ১০ গিক তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে এবং তিক্ত অগ্নিবৃদ্ধি যেন দিবে। ইহাতে তীক্ষ্ণ ও কক দ্রব্য ভক্ষণ করা অসম্ভব। কটুতৈলের অভাব ইহাতে বিশেষ হিতকর। কেহ ২ এই ঔষধে অত্রহানে গোপ্য প্রক্ষেপ করিয়া থাকেন।

মহাকল্যাণ স্তূত। (হৃৎকেশর)

পুরাতন স্তূত ১৪ সের, তুষ্ণ ১৬ সের, কাথার্ব—বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, মৃত্তা, মজিষ্ঠা, দাড়িম, উৎপল, ভ্রামলতা, এলবালুক, এলাচি, চন্দন, দেবদারু, বালা, হরিত্রা, কুড়, শালপাণি, অনন্তমূল, হরেন্দ্রক, ত্রিবৃৎ দন্তী, বচ, ভালীপত্র, নাগকেশর, মালতীপুষ্প, জীবক, ধ্বজক, বেব, মহামেঘ, অর্দ্ধ বৃদ্ধি, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী মিলিত ১১ সের।

মহাচৈতন্য স্তূত। (ভাবপ্রকাশের)

পুরাতন স্তূত ১৪ সের, কাথার্ব—দশমূল, রাশা, সাদাভেবেত্তা মূল, তেউড়ীমূল, বেড়ালমূল, মূর্খামূল, শতমূলী প্রত্যেক ১১ সের, জল ৩ মণ ১৮ সের, শেষ ৩২ সের কাথার্ব—রাখালশর্নারমূল, ত্রিফলা, হেণু, দেবদারু, এলবালুক, শালপাণি, অনন্তমূল, হরিত্রা, দারুহরিত্রা, প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল ও মালতা, নীলোৎপল, এলাচি, মজিষ্ঠা দন্তী, দাড়িম, নাগকেশর, বিড়ঙ্গ, কুড়, অরিশভী যজ্ঞচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, ভালীপত্র, বৃহতী, নুতনমালতী পুষ্প প্রত্যেক ২ তোলা। জল ১৬ সের। ইহাতে নানাবিধ উন্মাদ ও অপস্মার নষ্ট হয়।

উন্মাদহর তৈল। (বাতোন্মাদে)

তৈল ১৪ সের, বরুণপত্র রস ১৪ সের। বধাবিধ শাক করিয়া মাথায় মালিশ করিবে। এই ঔষধ কোনও পুতকের নচে, কিন্তু দুইকল বিধায় লিখিত হইল। ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মহাচৈতন্য তৈল।

তৈল ১৪ সের, শতমূলীর রস ১৮ আটসের, তুষ্ণ ১৮ সের। কাথার্ব—শতমূলী, দশমূল, শটী, বেড়বেড়েলা মূল, এরণ্ডমূল, নাট্যকরমূল, গোরক্ষচাকুলেমূল, নীলকণ্ঠি, পদ্মভাগলিঙ্গা, পাণিধায়াস্মার, বেতপুন্দরীবা ও শুড়ুচী মিলিত ১২১ সের, জল ১১৪ সের, শেষ ১৬ সের। কাথার্ব—বেতপুন্দরীবা, বচ, দেবদারু, নাগুকা, বেতচন্দন, অম্বক, টৈলল, ভগ্নরপাচকা, পেঠলা, সুগানী, মাষাকী, ঘোড়ী, কুড়, এলাচি, জটামাংগী, অম্বনজ্জা সৈন্ধব, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, বব, বাটানী প্রত্যেক পদ একছটাক। ইহাতে উন্মাদ, অপস্মার, মূর্ছা প্রভৃতি আরোগ্য হয়। এই তৈল সিদ্ধনীতল, বাহুনাশক, মস্তিষ্কের হিতকর ও মনোহর্ষসম্পাদক।

তীত্র নত।

চোড়তা পাতার চূর্ণের নত লইলে কক্ষপান উন্নয়ন আরোগ্য হয়। ইহাতে বর্ণা চইতে রোগাসমূহ নির্গত হইয়া থাকে। এই ঔষধে তীব্রবেগে বহুবার ইঁটি হয়। সুতরাং ইহা হৃদয় রোগকে ব্যবহার করাইবে না। এই নত কেবল উন্মাদের দ্রষ্ট বান্ধাৰ্হ।

অপম্রা—বিকক ভোজন, মস্তপান, ইক বা তীক্ষ্ণবর্ধা দ্রব্যাদি, পত্রশাক, কদোলা, তিক্তদ্রব্য, মৈথুন, সাজিতাপনে, ক্র্যকর্ম নিদ্রা ও তৃকা কৃষ্টির বেগদ'রণ, চিন্ত, শুকপাক দ্রব্য সেবন, ব্যায়াম, খেপারি বা মটরের ডাল, উষেগ ইত্যাদি।

অপ অপর্যায় চিকিৎসা

উন্মাদের তার অপম্রারেও মন দুবিত হয় দেব দুবোর সমানতা হেতু, উভয়ের চিকিৎসাও আর এক প্রকার। সুতরাং উন্মাদেও ঔষধ অবহ' বিশেষে ইহাতে প্রয়োগ করা হয়। এই রোগে হঠাৎ স্মৃতির অপগম হয়, একত্র ইহাকে অপম্রার বলে। ইহাতে অকস্মাৎ অন্ধকারে প্রবেশের তার বোধ হটয়, জ্ঞানপূত্র হয়। নের বিকৃতি ও হস্ত পদাদির বিক্লেপন ক্রিয়াই এই রোগের প্রধান লক্ষণ। রোগের রূপাবস্থার অ'পকালে হলেট, মুখে তেনে, দুগম দৃষ্ট হইয়া থাকে। রোগের লক্ষণ প্রকাশ হইবার পূর্ককণে যখন অন্ধকার দর্শন হয়, তখন রোগীর কণ্ট হইতে এক প্রকার বিকৃত স্বর বহির্গত হয় এবং অন্ধক'র দর্শনের পরেই তার উপস্থিত হইয়া জ্ঞানলুপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু ইহা সর্বত্র দৃষ্ট হয় না। এইরোগ ব'তপ্রধান হইলেও পিত্ত'দির অসুবদ্ধ থাকিলে, চিকিৎসার প্রভেদ হইয় থাকে। ইহাতে বায়ুপ্রশমনার্থ-ক্রিয়া সর্বত্রই অবলম্বনীয়। ইংরেজী ভাষায় এই রোগকে হিষ্টিলিঙ্গা ম'ল।

গুত্রের মাংস ভক্ষণ করিলে উন্মাদ হয়। গোমূত্র দ্বারা সন্নিহাল ও স্বেতসর্ষপ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কক্ষপান অপম্রার নষ্ট হয়। বচচূর্ণ অপম্রারে বিশেষ ফলপ্রস। ইহার ৩। ৪ রতি মধুসহ প্রত্যাহ সেবন করিয়া হৃদয় ভক্ষণ করিলে এইরোগ প্রশমিত হয়। রোগীর জ্বকল্প, চক্ষুপেদনা, বর্ষ ও হস্তাদির নীতলতা থাকিলে, উন্মাদোক্ত অহা-কজালকক্ষাত ও দংশমুপেক্ষকক্ষাত বিশেষ উপকারী। এইবেগে পক্ষত পাম্যাত্ত ব্যাধিপ্রত্যনীত ঔষধ। হাতে অহাটৈতসম্মতও বিশেষ ফলপ্রস। পিত্তপ্রধান অপম্রারে বিন্দার্মানি স্বত প্রয়োগ করিবে। কক্ষপ্রধান অপম্রারে পলঙ্কশ দ্যটৈতল বিশেষ উপকারী। চক্ষুপেদনা ছাগমূত্র সর্ষপতৈল পাক করিয়া তাহার অত্যধ করিলে বাবডোর অপম্রার আরোগ্য হয়। ইহা বোগবাহী ঔষধ। ছাগমূত্র বা ছাগমাংসের উত্তেজ হইলে কদাচ ছাগীর মূত্র বা মাংস গ্রহণ করিবে না। কারণ—“কুজুটী ময়ুরী ছাগী বোঁবাহীনা কতাবতঃ”। অপম্রারীর পক্ষে গোমদেহের ঘেদ এবং গোমূত্রে দান বিতকর। নিমিষা কৃষ্ণের উপরে বে পবদাছা হয়, তাহার নত গ্রহণ করিলে অপম্রার নষ্ট হয়। এইবাধি অধিকাংশে দু-হ জ্রোগকে দৃষ্ট হইয়া থাকে। পারাক্রম (অভ্যুৎপে-

রসসিন্দুর) প্রয়োগ সর্গাণসার নাশক। ককপ্রধান অগ্ন্যারে বাতকুলাস্তক বা
ত শুভৈভল্য ব্যবহার করিবে। এইরোগে প্রাস্যী মেটে ঔষধ। বাতপ্রধানে চতুর্ন্থ
চিন্তামণিচতুর্ন্থ প্রভৃতি উগ্রাদোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। শিতপ্রধানে বৃহৎ-
বাতচিন্তামণি, যোগেন্দ্ররস প্রভৃতি প্রোবাণ। উগ্রাদোক্ত অত্রাত ঔষধ অবস্থা-
বিশেষে প্রয়োগ করিবে। সাধারণতঃ চতুর্ন্থ ও ত্রৈলোক্যচিন্তামণি এই রোগের
উৎকৃষ্ট ঔষধ। মনোরিকারের সিদ্ধার্থকানিচূর্ণ গোমুত্রে শেবণ করিয়া প্রলেপ দিলে
বিশেষ কল্যাত হয়। ব্যাধির বেগের পূর্বে রোগীকে অন্তমনক রাখিতে চেষ্টা করিবে। এই
সমস্ত ক্রিয়ার কৃতকার্য না হইলে মস্তকারা বেগের পূর্বে জালুত করিবে।

অপম্মাতের মূষ্টিমোচন ঔষ — গোলাপ ফুল ১০ আনা, মিশ্রি চূর্ণ ১০ আনা,
কপূর ১০ আনা, বটী ১০ আনা। দ্রব বা মাখনসহ সেব্য।

বৃহৎ পঞ্চাঙ্গ্য হৃত।

কাষাৰ্ধ—দশমূল, ত্রিকণা, হরিত্রা, দাক্তরিত্রা, কুটলচাল, হাতিমহাল, আপা, বননীলমূল,
কটুকী, শোণালুম্বা, বোক্তাডুম্ব, কুড়, হরালতা প্রত্যেক ২ পল, কল ৩৪ সের, শেব
১০ সের, গোড়ড ৪ সের, গোমুত্র ৪ সের, গোময় ১১ সের, অন্নবর্ধি ৪ সের, পুরাতন
হৃত ১/৪ সের। গোমুত্র, গোময়রস, অন্নবর্ধি ও হৃৎকারা যথাক্রমে পাক সমাধা করিবে।
ককাৰ্ধ—বাগুনকাটা, আকনাদি ত্রিকটু, তেউড়ীমূল, হিললকল, গঙ্গাপিপুল, অড়হর, মূর্খামূল,
দন্তী, চিরতা, তিত্তমূল, অনন্তমূল, ভাষালতা, পঙ্কতপ, বনবমানী কাঠমল্লিকা, প্রত্যেক
২ তোলা। ইতিকারা নানাদি অগ্ন্যার, অর্ধ. ৭ কাষলারোগ, আরোগ্য হয়।

বিদর্যাদি হৃত।

পুরাতন হৃত ১/৪ সের, কুম্বিকুম্ব ১১ সের ৩২ সের; ককাৰ্ধ—বটীমূল ১/২ সের।

পলঙ্কযাত্ত তৈল।

তৈল ১/৪ সের, ছাগমূত্র ১০ সের; ককাৰ্ধ—গুণ্ডমূল, বচ, হরীতকী, বিছুটী, আকন,
সর্বপ, ভটামংগী, হরীতকী, ভূতকেশী, গজরাস, হি, চোরপুলী, রসোল, কলকষটীমূল, দন্তী,
কুড়, গুত্রাদি মাংসাতী পক্ষীর বিট্ট মিলিত ১/১ সের।

সূতভস্ম প্রয়োগ।

রসসিন্দুর ২ হতি, পশুপুলী, বচ, ব্রাহ্মী, কুড়, এলাচি ইত্যাদি কাথ সহ পান করিবে।

বাতকুলাস্তক।

কটুকী, বনবিশা, মাগকেশর, বকেড়া, পাণ্ডব, গজক, আদকল, এলাচি প্রত্যেক ১ তোলা
কাথ মর্দন করিয়া ২ হতি বটী করিবে। অল্পপান—ব্রাহ্মীমূল বা বটমূল।

তত্ত্ববিজ্ঞান

কাজ, খড়ক, গোর, ডান, মনোহন, মনোনিয়, মনোভাল, মোকুজে পেশন করিয়া বিজ্ঞান প্রকৃত বস্তু দোহ পায়ে পাক করিবে। বাজা—২ হতি। অল্পপান—ব্রাহ্মণ। ঐবৎ সেরাভে—হিং, মনোহন ও কুৎ মোকুজে পেশন করিয়া হুতনক সেশন করিবে।

অপশিখা—টেল, বন্ত, বাস, কার, তকহা, চিত্তা, শোক, তর, ক্রোধ, অপবিত্র আহার, বস্ত, বিকৃতভোজন, ভীত, উক, অর ও গুরুত্বা তকন, কুবা, কুজা ও নিম্ন প্রকৃতির বেগধারণ, একাকী কলে অবগাহন, পক্ষতাবিতে আরোহণ চালিতা, ব্রাহ্মী, বেধো ও নবিনাশক জিন্ন পাক তকন।

পিত্তা—হুত, হুত, মিশ্রি, পুতাতন তকুলের অর, পটোলাদি তরকারী, মৃগাদির ডাল, ব্রাহ্মী ও নবিনাশক, মল নির্হরণ, অত দ, তচিতা পরিষ্করতা ইত্যাদি।

অথ বাতব্যাধি চিকিৎসা

অপমারের তার আক্ষেপকাবিবাতব্যাধি বিশেষের বেগ কর্তব্য হেতু অপমারানহর বাতব্যাধি চিকিৎসা লিখিত হইয়া থাকে। বায়ুকনিত যে অসাধারণ (আক্ষেপাদি) ব্যাধি, তাহাকেই বীতন্যাধি কহে। অসাধারণ ব্যাধি অর্থাৎ অস্বীতি প্রকার বাতনানাস্তক আক্ষেপকাবি ব্যাধি। বাতব্যাধি অত্যন্ত কষ্টদায়ক পীড়া। অতিরিক্ত মৈথুন, অত্যন্ত রক্তস্রাব, অতিরিক্ত ব্যায়াম, শোক ও চিত্তা, মল মূত্রাদির বেগ ধারণ, উচ্চহান হইতে পতন, সাধাভীত ভরুতার বিনোদ উঠাউঠার চেষ্ঠা, আঘাতপ্রাপ্তি ও উপবাসাদি দ্বারা বায়ুকুপিত হইয়া এই ব্যাধি জন্মিয়া থাকে। এই ব্যাধিতে সাধারণতঃ বায়ুনামক চিকিৎসা করিলেই সুফল পাওয়া যায়। পিত্ত বা ককরসংগঠিত বায়ুতে বাতব্যাধি অধিকারোক্ত বাতককপাহ বা বাতপিত্তাহ যে ঐবৎ আছে, তাহাই প্রয়োগ করিবে। তাহা হইলে বায়ুপ্রশমনার্থ বস্ত্র ঐবধের আবস্তক হইবে না। আক্ষেপকাবি বাতব্যাধিতে পিত্তকফাভ্রবন্ধ থাকিলেও বায়ুই অত্যন্ত প্রাবল্য হেতু, বায়ুই বিশেষপ্রকারে চিকিৎসনীয়। যদিও বায়ু তার পিত্তের ৩০ প্রকার এবং ককর ২০ প্রকার অসাধারণ ব্যাধি আছে, তথাপি তাহার বস্ত্র চিকিৎসা অতিহৃত হইবে না। যেহেতু, পিত্ত বা ককরসংগঠিত বায়ু পদার্থে মিশ্রিত হইয়া, হরিদ্রাচূর্ণসংযোগবৎ বিশেষ ২ আকার ধারণ করতঃ ভ্রূক্ষপিত্তাদি পৃথক ২ নামে কথিত হইয়াছে। সুতরাং তাহার চিকিৎসা বস্ত্র ২ অধ্যায়ে নির্দিষ্ট হইবে।

ওষ্ঠ, পিঙ্গল ও মরিত বধ্যক্রমে বায়ু, পিত্ত ও মেঘনামক। হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া বধ্যক্রমে বায়ু, পিত্ত ও ককর। ওষ্ঠ—বায়ু ও মেঘ এবং পিঙ্গলী পিত্ত ও ককর। হরীতকী কবারহন হইলেও উকবীর্ষ্যহেতু বাতনামক, মলভেদক ও তরুণোষক এবং অভিযোগে ক্রৈবাসম্পাদক ও বিবমজর নামক। ইহা বায়ু ও মেঘনামক। আমলকী ভ্রূক্ষা হেতু—বায়ু, বায়ুর্বা ও পৈতৃ হেতু—পিত্ত ও ককরবারহ হেতু—ককরনামক। সুতরাং ইহা বিদ্যোবহুঃ কহেড়া ককপিত্তনামক। বেজাঙ্গ ভিত্ত হইলেও বাতনামক। অতএব দেখা

বাইতেছে যে, কবায় হরীতকী, কটুতৈ ও তিক্ত বেজাগ্র বায়ুতে প্রয়োগ করা বাইতে পারে। এইরূপ বিবেচনা পূর্বক উপযোজ্য বস্তু নির্দ্ধারিত করিবে। বায়ু কক্ষকে কু ভাবিপন্নীত দেহ পদার্থ দ্বারা প্রশমিত হয়; সুতরাং বাতরোগী তৈলাভ্যাস, স্তূত পান এবং দেহ কুর্গিত আহার করিবে। হুতাদি দেহ কুর্গিত ব্রব্য। বাত হস্তবাসাধিত তৈল, স্তূতাদির অভ্যাস ও পান, অত্যন্ত বায়ু নাশক। তৈলের মধ্যে অহান্যাস ও স্তূতের মধ্যে ছাগলাদ্যস্তুতই উল্লেখযোগ্য। ভদ্রদাক্ষাদিগণ, কীরতলাদিগণ ও বিদ্যাদিগণ বায়ুনাশক; তন্মধ্যে ভদ্রদাক্ষাদিগণই শ্রেষ্ঠ। ইহাদের দ্বারা তৈল স্তূতাদি পাক করিয়া বা কবায় প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে। ইহাদের নানারূপ কল্পনা দ্বারা বায়ু প্রশমনার্থ বস্ত্রবানু হইবে। নানারূপ কল্পনা। যথা—ভদ্রদাক্ষাদিগণের কাথ ও ককদ্বারা তৈল বা স্তূত পাক, অন্নাদিসাধন, পানীয় বা অবসেচন দ্বারা প্রস্তুত করিয়া বায়ু প্রশমনার্থ প্রয়োগ করিবে। ভদ্রদাক্ষাদিগণ। যথা—দেবদাক, তগবগ'হকা, কুড়, মণ্ডুল, শ্বেতবেড়েল মূল ও গোরকচাকুলের মূলের ছাল। এপৰ্বাণ বায়ু প্রশমনার্থ বস্ত্র ব্রব্য আধিক্য হইরাছে, তন্মধ্যে বাতহস্তবাসাধিত কক্ষ তৈলেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্ণীত হইরাছে।

পিত্তে—দুর্কাদিগণ ও ককে—আলুপ'প্রাদিগণ শ্রেষ্ঠ। এই সবস্ত্র গণ "বাগন্তটের" পঞ্চদশ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। কাহারও মতে, ককে—সুদ্রাদিগণ শ্রেষ্ঠ এবং আমাশয়ের মতেও তাঁহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। বায়ু প্রশমনার্থ বায়ু উপক্রমের মধ্যে প্রারম্ভ: অভ্যাস, বেদ ও প্রলেপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তৈলাভ্যাসের দ্বারা বেদও অত্যন্ত বাত প্রতিকারক। "চরকে" নানারূপ বেদ বর্ণিত আছে; তন্মধ্যে "নাড়ীবেদ", "তাপবেদ", "উপনাহবেদ" ও "দ্রববেদ" উৎকৃষ্ট এবং উহাই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে স্থানে দ্রব্যের উল্লেখ নাই তথায় ভদ্রদাক্ষাদিগণ বা দ্রুশ্প'মূল দ্বারা বেদ দিতে হইবে। লক্ষ্যবাস্তে—শিঙবেদ, ককে—কক্ষবেদ ও বাতককে—শিঙকক্ষবেদ প্রযোজ্য। উক্ত জিহ্বা দ্বারা ভিন্ন, অস্ত্র কোথারও বেদের ব্যবস্থা নাই। পরন্তু, বায়ু আমাশয়ে গমন করতঃ গীড়া উৎপাদন করিলে, অথবা পকাশয়ে গমন করিয়া ব্যাধি জন্মাইলে, যথাক্রমে বাতে—কক্ষবেদ ও ককে—শিঙবেদ বিধি। কিন্তু স্থানকক্ষভেদে এইস্থলে কক্ষবেদানন্তর শিঙবেদ ও শিঙবেদানন্তর কক্ষবেদও প্রযোজ্য। যে স্থলে অভ্যাস ও বেদ উভয়ের ব্যবস্থা হইবে, তথায় পূর্বে অভ্যাস ও মর্দন করিয়া পশ্চাৎ বেদ দেওয়া কর্তব্য। বায়ু—কক্ষ ও শৈল্য ক্রিয়ায় বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং উক্ত ও শিঙ ক্রিয়ার প্রশমিত হয়; সুতরাং এই দ্বোকে কক্ষ ও শীতল ক্রিয়া কর্তব্য নহে। বাতরোগী সর্বদা নির্দ্ধারিত স্থানে অবস্থান করিবে। কষ্টবোধ হইলে, 'তালবৃক্ষানিল সেবন করা উচিত' বৈদ্য বায়ুতে শিঙোক ক্রিয়া শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ পিত্তে—মধুর শীতল ক্রিয়া ও ককে কক্ষোক ক্রিয়া প্রশস্ত। পিচ্ছিল ব্রব্য যাজেই বিত্তক বায়ুনাশক। যথা—মাকলাই, পুইশাক, চালিতা, স্তূতকুমারী, এরুতৈল ইত্যাদি কিন্তু এই সবস্ত্র ব্রব্য কক্ষকে বিধায় কক্ষভেদবাস্তে প্রযোজ্য নহে। যে সকল ব্রব্য, স্তূত,

হা উত্তেজক বিধার আধের এবং বাহা বুধী, তাহা নিশ্চয়ই বলকর। বে ভ্রব্য আধের ও কর। তাহা কখনই কক্ষ হইতে পারে না সুতরাং বুধাভব্য মায়েই বাতহর। বধী—বগজ। চই—আধের, কিন্তু বলকর নহে; পরন্তু ইহা বলহ্রাসক। সুতরাং উহা বাতহর নহে। ইহা কক্ষ ও আধের বিধার বাতহরনাশক।

অথ কোষ্ঠস্থ বায়ুর চিকিৎসা

বয়স্ক ১০ আনা মাত্রার অথবা “বল্‌কার বা ভাবরলবণ” ১০ আনা মাত্রার যেকোনলসহ সেবন করিলে কোষ্ঠস্থ বায়ু নষ্ট হয়। যোগীর উদরায়ণ থাকিলে, উক্ত ঔষধ প্রযোজ্য নহে। কারণ উহা ভেদক। সুতরাং তথ্যের গ্রহণীরোগাধিকারোক্ত ভ্রমাতকক্ষার বা চিত্রকাদিগুড়িকা ব্যবহার করিবে। অবস্থা বিশেষে মহা পঞ্চবটী বা বৃহৎঅগ্নিকুমাধরসও প্রযুক্ত হইতে পারে। বেদনা যুক্ত কোষ্ঠস্থ বায়ুতে বাতবিধ্বংসি রস এবং আনাহ্রস্ক কোষ্ঠস্থ বায়ুতে অভয়াপ্তমোদক হিতকর। এই বায়ুতে এবং বিশেষতঃ শঙ্খাশ্রুত বায়ুতে স্নেহলবণ উৎকৃষ্ট কলপ্রব। ইহাতে এবং বাতক বা বাতপিত্তক পিরোরোগে নারায়ণ তৈল, বিষ্ণুতৈল, বৃহৎবিষ্ণু তৈল, মধ্যমনারায়ণ তৈল বা মহানারায়ণ তৈলের অভ্যাস হিতকর। কোষ্ঠস্থ এবং পিত্তাশ্রুত বায়ুতে বাতহরচিস্তামণি, চতুর্মুখ, চিস্তামণি-চতুর্মুখ, ও বৃহৎ-বাতচিস্তামণি ঔষধ বায়ুর অশ্লোমনার্ঘ ত্রিকলাতলসহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বাতহর চিস্তামণি।

বর্ণ ৪০ তোলা, লৌহ ১০ তোলা, অত্র ২ তোলা, বর্ণসিন্দূর ৪ তোলা, মুক্তা, প্রবাল, পঞ্চতর প্রত্যেক ২ তোলা, সুতকুমারীরসে মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। মৌরী তিমান জল ও মধুসহ সেব্য।

বাতবিধ্বংসি রস।

পারদ ১ ভাগ, অত্রতর ২ ভাগ, কাণ্ড ৩ ভাগ, বর্ণমাকিক ৪ ভাগ, পঙ্ক ৫ ভাগ, গরিতাল ৬ ভাগ, এই সমস্ত ভ্রব্য এরকু তৈলে সপ্তাহকাল মর্দন করিবে। পরে কাগজ-পেচুর দ্বারা মর্দন করিয়া গোলক করিবে। ওদনতর তিলবাটা দ্বারা অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত মুদ্র করিয়া গোলকের উপরে প্রলেপ দিয়া রোয়ে শুষ্ক করণানন্তর দ্বাদশ প্রহর বায়ুকায়র পাক করিয়া শীতল হইলে, ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া সুক্ষ্ম করত, ২ রতি মাত্রার প্রয়োগ করিবে। অঙ্গুপান—বেদনায়স, ত্রিকলাতল ইত্যাদি। ইহাতে উদরের বেদনা, শূল, পানাহ, অগ্ন্যধোক ও গ্রহণী প্রকৃতি আরোগ্য হয়।

করীডকী, গিণ্ডলবুল, মরিচ, ভুট্টা, কাকচিনি, তেজপাত, গিণ্ডল, মুতা, বিড়ক, আমলকী প্রত্যেক ২ তোলা লব্ধীমূল ৩ তোলা, চিনি ১২ তোলা, হেউড়ীমূল চূর্ণ ১৬ তোলা, মধু ষাণ্ঠা মর্দন করিয়া মোদক করিবে। ৪০ তোলা মাত্রার প্রাতঃকালে ঈতল জল সহ বা চট্ট সহ সেব্য। অধিক মলভেদ হইলে, গুরুমজল পান করিবে। ইহা বিরেচক। স্তূতরাস কোষ্ঠহ উদারবর্ধনাদিতে বিশেষ ফলপ্রদ।

স্ব-স্বীকৃতি, (মনসাসীজ) পঞ্চলবণ ও বাতাস ইহাঙ্গিকে সমভাবে গ্রহণ করিয়া
মৃত, টোল, বসা (চর্কি) ও ছাগমজ্জা দ্বারা উত্তমরূপে মর্দন করিয়া নূতন মৃগধূপাঞ্জে
স্থাপন পুঙ্কক মূখ বদ্ধ করিয়া, ছুটে দ্বারা গজ-টে পাক করিবে : এই ঔষধ কোষ্ঠবল বিবেচনা
পুঙ্কক ৬০ ব্রহ্মজনা হইতে দ্বাভা করিয়া আবশ্যক মত ক্রমে স্তব্ধ করিয়া প্রয়োগ করিবে।

তিল তৈল ১৬ সের কাখার্ব—বিষমূলের ছাল, গণিয়ারী ছাল, নাওসোণা পারুল ছাল, পালিখাছাল, গন্ধদাছালিরা, অম্বসকা, যুহতী, মটকাটী, বেড়োলামূল, গোরক্ষচাকুলে, গোকুর, পূর্ণবা, প্রত্যোক মল পল, জল ৪ স্রোণ (৬৪ সেরে ১ স্রোণ) শেষ ৬৪ সের।
 ককার্ব—গুলকা, দেবদারু, ভটামাংসী, শৈলজ, বচ, রক্তচন্দন, তগরশাহুকা, কুড়, এলাচি, শালপাণি চাকুলে, যুগানী, মবালী, কান্না, অম্বসকা, সৈকব, পুনর্বা, প্রত্যোক দুই পল
 লাকার্ব—মতমূলী ১১ স ৬ সের, ভাগ অথবা গবাক্ষ ৬৪ সের ইহা মালিন করিলে
 কোষ্টক, পুত্ৰাংসক, বাক্তক এবং প্রয়োগত বায়ু প্রশমিত হয়। বাতপ্রধান জীর্ণজরেও
 ইহা প্রযুক্ত এইরা থাকে।

তিলটৈল ৩২ সের, কাষাৰ্ঘ্য—বেলচাল, অম্বসকা, ধুহতী, গোক্ষুর, নাওদোণা,
বেড়েলা, পালিধাছাল, কটকাঠী, খেতপুনৰ্ভবা, গোন্ধচাকুলে, গুণিয়াতী, গজভায়ালিয়া
পাকলছাল প্রত্যেক ২৪ সের, জল চ দ্রোণ শেষ ২ দ্রোণ ছাগ বা গবাদৃষ্ট ৩২ সের,
শতবুল্লীরস ৩২ সের।
কর্কার্ষ্য রাস্না, অম্বসকা, মোরী, দেবদারু, কুড়, শালিপানি,
চাকুলে, মৃগানী, স্বঃস্থী অঙ্কুর, নাগকেশর, শৈবব, ভটাযাংসী, হরিদ্রা, বাক্রহরিদ্রা,
শৈলক, চন্দন, কুড়, এলাচি ঝাঙটা, বটিমধু, তগংগাহকা, মুতা, তেজপাত, ফুলফাজ,
জীবকাষি অষ্টবর্ণ, বাণী, যষ্টি, পলাশবুল, পেঠেলা, খেতপুনৰ্ভবা, চোরপুল্লী প্রত্যেক
২ পল। কেহ ২ গজভায়াৰ্ঘ্য নিম্ন লিখিত দ্রব্য গ্রহণ করেন। যথা—এলাচি, চন্দন, কুঁহুম,
অঙ্কুর মূৰ্ম্মাংসী, কাকণী, ভটাযাংসী, শচী, শতলকাষ্ঠ, তেজপাত, পেঠেলা, কর্পূর, শৈলক,
অঙ্কুর মূৰ্ম্মাংসী, কাকণী, ভটাযাংসী, শচী, শতলকাষ্ঠ, তেজপাত, পেঠেলা, কর্পূর, শৈলক,
অঙ্কুর মূৰ্ম্মাংসী, কাকণী, ভটাযাংসী, শচী, শতলকাষ্ঠ, তেজপাত, পেঠেলা, কর্পূর, শৈলক,

ଅହାମାନ୍ୟାସନ ଟିକଣ ।

विष्णु तैत्तिरीय

ହହଃ ବିଷ୍ଣୁ ଚୈତନ ।

ইহা তচ্চিদামি।

ବର୍ଷ ଓ ଜାଗ, ଗୋପ୍ୟ ଓ ଜାଗ, କ୍ଷତ୍ର ଓ ଜାଗ, ଲୋକ ଓ ଜାଗ, ସମ୍ବାଦ ଓ ଜାଗ, ସୂଚନା ଓ ଜାଗ.
ଅନ୍ୟ:-

বেদনার রস, মিশ্রিল, ত্রিকলাঙ্গল ইত্যাদি। বেদনা, জ্বালা, হৃদে কদম্বালেবু প্রকৃতি
শুশ্রূষা।

হিং, সচলবর্ণ, শুঠ, তলুকা, তগরশাটুক, বাঙ্গা, কুড় ও দেবদাক এই সমস্ত দ্রব্য কাঁজি
দ্বারা পেষণ করিয়া ঔষধ-করতঃ প্রলেপ দিলে কোষ্ঠস্থ ও পকাশয়স্থিত বায়ু প্রশমিত হয়।
ইহাতে মধু ও হুড় সেবন নিষিদ্ধ। বৃহৎবাতিচিস্তামণি চিনি বা মিশ্রসহ পান করিলে
অতিশয় আগ্রাসি হইতে পারে না। বায়ু অত্যন্ত সঞ্চিত হইলে, শুঠ সেবন অতিশয় গর্হিত।

আমাশয় পাত বায়ু চিকিৎসা

ইহাতে ষড়্ধরণযোগ, পূর্কোক্তকণ বৈদ্য, রেখনাশক ভেষজ ও অন্নপান, পঞ্চকৌল-
চূর্ণ বা তৎসাধিত কষায়, ককচিস্তামণি, চিত্রকাদিগুড়িকা এবং অগ্নিমুচ্চূর্ণ
হিতকর। পুণ্যতন অবস্থায়—মহালক্ষ্মীবিলাস, রসোনতৈল, সৈন্ধবাণ্ডতৈল,
মূলকাণ্ডতৈল ও রসোনপিণ্ড ভেষজ কলপ্রদ। বাতাবিক অবস্থায়—আদিত্যপাক-
গুণ্ণুলু, ত্রয়োদশাঙ্গ গুণ্ণুলু এবং অবস্থাবিশেষে বৃহৎবাতিগজাক্ষুণ ব্যবহার
করিবে।

ষড়্ধরণ যোগ।

রক্তচিত্তে মূল, ইন্দ্রবর, আকনাদি, কটুকী, আট্টব, হরীতকী প্রত্যেক সমভাগ। বাত্রা
৫ রতি। অন্নপান—ঔষধক জল। ইহাতে মেদঃকফাত্তরাধি আরোপ্য হয়।

রসোন তৈল

তৈল ৮ সের, রসোন ১ সের, কাথার্ধ—রসোন ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের,
পাকার্ধ জল ১৬ সের। এই তৈল বাতপ্রেখনাশক এবং আমবাতে অতিশয় হিতকর।

সৈন্ধবাণ্ড তৈল

সৈন্ধব ২ পল, শুঠ ৫ পল, শিপুলমূল ২ পল, চিত্তেমূল ২ পল, ভগ্নাতক আঠি ২-টী,
কাঁজি ৩২ সের, পাকার্ধ তৈল—৮ সের। ইহা বাতকফহর এবং আমবাত, গৃহ্মণী ও
উকবেদনানাশক।

মূলকাণ্ড তৈল

তৈল ৮ সের, মূলকের বরস বা শুষ্ক মূলকের কাথ ৮ সের, হুড় ৮ সের, তরল অন্ন
দধি ৮ সের, কাঁজি ৮ সের, কথার্ধ—বেড়েলামূল, সৈন্ধব, চিত্তেমূল, শিপুল, আট্টব, বাঙ্গা,
চই, অণ্ডক, চিত্তেমূল, ভগ্নাতক, বট, কুড়, গোক্ষুর, শুঠ, হুড়, শটী, শেলশুঠ, তলুকা, তগর-
শাটুক, দেবদাক মিলিত ১ সের। ইহাতে কফযুক্তবায়ু, আম ২ নানাবিধ বেদন
প্রশমিত হয়।

রসোনপিত্ত

রসোন (খোসা রহিত) ১০ পল, হিং, জীরে, টৈলক, সচললবণ, ত্রিকটু প্রত্যেক ৮০ মানা। মাত্রা ৪০ তোলা। অন্নপান—এর শুণ্ডনের ছালের কাথ, অভাবে পরমজল। কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকিলে এর শুণ্ডনের কাথই প্রশস্ত। হৃৎ রসোন সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া বিত্ত ও নির্গত করতঃ গ্রহণ করিবে। ইহা আমবাতে বিশেষ ফলপ্রসূ।

আদিত্যপাক শুগ্ণ্ডলু

ত্রিকলা, পিপুল প্রত্যেক ১ পল, দারুচিনি, এলাচি প্রত্যেক ২ তোলা, শুগ্ণ্ডলু ৫ পল, লবঙ্গের কাথে ৭ বার ভাবনা দিয়া ৮০ আনা মাত্রায় বটিকা করিবে। অন্নপান—গরম জল। ইহা দ্বারা সন্ধিপাত বায়ু, অগ্নি ও মজ্জাপাত বায়ু নষ্ট হয়। এই ঔষধ ব্যবহার কালে মাংসবৃৎ স্পর্শ্য।

ত্রয়োদশাঙ্গ শুগ্ণ্ডলু

আহ (বশিকৃত্রব্য বিশেষ), অম্বগছা, হবুবা, শুলক, শতমূলী, গোক্ষুর, বৃন্দারিকবীজ, রাসা, তলুকা, শটী বমানী, তুঁঠ প্রত্যেক সমভাগ, সর্ষপ সমান শুগ্ণ্ডলু ১০ পল, শুভসহ পেষণ করিয়া ৮০ আনা বা ৪০ তোলা মাত্রায় ব্যবহার্য। অন্নপান—উষ্ণজল বা উষ্ণজল। ইহা দ্বারা সন্ধিপাত কোষ্ঠপাত বায়ু, অগ্নি-জ্ঞাপাত বায়ু, কটীবেদনা, পূরসী এবং বাহ, পৃষ্ঠ, জাহ ও পাদপাত বায়ু নষ্ট হয়। ইহা ককবৃদ্ধবায়ুনাশক। ইহাতে বাতশ্লেষ্মজনিত জনের বেদনা এবং বোনি দোষও আরোগ্য হয়। এই ঔষধ প্রসিদ্ধ ও দৃষ্টকল।

বৃহৎ আতপজ্ঞানসুশ্রু (ককবৃদ্ধ বায়ুতে)

পারদ, অম্ব, ভীক্ষুলোহ, তাম্র, হরিতালসহ, গন্ধক, বর্ণ, তুঁঠ, বালা, ধনে, কটুকল, বরীতকী, বিষ, কাকড়াশূলী, পিপুল, মরিচ, মোহাগা প্রত্যেক সমভাগ। মৃত্তী ও নিসিন্দা রসে পৃথক ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অন্নপান—আদারস বা আদা নিসিন্দা পাতার রস ও মধু। এই রোগে ককবৃদ্ধক ত্রব্য ও ক্রিয়া ত্যাগ করিবে এবং ককবৃদ্ধক ও ক্রিয়ার উপযোগ করিবে।

অম্ব পক্ষাশয়গত বায়ুর চিকিৎসা

পক্ষাশয়গত বায়ুতে, দুগ্ধসহ এই ঔষধ প্রকৃতি বিরুদ্ধক মেহপদার্থ পান করিয়া, বিত্তক পরীত হইলে, স্নেহলবণ বা কল্যাণলবণ ব্যবহার করিবে। “হৃৎতে” পক্ষাশয়গত বায়ুতে কাণ্ডলবণ ও পত্রলবণের উল্লেখ আছে। উহা বিশেষ ফলপ্রসূ বিবেচনায় উদ্ধৃত হইল। কেহ ২ এইরোগে হিঙ্গা, মিচুর্ণ প্রয়োগ করেন, কেহ উহা সুগ্ধের পক্ষে বিতর্কক নহে। ইহাতে বজ্রকায় ও ভাস্করলবণ উপকারী। জীর্ণ বায়ুর চিকিৎসায়, বৃহৎ বাতচিকিৎসায়, চিকিৎসানিচতুর্ন্থ বৃহৎ চিকিৎসানিচতুর্ন্থ ও নারায়ণ

টৈলের অভাব হিতকর। মনভেদের পর বায়ুনিক্ত হইলে আশ্বাসকাজিক, শার্কুল-
কাজিক, মহাশয্যবলী, অগ্নিসুখচূর্ণ, চতুর্ভূষ এবং নারায়ণবি টৈলের
অত্যন্ত কলময় ইহাতে কীলি, বেদনা, কেশর শিথিলগণা প্রকৃতি হিতকর। অতিশিথ
বায়ু সঞ্চিত হইলে হৃৎপান নিষিদ্ধ। ইহারত গুরুশাক ত্রবা তকণ, খাল ও তিক্তরস
অপব্যয়।

অকল্যাণলবণ (পকাশরসত বাতে)।

নিসা, পলাশ, ফুটক, বিব, আকম্ব, মনসালীক, আপার, পারুল, পালিখা, জনকোদয়
সজিনা, কদম মূর্খী, বাসক, নাটাকরক, করক, বৃহতী, কটীচাণ্ডী, তর তক, ঈদুবা (ভাপস
তকুণ্ডি), গণিয়ারী, কদলী বেতপুনর্বব, বালা গোম্ব বাধানর্শনা, বেতপুন্, বটীপাকলী
ও অশোক। এই সবত ত্রব্যের বধানতব আর্দ্র মূল, পত্র, শাখা, ফল ও লতা, গ্ৰহণ
করণান্তর সৈন্ধবলবণ সহ মিশ্রিত করিয়া চূর্ণ করতঃ ঘটে হাপন পূর্বক সুব কল্য করিয়া,
গোম্ব দ্বারা গজপুটে পাক করিবে। পরে ঐ তর ৮ ভাগ ভলে আলোড়িত করিয়া ২১ বাত
ছাঁকিয়া লইবে। তখনতর পিঙ্গল্যাঙ্গিণের চূর্ণ বা হিঙ্গুদি চূর্ণ অষ্টবভাগ প্রক্ষেপ
কিয়া, কারণাকবিধানে পাক করিবে। ইহাতে পকাশর ও কোটগত বায়ু ওষ্মগ্রীহ, অগ্নিমান্দ্য ও
অজীর্ণ নষ্ট হয়। পিঙ্গল্যাঙ্গিণ রিতাব্যয় জটীয। কল্যাণ লবণের মাত্রা ১০ আনা
হইতে ১০ তোলা। অহুপান—পরমজল।

হিঙ্গুদি চূর্ণ।

হিং ১ ভাগ, বচ ২ ভাগ, বিটুলবণ ৩ ভাগ, শুঠ ৪ ভাগ, অীরে ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ,
কুড় ৭ ভাগ। ইহার মাত্রা ৮০ আনা। অহুপান জৈবহৃৎজল বা কীলি।

কাণ্ড লবণ।

জ্বীকাত, বার্তাকুল, সজিনাছাল ও সৈন্ধব একত্র কুট্টিত করিয়া দ্রুত, টৈল, বলা ও
মজা দ্বারা মাখিয়া ঘটে হাপন পূর্বক সুব অবরুদ্ধ এবং লিঙ্গ করিয়া গোম্ব দ্বারা গজপুটে
পাক করিবে। মাত্রা ৮০ আনা। অহুপান—পরমজল।

পত্র লবণ

একত বটীপাকলি, নাটাকরক, তরক, বাসক, সোণালু ও রক্তচিত্তে। ইহারের আর্দ্র-
পাতা, সৈন্ধব সহ কুট্টিত করিতঃ বেহঘটে হাপন করতঃ পূর্বক গোম্ব দ্বারা গজপুটে পাক
করিবে। মাত্রা ৮০ আনা। অহুপান—পরমজল। ইহা আশ্বাসরসত বায়ুতেও হিতকর।

চিস্তামনি (কৈল)

মনসিধুর ২ তোলা, অম্ব ২ তোলা, সৌহ ১ তোলা, বর্ণ ১০ তোলা, শুভকুমারীয়ে বর্ণন
করিয়া ১ রতি বটা করিবে। অহুপান—ত্রিকলাতিভান জল ও মধু। অবস্থাৎকেন্দ্রে হুনিট
ইন্দ্রাশ্রম, ইজুরস প্রকৃতি সহ এই ঔষধ লবণক হুই।

চিকিৎসাবি চতুর্নুখ ।

বর্ষসিদ্ধ ২ তোলা, অন্ন ২ তোলা, সোহ ১ তোলা, বর্ষ ৪- তোলা, দ্রুত কুশারীকল
ধ্বন করিয়া এরতপন্ন দ্বারা যেটন পূর্বক ৩ দিন বাতরাশির মধ্যে রাখিবে । বর্ষ
২ রতি । অল্পপান—ত্রিকলাভিকান বস ও মধু । ইহাতে উজ্বল, অগ্ন্যাদ, দাতক-
নিরোরোগ এবং তত্ত্বাত্তলমিত নানাবিধ পীড়া আরোগ্য হয় । -

বৃহৎ চিকিৎসাবি চতুর্নুখ ।

কঙ্কালী ১০ সিকি, সোহ ৮০ আনা, অন্ন ৮ আনা, বর্ষ ১০ আনা, বর্ষসিদ্ধ ৮০ আনা,
বর্ষ ৮০ আনা, দ্রুত ৮০ আনা, প্রবাল ৮০ আনা, বৈজ্ঞানিক ১০ আনা, দ্রুতকুশারী ৪০,
আমলকীর কাথে ও বহেড়ার কাথে তাৎকা দিয়া ২ রতি বর্ষ করিবে । অল্পপান—ত্রিকলা-
চূর্ণ ও মধু ।

অথ বস্তিগতবান্দ্রু চিকিৎসা

বস্তিগত বান্দ্রু অত্যন্ত দুঃখ । এইরূপে বান্দ্রু কুপিত হইলে, প্রাণের মূলাঘাত,
দ্রুতকৃত্ত এবং অমরীরোগ অথবা প্রবল উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইহাতে অগ্ন্যাদ বান্দ্রু
উৎপন্ন হইয়া থাকে । একত্র ইহাতে তদন্যেটে আত্মাক্রোশাদি তৈত্তলেজ্ঞ অত্যন্ত
এবং অল্পলোমক ও প্রত্যাবকারক ঔষধ সেবন করা বিতর্ক্য । ইহাতে মূলাঘাত ও
অমরী চিকিৎসাবিধি সর্বথা অবলম্বনীয় । যত বিশোধনার্থ কুশারীকলমূলসাবিত্ত
দ্রুতপান করিবে । বান্দ্রু অত্যন্ত প্রকোপ লক্ষিত হইলে, মেঘ্রব্য দ্বারা উত্তরবস্তি
কলপ্রব । প্রায় কালের কর্কাট (কাকোড়) বীজ ১০ তোলা, পৈত্তব ১০ সিকি, কঁাঙ্গি
দ্বারা পেষণ করিয়া কঁাঙ্গিসহ পান করিলে বস্তিগত বান্দ্রু অল্পলোমক হয় । ইহা
প্রত্যাবকারক । পোকুর, মতমূলী ও এরতমূলের ছাল দ্বারা বদ্যবিধি দ্রুত পাক করিয়া
পান করিলে বিশেষ কললাভ হয় । মূত্রদ্বারে কপূরচূর্ণ প্রবেশ করাইলে প্রত্যাব
হইয়া অল্পলোমক হয় । বক্রণ, তর্ভ ও পোকুরের কাথ করিয়া, তাহাতে ববকার ১০ সিকি,
তোলা ও শুক ১০ সিকিতোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিশেষ উপকার হয় ।
বাতগত বান্দ্রুতে শিলাকটু, সোহা ও পোকুর শ্রেষ্ঠ । স্তত্রাৎ ইহাদের না-রুপ
কল্পনা করিবে । পোকুরের কাথে ববকার ১০ সিকি বিশাইয়া পান করিলে, বস্তি-
বিকৃতি নষ্ট হয় । তুক্রবিবক ও বান্দ্রু প্রকোপে, শিলাকটু সেবন বিতর্ক্য ।

অজ্ঞানকাজ ১০ সিকি ও চিনি ১০ সিকি শীতলজল সহ অথবা বক্রাণ চিনিরসসহ
পান করিলে বা স্ত্রহৎপ্রাণ্ডিচিকিৎসা চিনিরস সহ পান করিলে বস্তিগতবান্দ্রু সমতা
প্রাপ্ত হয় । ইহাতে 'আর্য্যাকাজিক, মার্জুল, কাঞ্জি ও প্রাকারিষ্ট' কলপ্রব ।

বান্দ্রু—বক্র, মাতুল, দ্রুত ও পিত্তাৎ হইলে, কলমূল, কুশারীকল, ও বক্রাণ দ্বারা

রক্ত বোজন করিবে। তে বায়ুর আবরণ রক্তের অগম্য হইয়া ব্যাধির উপশম হইবে। আঘাতের মতে রক্ত নিঃসরণ কিরা ছুটোছুটিপূর্ণ নিরাগতবায়ুতেই প্রসৃত। স্বকণ্ড বা মাংসগত বায়ুতে অত্যন্ত ও উপনাস কলপ্রদ। অত্যন্তের নিমিত্ত বায়ুছায়াস্বরেস্তৈল, মহাকুকুটমাংসতৈল ও মাষবলাদিতৈল হিতকর।

বায়ুছায়াস্বরেস্তৈল।

তিল তৈল ১৫ সের, বেড়লা ১২৪ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দশমূল ১২৪ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কঙ্কার্—মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কুড়, এলাচি দেবদারু, ঐলজ, সৈন্ধব, বচ, কাকলা, পদ্মকাষ্ঠ, কাকড়াশূলী, তপসপাহিকা, শুলক, মৃগানী, মাষাগী, শতমূলী, অনন্তমূল, ভ্রামালতা, শুলকা পুনর্বা এতোক ২ তোলা। ইহাচারি আক্ষেপ, গাত্রকম্প, অগম্য ও উন্মাদ প্রভৃতি নষ্ট হয়। ইহা স্বপ্নগত বায়ুতে বিশেষ ফলপ্রদ।

মহাকুকুটমাংস তৈল।

তিল তৈল ১৫ সের, মাষকালাই ১৫ সের, দশমূল ১৬৪ সের, বেড়লামূল ১৫৪ ছটাক, কেওকীমূল ১৫৪ ছটাক, ঝিটীমূল ১০১ সের, কুকুটমাংস ৩০ পল, জল ১২৮ সের, শেষ ১০২ সের হুঙ্ক ১৬ সের। কঙ্কার্—জীবকাদিঅষ্টবর্গ, মঞ্জিষ্ঠা, পুনর্বা, চই, ককল, ত্রিকটু, রাসা পিপুল, বট্টিমধু, কুড়, মাষকালাই, আলকুশীবীজ, এরণ্ডমূল, শুলকা বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, সচলবণ, পিপুল, অমগধা, শুলক, বমানি, ইন্দ্রবব, শতমূলী, শঠী, শুঠ, পিপুল, মুতা, হরিস্রা, লাক্ষরিস্রা, শতমূলী, বৃহত্তী, কটিকারী এতোক ২ তোলা। (যে সকল জব্য দুই বার বা ততোধিক বার উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের ২ ভাগ বা ততোধিক ভাগ লইতে হয়।) ইহাতে পক্ষাঘাত, অর্জিত, হৃতাদি কল্প, অববাহক, কলারথক, কর্ণনাশ, অগতানক ও অল্পবৃদ্ধি প্রভৃতি নষ্ট হয়। এই তৈল মাংসগত বায়ুর বিশেষ উপকারী।

মাষবলাদি তৈল।

তিল তৈল ১৫ সের, মাষকালাই, বেড়লা, রাসা, দশমূল, গন্ধতাদালিরা, শুলকা এতোকের কাণ ১৫ সের, ঘবি, হুঙ্ক লাক্ষারস, কালি এতোক ১০ সের, শতমূলী, কুমিহুমাত্র, এতোকের বরস ১২ সের, কঙ্কার্—শুলকা, মোরী, মেথী, রাসা, গজপিপুল, মুতা, অমগধা, পোশুল, বট্টিমধু, নাগপাণি, চাকুলে, বেড়লা, কুম্যামলকী এতোক ১০ তোলা। এই তৈল শিরা ও রক্তগত বায়ুতে শ্রেষ্ঠ।

আবৃত্ত বায়ুতে, প্রথমতঃ আবরণ পদার্থ নিঃসারিত করিয়া 'পঞ্চাং বাতনাশক' কিরা করিবে। সুতরাং অবস্থাবিশেষে রক্তবোজন করিবার পর বাতহর উপনাস বা প্রলেপ প্রয়োগ

অগ্নিতে উপন্যাস (উষ্ণপ্রলেপ)—মসিনা, ভেড়োবীজ ইত্যাদি
পাটের পয়স করতঃ উপন্যাস দিবে।

মাংসগতে উপন্যাস (উষ্ণপ্রলেপ)—মসিনা, কুড়, বচ, যব ও সিঁড়িবীজ
একত্র পেষণ করিয়া গাংন করতঃ উপন্যাস দিবে।

জলগতে প্রলেপ—পঞ্চপ্রলেপ ইত্যাদি পেষণ করিয়া দুতসহ ইষদ্রক
করতঃ প্রলেপ দিবে অথবা মসিনা, বেড়োলাবুল ও এরণ্ডবীজ ইত্যাদি পেষণ করিয়া ইষদ্রক
করতঃ প্রলেপ দিবে।

শিরাগতে—রক্ত বোষণ করিয়া, লবঙ্গ, কাঁজিয়ারা পেষণ পূর্বক ইষদ্রক করতঃ প্রলেপ
দিবে। কেবল মসিনার উষ্ণ উপন্যাসেও উৎকর্ষ কললাভ হয়। শিরাগত বায়ুতে
“সম্মোহপঙ্কজকেশজী” এবং বিলক্ষণ কলপ্রদ।

তৃণভ্রাত্তে প্রলেপ—কুলশঠ, কুলশকলাই, দেবদারু, রায়া, মাষকলাই,
মসিনা, এরণ্ডবীজ, কুড়, বচ, তুলকা ও যবচূর্ণ, ইহাদিগকে কাঁজিয়ারা পেষণ করিয়া
ইষদ্রক করতঃ প্রলেপ দিবে। শিরাগত বায়ুতে নকুলতৈল, ব্রহ্ম বাতাসিতৈল,
মহামাষতৈল এবং মহাকুকুটমাংসতৈল ব্যবহার হইতে পারে। সপ্তশতী-
প্রসারিত্রী প্রভৃতি তৈল কৃত্তিক প্রসারক বিধায়, শিরাগত বায়ুতে স্তম্ভপ্রসৃত। আক্ষেপ, খবী
ও পত্নী প্রভৃতি শিরাগতবায়ুর কার্য। কুক্ষ্যমাংসতৈল ককপ্রধান বাতকাথির ঔষধ।

নকুলতৈল।

এরণ্ড তৈল /৪ সের, লবঙ্গুলের কাথ /৪ সের, নকুল মাংসের কাথ /৪ সের, কাঁজি-
/২ সের, দধিরমাত /৪ সের, জল ১০ সের, ককার্ধ—বটীমধু, জীরে, রায়া, সৈন্ধব,
তুলকা, মমানী, মরিচ, কুড়, বিড়ঙ্গ, গজপিপ্পল, সচলগবণ, বনবমানী, বেড়োলা, বচ,
পিপ্পলমূল, তৈলজ, জটামাংসী প্রত্যেক ৪ তোলা। আনরা তিলতৈল দ্বারাও ইহা পাক
করিয়া থাকি। ইহাতে শিরাগত বায়ু, বাতজনহানীর কাম্পন, আমবাত, মাংসগত বায়ু
ও বেদনা নষ্ট হয়।

ব্রহ্ম বাতাসিতৈল।

পদ্মভাদ্রালিঙ্গা ১২৪ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১০ সের, কবুতরের মাংস ২ সের,
সেই মাংস /২ সের, মাষকলাই /৪ সের এই তিন দ্রব্য পৃথক পোট্টলীতে করিয়া পাক
করিবে। শাকার্ধ—জল ৬৪ সের, শেষ ১০ সের, তিলতৈল ১০ সের, কাঁজি ৩২ সের,
আদার রস ৩২ সের ককার্ধ—বেড়োলাবুল, তেলপত্র, তুঙ্গরাজ, পুনর্বা, বেগছাল, ভাণ্ডুলী,
শিখালছাল, কুমিচন্দ্রক, ডহরকর প্রত্যেক ২ তোলা।

অগ্নি ব্রহ্ম বাতাসিতৈল।

তিলতৈল /১ সের, ককার্ধ—ককজীরে ৪ তোলা, দুতরমূল ৩ তোলা, ধোলাগা
ম্যানী ৪ তোলা, চিতামূল ৪ তোলা, রসোন ৪টী, কুঁচিলাবীজ ৪টী, মরিচ ৪ তোলা।

মহাআমল তৈল।

ভিলটৈল ১৪ সের, মধ পোষ্টলীষক মাংসকাণ্ট ১৪ সের, মধমূল ১৬ সের, মধ পোষ্টলীষক ছাগ (নপুংসক প্রাপ্ত) মাংস ১০৮ সের, অঙ্গ ৬৪ সের, শেণ ১৬ সের, হুঙ্ ১৬ সের, পাকার্ধ—জল ১৬ সের। কঙ্কার্ধ—আলকুখীবীজ, এরণ্ডমূল, শুলকা, সৈন্ধব, বিটলবণ, জীবনীরগণ, মজিঠা, চই, চিতেমূল, কটুকল, ত্রিকটু, পিপুল-মূল, রাঙ্গা, বটমধু, সৈন্ধব, দেবদাক, শুলক, কুড়, অখণ্ডা, বচ, শর্টা, প্রত্যোক ২ তোলা। ইহাতে শিরাগত বায়ু, আক্ষেপ, অদ্বিত, পক্ষাঘাত, অববাহক, কক্ষাঘাত, কলায়ক ও পক্ষ নষ্ট হয়। ইহাতে শুষ্কবাত বেদনাও নষ্ট হইয়া থাকে।

কুর্ম্মমাংস তৈল।

এরণ্ডতৈল ১৪ সের, ছাগহুঙ্ ১৪ সের, প্রসারসীরস ১৪ সের, মধি ১৪ সের, কঁাজি ১৪ সের, মণীলতা কীর ১২ সের, কুর্ম্মমাংস ১৪ সের, কঙ্কার্ধ—বিড়ল ৬৪/৪ রতি, কুড় ৬৪/৪ রতি, ত্রিকটু ২০ তোলা, রাঙ্গা, বমচালিতামূল, কুঙ্করী, মূতুকুম্বমূল, কুর্ম্মপাতা, জরিয়া, সৈন্ধব প্রত্যোক ৬৪/৪ রতি।

পাক্ষ্ম শ্মান্কার্ধ—কুড়, নখী, খেচলন, পল্লকাঠ, জটামাংসী, বচ, শৈলজ, খাটানী, দাকটিন, এলাচি, মোরী, মুরামাংসী, কপূর, মূতা প্রত্যোক ১ তোলা, পাকার্ধ—জল ১৬ সের। ইহাতে কক্ষপ্রধান বাতব্যাদি আরোগ্য হয়।

বাতরক্তোক বৃহৎ অমৃতাত্তৈল, রুদ্রতৈল ও কুটোক মহাত্বক তৈল যোগত বায়ুতে ও যগবিকৃতিতে আরোগ্য হইতে পারে। কুটোক তালসমু, তালভস্ম, মানিক্যরস, অমৃতাকুরলৌহ ও অমৃতাদিকষায় সেবনে বা নিষগুলকের রসসহ কৃষ্ণচতুর্শুধ ব্যবহারে বায়ুজনিত যগবিকৃতি নষ্ট হয়।

কৃষ্ণচতুর্শুধ।

পারদ, পক্ষক, লৌহ, অঙ্গ প্রত্যোক ১ তোলা, স্বর্ণ ১০ সিকিতোলা, স্তুতকুমারীরসে সর্জন করিয়া এরণ্ড পত্রদ্বারা বেটন করতঃ ৩ দিন বাতরাশির মধ্যে রাখিবে। পরে উদ্ধৃত করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অঙ্গপান—ত্রিফলাজল ও মধু। এই ঔষধ কক্ষমূল বা আমলমূলক বায়ুতে এরণ্ডমূলের রস প্রকৃতি সহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা উগ্রাদ অগ্নয়ার ও শিরোগত বায়ুনাশক। বাতজ বা বাতককল বেদনা নাশার্ধ স্বতন্ত্র অঙ্গপা ব্যবহার করিবে।

যগপ্রপায়, রক্ত দ্বিভ করিয়া পীড়া উৎপন্ন করে। স্তুতরাং ইহার চিকিৎসা বাতরক্তে জায়। বহিঃ মূত্র ৩ মাসে বায়ুপ্রশমনক, তথাপি উহা যগপ্রপাত বায়ু প্রকোপ্য নহে। যকের প্রকৃতি থাকিলে, হৃৎকৃতাদি, বিশিষ্ট পথক্রমে পী পশিত, হইতে পারে। কৃষ্ণচতুর্শুধ যগপ্রপাতবায়ুতে বিশেষ কলপ্রদ এ

অবহাবিশেষ ইহা রক্তগত, বায়ুতেও প্রয়োগ করা যায়। রক্তগত বায়ুর চিকিৎসা বাতরক্তের দ্বারা। মাংসগত বায়ুতে, বৃহৎ বাতগজাকুল, কৃষ্ণচতুর্ভূষ, নারদীয়-লক্ষ্মীবিলাস, যোগরাজগুণ্ণুলু ও শিবাগুণ্ণুলু প্রয়োগ করিবে। ইহাতে যেদ, নকুলতৈল, সৈন্ধবাদি তৈল, মহাকুটুমাংসতৈল এবং অবহাবিশেষে মহামাষতৈলের অভ্যঙ্গ বিশেষ উপকারী। সৈন্ধবলবণের "পটী" দিলে আত্ম বেদনা প্রশান্ত হয়। পরিমিত জলে সৈন্ধব দ্রবীভূত করিয়া তদ্বারা দিনে ৪।৫ বার পটী দেওয়া আবশ্যিক। এই ক্রিয়া রাত্রিতে প্রযোজ্য নহে।

শিরাগত বায়ুতে, বায়ু আশ্রয়, অন্তরায়ান, খরী, অকোপ ও কোঅনাশক ঔষধ ব্যবহার্য। পূর্বে শিরাগত বায়ুতে যে সকল তৈল নির্দিষ্ট হইয়াছে, হাদের অভ্যঙ্গ শাঙ্গপন্থেদ, রক্তমোক্ষণ, ছাগাচ্য স্তূত, যোগেন্দ্ররস বা রসরাজ ঔষধ কলগ্রহ। কৃষ্ণতিলের যেদ, সৈন্ধবলবণের যেদ ও মাষকলাইরের যেদ অবহাবিশেষে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তন্ত্রদার্বাদিগণের কষায় বা বাজিগন্ধাদিক্রাণ ইহাতে বিশেষ উপকারী।

যোগেন্দ্ররস।

রসসিন্দূর ১ তোলা, বর্ণ, লৌহ, অত্র, মুক্তা, বঙ্গ, প্রত্যেক ৪০ তোলা, স্তূতকুমারী রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া এরপক্ষে বেঠেন পূর্বক ৩ দিন ধাত্রাশির মধ্যে স্থাপন করিবে। অনন্তর উদ্ধৃত করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অম্লপান—ত্রিকলাতিজান জল ও মধু অথবা চিনির জল। শিরাগত বায়ুতে—যেতবেড়ালী মূলের রস অথবা এরপমূলের রস। এই ঔষধ পিরোরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রসরাজরস।

রসসিন্দূর ৮ তোলা, অত্র ২ তোলা, বর্ণ ১ তোলা, স্তূতকুমারীর রসে মর্দন করিয়া তৎসহ গোপ্য, লৌহ, বঙ্গ, অমলকী, লবঙ্গ, বৈদ্রী, কীরকাকোলী প্রত্যেক ৪০ তোলা মিশাইয়া কাকমাচীর রসে মাড়িয়া ৩ রতি বটী করিবে। সাধারণ অম্লপান—জল বা চিনির জল। শিরাগত বায়ুতে এই ঔষধ বেড়েলার রস বা এরপমূলের রস সহ সেব্য। ইহাতে পক্ষাঘাত, অর্জিত, অপভানক, ধমুতন্ত্র, শিরশ্চালন প্রভৃতি নষ্ট হয়। ইহা শুদ্ধবায়ুর উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ম্যোগেন্দ্ররস পিত্তাধিত বায়ুতে বিশেষতঃ বাতুক্ষয়জনিত শিরোরোগে বিশেষ ফলপ্রসূ। শুদ্ধবাতে—ছাগ, ময়ূর, হাঁস, কপোত ও কুটু মাংসের অথবা জলজ বা আনুপ মাংসের সৈন্ধবসংযুক্ত যেদ বিশেষ উপকারী। শিরাগত বায়ুতে এই সকল মাংসের যেদ ও যুতকণ পরস হিতকর। রক্ত মাংস ও মেদোগত বায়ুতে বিরোচন অবশ্য প্রযোজ্য।

মেনহ বায়ুর চিকিৎসা, মাসেগত বায়ুর জ্বর। মজা ও অস্থিগত বায়ুতে ছাগলাক্ত দ্রুত ও নকুলাক্ত দ্রুত পান, মহাকুজুটমাংস তৈল, মহামাষ তৈল বা "মহাবলাতৈল" প্রভৃতির অভাব করিবে।

নকুলাক্ত দ্রুত।

দ্রুত ১৪ সের, নকুল মাংসকাণ ১৪ সের, দশমূলের কাথ ১৪ সের, মাষকলাইয়ের কাথ ১৪ সের, বেড়েলার কাথ ১৪ সের, শতমূলীররস ১৪ সের, ছড় ১৪ সের।
কঙ্কার্ধ—জীবনীর দশক, কাঁকলা, কীরকাকলা, এলাচি, দারুচিনি, তেঁতপাত, ত্রিকটু, ত্রিকলা, মৃত্তা, অনন্তমূল প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা সেবনে আক্ষেপ, পক্ষাঘাত, উগ্রাঘ, অপস্মার, হস্তানিকম্প, মুকতা এবং দল্বা ও পার্শ্বাঙ্গিগত বায়ু প্রশমিত হয়।

ছাগলাক্ত দ্রুত।

দ্রুত ১৪ চারি সের, ছাগমাংস (নগুংসক) ৫০ পকাশ গল, দশমূল ৫০ পকাশ গল, পাকার্ধ—জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, ছড় ১৪ সের, শতমূলীররস ১৪ সের।
কঙ্কার্ধ—জীবনীর দশক মিলিত ১১ সের। ইহাতে অর্ধিত, আক্ষেপ, পক্ষুতা, মুকতা প্রভৃতি শুদ্ধবাতন বাতব্যাধি আরোগ্য হয়। মাত্রা ৫০ তোলা। অধুপান—উষ্ণদ্রুত। ইহা মালিশেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বৃহৎ ছাগলাক্ত দ্রুত।

দ্রুত ১৬ সের, কাথার্ধ—নগুংসক ছাগমাংস ১০০ গল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, তরুণ দশমূলের কাথ ১৬ সের, অস্থিহাড় কাথ ১৬ সের, বেড়েলার কাথ ১৬ সের, ছড় ১৬ সের শত-মূলীর রস ১৬ সের।
কঙ্কার্ধ—জীবনী, বটমধু, লাক্ষা, কাকোলী, কীরকাকোলী, নীলোৎপল, (অতাবে হুঁদিমূলের মূল) দ্রুত, রক্তচন্দন, দালি, মৃগানী, মাদাকী, ভামালতা, অনন্তমূল, মেঘ, মহামেঘ, জীবক, শ্ববতক, কুড়, শটী, দারুহরিদ্রা, গিহকু, ত্রিকলা, তগরপাহুকা, ভালীশপত্র, পদ্মকাঠ, এলাচি, শতমূলী, তেঁতপাত, নাগকেশর, জাতিপুষ্ণ, ধনে, মজিষ্টা, দাড়িম, দেবদারু, চেণ্ডুক, এলবাণ্ডক, বিড়ঙ্গ, তেরা প্রত্যেক ৪ তোলা।
তাম্রপাত্রে মুহুর্মুহিতে পাক করতঃ ছাঁকিয়া দ্রুত হইলে, তাহাতে ১২ সের চিনি মিশাইয়া মিস্ত্র মৃগরপাত্রে রাখিবে। আদিকাল চিনি মিশাইয়া রাখা হয় না। মাত্রা ৫০ তোলা। অধুপান—উষ্ণদ্রুত। ইহা পানে ও অভাঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে অর্ধিত, আক্ষেপ, অপভ্রানক, ধমুতন্ত্র, পক্ষাঘাত, সর্কাসবাত, কল্পবাত, অববাহক, অংশনোষ ও শযী প্রভৃতি আরোগ্য হয়। ইহা কৃষা, রসাধন ও বৃংহণ। এই ঔষধ কলকত্রেও ব্যবহৃত হয়। অমৃতপ্রাণদ্রুতের পরিবর্তে ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বাতব্যাধি, উগ্রাঘ ও অপস্মারের বোগী ক্ষীণ হইলে, এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রসূ। ইহাছাদা ইন্ড্রশক্তির বৃদ্ধি হয়।

মহাবলাতৈল (স্ত্রুতোক্ত) ।

তৈল ১৪ সের, খেতবেড়ো মূলের কাণ ৩২ সের, দশমূলক, কাণ ৩২ সের, ধব, তুলসী ও তুলসীকাণাই ইহাদের মিলিত কাণ ৩২ সের, হুঙ্ক ৩২ সের। কন্ধার্ব—কাটকাল্যাঙ্গিগণ, সৈন্ধব, অগুরু, ধুনা, সরলকাঠ, দেবদাক, মজিষ্ঠা, রক্তচন্দন, তুড়, এলাচি, তগরপাহুকা, জটামাসী, শৈলজ, তেজপাত, তগরপাহুকা, অনন্তমূল, বচ, লতামূলী, অম্বলকা, শুলকা, পুনর্নবা মিলিত ১১ সের। এই তৈল স্বর্ণ, রৌপ্য অথবা মুগ্ধরপাত্রে (মুক্তিকাপাত্রে) পাক করিয়া সিন্ধুভাণ্ডে স্থাপনপূর্বক সুখ ঢাকিয়া রাখিবে। ইহাতে ক্ষয়ক্ষতি নানাবিধ বাতব্যাধি নষ্ট হয়। ইহার দ্বারা বায়ুধ্বংসক তৈল অভিবিবল। এই তৈল ৬ মাস ব্যবহারে অশ্রুত্বাৎ এবং স্মৃতিকারোগ আরোগ্য হয়।

কাটকাল্যাঙ্গিগণ। স্বরা—জীবনীরদশক, মুগানী, মাষানী, শুলক, কঁকড়া মূলী বংশগোচন, পদ্মকাঠ, জাফা, পুণ্ডরিকাঠ (অভাবে শালপাণি)। ইহা বায়ুনাশক, জীবনীরক্তি বৃদ্ধিকারক ও বৃদ্ধ।

মহাবলাতৈল (চরকোক্ত)

তৈল ১৬ সের। কাণার্ব—বেড়োমূল ১০০ পল, শুলক ২৫ পল, রায়া ২০০ পল, তল ১০০ আটক (১৬ সেরে ১ আটক) শেব ১০ আটক বা ৪ মণ, দধিরমাত, ইক্ষুরস, শুক (অভাবে কঁাণি) প্রত্যেক ১৬ সের, ছাগহুঙ্ক ১৮ সের, কন্ধার্ব—শটী, সরলকাঠ, দেবদাক, এলাচি, মজিষ্ঠা, অগুরু, রক্তচন্দন, পদ্মকাঠ, আটৈতব, মূতা, মুগানী, মাষানী, রেণুক, ধিহু, তুলসী, ব্যাজননী, (অভাবে—নখী) জীবক, অম্বলক, পলাসনির্ঘাস, কতুরী, নাগুকা, জৈজী, পুকা (পিড়িংশাক) কুঙ্কুম, শৈলজ, জারফল, লতাকতুরী, বালা, দাকচিনি, রক্তচন্দন, এলাচি, কপূর, শিলারস, ক্রিষ্টী, লবঙ্গ, নখী, কঁকলা, তুড়, জটামাসী, সপত্ন, শিহু, গুঁঠোলা, তগরপাহুকা, বচ, মদনফল, মূতা, নাগকেশর প্রত্যেক ১ পল। এই তৈলে কতুরী কুঙ্কুম, কপূর, জারফল, এলাচি, দাকচিনি, তৈলসহ পাক না করিয়া উহারারা পত্রকঙ্ক দিবে। পক বস্ত্রপুত উষ্ণতৈলে গন্ধবৃদ্ধির নিমিত্ত গন্ধদ্রব্য পরিপেষণ পূর্বক নিক্ষেপ করাকে পত্রকঙ্ক কহে। এই তৈলে নানাবিধ বাতব্যাধি, অগ্ন্যত্র, শোথ, মুর্ছা ও বমন নিবারিত হয়।

অস্থিগতবায়ুতে—যোগেন্দ্ররস, বৃহৎবাতচিস্তামণি বা চিস্তামণিচতুর্মুখ ব্যবহার করা যায়। কেতক্যাদিতৈল ও মামবলাদি তৈল ইহাতে প্রশস্ত। মধ্যপত্নবায়ুতে রসরাজরস বা ত্রৈলোক্যচিস্তামণি ব্যবহার্য।

ত্রৈলোক্য চিস্তামণি ।

হীরক, স্বর্ণ, মুক্তা, লৌহ; সর্বসম অস্ত্রভয়, রসসিন্দুর অস্ত্রভয়, হুতকুমারীর রসে মর্দন করিয়া ১ রতি বটী করিবে। হীরকের অভাবে কড়িভয় ব্যবহৃত হয়। কেহ ২

৩৮ ফলিত চিকিৎসাবিধান

দৃষ্টিহীনের ব্যবহার করিয়া থাকেন। অল্পপান - দ্রব্যকে আদার রস, শুকককে মধু, পিত্তাধিত বাহুতে চিনিও দ্রুত, মেদা ও বায়ু যুগপৎ ছুই ও অসমতা প্রাপ্ত হইলে, পিপ্পলুপুর্ণ ও মধু এবং গন্ধেহে দ্রব্য। ইহা কামনাশক ও বৃদ্ধ। এই ঔষধ কফাধিত বাহুতেই বিশেষ কার্যকারী। শিরোগত বাহুতেও জ্বাশীলস প্রকৃতি সহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাতুকরম্ভ নানাবিধ ব্যাধিতে এই ঔষধ প্রযুক্ত হইতে পারে। ইহা কফ নিবারক। এই ঔষধে হীরক মিশ্রিত না করিলে ঔষধের তাবুদ উপকারিতা জন্মে না। কেহ ২ বসেন হীরকের পরিণাম করণ, সুতরাং হীরকের পটবেতে কলপাত্ম ব্যবহার করা যাইতে পারে কিন্তু আমাদের মতে তাহা সনীচীন বলিয়া বোধ হয় না। হীরকতত্ত্ববিধি মারণবিধি অধ্যায়ে উক্তব্য।

কেতক্যাদি তৈল।

তৈল ১৪ সের, কেরানুল, গোচক্ষচাকুলেনুল, শ্বেবেবেড়লা মূল মিলিত ১৪ সের জল আটতণ, শেষ ১৪ সের, কুসুমিক ১৪ সের, এই তৈল অকম।

বায়ু শুষ্কগত হইলে--শুকচুতি, শুকবহুতা, গর্তনান, গর্তীকৃতি ও তক্তের বিকার উৎপন্ন করে। শুকচুতিতে করভাদি শুড়িকা, চ্যুতিহররস, শুকচুতি ও নিম্বাদি-বটিকা ব্যবহার করিবে।

করভাদি শুড়িকা।

আকরকড়া, শুঠ, লবঙ্গ, কুসুম, পিপুল, জাফল, জাতিফুল, রক্তচন্দন প্রত্যেক ২ তোলা, শোদিও অর্ধেক ৮ তোলা, বটী ৩ রতি। এই ঔষধ রাত্রিতে শরনের পূর্বে উষ্ণদ্রব্য সহ সেব্য। ইহা শুষ্কতর, অগ্নিদোষ নিবারক, কামোদ্দীপক ও বৃদ্ধ।

চ্যুতিহররস

আকরকড়া, শুঠ, লবঙ্গ, কুসুম, পিপুল, জাফল, টেঙ্গী, রক্তচন্দন প্রত্যেক ২ তোলা, হিঙ্গুল ১০ তোলা, গন্ধক ১০ তোলা, শোদিও অর্ধেক ৮ তোলা, একত্র মর্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে। এই ঔষধ শরনে র পূর্বে উষ্ণদ্রব্য সহ সেব্য।

শুকচুতি

অত্র ২ পল, সারদ ১ পল, গন্ধক ১ পল, অর্ধেক ৮ তোলা, কুচিলা ৪ তোলা, জাতিফল ৮ তোলা, মুতুরনীল ৪ তোলা, ভূমিকুয়াণ্ড, ভূমিরাজ, তালীপত্র, নাগকেশর, নিম্ববৃক্ষফল, বটীমূল ও একলা প্রত্যেক ৮০ আনা, জাশীলসে বা সিঁচলত্রসে মর্দন করিয়া ৪ রতি বটী করিবে। শরনের পূর্বে উষ্ণদ্রব্য সহ সেব্য।

নিম্বাদিবটী

নিম্বাদি ৮০ তোলা, ত্রিকলা মিলিত ৬ তোলা, কপূর ১ তোলা, জাফল ১ তোলা,

বিষপত্রচূর্ণ ১ তোলা, কাবাবচিনি, ১ তোলা, বিড়ঙ্গ ১ তোলা, পুরাতন ইক্ষুগুড় মর্দন করিয়া ৪ রতি বটী করিবে। ইহা শরনের পূর্বে উষ্ণহৃদয় সহ সেবা।

যে ৪টা ঔষধ শুক্র-পত্ন্যনার্থ লিখিত হইল, অবশ্যক হইলে এই সকল সময়পরিবর্তন করিয়াও ব্যবহার করা যায়। ত্রিকশা, কাবাবচিনি ও পুরাতন ইক্ষুগুড় সমভাগে মাড়িয়া ৪ রতি মাত্রায় উষ্ণহৃদয় শরনের পূর্বে সেবা করিলে অগ্নিদেব নিবাসিত হয়। এই ঔষধে কলগাত না হইলে, পুরোক্ত ঔষধ ব্যবহার করিবে। ইহাতে উত্তেজক এবং আশ্রয়দাতা সেবন, আনিদ্রা, হানিজাগরণ, কক্ষমান, অকীর্ণে ভোজন, উত্তাপ সেবন, শুক্রপাকদ্রব্য উৎপন্ন লক্ষণ অতিক্রম।

অতিশয় শুক্র করিত হইতে থাকিলে, শুক্র নিবাসিনী বটিকা ব্যবহার করিবে।
শুক্র নিবাসিনী বটিকা।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অত্র, গোপা, স্বর্ণ, স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক ১০ তোলা, বংশোচন ২ তোলা, শোধিত সিদ্ধীজচূর্ণ ৮ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য সিদ্ধিপত্রের অথবা তৎকাথে মর্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে। শরনের পূর্বে ১/৮ পোয়া উষ্ণহৃদয় সহ সেবন করিবে।

শুক্র বিবর্ততার বৃহতীফলের কাপণান এবং বিরচন হিতকর। পেটে ও মাথায় লাক্ষাকাক্ষিক তৈল, মহাবিষ্ণু তৈল, মহানারায়ণ তৈল ও নারায়ণতৈল মালিশ করা হইবে। শুক্রী বৃহতী দ্বী দ্বারা মানসিক স্বপ্ন সম্পাদন, বনকর ও শুক্রল পথা সেবন হিতকর। ইহাতে পুরোক্ত বৃহৎ ছাগলাগ্ন ঘৃত, অশ্বগন্ধা ঘৃত, বৃহৎ অশ্বগন্ধা ঘৃত, গোধুমাগ্ন ঘৃত, বৃহৎ শতাবরী ঘৃত, কামদেব ঘৃত, অমৃতপ্রাশ-স্নাত বা বৃহতী স্নাত, প্রযোজ্য। অবস্থান্তরে বৃহৎ চতুস্তোদরীকাক্ষিক তৈল, মক্ষিকাক্ষিক তৈল বাসিক্তস্তুত ব্যবহার করিবে।

অশ্বগন্ধা ঘৃত।

ঘৃত, ১৪ সের, ছত্র ১৬ সের, অশ্বগন্ধার কাণ ১৬ সের। ককার্ধ—অশ্বগন্ধা ১/১ সের। ইহা মাসেবর্জক, দৃঢ় ও বাতনা।

বৃহৎ অশ্বগন্ধা ঘৃত

ঘৃত ১৪ সের, কাপার্ব—অশ্বগন্ধা ১/১১০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। চাগমাংস ২৫ সের, জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের, ছত্র ১৬ সের। ককার্ধ—জীবকাদি অষ্টবর্ণ, আল-কুশীকী, এলাচি, ষষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী, পিপুল, বেড়েল, শতবুলী, ভূমিকুমাণ্ড মিলিত ১/১ সের। পাকান্তে দীপ্ত হইলে চিনি ও মধু প্রত্যেক ১/৪ সের মিশাইয়া দ্রবভাণ্ডে রাখিবে। ইহাতে শক্তি, বল, শুক্র, তেজ ও মাসে বর্ধিত হয়।

গোধুমাগ্ন ঘৃত।

ঘৃত ১৪, কাপার্ব—গোধুম ১/১১১ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ককার্ধ—গোধুম,

বৃদ্ধাতককল, (অভাবে তালের মাষি) মাষকলাই, জাফা, পক্ষকল, কাকোলা, কীর-
কাকোলা, জীবন্তী, শতমূলী, অম্বগন্ধা, শিঙিখেকুর, যষ্টিমধু, জিকটু, চিনি, তন্নাতক
(অভাবে রক্তচন্দন), আলকুশীবীজ মিলিত ১/১ সের। দুই ১৬ সের। পাকান্তে ছাঁকিয়া
নিম্নলিখিত প্রযোজ্য প্রক্ষেপ দিবে—দারুচিনি, এলাচি পিণ্ডল, ধনে, কপূর, নাগকেশর।
তৎপর চিনি মধু প্রত্যেক ১/১ সের প্রক্ষেপ দিয়া ইজুদন্তবরা আলোড়ন করিয়া মিশাইবে।
ইহা গুরুজনক, বলা, বৃদ্ধ, বাতহর ও মূত্রকৃচ্ছ নাশক।

বৃহৎশতাবরী স্তুত

স্তুত ১/৪ সের, শতমূলী রস ১/৮ সের, দুই ১/৮ সের। কাথ—জীবক, অম্বতক,
কাকোলা, কীরকাকোলা, মেদ, মহামেদ, মুলানী, মাষাগী, জাফা, যষ্টিমধু, ভূমিকুম্মাণ্ড,
রক্তচন্দন মিলিত ১/১ সের। পাকান্তে শীতল হইলে চিনি ও মধু প্রত্যেক ১/১ সের প্রক্ষেপ
দিবে। ইহা গুরুবর্জক, বলকর, বৃদ্ধ এবং রক্তপিত্ত, অলম্বাহ, রক্তগ্রন্থ, শিরোবাহ,
মূত্রকৃচ্ছ ও বোনিশুল নাশক।

কামদেবস্তুত

স্তুত ১/৪ সের, অম্বগন্ধা ১১০ পল, গোক্ষুর ৫০ পল, শতমূলী, ভূমিকুম্মাণ্ড, শালপাণি,
বেড়োলা, অম্বগন্ধ, পদ্মবীজ, পূর্ণবর্ষা, পাণ্ডারীফল, মাষকলাই প্রত্যেক ১০ দশপল, জল
২৫০ সের, শেষ ৬৪ সের। কাথ—জাফা, পদ্মকাঠ, কুড়, পিণ্ডল, রক্তচন্দন, বলা, নাগ-
কেশর, আলকুশীবীজ, নীলোৎপল, স্ত্রীমাণ্ডা, অনন্তমূল, জীবনীর দশক প্রত্যেক ২ তোলা,
চিনি ১৬ তোলা। ইক্ষুরস ১৬ সের। দুই ১৬ সের। ইহাতে পিত্তপ্রকোপজনিত ব্যাধি,
অতক্ষীণ ও মূত্রকৃচ্ছ আরোগ্য হয়। ইহা বলকর, গুরুণ, বৃদ্ধ ও বাতহর।

অমৃতপ্রাশ স্তুত

স্তুত ১/৪ সের, কাথ—ছাগমা ১২১০ সের, জল ৩৩ সের, শেষ ১৬ সের। এইরূপ
অম্বগন্ধার কাথ ১৬ সের, ছাগদুগ ১৬ সের। মুচ্ছী পাকার্থ—কুঙ্কম ৪ তোলা, কাথ—
বেড়োলা, গোক্ষুর, অম্বগন্ধা, স্তলক, গোক্ষুর, কেশর, জিকটু, ধনে, তালাক্ষুর, জিকণা,
মুদনাকি, আলকুশী, মেদ, মহামেদ, অম্বতক, জীবক, কুড়, শর্টী, দারহরিদ্রা, প্রিয়ম্বু,
মঞ্জিষ্ঠা, ভগরপাণ্ডকা, তালীশপল, এলাচি, তেজপাত, দারুচিনি, নাগকেশর, জাতিফুল,
রেণুক, সরলকাঠ, টেকটী, ছোটএলাচি, উৎপল, অনন্তমূল, তেলাকঁচার মূল, জীবন্তী,
জ্বি, জ্বি, যজ্ঞদুগ প্রত্যেক ২ তোলা। পাকান্তে শীতল হইলে ১/১ সের চিনি
মিশাইবে। ইহাতে সর্বজনক ও প্রমেহ নষ্ট হয়। ইহা বলা, বৃদ্ধ, গুরুজনক ও পুষ্টিকর।
মাত্রা ৪০ তোলা হইতে ১ তোলা। অমুগান উষ্ণরূপ।

অমৃতপ্রাশ স্তুত (চরকোক্ত)

স্তুত ১/৪ সের, পাকার্থ—আমলকীর রস ১/৪ সের, (অভাবে তৎকাথ আছে) ভূমিকুম্মাণ্ড-
রস ১/৪ সের, ইক্ষুরস ১/৪ সের ছাগমাংসকাথ ১/৪ সের, দুই ১/৪ সের, কাথ—জীবক,

বহুতক, বাগপানি, জীবন্তী, শুঠ, শটী, শালপানি, চাকুলে, মৃগানী, মাধানী, মেঘ, মচামেঘ, কাকোণী, ক্ষীরকাকোণী, বৃহতী, কণ্টকারী, খেত পূর্ণবা, লালপূর্ণবা, বটমধু, আলকুশী-বীজ, পতঙ্গুলী, বজ্রি, শকরফল, বায়ুনহাটী, দ্রাক্ষা, বৃহতী, পালিকল, কুমারমলকী, কুশিতম্বাকুল, দিপুল, বেড়োলা প্রত্যেক ২ তোলা। শীতল হইলে মধু ১/১ সের, চিনি ১/১ সের, মরিচ, মাক্কাচিনি, এলাচি, তেজপাত, নাগকেশর মিলিত ৪ তোলা এক্ষেপ দিয়া নূতন পরিষে রাখিবে। ইহা ১০ তোলা মাত্রায় দুগ্ধসহ সেব্য। এই ঔষধ অমৃতভূলা। ইহা বল্য, বৃহত, বৃহৎ ও রসায়ন। ইহা দ্বারা ক্ষতদীপ, শুষ্কহীনতা, শুষ্কহৃৎতা, দাহ, রক্তপিত্ত, মূর্ছা, জ্বাশ্রোণ, ধোনিরোগ ও মূত্রকৃচ্ছ্র নষ্ট হয়। ইহা পিত্তাধিক্যে প্রযোজ্য।

বৃহতী সূত।

সূত ১/৪ সের, বৃহতী কলের কাথ ১৬ সের, গোমুত্রকাথ ৪ সের, মাষকলাইয়ের কাথ ৪ সের, ভজ্রাতক কাথ ১/৪ সের, আম্রকী কাথ ১/৪ সের, ছত্র ৪ সের। কঙ্কার্ধ—বৃহতীকল ১/১ সের। মাত্রা ১০ তোলা। অমুপান—উষ্ণ দুগ্ধ। ইহা শুক্র বিবর্ততার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

১ম—বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ।

পারদ ৮ তোলা, গরু ১৬ তোলা, বর্ষ ১ তোলা, বখাবিধি কচ্ছলী করিয়া, রক্তকর্ণাস ফুলের রসে এবং স্তম্ভমুখারীর রসে পূর্বক ৭ দ্বার ভাবনা দিয়া বোতলে ভরিয়া মকরধ্বজের পাকপ্রণালী অনুসারে বায়ুকায়দ্রে পাক করিবে। এই উর্দ্ধগলার অরুণাত রক্তঃ ১ পল, (অভাবে—মকরধ্বজ প্রাচ্য) কর্পূর ৪ তোলা, জারফল, ত্রিকটু, লবঙ্গ, মৃগনাতি প্রত্যেক ১০ তোলা। জলদ্বারা মর্দন করিয়া (পান রসে মর্দন যুক্তিযুক্ত) ২ রতি বটী করিবে। অমুপান—পানের রস। ঔষধ ব্যবহার কালে ছত্র, মোহনভোগ প্রভৃতি পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিবে। ইহাতে ক্ষয়ভঙ্গ আরোগ্য হয়। ক্ষয়ভঙ্গাধিকারের বৃহৎ চন্দ্রোদয় ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিত্তির।

সিক্তসূত।

মুক্তা, পারদ, বর্ষ, রৌপ্য, বনফাট, প্রত্যেক ১ তোলা, রক্তোৎপল পত্ররসে মর্দন করিয়া পত্রাৎ ১ তোলা গরু মিশাইবে। তৎপর এই মকল বোতলে ভরিয়া, মকরধ্বজ পাকানুসারে ৩ পলক পাক করিবে। এই ঔষধ ২ রতি মাত্রায় তালমূলী ও চিনি সহ সেবনীয়। ইহা অগ্ন্যন্ত শুক্রবর্ধক ও শুক্রমেচনশীল। ইহাতে ক্ষয়ভঙ্গ আরোগ্য হয়। ঔষধ ব্যবহার কালে ছত্র, মোহনভোগ প্রভৃতি পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিবে।

মকরধ্বজ রসায়ন।

বর্ষ ২ ভাগ, বল, মূতা, কান্তনৌহ, জারফল, টেলত্রী, রৌপ্য, কাংড়, রসসিন্দূর, প্রবাল, কল্লুরী, কর্পূর, অম্র প্রত্যেক ১ ভাগ, বর্ষসিন্দূর ৪ ভাগ। ২ রতি বটী করিবে। এইরোগে বৃহৎ বাতচিন্তামণি ও চতুর্ভুজ অবস্থাবিশেষে প্রযুক্ত হইতে পারে।

লাঙ্গকাঞ্জিকা তৈল ।

তৈল তৈল ১৪ সের, লাঙ্গার কপ ১৪ সের, কাঙ্গি ১৪ সের, চিহ্নার কাঙ্গ ১৪ সের, অরুণ, শতমূলী ও কুয়াতর ১৪ সের, পাতোক ১৪ সের, কুমারক ১৪ সের, দুধ ১৪ সের।
কর্ষাব—সিগুন, কীটকী, জাঙ্গা, চিহ্না, শতমূলী, জুঁকুয়াত, নীলোৎপল, বটিকম্বু, ফোঁটাকোসী পাতোক ১ পল। গকাঙ্গ—কর্পূর, গন্ধলী, যুগ্মভি, কুঙ্কুম, কৈটী, তেঁতুল, প্রত্যেক ৪ তোলা। এই তৈল মহাশক্তির মহাপ্রতিষেধক, মেহরূপ এবং শূল, অশ্বাশ্ব, ইক্ষু, ছৎপুল, মূত্রাঘাত, অশ্বাশ্ব ও শৈশবনাশক। এই রোগে যে সমস্ত ঔষধ লিপিত হইল, তাহা অল্পভেদে দৌরলো, কাঙ্গো, কুম্ব ও মোহনার্থ প্রয়োগ করিবে।

শুভ্রবায়ুদ্বারা গর্ত শুষ্ক হইতে থাকিলে—গাভী বটিকম্বু, চিনি ও গাভারকলের ঝাঁক খত দুই পান পরিবেন এবং তদনুগে অশ্বগন্ধাতৈল, ত্রীণোপাল তৈল বা মহামাঘ তৈল মালিন করিবেন। এই রোগে গাভী বৃহৎ অশ্বগন্ধা স্রুত, অশ্বগন্ধা স্রুত ও বৃহৎ ছাগনাগ্নাস্রুত অঙ্গমাঘার অঙ্গসহ আহার করিলে বিশেষ উপকার হয়। উদগময় থাকিলে স্রুত প্রযোজ্য নহে। ইহাতে রসরাজরস, বৃহৎবাত-চিক্তামণি হিতকর। অধুপান—উক্ষুণ্ড ও চিনি।

অশ্বগন্ধা তৈল ।

তৈল ১৪ সের, অশ্বগন্ধা ১২৪ সের, জল ৪৪ সের, পেষ ২৪ সের, দুধ ২৪ সের, কর্ষাব—কুম্ভাগ, কুম্ভাগ, শাক, পদ্মবিষক, (দস্যবীকোষ) নাগভীক্ষণ, বালা, বটিকম্বু, অনন্তমূল, পদ্মকেশর, মেদ, পুনর্ভবা দ্রাক্ষা, মালিন, বৃহতী, কটিকাণী, মলাচি, এলবালুক, চিহ্না, মুতা, চন্দন, দ্রাক্ষাচ নিপিত ১৪ সের। এই তৈল দ্বারা রক্তগত বায়ু, শুভ্রবটিক, ঘোনিবিকার ও কৈবল্য নষ্ট হয়।

বালক বাসিকা বায়ুদ্বারা শুষ্ক হইতে থাকিলে—মুকোজ গর্তনোবের ঔষধ যথু অধ্বানিলে প্রয়োগ করিবে। বায়ু নিবোধ হইলে বাতলহান শিরোরোগের চিকিৎসা করিবে। ইহাতে চিক্তামণিচকুশ্মুণ, বৃহৎ বাতচিক্তামণি, যোগেশ্বররস, নারায়ণতৈল, মহানারায়ণতৈল, মহামান্যবায়ুতৈল, শক্তি বায়ুশ্বাসক দ্বিধা কীটন ইত্যদ যথু কলপ্রদ। মহানারায়ণবায়ুতৈল বিবোধত বায়ুতে বিশেষ কার্যকারী। বজ্রদক নিবোধত বায়ুতে ত্রৈলোক্যচিক্তামণি ও নারদায়ুগন্ধাবিলাস হিতকর।

মহা লক্ষ্মীবিনাগ তৈল ।

কুক্ষিতৈল ১৪ সের, শতমূলী, জুঁকুয়াত, কদলী, গোক্ষুর ও আমলকী পাতোকের কাঙ্গি ১৪ সের, নাগবেল জল, কুম্ভাব জল, দাদিমাক, কাঙ্গি, লাঙ্গার জল,

স্বতঃস্ফূর্তে মালিশ করিয়া লবণের ঘেদ দিবে । দশমূল ও কাঁচিয়ারা নাড়ীঘেদ বিশেষ উপকার হইয়া থাকে । ইহাতে স্তম্ভই কথা বলিতে চেষ্টা হইবে ।

অর্থ অর্দ্ধিত চিকিৎসা

ইহা কেবল বাতজ ব্যাধি । সর্পিদা উচ্চ কোলাহল, হাত্ত, ভারবহন, কঠিন দ্রব্য চর্কন প্রভৃতি দ্বারা নানু প্রকৃতি হইয়া সুখের অর্দ্ধাংশ ও গ্ৰীবা বন্ধ করে । ইহা হইতে নেত্রাদি বিকৃত হয় ওষ্ঠঘরে শোথ ভগ্নে এবং সুখের যে পার্শ্বে অর্দ্ধিত হয় ঐ পার্শ্বে গ্ৰীবা, চোয়াল ও দন্তে বেদনা হইয়া থাকে ।

ইহাতে মাষকলাই দ্বারা পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া নবনীত সহ ভক্ষণ করিবে । পক্ষাঘাতের বলাদিকমায় পান এবং মাষবলাদিকমায়ের নাসাপান ইহাতে অতিশয় হিতকর । এইরোগে মহামাষ তৈল, বৃহৎ মহামাষতৈল, মহাকুঙ্কটমাংস তৈল, মহাবলাতৈল বা মাষবলাদিতৈল মালিশ করিলে বিশেষ উপকার হয় । ইহাতে বৃহৎ ছাগলাগ্ন্যুত, ছাগলাগ্ন্যুত, নকুলাগ্ন্যুত ও দশমূলাগ্ন্যুত পানার্থ ব্যবহার করিবে । অর্দ্ধিতে রসরাঞ্জরস প্রশস্ত । বৃহৎবাতচিস্তামনি, চিস্তামনি, ত্রৈলোক্যচিস্তামনি ও যোগেন্দ্ররস অবস্থাভেদে ব্যবহৃত হইতে পারে ।

মাষবলাদিকমায় । অথবা—মাষকলাই, খেত বেড়েলানুল, আলকুনীবীজ, গন্ধক, কাম্বা, অম্বগন্ধানুল ও ভেরেস্তানুল মিলিত ২ তোলা, জল ১/১ সের, শেষ ১/১ পোরা ছাঁকিয়া বিত্তক মুলতানি হিং ২ রতি ও সৈন্ধব ১ এক সিকি প্রক্ষেপ দিয়া ঈষৎক অবস্থার ভোজনান্তে (সাংকালে) ষথ্যাক্তি নাসাপান করিবে । যে পার্শ্বের পীড়া সেই পার্শ্বের নাসা দ্বারা নাসাপান করা বিধেয় ।

অস্ত্যাস না থাকিলে অনেকেই নাসাপান করিতে পারেন না । সুতরাং অনাথস অবস্থার ইহা সাধারণ কাথের দ্বারা পান করিবেন ।

দশমূলস্বত ।

স্বত ১/৪ সের, হুঙ্ক ১/৪ সের, দশমূলের কাথ ১২ সের । কঙ্কার্ধ—জীবনীষগণ মিলিত ১/১ সের । অর্দ্ধিতে আহায়ে পর স্বতপান বিধেয় । উপরি লিখিত স্বতগুলি অর্দ্ধিতে আহায়ে প্রয়োগ করিবে ।

অর্দ্ধিত রোগীর চূর্লক্ষণ ।

যে অর্দ্ধিত রোগী কীর্ণদেহবিশিষ্ট, অব্যক্তভাবী, কম্পবৃত্ত এবং বহুবাল হইতে এই রোগে পীড়িত ভাবের জীবন সফটাপন্ন হইয়া থাকে ।

এই রোগে বিষমাপন, কঠিনদ্রব্য আহাৰ, অতিরিক্ত হাত্ত, ভারবহন, শুষ্কপাকদ্রব্য, স্নান ও দধ্যধাবন অহিতকর । মাষকলাই, স্বত, হুঙ্ক, নবনীত, মাংসঘূষ প্রভৃতি হিতকর ।

মস্তান্ত্র চিকিৎসা।

বিকলভাবে মস্তক রাখিয়া শয়ন, দ্বিবাশ্রিতা, বিবৃতনেত্র নিরীক্ষণ প্রভৃতি কারণে কুণ্ঠিত বায়ু কফাক্ত হইয়া ঔষাদেণ্য প্রধান শিরাস্বরকে তত্ত্বিত করে বলিয়া ইহার নাম মস্তান্ত্র। ইহাতে গীবা কিরাইতে বা ঘূরাইতে অতি কষ্ট হয়।

ইহাতে কৃষ্ণশ্বেদ, নক্ত, বিবাহিপক্ষ্মুলের বা দশমূলের কাথ হিতকর। এই রোগে কফাক্ত বায়ুর কার্য্য স্তরায় পূর্বে কফের ক্রিয়া করিয়া পশ্চাৎ বাতনাশক চিকিৎসা কর্তব্য। প্রথম অবস্থায় বায়ুকাথেদ, ভাজা মাষকলাইয়ের শ্বেদ, ক্ল্যানেলশ্বেদ, উকলপূর্ণ বোতলশ্বেদ, কফহরদ্রব্যের নাড়ীশ্বেদ প্রযোজ্য। “লক্ষ্মীবিলাস”, “বৃহৎবাতিগজাঙ্গুণ”, “কৃষ্ণচতুর্ভুজ” প্রভৃতি ঔষধ শ্লেষ্মভরদ্রব্যের সহিত সেবন করিবে। মস্তা (গীবা) শিরায় বেদনা নিবারণার্থ আদা, সজিনার ছাল, রাইসরিষা, রতুন ও সিঁড়ির উক প্রলেপ দিবে। “রসোনতৈল”, “সৈন্ধবাধি” বা “কুজপ্রসারণীতৈল” মর্দনার্থ ব্যবহার করিবে। “বড়বিন্দুতৈলের বা বৃহৎদশমূলতৈলের” নক্ত গ্রহণ হিতকর। কুজুটভিষের তরল্যাংশে, সৈন্ধব ও ঘৃত মিশ্রিত করতঃ পরস করিয়া ঔষাদেণে মর্দন করিলে মস্তান্ত্র আরোগ্য হয়। এই রোগে সন্ধ্যার পূর্বে ঔষধ সেবন করিবে। প্রক্রিয়া দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলে, শেষে অর্দ্ধিতবৎ চিকিৎসা করিবে। ইহাতে উর্দ্ধনিরীক্ষণ নিষিদ্ধ এবং শ্লেষ্মহরত্বেষ্য পথ্য।

কুজপ্রসারণী তৈল।

ভিলতৈল ১৬ সের, গন্ধতাদালিয়া ১২৪ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, হথির মাড় ১৬ সের, কাঁদি ১৬ সের, ছড় ৩২ সের। ককার্থ—চিত্তেবুল, পিপুলমূল, বটিমধু, সৈন্ধব, বচ, শুল্কা, দেবদারু, রাজা, গজপিপুল, গন্ধতাদালিয়া মূল, অটামাংসী ও তল্লাতক প্রত্যেক ১৬ তোলা। ইহাতে বাতপ্রৈম্বিকবাধি, কৃষ্ণতা, পঙ্কতা, গুঞ্জনী, গ্রহিবাতি, শিরান্ত্র, ঔষান্ত্র এবং মস্তান্ত্র আরোগ্য হয়।

জিহ্বান্ত্র চিকিৎসা।

ইহাতে অর্দ্ধিত রোগোক্ত বেহ গণ্ডুযধারণ করিবে এবং সৈন্ধবমিশ্রিত দশমূল কষায়ের কবল করিবে। এই রোগ কেবল বাতজ। ইহাতে অর্দ্ধিত রোগের ঘৃতাধি ঔষধ ব্যবহার করিবে। এই রোগে বায়ুনাশক দ্রব্য পথ্য এবং ঝাল একেবারে বর্জনীয়। কদাচিত্ত কফাক্ত হই জিহ্বান্ত্র হইলে, মস্তান্ত্রবৎ চিকিৎসা করিবে।

মুক, মিন্ মিন্ বা গুগ্গলু রোগাক্রান্ত হইলেই ‘কল্যাণকলেহ’ সেবন করিবে। এই রোগ সমূহ লক্ষণবায়ুজাত। শব্দবাহিনী ধমনীপথ বন্ধ বা কঙ্কশায় হইলে এই পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। ‘কল্যাণকলেহের’ চূর্ণ ঔষধ জিহ্বায় ধারণ করিলে বিশেষ ফললাভ হয়। এই

যোগেনকুল স্কৃত, ছাগলাভূত, চিস্তামণি, ত্রৈলোক্যচিস্তামণি, মারদীয়া-
লাক্ষ্মীবিলাস, জ্যোক্ত অষ্টাঙ্গাবলোহিকা, কৃষ্ণচুর্ণমুখ, বৃহৎবাতগজাঙ্গুল
ঔষধ ব্যবহার করিবে।

কল্যাণক লেহ।

হরিতাকুর্প, বচ, কুড়, পাণ্ডুল, বট বৃক্ষকোবে, মনানী, বটীমধু ও মৈত্রব প্রত্যেক সমভাগ,
১০ আনা মাত্রায় স্তূতসহ লেহন করিবে। অবস্থাবিনাশে ইহা আদার রস ও মধুসহ লেহন
করিতে দেওয়া হয়।

ইহাতে মানকলাই এবং অস্ত্রিয়ার্দ্ৰ জ্বর “পথ্য।”

অববাহক চিকিৎসা।

(স্বকৃত্ত কুপিত বায়ু শিরাসমূহকে সঙ্কুচিত করিয়া অববাহক স্রাবাইয়া থাকে।)

এই রোগ বাতজ কিল্ব স্রাব্যহরে বাতকফজ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। অবস্থাবিশেষে
উভয় প্রকার মতই সমীচীন। সাধারণতঃ বাতজই দৃষ্ট হইয়া থাকে। দশমূল, বেড়েলা ও
মানকলাই ইহানের কাণ্ডে স্তূত ১০ সিকি ও তৈল ১০ সিকি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অববাহক
এবং বিষচী মষ্ট হয়। এই কাণ্ড সাধারণতঃ আচারান্তে মণালজি নাসিকা দ্বারা পান করাই
যুক্তিস্থত। অংসগত, কৃষ্ণগত, অংসবয় মদাহ, মতাপত ও শিরোগত বায়ুতে নস্তের বিশেষ
উল্কারিতা বর্ণিত হইয়াছে এবং শাঙ্গের এই কাণ্ড নাসা পানার্থই বিহিত হইয়াছে।

অলম্ব পক্ষে—ইহা সাধারণ কাণ্ডের দ্বায় পান করিবে। বেড়েলামূলের রস, পালিলামূলের
রস তথবা আলকুশী মূলের রস, তৈল ও মৈত্রব প্রক্ষেপ দিয়া নাসাপান করিলে এক মাসে
অববাহক নষ্ট হয় এবং বায়ু বজ্রবৎ দৃঢ় হইয়া থাকে। ইহাতে মর্দিনার্থ ‘মহামাব তৈল’,
‘মহাকুটুমাস তৈল’, ‘বৃহৎমাব তৈল’, ‘নিবোধিমহামাব তৈল’ ও ‘মহাবলা তৈল’ ব্যবহার
করিবে। ‘বৃহৎছাগাভূত’ পানার্থ এবং মর্দিনার্থ প্রয়োগ করিবে। বেদনা থাকিলে
‘কুণ্ডলিঙ্গত’ মালিশে বিশেষ ফল লাভ হয়। স্তূত মর্দিনান্তে তাজা মানকলাইয়ের খেদ বা
মৈত্রব সপণের খেদ ফলপদ। ইহাতে ‘রসমাক রস’ সেবন করিবে। বায়ুর স্রোতস্থানে গমন
হেতু বক্ষঃস্থল অতিমাত্রায় ও অল্প প্রকৃতি অহিতকর। ‘বাতারিতৈল’ ও ‘বাতারিমর্দিন’
সকলিধ বাতবেদনা প্রশমক।

বাতারিতৈল।

মর্দনতৈল, তর্পিনতৈল, তেরোমিনতৈল ও কর্পূর প্রত্যেক ১ ছটাক বোতলে পুষ্টিয়া
বোদ্রে গরম করিয়া মালিশ করিবে।

বাতারিসন্দন।

পুরাতন সূত্র ১। পোয়া, হংসডিম্বের কুণ্ডম ১টী, ত্রিকটুচূর্ণ মিলিত ৮০ আনী, টৈল ১৪ তোলা, এরক কস ৪ তোলা, দ্বৌদ্রে পাক করিয়া মর্দন করিবে।

অম্ব অংস শোষ চিকিৎসা।

এই ব্যাধি কেবল বাতজ্বর। ইহাতে “বাজিগন্ধাদি কষায়” বিশেষ ফলপ্রদ। “বাজি-গন্ধাদি কষায়ের” দ্রব্য দ্বারা তৈল সূত্রাদি পাক করিয়া ব্যবহার করিবে। “বাজিগন্ধাদিগণ” বাতব্যাধির, বিশেষতঃ শোষক বায়ুর পক্ষে বিলক্ষণ ফলপ্রদ। ইহাতে আহারান্তে “মহা-কলাগন্ধ সূত্র”, “বৃহৎ ছাগলাস্ত্রসূত্র” ও “ছাগলাস্ত্রসূত্র” পান, “সপ্তগ্রহমার তৈল” ও “মারবলাদি তৈল” মর্দন, “রসরাজরস” “যোগেন্দ্ররস”, “বৃহৎবাতচিষ্টামণি” ও “ত্রৈলোক্য-চিষ্টামণি” ঔষধ সেবন বিধেয়। ইহাতে “মহামারতৈল”, “মহাকুকুট মারতৈল”, “নকুল তৈল”, “পুষ্করাজ প্রসারিত্তৈল” ব্যবহৃত হইয়া থাকে। “অম্বগন্ধাসূত্র” এবং “বৃহৎ অম্বগন্ধাসূত্র” পান, “অম্বগন্ধাতৈল” ও “ত্রিগোপাল তৈল” মালিশ করিলে বিশেষ ফলপ্রাপ্ত হয়। নিম্নলিখিত “মধ্যমনারায়ণ তৈল” মালিশে এই পীড়ার উপশম হইয়া থাকে।

বাজিগন্ধাদি কষায়। যথা,—অম্বগন্ধা, খেতবেড়োলা, পীতবেড়োলা, গোরক্ষচাকুলে, দশমূল, শুঠ, রক্তপুষ্প, খেত কেলোখোড়া, খেতপুল, রক্ত কেলোখোড়া ও রান্না।

মধ্যমনারায়ণ তৈল।

তিলতৈল ১৬ সের, অম্বগন্ধা, বেড়োলামূল, বিষমূলের ছাল, পারুলছাল, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, গোরক্ষচাকুলে, নিম, নাওসোণা, পুনর্নবা, গন্ধতাদালিয়া ও গণিরাদী প্রত্যেক ১০ পল, জল ৪ সোণ শেষ ১ দোণ, (৬৪ সের) শতমূলীরস ১৬ সের, দ্রুত ৬৪ পের। কঙ্কার্য—৭৮, রক্তচন্দন, কুড়, এলাচি, জটামারসী, শৈগজ, সৈন্ধব, অম্বগন্ধা, বেড়োলা রান্না, তুলা, দেবদারু, শালপাণি, চাকুলে, মুগানী, মাষানী, ও তগরপাহুকা প্রত্যেক ১ পল। ইহাদ্বারা প্রত্যাশ, কুজ, গন্ধাঘাত, অজগৃহি, কুহুত, মতান্ত্র ও কটিবেদনা প্রকৃতি নষ্ট হয়।

বায়ু হৃদয়ে প্রকুপিত হইলে, শালপাণি সাধিত দ্রুত পান বিধেয়। ইহাতে “চ্যবনপ্রাশ” ও “শিলাজতু রসায়ন” প্রয়োগ করিবে। বাত প্রধান হইলে যে সমস্ত ঔষধ কথিত হইবে ইহাতেও অবস্থানবিশেষে ভৎসমুদায় প্রযোজ্য। জননস্থ রস দূষিত না হইলে প্রয়োগ করা না; কিন্তু এইরোগে বাত জননস্থ রস দূষিত না করিয়াই বেদনা উৎপাদন করে। রসের

সন্ধান করিয়া, অকস্মৎ প্রাণমতঃ রস দূষিত না হইলেও কালান্তরে নিশ্চয়ই দূষিত হয়; তজ্জন্ত পরিণামাবস্থার বাতপ্রধান রোগোপেক্ষ চিকিৎসা অপ্রতিহিত। প্রথম অবস্থার “বহা-
বলাউল”, “পুল্লাজপ্রসারঈ তৈল,” ‘হংসাদিউল ও “বৃহৎপুস্কৃত” ছন্দে মালিশ করিবে।
“মহাশকীবিলাস” বা “সর্ষাপমুন্দর” অং রস ও মধুসহ সেরনে বেদনা দূরীভূত হয়।
পরিণামাবস্থার রসের সহিত মিশ্রিত হওয়ার বাতকফের ক্রিয়া করা কর্তব্য। ইহাতে বাবতীর
অভিব্যক্তি দ্রব্য, অন্ন ও শাক প্রভৃতি “অপথ্য”।

অঙ্গ পক্ষাঘাত চিকিৎসা।

বাতব্যাধির মধ্যে পক্ষাঘাতই অধিক দৃষ্ট হয়। ইহার অঙ্গ নাম “পক্ষবধ”। ইংরাজিতে
ইহাকে প্যারালিসিস্ বলে। এই রোগ শরীরের এক অঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গাদি অবলম্বন করিয়া
উৎপন্ন হয় এমনত ইহাকে অঙ্গাদি রোগও বলে। হস্ত পদাদি শরীরের এক একটা পক্ষ স্তত্রাং
ভাষার আকৃকন ও প্রসারণ ক্রিয়া নষ্ট করে বলিয়াই ইহাকে পক্ষবধ বলে। বিশেষতঃ এই
রোগে স্পর্শনাশি জ্ঞান একেবারেই কমিয়া যায়। বাতব্যাধির পূর্বরূপ পূর্বে অসুস্থত্ব করা
যায় না, অথবা ঐহৎ অসুস্থিত হয়। এমনত পূর্বে অনেকই সাবধান হইতে পারেন না।
রোগের সাধর্ম্য হেতু অঙ্গাদি আক্রান্ত হইয়া থাকে। এই রোগে বায়ু, পক্ষের সঙ্কটলব্ধিত
আগ্নেয়ক প্রেক্ষাকে এবং শিরা স্নায়ুকে শুষ্ক করিয়া—পীড়া উৎপন্ন করে। বাতব্যাধিও
অধিকাংশ স্থলেই শিরা ও স্নায়ু আক্রান্ত হইয়া থাকে। শিরা ও স্নায়ুর প্রসারণ শুষ্ক “প্রসারঈ”
(পক্ষভাষালিরা) উৎকট। ইহা বাত এবং ককনাশক। ইহাতে “মাষাদিকষার”,
মাষবলাদি কষার ও “বাঙ্গিগুণাদি কষার” হিতকর। স্পর্শাজ্ঞতা নিবারণার্থ বায়ুনাশক
শ্বেদ, লবণশ্বেদ, মাংসশ্বেদ ও মাষকলাই শ্বেদ প্রদান করিবে। “শাঙ্গণশ্বেদ” ইহার
মধৌষধ।

মাষাদি কষায়। বধা—মাষকলাই, আলমুসীবীজ, এরণ্ডমূল ও শ্বেতবেড়েলামূল
ইহাদের কাষে শোধিত হিং ২ রতি ও সৈন্ধব ১০ শিকি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।
পক্ষাঘাতে বা যে কোনও প্রকার বাত, বেদনা থাকিলে ‘হংসাদিউল’ ব্যবহার করিবে।
“হংসাদিউল”। বধা—হংস ডিম্বের কুস্থ ৪ টা পুরাতন সূত ৪ তোলা, এরণ্ডতৈল ৪
তোলা, ভুলতাকীর ৪ তোলা (কৈটোঙ্গ), সৈন্ধব ৪ তোলা সূর্যাপক করিয়া ব্যাধি স্থানে
মালিশ করিবে। এই প্রকার বেদনার বিশেষতঃ ক্ষয়সংস্কট বায়ুর বেদনার ‘বৃহৎ পুস্কৃত-
সূত’ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শাঙ্গণ শ্বেদ।

ককনাশকাদিগুণ ও মহাবিগুণ তৈলোক্ত কাকোলাদি গুণ, উভয়ের সমান আয়ুগ মাংস

(নুকরাসি—অতাবে ছাপ, চন্দ্র ও কুকুটাদির মাসও গণ্য হইবে।) এই ত্রয়গুলি কাঁজি, দ্বিধরমাত, কুণ্ডলঠিত্তিকান জল এবং তেঁতুলঠিত্তিকান জল প্রকৃতিদ্বারা ঘন ও পনির্শলভাবে পেষণ করণানন্তর সূত, তৈল, বস, ও মজ্জাদ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া, সৈন্ধবলবণ দ্বারা দ্রবণস্বাৰ্ণ বিশিষ্ট করিয়া গরম করতঃ ঘন প্রক্ষেপ দিবে। ইহাকেই শাষণ ব্লেদ কহে। উপরি লিখিত গণোক্ত দ্রব্যগুলি পাওয়া না গেলে, বাতা পাত্তরা বার তাহা লইয়াই কার্য নিৰ্বাহ করবে। গণোক্ত দ্রব্যের সকল স্থলেই এই নিয়ম জানিবে। বসা ও মজ্জার অভাবে সূতদ্বারাও কার্য নিৰ্বাহ করিবে। শেষবার অত্যন্ত অল্প দ্রব্যের অভাব হইলে কাঁজি দ্বারা তৎকাৰ্য্য সমাধা করিবে। ইহা প্রাপ্তে ও বৈকালে ব্যবহার্য্য। ইহা দ্বারা বায়ুর স্রোতঃ পরিকার হইয়া সৰ্ব্ব বাতব্যাধির উপশম হইয়া থাকে।

বাতব্যাধিতে অন্নপক্ষমূল ও বেড়েলামূলসম্বিত হৃদয়ান হিতকর। ইহাতে মহামাষ তৈল, নিরামিষ মহামাষ তৈল, সপ্তপ্রস্থমাষতৈল, মহাকুকুটমাংস-তৈল, এবং পিত্তপ্রধানে সপ্তপ্রস্থ মহামাষতৈল, মাষবলামিতৈল ও পুষ্ণরাজ প্রসারণী তৈল বিশেষ ফলপ্রসূ। ককাধিক অবস্থায়—একাদশ শতিকাপ্রসারণী ও অষ্টাদশশতিকাপ্রসারণী বিশেষ ফলদায়ক। শেযোক্ত তৈল ২টি এবং মহারাজ-প্রসারণী তৈল সকল প্রকার পক্ষাঘাতেই ব্যবহার করা যায়, কিন্তু এই সকল ঔষধ ঋণাবস্থায় ব্যবহার্য্য নহে। পুষ্ণরাজ প্রসারণী তৈল বাতশৈতিক শিরোরোগেও ব্যবহৃত হয়।

বৃহৎসুস্তুরাদ্য সূত ।

পুরাতন সূত ১৪ সের, ধুকুরাপত্র রস ১৪ সের, মহীলতাকীর ১২ সের, এরও তৈল ১১ সের, বাজলা মধ ১২ সের। ককার্ধ—সৈন্ধব ১১ সের, ত্রিকটু ত্রিফলা, চই, পিপুলমূল, চিরুসূল, দেবদারু, হরিদ্রা, কুড়, মজিষ্ঠা, লোধ, বিড়ঙ্গ, ভালীশপত্র, এলাচি, দারুচি ন, হস্তচন্দন, ববঙ্গার ক্রতোক ১০ ছটাক। পাকার্ধ—জল ১৬ সের। ইহাতে পক্ষাঘাত, অনাবিধ বাতবেদন ও বাতশ্লেষ্মার বেদন সৰ্ব্ব নিবৃত্ত হয়।

পুষ্ণরাজ প্রসারণী তৈল ।

ককতিল তৈল ১৪ সের, ককার্ধ—পক্ষ ভাণালিরা ১২৪ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। অক্ষপক্ষমূল ১৬ সের, তল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। শ্বেতপদ্মরস ১৪ সের, শতমূলী-রস ১৪ সের, পদ্ম বা মহিষ ছত্ৰ ১৬ সের। ককার্ধ—ভল্লুকা, পিপুল, এলাচি, কুড়, কটকারী, চৈঠ, বটিমধু, দেবদারু, শালপাণি, পুনর্নব, মজিষ্ঠা, তেজপাত, রামা, বচ, পুষ্ণমূল, (কুড়)

হয়ানী, গন্ধতুল, চটামাংসী, নিসিন্দা, বেড়েল, চিঁতেমূল পোকুর, মৃণাল ও শতমূলী প্রভৃতি ২ তোলা। এই তৈল বাত বা পিত্তপ্রধান জ্বরণে এবং জ্বররূপিতবায়ুতে ব্যবহৃত হইতে পারে।

অষ্টাদশ শতিকা ঔষারণী তৈল।

তৈল তৈল ৬৪ সের, (ইহানীং সিঁকিমারায় প্রস্তুত করা হয়।) জাখার্ব-মূল, পত্র ও শাখাসহ গন্ধতালিয়ার ৩০০ পল, শতমূলী ১০০ পল, অখগছা ১০০ পল, কেয়ার মূল ১০০ পল মশমূলের প্রত্যেক পল ১০০ পল বেড়েল ১০০ পল, কিস্টীমূল ১০০ পল, পাকার্ব—তল ৬৪০০ সের, শেব ৬০ সের, কাঁজি ১২৮ সের, ধ্বির মাত ১৬ সের, হুড় ১৬ সের শুক ১৬ সের, ইক্ষুস ১৬ সের, ছাগমাংসের কাথ ১৬ সের। কছার্ব—তলাতক, তলর-পাহক, তঠ, শিমুল চিঁতেমূল, শচী, বচ, পিঁড়েশাক গন্ধতালিয়ার, শিমুলমূল দেবদারু, তলক, ছোটচোচি, দারুচিন, বালা, কুম্ব কতুরী মজিঠা, শিলায়ন, মথী, অগুরু, কর্পূর, কুম্বখোচী (এক জব বিঃ।) হরিদ্রা লবঙ্গ, গন্ধতুল, চকচকন, কীকলী, মালুকা, মুতা, ককাদ্বক, তঠ, তেজপাত, শচী, বেগুন, শৈলক, সরলকাঠ, কেতকী, ত্রিকলা, আলিমূল, শতমূলী, সরলকাঠ, গন্ধ, নাগেশ্বর, প্রিচু, বেণামূল, চটামাংসী জীবনীরগণ পুনর্নবা, মশমূল, অখগছা, নাগেশ্বর, রসাজন, লতাকতুরী কল, জায়কল পুগকল (তপারি) শক্তকী, (তভাবে কুম্বখোচী) ও গন্ধরস প্রত্যেক পল ৩ পল। এই তৈল মর্দনে—ককপত বায়ু, পানে—কোষ্ঠপত্র, তক্ষাভ্যাসহ মিশ্রিত করিয়া ভঞ্জে—হৃদ্যনাড়ী, নসো—উর্ধ্বগত বর্ত্তি ক্রিয়ার প্ৰকাশক এবং নিরুহ ক্রিয়াধারা সর্জনক বায়ু প্রদানিত হয়। শাস্ত্রে কথি আছে যে শুকরূপে এই তৈল সেচন করিলে তাহাও পুনর্জীবিত ও কলশালী হয়। ইহ ব্যবহারে হুড় ৮ মূণ্ডার ভায় বলশালী হয় এবং পান করিলে নিঃসর্গান সন্তানবান হয়। ইহার নানাপ্রকার বাতব্যাধি ও পিত্তব্যাধি বাতব্যাধি সত্ত্বর প্রশমিত হয়। বিকৃপণ করিয়া এই তৈল ব্যবহার করিবার নিয়ম লিখিত আছে।

যুগ বৈজ্ঞের মতে এই তৈলের জাখে চাখ ও দেবদারু না থাকিলেও রাসা ৬০ প এবং দেবদারু ৬০ পল প্রযোজ্য। কিন্তু তাই যদিও তল অধিক দেয় নহে। এই ম “চক্রপাণি” সম্বন্ধে ত্রিকলা মিল ৩ পল, মশমূল মিলিত ৩ পল, জীবনীরগণ মিলি ৩ পল প্রোক্ত। এই তৈলে তেজপাত, মোরীপাতা, মোরী, হুড়, চাঁখামূল, চো পুপী, শেঠো, কৈরী, মরুবক (তুলসীভেদ।) প্রত্যেক ৩ পল পরিমাণ অধিক প্রযোজ্য এই তৈলের অধম গন্ধকার, প্রথমগন্ধ মধ্যমগন্ধকার। ইহ পাক এবং উত্তমগন্ধকার পাক করিলে কর্পূর ও কতুরী নামায়েয়া জাকিয়া মিশ্রিত কাঁবে এবং যুগ ভাবি রাখিলে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাক অসম্ভার্য না করিয়া গন্ধোদক দ্বারা নিষ্কাহ করিবে। গন্ধোদক প্রস্তুত বিধি। দধি—তেজপাতা, মোরীপাতা বেণামূল, মুতা ও বেড়েল। প্রত্যেক ২৪ পল, হুড় ১২৪ পল, তল ২৪ প্রস্থ, শেব ১২৪ প্রস্থ বা ৬০ সের

দ্বিতীয় পাকের জন্য। যথা—ছোটএলাচি, দাকচিনি, কুঙ্গুম, শিলাবন, নবী, অণ্ডক, কুন্দুখোচী, কেতকী, পল্ল, নাগকেশর, লতাকতুরী, আরকল, গন্ধরস, তেজপাত মোরীপাতা, মোরী, কুড়, টালাফুল, পেঁঠোলা, ভৈরবী ও মকরক। বিতীয় পাকের জন্য। যথা—তগরপাতকী, গন্ধতালিবা মূল, দেবদাক, তুলকা, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, গন্ধতুল, বেগুনচন্দন, লবঙ্গ, কীকলা, নালুকা, রেণুক, সরলকাঠ, শিরসু, বেণামূল, জীবমীরদশক, মলমূল, অম্বগন্ধা, মূতা ও চটামাংস। অবশিষ্টদ্রব্য প্রথম পাকে প্রযোজ্য। এইমত অনুসারে ঔষধ পাক করাই প্রেরণ কর।

মহারাজপ্রসারণী তৈল :

কুস্তিল তৈল ৬৮ সের, কাথার্থ—গন্ধতালিবা ৩০০ পল, গীতবিন্টিমূল ২০০ পল, অম্বগন্ধা ১০০ পল, এরণ্ডমূল ১০০ পল, বেড়েলামূল ১০০ পল, মলমূল ১০০ পল, রাজা ১০ পল, পুনর্বা ১০০ পল, কেতকীমূল ১০০ পল, মলমূল প্রত্যেক ১০০ পল, পালিবাফুল ১০০ পল, দেবদাক ৫০ পকাশ পল, শিরীষফুল ৫০ পল, লাফা ২৫ পল, সোধ ২৫ পল, পাকার্থ জল—৮৪০০ সের, শেষ ১২৮ সের, শুক ৬১ সের, হুস্ত ১ মণ, তরলদধি ১ মণ, মধিরমাত ১৬ সের, ইক্ষুরস ৩২ সের, ছাগমূত্র ৩০০ পল, জল ১৮০ সের, শেষ ৬৮ সের, মঞ্জিষ্ঠা ৬০ পল, জল ৬০ সের, শেষ ১৫ সের। কাথার্থ—ভল্লাতক, ত্রিকটু প্রত্যেক ৬ পল, কীতকী, আমলকী, বহেড়া, সরলকাঠ, তুলকা, সমুদ্রককট, (অত্যাধিক কীকড়াশূলী) বট, চোরশুলী পটী, মূতা, নাগরমূতা পল্ল, নীলোৎপল শিশুনমূল, মঞ্জিষ্ঠা, অম্বগন্ধা, পুনর্বা, চাকান্দবীজ, রসায়ন, গন্ধতুল, হরিদ্রা, জীবক, অম্বভক, যেন, মহামেদ, ক্ষীরকাকোলী, কাকোলী, মুগানী, মংশী, জীবন্তী ও হৃষ্টিমধু প্রত্যেক ৩ পল, মলমূল মিশ্রিত ৩ পল, এই বহুদ্বারা প্রথমপাক করিবে। দ্বিতীয় পাকের কথ যথা—দেবমূলী, (চোঃফল, অত্যাধিক-পল্লতা) গন্ধরস, তেজপাত, কুন্দুখোচী, শৈলজ শিরসু, বেণামূল, মোরী, চটামাংস, দেবদাক, বেড়েলামূল, শিল্লক, মবনীতখোচী, নালুকা, কাঠখোচী, ছোটএলাচ, কুঙ্গুম, মরমাসী, বদ্রীপত্রনখী, অম্বপূরনখী, উৎপলপত্রনখী, তেজপাত, পল্লকী, খাটামা, চন্দ্রককলি, মলমূল রেণুক, পিড়িশাক ও মকরক, (গন্ধতুলসী) প্রত্যেক ৩ পল, পুরীকাকুল ৫০ সের গন্ধতালিবা পাক করিবে তদ্ব্যপেক্ষ কথ। যথা—নাগকেশর, কুঙ্গুম, দাকচিনি, কলককটি (অত্যাধিক—ভামালতা) কুঙ্গুম, বেগুনচন্দন পেঁঠোলা, লতাকতুরী, লবঙ্গ, অণ্ডক, কীকলা, আরকল, ভৈরবী, এলাচি, লবঙ্গফুল প্রত্যেক ৩ পল, কুঙ্গুরী ৬ পল, কর্পূর ১২ তোলা, পাকার্থ—গন্ধোদক ৫০ সের, চন্দ্রনৌদক ২৫ সের। চন্দ্রনৌদক প্রস্তুত বিধি। যথা—বেগুনচন্দন ৫০ পল, জল ২০ সের, শেষ ২৫ সের। অথবা ২৫ সের ১০০ বেগুনচন্দন ৫০ পল যদ্বারা, তালিবা চন্দ্রনৌদক প্রস্তুত করিবে তৈল পাক করিয়া ছাঁকিয়া কর্পূর ও কুঙ্গুরী একত্র পেষণ করিয়া কোনপাত্রে কিছু তৈল সহ আলোড়িত করিয়া, উক্ত উক্ত তৈলে

সনাক্ত মিলিত করতঃ মিষ্টপাত্রে স্থাপন করিবে। পানের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে। এই তৈল মহাপ্রসারণী নাশের কথিত হয়।

এই তৈলোক্ত শুভ্রসন্ধান বিধি। যথা—অন্নমণ্ড ১/২ সের, কাঁচি ৪ অংক, দধি ১/২ সের, ইক্ষুগড় ১/২ সের অন্নমূলক (কাঁচিকাপঃস্থিত অন্নমূলক) ৮ পল, শুক্লহিঙা আদা ১৬ পল, পিণ্ডুল, জীরে, সৈন্ধব, করিণা, মরিচ প্রত্যেক ২ পল। এই দ্রব্যগুলি কুণ্ডিত করিয়া দুত ভাবিত ভাণ্ডে ৮ দিন রাখিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ইহা তৈলে পদান কালে চতুর্ভূতক মিশাইয়া দিবে। চতুর্ভূতকের প্রত্যেক পল ৬ তোলা গ্রহণ করিবে।

ইহাতে ছাগলাভ্রুত ও বৃহৎ ছাগলাভ্রুত বিশেষ উপকারী। কফজনন পক্ষাঘাতে বৃহৎবাতগজ'কুশ, চিন্তামনি ও ত্রৈলোক্যচিন্তামনি প্রয়োগ করিবে। বেননাযুক্ত বাত, মর্কটই বৃহৎবাতগজ'কুশ ফলপ্রদ। পিত্তাধিতে—বৃহৎবাত-চিন্তামনি, ত্রৈলোক্যচিন্তামনি ও যোগেন্দ্ররস ব্যবহার্য। শুষ্কবাতজনিত পক্ষাঘাতে—রসরাজরস ব্যবহার করিবে। যদি ব্যাধিস্থান শুষ্ক হইতে থাকে, তবে অশ্বগন্ধাভ্রুত, বৃহৎ অশ্বগন্ধাভ্রুত, বৃহৎছাগলাভ্রুত পান ও সপ্তপ্রহ্মম'মৈতল, অশ্বগন্ধাটৈল ও শ্রীগোপালটৈল মালিশ করা কর্তব্য। শোথক বায়ুতে রসরাজ-রস বিশেষ ফলপ্রদ। একাদশশতিক, অষ্টাদশশতিক ও মহারাজপ্রসারণী চরম অবস্থার প্রয়োগ করিবে। মহামাষটৈল, মহাককুটমী'মটৈল অব্যাবহিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বেননাযুক্ত বায়ুতে হংসাদিটৈল বা বৃহৎহংসাদিভ্রুত বর্জন্য প্রয়োগ করিলে অ'শ্ব বাতবেদনা প্রশমিত হয়। ইহা সাধারণতেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

বৃহৎ হংসাদি ভ্রুত (মানিশের) ।

ভ্রুত ১/৩ সের, কাঁচ'র্প—হংস ৪টী, (১২৪ সের মাংস ৮০৪ আনন্দক) তৈল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। বজ্রাৰ্ধ—এরওমূল, বৃহতীমূল, সৈন্ধব, জলুকা, জাতিফল, লবঙ্গ, তৈজী, অহিকেন্দ্র, ধূত'রমূল, অংক'রমূল, বেড়েলামূল, সমুদ্রফেন, ত্রিফল, অশ্রু, মুতা, কুম্ভকীরে, জীরে, বচ, ভালীশপত্র ও কুড় প্রত্যেক ২ তোলা। পাক'র্প—তৈল ১৬ সের। পাক'র্পে ছাঁকিয়া তাহাতে সৈন্ধবচূর্ণ ২ তোলা, এরওটৈল ১/৪ সের, জুলতা'ক্ষীর (কৈচোর রস) ১/৪ সের মিশাইবে।

হংসাদি টৈল ।

বৃহৎহংসাদি ভ্রুতের কাথ ও বজ্রাৰ্ধা বথানীতি টৈল পাক করিয়া ছাঁকিয়া তাহা জুলতা'ক্ষীর ১/২ সের ও সৈন্ধবচূর্ণ ১ পোরা মিশাইবে।

হংসাদিহৃত (আঙ্গিরা—)

মুত ১১ সের, হংস ১টি, জল ১৬ সের, পেষ ১০ সের। এইগুলি তৈল ১১ সের, দশমূল প্রত্যেক ১২ তোলা, জল ৮ গুণ দিয়া হস্তীরাশে থাকিতে নামাইবে। কঙ্কর্ণ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, বৃত্তা, পিপুলমূল, পদ্মকাষ্ঠ, এরণ্ডমূল, গুড়মূলক, কদম্বমূল আনুক্রমিক, পূর্ণবা, তালমূল, জম্বীকমূল, দাক্ষিণ্য, সৈন্ধব ও শুঠ প্রত্যেক ২ তোলা, হরিদ্রা, বংশোদ, চিত্রমূল প্রত্যেক ৬ তোলা। পাকান্তে ১ তোলা অন্নভক্ষ্য মিশাইবে। এই মূত্র কেহ কেহ কদাচিত পান করিবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

সপ্তপ্রস্থমাম তৈল বা বৃহন্মাম তৈল।

ত্রিকটু ১৪ সের, মাকলাইয়ের কাণ ১৪ সের, বেড়েলার কাণ ১৪ সের, রামার কাণ ১৪ সের, দশমূলের কাণ ১৪ সের, যব, কুম্ভকলাই ও কুম্ভট এই মিশ্রিত ও জ্বাবের কাণ ১৪ সের, ছাগমাসকাণ ১৪ সের, তুষ্ণ ১৬ সের। কঙ্কর্ণ—রাশা, আলকুনীবিজ, সৈন্ধব, শুলকা, এরণ্ডমূল, বৃত্তা, জীবনীকমূল, বেড়েলামূল ও ত্রিকটু প্রত্যেক ২ তোলা। ইহাতে কাম্পবাত, বাহুশোথ, অববাহক, অর্ধিত, কৃষ্ণ ও অপতানক আতোগ্য হয়। ইহা কর্ণমূল, কর্ণনাভ এবং খবোতেও ব্যবহৃত হইয়া পাকে। এই রোগে রাত্রিতে অস্বাভাবিক নিশ্বাস। ছাগমাসযুগ, মূত্রের কটী, মুগের যুগ, মোকনভোগ ও মূত্র প্রকৃতি এই রোগে পশ্চাৎ। কল্প, আল, তিল ও কদম্বরসবিশিষ্ট দ্রব্য অপশ্য। বারাম, শীতসেবা, উত্তাপসেবন প্রকৃতি অতিকর্ষ্য।

অথ অপতানক চিকিৎসা।

এই রোগ বিস্তৃত বাসুংগ এবং আক্ষেপের অবস্থাবিশেষ মাত্র। ইহাতে কৃষ্ণশক্তি ও মাজা লোপ হয় এবং রোগী এক প্রকার অব্যক্ত শব্দ করিতে থাকে। হরীতকী, বট, রাশা ও অন্নবেতস—ইহাদের কাণে এক সিকি মূত্র ও তৎকালিক সৈন্ধব প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অপতানক, অপতন্ত্রক ও আক্ষেপ নষ্ট হয়। পূর্বেক্ষিত কারণে দেহের খিচুনি হইলে "আক্ষেপ" এবং দেহকে শুষ্কতার ভাষে বক্র ও আক্ষিপ্ত করিলে তাহাকে "অপতন্ত্রক" বলে। কেহ ২ এই ঔষধ চূর্ণরূপে ব্যবহার করেন, তৎপক্ষে হরীতকী প্রকৃতির চূর্ণ ১০ সিকি মাত্রায় ১ তোলা প্রযুক্ত সহ লেহন করিবে। ইহাতে মহামামতৈল, কুম্ভপ্রসারণীতৈল, মহাবলাতৈল, মহাকুক্কুটমাস তৈল, বৃহন্মাম তৈল ও কুম্ভাদম বা একাদশ শক্তি কাপ্রসারণী তৈলের অভাৱ এবং তৈল মর্দনের পর স্নিগ্ধমামকলাইয়েন মৃদ বা "লবণশ্বেদ" দিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহাতে "ছাগলাভমূত্র" ও "দশমূল" পান, "দশমূলরস" সেবন ও মাসাদি জ্বাবের "নাভীবেদ" বিশেষ উপকারী। অথবা যথেষ্ট যোগেন্দ্ররস, বৃহৎ বাতচিস্তামণি, চিস্তামণি চতুর্মুখ ও কুম্ভচতুর্মুখ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

রসোনপিণ্ড ও সমীরগজকেশরী শৈত্যাবেশে, কুপিত বায়ুজনিত আক্ষেপের উৎকর্ষে ঔষধ। ইহা বেদনা নিহারক। আহারের পূর্বে বট ও মরিচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া অন্নদধি পান করিলে অপতানক প্রকৃতির আক্ষেপ উপশান্ত হয়।

ধনুস্তম্ভ বা ধনুষ্টকার চিকিৎসা

ধনুস্তম্ভ—অস্ত্রারাম ও বহিরারাম আক্ষেপাবেশে অপতানকের অবস্থাতেই হেতু অপতানকের জ্বর উদ্ভাবের চিকিৎসা করিবে। দেহ ধনুকের জ্বর নত হইলে তাহাকে ধনুস্তম্ভ বা ধনুষ্টকার বলে। ধনুস্তম্ভ দুই প্রকার, যথা—অস্ত্রারাম ও বহিরারাম। বোগী ক্রোড়ের দিকে বক্র হইয়া পড়িলে তাহাকে অস্ত্রারাম এবং পৃষ্ঠের দিকে নত হইয়া পড়িলে তাহাকে বহিরারাম বলে। ধনুষ্টকার রোগ অত্যন্ত প্রাণনাশক। ইহাতে প্রথমতঃ চোয়াল বন্ধ হইয়া যায়, ঘাড় বেদনা হয় ও পার্শ্বের ভাবিয়া পড়ে। এই রোগে শতকরা ২। ৪টা লোক আক্রান্ত হয়। ধনুষ্টকারের রোগা যদি দীর্ঘ সময় সুর্য্যে ২ সপ্তাহের উর্দ্ধকাল ভোগ করে, তবে জীবনের অনেক আশা করিতে পারা যায়। রোগীকে সর্বদা অন্ধকারে ও নীরবে রাখা কর্তব্য। ইহাতে চোয়াল শেষে এমন ভাবে আটকাইয়া যায় যে একটু চুষ্পান করানও অসম্ভব হইয়া উঠে। চোয়ালে বালুকাবেদ ও মাংসলাই শেষ দেওয়া উচিত। প্রথমতঃ কোষ্ঠপরিষ্কারক ঔষধ দিয়া তৎপরে অবসাদক ঔষধ দেওয়া বিধেয়। এই রোগে রোগীর বেশ জ্ঞান থাকে এবং প্রায়শঃ অর থাকে না। যখন থিচুনী ঠাঠ তখনই সেট থিচুনীস্থানের শীত কোন বলবান ব্যক্তি ধরিলে রোগীর অনেক আগ্রাস হইয়া থাকে। এই ভাবে কয়েকদিন রোগীকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে রোগের বেগ কমিয়া যায় এবং শেষে রোগীর জীবনেরও অনেক ভরসা হইয়া থাকে। থিচুনী কমিয়া গেলে শেষে অনেক রোগী একবারে অমার হইয়া পড়ে।

গর্ভপাত, অধিক রক্তস্রাব, আঘাত বা কোন দৈহিক ক্ষত হইতে ধনুষ্টকার হইলে তাহা অসম্ভব। রোগের শেষ অবস্থায় যখন থিচুনী কমিয়া যায়, তখন নংক ২ রোগীকে গরম তেলের টবে বসাইয়া তৎপরে রোগীর শরীর শুষ্ক বস্ত্রদ্বারা মোড়াইয়া যথোযুক্ত তৈলাদি মাশল করিবে ও শেদ দিবে। রোগীকে তরল পণ্য দেওয়া উচিত এবং বাহ্যতে কোষ্ঠ পরিষ্কার পক্ষে তক্ষণ ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্তব্য। মল নির্হরণের প্রস্তাবকে ২ পিচকারী দেওয়া বাইতে পারে।

সমীরগজকেশরী।

শোধিত কুঁচলা, শোধিত অহিকেন ও মরিচচূর্ণ সমভাগ, বটী ১ রতি। অমুপান—পানের রস। ইহা নানাবিধ শিরা ও আয়ুগত ব্যাধিতে প্রযোজ্য।

অপতানক প্রকৃতিতে শরীর ধনুস্তম্ভের ন্যায় হইলে, চালিতা ভাতে সিদ্ধ দিয়া, সেই চালিতাবিচ্ছল উষ্ণ ভাতসহ যত্ন করিয়া উত্তম ব্যবহার মানপত্র শাসিত রোগীর

সর্সাকে মালিশ করিবে এবং চালিচাতাত বধাসাধা রোগীকে ভক্ষণ করাটাবে। এইভাত আতপ ততুলের হওয়া আবশ্যিক। কেবল বলেন রোগীকে মাগপত্রে শায়িত করিয়া অহাঅশ্বাদি (অভাবে কৃষ্ণতিলতৈল) মালিশ করিয়া পশ্চাৎ উক্ত চালিতাম্র রোগীর শরীরে মর্দন করিবে। পাকের সময় এক জল দিতে হইবে যেন কোন গালিতে না হয় অগত তাতগুলি সুস্থিত হয়। কেবল পাকা চালিতাম্র বিজল মালিশ করিলেও আক্ষেপ ও অপতানক নষ্ট হয়।

অপতানকের চিকিৎসা বেক্রপ লিখিত হইয়াছে দণ্ডাপতানকের চিকিৎসা সেরূপ নহে, কারণ টকা কফাধিত বায়ুভাত। ইহাতে দণ্ডের শরীর ক্ষতিত হইয়া তাহার আকৃকনাদি ক্রিয়া নষ্ট হয়। এইরোগে কৃষ্ণচতুর্মুখ, বৃহৎবাতগজাকুশ, রসোনিপিত্ত, রসোনিটৈল, সৈন্ধবাদিতৈল, কুজপ্রসারণীতৈল প্রভৃতি ব্যবহার করিবে। এইরোগের প্রযোজনায়, ত্রিশতীপ্রসারণী, সপ্তশতিকাপ্রসারণী প্রভৃতি তৈল, ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্গুলু, রসরাজরস ও চিস্তামণি ব্যবহার করিবে।

ত্রিশতী প্রসারণীতৈল।

গন্ধভাদালিয়া ১২৪ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, এইরূপ অংশগন্ধার কাথ ১৬ সের, দশমূলের কাথ ১৬ সের, তৈল ১৬ সের, হুথির মাত ১৬ সের, কাচি ৩২ সের, হুথ ৬৪ সের।
কফার্ভ—পিপুলমূল, যবকার, গন্ধভাদালিয়া, সচললবণ, সৈন্ধব, মজিষ্ঠা চিত্তমূল ও বহুবল প্রত্যেক ২ পল, জীবনীরদশক প্রত্যেক ১ পল, শুঠ ৫ পল, ভজাতকবীজ ৩০ টা। এই তৈল সন্ধিস্ত, শিরাগত, শিরোগত ও অস্থিগতবায়ুনাশক। সচরাচর এইতৈল শিরোরোগেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে গৃহসী, অপম্মার, উন্মাদ, ভগ্নপত, জাহ্নসন্ধিস্ত ও শাদৃষ্টগত বায়ু নষ্ট হয়। পক্ষাঘাত এবং সর্সাদবাতের শেষ অবস্থায় এই তৈল বিশেষ উপকারী। এই তৈলের গন্ধপাক করা কর্তব্য।

এই রোগের পুরাতন অবস্থার ছাগলাদ্রুত কলপ্রদ। প্রথম অবস্থায় তৈল মর্দনাতে কক্ষবেদ হওয়া আবশ্যিক। ভাজা মাষকলাইয়ের খেদ এবং বিজ্ঞাদিপকমূলেরনাড়ীখেদ উপকারী। ইহাত বাতকফনাশকদ্রব্য পথ্য এবং কফবর্জক দ্রব্য অপথ্য।

অন্য সর্সাক্ষ বাতন্যাশি চিকিৎসা

ইহার চিকিৎসা পক্ষাঘাতের ভাষ। বায়ু, পিত্ত বা কফের সহিত আশ্রিত হইয়া যে পক্ষাঘাত বা সর্সাক্ষগতবাত উৎপাদন করে তাহা সাধ্য। কেবল বাতপ্র পক্ষাঘাত বা সর্সাক্ষবাত অসাধ্য।

অথ গৃধ্রসী চিকিৎসা

কটি, পৃষ্ঠ, জাহ্নু ও কক্ষ প্রভৃতিতে জ্বরতা ও ভীষ বেদনা হইলে তাহাকে গৃধ্রসী বলে। গৃধ্রসী ২ প্রকার। যথা—বাতজ ও বাতকক্ষজ। বাতজ গৃধ্রসীতে কক্ষ বা স্পন্দন হইয়া থাকে। ইহাতে দশমূল, বেড়েলা, রান্না, জলধা ও গুঠ—ইহাদের কথে ১০ আনা এরুতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। গৃধ্রসী মাজেই শ্লেষ্মাসুবজ্ঞ থাকে সুতরাং তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করা কর্তব্য। শেফালিকা ফুলের পাতার কাথ যুহু অগ্নিতে প্রস্তুত করিয়া পান করিলে গৃধ্রসী নষ্ট হয়। কেহ ২ এই যোগ বাতকক্ষজ গৃধ্রসীতে ব্যবহার করেন। রান্না ৮ তোলা ও শুগ্গল ১০ তোলা স্তম্ভ দ্বারা পেষণ করিয়া ১০ আনা মাত্রায় বটী করিবে। অমুপান—গরমজল। ইহা বাতকক্ষ গৃধ্রসীর মহৌষধ। পিণ্ডভগ্নের মূল, আদা সহ পেষণ করিয়া সোল সহ সেবন করিলে গৃধ্রসী নষ্ট হয়। বিশেষতঃ ইহা ব্রহ্ম (বাঘ) এবং কুট্কী বেদনার মহৌষধ। গৃধ্রসীতে আমরস বা কফের অত্যন্ত প্রেকোপ থাকিলে, শুঠের কাথে ১০ তোলা এরুতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। বায়ুও অত্যন্ত প্রেকোপ থাকিলে দশমূলের কাথে ১০ তোলা এরুতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। এরুতৈল আমবাত বা গৃধ্রসীর উৎকৃষ্ট ঔষধ; কিন্তু কোষ্টবজ্ঞানা থাকিলে বা অতিশয় থাকিলে ইহা প্রযোজ্য নহে। শেফোজ ২টী যোগ দ্বারা কটিশূলও নষ্ট হয়। ইহাতে ভাজা মাষকলাইয়ের স্বেদ বিশেষ উপকারী। দৃষ্টান্তানুসারে যে সমস্ত ঔষধের বা প্রক্রিয়ার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার সমস্তই অবস্থান্তরে প্রযুক্ত হইতে পারে। ইহাতে কক্ষর কোনও প্রসারণীতৈল ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়। অক্ষানশক দ্রব্যই ইহার স্পন্দ্য।

অথ ক্রকৃশীর্ষ চিকিৎসা

দ্রবিত রক্ত ও বায়ু জাহ্নু মধ্যে শৃঙ্গালের মণ্ডকের দ্বারা এক প্রকার শোধ উৎপাদন করিলে তাহাকে ক্রকৃশীর্ষ বলে। শুণক ও ত্রিফলার কাথে, শোধিত শুগ্গল ১০ তোলা এরুতৈল দ্বারা পেষণ পূর্বক উষ্ণদ্রব্য সহ পান করিলে অথবা শোধিত বৃহদারকবীজ ১ রতি ১/৮ পোহা দ্রব্য সহ পান করিলে এইরোগ প্রশমিত হয়। এই গীড়া বাতরক্তজ হইলেও চিকিৎসা ভেদার্থ বাতরক্ত হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে। অবস্থাবিশেষে বাতরক্ত চিকিৎসায় এই রোগ প্রযোজ্য হয়। ইহাতে বৃহৎছাগাত্ত স্তম্ভ, ক্রীগোপাল তৈল, মহাবলা তৈল, মাষকলাই তৈল, সপ্তপ্রশ্নমাষ তৈল, শিবা শুগ্গল, ব্যভারি শুগ্গল, পুষ্পরাজপ্রসারণী তৈল, শুড়ূচ্যাতি তৈল, কৈশোর-শুগ্গল, অমৃতশুগ্গল, বৃহৎ যোগরাজ শুগ্গল, বৃহৎ বাতচিস্তামণি ও

যোগেন্দ্ররস অবস্থাবিশেষে ব্যবহার করিবে। বাতরক্তের প্রলেপাদি এরোগ ইহাতে ফলপ্রসূ। যেমন ও দাহ প্রাণমনার্থ পটোলপত্র, কটুকী, শতমূলী, ত্রিকলা ও গুলঞ্চ ইহাদের কাথ পান করিবে। এই কথার দ্বারা ব্যাধিস্থান পরিষিক্ত করা হিতকর। দশমূল দ্বারা দুহ্ম থাক করিয়া অথবা ঈষদ্রুক্ষ দ্বারা দ্বারা কিছা মেঘদ্রুক্ষ দ্বারা পরিষেক করিলে বিশেষ উপকার হয়। শতযৌত দ্বতের প্রলেপ দিলে অথবা ছাগদুহ্ম দ্বারা এরণ্ডবীজ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কিছা কৃত্তিল ভাজিয়া দুহ্মে নিক্ষেপিত করতঃ সেই দুহ্ম দ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ফললাভ হয়। এই রোগে দ্রুক্ষ মোক্ষণ করার বিধি দুই হয় না, কিন্তু যদি কিছুতেই শোধ উপস্থিত না হয়, তবে রক্ত মোক্ষণ করা নিতান্ত আবশ্যক। রক্ত মোক্ষণের বিদ্যার জন্য চিকিৎসা করিবে। ইহার পথ্যাপথ্য বাত রক্তের দ্বারা।

অথ বিশ্বচী চিকিৎসা।

এই রোগে বাতর আকুঞ্চন ও প্রসারণ ক্রিয়া নষ্ট হয়। ইহাতে বাতপৃষ্ঠস্থ শিরাসমূহ বাতাক্রান্ত হয়। সুতরাং ইহাতে আক্ষেপনিবারক বাতহর তৈল মর্দন বিশেষ উপকারী। এইরোগ অবিকার্য স্থলেই এই হাতে হয়—কদাচিৎ একহাতে দৃষ্ট হয়। বিশ্বচী ও খল্লী একই জাতীয় ব্যাধি; সুতরাং খল্লী নিবারক ঔষধ ইহাতে ব্যবহার করিবে এবং বিশ্বচী নাশক ঔষধও খল্লীতে প্রয়োগ করিবে। বিশ্বচীতে অববাহকরোগাক্ত দশমূলাদি কষায়ের ন্যস্ত—হিতকর। ইহাতে মহাবলাতৈল, মহামাষতৈল, নিরামিষ-মহামাষতৈল, মণ্ডপ্রস্থমাষতৈল, বৃহৎছাগাদ্যদুহ্ম, রসস্রাজ্বরস, যোগেন্দ্ররস ও বৃহৎ বাতচিস্তামনি হিতকর। মাষকলাই অথবা সৈন্ধবলবণের ঘ্রদ ইহাতে বিশেষ ফলপ্রসূ। দশমূলের কাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিশ্বচী, খল্লী, পঙ্খ ও ক্রোষ্ট্রকশীর্ণ আরোগ্য হয়। ইহাতে অন্ন ও বাতবর্জক দ্রব্য অপথ্য।

অথ প্রলী চিকিৎসা।

ইহাকে বাতলাভাষায় শিরামোড় বা খিলধরা বলে। ইহাতে জন্মা, পদ, কণ্ঠমূল ইত্যাদি মোচড়াইতে থাকে। চুক্ষ দ্বারা (অভাব কাঁজি) কুড় ও সৈন্ধব লবণ পেষণ করিয়া তৈল মিশ্রিত করতঃ ঈষৎ উষ্ণ করিয়া মর্দন করিলে খল্লী ও তজ্জনিত বেদনা নষ্ট হয়। বিশ্বদ্রব্য (তিল, সর্ষপ ও মসিনা প্রভৃতি) কাঁজি দ্বারা বাত্ৰি সৈন্ধব সংযোগে গরম পাতঃ ঘ্রদ, মর্দন বা উপনাস প্রদান করিলে ফল লাভ হয়। বিশ্বচীতে যে সমস্ত ঔষধ লিখিত হইয়াছে ইহাতেও তাংই প্রযোজ্য।

অন্য স্নিগ্ধবাত চিকিৎসা ।

স্নিগ্ধবাত পুনঃ পুনঃ রক্ত মোক্ষণ করিবে এবং সৈন্ধব ও গৃহধূন (কুল) তৈল দ্বারা মর্দন করিবে। প্রলেপ দিবে। পক্ষাঘাতে যে সমস্ত তৈল ঔষধাদি লিখিত হইয়াছে ইহাতেও তাহা প্রয়োগ করা যায়। তালকেশ্বর রস ও পলাশাদি বটী ইহাতে কলগ্রহ ।

তালকেশ্বর রস ।

রসসিন্দুর ১ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, ভাংচ ভাগ, পুরাতন ইক্ষুগুড় ১০ ভাগ একত্র মর্দন করিয়া ১০ সিকি তোলা হইতে ২০ তোলা পর্যন্ত প্রাতঃকালে দুই অহুপানে সেবন করিয়া চারার উপবেশন করিবে ।

পলাশাদি বটী ।

পারদ ও গন্ধক একত্র কজ্জলী করিয়া পলাশবীজের স্বরসে ৩ দিন মর্দন করতঃ বা (ভাবনা দিয়া) শোধিত কুঁচলাবীজচূর্ণ বজ্জলীর ঘোড়শাংশ মিশ্রিত করিয়া ১ রতি বটী করিবে। অহুপান—দুই। এই ঔষধ পানরস সহ সেবন করিলে শিরা ও স্নায়ুগত রোগ প্রশমিত হয়। এই রোগে ছট্কার পথ্য করিলে রোগ সত্ত্বর আরোগ্য হয়। রক্তচুষ্টী এই রোগের প্রধান হেতু, অতরাং ইহাতে রক্তবিস্তৃতিকারক ঔষধও ব্যবহার্য্য ।

অন্য বেপথু বায়ু চিকিৎসা ।

সর্বাঙ্গ বা মস্তকের কম্পন হইলে তাকে “বেপথু” বলে। শৈত্যাংশে বায়ু প্রকুপিত হইয়া এই রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে ; অতরাং ইহাতে শীতল দ্রব্য নিষিদ্ধ এবং গরম থাকাই কর্তব্য। যাহাতে ব্যাধি স্থানে বাতাস এবং শীতল জল না লাগে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। ইহাতে দ্বিগুণাখ্য রস, কৃষ্ণচতুর্মূৰ্খ, মহাম তৈল, সপ্তপ্রস্থ মাষতৈল, মহাকুকুটমাংস তৈল, বিশেষতঃ—নকুলতৈ কলগ্রহ ।

দ্বিগুণাখ্য রস ।

গন্ধক ১ ভাগ ও পারদ ২ ভাগ একত্রে উত্তমরূপে কজ্জলী করিয়া লৌহহাতার বা অগ্নিতাপে পল্লটীর দ্বারা চটী প্রস্তুত করিবে। পরে উহা চূর্ণ করিয়া তৎসম হরীতব মিশ্রিত করিয়া ১ রতি মাত্রায় ব্যবহার করিবে। তৎপর দিন হইতে প্রতিদিন ১ করিয়া বৃদ্ধি করিবে। ইহা ২০ রতির উর্ধ্বে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। ২০ রতি ।

প্রত্যহ ১ রতি করিয়া কমাটয়া পুনর্বার ৭ রতি পর্যন্ত করিবে। এইরূপ হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া ১৫ মাস বাবে ঔষধ ব্যবহার করা কর্তব্য। অস্থপানি হৃৎ বা গহম জল। এই ঔষধ ব্যবহার কালে বসেই হৃৎ পান করিবে এবং ছুয়ার, দূত ও মিশ্রিচূর্ণ পথ্য করিবে।
অন্ন—বাতহর হটলে ও বেপথুবাতে (কন্দুবাতে) প্রয়োজ্য নহে।

অন্ন অক্ষশোষ চিকিৎসা।

ইহাতে শরীর ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে, স্তন্যঃ প্রতিকর বাতনাশক ঔষধ সমূহ প্রয়োগ করিবে। অশ্বগন্ধাস্বত, বৃহৎ অশ্বগন্ধাস্বত, বৃহৎ ছাগাগ্ন্যস্বত, অশ্বগন্ধা-
তৈল, মহামাষ তৈল, মপ্তপ্রস্থমাস্বতৈল, ত্রীগোপালতৈল, অষ্টাদশ-
শতিকাপ্রসারণীতৈল, ত্রৈলোকা চিন্তামণি, বৃহৎ বাতচিন্তামণি, যোগেন্দ্র-
রস ও রসরাজ রস এই গৌড়ার প্রশস্ত ঔষধ। ইহাতে বাবতীর পুষ্টিকর জব্য পথ্য।
বায়াম, চিন্তা, অন্নভোজন ও মৈথুন প্রভৃতি অহিতকর।

অন্ন কুজ চিকিৎসা।

কুপিত বায়ু, ক্ষয় বা পৃষ্ঠদেশকে ক্ষীত ও বেদনাবিশিষ্ট করিলে তাহাকে কুজ বলে।
ইহাতে “ভদ্রদার্কাদিগণ” ও “দশমূল” বিশেষ উপকারী। স্তন্যঃ উহা দ্বারা কষার, তৈল,
দূত ও উপনাসাদি প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

এই রোগ বাতপ্রধান বা বাতশ্লেষপ্রধান। বাতশ্লেষপ্রধান অবস্থার কুজপ্রসারণী
তৈল বিশেষ হিতকর। বাতপ্রধান স্থলে মহামাষতৈল, মপ্তপ্রস্থমাস্বতৈল,
সিদ্ধার্থকতৈল ও একাদশশতিকাপ্রসারণী প্রভৃতি তৈল, দশমূলস্বত ও
ছাগাগ্ন্যস্বত ব্যবহার করিবে। প্রসারণী বটিক তৈল এই রোগে বিশেষ হিতকর।

কুজবিনোদরস।

পারদ, গন্ধক, হরীতকী, হরিতাল, বিষ, কটুকী, ত্রিকটু গন্ধবোল ও জ্বরপাল
প্রত্যেক সমভাগ। ভূমরাজ, মনসাসীজ ও আকন্দ পত্রের রসে পৃথক ২ ভাবনা দিয়া
২ রতি বটী করিবে। ইহাতে বাতশ্লেষপ্রধান কুজতা ও আমবাত প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

সিদ্ধার্থক তৈল।

তৈল ৮ সের, শতমূলীরস ৮ সের, হৃৎ ১৬ সের, আদারস ৮ সের। কদার্ব—ভল্লুকা,
সেবাক, জটামাংসী, শৈলজ, বেড়েলা, রক্তচন্দন, তগরপাহকা, কুড়, এলাচি, শালপাণি,
গীরা, অশ্বগন্ধা, বগাক্রান্তা, শ্রামালতা, অনন্তমূল, চাকুলে, বচ, গন্ধতুল, সৈন্ধব ও তঁত
মিশ্রিত ৮ সের।

এরোগ বহুকালান্তিত হইলে আরোগ্য হয় না। 'অফাফিকা' "বুহৎ বাতগজাভুশ" ব্যবহার করা যায়। ইহাতে যের বিশেষ উপকারী এবং বহুবর্জক জন্য অথবা।

অনাভুণী ও প্রতিভুণী চিকিৎসা

মলাশয় বা মূত্রাশয় হইতে বেদনা আরম্ভ হইয়া গুহ, দ্বিপ বা যোনিপ্রদেশে উহা বিশেষভাবে ব্যাধ হইলে তাহাকে " " বলে এবং ঐরূপ বেদনা গুহ, দ্বিপ বা যোনি প্রদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া প্রবলবেগে পক্ষাঘ্নে গমন করিলে তাহাকে "প্রতিভুণী" বলে। ভুণী বা প্রতিভুণীতে দ্বিধুফ জল দ্বারা "পিপ্পল্যাদিগণ্ড" চূর্ণ/০ আনা মাত্রায় সেবন করিবে।

পিপ্পল্যাদিগণ। যথা—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিত্তেবুল, গুঠ, মরিচ, এলাচি, বনধানী, ইন্দ্রধনু, আকনাদি পাতা, বেণু, জীবে, বায়ুনহাটী, মধ্যান্দফল, হিং, মোরিচী, (হরীতকী) কটুকী, সর্বণ, বিড়ঙ্গ, আট্টম ও মূর্জাবুল প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ। এই চূর্ণ কফনাশক, আমপাটক, বেদনা ও গুল্মনাশক। যদি কফের কোনও লক্ষণ প্রকাশিত না থাকে, তবে বাতপ্রাবল্যবস্থায় দ্বিধুফ জল দ্বারা "পেহলবণ" পান করিবে। অথবা বৎকার ১০ গিকি এবং হিং ও রতি একত্র মর্দন করিয়া ১ তোলা স্তূতসহ পান করিবে। ইহাতে স্তূত বাতজনিত বেদনা নিবারিত হয়। বেদনা মাঝেই "অজ্জস্নেহ" আউফলগ্রন্থ। কিন্তু তাহার কোনও স্থায়িত্ব নাই। অবস্থাবিশেষে কৃষ্ণচতুর্মুখ, চিত্তামণি চতুর্মুখ, বুহৎ বাতচিত্তামণি, দাত্রীলৌহ এবং শূলাধিকারের ঔষধ সমূহ ব্যবহার করিবে। অত্যন্ত বেদনা নিবারণার্থ "বিফুট্টলাদির" অভ্যাস করিয়া পেটে যের দেওয়া আবশ্যক। উরবের উর্দ্ধভাগের বেদনার দ্রুতবেগ মালিশ করিয়া যের প্রদান করিবে। অষ্টাদশ শতিকারোপারগী তৈলের অভ্যাসে অথবা মজ্জস্নেহ বা চতুঃস্নেহের পানাত্যক পরিণামবস্থায় বিশেষ ফলপ্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা।

মজ্জস্নেহ।

গ্রাম্য কৃষ্ণ বা জলজ কীষের অস্থিদ্রবুহ ভিন্ন (চূর্ণ প্রায়) করিয়া জলে পাক করিবে। পাক করিতে ২ জনের উপরিভাগে তাৎক্ষণিক যে মেহনদার্ব দুই হইবে, তাহা গ্রহণ করিবে। ঐ মেহ (পূর্ব মাত্রায়) /৪ সের, মশমূলের কাণ ১৬ সের, চই /৮ সের। বর্জ্য—জীবক, স্বপতক, হাশরমালী, ভূমিকুয়াণ্ড, আলকুন্ডরীক, ভদ্রবাক্যানিগণ ও জীবনীমদক মিলিত /১ সের তৈলগণ্ড পাক করিবে। ইহাতে নিরা, অস্থি ও কোটগত বায়ু নষ্ট হয়। পানার্থ—অজ্জস্নেহ উষ্ণদ্রব। মাত্রা—তোলা। বাহ্যদের মজ্জা, গুহ, ও ওজোভূ কীণ, তাহাদের পক্ষে ইহা অধঃপান। ইহা বণকর ও পুষ্টিকর।

চতুঃস্নেহ।

তৈল /৪ সের, স্তূত /৪ সের, বনা /৪ সের মজ্জা /৪ সের—একুনে দেব ১৬ দেব।

পাকার্ব—ত্রিকলা মিলিত ১/২ সেত, কুলখতলাই ১/১ সেত, সজিনা মুলের ছাল ৫ পল, অড়তর ৫ পল, চায়া ও চিত্তেবুল প্রত্যেক ২ পল, মশমুল প্রত্যেক ১ পল, জল ৬৪ সেত, শেষ ১৬ সেত। পাকার্ব—সুরা, আরশাল, (কাঁজি) অন্নদধি, সৌবীরক, ত্র্যমোদক, কুলখ ১০০০ কাল, হাড়িবরস, পুরাতন তৈলুলের জল প্রত্যেক ১/৪ সেত, চন্দ্র ১/৪ সেত। কড়ার্ব—জীলনার-দ্রাক মিলিত ৬ পল, যথাবিধি পাক করিবে। ইহার অপর নাম “মহাশ্রেষ্ঠ”। ইহার অর্থাৎ শিরাগত, অস্থিগত ও মঙ্গলগতবায়ু এবং সর্দঙ্গবাত, একাদবাত, বেশপূবাত, শূল ও অক্ষিপ নষ্ট হয়। ইহা বাতবাধির ওষুধকষ্ট ঔষধ। এই মেহে বাতহর পুরাতন সুরা গ্রহণীয়।

পুস্তুরস্তুত।

পুরাতন স্তুত ১/৪ সেত, পাকার্ব—পুস্তুরা পাতার রস ১৬ সেত। কড়ার্ব—চুই চুই ১/২ সেত, মৈদব ১/৪ সেত, পাকার্ব—জল ১৬ সেত। ইহা বেদনা নিবারক। ইহাতে বাতবর্জক অন্নপানীয় “অপথা” এবং অতিশয় লঘুপাকজন্য “পথা”।

অন্য আশ্বান চিকিৎসা।

ইহা পাকায় সমুখ। পাকায় বায়ু আবদ্ধ থাকিয়া উদর ক্ষতি, বেদনা ও উদরে গড়-গড় শব্দ হইলে তাড়াতাই আশ্বান বলে। যদি ইহাতে আশ্বাত স্থান শূন্য বা মনুস্ত বোধ হয়, তবে “কলবতি” দ্বারা বিবেচন করাইবে। বিনা বিবেচনে আশ্বান দূরীভূত হইবে না। পেটে তিলতল মালিশ করিয়া যেন দিলেও আশ্বান নিবারিত হয়। ইহাতে “কিষ্টটেল” প্রভৃতির অত্যন্ত বিশেষ ফলপ্রসূ। “ভাঙ্গরলবণ” ও “কলকাক” প্রভৃতি আশ্বানের উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই সমস্ত ক্রিয়া “দ্বারা উদারগান-লম্বিত না হইলে, “চিহ্নামনি” প্রভৃতি বাতহর ঔষধ, ত্রিকলা জলসহ ব্যবহার করাইবে। “চিষ্টটেল” মালিশ করিলে অনেক সময় আশ্বান নিবারিত হয়। ক্রিয়া অন্ত আশ্বানে ২১ কোটা চিষ্টটেল জলসহ সেবন এবং ঐ তৈল মর্দন বিশেষ ফলপ্রসূ। এইরূপ আশ্বানে “কোটারি” প্রভৃতি ক্রিয়া ঔষধও ব্যবহার্য। কমলালেবুর রস, বেদনার রস, কাঁজি এবং মিশ্রিত জল ভিন্ন অল্প কোনও পদার্থ আশ্বান সময়ে সেবন করবে না। “কিষ্টটেল” যে সমস্ত ঔষধ ও প্রদোষ লিখিত হইয়াছে, ইহাতেও তৎসমুদায় প্রযোজ্য। কাতিসক্ত বস্ত্রবস্ত্রদ্বারা বেদ দিলে ফলপ্রসূ হয়। অথবা “কলবতি” ব্যঞ্জনক নাই; সুতরাং তৎপরিবর্তে শিচকারী দ্বারা যল নির্গমন করান কর্তব্য। এই পীড়ার একটেল প্রভৃতি দ্বারা বিবেচন করান নিষিদ্ধ; কারণ তাহাতে “অলসক” বা “বিস্ফটিকার” উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা। ইহাতে পাকায় অত্যন্ত দুর্বল হয়; সুতরাং বেশ আরোপ্য হইলেও ২৪ দিন অত্যন্ত লঘুপাক সেবন করিবে। যথাবি আরোপ্য না হইয়া পর্যাপ্ত লক্ষণ দেখা উচিত। পীড়া আরোপ্য না হইতেই পথ্য করিলে পীড়ার

পুনরাগমন লক্ষণ অথবা কষ্ট বা বিবৃতি হইবার আশঙ্কা। ইহাতে “কল্যাণলবণ” প্রস্তুতি পদ্ধতিগত বায়ুর ঔষধ মূত্র ব্যবহার করিবে এবং কদাচ বমন প্রয়োগ করিবে না ; কারণ তাহাতে আত্মান অধিক হইয়া অগ্নিকে পরিণত হইবার সম্ভাবনা। আত্মানের প্রথম অবস্থায় সেবুর রসময় সেড়া বা সে ডার কল দান করিলে বিশেষ উপকার হয়। উদরের উপর ধাতুপাত্র রাখিয়া তাহার উপর কপিতল তলদাগা বসান করিলে আত্মান উপশান্ত হইয়া থাকে।

অন্য প্রত্যাহ্বান চিকিৎসা।

ইহাতে প্রথমেই বমন করান কর্তব্য। এই রোগ আশাশয় মনুষ্য হৃতরায় বমন দ্বারা ভূক্ষ জাতিগণ নির্গত হইলে মধুরেই পীড়ার উপশম হয়। ইহাতে উপর বা পার্শ্বদেশ ক্ষীণ হয় না। অপরিশুদ্ধ আহারীয় দ্রব্যই অত্যাধিকার কারণ ; সুতরাং ইহা নির্গত না হইলে মধুর বায়ুর উপশম হইয়া অস্ত্রব। কারণ এবং টকজল দ্বারা বমন করাইবে। যদি তাহাতে বমন না হয়, তবে অশোষিত জলগ্রহণ অথবা তুঁতে চূর্ণ ১০ আনা পরিমাণ জলসহ সেবন করাইবে এবং বিচূড়ন পরে গলার জলুগি ক্রমশঃ করিয়া বসি করিবে। অত্যাধিকার পরিমাণ কম হইলে অথবা বমনের সুবিধা না হইলে দীপনীয় ঔষধ “চিহ্নকাদি শুভ্রিকা,” “বহুফার,” “মহাশঙ্খচী” প্রস্তুত ব্যবহার করিবে। তাহাতে ভূক্ষ দ্রব্যের পরিপাক হইয়া ক্রমশঃ ক্ষীণতা কম হইবে। ইহাতে কদাচ বিরচন প্রয়োগ করিবে না। কারণ তাহাতে বিরচন না হইয়া রোগীর বিশেষ শ্রানি হইয়া থাকে। অনেক সময় ইহাতে রোগ বৃদ্ধি হইয়া অনঙ্গ বা বিচূড়িকা হইতে পারে। এই পীড়ায় লভন প্রদত্ত ব্যাধি অত্রোপা না হইয়া পর্যন্ত কদাচ যোনুও দ্রব্য আহার করিবে না। পীড়ার অবসানেও কিছুদিন আত্মীয় বায়ুদ্বারা বসি বিদেহ। অস্ত্রথার পুনরায় প্যাম প্রকাশিত হইতে পারে। ইহাতে আশাশয়নত বায়ুর চিকিৎসা করিবে। বিচূড়িকাচীর প্রলেপ ও কদম্বের এবং আনাজীরের ঔষধ এই ব্যাধিতে প্রযোজ্য।

অন্য প্রত্যাহ্বান ও অস্ট্রিনস্কা চিকিৎসা।

বিচণেয় বা অচল, নাতির অপোদেহাত্মক পাষণৎপ্রবণ কঠিন বাতকৃত গ্রন্থি-বিশেষকে অস্ট্রিনস্কা কহে। ইহাই হৃদয়ে ত্রিধাগু (বক্র) ভাবে উৎপন্ন হইলে এবং বিশেষ বেদনা বা কণে তাহাকে প্রত্যাহ্বান বলে। ইহা মফারী ও কেবল বাতময় হইলে ভ্রমের দ্বারা চিকিৎসা করিবে। অস্ত্রথার অস্ত্রিগ্রন্থির দ্বারা চিকিৎসাই বিদেহ। গ্রন্থি বাতময় হইলে

মহাবলা তৈল, নারায়ণ তৈল প্রভৃতি মালিন করিবে এবং "চিস্তামণিচূর্ণ" প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিবে। এই রোগে প্রায়শঃ কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়া থাকে সুতরাং কোষ্ঠ পরিদূরার্থ ঔষধ ব্যবহার করা কর্তব্য। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে সমস্ত রোগোন্নয়নের সম্ভাবনা নাই। যদি কালায়ুরে গ্রহি মাংসাশ্রিত হয়, তবে অঙ্কুবিদ্রুপের তায় চিকিৎসা করিবে। ক্ষারদ্রব্য ও নিরেট দ্রব্য বর্জিত ঔষধ ইহাতে ফলদায়ক। সুতরাং গুন্দ ও বিংশি অধিকারের তাদৃশ ঔষধ ব্যবহার করিবে। ক্রেদদ্রব্য, শাক, কাঁচাকলা, আলু ও অত্যন্ত গুরুপাক জব্য ইহাতে "অপণ্য" এবং ঘাফা সমস্ত ভীর্ণ হয় ও বন্ধুর তাহাই "পণ্য"।

অন্য পাদদাহ চিকিৎসা।

এই ব্যাধি পিত্তরক্তাশ্রিত বাতজ, সুতরাং ইহার চিকিৎসা পিত্তাদিক বাতরক্তের তায়। ইহাতে গমনাগমনে দাহাতিশয়া হইয়া থাকে। শব্দবোত স্বত, নাগকেশর ও গোক্ষুর একত্রে দেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অথবা দশমূলের অর্দ্ধশুণ্ড কবার দ্বারা পরিবেচন করিলে পীড়ার উপশম হয়। ইহাতে গুড়ুচ্যাতি তৈল, গুড়ুচ্যাতি লৌহ, পিত্তাস্তক লৌহ, বৃহৎবাতচিস্তামণি, মাঘবলাদি তৈল, বিষু তৈল, ও নারায়ণ তৈল প্রয়োগ করিবে। হস্তাদির দাহেও পানবাহের তায় চিকিৎসা করিবে। ইহার পথ্য-পাথ্য বাতরক্তের তায়।

কফ বাতজ পাদদাহ ও কেবল বাতজ ঝিনুঝিনি বাত চিকিৎসা।

পদদ্বয়ে বোম না থাকিলে, ঝিনুঝিনি বেদনা যুক্ত হইলে এবং পুণঃ ২ শিরিষা উঠিলে তাহাকে পাদদাহ বলে। দশমূলের কাপে হিং ১ রতি ও কুড়ূর্ণ ৩ রতি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পাদদাহ আরোগ্য হয়। "কুঞ্জসারঙ্গী তৈল" মালিনে বা "রসে'নতৈল" প্রভৃতির অভাৱ দ্বারা এই রোগ (পাদদাহ) আরোগ্য হইয়া থাকে। "কৃষ্ণচূর্ণ" ও "বৃহৎ বাতগজাঙ্গুণ সেবনেও ফলপাক হইয়া থাকে। 'মহামাঘ তৈল" প্রভৃতির অভাৱ এবং "সমীরগজকেশরী ও বৃহৎবাতচিস্তামণি" প্রভৃতি সেবনে ঝিনুঝিনে বাত আরোগ্য হয়।

অন্য ঝিনুঝিন পাদদাহ চিকিৎসা।

শব্দবাহিনী ধমনী সমূহ কফসংযুক্ত বায়ু কর্তৃক দূষিত হইলে, ঝিনুঝিনে বা গদগদেভাহা হইতে হয়। ইহাতে কল্যাণকলেহ, ব্রাহ্মদ্রুত, ছাগলাদ্রুত, বৃহৎ বাতগজাঙ্গুণ প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। চিস্তামণি, ত্রৈলোক্যচিস্তামণি ও মহালক্ষ্মীবিলাস ঔষধ অবস্থাভেদে ব্যবহার করা সাহেতে পারে। দিহ্বাভেদে যে সমস্ত প্রক্রিয়া ও

ঔষধ লিখিত হইরাছে ইহাতেও তৎসমুদায় ব্যবহার্য। এই রোগে অকৃত্রিম কোনও ঔষধ ব্যবহার্য নহে।

অথ পক্ষু, খঞ্জ, কলার খঞ্জ ও বাতকণ্টক চিকিৎসা।

এই ব্যাধি তিন প্রকারই এক দাতীর। খঞ্জ ও পক্ষুতে দশমূল, বেড়েলা, রাসা, গুলক ও তঁঠ—ইহাদের কষারে এরওঁতল প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। “জরোদশাস্তুগুণু” সেবনে খঞ্জ ও পক্ষু আরোগ্য হয়। এই কয়েকটা রোগ নিরাসকোচ লজ্জা উৎপন্ন হয়। এক পায়ের উর্দ্ধ জন্মায় বড় শিরা সঙ্কচিত হইলে খঞ্জ, এইরূপ দুই পায়ের শিরা সঙ্কচিত হইলে পক্ষু এবং পা ফেলবার সময় যদি উহা কঁপিতে থাকে তবে তাহাকে “কলারখঞ্জ” কহে। শিরাসারক এসারণী খচিত ‘কুলপ্রসারণী’ প্রভৃতি তৈল ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই কয়েকটা রোগেই মহাকুছুটরাস তৈল, সপ্তপ্রস্থমায় তৈল, মহামায়তৈল ও নিরামিষ “মহামায় তৈল” ব্যবহার করিবে। ইহাতে “ছাগাভষ্মত ও বৃহৎ ছাগাভষ্মত” পান হিতকর। এই সকল রোগে তৈল ঔষধ বেরূপ কার্যকারী, রসবটত বা চূর্ণ ঔষধ সেরূপ কার্যকারী নহে। দশমূল, মাষকলাই, বেড়েলা, রাসা, তঁঠ, গুলক ও এরওঁ ইহাদের স্বেদ বিশেষ উপকারী। খঞ্জ ও পক্ষুতে কণ্ঠিতে ও উরুতে, কলারখঞ্জে পায়ের সমস্ত স্থানে এবং বাত কণ্টকে পায়ে ও গুলক দেশে স্বেদ দেওয়া বিধি। শিরাস্ত বায়ুতে ও আক্ষেপে যে সমস্ত ঔষধ লিখিত হইরাছে, অবস্থাবিশেষে ইহাতেও তাহা প্রয়োগ করিবে। বিশেষতঃ “সমীরগজকেশরী” এই রোগ সমুদায়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ। অস্ত্রান্ত বাহ্য অস্ত্রান্ত এহি তত্ত্বস্থলে চিকিৎসক অবিবেচনার কার্য্য করিবেন।

বাতব্যধির সাধারণ পথ্যাপথ্য। যথা—দিবসে পুরাতন চাউলের ভাত, বোহিত, দাগুর, শিকী, টেক প্রভৃতি টাটকা মৎস্তের কোল, বুট, মূগ ও মতুরের ডাল, পটোল, আলু, গুল, ডুগু, মাগকচু, কুমার, বেগুন মোচা ও কপি প্রভৃতি তরকারী ছাগ বা বক্স কুছুটের মাসে, সুমিষ্ট আম, পেপে, আতা, বেদানা, মিষ্ট দাড়িম, আঙ্গুর, কিসমিস, হুন্ট ইত্যাদি। রাত্রিতে রুটী বা লুটি পথ্য দেওয়া বাইতে পারে। অসহ্য হইলে লঘুপথ্য ব্যবহার্য।

বাতব্যধির সাধারণ অপথ্য যথা—শাক, ঘমি, গুড়, খেপারী, মটর, কলাই প্রভৃতি ডাল, অধিক মিষ্টময়, দিবা নিদ্রা, রাত্রি জাগরণ, মলমূত্রাধির বেগ ধারণ, মাদক দ্রব্য সেবন, দৈনন্দন ও শৈত্যসেবন ইত্যাদি।

অথ বাতরক্ত চিকিৎসা ।

এই ব্যাধি “সুক্রতে” বাতব্যাধি অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে, কারণ বায়ুই দূষিত রক্তকে চালিত করিয়া বাতরক্ত উৎপাদন করে। কিন্তু “চরকে” বাতব্যাধির পরে বাতরক্ত লিখিত হইয়াছে। বাহ্যচরক আনাধের নচেৎ বাতব্যাধির পরেই এই ব্যাধির বিষয় লিখা সমীচীন বলিয়া মনে হয়। কারণ, এই ব্যাধির বাতজনিত অসাধারণ অশ্রুতি প্রকার বিকারের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হয় নাই, পরন্তু নিদানভেদে, সম্প্রাপ্তিভেদ ও চিকিৎসাভেদে আছে। এই ব্যাধি বাতপ্রধান বলিয়া বাতব্যাধির অন্তর লিখিত হইতেছে।

সাধারণতঃ এই ব্যাধি হাতে বা পায়ে উৎপন্ন হয়, তৎপর ক্রমশঃ সমস্ত শরী হইয়া থাকে। রক্ত দূষিত না হইলে এই ব্যাধি উৎপন্ন হয় না, সুতরাং রক্ত পরিকার ঐষধও ইহাতে প্রযোজ্য। পূর্বে লিখিত হইয়াছে যে, রক্ত ও পিত্ত সমন্বিত ; সুতরাং এই রোগে সর্বত্রই পিত্তপ্রশমক ঔষধ আবশ্যক। চুইবক্তই এই ব্যাধির কারণ, এইজন্যই তক্ষাশ নিরাকরণার্থ সর্বাঙ্গে সমুদ্র হওয়া কর্তব্য। কারণের উচ্ছেদ ব্যাধির উপশম হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা। বিশেষতঃ চুইবায়ু আশ্রয়জনী হইয়া থাকিতে পাবে না, সুতরাং আশ্রয়ীভূতদূষিতরক্ত প্রকোপ প্রশমিত হইলে, বায়ুও প্রশমিত হইবে। চুইবক্তই এইরোগে বাতহব ঔষধের প্রয়োগ অপেক্ষা পিত্তহর ঔষধের প্রয়োগ অধিক চুই হইয়া থাকে এবং সাধারণ লোকেও ইহাকে পিত্তব্যাধি বা পিত্তজব্যাধি বলিয়া নির্দেশ করেন। যদি বায়ু আশ্রয়ান্তর গ্রহণ করা হেতু বক্তদোষ উপশম হওয়ার পথেও ব্যাধি প্রশমিত না হয়, তবে বাতরক্ত বতন্ত্র ঔষধ প্রয়োগ করিবে। পরন্তু, যদি বায়ু প্রশমিত না হইলে তৎপ্রকোপ বশতঃ ব্যাধির উপশম না হয়, তবে বাতপিত্তহর ঔষধ প্রযোজ্য। এই রোগ বাতপ্রধান বলিয়া নির্দিষ্ট হইলেও উহা রক্ত অপেক্ষা প্রধান নহে।

বাতরক্তও পিত্তাদিক বা কফাদিক হইতে পারে। দূষিতবায়ুকণ্টক চুইবক্ত চালিত হইয়া, ব্যাধি প্রভাবে হস্তে ও পদে এই পীড়া উৎপন্ন করে বলিয়া ইহাকে রক্তবাত না বলিয়া বাতরক্ত বলা হয়। এই রোগে প্রথমতঃ বিদাহিদ্রব্যাদি রক্ত চুই হয় পরে বাতপ্রকোপকক্রিয়াদ্বারা বায়ু দূষিত হইয়া সেই চুই রক্তকে, হস্তে বা পায়ে চালিত করে। এই ব্যাধিতে বায়ু—দোষ এবং রক্ত—দু্যপদার্থ। অন্ন, লবণ, ক্ষার, কাল, সূরা, দধি, মাছি প্রভৃতি বিজাহিজ্জব্য। সুতরাং এই সকল দ্রব্য এইরোগে ব্যবহার্য নহে। এতদ্বিন্ন ইহাতে বাতপ্রকোপকদ্রব্যও পরিত্যজ্য। রক্তপ্রকোপক ও বাতপ্রকোপকদ্রব্যাদি মৃগনং রক্ত ও বায়ু প্রকৃতি হইয়াও ব্যাধি উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহাতে সমুদ্র মন্ত ও মাসে অলপখ্য। উকবীর্ষ্যদ্রব্য, শুক্লাক দ্রব্য, মূলক, তিলবাটা ইত্যন্যকলাই, ব্যবকলাই, শিখ, শাক ও আমব ইহাতে অহিতকর। হস্তী, উষ্ট্র ও অর্ধ প্রভৃতি মনুষ্যবৎ যানে গমনেও এই পীড়া হইয়া থাকে। কারণ ইহাতে বায়ুদুষ্টি এবং রক্তের

মাক্রাওল্ডুলী তৈল বিশেষ উপকারী। যদি বাতরক্তের কড়ে কীট বা পূর্ব
ক অথবা ব্যাধিহীন কঙ্ক হর, তবে গোবর পাকের বাসক্সমাক্রাওল্ডুলী তৈল
মহাক্স তৈল ব্যবহার করিবে। এটা হরীতকী বাটিয়া সমপরিমাণ ইক্ষুগুড়সহ
প করতঃ তৎপর গুলকের কাথ পান করিলে বিশেষ ফলপ্রাপ্ত হয়। গুলক
চনাশক, ষাটপোষক ও রসায়ন। বাতপ্রধান বাতবস্ত্রে বাতব্যধির মহাবলী-
ল বিশেষ উপকারী।

প্রত্যঙ্গসংযোগে শুভলক্ষণের প্রিন্সিপাল। অথা—গুলক, বৃতসহ—
ইক্ষুগুড়সহ—কোষ্ঠবন্ধতা, চিনিসহ—পিত্ত, মধুসহ—কফ; রেণুটেলসহ ভক্ষণে—
বাতরক্ত ও ত্বাণের সহিত সেবনে—আমবাতি নষ্ট হয়। আমবাতে গুলক ও
ত্বাণের কাথ সেবন করিলে বিশেষ ফললাভ হইয়া থাকে। গুলকের স্বাস, কাথ, কদ
মদ বহুদিন ব্যবহৃত হইলে বাতরক্ত ও জীর্ণজ্বর নষ্ট হয়। বহুকালের
বাতরক্তে অধিক বেদনা বোধ হইলে, দশমূলপাণিত ছুই বা ঈষৎক দ্রুত
পানিহাসে পরিষেক করিবে। পিত্তপ্রধান বাতরক্তে অত্যন্ত দাহ থাকিলে পাটো-
লি কষায় পান করিবে। গুলকের চিনি ১০ আনা মাত্রার দ্রুতমধুসহ
প্রত্যহ সেবন করিলে, বাত বাতবক্তের দোষ সংশোধিত হয়। ইহা অত্যাৎকট

বাতপ্রধান বাতরক্তে ছাগহৃৎ ও বৃত্তাঙ্গা গোধূমচূর্ণ বর্জন করিয়া ঈষৎক
রতঃ প্রলেপ দিবে। রক্তোক্তরে বা পিত্তপ্রধানে উহাই শীতল অবস্থায় প্রয়োগ
দিবে। এরওবীজ ছাগহৃৎ পেষণ করিয়াও পূর্ববৎ ব্যবহার করা যায়।
পিত্তপ্রধান বাতরক্তের উপশ্রব নিবারণার্থ শতযোতদ্রুতের প্রলেপ বা ভেড়ার
শব্দর পরিষেক ফলদায়ক। কৃষ্ণভিল খোণায় ভাঙিয়া, হৃৎকে নির্কাপিত
রতঃ উক্ত হৃৎবারা উহা পেষণ করিয়া ব্যাধিস্থানে প্রলেপ দিলে সত্ত্বর কতশক্তি
বৎ হাছ নিবারিত হয়। উপরি লিখিত প্রলেপগুলি দাহবৃত্ত কতে ব্যবহৃত
হইয়া থাকে।

আমলকী, হরিদ্রা ও নুতায় কথার পান করিলে অথবা ফুলেখাড়ার নুল ও গুলফের কথার নিপুল চূর্ণ ১০ আনা প্রলেপ দিয়া পান করিলে ও সপ্তাহে কফাধিক বাতরক্ত উপশমিত হয়। কেহ ২ বলেন, অত্যন্ত আহার ত্যাগ করিয়া কেবল রাত ও শুদ্ধ পেট উরিয়া আহার করিলে, বাতরক্ত আরোপ্য হয়; ইহা শাস্ত্রের উক্তি হইলেও অতীব কষ্টের বিষয় আজকাল অব্যবহার্য হইরাছে। এই যোগ বন্ধুরোগে দৃষ্টকল। দিনেবিজ বাতরক্তে যে দোষের আধিক্য থাকিবে তাহারই চিকিৎসা করিবে। সমভাবে কুপিত হইলে মিশ্রচিকিৎসা বিধেয়। সর্বজনবাতরক্তে (আত্মাভেদে) বাতোত্তরে—শুষ্কর সহিষ্ণু হরীচকী, পিত্তোত্তরে—গুলফের কথার ও ককোত্তরে—নিম্বলী বর্জমানযোগ অভ্যাস করিবে। কোষ্ঠবন্ধ থাকিলে, অব-



প্রকোপ ও সঞ্চালন সম্বন্ধেই সম্পাদিত হয়। এখানে বায়ু ও রক্ত বৃগণ কুণিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই ব্যাধিতে ঐ প্রকার বানাহরণ করা কদাচ কৰ্ত্তব্য নহে। রক্তগতভাবে দুইবার অষ্ট রক্তকে আশ্রয় করিয়া তীব্র বেদনা ও সঞ্চাপ প্রভৃতি জন্মায়; কিন্তু এই ব্যাধিতে বায়ু ও রক্ত উভয়েই দূষিত হয়। এই রোগ উত্তান ও গস্তীর ভেদে ২ প্রকার। এক মাংসাপ্রিত হইলে উত্তান এবং মেদ প্রভৃতি থাকিলে আশ্রয় করিলে গস্তীর বলে। উত্তান সুগম্য। কিন্তু গস্তীর কষ্টসাধ্য। উত্তানের নামান্তর বাহ্যবাতরক্ত। এই রোগ ১ বৎসরের অধিক হইলে এবং অত্যন্ত গলিত বা ক্ষুণ্ণ হইলে অসাধ্য হয়। ব্যাধির প্রকোপ কম হইলে ১ বৎসরের অধিক দিনেব বাতরক্তও আরোগ্য হইতে পারে। এই রোগকে অনেক কুষ্ঠবিশেষ বলিয়া নির্দেশ করেন, কিন্তু তাহা ঠিক না হইলেও কুষ্ঠের অনেক সাধারণ্য ইহাতে দৃষ্ট হয়। আমাদের মতে এই ব্যাধি কেবল সম্প্রাপ্তি ও চিকিৎসাভেদে কথকিং ভিন্নমাত্র—নহা এতই প্রাচীন। যেহেতু ইহা সহিত কুষ্ঠের নিদান ও চিকিৎসার বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। কুষ্ঠ (পিণ্ডবক্রাধিক) ঔষধ ইহাতে ব্যবহৃত হইয়া বলপ্রব হইয়া থাকে। এইরোগের ঔষধও কুষ্ঠের অবস্থাতেই বিলক্ষণ কার্যকারী হয়। কুষ্ঠে যে সবস্ত্র দ্রব্য অপথ্য ইহাতেও তাহাই অপথ্য। বাতরক্তের অপথ্য দ্রব্যও কুষ্ঠে অপথ্য। কুষ্ঠ রক্ত দূষিত হয়, ইহাতেও রক্ত দূষিত হইয়া থাকে। বাতরক্তের ব্যাবিধর্ম ও বভাবক্রিয়া পৃথক থাকায় এবং ব্যাধিবিপরীত ঔষধ নির্দিষ্ট থাকায় কুষ্ঠ হইতে বাতরক্ত ভিন্ন হইয়াছে। এই রোগ ঔষধঃ স্থল, স্থা ও প্রোটের অগ্নিয়া থাকে।

অথ উত্তান বা বাহ্যবাতরক্তের চিকিৎসা।

প্রলেপ, অভ্যঙ্গ, অবসেক ও উপনাহ দ্বারা বাহ্যবাতরক্তের চিকিৎসা করিবে। আত্মপান ও রেহপান প্রভৃতি দ্বারা গস্তীর বাতরক্তের চিকিৎসা করিবে। বাতরক্তের রক্ত শিরাধারা স্থানান্তরপ্রসরণশীল হইলে উভয়বিধ বাতরক্তেই শূদ্র, অলাগু, স্ত্রী বা স্ত্রীকধারা অথবা প্রজ্জন (অ'চুড়ান) ক্রিয়াধারা রক্তমোক্ষণ করিবে। রোগী ক্লম, রক্ত বা বাতপ্রধান হইলে, রক্তমোক্ষণ বিধেয় নহে। শুলকের কাখে শুগ্গুণ্ড প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতরক্ত সম্বর আরোগ্য হয়। শোধনের নিমিত্ত 'তোলা' এবং 'নমন'—হইতে ৪০ তোলা পর্যন্ত শুগ্গুণ্ড ব্যবহৃত হয়। কেবল শুলকের কাখে পান করিলেও বাতরক্ত আরোগ্য হয়। বাতরক্ত শুলক সর্বপ্রোক্ত। যে রোগীর অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য এবং ব্যাধি সর্বদা ক্রমশঃ হ্রাসিত হইয়াছে তাহাকে হ্রাসিত হইয়াছে কথায় পান করাইবে। এই অবস্থার হ্রাসকে

ধরিয়া তদনুসারে কর্ত্ত পরিমাণ দ্রব্য গ্রহণীয়। এই যোগ স্বক্ৰৌড়; স্তন্যং স্তন্যের পরিমাণ গৃহীত হইল। ইহা বিরেচক। ইহাযারা বাতরক্ত, কুষ্ঠ, শোথ, কাপালিককুষ্ঠ ও কণ্ডু প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

কৈশোর গুগ্গলু।

ব্রহ্মপোষ্টলিবদ্ধ মহিষাক গুগ্গলু ১/২ সের, ত্রিকলা প্রত্যেক ১/২ সের, গুলক ১/৪ সের, জল ৬৪ সের। লৌহপাশে পাক করিয়া ৪৮ সের জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে এবং গুগ্গলু ভিন্ন কাষ্যদ্রব্যগুলি পরিত্যাগ করিবে। পরে এই উক কথে গুগ্গলু গুলিয়া পুনঃ পাক করতঃ ঘনীভূত হইলে নামাইবে এবং অত্যন্ত শীতল হইলে ত্রিকলা মিলিত ৪ তোলা, ত্রিকটুর্ণ মিলিত ১২ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা, তেউড়ীমূলচূর্ণ ২ তোলা, দন্তীমূলচূর্ণ ২ তোলা, গুলকের চিনি (অভাবে গুলকের চূর্ণ) ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে মিশাইবে। ইক্ষু, বা সূগন্ধি জলদহ ৪০ তোলা মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিবে। ইহাতে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, শোথ, উদর ও প্রামহপিড়কা আরোগ্য হয়।

পুনর্নবা গুগ্গলু।

গুলক ১/৪ সের, ব্রহ্মপোষ্টলিবদ্ধ মহিষাক গুগ্গলু ১/২ সের, ত্রিকলা প্রত্যেক ১/২ সের ও শ্বেত পুনর্নবা ১/২ সের। এই সমস্ত দ্রব্য কুটিত করিয়া ৬৪ সের জলে পাক করতঃ ১৬ সের থাকিতে নামাইবে এবং ছাকিয়া পুনঃ পাক করিবে। ঘন হইলে, দন্তী, চিত্তেমূল, পিপুল, তণ্ডুল, ত্রিকলা, গুলক, দারুচিনি ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ৪ তোলা ও তেউড়ীমূল ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করতঃ নামাইবে। ইহার মাত্রা ও অহুপান পূর্ববৎ। এই ঔষধের গুগ্গলু পূর্ববৎ কাথে গুলিয়া দিবে। ইহা পূর্ববৎ গুলকারক ও আমবাতনাশক।

বাত রক্তাশ্তক লৌহ।

জাতিফল ২ তোলা, লবঙ্গ ২ তোলা, হরিতাল ১ তোলা, লৌহ ১ তোলা ও ভাস্ক ১ তোলা। বটি ২ রতি। গুলক রস ও মধুসহ সেব্য।

নিম্বাদি চূর্ণ।

নিম্বফল, গুলক, হরীতকী ও আমলকী প্রত্যেক ১ পল, সোমরাজী ১ পল, তণ্ডুল, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেবীজ, পিপুল, যমানী, বচ, জীরা, কটুকী, খদিরকাঠ, মৈদক, যবক্ষার, ঝিঙ্গা, দারুহরিদ্রা, মুতা, দেবদারু ও কুড় প্রত্যেক ২ তোলা। ৮ মাত্রা ১০ আনা ইহাতে ১০ আনা। শুষ্কক্ষেপ কাষ্যদহ সেব্য। এই ঔষধ ২ মাস পরন্তর্বে মিশ্র বাতরক্ত, শিথ, কোষ্ঠ, শোথ, গাথা ল্যাম্বাভেদনশেষ, কণ্ডু, চিকিৎসা পুনর্নবা গুগ্গলু।

কার্বিক কথার প্রযোজ্য। ইহা দৃষ্টকল ও সর্গপ্রকার বাতরক্তনাশক। কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিলে সর্গবিধ বাতরক্তেই অমৃতাদিকথার ব্যবহৃত হয়। ইহা প্রসিদ্ধ রক্ত পুরিকারক ঔষধ। কেহ ২ অবস্থান্নে এই কথারের সহিত দোণামুখী, কটুকী, অনন্তমূল, তোপচিনি, রৈটচিনি ও বটমধু যোগ করিয়া থাকেন। আমাদের মতে ঐ সকলের সঙ্গে অধিকতর জোলেফা, সালিম মিশ্রি ও লতাপাগসা যোগ করিলে আরও ফলপ্রসূ হয়। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে দোণামুখী, কটুকী ও জোলেফা ভেঁক ; সুতরাং উহা আবশ্যক মত বিশেষ বিবেচনা করিয়া ব্যবহার করিবে। চিকিৎসক আবশ্যক বোধ করিলে, অতিরিক্ত দ্রব্যগুলি ব্যবহার করিলেও বটে, কিন্তু ঔষধের সর্বসমষ্টি ১৬ পদের অধিক হওয়া কর্তব্য নহে। কৈশোর ও গুণ্ডলু বাতরক্তের ব্যাধি-বিপরীত ঔষধ এবং ইহা সর্গবিধ বাতরক্তেই সাধরে ব্যবহৃত হয়। শোথবৃত্ত বাতরক্তে পুনর্গণনা গুণ্ডলু বিশেষ হিতকর। নিম্নাদি চূর্ণ পিত্তগৈদিক বাতরক্তে প্রয়োগ করিবে। গুড়ুচ্যাতি লৌহ বাতরক্তের ব্যাধিবিপরীত ঔষধ। এই ঔষধ সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অমৃতান্নুর লৌহ, বাত-রক্তান্তক রস, হরিতাল ভস্ম, মহাতালকেশ্বর রস ও বাতরক্তান্তক লৌহ ইহাতে ব্যবহার করিবে। গুড়ুচ্যাতি ও গুড়ুচ্যাতি তৈল এই রোগের মধৌষধ। গম্বীর বাতরক্তে উক্ত তৈল ও বৃত্ত ব্যবহার করা অবশ্য কর্তব্য। শতাবরীষ্মত বাতরক্তে বিশেষ ফলপ্রসূ। বাতরক্ত বাতরক্তে দশপাকবনা তৈল পক্ষম হিতকর। বাতরক্ত বাতরক্তে পিণ্ড তৈল, মহাপিণ্ড তৈল বিশেষ কার্যকারী। বৃহৎ গুড়ুচ্যাতি তৈল, বৃহৎ গুড়ুচ্যাতি তৈল, শ্লুককপক্ষ্মক তৈল, নাগবনা তৈল ও বাসাকদ্র গুড়ুচ্যাতি তৈল এই রোগের অবস্থা-বিশেষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বাসাগুড়ুচ্যাতি ককাস্য। অথা—বাসক, গুণ্ডক ও শোণালুকলমজা ইহাদের কাথে ১০—১৫ তোলা পরিমাণ এবং তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহা ভেদক।

পটোলাদি ককাস্য। অথা—পটোলপত্র, কটুকী, শতমূলী, ত্রিফলা ও গুলঞ্চ।

নবকীষক ককাস্য। অথা—ত্রিফলা, নিমছাল, মজ্জিষ্ঠা, বচ, কটুকী, গুলঞ্চ, দক্ষহরিদ্রা প্রত্যেক পত্র ৫/২ রতি, মোট দ্রব্য ৭৫ তোলা, জল আট গণ অর্থাৎ ৬০ তোলা, শেষ ১৫ তোলা, ছাঁকিয়া, পরিমিতরূপ (১/৮ আধ পোতা) পান করিয়া অবশিষ্ট ত্যাগ করিবে। কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। ইহার প্রত্যেক দ্রব্য ১ কর্ষ হিসাবে ১১ দ্রব্য ১ কর্ষ গ্রহণ করিয়া কথার প্রস্তুত করিতে হয় বলিয়া ইহার নাম নবকীষক ককাস্য। চিকিৎসে

বাতরক্তান্তক রস।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অত্র, হরিতাল, মনঃশিলা, শিলাজতু, গুগ্গলু, বিড়ঙ্গ, জিফলা, জিকটু, সমুদ্রফেন, পুনর্নবা, দেবদারু, চিত্তে, দারুহরিদ্রা, শেত অপরাজিতামূল প্রত্যেক সমভাগ। জিফলার কাথে ও ভূপরাজরসে যথাক্রমে পৃথক ৩ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অমুপান—নিমপাতার চূর্ণ ২ রতি ও বিত্তক গব্যাস্ত ৥০ তোলা।

অপন্ন বাতরক্তান্তক রস।

ইহাতে পূর্ববৎ পারদ হইতে গুগ্গলু পর্যন্ত দ্রব্য লইয়া তৎপর শেত অপরাজিতা মূল, দারুহরিদ্রা, সোমরাজী, চিত্তে, পুনর্নবা, দেবদারু, জিফলা, জিকটু ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক সমভাগ। ভাবনাদি পূর্ববৎ। নিম্নে কাথসহও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। এই ঔষধ ঔষধের মধ্যে যথাক্রমে সমুদ্রফেন ও সোমরাজী প্রভেদ।

গুড়ুচ্যাতি লৌহ (ব্যাধি নিপাকীত)

জিকটু, জিফলা, জিমদ, (মুতা, চিত্তেমূল, বিড়ঙ্গ) ও গন্ধক চিনি প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহহর ১০ তোলা। ৩.৪ রতি বটী করিবে। ইহা বাতরক্ত ও নানাবিধ শিথল-ব্যাধিনাশক।

অম্রতাক্ষুর লৌহ।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, রক্তচন্দন, অত্র, লৌহ, গুগ্গলু প্রত্যেক ৮ তোলা। জিফলা প্রত্যেক ৪ তোলা, মুতা ১/১ সেব, আমলকী ১০০ টী, জিফলার কাথ ১/৪ সের লইয়া যথাবিধি পাক করিবে। মাত্রা ১০ সিকি তোলা হইতে ৥০ তোলা।

হরিতাল ভস্ম।

হরিতাল ৮ পল, বিব ২ পল। এই ছইদ্রব্য, শেত আঁকড়ার রসে খল করিয়া গোলক করিবে। পরে একটি স্থালীতে ১৮ তোলা পলাশক্ষার রাখিয়া তাহার উপর গোলক স্থাপন করিবে এবং ঐ গোলক ২৪ তোলা আপাংএর ফার দ্বারা আবৃত করিয়া স্থালীর মুখ শরা দ্বারা আচ্ছাদিত করতঃ অহোবাহি আগ দিবে এবং শীতল হইলে নামাইয়া বিত্তক কর্পূর্ববৎ গুত্র হরিতাল ভস্ম গ্রহণ করিবে। ইহা বাতরক্ত, কুষ্ঠ ও অত্র নাশক। মাত্রা ১ রতি। অমুপান—নিম বা গুলকের কাথ। এই ঔষধ গলিত কুষ্ঠেও বিশেষ ফলপ্রদ।

অম্রতালিকেশ্বর রস।

পূর্বোক্ত প্রণালী দ্বারা ভস্মীকৃত হরিতাল ৥০ তোলা, শোধিত আম্রাসা গন্ধক ৥০ তোলা ও উৎকৃষ্ট তাম্রভস্ম ১ তোলা উত্তমরূপে বর্দন করিয়া, নু্যাবদ্ধ করতঃ অহোরাত্র পাক করিবে এবং শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া পূর্ববৎ ব্যবহার করিবে। ইহা কুষ্ঠ, বাতরক্ত, শিথ, বিশেষতঃ অষ্টবিধ শূলনাশক।

হরিতাল ভস্ম। (প্রকারান্তরে)

বংশপত্রী হরিতাল—চাকুসেপাতা ও শরপুষ্কপাতার সঙ্গে পুনঃ ২ বর্দিন করিয়া (উত্তরের রস একবারে একত্রে দিতে হইবে) ও পুনঃ ২ শুষ্ক করিয়া (এইরূপ অন্ততঃ ৭ বার করিতে হইবে) মৃদা মধ্যে স্থাপন করতঃ যুব বস্ত্র করিয়া উপরে ও নীচে পলাশফার দিয়া হাঁড়ির মধ্যে রাপিবে। তদনন্তর অহোরাত্র তীব্রজ্বাল দিবে। লবণ বস্ত্রের দ্বারা পলাশফার দ্বারা হাঁড়ি পূর্ণ করিতে হইবে। এই ভস্ম কপূরবৎ শুষ্ক হইবে এবং অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে ধূম উঠিবে না। এইরূপ হইলে পাক সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ইহার অনুপানাদি ও গুণ পূর্ববৎ। মূল, ময়ূর ও ছোলায় ডাইল ইহার বিশেষ পথ্য। হরিতাল বিষ। স্তত্রাঃ ইহার ধূম নাসিকা বন্ধ দ্বারা শরীরাত্মকরে প্রবেশ করিলে হৃদ্রোগ, পক্ষাবাত, বাস এমন কি মৃত্যুও হইতে পারে। একত্র প্রশস্ত প্রোক্তরে বা নদীতীরে অতি সতর্কতার সহিত হরিতাল ভস্ম কার্যে প্রবৃত্ত হইবে।

শুড়ুচী দ্রুত।

দ্রুত ১/৪ সের, শুলকের কাথ ১৬ সের, দ্রুত ১/৪ সের। কদার্ব—শুলক ১ সের। ইহা বাতরক্ত ও কুষ্ঠনাশক।

শতাবরী দ্রুত।

দ্রুত ১/৪ সের, শতমূলীর রস ১৬ সের, দ্রুত ১/৪ সের, কদার্ব—শতমূলী ১/১ সের।

শুড়ুচী তৈল।

তৈল ১/৪ সের, শুলকের কাথ ১৬ সের, দ্রুত ১/৪ সের। কদার্ব—শুলক ১/১ সের। ইহা বাতরক্ত ও পিত্তজদাহাদি নাশক।

স্বহং শুড়ুচী তৈল।

তিলতৈল ১/৪ সের, কদার্ব—শুলক ১২৪ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দ্রুত ১৬ সের। কদার্ব—অশ্বগন্ধা, ভূমিকুসুম, কাকোলা, ক্ষীরকাকোলা, পীতচন্দন, (অভাবে রক্তচন্দন) শতমূলী, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, বিড়ঙ্গ, জিকলা, রান্না, বলাগুন্দ, অনন্তমূল, জীবন্তী, গের্ণেলা, জিকটু, হাকুচবীজ, ধানকুনি, রাখালশাসার মূল, গের্ণেলা, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, হরিত্রা, শুল্কা ও ছাতিমছাল প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা দ্বারা বাতরক্ত, কুষ্ঠ, কামলা, পাণ্ডু, বিসর্প, কণ্ডু, দাহ ও বিস্ফোট প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

স্বহং শুড়ুচাদি তৈল।

তিল তৈল ১৬ সের, কদার্ব—শুলক ১২৪ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দ্রুত ৬৪ সের। কদার্ব—যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, জীবনীর মশক, কুড়, এলাচি, অণ্ডুর, ত্রাফা, অটো-মাংনী, ব্যাজনবী, (অভাবে কেলেকোড়া মূল) নলী, রেণুক, সুতিবী, জিকটু, শুল্কা

ভূকরাক, অনন্তমূল, দাকচিনি, তেজপাত, বচ, গোশালগতা, (অথবা জয়ন্তী) আম-
লকী শালপাণি, তগরপাতকা, নাগকেশর, বালা, পদ্মকাঠ, উৎপল ও রক্তচন্দন প্রত্যেক
২ তোলা। এই তৈল বাতপ্রধান বাতরক্তে বিশেষ ফলপ্রসূ।

দম্পপাক বলা তৈল। (প্রকৃতি সম সমবেত বাতরক্তে)

তৈল ৮ সের, খেতবেড়েনামুলের কাথ ১৬ সের, ছক ১৬ সের, খেত বেড়েনামুলের কক ৮
সের, যথাবিধি পাক করিবে। এইরূপ কক ও কাথাদি দ্বারা এই তৈল আরও ২ বার পাক
করিতে হয়। ইহা বাতপিত্ত নাশক।

প্রকৃতি সমসমবেত সমস্ত ব্যাধিতেই বহু পাক অল্পকাল পানিলেও তৈল বা স্নাত
দম্পপাক বলা তৈলেই আর বহুবার পাক করিলে অতিশয় শুণাধিক্য হয়।
বাতব্যাধির অহানীমাদি তৈলে ও এইরূপ ১০২০৫০ বা ১০০ বার পাক করা
যাইতে পারে। বিকৃতিবিষমদ্বাষাধক ব্যাধিতে এইরূপ বহুবার পাক করা নিষিদ্ধ।

শুলকের কাথ ও ছক দ্বারা, শুলকের কাথ কক দ্বারা, লাঙ্গার কাথ দ্বারা যষ্টিমুখ ও
গাভারীর কাথ দ্বারা তৈল পাক করিয়া বাতরক্তে ব্যবহার করা যায়। এই সকল তৈলে ছক
মিশ্রিত করিলে শুণোৎকর্ষ হইয়া থাকে। কেবল যষ্টিমুখ কাথ বক দ্বারাও তৈল পাক
করিয়া ব্যবহার করা যায়। এই সকল তৈল প্রকৃতিসমসমবেত ব্যাধিতেই প্রশস্ত।
ইদানীং ইহাদের প্রয়োগ অতি বিরল।

শুলকপাক তৈল

তৈল ৮ সের, খেতপদ্ম, বেণামূল, যষ্টিমুখ ও হরিদ্রা ইহাদের কাথ ১৬ সের, কক—
খেতপদ্ম, মজিষ্ঠা, দীরকাকোণী, কাকোণী ও রক্তচন্দন মিলিত ৮ সের। শুলকপাক
শব্দে খেতপদ্ম বুঝায়।

নাগবলা তৈল

তৈল ১৬ সের, কাথার্থ—গোরক্ষচাকুলে ১২৫ সের, অল ৬৫ সের, শেষ ১৬ সের।
ছাগছক ১৬ সের, ককার্থ—যষ্টিমুখ ৫ পল ও তগরপাতকা ৫ পল। এই তৈল বাতনাশক।

পিণ্ডতৈল।

তৈল ৮ সের, ঘোম, মজিষ্ঠাচূর্ণ, খেতধুনা ও অনন্তমূলচূর্ণ মিলিত ৮ পোয়া অহোরাত্র
তৈলে অভিবিক্ত করিয়া রাগিয়া বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া লইবে। ইদানীং এই তৈল পাক করিয়া
ব্যবহার করা হয়। পাকার্থ তৈল ৮ সের : বা এই সকল দ্রব্যের কক ৮ সের, অল ১৬ সের।

পিণ্ডতৈল (দ্বিতীয় প্রকার)

তৈল ৮ সের, ককার্থ—অনন্তমূল, খেতধুনা, মজিষ্ঠা, যষ্টিমুখ ও ঘোম মিলিত ৮ সের,
ছক ১৬ সের। কেহ ২ এই তৈলকে অহাশিঙ তৈল বলেন।

ପିଣ୍ଡତୈଳ । (ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର)

ଏରଣ୍ଡତୈଳ ୮୫ ସେର, ହୁଣ୍ଡ ୧୬ ସେର । କର୍ଦ୍ଧାର୍ଥ—ଜନକମୂଳ, ଯୋଗ, ଶ୍ଵେତଧୁନା ଓ ସଞ୍ଜିବିନୀ ମିଳିତ ୮୧ ସେର ।

ମହାପିଣ୍ଡତୈଳ ।

ତୈଳ ୮୫ ସେର, ହୁଣ୍ଡ ୧୬ ସେର । କର୍ଦ୍ଧାର୍ଥ—ଶୁଳକ ୧୨୫ ସେର, ଜଳ ୬୫ ସେର, ଶେଷ ୧୬ ସେର । ଗନ୍ଧସାମାନ୍ୟ ୧୨୫ ସେର, ଜଳ ୬୫ ସେର, ଶେଷ ୧୬ ସେର । ସୋମରାଜି ୧୨୫ ସେର, ଜଳ ୬୫ ସେର ଶେଷ ୧୬ ସେର । କର୍ଦ୍ଧାର୍ଥ—ପିଣ୍ଡ (ନିଳାରସ), ଶ୍ଵେତଧୁନା, ନିମିଷ୍ଠା, ତ୍ରିଫଳା, ନିଞ୍ଜି, ବୃହତୀ, ବଜ୍ରୀମୂଳ, କାକିଳା, ପୁନର୍ବୀ, ଚିତେନ୍ଦ୍ରମୂଳ, ପିପ୍ପଳମୂଳ, କୁଞ୍ଜ, ହରିଦ୍ରା, ନାକହରିଦ୍ରା, ରକ୍ତଚନ୍ଦନ, ଶ୍ଵେତଚନ୍ଦନ, ଖାଟାନୀ, ନାଟୀକରଜ, ଶ୍ଵେତସର୍ବପ, ସୋମରାଜୀ, ଚାକ୍ଷୁଷବୀଜ, ବାସକ, ନିମ, ପଟୋଳପତ୍ର, ଆଳକୂଳୀବୀଜ, ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧା ଓ ମରଳକାଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ୧ ଡୋଳ ।

ଇହାତେ ବାତରଜ, ନାନାବିଧ କୁଠ, ଗ୍ରାସିବାତ, ଆମ୍ବବାତ, ଅଜ୍ଞବେଦନା, ଭଗନ୍ଦର, ଅର୍ଶଃ ଓ ଜ୍ଵର ନୈହୟ । ଚିକିତ୍ସାକମ୍ପଣ କଞ୍ଚୁ, ବା କଞ୍ଚୁଶ୍ରୀମାନ ଅଥବା କ୍ଳେଦାସିତ କତବହୁଳ ବାତରକ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ଇହା ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିଦ୍ଧକାମ ତହିଁରା ଧାକେନ ।

ବାସାରୁଦ୍ର ଗୁଡୁଚୀ ତୈଳ ।

କଟୁତୈଳ ୮୫ ସେର, କର୍ଦ୍ଧାର୍ଥ—ପୁନର୍ବୀ, ହରିଦ୍ରା, ନିମହାଳ, ବାର୍ତ୍ତାକ, ବୃହତୀ, ନାକଚିନି, କଟୁକାନ୍ତୀ, ନାଟୀକରଜ, ନିମିଷ୍ଠା, ବାସକମୂଳ, ଆମ୍ବ, ପଟୋଳପତ୍ର, ସୁନ୍ଦର, ନାଡ଼ିମଞ୍ଜୁଳେର ଛାଳ, ବଜ୍ରୀମୂଳ, ବଜ୍ରୀ ଓ ତ୍ରିଫଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ୫ ଡୋଳ । ବିଷ ୧୬ ଡୋଳା ତ୍ରିକଟୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୩ ପଳ ।

ଶୁଳକ ୮୫ ସେର, ଜଳ ୬୫ ସେର, ଶେଷ ୧୬ ସେର, ବାସକର ଅରସ ୮୫ ସେର (ଅତାଏ ବାସକ ଛାଲର କାମ ୮୫ ସେର), କର୍ଦ୍ଧାର୍ଥ—ଜଳ ୮୫ ସେର । ଆମରା ଏହି ତୈଳ ନାନାବିଧ ବାତରକ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଧାକି । ଗଳିତ ଓ କଞ୍ଚୁତିତ ବାତରକ୍ତେ ଇହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଇହାତେ ଶ୍ଵେତ ବୈବର୍ଣ୍ଣ୍ୟ ଓ ବାଳିଆ ନୈହୟ ।

ସହାରୁଦ୍ର ତୈଳ ।

କଟୁତୈଳ ୮୫ ସେର, ନିମକମ୍ପଣେର ପତ୍ରର ରସ ୮୧ ସେର, ସୁତୁରାପତ୍ରର ରସ ୮୧ ସେର, ଆକନ୍ଦପତ୍ରର ରସ ୮୧ ସେର ତାହା ପାତ୍ରର ରସ ୮୧ ସେର, ମୃଗମର୍ଦ୍ଦିନେର ରସ ୮୧ ସେର, ଆଦାର ରସ ୮୧ ସେର ବାସିରେର ରସ ୮୧ ସେର ଜରପାଳ ପତ୍ରର ରସ ୮୧ ସେର । କର୍ଦ୍ଧାର୍ଥ—ହରିଦ୍ରା, ନାକହରିଦ୍ରା, କଟୁକଳ, ଶ୍ଵେତଚନ୍ଦନ, ବଜ୍ରୀ, ମରିଚ, ପିପ୍ପଳ, ପିପ୍ପଳମୂଳ, ଚିତ, ବିଞ୍ଜୁଳ, ରାସା, ଦେବଦାସ, ବେଢ଼େଲା, ନିମହାଳ, ସୁତା, ଶ୍ଵେତଚନ୍ଦନ, ମୃଗ, ସୁନ୍ଦରମୂଳ, କୁଞ୍ଜ, ଧନେ, ଅମାମାର୍ଗ ଓ ସଞ୍ଜିବିନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୫ ଡୋଳ । ଇହାତେ ବେଦନା-ପ୍ରବଳ ବାତରକ୍ତ ଓ କୁଠ ଆରୋଗ୍ୟ ହୁଏ ।

ବାତରକ୍ତାନ୍ତକ ଲୋହ ।

ଶୁଳକେର କାଷ ୮୫ ସେର ଓ ତ୍ରିଫଳାର କାଷ ୮୫ ସେର । ଏହି ଛୁଇଁ କାଷେର ସହିତ ଧୈବ୍ୟାକ ଶୁଣ୍ଠମୂଳ ୮୧ ସେର ଓ ଭଜାତକ (ଅତାଏ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ) ୧୬ ଡୋଳା,

মিনাইয়া পাক করিবে এবং ঘনীভূত হইলে, হিঙ্গুলোথ পারদ ও তোলা, পদ্মক ৮ তোলা (উত্তরে কঙ্কণী করিয়া) অত্র ৮ তোলা, লৌহ ১৬ তোলা, তেউড়ী, রাখালনসৌর মূল, ত্রিকটু, গুলক, দস্তী, ত্রিকণা, বিড়ঙ্গ, নাগকেশর, বর্ণভঙ্গ পতোক ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া সুন্দররূপে মিশ্রিত করিয়া নামাইবে। মাত্রা—১০ সিকি তোলা হইতে ৪ তোলা পর্য্যন্ত। অমুপান—গুলকের কাথ। ইহাতে ক্ষুষ্টিত এবং গলিত বাতরক্তও আরোগ্য হয়। ইহার দ্বার উরুতন্ত ঔষধ অতি বিরল।

শ্রব্য—পুণ্ড্রন হৈমন্তিক বাতের অন্ন, চর্ক, সূত, ভূম্বর, পটোল, মাণকচূ, হেলেকা, নিমপত্র ও উচ্ছে প্রকৃতি তিক্তরসযুক্ত তরকারী, মুগ, ময়ূর, বা বুটের ডাল, জাফন, মিশ্রি ও মোহনভোগ ইত্যাদি।

অশ্রব্য—দিবানিদ্ৰা, উত্তাপসেবন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, ব্যায়াম, জীপসক, কুলংকলায়, মাধকলায়, বহুবটী, ক্ষারদ্রব্য, লবঙ্গ বা আম্রমাংস, মংস্ত, সংযোগ বিকৃত দ্রব্য, দধি, ইক্ষু, মূলক, মস্ত, তিলগাটা, অন্ন, কঁাজি, কটুদ্রব্য, উষ্ণবীৰ্য্য দ্রব্য, গুরুপাকদ্রব্য, পৌরাজ, রসোন ও ছাতু ইত্যাদি।

অথ উরুতন্ত চিকিৎসা।

এইরোগ বাতব্যাধি বিশেষ এবং কফাবৃত বাতের সহিত ইহার বিশেষ সাধারণ্য আছে বিধায়, বাতব্যাধির পর, এইব্যাধি লিখিত হইয়া থাকে। ইহা 'শুল্কতে' বাতব্যাধি অধিকারে লিখিত হইয়াছে। এই রোগ মেদঃকফাবৃতবাতজ অন্তরাং কফাবৃত বাতের দ্বার ইহার চিকিৎসা করিতে হইবে। উরুপ্রদেশ কফ ও মেদ দ্বারা ভক্ষিত হয় বলিয়া ইহার নাম উরুতন্ত রাখা হইয়াছে। প্রথমে আবরককক ও মেদঃ নষ্ট করিয়া পশ্চাৎ বাতের চিকিৎসা করিবে। মেদঃ কফদ্বন্দ্বীভূত, অন্তরাং কফকরকর ঔষধ মেদোনাশক। যে সমস্ত বস্ত কফহর, অথচ বাতবর্জক তাহা ইহাতে প্রযোজ্য নহে। এই রোগে মেহপান, অভ্যঙ্গ, ব্যস্তি ও বিরেচন নিষিদ্ধ। প্রথম অবস্থায় কফকরী বিশেষ হিতকর। শিলাভক্ত ও গুগ্‌গুলু মেদঃকফনাশক। অন্তরাং উহা দশমূলের কাথ বা গোমুত্র সহ অবস্থা বিশেষে পান করা হইবে। শিলাভক্তের মাত্রা ১০ ও গুগ্‌গুলুর মাত্রা—১০ সিকি। পুরোক্ত অমুপান চূর্ণ ইহরক্ত ওলসক পান করিবে অথবা পাণ্ডুরান্নিষ্ঠে সেবন করিলেও ফল লাভ হয়, গভীর (শমঠনাক) এবং অরিত (নিমপাতা চূর্ণ) মধুদ্বারা লেহন করিলে উপকার হয়, চই, হরীতকী, রক্তচিতে মূল ও দেবদাক চূর্ণ মধুদ্বারা লেহন করিলে উরুতন্ত উপশমিত হয়। নাট্যকরজপাতা, শোণালুপাতা ও সর্বপ পোমুজ দ্বারা সেবন করিয়া ব্যাধিহানে প্রলেপ দিবে।

বায়ুিক সৃষ্টিকা (উই মার্চ) ও সর্বগর্ভ মধুসহ উৎপাদন করিলে বা প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহা মেহকফনাশক এবং শোষক। কফকরের নিমিত্ত সাধ্যমত ব্যায়াম ও নদীর স্রোত প্রতিকূলে সঞ্চার দেওয়া বিধি। ইহাতে অহানলক্ষ্যোন্মিলন, সন্ধাঙ্ক-মুন্দর, বাস্তিশোম্বল রস ও ইহক বাতপক্ষাকুল প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিলে। বাতকরের পুনর্লব্ধা শুগাণ্ডলু ও অত্রতা শুগাণ্ডলু অবস্থাবিশেষে ব্যবহৃত হইতে পারে। পরিণেমে বাতপ্রদমনের নিমিত্ত বাতব্যাদির সৈন্ধ-বাদি তৈল ও অষ্টকটুল তৈল ব্যবহার করিবে। গুঞ্জাভদ্র রস এইরোগে অধিকারোক্ত ঔষধ। ইহা বিরোচক এবং মধা অবস্থায় প্রযুক্ত হইতে পারে। কিন্তু ইদানীং ইহার ব্যবহার অতি বিরল। অত্যন্ত কঠিন নিবন্ধন বায়ু প্রকৃষিত হইলে কুষ্ঠাদ্য তৈলে গুঞ্জলহ পান করিবে।

অষ্টকটুল তৈল।

সর্বপ তৈল ৮ সের, কট, র. (স-সারদাধিকাত ঘোল) ৩২ সের, দাধ ৮ সের, পিপুলমূল ১ পল ও শুঠ ১ পল।

কুষ্ঠাদ্য তৈল।

সর্বপ তৈল ৮ সের, কঙ্কার্থ—কুড়, নবনীতখোচা, বালা, সরলকাঠ, দেবদারু, নাপকেশর, ঘনানী ও অম্বগকা মিলিত ১১ সের। ১০ তোলা মাজার ৮০ আনা মধু ও ৮০ পোরা চুই সহ পান করিবে।

গুঞ্জাভদ্র রস।

পারদ ১১০ তোলা, গন্ধক ৬ তোলা, বেতহুঁচের বীজ ৩ তোলা, জয়পাল বীজ ১০ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য ভরতী, জাম্বীর, ধুতুর ও কাকমাচীসে এক এক দিন করিয়া ভাবনা দিয়া চুতে মর্দিন করতঃ ৪ হতি বটী করিবে। অমুপান—হিং ও সৈন্ধব। এইরোগে বাবতীর প্রেরণ দ্রব্য অপর্যাপ্ত এবং স্নেহনাশক দ্রব্য পথ্য।

অথ আমবাত চিকিৎসা

আমবাত বায়ুই আমবাত। আমের অর্থ অবিপক রস। উহা বায়ু কর্তৃক চালিত হইয়া স্নেহস্থানে নাশ হয়; তথায় পুনরায় দূষিত হইয়া শরীরের স্রোত সমূহকে অভিঘাত্য করে। আম ও কফ এক জাতীয়; সূত্রগাং উক্ত কারণে আমের জ্বর কফও দুই, কুপিত ও বর্জিত ইহা আমচালক বায়ুর সহিত সংযুক্ত হয় এবং ত্রিক ও শরীরের সন্ধিস্থানে প্রবেশ করতঃ ঐ স্থানে বেদনা এবং শোথাদি স্বরূপ আম সংক্রান্ত ব্যাদি উৎপাদন করে। ত্রিক ও সন্ধিস্থানের বেদনা আরাই কুপিত বায়ু ও কফের প্রবেশ বৃদ্ধিতে হইবে। বায়ু তিন-বেদনা প্রদায়ক হইতে পারে না; কিন্তু এই বায়ু স্নেহস্থানে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া যোগবাহিত্তি বেতু

কক্ষপর্ষ্য প্রাপ্ত হওয়ার এই বেদনা বাতশ্লেষ্ম। স্নাত্তরাং ইহাতে বাতশ্লেষ্মের চিকিৎসা করিবে। কোষ্ঠবদ্ধতা, অনিদ্রা, শোথ, জ্বর, গ্রহি প্রভৃতি স্থানে অসকনীর বেদনা, তৃষ্ণা, বেহের ভীতি ও অকৃতি প্রভৃতি আমবাতেয় সাধারণ লক্ষণ। এই পীড়া উপেক্ষিত হইলে অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়। ইহাতে কোন কোন সময় গ্রহি প্রকৃতি স্থানে এমন বেদনা উপস্থিত হয়, যে রোগী বাতনার উদ্ভাদের ভয় হইয়া পড়ে। এই পীড়ার রোগী অতি অল্প সময়ে আরোগ্যের জন্য অধীর হইলে চলিবে না। রীতিমত চিকিৎসা হইলে, সময় সাপেক্ষ হইলেও এই পীড়া প্রায়শই আরোগ্য হইতে দেখা যায়।

উষ্ণতন্ত্রে সান্নাতির চিকিৎসা বলা হইয়াছে। ইহাতেও তাহাই করিতে হইবে। স্নাত্তরাং উষ্ণতন্ত্রে ঔষধাদি আমবাতে এবং আমবাতেয় ঔষধ উষ্ণতন্ত্রে প্রয়োগ করা যায়। এই দুই ব্যাধির পরস্পর সৌম্যবৃত্ত থাকায়, উষ্ণতন্ত্রে অনেকর আমবাতে চিকিৎসা লিখিত হইয়া থাকে। বাতব্যাধির সহস্র বাতপক্তাঙ্কুশ প্রভৃতি বাতকক্ষর ঔষধ সমূহ আমবাতে প্রয়োগ করিবে।

আমবাতে বধাক্রমে কক্ষবেদ, বিরচন, লজ্জন, তিক্ত, কটু, দীপন (বদানী, শুঠ, চিত্তকুল প্রভৃতি) দ্রব্য সেবন ও বেহপান করাইবে। ইহাতে কদাচ বিকৃতবেদ প্রযোজ্য নহে। আমরস বা স্লেষ্মার সংকর না হইলেও বেহপান বা বেহাভ্যাস বিবেচ্য নহে। আমবাতেই অশ্লৈষ্ম শ্লেষ্ম, প্রলেপ ও তৈল অত্যন্ত গণিত হইল। সন্নিহিত বৃক্ষের বৃক্ষটিত প্রলেপ আমবাতে বিশেষ ফলপ্রসূ। অভ্যঙ্গার্ক রসুন ও শুঠ বহুতৈল বিশেষ উপকারী। আমবাতে শুঠ সর্কশ্রেষ্ঠ ঔষধ। কেহ কেহ শুঠ ও শুলক একত্রে প্রাণ্ডিত নির্দেশ করেন। কলতঃ শুঠ, শুলক, রসুন, হরীতকী, শুগন্তলু ও নিয়সারতক আমবাতেয় পরমৌষধ। কীলি অন্নরস হইলেও আমবাত নাশক, কিন্তু ইহা আমবাতেয় প্রলেপ, ঘেদ ও তৈলাদি পাকভিন্নহলে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। আমবাতেয় উপক্রমের মধ্যে বেদ ও বিরচন অগ্রগণ্য। ইহাতির ব্যাধি সম্বর প্রশমিত হয় না। মলবদ্ধতা হলে ক্রান্তান্দ্রশ্ম-মূল কক্ষাক্ত বিশেষ হিতকর। আমবাতে বিরচনার্থ এরও তৈল বিশেষ উপকারী। ইহা আমবাত নাশক।

বাতশ্লেষ্মিক জরের বাসুকাবেদ আমবাতেয় প্রথম অবস্থার প্রয়োগ করিবে। ইহা স্নেহ ও আম শোষক। আমবাতে শোথ থাকিলে প্রলেপাদি সহ পুনর্ব্যবহার করিবে। বিবাহিতকমলসাবিত্ত অন্নপান বা তৎকবার পান করিলে বিশেষ ফলপ্রাপ্ত হয়।

আমবাতে কোষ্ঠ পরিষ্কারার্থ ত্রিহৃতাদি চূর্ণ ও শিউরচন্দন বাতিকা প্রয়োগ করা যায়। উদারার অকৃতকার্য হইলে উপারিত্তর অবলম্বন করিবে। শুগন্তলু তেদক, স্নাত্তরাং শুগন্তলু বহুতৈল ঔষধ আমবাতে প্রশস্ত। ইহা সংশোধন ও সংশমন এই উভয় কার্যকারী। বাতব্যাধির টেন্ড্রাবাদি তৈল, আমবাতে বর্ধনার্থও ব্যবহৃত হয়। ব্যাধির প্রথম অবস্থায় তৈলাদি ঘেহ পদার্থের অত্যন্ত বা পান হিতকর নহে। কেবল

বাতজ পক্ষাঘাত, বেগধ্বাত প্রভৃতিতে প্রথমে অবস্থার মেহাত্ম্য বা পান হিতকর। যোগীর ককপ্রাঘাত থাকিলে পক্ষাঘাতকাল কক্ষাস্ত্র পান হিতকর। শোথপ্রাঘাত থাকিলে যেত পূর্ণবার কাথে শীত চূর্ণ ১০ গিকি ও গুঠ চূর্ণ ১০ গিকি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। বাতগবল আমবাতে কাস্পান্দ্রশূল কক্ষাস্ত্র বিশেষ হিতকর। শরীরের অধিকাংশ স্থানে শোথ বা আমহস ব্যাপ্ত হইলে কাস্পান্দ্রশূল কক্ষাস্ত্র ব্যবহার করিবে। কাস্পান্দ্রশূল সর্বাধিক আমবাতেই ব্যবহৃত হয়। প্রত্যাব বশতঃ ইহা সকল অবস্থাতেই কার্যকারী। পাটনাই গুঠ চূর্ণ ১০ বাত্রার কাসিসহ পান করিলে ব' কাস্পান্দ্রশূল কক্ষাস্ত্র সহ পান করিলে আমবাতে নষ্ট হয়। বৈশ্বানর চূর্ণ, যোগরাজ গুগ্গুলু, সিংহনাদ গুগ্গুলু, শিবাগুগ্গুলু, রসোন পিণ্ড, আমবাতগঞ্জসিংহ মোদক, বুদ্ধদারাদ্র, আমবাতাদ্রিবজ্ররস, আমবাতারি বটিকা, আমবাতেশ্বর রস, বৃহৎ যোগরাজ গুগ্গুলু, বাতারি গুগ্গুলু, পঞ্চাননরস লৌহ, আমপ্রমাধিনী বটিকা, বৃহৎ সৈন্ধবাদি তৈল, বিজয় তৈরব তৈল, প্রসারণী সন্ধান, শুষ্কী স্ত, শৃঙ্গবেরাগ্নস্ত ও কাজিকমটপলক স্ত অবস্থা বিশেষে আমবাতে ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত সিংহনাদ গুগ্গুলু, বৈশ্বানর চূর্ণ, রসোন পিণ্ড ও বৃহৎ সৈন্ধবাদি তৈল সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমবাতে স্ত প্রয়োগ প্রায়শঃ দুই হয় না। বাতব্যাদিগণিত রসোনপিণ্ড, ত্রয়োদশাজ গুগ্গুলু, বৃহৎ বাতগজাকুল, কৃষ্ণচতুর্ধুখ, অরিনান্দ্যর রামবাণ রস এবং কক নাশক কফচিস্তামণি ও মহালক্ষ্মীবিলাস আমবাতে বিশেষ ফলপ্রসূ।

আমবাতে কাস্পান্দ্রশূল প্রয়োগ। [যথা—কার্পাস বীজ, কুলথ কলাই, তিল, বব, এরগু মূল, মসিনা, পূর্ণবী, শণবীজ, সজিনাছাগ ও কাঁজি। প্রথমতঃ কাঁজিঘারা দ্রব্যগুলি পেষণ করিয়া গুহ্ম করতঃ এরগুপত্র গোষ্ঠলিখিত করিয়া বেদ দিবে, অথবা পরিমিতরূপে কাঁজিতে উক্ত দ্রব্য সমূহ নিক্ষেপ করিয়া বধানিরমে নাড়ীবেদ দিবে। এই বিধি সর্বোৎকৃষ্ট। এই সকল দ্রব্যঘারা কেহ কেহ স্পষ্টরূপে প্রয়োগ দিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে কোন দ্রব্যের অভাব হইলে যথালোভে দ্রব্যঘারা বেদ প্রদান করিবে। কেহ কেহ উহার মধ্যে যে কোনও একটা দ্রব্যঘারাও বেদ দিবার ব্যবস্থা দেন কিন্তু তাহা সকল অবস্থার সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কোনও দ্রব্যের অভাব হইলে ঐ যোগের অন্তর্নিহিত সমস্তগণিষ্টে অত্র দ্রব্যঘারা কার্য নিরীহ করা যায়। উপরি লিখিত মসিনা, সজিনা ছাগ, বব ও পূর্ণবী আমবাতে বিশেষ উপযোগী।

আমবাতে কাস্পান্দ্রশূল প্রয়োগ। [যথা—সজিনার ছাগ, আম, ওকড়া, হুস, সৈন্ধব ও হিরাকস একত্র বাটরা গুহ্ম করতঃ বাগ্গি স্থানে প্রলেপ দিবে।

আতপ চাইল এবং বালুকা খোলায় কাজিয়া তৎসহ আবা ও সন্ধিনা ছাপ মিশাইয়া নিলিখা পাড়ায় রস, রত্নরস বা আদার রস, ইহার বে কোনও একটী রসে পেষণ ও উক করিয়া প্রলেপ দিলে রস শুক হয় ।

মহুয়ের ডাল, আদা ও সজিনার ছাল অথবা কেবল মহুয়ের ডাল খাটুরা গরম করতঃ
প্রলেপ দিলেও রস শুক হইয়া থাকে ।

জাপ্র। দশমুখ কষ্মি। যথা - দশমুখ, শুক, এতমুখ, রানা, শুই ও
দেবদাক। প্রক্ষেপার্থ - এরও তৈল ২০ তোলা। কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে, এরও তৈল
আবশ্যক মত দিয়া এই কষ্মি পান করিবে। সাধারণতঃ এরও তৈল ১ তোলা হইতে
২০ তোলা পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়।

বন্যমূলের কষায়ে ৪০ তোলা এরও তৈল প্রক্ষেপ দিয়া গান করিলেও আবহাওয়া ও
কটীপ নাষ্ট হয়।

॥ अथ शिवसंज्ञा ॥

রাশা, দেবদারু, শুঠ, জলক ও এরওমূল। কোঠি এক থাকিলে এরও তৈল একেণ
বিয়া পান করিবে।

স্বাস্থ্য। অষ্টক। (ব্যাধি বিগমোক্ত)

স্বাস্থ্য, শুষ্ক, শোণালু আঠা, দেবদারু, গোক্ষুর, একতুল ও পুনর্নবা—ইহাদের কাথে
তট চূর্ণ ১০ শিকি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। এই কথার সতরাচর আমবাতে ব্যবহৃত
হয়। কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে শুষ্ক পরিবর্তে একতুল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

বিশ্বচূর্ণ। যথ পাটমাই তঁঠ চূর্ণ ১০ অনা কাণি সহ পান করিবে। এই ঔষধ ইন্দ্রনাথ ক্রান্তাস্ত্র কক্সাস্ত্র সহ ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ দেবীর তঁঠ চূর্ণের পরিবর্তে 'বিজ্ঞান পাউডার' ব্যবহার করেন। তঁঠ চূর্ণ, সৈকর ও কাঁচিসহ অন্নোহার করিলে আশ্রিত প্রশসিত হয়।

ବୈଦ୍ୟାନର ଛୁଏ

দৈনন্দ ২ ভাগ, বদ্যানী ২ ভাগ, বনধম্যানী (অর্থাৎ বদ্যানী) ৩ ভাগ, তুর্গ ৫ ভাগ
 হস্তিকী ১২ ভাগ। মাছা ১০ আনা। অল্পমান কঁচি, ঘোণ বা গরম জল। ইহাতে
 আমবাতি, প্রীতি, গ্রহিণী আনাহ ও গ্নীনস নষ্ট হয়। ইহা অম্লপোষক।

যোগরাজ গুণ গুলু ।

‘ব্রহ্মচিহ্নে মূল, শিশু মূল, বয়ানী, ব্রহ্মবীজ, বিজ্ঞ, বনবয়ানী, জীবে, দেবদাক্ষ,
চর্চ, এলাচি, মৈত্রব, কুড়, রাসা, গোছুর, ধনে, ত্রিফলা, সুতা, ত্রিফল, বাসন্তিনী, দেবামূল,
বনফার, তালোশ পত্র, তেজপত্র প্রত্যেক সমভাগ, মধুসূর সম ভাগগুলু, স্বত্ব দ্বারা বর্জন
করিতা ৪- তোলা মাত্রের ব্যবহার করিবে। ইহাতে আমবাত, প্রীহা, শুষ্ক, উদর ও অনাহার
মট্ট হয়। অঙ্গুষ্ঠাঙ্গ—গরম জল।

সিংহনার গুগ্গলু ।

ত্রিকলা প্রত্যেক ১২ তোলা, কাথার্ব—১৪ সের শেষ ১৮০ পোরা, শোধিত গন্ধক চূর্ণ ১ পল, গুগ্গলু ১ পল, এরও তৈল ৮ সের । প্রথমতঃ গন্ধকচূর্ণ ও গুগ্গলু এরও তৈল দ্বারা পেষণ করিয়া পরে ত্রিকলার কাথ সহ লৌহ পাत्रে পাক করিবে । ইহা তৈল নিঃসরণ হইলেই পাক সিদ্ধ হইরাছে জানিবে । মাত্রা ১০ আনা হইতে ১০ তোলা । অস্থপান—পরম জল ।

শিবা গুগ্গলু ।

ত্রিকলা প্রত্যেক ৮ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৮ সের । তাহাতে এরও তৈল ২ পল, গন্ধক ৬ তোলা ও গুগ্গলু ২ পল একত্র গুলিয়া পুনঃ পাক করিবে । ঘনীভূত হইলে, মাত্রা, বিড়ঙ্গ, মরিচ, পিপ্পল, দাড়ীমূল তুঠ ও দেবদারু প্রত্যেক ১ তোলা প্রাক্ষপ দিয়া বিশাইকা নামাইবে । মাত্রা ও অস্থপান পূর্ববৎ । ইহা আমবাত, কটিনূল, গৃধ্রসীতে কলপ্রদ ।

আমবাত পাকসিংহ আদ্যক ।

তুঠচূর্ণ ১২ সের, বমানী ১১ সের, কীরক ২ পল, ধনে ২ পল, তুলকা ১ পল, লবঙ্গ ১ পল, সোহাগা ঝই ১ পল, মরিচ ৩ পল, তেউড়ী, ত্রিকলা, ববকার, পিপ্পল, শটী, এলাচি, তেজপাত, চই, লৌহ, অত্র ও বল প্রত্যেক ১ পল, সমস্ত ত্রব্যের তিনগুণ চিনি । পাকান্তে মধু ও স্বত দ্বারা ঘোষক প্রস্তুত করিবে । মাত্রা—৪০ তোলা । অস্থপান—উষ্ণজল বা উত্তমল । ইহাতে বেদনা ও অঙ্গশিথ্য নষ্ট হয় ।

হৃদ্যদাকাদ্য লৌহ ।

শোধিত হৃদ্যদারক বীজ, তেউড়ী, দাড়ী, গজপিপ্পল, মাণ, ত্রিকটু, ত্রিকলা, হিম্ব প্রত্যেক সমভাগ, সর্ষপূর্ণসহ লৌহতন্ত্র ;

বাতারি গুগ্গলু ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, সোহাগা প্রত্যেক ১ তোলা, রক্তচিত্তে, দাড়ীমূল, মরিচ, প্রত্যেক ১ তোলা, ত্রিকলা (মিশ্রিতচূর্ণ) ৫ তোলা, গুগ্গলু, ১০ তোলা । স্বতদ্বারা মর্দন করিয়া ৬ রতি বটী করিবে ; অস্থপান পরমজল । ইহা আমবাতের প্রসিদ্ধ ঔষধ ।

আমবাতারি বটিকা ।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, ত্রিকলা প্রত্যেক ৩ ভাগ, চিতে ৪ ভাগ, গুগ্গলু ৫ ভাগ এরও তৈল দ্বারা মর্দন করিয়া ২ রতি মাত্রায় উষ্ণজলসহ পান করিবে । ইহাতে হৃদ্য এবং ভাগ অপথ্য ।

আমবাতেশ্বর রস ।

গন্ধক ৪ তোলা, তাম্রতন্ত্র ৪ তোলা, পারদ ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা, এরও তুলের রসে ৭ বার তাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে । তৎপর পঞ্চকালের কাথে ২০ বার ও তুলকের রসে ১০ বার তাবনা দিবে । পশ্চাৎ তাহার সহিত মোহাগার ঝই লবঙ্গ, সোহাগার

অঙ্কুভাগ বিটলবণ, বিটলবণের সমান মরিচ লইবে এবং তৈলুলকার ও দস্তীমূল প্রত্যেক পারদের সমান, ত্রিকটু, ত্রিফলা ও লবঙ্গ প্রত্যেক পারদের অঙ্কুভাগ। বটিকা ৪ রতি। ইহা অগ্নিবর্জক, শোধ ও গ্রহণীনাশক।

বৃহৎ যোগরাজ গুগ্গুলু।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, আকন্দমি, শুল্কা, হরিদ্রা, দাক্ষহরিদ্রা, বনদমানী, বচ, হিং, হবুকা, গজপিপুল, ছোটএলাচি, শর্টা, ধনে, বিটলবণ, সচলবণ, সৈন্ধবলবণ, পিপুলমূল, দাক্ষিণি, বড়এলাচি, তেজপাত, নাগকেশর, ফণিকক, (তুঙ্গসীবিঃ) লৌহ, খেতমুনা গোক্ষুর, রাশা, আঠৈষ, তুঠ, ববলার, অন্নবেতস, চিত্তমূল, কুড়, চই, মহাদা, দাড়িমের খোসা, এরণ্ডমূল, অম্বগকা, তেউড়ীমূল, দস্তীমূল, কুলতুঠ, দেবদাক, হরিদ্রা, কটকী, বলাড়মূল, বুর্কামূল, তুরালতা, বিড়ল, বল, বমানী, বাসক ও অত্র প্রত্যেক সমভাগ, শোধিত গুগ্গুলু সর্বদ্রব্য সম, দ্রুতকারী মর্দন করিয়া দ্রুতভাগে রাখিবে। মাত্রা ১০ তোলা। অমুপান—মরমজল। ইহাতে নানাবিধ আমবাত ও কফাক্রান্ত বাতব্যাধি আরোগ্য হয়। গৃহসী ও ফোটেসীর্বেও এই ঔষধ প্রযুক্ত হইতে পারে।

ত্রিফলাদি লৌহ।

ত্রিফলা, মুতা, ত্রিকটু, বিড়ল, কুড়, বচ, চিত্তমূল ও ঘটমধু প্রত্যেক ১ পল, লৌহ ৮ পল, গুগ্গুলু ৮ পল, ১২ পল মধুদ্বারা মর্দন করিয়া ১০ সিকি মাত্রায় মধুসহ লেহন করিবে। ইহা দ্বারা আমবাত, তন্দ্রানিত উদরের বেদনা, পাণ্ডু, হলীমক, বাতকশুল, শোধ ও বিষমজর নষ্ট হয়।

পঞ্চানন রস লৌহ।

লৌহ ৫ পল, গুগ্গুলু ৫ পল, অত্র ২১০ পল, গজক, পারদ প্রত্যেক ২১ পল, কাপাৰ্ঘ—ত্রিফলা প্রত্যেক ১৫ পল, জল ১০ সের শেষ ১১ সের; এই কাপে পূর্বোক্ত লৌহ, অত্র ও গুগ্গুলু পাক করিবে; পরে দ্রুত, শতমূলী রস ও ছয় প্রত্যেক ১৪ সের মিশাইয়া পুনঃ পাক করিবে এবং উহা আসন্ন পাকে বিড়ল, তুঠ, ধনে, শুল্ফের চিনি, জীরে, পক্ষকোল, তেউড়ী, দস্তী, ত্রিফলা, বড়এলাচি, মুতা প্রত্যেক ৫ তোলা মিশাইবে। তৎপর নামাইয়া ঐষরূপ থাকিতে ৮ তোলা কজ্জলী মিশাইয়া দ্রুত ভাগে রাখিবে। মাত্রা ১০ সিকি, দ্রুত ও মধু সহ মাড়িয়া শুল্ক, তুঠ ও এরণ্ডমূলের কাপে জলিয়া পান করিবে। ইহা পুরাতন আমবাতের ইংকুট ঔষধ। পূর্বে বিরেচন দ্বারা দেহ বিত্ত্ব করিয়া পশ্চাৎ এই ঔষধ ব্যবহার করিবে। ইহাতে আমবাত, কুক্ষি শূল, গৃহসী, শোধ ও পাণ্ডু আরোগ্য হয়।

আম প্রমাথিনী বটিকা।

সোরা, আকন্দমূলের ছাল চূর্ণ, গজক, লৌহ, অত্র, প্রত্যেক সমভাগ, সোঁদাল পাতার রসে মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অমুপান—তেউড়ী মূলের কাপ।

আমবাতাঙ্গিষজ্ঞ সস ।

এদ, গন্ধক, লৌহ, জল ও অহিফেন প্রত্যেক ১ ভাগ, যবক্ষার ৮ ভাগ, আকম্পিত রসে মাড়িয়া ও রুতি বটী করিবে । কেহ ২ সিদ্ধিপত্ররসে মাড়িয়া বটী করিয়া থাকেন ।

সৈন্ধবাদি তৈল ।

কটুতৈল ৮ সের, কন্ধার্থ—সৈন্ধব, দেবদারু, বচ, শুঠ, কটকন, শুল্ফা, সুতা, চই, মেদ, মহামেদ, জয়পালছাল, তেউড়ী, হিজলছাল, বালা, চিতে, ব্রহ্মযষ্টি, শট, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, রেণুক, আট্টৈম, এরণ্ডমূল, আকনাদি, নীলমূল, দস্তীমূল যরিচ, বনযমানী, পিপুল, কুড়, রাস্না ও পিপুলমূল প্রত্যেক ২ তোলা । ইহাতে নানাবিধ আমবাত ও বেদনা নষ্ট হয় ।

সুহং সৈন্ধবাদি তৈল ।

এরণ্ড তৈল ৮ সের, পাকার্থ—শুল্ফার কাথ ৮ সের, কাজি ৮ সের, দধিরমাত ৮ সের, কন্ধার্থ—সৈন্ধব, গজপিপুল, রাস্না, শুল্ফা, যমানী, সাচিকার, যরিচ, কুড়, শুঠ, সচলবর্ণ, বিটলবর্ণ, বচ, বনযমানী, যষ্টিমধু, জীরে কুড় ও পিপুল প্রত্যেক ৪ তোলা । ইহা আমবাতের উৎকৃষ্ট ঔষধ । এই ঔষধ সর্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

আমবাতের বিশেষ তৈল । যথা—কটু তৈল ৮ সের, কন্ধার্থ—নিমপাতা, নিগিলাপাতা, যুতুয়া পাতা, বিষকচুর ডাটা, তামাকের ডাটা ও পাতা মিলিত ৮ সের, জল ৮ সের, শেষ ৮ সের । কন্ধার্থ—বিষ, শুল্ফা, দেবদারু, যরিচ, পিপুল, অগ্নিকণ্ডা প্রত্যেক ১ তোলা, পাকার্থ—জল ৮ সের ।

বিতীয় একরকম আমবাতের বিশেষ তৈল । যথা—কটু তৈল ৮ সের । কন্ধার্থ—রসুন, শুঠ, বিষ, কুড়, মনঃশিলা, তুঁতে, নিশাদল ও সৈন্ধব প্রত্যেক ২ তোলা । জল ৮ সের ।

প্রসারিতী সন্ধান । যথা—গন্ধ তাদালিয়া ৮ সের, জল ৩৪ সের । শেষ ১৬ সের । এই কথায় শুড় ৮ সের এবং রসুন ৮ সের মিশাইয়া মুখ চাকিয়া ১ সপ্তাহ কাল রাখিবে । তৎপর ছাঁকিয়া তাহাতে পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতেমূল ও শুঠ ইহাদের মিলিত চূর্ণ ৮ সের প্রক্ষেপ দিবে । ইহার নাম প্রসারিতী সন্ধান । ইহা আমবাত নাশক ।

বিজয় ভৈরব বা সুত তৈল ।

পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা ও হরিতাল প্রত্যেক ২ তোলা, কাছিতে পেষণ করিয়া, তৎপরে স্নেহবস্ত্রপণ্ড লিখ্ত করিবে, পরে শুক করিয়া বাতির জ্বায় পাকাইবে । এই বাতির অগ্রভাগে তৈল মাখাইয়া জ্বালাইবে এবং উহাতে বিন্দু বিন্দু তৈল ঢালিয়া দিবে । তৈলবিন্দু শুনি

অলিঙ্গা নিরঙ্কিত পায়ে বিন্দু বিন্দু পতিত হইবে। উল্লিখিত বাতিতে ১৬ তোলা তৈল প্রস্তুত হইতে পারে। এই তৈল ৩৪ বিন্দু মাত্রায় দুইমহ পান করিতেও দেওয়া হয়। এই তৈলের সহিত অহিফেন মিশাইলে “মহাবিজয় তৈল” হয়। ইহা অত্যন্ত বায়ুনাশক এবং পেদনা প্রশমক। ইহাতে আমবাত, পক্ষাঘাত ও কাম্পবাত নষ্ট হয়। এই তৈল প্রথম অবস্থায় ব্যবহার্য্য নহে।

শুভ্রী স্রুত।

স্রুত ৮ সের, শুঠের কাথ ১৬ সের। কক্কার্থ—শুঠ ৮ সের, পাক্কার্থ তেল ১৬ সের। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক এবং আমবাত ও কটীগ্রহ নাশক।

শূলবেদনাদ্য স্রুত।

স্রুত ৮ সের, কক্কার্থ—শুঠ, ধবকাথ, পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিত্তেমূল, হিং, পণিরাসী মিলিত ৮ সের, কাঁজি ১৬ সের। ইহাতে শূল, আনাহ, আমবাত, কটীগ্রহ ও গ্রন্থী দোষ নষ্ট হয়। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক।

বাতরক্তের শুভ্রী স্রুত ও আমবাতে ব্যবহৃত হইতে পারে।

পথ্য—লঘু দ্রব্য, পুরাতন তরুলের অন্ন, যুগাদির ডাল, পটোল, আদা, বেগুন, সজিনা, করোলা প্রভৃতি তিক্তদ্রব্য, রসোন, ডুমুর প্রভৃতির তরকারী, রাত্রিতে কটী সূজি, ইত্যাদি। মিষ্ট দ্রব্যের মধ্যে মিশ্রি, মংগের মধ্যে মাওর, মোরগা প্রভৃতি এবং জল সাধিত দুগ্ধ অবস্থাবিশেষে পথ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

অপথ্য—শ্লেষকর জন্ম, মাংসলাইয়ের ডাল, অন্ন, মংগ, দধি, তরু, অধিক মিষ্ট দ্রব্য, পুইশাক, কাঁচাকলা, নূতন চাউলের অন্ন চালিতা, লাউ, দিবানিরা রাত্রিতে অগ্রাহ্য, অমাবস্তা বা পূর্ণিমা রাত্রিতে ভোজন ঠাণ্ডালাগান ইত্যাদি।

অন্ন শূল চিকিৎসা

আমবাতেও শূল হয়, এতন্ময় আমবাতের পর শূল চিকিৎসা লিখিত হইয়া থাকে আমবাতের জায় শূলও আমবাত; সুতরাং আমবাতের পর শূল লিখিত হয়। এই মনোনীত নহে। অবস্থা বিশেষে শূলে বমন, লজ্জন, বেদ, পাচন, ফলবর্ত্তি ক্ষার, চূর্ণ ও ডিক্কা ব্যবহার করিবে ব্যাধি আম বা কফাধীন হইলে—বমন, লজ্জন ও পাচন হিতকর। পিত্তপ্রধান বেদ প্রযোজ্য নহে। কোষ্ঠ পরিষ্কারার্থ ফলবর্ত্তি ব্যবহার্য্য। কফ বাতপ্রধান ব্যবহার করিবে। চূর্ণ ও ডিক্কা শমানার্থ প্রয়োগ করিবে। শূলবো

বেদ আন্তবেদনা নিবারক ও অথকর। সুতরাং মানসিক শূন্য বেদনা প্রশমনার্থ কুশর (তিলকর) বেদ, পিণ্ডবেদ, ভেঁকাদি মাংসের বিকৃতবেদ পানবেদ ও উপনাহ বেদ, প্রয়োগ করিবে। শূল মাজেই বাত প্রবান। বায়ু ভিন্ন শূল হঠতে পারে না; সুতরাং সর্ববিধ শূলেই বায়ু নাশক চিকিৎসা করা আবশ্যক। নারিকেল ৮ পল ও ৩ পল মাজে ইহা প্রসিক্ত ঔষধ। বহুদিনের পুরাতন শূলে “বীজপুষ্কায় ৩” ও “বৃহৎবাত চিহ্নাবলি” ফলপ্রদ। “দাত্তীলৌহ,” “নারিকেল লবণ” ও “বিশ্বাধরান” শূল রোগে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। “দাত্তীলৌহ” অম্লশূলে বা পিত্তাধিত শূলে বিশেষ ফলপ্রদ। “বজ্রফার” নাম বেদনা নাশক। সুতরাং ইহা এই রোগের প্রথমাবস্থার সহস্র বেদনা নিবারণার্থ প্রসিক্ত হইয়া থাকে। এই ঔষধ বহুদিন একান্তিক্রমে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। বহুদিনের জীর্ণবাত শূলে “স্নেহলবণ,” “পল্লবল,” “দাদিকরত,” “চিহ্নাবলি চতুর্ভুজ,” “শূলগণ্ডেশ্বর ঔষধ” মিশ্রণ করিবে। শূলরোগে বহুদিনের হইলে প্রায়শঃ আবেগা হয় না। কোঠে পরিকারার্থ “হরীতকী পত্র” ব্যবহার করিবে। “বঙ্গালদি চূর্ণ,” “হিঙ্গাদি চূর্ণ” ও “আম্রাম কাকিক” শূলরোগে ব্যবহৃত হয়। “মহাবলা তৈল” পুরাতন শূলে বিশেষ ফলপ্রদ। হিং, আঠেব, বকট, বচ, মচল লবণ ও হরীতকী ইহাদের মিলিত চূর্ণ ১০ আনা মাত্রায় গরমজল সহ বা কাঁজিসহ পান করিলে শূল নিবৃত্তি হয়।

যমানীদি চূর্ণ, বাতশূলে ।

যমানী, হিং, সৈন্ধব, বজ্রফার, মচললবণ ও হরীতকী প্রত্যেক জব্য সমভাগ। মাত্রা ১০ আনা, উষ্ণজল বা কাঁজিসহ পান করিবে।

নাগরাদি কষায় । (আম্রশূলে) ।

অষ্ট ১০ সিকি, এলুওমূল ৮০ ও যব ১ তোলা। ইহাদের কাপ পান করিলে বেদনা নষ্ট হয়।

হিঙ্গাদি চূর্ণ ।

হিং, অম্লবেতস, মচললবণ, লিপুল, যমানী, বজ্রফার, সৈন্ধব ও হরীতকী প্রত্যেক সমভাগ। মাত্রা ১০ আনা উষ্ণজল বা কাঁজিসহ পান করিবে। ইহা অতীবকৃষ্ট ঔষধ।

নারিকেল পত্র (বাতশূলের) ।

অপাচ নারিকেল কোরা ৪ পল বা ১১ সের, ভজ্রনার্থ রুত ১ পল বা ৮ তোলা, ঐন্দ্র মাল ১১ চিনি ৪ পল সহ ১৪ সের নারিকেল পত্রিৎ নারিকেল কোরা মিশাইয়া পাক করিবে। পাকশেষে কীটল অবস্থা— ৮ জীরে, কৃষ্ণজীরে ও বঙ্গলোচন ১০ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া আটাতে অন্নপিত্ত, অরুচি, রক্তপিত্ত, ক্ষয়, শূল উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বাতশূলে মদন কল কাঁজিঘাতা সেষণ করিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিবে। জীবন্তীমূল বা জীবন্তী কাঁজি বাত নাভিদেশে প্রলেপ দিলে শূল নষ্ট হয়। গাৰ্খশূলে সঠিক জীবন্তী কন্ধের প্রলেপ দিবে।

ইন্দ্রানীং অনেক এই রোগের প্রথম অবস্থায় সোড়া বা তাদৃশ ক্ষার দ্রব্য সেবন করিয়া আত্মশান্তি লাভ করেন; কিন্তু তাহা কণ্ঠহারী এবং পরিণামে মৃত্যুজনক।

আমলকৌহ।

আমলকী চূর্ণ ৮ পল, লৌহ তাম্র ৪ পল, যষ্টিমধু চূর্ণ ২ পল, আমলকী কাণ্ডে ৭ বার ভাবনা দিয়া ৮০ আনা পরিমাণ বটিকা করিবে। ইহা চন্দনহ ব্যবহার্য। অন্নোপ্যাস হইলে শীতল জল সহ পান করিবে। কেহ আমলকীর কাণ্ডের পরিবর্তে শুক্লকণ্ডে কাণ্ডে ভাবনা দেন। এই ঔষধ আহারের পূর্বে সেবন করিলে বাতশৈতিক ব্যাধি ও শূল নষ্ট হয়। আহারের মধ্যে সেবন করিলে বিষ্টভূত নষ্ট হয় ও আহারীয় দ্রব্য অন্নতাপ্রাপ্ত হইতে পারে না এবং আহারান্তে সেবন করিলে পরিণাম শূল ও অন্নপিত্ত নষ্ট হয়। ইহা রক্তপরিষ্কারক এবং শাণ্ড ও কামলানামক।

পুণ্ড্রাশত।

শূকর তপুর্নি খণ্ড খণ্ড করিয়া গজল ছুড়ে সিদ্ধ করতঃ ধোত করিয়া গ্রহণ করিবে। (ইতি পুণ্ড্রাশত) তৎপব উহা চূর্ণীকৃত ও শুক করিয়া ছাকিয়া ৮ পল গ্রহণ করিবে এবং উহা ১/১ সের ঘূতে ভাজিয়া তাহাতে আমলকীর রস ১/১ সের, শতমূলীর রস ১/১ সের, হৃৎ ১/৮ সের ও চিনি ১/৬ সের মিলাইয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে, তাহাতে নাগকেশর, বৃত্তা, রক্তচন্দন, দিকটু, আমলকী, পিরাল, দারুচিনি, তেজপাত, এলাচি, জীরা, কৃষ্ণজীরা, পানিকল, বংশলোচন, জৈজী, জারকল, লবঙ্গ, ধনে, কাঁকলা, রাঙ্গা, তগরপাছকা, বালা, বেণামূল, কুসুমার ও অম্বগন্ধা প্রত্যেক ৪ তোলা মিলাইয়া নিম্ন বৃৎশাঙ্গে সুরক্ষিত করিবে। মাত্রা ১০ তোলা। অহুপান হৃৎ। ইহা শূল, অজীর্ণ, হৃষ্ট অন্নপিত্ত, বমন, শাণ্ড ও প্রবর নিবারক।

দাণ্ডিক স্রুত।

ঘূত ১/৪ সের, দধিরসাত ১২ সের। কন্ধার্থ—পিপুল, শুঠ, বিধমূল, কৃষ্ণজীরে, চই, চিতে, হিং, দাণ্ডিম, মহাদা, (অভাবে অন্নবেতস) বচ, ববকার, অন্নবেতস, পুনর্নবা, কৃষ্ণলবণ, জীরক ও টাংবা লেবুর মূল মিলিত ১/১ সের। মাত্রা ১০ তোলা, হৃৎ সহ পের।

জীতপুজাদ্য স্রুত।

ঘূত ১/৪ সের। কন্ধার্থ—টাংবা লেবুর মূল, এলাচ মূল, রাঙ্গা, গোক্ষর, বেড়েলা মূল প্রত্যেক ৫ পল, নিম্বু বব ১/২ সের, জল ৬৪ সের, শেণ ১৬ সের। দধিরসাত ১/৮ সের। কন্ধার্থ—বনে, হরীতকী, দিকটু, হিং, মজলবণ, বিট, সৈন্ধব, ববকার, দাণ্ডিকার, অন্নবেতস,

হুড়, দাড়িম, মহাদা, জীরা ও কৃষ্ণ জীরা প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা মূল প্রশমক। অবস্থা বিশেষে বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু, নারায়ণ, মহানারায়ণ, মধাসনারায়ণ, মহামাধ, সপ্তপ্রহমাধ ও অক্টাদশ শতিক। প্রসারনী তৈল, মস্তিস্কেহ ৭১ চতুস্ত্রেহ বেদনা স্থানে মালিশ করিয়া বেদ আরোগ করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়।

শূলগজেন্দ্র তৈল।

ভিল তৈল ৮ সের কাথার্থ—এরওমূল ও দশমূল প্রত্যেক পদ ৫ পল, জল ৫০ সের শেষ ১৫০ সের। ব্যবহার ১৬ সের, হুড় ১৬ সের। কাথার্থ—গুঠ, জীরে, যমানী, ধনে, পিপুল, বচ, সৈন্ধব ও কুলপত্র প্রত্যেক ২ পল। এই তৈল শূল, অর ও রক্ত শিথিলক।

শূলরোগে বিরোচনার্থ “হরীতকী বস্ত, অভয়াস্ত্র মোদক” এরও তৈল বা অভয়াস্ত্র ত্রিষ্ট বিরোচক দ্রব্য ব্যবহার করা কর্তব্য। শূলযাজেই পরিণামাবস্থার বাত প্রধান হয়; হতরাসে শেষে বাতশূলের চিকিৎসা করিবে।

পথ্য—পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, কুড়, মস্তিস্কের বোল, হুড়, মোহন ভোগ, কৃষ্ণতিল পাটা, মাখন, কঁাজি, আমলকী, কমলা লেবু এবং অবস্থা বিশেষে লুটি ইত্যাদি।

অপথ্য—ডাল, বাল, ভিড় ও কবার রস বিশিষ্ট দ্রব্য, শাক, কাচাকলা, আলু প্রভৃতি।

পিত্তশূল চিকিৎসা

বাতশূল যেরূপ যে সমস্ত প্রক্রিয়া ওষধ লিখিত হইয়াছে, পিত্তশূলেও বেদ ব্যতীত আর তাহাই অমুচ্যে। গুড়ুচ্যাদি দ্রুত, ধাত্রীলৌহ, বৃহৎ বাত চিন্তামণি আরিকেল ঋগু, বৃহৎ শতাবরী মণ্ডুর ও সপ্তামৃত লৌহ পিত্তশূলে প্রারম্ভে বহুত হইয়া থাকে। আয়াদের অন্নপিত্ত হয় যোগ ও অন্নপিত্তারি বটী প্রথম অবস্থায় বিশেষ ফলপ্রসূ। আয়াময়ে পিত্ত সঞ্চিত হইলে পিত্তশূলে বমনভাব ঘটা থাকে, তদার পিত্তনিহরণার্থ পলতা ও নিমের অর্দ্ধশূত কবার আকর্ষ পান করিয়া আর অল্প দিবা বমন করিবে। ইহাতে লবণ জলের বমন, তাহা বা ত্বঁতের দ্বারা একেবারে নিবদ্ধ। ইহাতে শীতল জলে অবগাহন ও শীতলজলপূর্ণ কাতোদি বেদনা স্থানে ধারণ করা হিতকর। উগ্র ওষধ সেবন না করিয়া চমধুর বিরোচন দ্বারা পিত্ত বা মল নিহরণ করিবে। আমলকীর রস, ভূমি কুম্বাকের রস,

বলা ভুসুর বা কিসমিসের কাণ, ইহাদের অত্যন্তম যোগ চিনিদই সেবন করিলে সপ্তা পিত্তশূল নষ্ট হয়। পিত্তশূলে বিরচনার্থ যষ্টিমধু কাণে ৩ তোলা এবং ঐক প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। আমলকীচূর্ণ মধুসহ সেহন করিলেও পিত্তশূল নষ্ট হয়।

শক্তিরোগ।

কিহক ১৮ সের, বমানী ১৮ সের, হেলেকা ১৮ সের হাড়ির মধ্যে সুবন্ধ করিয়া ২ দিন জাপ দিবে। ঐ তর ১০ আনা মাকার শীতল জলসহ পেষ্য।

নারিকেল ঔষু।

ভজনার্থ সূত ৫ পল, নারিকেল কোরা ৮ পল। পাকার্থ নারিকেল ফল ১৬ সের, চিনি ১২ সের, গুঁড়চূর্ণ ১৮ সের, ছদ্ম ১২ সের, যথাবিধি সূত অগ্নিতে পাক করিবে। আসন্ন পাকবন্ধায় বংশলোচন, ত্রিকটু, মূতা, চতুর্ভাজক, মনে, পিপ্পল, গজপিপ্পল ও জীরে প্রত্যেক ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। মাত্রা ১০ তোলা। ইহাতে নৃনাবিধ শূল ও পরিণাম শূল নষ্ট হয়। যদিও এই নারিকেলঔষু পিত্তশূলে দিহিত হওয়ার এখানে উদ্ধৃত হইল কিং ইহা পিত্তশূলে বিশেষ ফলদায়ক হইবার সম্ভাবনা কম। বেহেতু, ইহা অগ্নেয়। ইহা অপেক্ষা বাতশূলের নারিকেলঔষু পিত্তশূলে ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। কফাত্মক শূলে ইহা ফল প্রদ হইবে।

শতাবরী মণ্ডুর

শোধিত জীর্ণ মণ্ডুর ৮ পল শতমূলীরস ৮ পল, দধি ৮ পল ছক ৮ পল, সূত ৪ পল একত্র পাক করিয়া পিওবৎ হইলে নামাইবে। মাত্রা ১০ তোলা হইতে ১০ তোলা অল্পপান—ছদ্ম ১০ টাক।

বৃহৎ শতাবরী মণ্ডুর।

ত্রিকলা কাথ ভাবিত পুরাতন মণ্ডুর ৮ পল, পাকার্থ—পঃমূলী রস ৮ পল, দধি ৮ পল, ছদ্ম ৮ পল, আমলকী রস ৮ পল, সূত ৮ পল। পাকার্থে প্রক্ষেপার্থ—জীরে, মনে, মূতা, ত্রিভাজক, পিপ্পল, হরীতকী প্রত্যেক ১০ তোলা। ইহাধা বা পিত্তাদিক শূল দ্বিদোষক শূল, অগ্নিপিত্ত, বমি ও শ্বাস আরোগ্য হয়।

সস্তামৃত লৌহ।

যষ্টিমধু ও ত্রিকলা প্রত্যেক ১ ভাগ, শতাদিক সূতের দ্বারা নির্মল লৌহ ৮ ভাগ। মাত্রা ১০ তোলা, সূত মধু সহ সেব্য। ঔষধ সেবনাঙ্গে ১ পোয়া গলাহু পান বিধি। ইহাতে বমন, অগ্নিপিত্ত, শূল, মূত্ররুদ্ধ ও শোথ আরোগ্য হয়।

সেব্য—পুরাতন শুষ্ক, পুরাতন শুষ্কলের অন্ন, ঘন, ছদ্ম, সূত, সূত্র সংগ্রহ, নই, ছদ্ম মোহনভোগ ইত্যাদি।

অপব্য—বাতপিত্তবর্জক জ্বা, উত্তাপ সেবন, ব্যায়াম, ঔষধ, কাণ ইত্যাদি।
শূন্যদেহেই মৈথুন প্রবেশের পরিত্যাজ্য।

କଞ୍ଚୁଳ ଚିକିତ୍ସା

କଞ୍ଚୁଳ ଆମାଶୟସମୂହ । ଆମାଶୟେ ଉତାସ କଞ୍ଚୁଳ ସଞ୍ଜିତ ହେବା ବାତକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଏହି ଶୂଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । କଞ୍ଚୁଳିହରଣାର୍ଥ ବସନ କଟାଢ଼ିଆ ଯୋଗିକେ ଲଞ୍ଜିତ କରିବେ । କେହି ୨ ଇଞ୍ଚାରେ ଗୁଣ୍ଡାଦିଆ କରିତେ ଘଟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ; କିନ୍ତୁ ତାହା ସୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନହେ । କାରଣ ତାହାରେ ବାୟୁ ବଢ଼ିତ ହେବା ବେଦନା ବୃଦ୍ଧି କରିତେ ପାରେ । ଇଞ୍ଚାରେ ସିନ୍ଧୁ କ୍ରିୟା ଓ କଳପ୍ରଦ ନହେ ।

ପକ୍ୱକୋଷ, ହିଂ, ମୈକ୍ତବ, ବିଟ ଓ ମତ୍ତବଳବ୍ୟ ଶ୍ରେତୋକ ସମଭାଗ ୮୦ ଆନା ମାନ୍ୟ ଗରମଜଳ ସହ ସେବନ କରିତେ କଞ୍ଚୁଳ ଶିବାନ୍ତିତ ହୁଏ । ବିବାଦି ପକ୍ୱମୂଳେର କାଷ୍ଠେ ୮୦ ଆନା ଯବକାର ଶ୍ରେକେପ ଦିଆ ପାନ କରିତେ ଓ କଞ୍ଚୁଳେନ ନିବୃତ୍ତି ହୁଏ ।

ହିନ୍ଦୁାଦି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ।

ହିଂ, ତୁମ୍ବୁକ (ନେପାଳି ଧନେ), ଝିକଟୁ, ଦମାନୀ, ଚିତେନ୍ଦ୍ର, ହରୀତକୀ, ଯବକାର ଓ ପକ୍ୱବଳବ୍ୟ ଶ୍ରେତୋକ ସମଭାଗ, ଯାତ୍ରା ୮୦ ଆନା ଉଷ୍ଣ ଜଳ ସହ ସେବ୍ୟ । ଇହା ବାତଶୂଳ ଓ କଞ୍ଚୁଳନାଶକ ଏବଂ ଅଗ୍ନିନୀଳକ ।

କଞ୍ଚୁଳ ଦୀର୍ଘମାଳମର ବାତପ୍ରଦାନ ହେଲେ ତଦବହାୟ ନିରୁମିତ୍ତିତ "ବାଜ୍ରୀଲୋହ" କଳପ୍ରଦ । ଇଞ୍ଚାରେ "କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ" ବାବହାର କରା ଯାଏ ।

ବାଜ୍ରୀଲୋହ ।

ବିଷ୍ଣୁ ଶୂଳ ମଞ୍ଜୁର ୬ ପଲ, ଯବଚୂର୍ଣ୍ଣ ୮୧ ସେର । ପାକାର୍ଥ—ଜଳ ୮୨ ସେର, ଶେଷ ୮୧ ସେର, ଉଦନସ୍ତର ପୁନଃ ପାକାର୍ଥ—ଯଦାକ୍ରିୟେ ଶତଭୂଜୀ ରସ ୮ ପଲ, ଆୟତକୀ ରସ ୮ ପଲ, ଦଧି, ହସ୍ତ, ହିନ୍ଦୁାଦି ଓ ରସ ଶ୍ରେତୋକ ୮ ପଲ, ସ୍ୱତ ଏବଂ ଇନ୍ଦୁରମ ଶ୍ରେତୋକ ୮ ପଲ । ପାକସିଦ୍ଧ ହେଲେ ଜିରେ, ଧନେ, ଶିଞ୍ଜୀତକ, ଗଜପିପ୍ପଳ, ଯୁକ୍ତା ହରୀତକୀ, ଅର, ଲୋହ, ଝିକଟୁ, ଶ୍ରେଣୁକ, ଝିଂକଳା, ଯାନ୍ତୀମପତ୍ର ଶ୍ରେତୋକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ୨ ତୋଳା ମିଶାହିବେ । ଯାତ୍ରା ୮୦ ତୋଳା । ଅହୁପାନ—ହସ୍ତ । ଇହା ଗର୍ଭୋକ୍ତ ବାଜ୍ରୀଲୋହେର ଭାସ୍ତ ଶ୍ରେତୋକ ଆଦି, ଯଦ୍ୟୋ ଓ ଅସ୍ତେ ବାବହାର୍ଥ୍ୟ ।

ଚତୁଃସମ ।

ସମସ୍ତରିମାନ ଯମାନୀ, ମୈକ୍ତବ, ହରୀତକୀ ଓ ଶୁଣ୍ଠି ଶ୍ରେତୋକ ବାଟିଆ ୮୦ ଆନା ହେତେ । ୦ ଯାନ୍ତୀମ ସମସ୍ତେନ ନହ ସେବ୍ୟ । ଏହି ଶୁଣ୍ଠି ଅଗ୍ନିନୀଳକ, ଆୟତନାଶକ ଓ ବେଦନା ନିବାରକ । ଏହି ଶୁଣ୍ଠି ଯାନ୍ତୀମେ ଓ ଆୟତନାଶକେ ବାବହାର ହେବା ଧାତେ ।

ଝିଞ୍ଜୀରାଦି ଚୂର୍ଣ୍ଣ

ଯବକାର, ଯାଚିକାର, ହିଂ, ଗିଟବଳବ୍ୟ ମୈକ୍ତବ, କୁଞ୍ଚ ଶ୍ରେତୋକ ସମଭାଗ, ଯାତ୍ରା ୮୦ ଆନା । ଏହିଚୂର୍ଣ୍ଣ ନିରୋକ୍ତ କାଷ୍ଠ ସହ ପାନ କରିବେ । ଯଦ୍ୟୋ ଶୁଣ୍ଠି, ଶ୍ରେଣୁକ, ଦଶମୂଳ ମିଳିତ ୧ ତୋଳା, ଯଦ୍ୟୋ ୧ ତୋଳା ।

হিঙ্গাদি চূর্ণ।

হিং, সচলবর্ণ, হরীতকী, বিট সৈন্ধব, তুফল, কুড় প্রত্যেক সমভাগ মাজ ১০ আনা।
নিরোক্ত কাঞ্চন সহ সেব্য। দশমূল প্রত্যেক ১০ আনা ১ রতি, যব তুণ্ড ২ তোলা, পার্কার
জল ১১। সের শেষ ১০ তোলা। ইহা সেবনে কর্ণরোগ ও পার্কারি শূল নষ্ট হয়।

শূলহরণ যোগ।

হরীতকী, ত্রিকটু, শোধিত কুচিলা হিং সৈন্ধব আশ্রাস গন্ধক প্রত্যেক সমভাগ। ছোট
কুলের ডার বটী করিবে। ইহা প্রাত্যহিক উষ্ণহৃৎসহ সেবনীয়। ইহা কফশূলে পরিণামে
বিশেষ হিতকর।

বিষ্ঠাধরাজ।

বিড়ক, মূতা, ত্রিকটু, গুলক, দস্তীমূল, ডেউড়ী, চিতেমূল ও ত্রিকটু প্রত্যেক ২ তোলা,
গোমূত্র শোধিত পুরাতন মণ্ডুর (অভাবে লৌহতর) ১ পল, কৃষ্ণান্নভর ১ পল, খানকুনি
রসে শোধিত হিঙ্গুলোথ পারদ ১০ তোলা, আশ্রাস গন্ধক ১ তোলা, জল দ্বারা মর্দন করিয়া
৩ রতি বটী করিবে। অল্পপান—হৃৎ, শীতল জল বা শিশিরের জল। এই ঔষধ পরিণাম
শূলে এবং অন্নদ্রবশূলে মহোপকারী।

বৃহৎ বিষ্ঠাধরাজ।

পারদ, গন্ধক, ত্রিকটু, ত্রিকলা, বিড়ক, মূতা, ডেউড়ী, দস্তী, চিতে, ইছরকানিদস্তী ও
নিপুল শূল প্রত্যেক ২ তোলা, কৃষ্ণান্নভর ৮ তোলা, লৌহ ৩২ তোলা, জল দ্বারা মর্দন
করিয়া ৩ রতি বটী করিবে। অল্পপান—গব্যহৃৎ বা নারিকেল জল। নারিকেল ৩ পল শূলের
উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সর্বোৎকৃষ্ট সুলার। (কফবাত শূলে)

পারদ, তাম্র, মনঃশিলা, বর্ণমাস্কিক হরিতাল রৌপ্য বর্ণ, বজ্র, অন্ন লৌহ শুঠ
পঞ্চলবণ ও গন্ধক প্রত্যেক সমভাগ। শুঠের কাথ জরতী পত্রের রস, সিদ্ধি পত্রের রস,
ব্রহ্মযষ্টির কাথ ও মুচুরা পাতার রসে পৃথক ৭ বার তাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে
অল্পপান—এর ওমূল ও শুঠ চূর্ণ। ঔষধ সেবনান্তে নিম্ন লিখিত যোগ গরমজল সহ পান
করিবে। ত্রিকটু, সচলবর্ণ, হিং, করঞ্জবীজ প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ মাজা ১০ আনা।

হরীতকী যোগ।

গোমূত্রসিক্ত শুষ্ক হরীতকী চূর্ণ ১০ আনা, লৌহতর ২ রতি, পুরাতন শুড় ১০ সিকি একত্র
শিখাইয়া সেবন করিবে কফশূলে নষ্ট হয়।

ককশূলে যে সমস্ত ঔষধ লিখিত হইল তন্নিম্ন বাতব্যাধিবর্জিত আশাশঙ্কিত বায়ুর ঔষধ এক্ষণে আক্রমণজনক ও বজ্রক্ষার প্রভৃতি ঔষধ ইহাতে প্রযুক্ত হইতে পারে। কালি লবণ, কল্যাণ লবণ প্রভৃতি পরিণামাবহার প্রয়োগ করিবে।

মিশ্রিশূল চিকিৎসা ।

টাবা লেবুর মূলের কাথে বা সজিনা ছালের কাথে ১০ আনা যবক্ষার ও ১০ আনা মধু এক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে পার্শ্ব, জ্বর ও বতি দেশের বেদনা নষ্ট হয়।

পার্শ্ব বেদনা ও জ্বরের বেদনা প্রায়শঃ বাতকক্ষর হইয়া থাকে, সুতরাং এই স্থানের বেদনা নিবারণার্থে বাতকক্ষনাশক ঘ্রেন ও প্রলেপ ব্যবহার করিবে এবং মহালক্ষ্মী-বিলাস, কৃষ্ণ চতুর্ভূজ, স্বহহ বাতগজাঙ্ঘ্রি প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বেদনা হালে শূদ্ধুলস্থত মালিণ করিয়া ঘ্রেন দিগে বিশেষ ফল লাভ হয়।

বতিদেশে কেবল বাতজ শূল হইয়া থাকে, সুতরাং তন্নিবারণার্থে পূর্কোক্ত বাতজ শূলের চিকিৎসা করিবে। পূর্কোক্ত নিয়মে টাবা লেবুর মূলের কাপ এবং সান্দ্রুল-কাঙ্কির প্রভৃতি ঔষধ ইহাতে উপকারী। শ্রাবী লোহ, স্বহহ বাতচিহ্না-মণি ও নারায়ণ তৈলাদির অত্যন্ত ইহাতে কলপ্রদ।

আমশূলে পূর্কোক্ত ককশূলনামক চিকিৎসা করিবে। পঞ্চকোলচূর্ণ, চিত্রকাদি ওড়িকা, চতুঃসন প্রভৃতি ইহার মহৌষধ। ককশূলে আমশূলে ও অর্জুনশূলে স্তম্ভ পান নিষিদ্ধ।

স্বহত্যাদিগণের কথো মধু এক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাত পৈত্তিক শূল প্রশমিত হয়। বৃহতী, কণ্টকারী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বটিমধু এই জব্য পক্ষক স্বহত্যাদিগণ নামে অভিহিত।

বৃহতী, কণ্টকারী, পোকুর, এড়ও মূল, কুল, কাশ ও খাগড় মূল ইহাদের কাথ পানে বাত পৈত্তিক বা পৈত্তিক শূল নষ্ট হয়। ইহা বতিদেশজ শূলে বিশেষ হিতকর। পিত্তজ শূলে যে সমস্ত ঔষধ লিখিত হইয়াছে ইহাতেও তদন্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বাত পৈত্তিক শূলের চিকিৎসা ককশূলের স্থায়।

পিত্তশ্লেষ্মিকশূলে—পাটানাডিকম্বাজ।

পটোলপত্র ত্রিকলা ও নিমছাগ, এক্ষেপার্থ—মধু ২০ তোলা। ইহাতে পিত্তশ্লেষ্মজর মি, বাহ ও শূল প্রশমিত হয়। পিত্ত ও শ্লেষ্মা পরস্পর বিকৃত হওয়ার ইহার চিকিৎসা নষ্টন। তিক্তরস পিত্তশ্লেষ্মানাশক হইলেও পিত্তশ্লেষ্মিক শূলে সর্জন্য কার্যকারী নহে। কারণ উহা বাতবর্জক। এই শূল প্রকৃতিসমসমবেত দোষাবদ্ধ, সুতরাং পিত্ত ও কক্ষনাশক পূর্কোক্ত যোগ মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে উপকার হইবে। উপরলিখিত কাপমূল চিত্তামণি, চিত্তামণিচতুর্ভূজ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

কক্কলাহ্নিত গাত্রাশ্ম প্রাণাশ্মাঃ প্রকৃর্নিতঃ ।

কটুতৈলাক্ষশঙ্কনাঃ শূণঃ শূলহস্তঃ পল্লঃ । অর্থ—

প্রাণাশ্মাধের দক্ষা খাস রক্ত হওয়ার খাহার শূল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার শরীর কক্কলাহ্নিত আবৃত করিয়া সর্বপ তৈল মর্দিত শঙ্কর ধূপ প্রদান করিবে, তাহাতে উচ্ছাদ্যারোধজনিত শূল নষ্ট হইবে । কেহ ২ এই প্রোক্তের অন্তরূপ অর্থ করেন । যথা—শূল রোগীকে খাস রোধ করাইয়া তাহার গাত্র বহনকারী আচ্ছাদিত করিয়া পূর্ববৎ বেদ দিবে, তাহাতে সাধারণ শূল নষ্ট হইবে । খাসরোধ বায়ুত্বিকর হেতু উহা শূল নাশক হইবে, এক্ষণ ধারণা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় ।

যুগশূণ অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া স্তুত সহ পান করিলে হৃদয় এবং নিতম্ব শূল নষ্ট হয় । বাতপ্রধান অবস্থায় এই ঔষধ প্রযোজ্য ।

লৌহভক্ষণ জনিত অজীর্ণ শূল হইলে একপত্রের রসদ্বারা বিড়মূর্চণ লেহন করিবে ।

হৃদয় শূলের লক্ষণ । যথা :—

রসদাত্ত্বারা কুপিত হৃদয়স্থ বায়ু, কফ ও পিত্ত কর্তৃক আবদ্ধ হইয়া হৃদয়ে শূল জন্মায়, ইহাতে খাস বদ্ধ হইয়া আইসে । এই ব্যাধি রস ও বায়ুর প্রকোপে উৎপন্ন হয় । ইহাকে হৃচ্ছূল বলে ।

পার্শ্ব শূলের লক্ষণ । যথা :—

পার্শ্ব বায়ু কফকে নিগৃহীত করিয়া (কেহ ২ বলেন কফের সহিত মিলিত হইয়া) পার্শ্বদেশে স্তম্ভীবেদনবৎ বেদনা জন্মায়, ইহাকে পার্শ্বশূল কহে । ইহাতে আশ্বান, শূণ দিয়া নিশ্বাস নির্গমন, অরুচি ও অনিদ্রা হইতে পারে ।

বস্তিশূল লক্ষণ । যথা—

মল মুত্রাদির বেগ ধারণ অত্র কুপিত বায়ু বস্তিধান আগ্রহ করিয়া তত্রস্থ নাড়ীতে শূল উৎপন্ন করে । ইহাতে বিষ্ঠা, মূত্র ও অধোবায়ু অবদ্ধ হয় । ইহাকেই বস্তিশূল কহে ।

প্ৰাণ্য—পুরাতন শালি ধাত্তের অন্ন, উষ্ণ দুগ্ধ, ঠৈমধু, পটোল, করোলা, কিস্মিস্ পাকান্নাম, দাড়িম, বেদানা, নারিকেল, বিটলবন, সচললবণ, শালিকশাক, গরমজল, লবঙ্গ এবং বেগুন, সজিনা, হরিতকী ইত্যাদি ।

অপ্ৰাণ্য—মৈথুন, যত্র, ডাল, গুরুগাক জব্য, বেগ রোধ ও কক্কজব্য ইত্যাদি ।

পরিণাম শূল চিকিৎসা ।

কৃত্ত জব্যের পরিণাম অবস্থায় অর্থাৎ আহারীয় জব্য জীর্ণ হইবার সময় এই শূল উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে পরিণাম শূল কহে । এই শূল পিত্ত প্রধান । ইহাতে উদরের পার্শ্বদেশে বস্তিতে, হৃদয়ে ও পৃষ্ঠদেশে অথবা অন্নমূল্যে বেদনা হইতে পারে । যক্ষিক ও শালিধাত্তের

ত্রিদোষজ শূল অসাধ্য হইলেও বক্ষ্যমাণ বিধি অনুসারে চিকিৎসা করা আবশ্যক । কারণ বলাবল অনুসারে অসাধ্যও সাধ্য বা সাধ্য হইতে পারে । ভূমি কুগাণ্ডের রস ১ তোলা, পাকা স্মিষ্ট দাড়িমের স্বরস ১ তোলা, ত্রিকটু, সৈন্ধব প্রত্যেক আধ আনা, মধু ১০ আনা একত্রে মিশাইয়া পান করিবে ।

এরুণ্ড ছাদশক ।

এরুণ্ড ফল, এরুণ্ডমূল বৃহতী, কণ্টকারী গোক্ষুর, শালগনি, চাকুলে, মুগানী, মাষানী, দণ্ডোৎপল, চাকুলে খাগড়মূল ইহাদের কাথে ১০ আনা যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্বপ্রকার শূল নিবারিত হয় । এই ঔষধ যে কোনও তীব্র শূলে ব্যবহার করা যায় ।

গোমূত্র শোধিত জীর্ণ মগুর ও ভাগ (মগুরের পরিবর্তে দৌহও ব্যবহৃত হয়) ত্রিকলা মিলিত ৩ ভাগ একত্র মিশাইয়া ১০ সিকি মাত্রায় স্তূত মধু সহ লেহন করিলে ত্রিদোষজ শূল আরোগ্য হয় ।

শম্ভাদিচূর্ণ

শম্ভতম্র, পকসবণ, হিং, ত্রিকটু প্রত্যেক সমভাগ মাত্রা ১—১০ আনা, অহুপান—পরমজল । কেহ ২ ইহার পরিমাণ নিম্নলিখিতরূপ নির্দেশ করেন । যথা—শম্ভতম্র ১০ আনা সৈন্ধব ও ত্রিকটু মিলিত ১০ আনা, হিং ২ রতি একত্র পেষণ করিয়া ৩ মাত্রা হইতে ৬ মাত্রা পর্য্যন্ত করিবে । এই ঔষধ কফাধিক শূলে প্রযোজ্য । পুরাতন শূলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য নহে । নূতন অবস্থায় এই ঔষধ আন্তশাস্তিকারক ।

লৌহ হরীতকী ।

গোমূত্রে লিঙ্গ হরীতকী চূর্ণ ১ তোলা, লৌহতম্র ১ তোলা । মাত্রা ১০ আনা । অহুপান—পুরাতন শুষ্ক ১০ আনা । ইহা দ্বারা সকল প্রকার শূল আরোগ্য হয় । এই সকল ঔষধ বহুদিন ব্যবহার না করিলে বিশেষ ফল অর্হুত হয় না ।

দীহাশূলে হিঙ্গুদিহুভক্ত । যথা—হিং, ত্রিকটু, কুড়, যবক্ষার ও সৈন্ধব প্রত্যেক সমভাগ । মাত্রা ১০ আনা । অহুপান—টাবালেবুর মূলের কাথ অথবা টাবালেবুর রস । বক্ষ্যমাণ । অভয়ালবণ, চিত্রকাদি লৌহ, শমান্যাদিচূর্ণ ও বজ্রক্ষার প্রভৃতি ঔষধেও দীহাশূল আরোগ্য হয় ।

যকৃৎশূলে ক্ষয়কৃৎ শূলহস্ত বটিকা । যথা—নিশাদল ২ তোলা, সৈন্ধব ৪ তোলা, কুলেখাড়া বীজ, রোহিতক ছাল, যমানী ও চিতেমূল মিলিত ২০ তোলা, মাটা কল্পের রসে মর্দন করিয়া কুলখাটির দ্বারা বটী করিবে । অহুপান—করোলা পাতার রস । ইহা দ্বারা যকৃৎ প্রীহা ও উদর রোগ আরোগ্য হয় । ইহাতে বক্ষ্যমণে অগ্নিপ্রভাবটী, অকৃতাতির, লৌহ, স্নোহিতকাদিচূর্ণ, শুষ্কচ্যাদিচূর্ণ ও নিশাদল বটীক বজ্রক্ষার বিশেষ ফলপ্রসূ ।

অগ্নি ইহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পরিণাম শূণ্যে তিক্ত ও মধুর রস দ্বারা বমন, বিরেচন ও বৃদ্ধিদান প্রাপ্ত। শূল, আমাশয় সমূহ হইলে—বমন, পচ্যামাশয় সমূহ হইলে—বিরেচন ও নিক্রম পকাদয় হইলে—অকুবাগন হিতকর। ইহাতে অগ্নি অতিশয় দুর্বল হয় এবং বহুতের ক্রিয়া ও মন্দীভূত হইয়া থাকে। অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ ইহাতে ফলপ্রাপ্ত; বিশেষতঃ আমাশয় সমূহ হইলে অগ্নি দীর্ঘক ঔষধই একমাত্র অবলম্বনীয়।

বিড়ঙ্গাদি মোদক।

বিড়ঙ্গশস্ত্র, ত্রিকুট, তেউড়ীমূল, দস্তীমূল, চিত্তমূল, প্রত্যেক সমভাগ, পুরাতন শুষ্ক সর্ষপচূর্ণের দ্বিগুণ। যথাবিধি মোদক প্রস্তুত করিয়া ১০ তোলা মাত্রার প্রাতঃকালে গরম জল সহ সেবন করিবে। এই ঔষধ পরিণাম বল মায়েই ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহা কফশূণ্যেও প্রাপ্ত।

শস্যুকাদি ত্রিভিঙ্গণ (কফপ্রদানে)।

শস্যুক ভয়, ত্রিকুট, পঞ্চলবণ প্রত্যেক সমভাগ, কন্দী শাকের সরস দ্বারা মর্দন করিয়া ৪ রতি পরিমাণ বটী করিবে। প্রাতঃকালে বা আহারান্তে গরম জল সহ সেবা।

সামুদ্রাচ্চূর্ণ।

করকচ, সৈন্ধব, ববকার, সচল লবণ, রোমক লবণ (অভাবে—শাভারি লবণ, ক্রমান্বী হইতে উৎপন্ন লবণকে রোমক লবণ বলে) বিটলবণ, দস্তীমূল, লৌহতর, গোমূত্র শোধিত মধুর ভস্ম, তেউড়ীমূল, ওল প্রত্যেক সমভাগ। এই সকল দ্রব্য দধি, গোমূত্র ও হৃৎ মিলিত চূর্ণের ৪ গুণ দ্বারা পাক করিবে। চূর্ণবৎ হইলে নামাইবে। মাত্রা অগ্নিবলানুসারে ৮—১০ সিকি পর্যন্ত। অল্পপান গরমজল। ইহা দ্বারা নাভিশূল, বকৃৎশূল, শুষ্কশূল প্রীহাশূল ও অঙ্গীলা আরোগ্য হয়।

নারিকেল তেল (বা কাল লবণ)।

জলরুক্ত অথবা নারিকেলের অভ্যন্তর সৈন্ধব লবণপূর্ণ করিয়া মুক্তিকালিপ্র ও মৃৎবদ্ধ করিয়া ঘুটের আঁচন দ্বারা গজপুট বিধানে পাক করিবে। শীতল হইলে লবণ বাহির করিয়া লইবে। মাত্রা ৮—১০ সিকি তোলা পিণ্ডচূর্ণ সহ সেবা। এই লবণ অল্পসহ সেবনে বা নারিকেল জল সহ পানে সর্বপ্রকার পরিণাম শূণ্য নষ্ট হয়। ইহা অস্ত্রাঙ্ক শূণ্যে বিশেষতঃ বাতশূণ্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। গরমজল সহ এই লবণ, তীব্র বেদনার সময়ে সেবন করিলে অচিরে বেদনা উপশমিত হয়। সৈন্ধব, জৈত পাতা দ্বারা ৭ বার ভাবনা দিয়া পশ্চাৎ নারিকেল অভ্যন্তরে পূর্ণ করিলে বিশেষ ফল হইয়া থাকে।

পিত্তপ্রদান পরিণাম শূণ্যে মটর কলায়ের দ্বয় দ্বারা বরের ছাতু পান করিলে উপকার হয়। ইহাতে পূর্ণোৎসাহ সঞ্চারিত লৌহ, শতাবরীমূল ও লাট্রীলৌহ ব্যবহার করা যায়।

অশ্বামলকী ।

অশ্বিন ও বসন্ত নিষিদ্ধিত অশ্বপক্কফল ৩ পল, ভর্জনার্থ শুভ ১/২ সের, পাকার্থ—
আমলকীরস ১/৪ সের, উষ্ণ বিন্ন কুয়াণ্ড রস ১/৪ সের, চিনি ৫০ পল, উপযুক্ত সময়ে পিপুল,
জীরে ও শুষ্ঠ প্রত্যেক ২ পল, মরিচ ১ পল, ভালীশপত্র, ধনে, চাহুজীঠক, মূতা প্রত্যেক
২ তোলা মিশাইবে শীতল হইলে ১/২ সের মধু মিশাইয়া নিম্নভাবে রাখিবে। মাত্রা
১০ তোলা। অশ্বপান—উষ্ণ হৃৎ।

লৌহায়ত (বাতপ্রধান পরিণাম শূলে)

অতিশয় পাতলা লোহার পাত, যেত আকন্দ মূলের কষ্ট দ্বারা বা সর্বপক্কদ্বারা পুনঃ
পুনঃ প্রলিপ্ত ও হৃদয়কিরণে গুরু কবতঃ আতনে পোড়া দিয়া, পুনঃ পুনঃ ত্রিকসার কাখে
নির্যাপিত করিবে। যে পর্য্যন্ত লৌহ জ্বরিত না হয় তাৎ এইরূপ ক্রিয়া অশুভেয়। সেবনো-
পযোগী হইলে চূর্ণ করিয়া ছাকিয়া লইবে। এই ঔষধ ৩ রতি মাত্রায় শুভ মধু দ্বারা লেহন
করিবে। ঔষধ সেবনান্তে ১/৪ পোয়া ছাগহৃৎ, অভাবে—গম্বাহৃৎ অশ্বপান করিবে। এই
ঔষধ ব্যবহার করিলে আশ্বপনাংস ও ককারাদি জব্য ভক্ষণ নিষেধ।

নারিকেল খণ্ড । (বাত পৈত্তিক পরিণাম শূলে)

অশিষ্ট নারিকেল ১/৪ সের, ভর্জনার্থ শুভ ১ পল, পাকার্থ—নারিকেল জল ১/৪ সের, চিনি
১ পল, শুদ্ধবৎ পাক করিবে। আসন্ন পাকে—ধনে, পিপুল, মূতা, বংশলোচন, জীরে,
কৃষ্ণ জীরে, চতুর্জাতক প্রত্যেক ১০ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। ইহা দ্বারা অন্নপিত্ত,
অরুচি, বমন, রক্তপিত্ত, ক্ষয় ও শূল আরোগ্য হয়।

অন্নজ্বর শূল চিকিৎসা ।

ইহাতে আশ্বাশয় ও পক্ষাশয় পরিতৃষ্ণির অল্প বমন ও বিরেচন প্রয়োগ করিবে। আশ-
পক্ষাশয় শুদ্ধ না হইলে, এই শূল প্রশস্ত হইতে পারে না। তদনন্তর অন্নপিত্তের ভায় এবং
পিত্তশূলের ভায় চিকিৎসা করিবে।

ইহাতে শুভ, মাষ+লাই, চিনি, হৃৎ, যবমণ্ড, ছোলায় ছাই, গম ও পটোল পত্রের যুগ
হিতকর। শূলান্বিকারে যে সমস্ত ঔষধ লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে নারিকেল খণ্ড,
ও নারিকেল লবণ, দ্বাদ্রীলৌহ, চিত্তামণি, চতুর্মূখ পুগখণ্ড
ও বীজ পুরাতন স্নাত শ্রেষ্ঠ। অন্নজ্বর শূলে এবং কক্ষ প্রধান পরিণাম শূলে ও বক্ষ
শূলে শঙ্খাদি চূর্ণ ও পরিণাম শূলে প্রিশুনাখ্য রস অতীব হিতকর।

শঙ্খাদি চূর্ণ ।

শঙ্খতর ১ পল, পক্ষাবণ, যবক্ষার, মোহাগার খই, জাতিফুল, তলকা, যমানী, হিং ও
ত্রিকটু প্রত্যেক ১ পল। মাত্রা—১ এক আনা। অশ্বপান—গম্বজল।

ত্রিওপাশ্য কুল।

সোহাগায় বট, বৃণশূনতন, বর্ণ, পঙ্কক, বসগিন্দুর প্রত্যেক সমভাগ, আবার মনে একদি অর্ধন করিয়া এবং ৭ বায় তাবনা দিয়া গজগুটে পাক করিবে। মাত্রা—৩২। অহুগান—বৃণশূনতন ও বর্ণ। ঔষধ সেবনের কিছুকণ পর মৈদব, জীরে ও হিং পরিমিতরূপে গ্রহণ করিবে। বৃণশূনতন ও বর্ণদ্বারা লেহন করিবে। এই ঔষধ অবস্থা বিশেষে বাত প্রধান শূলে ও বাতহীন করায়।

অন্নপিত্ত হইতে পরিণামে শূল উৎপন্ন হইলে পরিণাম শূলের দ্বারা চিকিৎসা করিবে। অন্নপিত্তহীন শ্লোণ অন্নপিত্তাত্তক চর্মা ইহার আও নিষিদ্ধি কারক।

অন্নপিত্তহীন চর্মা।

মোহা ১/ এক শোহা, নিশাবল ১/ এক ছটাক। প্রথমে মোহা জ্বলে পলাইয়া পাক কাটি নিশাবল মিশ্রিত করিবে। তৎপব পিত্তল পায়ে ঢালিয়া ঢেঁচী করিবে। নানাইতে কিং হইলে আশুন উত্তিয়া সুখাদি বহু হইবার সম্ভাবনা। লৌহ পায়ে এবং লৌহ দ্বারা পাক সমাধা করিতে হইবে। মাত্রা—/০—১০ আনা। অহুগান—শীতল জল।

অন্নত্রয় শূলে ও পরিণাম শূলে প্রথমাবস্থায় অন্নপিত্তহীন শূল ব্যবহৃত হই থাকে। শূল রোগে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইতকীৰ্ত্তব্য ব্যবহৃত করাইবে।

হরীতকী শূল

চিনি ৩২ পল কিকিং মলসহ জ্বীকৃত করিয়া তাহাতে হরীতকীচূর্ণ ৮ পল, ত্রিকণা, বৃণশূনতন, তেজপাত, এলাচি, নাগকেশর, বম্বানী, জিকটু, মনে, বৌরী, মলক ও ৩ প্রত্যেক ২ তোলা, তেউড়ী, নোনারুখী প্রত্যেক ২ পল একেপ দিয়া ঘোষকাকার করি। মাত্রা ১০—১ তোলা। অহুগান—গরম জল। ইহাতে অন্নপিত্ত, শূল, কোষ্ঠপত বায়ু শূল ও আনাহ আরোগ্য হয়।

শূলকাজীকুল শুভিক।

তেঁতুলের খোসা তর ৫ পল, পকলবণ প্রত্যেক ১ পল, মকতর ১২ পল, জীরে মনে বম্বা বিধানে (বৃণ পায়ে) পাক করিবে। আগর পাকে হিং, তঁউ, পিণ্ডুল, প্রত্যেক ১ পল, পারল, পঙ্কক, বিব প্রত্যেক ৩ তোলা মিশ্রিত করিয়া ঘোষকা- নানাইবে। পরে ৩ দিন জীরে মনে তাবনা দিয়া কুল প্রমাণ বটী করিবে। অহুগান—গরম জল। ইহা অতিশয় আরোগ্য। ইহা দ্বারা পরিণাম শূল, অর্ধশূল, আশুন, উৎপন্ন ও অন্নত্রয়শূল হইবে। অহুগান—চর্মা চর্মা অন্নত্রয়শূল ও অর্ধশূল শূল উপর্যুপ- র্যুপ করায়।

দেয়বাক্স, ঘড়, হুড়, শুক্লা, হিং, ঈশ্বর কাঁচি দ্বারা পেষণ করিয়া ধূসর ককড়া পেটে
প্রবেশ দিলে সুকিসূন, আত্মান ও বিষ্টকারীর্ণ বটে হয়।

শূলহস্তাঙ্গ শ্লোণ।—(২য় প্রকার) যমানী ১ পোয়া ও বীরি লবণ ১ পোয়া। হুইটী
একর মিথাইয়া পান রসে তাবনা দ্বিগুণ প্রবে খোলায় কিঞ্চিৎ ঘৃত দ্বারা অর্দ্ধভজিত
করিবে। তৎপর নিবীজ বহীহরীতকী ১ পোয়া ও আমলকী ১ পোয়া দুংপায়ে ঘূতে
ভাজিয়া চূর্ণ করিবে। এই ৩টা চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিলে ঔষধ প্রস্তুত হইবে। ইহার
মাত্রা—১০ সিকি। অহুপান—দধিমাংস। ইহা সকল প্রকার শূলেই কলপ্রদ।

শূলগণ্ডে ক্রান্ত অস্থি। (আত্মাশয় পদ্য শূলে)

শব্দভয়, শব্দভয়, উত্তমকলভয়, চালকমকার লতাতর প্রত্যেক ১ তোলা, ত্রিকটু
ও তোলা, ত্রিকটা ও তোলা, কীর্ণ বহু ১১ তোলা অগাধা মর্দন করিয়া ৪ রতি বটা
করিবে। অহুপান তাবের মল।

শূলহস্তবীজ

বর্ণ, হোলা, মূলা, লৌহ—প্রত্যেক ১ তোলা, মোহাণা, কটকারী, অত্র প্রত্যেক ১০
তোলা তেউড়ী মূল, শুকচী চিনি, লবণ, মতীমূল ও বজ প্রত্যেক ৩৫০ তোলা, ঘৃতকুমারী
রসে মর্দন করিয়া ১ রতি বটা করিবে। অহুপান—চিনি ও হুড়। ইহা সর্বপ্রকার শূল
নাশক।

শূলিষ্টশ্লোণ।

জাব নারিকেলের খোসা কেলিয়া, তাহার মধ্যে আতপ চাউল, ধান, জীরে, লবণ প্রভৃতি
পরম মূল্য ও কচিমাণ্ডলা ১টা ভরিয়া কলাপাতা দ্বারা মূল বাঁধিয়া পুটপাক বিধানে পাক
করিবে। শীতল হইলে নারিকেলের মধ্য চইতে ঔষধ বাহির করিয়া তিন দিন ভাতের সহিত
সেবন করিবে। ইহা সর্ববিধ শূলনাশক। এই ঔষধ ব্যবহারে কোন ২ ব্যক্তির বেদনা
প্রথমতঃ অধিক হইয়া পশ্চাৎ ধীরে ধীরে বিলীন হয়।

এই ব্যাধিতে পরিণাক শক্তি খুব কম হইয়া থাকে সুতরাং ইহাতে অতিশয় লঘু অথচ
পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিবে।

উদারবর্ত্ত ও আনাহ চিকিৎসা।

বেগ নিরোধ হেতু বায়ুর উর্ধগতিই উদারবর্ত্ত। বেগশ শূলে বায়ুপ্রকোপ অবতর্যাবী,
তৎপর উদারবর্ত্ত ও বায়ু প্রকোপ অবগারিত। শূলের জাহ ইহাতেও বেদনা হয়। এই অত্র
শূল চিকিৎসায় পর উদারবর্ত্ত চিকিৎসা লিখিত হইয়া থাকে। এই যোগে বায়ুর উর্ধগতি
হেতু তলস্রগ কলস্রাদি নিঃসরণ হয় না। বায়ুর অহুগোব ও ভেদক ঔষধদ্বারা কলস্র
নিঃসরণ কলস্র ইহার চিকিৎসা। এই যোগে বায়ুর চিকিৎসায় ইহাও

উদর প্রভৃতি নানাবিধ কঠিন রোগ উপর হইতে... হরীতকী খণ্ড, বজ্রফল, ভাঙ্গুরলবণ, স্নেহলবণ, ক... লবণ, আশ্রা... কাঞ্জিক, চিত্রা... চতুর্ভূষা, ব্রহ্মলোচনচিহ্না... অভ্রা... মোদক, বিষ্ণু তৈল, নারায়ণ তৈল প্রভৃতি বাতহ্রলোমক এবং ভেদক ঔষধ সমূহ ইহাতে ব্যবহার্য। শূলের ভায় ইহাতেও ডাল একেবারে পরিহা...। গ্রাম্য আনুপ মাংস, মৎস্ত, কিস্মিন্, বেদানা, শেতা, হৃৎ এবং বিরেচক দ্রব্য ইহাতে শাস্ত্র্য।

বায়ু নিরোধকনিষ্ঠ উদাবর্তে রোগীকে ত্রিখ বিদ্র করিয়া আত্মপন ব্যবস্থা করিবে। ত্রিখক্রিয়া সম্পাদনার্থ ডাঙ্কা, হৃৎ প্রভৃতি দ্রব্য সেবন এবং বিষ্ণু ও নারায়ণ প্রভৃতি তৈলের অভ্যাস করিবে। স্ততা দি স্নেহ পদার্থ পান করাইরা ত্রিখ করান কঠব্য নহে। কারণ অগ্নিমান্দ্য হেতু রোগী উহা পরিপাক করিতে অক্ষম। মাষকলাই, তিল, মসিনা, লবণ প্রভৃতি বাতহর দ্রব্যদ্বারা অথবা বাতব্যাধিবর্জিত বেত্ত দ্রব্যদ্বারা স্নেহ প্রদান করিবে। এই-রূপে রোগী ত্রিখ ও বিদ্র হইলে, বায়ু অহ্রলোম হওয়ার আত্মপন ক্রিয়া (নিরুহ) দ্বারা মল নির্গমন অনায়াসলব্ধ হয়। নতুবা অনেক সময় আত্মপন দ্রব্য বহির্গত না হওয়ার উপরাখ্যান প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইয়; রোগীর পরিণাম অন্ততক্ষনক হইরা থাকে। বাতপ্রধান উদাবর্তে অনেক সময় বিরেচক ঔষধ দ্বারা বিরেচন হয় না। তাহাশ অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর হয়; স্ততরাং বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ অপেক্ষা আত্মপন বস্তিই নিরাপদ। উদাবর্তে বায়ুর প্রাবল্য অত্যধিক হইলে রোগীকে ত্রিখ বিদ্র না করিয়া কদাচ আত্মপন বা বিরেচন প্রয়োগ করিবে না। অনেক সময় বিরেচক ঔষধ দ্বারা কললাভ না হইলে আত্মপন দ্বারা কললাভ হয়। আত্মপনই এই রোগের প্রধান ঔষধ। কারবস্তি অথবা বৈতরণিবস্তির আত্মপন অথবা উদাবর্ত চতুর্ভূষা বিরেচক দ্রব্য ষটি আত্মপন প্রয়োগ করিবে।

শ্চান্নাদিগণ।

গ্রামমূলা, তেউড়ী, বস্তীমূল, দ্রবস্তীমূল বৃদ্ধদারক, মনসা, অরুণমূলাতেউড়ী, সপ্তলা (চন্দ্রকবা), শম্বিনী (শ্বেতবৃদ্ধা বা চোলকলবী), শ্বেত অপরাধিতা, সোণালু ফল, লোধ, কমলাগুড়ী, করজ, বর্ণকীরা। ইহাদের দ্বারা চূর্ণ, স্তত, তৈল, কাথ বা কড় প্রস্তুত করিয়া বাতনিরোধক বা পুরীষজ উদাবর্তে প্রয়োগ করিবে। ইহা বিরেচক এবং উদাবর্ত উদর, আনাহ ও গুহ্মনাশক। ইহাদ্বারা তৈল, স্তত পাক করিতে হইলে, ইহাদের কাথ কড় দ্বারা বধাবিধি পাক করিবে। ইদানীং আত্মপন ক্রিয়া আর উঠিয়া গিয়াছে।

হিঙ্গাদি চূর্ণ।

হিং ১ ভাগ, কুড় ২ ভাগ, বট ৩ ভাগ, সাচিকার ৮ ভাগ, হিটলবণ ১৬ ভাগ। মাত্রা— ১০ সিকি, কাঁজি সহ পের। অতাবে গরম জল সহ পান করিবে। কাঁজি না হইলে এই ঔষধ তাহাশ কলপ্রদ হইবে না।

নারাচ চূর্ণ।

চিনি ১ পল, তেউড়ীমূল চূর্ণ ১ পল, পিপুল ২ তোলা । মাত্রা ৭০—১০০ শিকি, আহারেই পূর্বে মধুদ্বারা রাড়িয়া দেব্য ।

অসোনায়ুব নিরোধজনিত উদাবর্তে অল্পপান, শ্বেদ, বস্তি ও কলবর্তি বিহিত আছে । কিন্তু ইদানীং কলবর্তির প্রয়োগ অতি বিরল । এই উদাবর্তে এরও তৈলের বিরচনও কলগ্রন্থ । উদাবর্তে তৈলের মাত্রা ৪ তোলা হওয়া আবশ্যক ; অন্যথা মল নিঃসৃত না হইয়া আশ্রয় হওয়ার সম্ভব । পুরীষজ উদাবর্তে পূর্কোক্ত ঔষধ এবং জলাবিগাহন হিতকর । ইহাতে মল বেদনার্থ এরও তৈল, হস্তীতকী খণ্ড, অভ্রাশ্মাদক বা ইচ্ছাভেদী প্রয়োগ করিবে ।

ইচ্ছাভেদী।

পাঁচদ, গন্ধক, মোহাগা, পিপুল প্রত্যেক ১০ এক শিকি, শোণিত জল-বীচ-চূর্ণ ১ তোলা । বটী ১ রতি । অল্পপান—শীতল জল । বেদ নিবৃত্তির চক্র গবম অল্পপান করিবে ।

ত্রিস্ব-গুড় । (পুরীষজ উদাবর্তে)

তেউড়ী ২ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ, হস্তীতকী ৪ ভাগ, দ্রবসন পুণ্ড্র ৩ ভাগ, তোলা । অল্পপান—উষ্ণ দুগ্ধ । ইহাতে বাতজপুরীষজ বাত, আনাহ ও শোথ

ভুবনেশ্বর ।

ত্রিকলা ৩ ভাগ, বমানী ১ ভাগ, সৈন্ধব ১ ভাগ, অগ্নাবধূষ ১ ভাগ, জল-বদান ১০—১২ তোলা মাত্রায় শীতল জলসহ পান করিবে । এই ঔষধ পাচক ভেদক ও অল্পদোমক । ইহা গ্রহণেতে ব্যবহৃত হয় ।

গুড়াষ্টিক ।

ত্রিকটু, পিপুলমূল, তেউড়ীমূল, দস্তীমূল, রক্তচিত্তমূল প্রত্যেক ১ ভাগ, পুণ্ড্র ৭ ভাগ । মাত্রা ১০—১২ আনা । অল্পপান—উষ্ণজল । ইহাতে বাতপ্রধান শীতা, উদাবর্ত, আনাহ ও শোথ আরোগ্য হয় ।

উদাবর্ত ও আনাহ একজাতীয় ব্যাধি । কোষ্ঠবদ্ধতা ও কোষ্ঠ কাটিলে অধিক থাকিলে আনাহ বলে । উৎসারাদিক প্রভৃতি উৎসগত বায়ুর ক্রিয়া অধিক পরিনক্ষিত হইলে উদাবর্ত কহে । উভয় ব্যাধিতেই ভেদক ও বাতাহ্নলোমক ঔষধ আবশ্যক । পুরীষজ উদাবর্তে যতপি কোষ্ঠবদ্ধতা অবশ্যস্ত্রাবী, তথাপি উৎসবায়ুর ক্রিয়া উৎসারাদি লক্ষণ অধিক বিস্তারিত থাকায় আনাহ হইতে বিভিন্ন হইয়াছে । উদাবর্তে বাতাহ্নলোমক ঔষধ অত্যাৱশ্যক । আনাহে ভেদক ঔষধ বিশেষ প্রয়োজন । অনেক সময় বায়ু অহ্নলোমন না হইলে বা বাতাহ্নলোমক ঔষধ ব্যবহার না করিলে উদাবর্তে বিরচক ঔষধে বিরচন হয় না ; কিন্তু আনাহে তাদৃশ

১৮৮৫। **বিস্মৃষ্টোত্তল** বায়নাশক হইলেও নরীর বাতপ্রদান কর্তৃকগাদিতে ব্যবহার্য্য হইবে।

অক্রবণ ধারণ জনিত উদ্যমার্গে শিরোশূল হইলে অক্রবণ নয়া প্রকৃতি চক্ষুরোগ হইলে অক্রবণ এক বাত অভিযাকের চিকিৎসা করিবে। পীনস প্রদোষ প্রকৃতি হইলে বাত প্রবণ তত্তৎ রোগের চিকিৎসা করিবে। অক্রবণনার্ণী ভীকানাদি চিত্তকর। ইহাতে নিদ্রা, মদ্যপান ও প্রীতিকর বাকা প্রবণ প্রকৃতি চিত্তকর।

কবচ (হাঁড়ি) বেগ ধারণ জনিত উদ্যমার্গে কবচ (হাঁড়ী পাতা) বাত হাঁড়ি হইবে। তাহাতে অক্রবণ হইলে অক্রবণ মুক্তগায়ের (চোঁতকা) পাঁতার নয়া হইবে। ইহার নয়া ২ বার মাত্র গ্রহণ করিলে প্রায় ৫০ বার হাঁড়ি হয়।

ইহাতে যথাবিধি বেগ, ধূন প্রয়োগ ও নয়া উপকারী। ইহা হইতে শিরোশূল প্রকৃতি: উৎপন্ন হইলে বা ইলিদের দৌর্য্য হইলে কঠোর উপবিভাগে বিস্মৃষ্টোত্তলাদির ভাজ্য করিবে।

উদ্যম রোগ তেজু হিঁকা প্রকৃতি উৎপন্ন হইলে সৈনিক পুষ্কপান করিবে। প্রা-বদ পেশন করতঃ বর্ধি করিয়া শুষ্ক করিবে, পরে ইহার ততাক ধূনপান করিবে। অক্রবণ বা বাতনিরোধ প্রকৃতি উপস্থিত হইলে অক্রবণ ও নয়া অনানিসন্দূর, ভাষ্করললণ, বক্রকান্ন, চিহ্নাননি, চক্ষুশূষ, বৃহৎনাতি চিত্তামনি, বিস্মৃষ্টোত্তল, ভূননেশ্বর, প্রকৃতি ব্যবহার করিবে।

বমন নিরোধজনিত উদ্যমার্গে কুষ্ঠ, বিন্দু প্রকৃতি উৎপন্ন হইলে সেই ২ বারির বোব বিপরীত নস্ত ও মেহাদি ক্রিয়াধারা চিকিৎসা করিবে। এক অবস্থাদিগে আনাশর হইবে। ক্রম বিমের মধ্যে ২০ বার ভোজন করাইয়া বমন করাইবে। আনাশর প্রদোষনার্ণী অক্রবণ ধূন গ্রহণ করিবে। মেহাকপনার্ণী বদ্যবিধি লক্ষন কক্ষাদপান এবং বাতান্ন করিবে। বাতর অক্রবণনার্ণী বিবেচন ক্রিয়া করিবে। ইহাতে প্রাথমিক সার্বজনিক হয়। কুষ্ঠ, বিন্দু, কণ্ডু, কোষ্ঠ প্রকৃতিতে বদ্যবিধি রক্তমোক্ষণ করিবে।

অক্রবণ ধারণ ক্রম উদ্যমার্গে ক্রম মুক্তগায়ের বিহিত হইয়া ক্রমগতী উৎপন্ন হইলে পানীয় ক্রমগতীর চিকিৎসা করিবে। ক্রমকণ, বক্রকান্ন প্রকৃতি উৎপন্ন হইলে, ক্রম-কণের বাত সীকৃতলাদিগলন দ্বারা বা পোকের বাত শুষ্ক পাক করিয়া পান করিবে। ক্রমকণাদিগলন অঙ্গী অধিকারে নিমিত্ত হইবে। ক্রমকণ বা অক্রবণ উপস্থিত হইলে বাতকরণাক ক্রমকণাদি শুদ্ধিকার এবং আনাশর ক্রমকণাদিকা মুক্তগায়েরাশনরূপ ব্যবহার করিবে। প্রত্যেক ঔষধই সার্বজনিক পানীয় হইবে।

ইহাতে (অক্রবণ বা ক্রমকণ) ক্রমকণ, ক্রমকণ, পানীয়, বক্রকান্ন, বিস্মৃষ্টোত্তল, ক্রমকণ ও অক্রবণ চিত্তকর। সার্বজনিক পানীয় পূর্বে হাঁড়ি ৫০, পা

এ অণুকেই নীতল বলে যৌর করিয়া শরম করিবে। প্রুহিহা ও হুৎপান আওকে নিরুত্তিকর। যত্নিক এবং পেট গরম হইয়াও অস্বাস্থ্য হইতে পারে; তাহুদ্বয় হলে মা এবং পেটে নিরুত্তিক টিকিৎসাদিহর অকাল করিবে এবং বাহুশান্তিকর সুকীতল অণুদি গা প্রুহুতি পান করিবে। কোট পরিহার না হইলে প্রুহুশয় যৌনের উপশয় হয় সুতরাং মলভেদনার্থ দক্ষীহলীতকী, হুহিতকীথ ও ও অস্ত্রহা মোদ প্রুহুতি অমুলোমক ঔষধ ব্যবহার করিবে। ইহাতে প্রুহা ও বেদনা প্রুহুতি হুদ অতিরিক্ত ভোজন, রাগিহাগরণ, আশের হ্রব্য এবং শুকপাক ত্রব্য তকণ অহিতকর।

সুতরোধ বা সুপ্রাণের বেদনা হইলে সুস্বাভাতোক সুস্বাস্থ্যকর ঔষধ ব্যবহার করিবে। এই অস্বাস্থ্য টিনিয় অণ সহ অস্ত্রপ্রুহা উপকাযী।

যত্নিকেশে, অণুকেবে বা শুকপাকে শোধ হইলে বস্তুমান ষাতক শোধের টিকিৎস করিবে।

সুধা বেগ ধারণ অস্ত্র তন্ত্রা, প্রুহি বা হুৎপানির হীনতা উপহিত হইলে হুদ মাংসযু সেবন করাইবে। ইহাতে বেদনার রস বিশেষ উপকাযী।

তুকাবিধাতক মুখশোষ, শ্রবণ শক্তির হীনতা ও হুদবে বেদনা প্রুহুতি উপহিত নীতল বগাণু বা মধুপান করিবে। ইহাতেও হুৎপান বিশেষ উপকাযী।

প্রুহি ব্যক্তির নিশ্বাসরোধ ঘটিলে হুদ্রোগ, মোহ বা গুর হইতে পারে। প্রুহুশয় ব্যক্তিকে সুবিধিত করিয়া মাংসযু দ্বারা ভোজন কবাইবে। এই অস্বাস্থ্যে ঘোল, নীতল অণ এবং অস্ত্রত গু মিত্রদ্রব্য হিতকর।

নিদ্রার ব্যাঘাতজনিত চক্ষুর বা মস্তকের জড়তা, তন্ত্রা, জুত, অক্ষর্দ বা অক্ষত উপহিত হইলে নিদ্রাও হুৎপান হিতকর। মিন্দ্রাঅনক মাহিবহু বিশেষ উপকাযী। সেহা প্রধান ব্যক্তিতে প্রুহাও নাহ।

নিদ্রাবেগ রোধ অস্ত্র একেবাবে নিদ্রার অস্ত্র হইলে অস্ত্রাশ্র নালাকুল। অহা নালাকুল তৈল, হিমসাগর তৈল, চিত্রাশ্রি চতু প্রুহুতি ঔষধ ব্যবহার করিবে। তাহাতে অস্ত্রতকাণ্য হইলে নিদ্রাশ্র তৈল বা

মিন্দ্রাশ্র তৈল।

কুহুতিশ্র তৈল ১৪ সের, অণুশ্র শ্যকের রস ১৪ সের, মাহিব হুত ১৪ সের, কাতি হিমসাগর শ্যাকের রস ১৪ সের, শতবুদীর রস ১৪ সের, ইক্ষু রস ১৪ সের, মধির ষাত হুগপকমুকের কাথ ১৪ সের, কুম্ভার রস ১৪ সের, সুনি কুম্ভার রস ১৪ সের, আত ঘোরা অণ ১৪ সের। ককার্ণ—হুগ পকমুল, অণুশ্র, শতবুদী, বধিবু, জীবনী, ২ কীতকাকোলা, সুবিহুত মিনিক ১২ সের, মধাবিনি, শ্যাক করিহু। ৩ অণিকর চিত্রাশ্রনক প্রু উপরে, ৪৬১ ও অণুশ্রিহাশ্রক।

কল্যাণি ক্রিয়া: পীড়া বাঁচু কুপিত কইরা' হুত ও পুণ্যবাহ যোক্ত সম্বন্ধে উক্ত প্রেরিত
কলিমে যদি কটে হুত ও পুণ্যে নির্ভর হয়। উক্ত নিবাসনার্থ হিঙ্গু 'হিঙ্গু' ব্যবহার
করিবে।

हिन्दु विद्वान्

शिर २ भाग, १६ २ भाग, कृष्ण ३ भाग, मधुमक्खन ४ भाग, मिठो लवण १७ भाग।
 मीठा १०—१० भाग। अश्वगन्ध, सूत मीठमूल जल वा कैजि। केशवाग्रा आनाक, बिहरी—
 जल ६ टोकेवाह नठे इत।

बर्तमान रूप .

ବଟ, ହରୀଡ଼କୀ, ବରକ ଡିଡ଼େହୁଳ, ବରକାନ୍ତ, ଶିମୁଳ, ଲାଟିଷ, କୁଡ଼ ଶ୍ରୋତାକ ସମସ୍ତାମ୍ ।
 ଯାତ୍ରା ୧୦ ହାତେ ୧୦ ଯାନା । ଉକ୍ତମଣ ସର୍ବକେଷ୍ୟ । ଉକ୍ତା ବାମା ଆନାହି ଶ୍ରୋତାକ ନୂତ ହସ ।

पश्चिमवर्ग

হরীচকী ১ তোলা, মটীমূল ১ তোলা, ভেটটীমূল ১ তোলা, হিং ১ তোলা, জাকন্ড মূল ১ তোলা, নশা মূল মিশ্রিত ১০ দশ তোলা, মনসা মূল ১ তোলা, বক্ত চিত্তে মূল ১ তোলা, পুনর্নবা ১ তোলা, পাকমবণ মিলিত ১০ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য চতুঃশ্রেণ বৃত্ত, তৈল, বলা, মজ্জা) দ্বারা অতানে—কেবল বৃত্ত ও তৈল দ্বারা মর্দন কৃত্তিবে। পশ্চাৎ সোম্বর দ্বারা মর্দন করিবা (কেহ ২ পূর্বে সোম্বর দ্বারা মর্দন ও ততকরিয়া পশ্চাৎ মেচাক কনিঃ উত্তোলন দেন এবং তাহাই সম্বীত) অর্জবিত্ত কবিবে। তৎপরে শরাবনক এবং সুমশিত্ত করিবা পত্রপুটে পাক কবিবে। এই লবণ অন্ন বা পানির দ্রব্য সহ সেবনীয়। মাত্রা ১০ আনা পর্যন্ত। ইহা পাচক, ভেদক, আনাহ, ও উদগবেদনা নাশক।

আনান্ন যোগে শূকর হিজ্জাদিচূর্ণ, বতানিচূর্ণ, পাকজনক, ভাঙ্গজনক, ইচ্ছাভেদী, দস্তী, হরীটকী, হরিতকী প্রভৃতি ঔষধাদি মোদক এক অস্ত্র পাতক ও ত্রেক উৎসাহ করিবে। শর আনান্নে পাচক উৎসাহ এবং লবন প্রশস্ত। উপবিসিদ্ধিত হিজ্জাদিচূর্ণ একতি শরিপাকার্ষ্য ব্যাহার করিবে। বহুদিনের নাস্ত প্রধান উদ্যবে শুক মূল্যাদি দ্রব্য এবং বিদ্যুৎ বাতে হিজ্জাদিচূর্ণ দ্রব্য হিতকর।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗୁଣାବଳି ।

হুত ১৫ সের কণাৰ্ধ—৩৫ মূল্য, আদা, পুনৰ্ৰবা, বিধানি পঞ্চমূল, শোণালুক্কল মজ্জ
মিলিত ১৮ সের, কল ৬৪ সের, শেষ ১৮ সের। কণাৰ্ধ—মুৰ্জোক্ত ৩৫ মূল্য-দি মিলিত ১৮
সের। আদা ৪৮ তোলা ১৮ পোয়া উক্ত দ্রব্য সহ, সেকনীহ। ইহা ব্যবহ অহলোমক।

হিঙ্গাদ্য স্রুত

স্রুত ১৫ সের, কাষার্থ—শান পর্জাদি পকয়, পুনর্বা, পোণোলুফ মজা, নাটাকর-
মুলের ছাল প্রত্যেক ২ পল, জল ১৬ সের, শেষ ১৫ সের। এই স্রুত অকট। মাষা
এবং অহুশান পূর্ববৎ ।

এই রোগে উদর রোগের এবং বাতব্যাদির ঔষধ অবস্থাবিশেষে ব্যবহার করিবে।

পানীয়—পেঁপে, কমলালেবু, বেলের পানা, জাফা, আতাকল, আনারস, নিচু, পুরাতন
টেঁকুল, আলুবেরার টুক, লেবুর রস, মিষি বা চিনির পানক, অন্নমধুরকল, আম, স্রুত
মৎস্তের কোল, পুরাতন মাৎস্তের লবু অন্ন, জাফল মৎস্তের যুধ ইত্যাদি ।

অপানীয়—অনিদ্রা, হৃষ্টিভা, বেগধারণ, গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণ, ঝাল, উত্তাপ, ডাল, শাক
মৈষুন, অধিক আহার, অধীর্ণ ভোজন ইত্যাদি ।

শুল্কচিকিৎসা ।

শুল্ক ও আনাহ হয় এবং আনাহ কইতেও শুল্ক হইতে পারে । এই কার্য্য কারণ তাৎক্ষণিক
আনাহেব অনন্তর শুল্ক চিকিৎসা লিখিত হইয়া থাকে । এই ব্যাধি গুড়কাকার বলিয়া
ইহার নাম শুল্ক অথবা শুল্কের তায় ইহাব অবয়ব বলিয়া ইহার নাম শুল্ক হইয়াছে । এই
ব্যাধি বাত প্রধান । অথবা, বাত প্রধান বলিলে অবস্থাবিশেষে সীনোক্তি হয় ; যেহেতু,
উৎসেধযুক্ত পিণ্ডাকার কেবল বায়ুই শুল্ক নামে অভিহিত । ইহাতে বাবতীর বায়ুনাশক
উপকর্ম করিবে । এইবোগে বা ইহাব পূর্বকরণ আনাহ হয় । কোষ্ঠ কাঠিগ্রহ ইহার প্রধান
উপসর্গ ; সুতরাং শুল্ক চিকিৎসায়, কোষ্ঠ পরিষ্কারক ঔষধ সত্তত ব্যবহার্য্য কোষ্ঠ পরিষ্কার
না থাকিলে শুল্ক আরোগ্য হওয়া মুকঠিন । এই রোগে দ্রুতী হস্তীতকী অতি
উৎকৃষ্ট ঔষধ । অয়পাল ঘটত কোনও ঔষধ শুল্কে ব্যবহার্য্য নহে । তাহাতে বায়ু বৃদ্ধি
হইয়া পরিণাম অশুভজনক হইতে পারে । এই রোগে পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা
কর্তব্য । উদাবর্জ্যে বাহ্য পথ্যাপথ্যরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে, ইহাতেও তাহাই পথ্যাপথ্য । বিশেষ
পথ্যাপথ্য পরে লিখিত হইবে ।

রোগীকে প্রথমতঃ হবুশাদ্য স্রুতাদি দ্বারা শ্লিষ্ট করিয়া এবং শুল্ক স্থানে
বিশুদ্ধতৈলাদির অভ্যাস করিয়া কুটী, পিণ্ড, বা নাড়ীশ্বেদ দিবে । ভদ্রদা-
ব্যাদিগণপোষক কাথ দ্বারা কুটী বা নাড়ীশ্বেদ দিলে বিশেষ উপকার হয় । উৎথির বস্ত্রবন্ধ
মাংসকল্যাণের পিণ্ডদ্বারা পিণ্ডশ্বেদ দিবে । অনেক সময় বোতলশ্বেদ দেওয়া হয়, কিন্তু তাহা
জলদ্বারা সম্পন্ন না করিয়া, বায়ুনাশক কাথ দ্বারা সম্পন্ন করা বিধেয় । শ্বেদদ্বারা—
কোষ্ঠের বৃহতা হয়, বায়ুপিণ্ড ক্রমশঃ শিথিল হইতে থাকে, বায়ুর অনুলোম হয় এবং
কোষ্ঠবদ্ধতা দূরীভূত হয় । শুল্কস্থানে বাতব্যাদির উপশোধ, পানীয় অনশ্বেদ

এবং বেশ বারাবার ঘেঁষে দিতকর। শুষ্ক হইলে শরীর অত্যন্ত ক্লীণ হইতে থাকে। হস্তরাং ইহাতে অনুলেপন এবং পুষ্টিকরস্বাদ্য আহাৰ করা কর্তব্য। শুষ্ক অচকল হইলে দোষপ্রশমন চিকিৎসা দ্বারা তৎহাত উপশম না হইলে, অথবা দোষ প্রশমনার্থ বেদাদি ক্রিয়া দ্বারা শুষ্কহানের রক্তদূষিত হইলে সেই হিরণ্যক্যান হইতে রক্তমোক্ষণ করিবার ব্যবস্থা আছে।

অথ বাতশূল চিকিৎসা।

বাতপ্রধান শুষ্ক, স্তূরামণ্ডে অভাবে কাঞ্চিতে টাৰালেবুং রস, হিং, দাড়িধরস, বিটুলবণ ও সৈন্ধব পরিমিতরূপ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। তৃতী ১০ তোলা, নিম্বক কৃষ্ণভিল ২ পল, ইক্ষুগুড় ১ পল, উষ্ণতৃণ দ্বারা সেবণ করিয়া উষ্ণতৃণ সহ পান করিবে। রোগী দুৰ্বল, অন্নাসি, বা মূহখাঁ হইলে হীনসাত্তার প্রয়োগ করিবে। ইহাতে বাতশূল, উদাবর্ত ও ঘোনিশূল নষ্ট হয়। কোষ্ঠ পরিষ্কারার্থ পিত্তাহুগ বাতশূলে দ্রব্ধসহ এরওঠৈল পান করিবে। এরওঠৈলের মাত্রা ৩ তোলা হইতে ১০ এক ছটাক পর্যন্ত গ্রহণ করিবে।

দন্তীহরীতকী।

জল ৬৪ সেব, স্নান পোট্টনীঘ হরীতকী ১০০টী, দন্তীমূল ২৫ পল, রক্তচিত্তেমূল ২৫ পল একত্র মৃৎপাত্রে পাক করিয়া ১৮ সের থাকিতে নাশাইরা ছাঁকিয়া লইবে এবং হরীতকীগুলি নির্বীজ এবং সেবণ করিয়া ১৮ সের তৈলে ভাজিয়া তৎপর কাথসহ পাক করিবে। পাককালে তেউড়ীমূল চূর্ণ ৩২ তোলা এবং গুড় ২৫ পল মিলাইবে। আসন্ন পাকে তৃতী ও পিপ্পল মিলিত ৮ তোলা ও চাতুর্জাতক মিলিত ৮ তোলা দিশাইরা আলোড়ন করিয়া নাশাইবে। ইহা চ্যবনপ্রাশের ভায় লেহ হইবে। মাত্রা ১০ তোলা। অধুপান—উষ্ণতৃণ। ঔষধ সেবনান্তে ১টী হরীতকী ভক্ষণ করিবে। এইরূপ করিতে হইলে হরীতকী নির্বীজ এবং সেবণ করা কর্তব্য নহে। কেহ ২ এই ঔষধে মাত্র ২৫টী হরীতকী গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহা সমীচীন নহে।

হরীতকী কম দিলে অভীষ্ট সিদ্ধির আশাও কম। ইহা মুখবিরেচক এবং গুণনাশক। এই ঔষধে ১৮ সের মধু মিলাইবার উপদেশ আছে। ইহাতে শ্লাহা, শোধ, অর্শঃ, ছত্রোগ, পাতু, গ্রহণী, বিষমজ্বর, ও কুষ্ঠ আবোগ্য হয়। শুষ্ক বিরেচনার্থ হরীতকীখণ্ড ব্যবহার করিবে।

মাচিকার, ধবকার ও কুড় একত্র সেবণ করিয়া তিল তৈল সহ ১০ আনা মাত্রায় অথবা কেতকী কটাতলের দ্বারা ১০ তোলা মাত্রায় তিল তৈল সহ অথবা উভয়ের মধ্যে যে কোন যোগ এরওঠৈল সহ সেবন করিলে বাতশূল নষ্ট হয়।

ভয়ে বমন নিষিদ্ধ। তবে অত্যন্ত গেষ্মপ্রবণ ভয়ে অবস্থাবিশেষে বমন ব্যবহৃত। ইহাতে
বজ্রক্কার, চিত্তাশনি চতুর্মুখ, ভাষ্করলবণ, ব্রহ্ম বাত-
চিত্তাশনি, কাঙ্কাস্রন গুড়িকা, গুচ্ছশার্দূল রস, খাত্রী-
মুইপলক ঘৃত ও হবুশাদ্য ঘৃত প্রয়োগ করিবে।

কাঙ্কাস্রন গুড়িকা

শর্টা, কুড়, দস্তীমূল, রক্তচিত্তেমূল, অড়হর, শুঠ, বচ প্রত্যেক ১ পল, তেউড়ীমূল ১ পল,
হিং ৩ পল, ববকার ২ পল, অন্নবেতস ২ পল, যমানী, জীরে, সরিষ, ধনে প্রত্যেক ২ তোলা,
কৃষ্ণজীরে, বনযমানী প্রত্যেক ৪ তোলা। এই সমস্ত চূর্ণ টাবালেবুর রসে মর্দন করিয়া ১০
মিকি পরিমাণ বাটকা করিবে। আবশ্যক হইলে ২ বটী একযোগে ব্যবহার করিবে।
অঙ্গুলি-ঔষধক জল, কাঁজি, ঘৃত, দুগ্ধ ইত্যাদি। ইহাদ্বারা নানাবিধ গুণ্ড, অর্থাৎ ও ফ্রিমি
করা হয়। অনেকে টাবালেবুর রস দ্বারা বাটকা না করিয়া ইহাকে চূর্ণ অবস্থায় রাখেন,
কিছু তাহা প্রেরণ কর নহে। অতঃত টাবালেবুর রসে ভাবনা দিয়া রাখা উচিত। গুড়িকা
ঔষধ, চূর্ণ ঔষধ অপেক্ষা অধিক দিন স্থায়ী এবং অধিক কার্যকারী। টাবালেবুর রস বাত-
নাশক, এতদ্ভিন্ন বাতগুণ্ডে উহার ভাবনা বিশেষ উপযোগী। ইহা গোস্বত্রসহ ককণ্ডল দুগ্ধসহ
পিত্তগুণ্ড (এই অবস্থায় লেবুর ভাবনা দেওয়া কর্তব্য নহে) কাকিসহ বাতগুণ্ডে ত্রিকণা কাথ
মিশ্রিত গোস্বত্রসহ সান্নিপাতিক গুণ্ড, উদ্বীত্বদহ রক্তগুণ্ড নাশক।

হবুশাদ্য ঘৃত

হবুয়া, ত্রিকটু, কৃষ্ণজীরে, চই, চিত্তেমূল, সৈন্ধব, বনযমানী, পিপুলমূল, যমানী মিশ্রিত
১/৩ সের, ঘৃত ১/৪ সের। ককার্থ—কুর্গ শুঠ ১/২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ১/৪ সের। এইরূপ
৩৬ মূলকের কাথ ১/৪ সের, দাড়িঘের সরস ১/৬ সের, দধি ১/৮ সের, দুগ্ধ ১/৪ সের। ইহা
বাতগুণ্ড, শূল, আনাহ, গ্রহণী, বস্তিশূল, ও পার্শ্বশূলনাশক।

খাত্রীমুইপলক ঘৃত

ঘৃত ১/৪ সের, আমলকীর সরস ১৬ সের। ককার্থ—শিপুল, পিপুলমূল, চই, চিত্তেমূল,
শুঠ, ববকার প্রত্যেক ১ পল, একেপার্থ—চিনি ১/৪ পোয়া, সৈন্ধব ১/৪ পোয়া। ইহা বাত-
শূলনাশক। ইহা পিত্তপ্রধান গুণ্ডেও প্রযুক্ত হয়। সরসের অভাবে কাথদ্বারা কার্য
নির্বাহ করিবে।

গুচ্ছশার্দূল রস

পারল, গন্ধক, লৌহ, গুপ্তগুণ্ড, অম্বথছাল, তেউড়ীমূল, পিপুল, শুঠ, শর্টা, ধনে, জীরে
প্রত্যেক ১ পল, শোধিত জরপাণ বীজ ৪ তোলা, ঘৃত দ্বারা মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে।
অঙ্গুলি—আদারস ও ধরম জল। ইহা ভেদক। ইহাতে গুণ্ড, রক্তগুণ্ড, শূল, মূত্রাশূল
গুণ্ড, উদর ও শোথ আধোপ্য হয়।

রসায়নাত্মক লৌহ ।

চিনি ১০ পল বা ১২ সের, ত্রিফলার কাথ ১০ সের, গোষ্ঠালেন্দ্র রস ১২ সের একত্র
করা হইলে পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, ত্রিফল, জীরে, কুণ্ডলীয়ে, বমানী,
নামানী, চিনতা, তেউড়ীমূল, দলীমূল, সঙ্গলবণ, মৈন্দব, অল প্রত্যেক ২ তোলা, উৎকৃষ্ট
সিহ ১০ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আশোভন করতঃ লৌহ লাকো তার পাক সিদ্ধ
হইলে ১২ সের ঘৃত মিলাইয়া নামাউবে। কেহ কেহ কাথাদি সহ ঘৃত পাক করেন। লৌহ
লকে তাহাই শ্রেয়ঃ। মাজা দুই আনা হইতে ১০ আনা। অম্লপান—উষ্ণ ঘৃত বা উষ্ণ জল।
শর্বাণা গুল্ম, কামলা, পাণ্ডুভোগ, উদর রোগ, বক্ৰ ও জীর্ণ অব প্রণশিত হয়।

শিথিবাড়ব রস ।

পারদ, গন্ধক, অগ্ন, স্বর্ণাফিক, তাম্র, যবসার প্রত্যেক সমভাগ, রক্তচিহ্নের মূলের রস
চিনি করিয়া ২ বতি বটা করিবে। অম্লপান—পান রস। ইহা হারা বাত গুল্ম, শ্রীহা, বক্ৰ
উদর রোগ আবেগ্য হয়।

হিঙ্গাদি চূর্ণ (কফান্বিত বাতগুল্মে)

হিং, ত্রিকটু, আকনাদি, হুংরা, হরীতকী, শর্টা, বনযমানী, গমানী, পুরাতন তেঁতুল,
রসবতস, দাড়িম খোলা, কুড়, বনে, জীরে, রক্তচিহ্নমূল, বচ, যবজল্লি, সাচিকার, মৈন্দব,
চেলবণ, চট্ট প্রত্যেক সমভাগ মাজা ১০ আনা। এই ঔষধ গহন জল সহ আহারে
বহিত পূর্বে সেব্য। টানা লেন্দ্র বসে এই চূর্ণ ভাবনা দিয়া ১০ আনা পরিমাণ গুড়িকা
করিয়া ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়। ইহা পানপুল, দুগ্ধমূল, বতিমূল, মুগ্ধকু,
শর্বাণা, গ্রহণী, শ্রীহা, শাস ও হিকা আরোগ্য করে।

কীর যটপলক ঘৃত ।

রত ১৪ সের, পাকার্থ—হুং ১৪ সের। কপার্ধ—পিপুল, পিপুলমূল, চট্ট, চিত্তমূল,
যবসার প্রত্যেক ১ পল, পাকার্থ—জল ১২ সের। ইহা হারা জ্বর, শ্রীহা, কাস, গ্রহণী
ও গুল্ম আরোগ্য হয়। এই ঘৃত সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বাতশৈথিল্য ও উষ্ণজল-পূর্ণ বোঁতলবেদ এবং অজ্ঞাত বাতকফান্বিত বেদ প্ররোগ্য
করিবে।

জাগী যটপলক ঘৃত ।

ঘৃত ১৪ সের, কপার্ধ—পিপুল, পিপুলমূল, চট্ট, গুঁঠ, চিত্তমূল, যবসার প্রত্যেক ১ পল,
শর্বাণা, এলুগুলা, ইহাদের কাথ ১০ সের, দধি ১০ সের, হুং ১৪ সের। এই ঘৃত কফান্বিত
বাত ও উদররোগ নাশক।

গ্রাহ্যের "অগ্ন্যম কাঞ্চিক," "কুম্ভাও শুদ্ধকলাণক," উদর রোগের "সামুদ্রাঙ্ক চূর্ণ," "নারায়ণ চূর্ণ" অবস্থা বিশেষে অত্যন্ত ভেদক। "পটোলাদি চূর্ণ," শুষ্ক স্থানে বর্ধনা-
 "রসোনতৈল," বাস্তব্যাধির "বিষ্ণু তৈল," "নারায়ণ তৈল" প্রভৃতি বাতগুণে প্রয়োগ
 করিবে। "দহাবিন্দু দ্রুত" বাতগুণে বিরোচনার্থ প্রযুক্ত হয়। বাতকফাক্ত গুণে প্রয়োগ
 জব্য অপথ্য। উদারবর্ত রোগে যে সমস্ত পথ্যাপথ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে ইহাতেও তাহার
 পথ্যাপথ্য জানিবে।

বাতপৈতিক গুল্ম চিকিৎসা।

পিত্তগুণে বা রক্তগুণে বিরোচনার্থ দ্রাক্ষার কাথ ইক্ষু শুদ্ধ সহ পান করিবে।

রোহিণী দ্রুত।

দ্রুত ১/৪ সের, কটুকী, নিম্ব, যষ্টিমধু, নির্বীজ ত্রিফলা, বলা ভূমুর প্রত্যেক ২ তোলা
 পটোলপত্র, ভেউড়ীমূল চূর্ণ প্রত্যেক ১ পল, ময়ূর ২ পল, পাকার্থ জল—১/৪ সের। মা
 ১ তোলা, উষ্ণ দুগ্ধ সহ সেব্য। ইহাতে পৈতিকগুণ, অর, পিণ্ডাসা ও শূল নষ্ট হয়।
 গুণে "বৃহৎচাতিস্তাম্বিনী," "রসায়নামৃতলোহ," "কাঙ্কায়ন তড়িকা," "নারায়ণ তৈল"
 "দন্তীহরীতকী," "কুম্ভাও শুদ্ধ কলাণক," হিতকর।

জায়মাণাত্ত দ্রুত।

দ্রুত ১/১ সের, বলাভূমুরের কাথ ১/১ সের, ককার্থ—কটুকী, মুতা, বলাভূমুর, ছরাল
 ভূয়ামলকী, ক্ষীরকাকৌলী, জীবন্তী, রক্তচন্দন, উৎপল প্রত্যেক ২ তোলা, আমলকীর
 ১/১ সের, দুগ্ধ ১/১ সের, জল ১/৪ সের। এই দ্রুত পিত্তগুণ, বিসর্প, পৈতিকজ্বর, রক্তপিত্ত
 কামলা নাশক। ইহা দৃষ্টকল ঔষধ।

দ্রাক্ষা দ্রুত।

দ্রুত ১/৪ সের, কাথার্থ—দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, বর্জুর, ভূমিকুম্ভাও, শতমূলী, পল্লবকল, ত্রি
 প্রত্যেক ১ পল, জল ১/১৬ সের। শেষ ১/৪ সের। আমলকীর রস ১/৪ সের। ইক্ষুর ১/৪
 দুগ্ধ ১/৪ সের। ককার্থ—হরীতকী ১/১ সের। পাকার্থে প্রক্ষেপার্থ—চিনি ১/৪ সের ও
 ১/৪ সের। আত্মকাল চিনি ও বধু মিশ্রিত করিয়া রাখা হয় না। এই দ্রুত পিত্তগুণ
 নানাবিধ পিত্তবিকৃতি নাশক। মাত্রা ১ তোলা, উষ্ণ দুগ্ধ সহ সেব্য।

চরকের মতে অবস্থা বিশেষে পৈতিক গুল্ম পাকিতে পারে। যদি পাকে, তবে
 অস্ত্রবিদ্রুপি মধ্যে গণ্য হয়। কসতঃ গুল্ম পাকিলেও তাহার চিকিৎসা অস্ত্রবিদ্রুপির
 হইবে। ইহাতে পিত্তবর্জক ব্যবহার জব্য অপথ্য।

সরিপাত ওষু চিকিৎসা ।

এই ওষু অসাধ্য । তবে, অতিরোপণ হইলে কখন ২ আরোগ্য হইতে দেখা যায় ।

বচাদিচূর্ণ ।

বচ, হরিতকী, হিং, সৈন্ধব, অন্নবেতস, দধিকার ঘমানী প্রভেদ সমভাগ । মাজা কান্না, গদম জল সহ সেব্য । এই ওষু বাত কফাদিক শুদ্ধ প্রযোজ্য । ইহা ঋষিক ও বেদনা নাশক ।

দ্বিদণ্ডা কাথ ও গোমুত্রসহ 'কাকবিন শুড়িকা' সেবন করিলেও সরিপাত ওষু আরোগ্য হয় । ইহাতে সফর কোষ্ঠ কাঠিন্দ এবং কোষ্ঠ বদ্ধ হয় । সুতরাং "দস্তীহরীতকী" প্রভৃতি পূর্বেকৃত বিরোচক ওষু মধ্যো মধ্যো ব্যবহার করিবে । বায়ু অম্লসোমনার্থ পেটে "হোবলাটৈল" বা "মহাবিক্র তৈল" মালিশ করিবে । "নারায়ণ চূর্ণ", "বজ্রকার", "দধিফল", "চতুর্ভুজ", "জ্বাকাম্বুত", "বটপলক বৃত" প্রভৃতি ব্যবহার করিবে । আর বলাবল অনুদারে পথ্যাপথ্য নির্দেশ করিবে ।

রক্ত ওষু চিকিৎসা

এই ওষু ব্রীলোকদিগের তল পেটে গর্ভাকারে উৎপন্ন হয় । সুতরাং যশ মাস অতীত হইলে উহার চিকিৎসা করিবে । গর্ভের সমস্ত লক্ষণই ইহাতে প্রকাশ পায় । এমন কি মনে দুগ্ধ পর্যন্তও হইয়া থাকে । ব্যাধিসামর্থ্য হেতু এই রোগ যত পুরাতন হয় ততই অসাধ্য হয় । রক্তকালে ভালরূপ রক্তস্রাব না হওয়া অথবা রক্ত একেবারে বন্ধ হওয়া ইহা রোগের কারণ । বায়ুপ্রত পিণ্ডিত রক্তই রক্তওষু । রক্তওষু হইলে রক্ত বন্ধ থাকে বা বন্ধ, ওষু সঞ্চিত হইয়া শুল্মকে বদ্ধিত করে । রক্তপিণ্ড ভেদ করাই রক্ত ওষু মের চিকিৎসা । ইহার চিকিৎসা অনেকটা পিত্তশূল মের ঔষ । স্রাক্ষাস্রুত পান করাইয়া প্রথমতঃ রোগিণীকে শিথ করিবে এবং তলপেটে বিশুও তৈল প্রভৃতি মালিশ করিয়া পায় মাখকলাইয়ের বেদ দিবে । এইরূপ ক্রিয়াধারা তল পেট কোমল হইলে সংশয়ন যথ বিশেষ কার্যকারী হইবে । শুল্ফা, নাটাকরঞ্জের ছাল, দেবদারু, বায়ুনহাটী ও নিপুল নিত চূর্ণ বা কক ৪০ তোলা, তিলের কাথে প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে রক্তওষু সফর প্রযোজ্য হয় । তিলের কাথে ত্রিকটু, হিং ও বায়ুনহাটী মিলিত ১০ লিকি তোলা টুকুড় ১০ লিকি তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে রক্তওষু মট হয় এবং আর্ন্তিক পিণ্ড নির্গত হইয়া থাকে ।

এই সময়ত কিরা দ্বারা রক্তগুল্ম প্রণবিত না হইলে গুল্মভেদনার্থে বহুবান্ হইবে।
মস্তকস্থ যবকার ১/০ ও ত্রিকটু মিলিত ১/০ আনা পান করিলে গুল্মভেদ হয়।

“বজ্রকার” ৪ ভাগ, “বর্ণসিকুর” ১ ভাগ সহ পেষণ করিয়া ১/০ আনা মাত্রায় শীতলজল অথবা কাঁজিসহ সেবন করিলে রক্তস্রাব হইয়া থাকে।

পলাশকান্দনসামান্যিত ঘৃত পান করিলে রক্তগুল্ম হয়। ঘৃত ১/০ সের, অন্তর্ভূমে পলাশহাল ভস্ম ১/৮ সের, অল ২৬ সের, শেব ৩২ সের। এই জল ২১ বার পরিষ্কৃত করিয়া পরে তৎসহ ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত অকক। ইহা রক্তগুল্মের অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা রক্তস্রাবক বিধার নষ্টার্থবা স্ত্রীকেও ব্যবহার করান যাইতে পারে।

অনোহর চূর্ণ। যথা—হিং, কুড়, ধনে, হরীতকী, তেউড়ী মূল, বিটু, মৈত্রব, যবকার, শুঠ প্রত্যেক সমভাগ, কিঞ্চিৎ ঘূতে ঈষৎ ভজিত করিয়া যবের কাণ সহ ১/০ আনা মাত্রায় সেবন করিলে উপকার হয়। এই ঔষধ অত্যন্ত গুল্মমেও হিতকর। কাঙ্ক্ষাক্ষন শুভ্রিকা উষ্ট্র চন্দ্রসহ অথবা নাক্ষত্র চূর্ণ কুল শুঠের কাণ সহ পান করিলে রক্তগুল্ম আরোগ্য হয়। আক্কাষ কাঞ্চিক, অভয়া লবণ, কল্যাণ লবণ, হুহং ওষ্মকালানল রস ও ওষ্মশাদিল রস অবস্থা বিশেষে রক্তগুল্মে প্রয়োগ করা যায়।

অধিক রক্তনির্গম হইলে রক্তপিত্ত (অধোগত) এবং রক্তপ্রদরের দ্বারা চিকিৎসা করিবে। অধিক রক্তস্রাব হেতু রাতাক্রান্ত হইলে বাতব্যাদির চিকিৎসা হিতকর।

আয়্যাপান এবং দুর্বার রস ১/১ সের, তৎসহ ১/৮ পোয়া তিক্তকদৃত (কুষ্ঠোক্ত) মিশাইয়া ঘোনিধারে পিচকারী দিলে রক্তস্রাব নিবারিত হয়। এই কার্যে বরক প্রয়োগ করা হিতকর।

কার ঘৃত ।

তিল তৈল ১৬ সের, ঘৃত ১৬ সের, পলাশকার ১৬ সের, অল ও নগ ১/১ সের যথাবিধি পাক করিয়া ব্যবহার করিবে।

অগদক্ষার ।

দেবদারু, তেউড়ী, দস্তী, কটকী, পঞ্চকোল, সচিঞ্চার, যবকার, ত্রিফলা, আকনাড়ী, কক্ষাঙ্গী, কুড়, নাকুলী, প্রত্যেক ৪ তোলা, পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ পল। এই সমস্ত চূর্ণ তৈল, বসা, দধি ও ঘৃত দ্বারা মর্দিত ও আধুত করিয়া নূতন ঘটে অন্তর্ভূমে পাক করিবে। ঘট অগ্নিবর্ণ হইলে নামাইয়া দস্তকার গ্রহণ করিবে। মাত্রা ১/০ হইতে ১/১। অমৃগা—ঘৃত, হুহং বা ঘোণ। ইহাতে সর্পপ্রকার গুল্ম, উদাবর্ত, উদর, স্রীহা, ঘোনিদোহ অঙ্গুরী, ইহর বিব ও সর্পবিব নষ্ট হয়। ইহা রক্তগুল্ম নাশক।

হিন্দ্রাদিচূর্ণ ।

হিং, পিপুলমূল, ধনে, জীরে, বচ, চই, চিত্তে, আকনাদি, শটী, অন্নবেতন, করকট, বিট দ্রব্য লবণ, ত্রিকটু, ববকার, নাচিকার, দাড়িম কোলা, হরীতকী, কুড়, ধৈকল, হবুবা, জীরে প্রত্যেক সমভাগ। আদারসে ৭ বার এবং ছোলকলেবুরসে ৭ বার ভাবনা দিয়া করিবে। মাত্রা ১/০ আনা। অল্পপান—গরম জল। এই ঔষধ উদর, উদাবর্ত, শুষ্ক, পান, প্রত্যাগান, শূল, তুণী অষ্টীলা প্রভৃতি নাশক।

কারযোগ ।

পলাশফল, মনসাফল, আপাফল, তেঁতুলফল, আকন্দফল, তিলনাগেরফল, অম্বথ, ববকার, নাচিকার ও সোহাগা প্রত্যেক সমভাগ। মাত্রা ১/০ আনা। গরমজল সহ সেব্য। ইহা অত্যন্ত পাচক এবং শুষ্ক, উদর, প্রীহা, শূল, অষ্টীলা ও প্রাধান নাশক।

শরপূজা লবণ ।

শরপূজার ফল দ্বারা লবণ প্রস্তুত করিয়া তাহার ১ ভাগ ও হরীতকী ১ ভাগ। মাত্রা ১/০ আনা, উষ্ণজল সহ সেব্য। ইহা গুল্ম ও শূলনাশক।

বজ্রকার ।

করকট, সৈন্ধব, কাচলবণ ববকার, সচলবণ, সোহাগা ধৈ, নাচিকার প্রত্যেকচূর্ণ সম-
ভাগে গ্রহণ করিয়া মুনসা এবং আকন্দফলে পূর্ণক ৩ বার ভাবনা দিয়া আকন্দপত্র দ্বারা বেটন
সর্বক নুতন হাড়ীর মধ্যে অন্তর্ধূমে (হাড়ী অধিবর্ণ না হওয়া পর্যন্ত) পাক করিবে। পরে
কটু, ত্রিকটা, বমনী, জীরে, চিত্তেমূল প্রত্যেক সমভাগ, পূর্কোক্তফল সর্বচূর্ণসম মিশ্রিত
করিবে। মাত্রা ১/০ আনা। অল্পপান বাতে—ঔষধজল, পিঁতে—হুত, কফে—গোমূত্র এবং
দোহিজে—কাঁজি। ইহাতে শুষ্ক, শূল, অজীর্ণ, শোথ, উদর, উদাবর্ত ও প্রীহা আরোগ্য হয়।
এ উৎকৃষ্ট ঔষধ। আমরা সচরাচর খে বজ্রকার ব্যবহার করি তাহা ইহা হইতে ভিন্ন প্রকার।
ববকার ও ত্রিকটু যতসহ লেহন করিলে রক্তশূল্য প্রশমিত হয়। ইহার পথ্যাপথ্য
উদাবর্তের ঔষধ। ইহাতে আনু প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য একেবারে বর্জনীয়। ভাল খাওয়া
নতান্ত প্রয়োজন হইলে মাৎসলাই বা কুসুম কলাইয়ের মূল অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিতে
পারে।

রক্তশূল্যে কাঁজিক ও দাড়িমাদি দ্বারা অম্লীকৃত হুত পান, বাতনাশক হুত-তৈল ব্যবহার,
তিলি ও কুড়ট প্রভৃতি পক্ষীর মাংসযুগ বিশেষ উপকারী।

গোণিগির পীড়ার উপশম হইলে “জীবনীয় হুত” পান করা কর্তব্য।

জীবনীয় হুত ।

হুত ১/৪ সের, জীবনীয়গণের কাঁধ : ৬ সের এবং বর্ষ ১/১ সের, দশাবিধি পাক করিয়া
ব্যবহার করিবে। ইহা বম্বা ও বাতপ্রদ।

দেশে জন্মিবার পর-রোগীর কান-বানকুতা, দৌর্গল্য, নাসাধারা রক্তস্রাব, অগ্নিমান্দ্য, গাত্রে পায়ে শোথ এবং নাকীর গতিবৈষম্য হয়। এই অবস্থা উৎপন্ন হইবা মাত্রই চিকিৎসা করিবে, কদাচ কালহরণ করিবে না।

হৃদ্রোগের এই অবস্থা পিত্ত এবং ককগ্রধান। সুতরাং ইহাতে পিত্তপ্রেয়নাশক চিকিৎসা করা কর্তব্য। ইহাতে মলনিঃসারক এবং মূত্রকারক ঔষধ হিতকর। সুদীর্ঘকালের শূলুমান্ন দ্বারা ইহাতে ব্যবহৃত হইতে পারে। যদি কান-বান কম থাকে এবং নাসা দিয়া রক্তস্রাব হইতে থাকে তবে শিলাকী দ্বারা প্রয়োগ করিবে। এইরোগে চাষমল্লান, ত্রাঙ্কানসাক্তন, “অগ্ন্যহরীতকী”, পিত্তাদিকো “অক্ষুন-স্বত” ফলপ্রদ। “অরুণপ্রভা” সামান্যতঃ সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করা যায়।

যদি রক্তস্রাব এবং নাসা দ্বারা তথ্য, বৃক্ক পুরাতন স্রুত বা আমাদের “কালস্রুত” নামিশ করিয়া “ফ্রান্সেলের” ঔষধদ্রব্য দিতে।

হৃদ্রোগ মাতেই বহুতল আকস্মিক হুতা, ক্রান্ধন বা গুরু, দুঃখের আকুতি দান কর্তব্য। অবস্থাবিশেষে হৃদ্রোগ নাশক বোগবাহী ঔষধ সকল ব্যবহার করিবে। ইহাতে দ্রুতবীর্য কোনও ঔষধ প্রযোজ্য নহে। অভ্যন্তরীণ শোথ প্রশমনার্থ শোথাদিকারের শোথ ও হৃদ্রোগ প্রশমক ঔষধ ব্যবহার। গোক্ষুর দ্বারা ইহা হু ফলপ্রদ।

কোষ্ঠিক হৃদ্রোগ।

আমবাত বা বহুতলে অভিঘাত হেতু অথবা পূর্বেই আঘাতিক, ব্যাধি হইতে হৃৎকোষ্ঠে শোথ জন্মে। এই অবস্থাবিশেষ উৎপন্ন হইলে পরিশেষে তাহা হইতে অর, হাহ, অকৃতি, কম্প, বিবর্ণতা, অগ্নিমান্দ্য, বাস, কাস, বম্বা, দুর্জা, আক্ষেপ ও শোণপ উৎপন্ন হয়। এই রোগে কোষ্ঠে পুত্র জন্মিতে পারে। জন্মিলে, তাহা ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া শিশু প্রাণনাশক হয়। ইহাতে নাকীর গতি বৈষম্য হয়। এই যোরতর ব্যাধি হইতে মদ্র বশে কটক কোনও ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করে।

মেদ এবং শোণনাশক প্রতিক্রিয়াই ইহার প্রধান চিকিৎসা। “শোণনাঙ্গুলরস” পুনর্ব্যবহলেহ, কহসহরীতকী এবং হৃৎকোষ্ঠে মূল্যানুটৈল ইহাতে ব্যবহার করিবে। হৃদ্রোগের পূর্বেই ঔষধসমূহ ইহাতে অবস্থাবিশেষে প্রয়োগ করিবে।

শোণী ব্যক্তির অবিহিত আহার বিহার হেতু হৃৎকোষ্ঠে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া বাহত হইলে সেই কোষ্ঠে পেশী সকল স্থলতা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থার পরিণামে হৃৎকোষ্ঠের স্পন্দন, কোষ্ঠে পেশীতে বেদনা, রোগীর বাসকুতা, দৌর্গল্য, ভাবিত, দুর্জা এবং কার্ধ, অনিচ্ছা জন্মে। মেদ এবং মেদাই এই ব্যাধির নিদান।

অন্য হৃদ্রোগ চিকিৎসা

হৃদয় স্নায়ুনের স্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং স্থান সাম্যাহেতু স্নায়ুনের পর হৃদ্রোগ চিকিৎসা লিখিত হইয়া থাকে। শুষ্কে যেমন বায়ু প্রধান, হৃদ্রোগেও তজ্জন বায়ু প্রধান, অথাপি, হৃদয় স্নেয়হীন হেতু ইহাতে বাতশৈথিল্য চিকিৎসা করা কর্তব্য। এই রোগে প্রায়শঃ স্নায়ু স্নেয়ের স্নেয়া ও বায়ু দূষিত হইয়া বেদনা উৎপাদন করে, তজ্জাত বক্ষঃস্থলের বায়ু ভাগে বেদনা হইয়া থাকে। স্নায়ুস্নেয়ের স্নেয়া দূষিত হওয়ার যান্ত্রিক ক্রিয়ার দ্বারাও হয় বলিয়া স্পন্দন ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য ঘটয়া থাকে, কোথাও দীর্ঘে ২ স্পন্দন হয়, কোথাও বা বিলম্বে স্পন্দন হয়, কোথাও বা বক্রভাবে স্পন্দন হয় ইত্যাদি। স্নায়ুস্নেয়াক্রান্ত হৃদ্রোগ হইতে স্ফূর্ত দগ্ধা বা শোথ রোগের উৎপত্তি হইতে পারে, সুতরাং এই রোগ স্ফূর্ত প্রশমনে চেষ্টিত হইবে। হৃদ্রোগে বমন নিষিদ্ধ, তবে প্রথমাবস্থায় অবস্থাবিশেষে কক্ষ নির্হরণের নিমিত্ত মুহূৰ্ত্ত কল্যাণ বাইতে পারে। বমনে বক্ষঃস্থল আলোড়িত হওয়ার বায়ু বৃদ্ধি হইয়া অধিক বেদনা উৎপাদন করিয়া থাকে।

এই রোগ অত্যন্ত কঠিন। কারণ হৃদয় প্রধান জিহ্বারের মধ্যে অত্যন্ত মধ্য স্থান। প্রধান মর্শে যে কোনও পীড়ার উৎপত্তি হইলে তাহা অত্যন্ত ক্লেশকর এবং হুমসাম্য হইয়া থাকে। নূতন অবস্থায় অনেক সময় এই রোগ স্থগত হয় কিন্তু পুরাতন হইলে আরোগ্য হওয়া অসম্ভব। দোষের প্রাধান্য অনুসারে অনেক সময় হৃদ্রোগে বাতশৈথিল্য উপক্রমও বিহিত হইতে পারে। বেহেতু হৃদয়ের অংশ বিশেষে (স্নেয়ার ছায়) পিত্তের স্থানও বটে।

হৃদ্রোগে অজুর্ন বৃক্ষ অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ। সুতরাং সকল প্রকার হৃদ্রোগেই অজুর্নবৃক্ষ-সাধিত ঔষধে ফল লাভ হইয়া থাকে। অজুর্নবৃক্ষের শিলাজতু ও বিশিষ্টকল্পনা সহযোগে প্রযোজিত হইলে উৎকৃষ্ট ফল প্রদর্শন করে। ক্রিমিক্ত হৃদ্রোগে ক্রিমির বিনাশ না হইলে অজুর্ন বৃক্ষ বা শিলাজতু কি কিম্বা কংকারী হইবে না। হৃদ্রোগ-নাশেই হৃদয় রস দূষিত না হইলে উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং রস শোধক এবং তত্তৎ দোষনাশক ঔষধ সর্ব্বথা প্রযোজ্য। নিদানে হৃদ্রোগ অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে; নিম্নে হৃদ্রোগের বিশেষ বিশেষ কতিপয় অবস্থাত্তে এবং তাহার চিকিৎসা ক্রম প্রদর্শিত হইল।

আকৃত্তিক হৃদ্রোগ।

আম্বাভ, বৃক্কদোষ, (মূত্র-বস্ত্রের ক্রিয়া বৈদগ্ধ্য) শীতল বা আর্দ্র বস্ত্র সেবন হেতু হৃৎকোঠের আবরণী (আবরণক চর্ম) পীড়িত হইলে, অশ্বখাভোজীকৃত্তিক সেই আবরণীতে প্রবাহ, উকতা, শোথ, শুষ্কতা, মহতী ব্যথা ও হৃৎকোঠে কল্পন উপস্থিত হয়। এই অবস্থা

জ্বরোৎপাদক এবং কবচর ঔষধ ইহাতে ব্যবহার করিবে। "নবক জ্বর ঔষধ", "শিথল জ্বর" প্রভোগ "অরুণপ্রভা" এবং কফজ্বরোগনিবর্তক ঔষধ সকল ইহাতে ব্যবহার্য।

আত্মান্নিকা হ্রদ্রোগ।

অবস্থাবিশেষে ইহাতে হৃৎকোঠের প্রদাহ বর্জিত হইয়া থাকে। এই অবস্থার ঝাল, মুখী, ক্রম, শোথ, দ্রবচক্ষু, অধিমান্য, কামোদর, মনিত্রা এবং বগমায়স্কর ইহা থাকে। অতঃপর ইহাতে এই জাতীয় সজ্জাত লক্ষণও প্রকাশিত হইতে পারে। বাতজ্বর হ্রদ্রোগের ঔষধ সকল ইহাতে প্রয়োগ করিবে। বাতব্যাধির অন্ত্যটিক্স ক্রমে মালিশ করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়। বাহুর অত্যন্ত প্রেকোপ থাকিলে স্নানোৎসেহ এবং ঝাল মুখী, শক্তি ও দাহাদি থাকিলে বাতরক্তের স্বেদোৎসেহপাকটৈল ব্যবহার করিবে। এই তৈল বাতবক্তাদিকারে লিখিতে হয় নাই স্ততঃ নিম্নে লিখিত হইল। ইহা বাতরক্তে উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্বেদোৎসেহপাকটৈল।

তিল তৈল ১৬ সের, কাপাৰ্ঘ—যষ্টিমধু ১২১ সের, মল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। কপাৰ্ঘ—শাদপাণি, চূড়ামণিকী, হরী, কীরবিদারী, শতমূলী, রক্তচন্দন, জাভর, হাটপদী, জটামাংসী, মেহ, মহামেহ, গুলক, কাকোদী, কীরকাকোদী, গুলকা, ঝড়ি, পদ্মকাঠ, জীবন্তী, জীরক, কবচক, দাকচিনি, তেজপাত, নখী, বালা, পুণ্ডরিয়া কাঠ, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, রাখালশসা, কৈবর্তমূলক প্রত্যেক ৮ তোলা। এই তৈল উক্ত কাপাদি দ্বারা শতবার পাক করিলে স্বেদোৎসেহপাক তৈলে হয়। ইহা বাতরক্ত, পিত্তদাহ, হ্রদ্রোগ ও হ্রস্ব নাশক।

এই রোগে অরুণপ্রভা এবং অবস্থাবেদে বাতব্যাধির ঔষধ সমূহ প্রযুক্ত হইতে পারে।

অথ পরীক্ষক হ্রদ্রোগ।

চাৰ্ব্বীকর হ্রদ্রোগে বা কবচরক্রিয়া দ্বারা কোঠস্থ পেশী সকলের ক্ষয় হইয়া থাকে। এই অবস্থায় দ্রবচক্ষু, অস্বাবদান, দৌৰ্গম্য, অধিমান্য, ঝাল, ক্রম এবং ক্রমশঃ শোথ উৎপন্ন হয়। ইহাতে এই জাতীয় সজ্জাত লক্ষণও উৎপন্ন হইতে পারে। এই অবস্থা বাতপ্রধান স্ততঃ বাতপ্রধান হ্রদ্রোগের জায় ইহার চিকিৎসা করা কর্তব্য। কফনিবারক, হাটসবদ্ধক ও কাভুপোষক ঔষধ ইহাতে ব্যবহার করিবে। "বৃহৎহাটপাণ্ডু" এবং বাতহ্রদ্রোগের ঔষধ সমূহ ইহাতে হিতকর। "অরুণপ্রভা," "বৃহৎবাত চিকিৎসক" ও "বৃহৎহাটপাণ্ডু" অর্জুন ছাঁলের কাথসহ প্রয়োগ করিবে। "বৃহৎ অরুণপ্রভা" পান এবং "অরুণপ্রভা" "বৃহৎহাটপাণ্ডু," "বৃহৎহাটপাণ্ডু," "বৃহৎহাটপাণ্ডু" প্রভৃতি দ্বারা

কোনমুত্র হ্রদ্রোগ ।

ইহাতে হৃৎকোষ্ঠের পেশীহ্রাসমূহে ক্রমশঃ বিলুপ্তি হইতে পারে। কোষ্ঠাবরোধ হঠাৎ হ্রাস হইলে রোগীর মলসা সূচ্য হওয়া সম্ভব। কোষ্ঠের পেশী-হ্রাসমূহ হ্রাসমূহে অথবা বন্ধ হইলে অত্যন্ত আবাত হেতু আবরণী ভিন্ন হইতেও বা যায়। এই অবস্থায় নাক্তীয় গতি বৃদ্ধ হয়। ইহাতে হৃৎকম্প, অজ্ঞানোদ, ভ্রম, মুর্ছা ও পূর বলক্ষয় হইয়া থাকে। এই ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া শায়েই চিকিৎসা করিবে। ইহা সন্ত কঠিন ব্যাধি। মেদোনাশক ক্রিয়াট ইহার প্রধান চিকিৎসা। অম্লপ্রভা পুষ্টি সেবনে বিশেষ ফল লাভ হয়। কফজ হ্রদ্রোগের ঔষধসকল ইহাতে ব্যবহার বা যায়।

অথ বিক্ষেপিকা হ্রদ্রোগ ।

ইহাতে হৃৎকোষ্ঠের আক্ষেপ হইতে পারে। এই অবস্থা জিনোষজ হইলেও হইতে পারে। ইহা উৎপন্ন হইলে হৃৎকোষ্ঠপ্রদেশে, বন্ধঃস্থলের অস্থির নীচে, বামকক্ষাভিতে, মস্তক, গ্রীবায়া, পৃষ্ঠদেশে এবং গর্ভস্থানে তীব্র বেদনা জন্মে এবং ঐ সকল স্থানে চোবেদনবৎ বেদনা, বিদারণবৎ বেদনা, আকর্ষণবৎ শীড়া ও দাহ উৎপন্ন হয়। এই রোগে মুহূর্ত্ত হাসরোধ, স্বকের দীপ্ততা, ঘর্ম্ম, আশ্রয়, অনাহার, মোহ, বিবর্ণতা ও গতি অক্ষতি জন্মিয়া থাকে। রোগী অবিহিত আহার বিহারী হইলে ক্রমশঃ ইন্দ্রিয় ক্রিয় হ্রাস ও মৃত্যু হইয়া থাকে। এই রোগ কঠিন।

এই ব্যাধি চিকিৎসা শায়ে বিশেষরূপে বলিত হয় নাই। আক্ষেপ বাতব্যাধির চিকিৎসা এবং বাতজ হ্রদ্রোগের চিকিৎসা ইহাতে অবিকল্প। বেদনা স্থানে পিঙ্গল তক্ত হংসাদি মূত্র ব্যবহার করিবে। শাস নিবারণার্থ শ্রাসচিহ্না-লি, সর্করাশুন্দর ও ভার্গীশর্করাবলেহ প্রয়োগ করিবে। ইহা এক অবস্থায় বৃহৎবাতচিহ্নাশ্রি ও অজ্ঞান মূত্র ব্যবহার করা যায়। অম্লপ্রভা ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। উহা বধাযোগ্য অহুপানে প্রয়োগ করিবে। হৃৎকোষ্ঠ পরিষ্কারক ঔষধ ও ভীর্ণকারক ঔষধ (ভাস্কর লবণাদি) ব্যবহার করা উচিত।

উন্নতোদ্র হ্রদ্রোগ ।

বন্ধঃস্থলে জনসকলকে উন্নতোদ্র হ্রদ্রোগ বলে। জনসকল এক পার্শ্বে বা উভয় পার্শ্বেও হইতে পারে। এই রোগে শাসকটে, ককনির্গম, ওষ্ঠে এবং মুখে নীলবর্ণতা, পাদমোহ, দী মুত্র, বিষম এবং বেগাভী, অন্ন ২ মূত্রনির্গম, শরনে কষ্টবোধ এবং উপবেশনে বোধ হয়।

এই রোগে মূত্রকারক ও স্নেহনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে দীপ্তজন পান,

শীতল বায়ু সেবন, এবং অভিশ্রুতি দ্রব্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ। রোগের পরিবর্তে শুষ্ক পানি হিতকর। অত্যন্ত গিপালার মুরামাসৌদাখিত জীবহৃৎ জল পান করিবে। প্রস্রাব কম হইলে, মূত্রকৃচ্ছ বা মূত্রাঘাতোক্ত ঔষধ দ্বারা প্রস্রাব করাষ্টবে। প্রস্রাব কম হইলে শীতল জল পান করিলে বা অভিশ্রুতি দ্রব্য ভক্ষণ করিলে এই পীড়ার বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

প্রত্যহ প্রাতঃকালে ১৫ সন্ধ্যার সময় যববারহুত যেত পুনর্বার রস পান করিলে এই পীড়ার উপশম হয়। অবহাচসাথে পূর্বোক্ত অরুণপ্রভা, ককপ্রধান হস্ত্রোণের ঔষধ এবং কাস, শ্বাস ও শোথের ঔষধ ইহাতে প্রয়োগ করা যায়। সুস্থিত এই পীড়ার জন্য অল্প চিকিৎসা বিশেষ ভাবে লিখিত হইয়াছে।

এই রোগ হইতে মুক্ত হইয়াও ১ বৎসর কাল মধ্যে মৈথুন, পর্ষস্যাটন, ব্যায়াম, শীতলজল, দিবানিত্রা, শোক, ক্রোধ, অন্ন, শাক ও ক্রুদিদ্রব্য পরিত্যাগ করিবে।

উরোগ্রহ (অগ্রমাংস বা পাত)

কাঁচাকলা, অন্ন ও লবণ প্রভৃতি অভিশ্রুতিদ্রব্য, ওরুণাকদ্রব্য, দূষিত জল, শুষ্কদ্রব্য, পচা দুর্গন্ধদ্রব্য এবং মৎস্তাদি ভক্ষণে যকৃৎ এবং মূত্রার মাস বৃদ্ধি হইলে বায়ু এবং স্নেহা উদরের অগ্রভাগে এবং বক্ষের নিম্নদেশে উরোগ্রহ রোগ উৎপাদন করে। ইহা বায়ু বা হৃদিকাংশে উৎপন্ন হয় না—বৃক্কের সন্ধ্যদেশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই রোগে বৃক্কদেশের শিরাসমূহ পাতলা এবং কৃষ্ণবর্ণ বা গীতবর্ণে প্রতিভাত হয়। ইহার আকৃতি জিহ্বা বা বজ্রপত্ন্য। অন্ন, অরুচি, গিপাসা ও শোথ ইহার উপদ্রব।

এই রোগ কফবাহক। ষাণ্ডীয় কফবদ্ধিক দ্রব্যই ইহার অপশ্য এবং কফ নাশক দ্রব্যই শস্য। কক প্রধান বকৃৎ পীঠোক্ত চিকিৎসাই ইহার চিকিৎসা।

স্থান সাধর্ম্য হেতু এই রোগ হস্ত্রোণের মধ্যে লিপিত হইলেও তুল্যানিদান হেতু যকৃৎ মূত্রার সহিত ইহার সাদৃশ্য অধিক; সুতরাং চিকিৎসাও যকৃৎ মূত্রার স্থায়।

অভয়া লবণ, চিত্রকাদি লৌহ, ব্রহ্ম লোকনাথ রস প্রভৃতি ইহার মহোষধ।

উষাকালে বৃটের ছাই বা যুধের লালা দ্বারা উর্দ্ধদিকে টানিলে এই পীড়ার উপকার হয়।

মূত্রা বা যকৃতের দোষে এই রোগ উৎপন্ন হয় আবার ইহার দৌষেও যকৃৎ বা মূত্রা বদ্ধিত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহার পদ্যপার সম্বন্ধ বিশিষ্ট এবং এইজন্যই একের প্রশমনে অজ্ঞের উপশম হইতে থাকে। এইবাধি সচরাচর বাগকেই অধিক দৃষ্ট হয়। যকৃৎ মূত্রার পদ্যাদ্বয়ই ইহার শস্যাপশ্য।

জন্মোপেক্ষ কতিপয় মুষ্টিযোগ ও ঔষধ।

হৃৎসান্ধিত অর্জুন ছালের কাথ, চিনি সহ পান করিলে, অথবা ব্রহ্মপঞ্চমূলী এবং হৃৎ বারী কাথ প্রস্তুত করিয়া চিনি সহ পান করিলে নৈস্তিক বা বাত নৈস্তিক জন্মোগ প্রণমিত হয়।

স্বত, হৃৎ অথবা ইক্ষুগুড়ের জল সহ অর্জুনছাল চূর্ণ সেবন করিলে নৈস্তিক বা বাত-নৈস্তিক জন্মোগ নষ্ট হয়। ইহা যোগবাচী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পুষ্করমূলচূর্ণ মধু সহ লেহন করিলে কাস, শ্বাস, হিকা, ক্ষয়, জ্বালা নষ্ট হয়। এই ঔষধ স্নেহাধিক জন্মোগে প্রযোজ্য।

দশমূলের কাথে আধখানা সৈন্ধব এবং আধখানা ববকার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শ্বাস, কাস, জ্বালা ও শুশ্রূষ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ শ্বাসে ও শূলে বিশেষ উপকারী। ইহা বাতককাধিক অবস্থায় ব্যবহার্য।

গোধূম, অর্জুন ছাল প্রত্যেক ১ ছটাক, ছাগছত্র ১১ সের, প্যাক্ত অর্ধছটাক, চিনি ১০ পোষা এই সমস্ত দ্রব্য মোহন ভোগের জ্বার শাক করিয়া শীতল হইলে উপযুক্ত মধু মিশ্রিত করিয়া পরিমিত রূপ প্রত্যেক সেবন করিলে বাতপ্রধান এবং পিত্তপ্রধান নানাবিধ জন্মোগ ও ত্রিদোষজ পুরাতন জন্মোগ আরোগ্য হয়।

অর্জুন ছাল চূর্ণ অথবা গোরক্ষচাকুলে মূল চূর্ণ অবস্থাতেই হৃৎসান্ধি সহ সেবিত হইলে নানাবিধ জন্মোগ প্রণমিত হয়।

হিঙ্গাদি চূর্ণ।

হিং, বচ, বিটলবণ, শুঠ, পিপ্পল, কুড়, হরীতকী, রক্তচৈতেমূল, ববকার, মচল লবণ, কুড় প্রত্যেক সমভাগ, মাত্রা ১০ আনা। ইহা ববকারের সহিত পান করিলে শূণ ও জন্মোগ নষ্ট হয়। এই ঔষধ বাতস্নেহা প্রধান জন্মোগে ও শূলে প্রযোজ্য।

পাঠাদি চূর্ণ।

আকনাডি, বচ, ববকার, হরীতকী, অন্নপেত্তম, ছাগগড়া রক্তচৈতেমূল, ত্রিকটু, বিকলা, শটী, কুড়, ভেঁতুল, দাড়িম, মাতুলমূল প্রত্যেক সমভাগ। মাত্রা ১০ আনা হইতে ৮০ আনা, উষ্ণজল সহ সেবা। এই ঔষধ ব্যাধিপ্রভাবাক স্ততঃ নানাবিধ জন্মোগে প্রযুক্ত হইতে পারে। ইহা বাতপ্রধান জন্মোগে বিশেষ কলপ্রদ।

শৃঙ্গভঙ্গ্য।

হরিণশৃঙ্গ কুণ্ডলারা বেটন করিয়া মুক্তিকা লিপ্ত করতঃ ঘোমটার দ্বারা পানচূর্ণ অর্জুন অস্ত্রধূমে ভষ্ম করিয়া খলে পেষণ করিবে। ইহার তাৎ প্রাতঃ, দুহঃ, সন্ধ্যা সেবন করিলে জন্মোগ আরোগ্য হয়। এই শৃঙ্গভঙ্গ্য বালকদের বহুতে এবং কাস-শ্বাসে ব্যবহৃত হয়।

ক্রিমিক হ্রস্বোপে কদাচ যমন করাইবেনা। ইহাতে বিরোচনার্থ বিড়ঙ্গ এবং কুড় মিশ্রিত গোমূত্র পান করাইবে। তদনন্তর বিড়ঙ্গপ্রগাঢ় কাঁচি পান করাইবে। রোগের পথ্যের নিমিত্ত বিড়ঙ্গসামিত জলদ্বারা যবের বেগাদি প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে। ক্রিমিরোগাক্ত বিড়ঙ্গাদি চূর্ণ, পলাশাদিচূর্ণ, পার্লিতদ্রাবলেহ, ক্রিমিমুগদন্ত রস, কীটিনর্দন রস, ত্রিফলা মৃত, বিড়ঙ্গ মৃত অথবা বুদ্ধিমা প্রয়োগ করিবে।

বল্লভমৃত (বাতগ্রধান হ্রস্বোপে)

হরীতকী ৫০ টী। সচল লবণ ১/১ পোয়া, দ্রুত ১/৪ সের, জল ১০ সের।

হাচিচন্দ্রামনি।

রসসিন্দূর, অজ, রৌপ্য, তাম্র, স্বর্ণ, হিঙ্গুল প্রত্যেক সমভাগ, রক্তচিতেম্বলের রসে মর্দন করিয়া হাতিওড়ের পাতার রসে ৫ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অহুপান—ঈষৎকজল। ইহাতে উরন্তোর, বক্ষোবাত, কজ্রোগ এবং নানাবিধ কুসক্লম সংক্রান্ত রোগ আরোগ্য হয়।

বলান্য মৃত (পৈত্তিক হ্রস্বোপে)

দ্রুত ১/৪ সের, কাথার্থ—বেড়োলা, গোরক্ষ চাকুলে, অজুন ছাল মিশ্রিত ১/৮ সের, জল ৬৪ সের, শেব ১০ সের; ককার্থ—বস্তিমধু ১/১ সের, শেব পাকার্থ জল ১০ সের। ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

অক্রম প্রভা।

স্বর্ণ, হীরক, বৈজ্ঞান্য, বজ্র, অজ, রস, গন্ধক, প্রত্যেক সমভাগ নৌহ ভস্ম সর্বসম। অজুন ছাল ও যবের কাথে পৃথক ২, ৭ বার ভাবনা দিয়া, পরে দ্রুতকুমারীর রসে ৩ বার ভাবনা দিবার পরে গিঙাবার করিয়া অজুন পজে বেঠন করতঃ পাতের মধ্যে ৩ রাত্রি রাখিবে, তৎপর উঠাইয়া ২ রতি বটী করিবে। অহুপান—অজুন ছালের কাথ, যব বা গোমের কাথ, দ্রুত, অথবা কাঁচি। ইহাতে অহুপান ভেদে সর্ববিধ হ্রস্বোপ আরোগ্য হয়। ইহা হ্রস্বোপের স্বেচ্ছ ঔষধ। ইহাতে ক্রিমিক হ্রস্বোপ, পুরোক্ত আবরণিকাদি হ্রস্বোপ এবং বক্ষা আরোগ্য হয়। হ্রস্বোগোস্ত ঔষধের মধ্যে এই ঔষধ অতুলনীয়।

গোক্ষুরাদ্য মৃত।

দ্রুত ১/৪ সের, কাথার্থ—গোক্ষুর, বেগামূল, মজিষ্ঠা, বেড়োলা, সান্তারী ছাল, গন্ধক, কুশম্বুল, চাকুলে, পলাশমূল, রুঘতক, (অভাবে বংশলোচন) শালপাণি প্রত্যেক ১ পল জল ১০ সের, শেব ১/৪ সের, দ্রুত ১০ সের। ককার্থ—আলকুলী বীজ, ঋষভক, মেদ, (অভাবে অম্বগন্ধা) জীবন্তী, কীরে, শতমূলী, কড়ি, (অভাবে বেড়োলা) জাক্কা, চিনি, মুত্তিরী, মুণাল মিশ্রিত ১/১ সের। এই মৃত বাতপৈত্তিক হ্রস্বোপ, শূল, মূত্রক্কা, প্রমেহ ও ক্রম নারক।

জন্মাদি বটী। (বাতৈরৈয়িক হ্রোগে)

শিলাজতু, পারদ, গন্ধক, অত্র, লৌহ, বঙ্গ, প্রত্যেক ১ তোলা, বর্ণ। ১০ আনা, রৌপ্য ১০ আনা, রক্তচিতে মূলের কাথে, তৃণরাশের বগসে ও অজুন ছালের কাথে পৃথক ৩ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিয়া ছায়ায় শুক করিয়া লইবে। অমুপান—গোধূমের কাথ। ইহাতে নানাবিধ হ্রোগ, কুস্কম্ভগত রোগ, প্রমেহ ও বাস আরোগ্য হয়। ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হৃদস্বৈরাজ বটী (শ্বাসাশ্বিত হ্রোগে)।

হিরাকম, সৈন্ধব ও অল সমভাগ, গোধূম ও অজুন ছালের কাথে পৃথক ২ ভাবনা দিয়া ৩ রতি বটী করিবে। অমুপান—ববের কাথ বা দ্বতাদির অন্ততম মেহ পদার্থ। এই ঔষধ শ্বাসাশ্বিত হ্রোগে ব্যবহার করিবে।

হৃদস্বৈরাজ রাস।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অত্র, প্রবাল ও মুক্তা সমভাগ, দ্বতকুমারীর রসে মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। বটিকা ছায়ায় শুক করিয়া লইবে। এই ঔষধ দ্বত ও অজুন ছালের কাথসহ সেবনীয়। ইহা অমুপানভেদে সর্কবিধ হ্রোগেই ব্যবহার করা যায়।

ব্যোম বটী (বৈদিক হ্রোগে)

পারদ, গন্ধক, উৎকৃষ্ট অত্রভঙ্গ প্রত্যেক সমভাগ, অজুন ছালের কাথে ২১ বার ভাবনা দিয়া ৩ রতি বটী করিবে। অমুপান—মধু। ইহাতে ক্রিমিজ এবং ত্রিধোবজ হ্রোগও আরোগ্য হয়।

নাগাজুনাভ।

সহস্র পুটের বজ্রাল, অজুন ছালের কাথে ৭ বার ভাবনা দিয়া ছায়ায় শুক করিয়া লইবে। ২ রতি বটী। অমুপান—মধু ও অজুন ছালের কাথ। ইহাতে কাম, বাস, ক্ষর, সর্কপ্রকার হ্রোগ প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

অজুন মত। (ব্যাধি প্রত্যানীক)

অজুন ছাল ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ককার্ধ—অজুন ছাল ১ সের, দ্বত ৮ সের। হ্রোগে অজুন দ্বত প্রসিদ্ধ। ইহা সর্কবিধ হ্রোগ নাশক। এই ঔষধ পুরাতন হ্রোগেই বিশেষ কার্যকারী।

শিলাজতু প্রয়োগ।

শোধিত শিলাজতু ৩। ২ রতি মাত্রায় অজুনছালের কাথসহ সেবন করিলে হ্রোগ আরোগ্য হয়। ইহা নানা বিধ অমুপানে নানাবিধ কলনার ব্যবহৃত হইতে পারে।

অন্নাদ্যাদি তৈল।

স্বত /৪ সের, মাহিষাবি /৪ সের, শাকার্কল—১০ সের। কন্ধার্থ—ত্রিকটু, ত্রিকলা, ত্রিফা, গাজারী, পঞ্চকফল, আকনাদি, কণ্টকারী, গোখর, বেতবেড়োলা, পীতবেড়োলামূল, মেদ, মহামেদ, চোটএলাটি, কুম্ভামলকী, আলতুগীবীজ, চোটএলাটি, মৌলফুল, বস্ত্রিমুখামণি, লতুনী, জীবক, চাকুনে প্রত্যেক ২ তোলা মধুসহ সেব্য। ইহাতে বাতপ্রবল হ্রোগে আরোগ্য হয়। ইহা নির্যাতনক। রোগের অভিশয় ক্ষীণ অবস্থায় এই ঔষধ প্রযোজ্য।

সবন তৈল (বাতহ্রোগে)।

তৈল /৪ সের, গোসূত্র /৮ সের, জল /৮ সের। কন্ধার্থ—সৈন্ধব ১ সের।

পুনর্নবাদি তৈল।

তৈল /৪ সের, কাথার্থ—পুনর্নবা, দেবদারু, বিবাদিপঞ্চমূল, রান্না, বব, বেলতুঠ, কুলথকলাই, কুলতুঠ মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই তৈল অকষ্ট। ইহা কঠাঙ্গে ও পানে ব্যবহার্য।

উৎকণ্ঠে যে সকল স্বত ও শুড়িকা বলা হইয়াছে, পিত্তহ্রোগেও তত্ত্ব ঔষধ প্রযোজ্য। চ্যবনপ্রাশ খাদ্যাদি হ্রোগে ব্যবহৃত হইতে পারে।

হৃদস্রাবলেহ।

বজ্রদুগ্ধ, বট, অম্বথ, অজুন—ইহাদের ছাল মিলিত /১ সের, জল /৮ সের, শেষ /২ সের, পলাশ ছাল, রোহিতক ছাল, ও বদীর কাঠ মিলিত /১ সের, শেষ পূর্ববৎ। উভয় কাথ মিশাইয়া পুনর্নবার পাকে চাপাইবে। তাহাতে তেউড়ীমূল চূর্ণ /৪ সের, ত্রিকটু চূর্ণ মিলিত /৪ সের মিশাইয়া পাক করিয়া লেহবৎ হইলে নামাইবে। মাত্রা ১০ তোলা, উষ্ণজল সহ সেব্য। ইহা সর্ষপের হ্রোগে নাশক।

হ্রোগে অগস্ত্য হরীতকী, ত্রিফা, কুম্ভামল ও আমলকী কুম্ভামল বিশেষ ফলদায়ক।

হ্রোগে ও শূলে বিরোচক দ্রব্যের নিয়ম।—

যদি শূল আহারের পর আরক্ত হইয়া আহারীয় জবা জীর্ণ হইলে প্রশমিত হয়, তাহা হইলে দেবদারু, কুড়, লোধ, সৈন্ধব, সচলবণ, বিড়ঙ্গ, আটুং ৮০ আনা মাত্রায় গরম জল সহ পান করিবে। কেহ কেহ বিরোচনার্থ এই ঔষধ সহ তেউড়ীমূল চূর্ণ প্রতিমাত্রায় ৮০ আনা মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করেন। ইহা অবশ্য সমর্থনীয়। অন্তথা, বিরোচন হইবার সম্ভাবনা খুব কম। সংশয়নার্থ প্রযোজ্য হইলে তেউড়ীমূল মিশ্রিত করা অনাবশ্যক। আহারীয় জবা জীর্ণ হইলে যদি শূল আরক্ত হয়, তবে এরও তৈল দ্বারা কেহ বিরোচন কর্তব্য। যদি কুষ্ঠজবা জীর্ণ হইবার সময় শূল আরক্ত হয়, তবে হরীতকী

প্রকৃতি কল-বিবর্তক জব্য দ্বারা বিবর্তন করাইবে। যদি সর্বদাই শূল থাকে তবে তটুড়ী প্রকৃতি শূল-বিবর্তন জব্য দ্বারা তটুড়ী বিবর্তন করাইবে।

সম্ভোগের পথ্য ।—পুস্তক দাদকাণি চাইলের অন্ন, জালল মৃগপক্ষীর মাংস-
কৃষ্ণ ও মৃগের ঘূষ, পটোল, উজ্জ, কচি বেগুন, সুপক কুম্ভাণ্ড, দাড়িম, হরীতকী,
কা, বোল, পৈতৃব।

অন্নপথ্য ।—বেগদারণ, মৈথুন, বাদাম, রাজিহাগরণ, মেঘদ্রব, ক্রেদিজ্য,
শাক, গুরুভোজন, স্বর্গীর্ণে ভোজন ইত্যাদি।

অথ নৃত্তকৃচ্ছ চিকিৎসা ।

একশত দ্ব্যুত্তী ধর্ম, তন্মধ্যে-জদ্য, বস্তি ও শিরঃ এই তিনটি প্রধান। হৃদয়মর্দগত
চিকিৎসা বলা হইয়াছে; অধুনা, বস্তিমর্দগত নৃত্তকৃচ্ছ চিকিৎসা বলা হইবে। এই
রোগ ৮ ভাগে বিভক্ত।

বাতপ্রধাননৃত্তকৃচ্ছ চিকিৎসা ।

বস্তিগত ব্যাধি মাঝেই শিলাজতু বিশেষ ফলপ্রদ। এইরোগে উপযুক্ত অস্থানে
শিলাজতু প্রয়োগ করিবে। শিলাজতু প্রজাবকারক, কৃচ্ছ, প্রমেহ, মেনঃ ও শ্লেষ্মনাশক,
কর এবং শাতুপোষক। বাতকৃচ্ছ ঔষধাত্মক, মেনপান, উপনাস ও উত্তরবস্তি
(শিকারী) হিতকর। ইহাতে অম্মতাদি কষায় ও গৌক্ষুরাদি ক্কাথ
হকর।

অম্মতাদি কষায় । যথা—গুগক, তট, আমলকী, অম্বগন্ধা ও গোকুর।
গৌক্ষুরাদি ক্কাথ । যথা—গোকুর, গোপালুফল মজ্জা, কুশমূল, কাশমূল, চরুগতা,
ধরকুচিপাতা ও হরীতকী। ইহাদের কাষে মধু ১০ সিকি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে
এতে নৃত্ত কৃচ্ছ ও অম্মরী আরোগ্য হয়। শীতল হইলে মধু প্রক্ষেপ্য।

গোরকচাকুলের মূলের কাথ পান করিলে বাতকৃচ্ছ আরোগ্য হয়।

এলাদিচূর্ণ । (১ম প্রকার)

ছোট এলাচি, পাথরকুচি, শিলাজতু ও পিপুল ইহাদের চূর্ণ ১০ এক আনা মাত্রার সিদ্ধ
পানযোগ্য জল সহ সেব্য। লেহনার্থ ইকুশড় প্রযোজ্য।

এলাদিচূর্ণ । (২য় প্রকার)

ছোটএলাচি, পাথরকুচি, শিলাজতু, পিপুল, কাঁকড়বীণ, পৈতৃব, কুশুম প্রত্যেক সমভাগ
১০ আনা সিদ্ধ তণুল-জলসহ পান করিবে।

সর্বপ্রকার ব্রকৃচ্ছ ই গৌক্ষুর প্রেষ্ঠ ও মহোপকারী

যবকার ১০ গিঞ্চি ও চিনি ১০ আনা জল সহ পান করিলে বাতজরুচ্ছ, আরোগ্য হয় ।
মূত্রাধাতব প্রকৃতির কুমারক ছাত্র ইহাতে ব্যবহৃত হয় ।

গোক্ষুরাদ্য মৃত ।

মৃত ১/৪ সেব, গোক্ষুর কাণ ১/৪ সেব, এবও মূলের কাণ ১/৪ সেব, কুশাদি পক্ষ্মুলের
কাণ ১/৪ সেব, শতমূলীর বরদ ১/৪ সেব, ভূমিকুয়াড় বরদ ১/৪ সেব, ইন্দ্রবরদ ১/৪ সেব ।
এই মৃত অবস্থা । অঙ্গুণান—ইকুজড় ও রুদ্র ।

পুনর্নাদি মিত্রক ।

পুনর্নাদি, এড়ওমূল, শতমূলী, রক্তচন্দন, খেত পুনর্নাদি, বেড়েলা মূল, পাথরকুচি, দশমূল,
কুলঞ্চ কলাই ও যব । এই সকল সর্বের কাণ ১৬ সেব, দৈনন্দিন কষ্ট মিলিত ১/১ সেব ।
পাথর—ঘৃত, তৈল, শুকর বসি, তলুক বসি প্রত্যেক ১/১ সেব । এই মেহ পান করিলে
বেদনামুক্ত বাতজ মূত্রকুচ্ছ, আরোগ্য হয় ।

এলাদি স্ফটিক ।

বড় এলাচি, পিপুল, যষ্টিমধু, পাথরকুচি, রেণুক, গোক্ষুর, বাসক ও এরওমূল ইহাদের
কাথে শিলাকুত ১০ আনা ও চিনি ১০ তোলা প্রথমে দিয়া পান করিলে কষ্টরী ও মূত্রকুচ্ছ,
আরোগ্য হয় ।

মূত্রপ্রবর্তক প্রলেপ । যথা—গোক্ষুর ফল ও মূল কাঁকড় বীজ সমভাগে
লইয়া কাঠি ঘাতা পেষণ করতঃ তলপেটে প্রলেপ দিলে দাবতীয় মূত্র রোধ ও মূত্রকুচ্ছ,
আরোগ্য হয় ।

গোক্ষুরাদ্য লেহ ।

গোক্ষুর ১০০ গল, দশমূল, ৫০ গল, পাথর ভেদী ৮ গল, এবওমূল ৮ গল, শতমূলী
১০ গল, পদ্মমূল ২০ গল, অঙ্গুগন্ধা ২০ গল, হল ৬৫ সেব, শেষ ১৬ সেব ইকিয়া তাহাতে
মৃত ১/৪ সেব, শিলাকুত ১/২ সেব মিলাইয়া গুনঃ পাক করিবে । ঘনীভূত হইলে, তাহাতে
তালমূলী, শুল্ফা, ত্রিকটু, ত্রিকলা, ছোট এলাচি, বালা, নাগকেশর, পদ্মকাঠ, জৈত্রী,
দারুচিনি, যষ্টিমধু, বেণামূল, ভেউড়ী, রক্তচন্দন, কটুকী, যবকার, মোহাঙ্গা, কাঁকড়াশুঙ্গী,
শটী, দেবদারু, মীসক, কোহ ও বঙ্গ প্রত্যেক ৮ তোলা মিলাইয়া নামাইবে । এই লেহ পান
করিলে মূত্রাধাত, মূত্রকুচ্ছ, অঙ্গুণী, প্রমেহ, শুক্রদোষ, বাতুক্য ও উষ্ণবাত প্রভৃতি আরোগ্য
হয় । যাত্রা ১০ তোলা গীতল জল সহ সেব্য । ইহা দৃষ্ট ফল ঔষধ ।

মুষ্টিষোণ ।—চিনির সহিত কাঁকড়বীজ ও শসার বীজ বাটরা খাইলে অথবা
মূলপত্রগজরস পান করিলে কিম্বা মূলপত্রের ডাঁটা ভিজান জল চিনি সহ পান করিলে
সর্বপ্রকার মূত্রকুচ্ছ উপশম হয় ।

সর্বকথোত্তরা বটী ।

স্বৰ্ণ, রৌপ্য, অন্ন, লৌহ, শিলাজতু, গন্ধক, সূর্যমাক্ষিক প্রত্যেক সমভাগ, বহন ছালের
রসে মর্দন করিয়া ১ রতি বটী করিবে। ইহা দ্বারা বৃক্ক (সূর্যমাক্ষিক) এবং বস্ত্রিক
গীড়ার উপশম হয়। অহুশান—বহনছালের কাথ বা গোহুরের কথায়।

সুসুমার কুমারিক পুনর্নবাবলেহ ।

পুনর্নবাবল ১২২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। শতমূলী, বশমূল, বেড়োলা,
দেবগন্ধা, তুর্ণকমূল, গোহুর, শালগনি, (বা ভূমিকুম্মাণ্ড) গোবক্ষাকুলে, শুসক
ও খেতবেড়োলা প্রত্যেক ১০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, পুনর্নবাবলের কাথে
মিশাইয়া পুনঃ পাক করিবে। তদন্তে দ্রুত ৮ সের ও এরও তৈল ৩৬ সের মিশাইবে।
আমল পাকে—যষ্টিমধু, গুঠ, ত্রাণা, মৈন্ধব ও পিপূল প্রত্যেক ১ পোয়া, বমানী ১১ সের,
ইহুগুড় ৩৬ সের মিশাইবে (কেহ উক্তদ্রব্য সহ বমক রসে পাক করেন) যাত্রা
১০ তোলা শীতলজল সহ পান করিবে। ইহা দ্বারা মূত্রকৃচ্ছ, মেচ, যোনিশূল ও বাতরক্ত
ওজ্বতি আরোগ্য হয়। ইহা মল ভেদক।

বলায়ত ।

বেড়োলামূল, কুল আতির শাঁস, যষ্টিমধু, গোহুর, শতমূলী, বৃগাল, কেতুর, গোহুর-
নীচ, হরী, শালগনি, ভূমিকুম্মাণ্ড, অম্বগন্ধা, চাকুলে, গোরকচাকুলে ও সূর্যমাক্ষিক
সুহৃদীশপান (কাকোদী, কীটাকোদী, জীবক, অম্বভক, বৃগানি, মাষাগী, মেদ,
মহানদ, শুসক, কাঁবড়াশুঙ্গী, বংশগোচন, পদ্মকাঠ, পুওরিয়া কাঠ, অজি, কৃষ্ণি, ত্রাণা, ভীবন্তী,
যষ্টিমধু) মিলিত ১২ সের, দ্রুত ৮ সের, দ্রুত ৩২ সের, শুড় ১২২ সের। প্রথমে ৩২ সের
দ্রুত, ৬৪ সের জল, শুড় ও দ্রব্যগুলি পাক করিবে এবং ৬৪ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া
থাবে। এই কাথজলসহ এবং উক্ত কঙ্কদ্রব্য সহ দ্রুত পাক করিবে। যাত্রা ১০ তোলা
কিঞ্চিৎ মধু ও ১ পোয়া দ্রুত সহ পান করিবে। ইহা বাতমূত্রকৃচ্ছ নাশক ও
শমায়ন।

মূত্রকৃচ্ছান্তক রস । (বাতকৃচ্ছ)

পারদ, গন্ধক, স্বৰ্ণ, বৈক্রান্ত (দক্ষদীর্ঘক অভাবে—বরাটভয়) প্রত্যেক সমভাগ, চাণ্ডালী
এবং রাসসীর রসে ২ প্রহর মর্দন করিয়া গোলাকার এবং শুষ্ক করিয়া ঘূঁটের আওনে
১ দিন মহাপুটে পাক করিবে। যাত্রা ২ রতি। অহুশান—মধু।

শুভ্রকৃত্তিকাস্থি স্নান।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অল, বক, ছত্রালতা, ধবকাই, গোক্ষুরবীজ ও হরীতকী প্রত্যেক সমভাগ। সুতলাসের সঙ্গে, তুণ পঞ্চমূলের কাথে, গোক্ষুরের কাথে পৃথক ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। মধুস্বাদা মর্দন করিয়া সেব্য। ঔষধ সেবনান্তে পক্ষ মধুতুণের ক্ষণচূর্ণ ১০ আনা মধুস্বাদা মেহন করিবে।

পথ্য—ছাগ ছত্র, চিনি, ইন্দুরস প্রভৃতি। ইহাতে খাতবর্জক বাবতীয় জব্য অসপথ্য।

শিত্তক দ্ব্যস্তকৃত্তিক চিকিৎসা।

ইহাতে সেক, অবগাহন, শীতল প্রাণণ, সশর্করসম, উত্তর বজ্রি, হৃদয়বিকৃতি, জাফা ভূমিকুয়াও রস, ইন্দুরস ও দ্রুত প্রভৃতি হিতকর।

ভূলা পক্ষপদ্যুলের কক্ষাস্থি—পান করিলে শিত্তকরুচ্ছ আবেগ্য হয়। এই কক্ষাস্থি উত্তরবজ্রি দেওয়ার বিধান আছে। তাহাতে বস্তি বিপুল হয়।

শতমূল্যাদি কক্ষাস্থি।

শতমূল্য, কুশমূল, কাশমূল, গোক্ষুর, ভূমিকুয়াও, শালিমূল, ইজুমূল ও কেশর ইহাদের কাথে মধু ১০ সিকি ও চিনি ১০ সিকি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, শিত্তকরুচ্ছ আবেগ্য হয়।

হরিতক্যাদি। (কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে)

হরীতকী, গোক্ষুর, শোণাগুল মজ্জা, পাথরকুচি ও ছত্রালতা, ইহাদের কাথে ১০ তোলা মধু মিশাইয়া ঔষধ থাকিতে পান করিলে দাহ এবং বেদনামুক্তমূত্ররুচ্ছ নষ্ট হয়।

মুষ্টিশোণ। যথা।—ওড় ও আমলকী সমভাগ শীতলজল সহ কিংবা কাঁকড়বীজ, যষ্টিমধু ও দারুকারিত্রা প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, ১০ আনা মাথায় তুলোদক সহ, অথবা কেবল দারুকারিত্রার চূর্ণ ১০ আনা মাথায় আমলকীরস (অভাবে আমলকী ভিজান জল) ও মধুসহ পান করিলে শিত্তকমূত্ররুচ্ছ আবেগ্য হয়।

শতাবরী স্নাত।

স্নাত ১/৪ সের। কদার্ব—শতমূল্য, কুশমূল, কাশমূল, গোক্ষুর, ভূমিকুয়াও, ইজুমূল, আমলকী মিলিত ১/১ সের, হুস্ত ১৩ সেব, জল ১৩ সের। হুস্ত ও চিনি অল্পপান ১০ তোলা মাথায় সেবনীয়।

ত্রিশেন্দ্রাখ্য স্নান।

বক, পারদ ও গন্ধক সমভাগ, হরী, যষ্টিমধু, গোক্ষুর ও শিমূল মূলের রসে লৌহপাত্রে মর্দন করিয়া মৌলিক করিবে এবং শুক করতঃ সুশাবদ্ধ করিয়া পক্ষগুটে পাক করিবে। পরে মিলিত ঐ সমস্ত জলের কাথে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অল্পপান—ঐ সকল জলের কাথে। প্রাতঃকালে শুষ্কতল জল পান করিবে।

বহুলাঙ্গা লৌহ ।

বরুণ ছাল ১৬ তোলা, আমলকী ১৬ তোলা, ধাইফুল ৮ তোলা, হরীতকী ৪ তোলা, গোকুর ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা, অত্র ২ তোলা, জল দ্বারা নাড়িয়া ৮০ আনা বটা করিবে । শীতল জল বা অজ্ঞাত মূত্রকারক জব্যের রস বা কাথ সহ সেবা । এই ঔষধ নামাদের মনোনীত নহে । ইহা মূত্ররোধ ও অন্ত্রী নাশক বলিয়া লিখিত আছে ।

সুহৃৎ প্রাত্যাদি কক্ষাশ্র—আমলকী, জাফা, ধটিমধু, ভূমিকুন্ডা, কুশম্বল, গোকুর, কৃষ্ণকুম্ভ ও হরীতকী । ইহার কাথে ৪০ তোলা চিনি মিলাইয়া পান করিবে । ইহা অতিশয় মূত্রকারক ।

নিম্নলিখিত কাথসহ স্নেহ সিন্দুর ২ রতি করিয়া ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল লাভ হয় । যথা—ভূমিকুন্ডা, গোকুর, ধটিমধু ও নাগকেশর । ইহাদের কাথে মধু ৪০ তোলা একেপ দিয়া পান করিলেও ফললাভ হয় । পুরোক্ত গোকুরাদি সেহও ইহাতে প্রয়োগ করিবে । মূত্রাঘাতে এবং অন্ত্রীতে বক্ষ্যমাণ ঔষধ অবহাতে মূত্রকৃচ্ছ ও অন্ত্রীতে বাতীয় পিত্তবর্ধক জব্য অপব্য ।

কক্ষপ্রধান মূত্রকৃচ্ছ, চিকিৎসা ।

মধু ও কদলীমূলের রসের সহিত ছোটএলাচি চূর্ণ ৩ রতি মাত্রায় পান করিলে কক্ষ নষ্ট হয় ।

যোগসহ শালিকশাক বীজ চূর্ণ ৮০ আনা মাত্রায়, তুণোদক, পাথরকুচির পাতার রস অথবা গোকুর কাথ সহ বিদ্রুম যোগ ৩ রতি মাত্রায় কিম্বা গোকুর ও শুঠের কাথ পান করিলে কক্ষ নষ্ট হয় । বিদ্রুম যোগ সর্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ ও মূত্রাঘাতে অমুপান ভেদে ব্যবহৃত হইতে পারে ।

বিদ্রুম যোগ ।

খর্বসিন্দুর ১ তোলা ও প্রৈবাল ১ তোলা । মাত্রা ৩ রতি । কেহ ২ খর্বসিন্দুর স্থানে খর্বসিন্দুর ব্যবহার করেন ।

এলাচি কাথ ।

এলাচি, পিপুল, ধটিমধু, পাথরকুচি, মেথু, গোকুর, বাসক ও এরণ্ডমূল । ইহাদের কাথে শিলাজতু ৩ রতি চিনি ৮০ আনা একেপ দিয়া পান করিলে কক্ষ নষ্ট হয় ও অন্ত্রী বর্ধিত হয় ।

এলাঙ্গীরা।

মুখ ১/২ পোয়া, স্বভাব তোলা, শোষিত কিং চূর্ণ ১ রতি, ছোট এলাচি চূর্ণ ৩। ৪ রতি একত্র মিশাইয়া পান করিবে। ইহাতে কফকৃচ্ছ, মেহ, বৃশসর্পিণী মেহ, মূত্র ও তক্ত দোষ প্রশমিত হয়।

ত্রিকটুদি প্রয়োগ।

ত্রিকটু, ত্রিকলা, মূতা, শুণ্ডুল, স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক সমভাগ, ভণে মর্দন করিয়া ৪৫ রতি বটী করিবে। অল্পপান—গোক্ষুরের কাথ। কেহও স্বর্ণমাক্ষিক স্থানে মধু প্রয়োগ করেন কিন্তু তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। ইহাতে প্রমেহ, পানর, মূত্রকৃচ্ছ, মূত্রাশাত ও অশ্মরী আরোগ্য হয়।

পূর্বোক্ত গোক্ষুরাদ্য লেহ, এলাদি চূর্ণ ও সর্বতোক্তাদ্যবতী কফকৃচ্ছ প্রদোষ করা যায়। মারিতপুটিত মোহঃম ১ রতি মোহ পায়ে মধুসারা মর্দন করিয়া ৩ দিন লেহন করিলে কফকৃচ্ছ নষ্ট হয়। কটকাণীর স্বরস মধুসহ পান করিলেও কফ দূরিত হয়।

সান্নাসাহি যোগ।

সান্নাসাহি, ইন্দীবর বীজের শাঁস, গোক্ষুর, ত্রিকটু, ছোট এলাচি প্রত্যেক সমভাগ, বাজ্রা। সিকি। মধু দ্বারা নাড়িয় গোমূত্র সহ সেবন বিধি। কেহও ছোট এলাচি স্থানে বিড়ঙ্গ ও ইন্দীবর বীজ স্থানে কুলেব বীজ প্রদান করেন।

অবস্থানিশেষে শোথের প্রাবণ্যক ঔষধ সমূহ ইহাতে প্রয়োগ করিবে। তাহাতে বাতির এবং লিঙ্গের শোথও প্রশমিত হইবে। শিলাগ্রভু দটিত পূর্ণচন্দ্র রস কফকৃচ্ছ, ভৃগুপকৃষ্ণের বয়স সহ পান করিলে বিশেষ উপকার হয়। এইরোগে কফবর্জক দ্রব্য অশ্লথ্য।

অতিষাত্ত মূত্রকৃচ্ছ বাতক মূত্রকৃচ্ছের জায় চিকিৎসা করিবে। বাতব্যাধির নান্যরূপ তৈলাদি বিভিন্নরূপে মর্দন করিয়া যবকার দটিত মূত্রকারক ঔষধ পান করিলে অতিষাত্ত কৃচ্ছ আরোগ্য হয়।

পূরীষজ মূত্রাশাত বায়ু শলক, বেদ, বিরেচক চূর্ণ প্রয়োগ, বিষ্ণু তৈলাদি দ্রব্য মেত্ৰ্যজ ও বস্ত্রিভোগী হিতকর। ইহাশেষে বাতক মূত্রকৃচ্ছের চিকিৎসা করিবে। পেটে আশ্রয় না থাকা হইলে ভাস্কর্যসংলবণ বর্জ্যক্ষার প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে বিরেচক ঔষধ উপকারী। গোক্ষুর বীজের কাথ যবকার ১০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পূরীষজ কৃচ্ছ আরোগ্য হয়।

অশ্মরী ও শর্করা জনিত মূত্রকৃচ্ছ বাতজ ও কফজ মূত্রকৃচ্ছের চিকিৎসা করিবে। অশ্মরী ও শর্করা নিষারক ঔষধ ইহার মহৌষধ। পাথর কুচির কাথ পান করিলে অশ্মরীক মূত্রকৃচ্ছ আরোগ্য হয়।

গোক্ষুরাদি ক্কাথ ।

গোক্ষুর, শোণালুকস মজ্জা, কুশম্ব, কাশম্ব, ছরান্ডা, পাণ্ডুরকুটিপাতা ও বরীতকী
হাদের কাথে ৪০ তোলা মধু মিশাইয়া পান করিলে অশ্মরী ও শর্করামূত্রক্কে
আরোগ্য হয় ।

বস্ত্রজমূত্রক্কে, পিত্তজমূত্রক্কে য কায় চিকিৎসা করিবে ।

ওরুনিবন্ধনিত মূত্রক্কে শিলাজতু মধুসহ লেহন করিবে । অশ্মরী ও মূত্রাঘাতের
মধম ইহাতে প্রযোজ্য ।

অশ্ম মূত্রাঘাত চিকিৎসা ।

মূত্রগত-ব্যাধিসামান্য্য হেতু মূত্রক্কে অশ্ম মূত্রাঘাত চিকিৎসা কথিত হইয়া
থাকে । এই ব্যাধি অত্যন্ত বাতপ্রধান এবং মূত্রাশয়স্থিত কুপিত বায়ুই ব্যাধির প্রধান
হেতু । বাতহাতে বস্তিদেশস্থ বায়ুর অহুগোমন হয় ইহাতে তাহা অবশ্রু কর্তব্য । ইহাতে
তলপাতাল বিশেষ উপকারী । মূত্রাঘাতে, মূত্রবন্ধতা অদিক—কৃষ্ণব কম, মূত্রক্কে কৃষ্ণ
মদিক—মূত্র বিবন্ধতা কম । ইহার চিকিৎসা প্রায় সমান । এই ব্যাধি ত্রয়োদশ
প্রকার ।

ইহাতে উত্তর বস্তি, বস্তি ও স্রষ্ট বিরেচন হিতকর । অবহাবিশেষে বাতমূত্রক্কে
ঔষধ সমূহ ইহাতে প্রয়োগ করিবে । মূত্রপ্রবর্তক অথচ বায়ুনাশক সমস্ত ক্রিয়াই ইহাতে
হিতকর ।

অশ্মবীর বীজতন্ত্রাদিগণের কাথ সহ সহ শিলাজতু পান করিলে মূত্রাঘাত
আরোগ্য হয় । গোদালিখালতামূল, স্কৃত, তৈল ও ঘোল সহ পান করিলে মূত্রদগ্ধাত
ভিন্ন ইহা প্রসার হয় । জলদ্বারা অশোকবীজ এবং ঘোসদ্বারা ব্রহ্মজটা (শিবজটা)
মূল বাটিয়া ঘোল সহ পান করিলে মূত্রাঘাত ও অশ্মরী আরোগ্য হয় ।

লিঙ্গের রক্তে কোমল ছরীকাও বাবা কর্পূর রক্তঃ প্রবেশ করাইয়া দিলে যাত প্রসার
হইয়া থাকে । তেলাকুসার মূল কাঁজি দ্বারা বাটিয়া বস্তি এবং নাভিনেপে প্রলেপ দিলে
মূত্রবিবন্ধতা নষ্ট হয় । কাঁজি এবং সৈন্ধব অহুপানে স্বর্ণসিন্দূর পান করিলে মূত্রাঘাত
আরোগ্য হয় । ৪ তোলা কুম্মাণ্ড রসে ১৭ আনা বৎকার ও ৩০ আনা পুরাতন ইক্ষুভুড়
প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে মূত্রাঘাত, শর্করা ও অশ্মরীর শান্তি হয় ।

শিলাজতু যোগ ।

দশমূলের কাথে শিলাজতু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাত কুণ্ডলিকা, বাতবস্তি
ও অশ্মরী আরোগ্য হয় । বস্তিনেপে নান্নাশ্রয় তৈলাদিক বিশেষ
উপকারী ।

শাস্ত্রাগোক্ষরূপত।

ধনে ও গোমুত্র এই উভয়ের কাষ ও বহু দ্বারা যথাবীতি দ্রুত পাক করিয়া পান করিলে মুত্রাঘাত এবং মুত্র ও শকটদোষ আবেগ। ৮৭।

উল্লীহান্য তৈল।

তৈল ১/৪ সের, কাথাল—ফল-পত্র দুগ সহিত গোমুত্র ১২৫ সের, জল, ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, বেগুন ১২৫ হোত্র, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, ঘোল ৪ সের। ককার্থ—বেগুন, তণ্ডুলগু, বড়, বটিমধু, রক্তচন্দন বহেড়া, হরীতকী, কণ্টকারী, পন্নকটি, উৎপল, অনন্তমূল, বেড়েলা, অম্বগড়া, দলমূল, শতমূলী, ডুম্বিহুগু, কাকোলী, গুলক, গোরক্ষ-চাকুলে, গোক্ষুর, গুণ্ডা, যেত বেড়েলামূল ও মোরী প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল বহির্দেশে মাশিষ করিলে মুত্রাঘাত, অম্বরী ও মুত্রকুল আবেগ। হয়। ইহা বাতপিত্ত নাশক।

সুক্রমা কুন্ডলীকৃত।

দ্রুত ১/৮ সের, এরও তৈল ১/৪ সের, শুড় ১০৬ সের, কাপাথ—পূনর্ব্বা ১০০ পল, দলমূল, শতমূলী, বেড়েলা, অম্বগড়া, গুণপকমূল, গোক্ষুর, শালপানি, গোরক্ষ চাকুলে, গুলক, যেতবেড়েলামূল, প্রত্যেক ১০ পল, জল ২ হোল, শেষ ৩২ সের। ককার্থ—বটিমধু, আনা, জাফা, সৈন্ধব, পিপুল প্রত্যেক ২ পল, যমানী ১/৪ সের। এই দ্রুত—মুত্রাঘাত, মুত্রকুল, মেট্র, শূল, গোলমূল, কোটিলস্ত ও মলকারিজে প্রযোজ্য। ইহাতে অম্বরীর বক্রণাদ্য তৈল, বীজতন্না তৈল, বক্রণশূত ও কুলখাদ্য শূত এবং দাতব্যাবির চিষ্টাননি চতুর্শূত প্রভৃতি উপকারী। মুত্রকুলের রসঘটিত ঔষধ অবস্থাবিশেষে ইহাতে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে বাতবর্জক, ধারক ও শুকপাক দ্রব্য অপর্য্য।

অষ্টীনা চিকিৎসা।

ইহাতে কুণ্ডিত বায়ু কর্তৃক মুত্রাশয় ও শুমনাড়ী ক্ষীত ও বদ্ধ হইয়া গ্রহি উৎপাদন করে। অষ্টীনার গুর্ভোক্ত শিগাজ্জ্যোপ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে বক্রক্ষান্ন চিনির জল বা কাঁচি সহ সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। বহির্দেশে নান্নাশ্রণ তৈল ও উল্লীহান্য তৈল মর্দন, এবং স্নাতকোত্তর চিষ্টাননি প্রভৃতি ঔষধ সেবন হিতকর। ইহাতেও অবস্থাবিশেষে মুত্রকুলের ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যদি উপরি লিখিত ক্রিয়া দ্বারা মুত্রমল নিঃসরণ না হয়, তবে উত্তর বস্তি, বস্তি এবং সিক্ত বিবেচন ক্রিয়া দ্বারা নিঃসারিত করিবে। বহির্দেশে তীব্র বেদনা থাকিলে, সৈন্ধব লবণ কাঁচিতে গুলিয়া গরম করতঃ তদ্বারা বোতল বেদ দিবে। সৈন্ধব লবণের পটি বিশেষ হিতকর। শতমূলী, পাপরকুটি প্রভৃতি মুত্রকারক দ্রব্যের রস সহ ঔষধ সেবন করিবে।

বাতবস্তি চিকিৎসা

মূত্র বেগ দারণ রক্ত ইহাতে একেবারেই মূত্রসংরোধ হয়। ইহা অত্যন্ত কষ্ট দায়ক। ইহার চিকিৎসা অষ্টলার দ্বারা। ইহাতে বাত প্রলেপ, টৈতল বর্জন, বৃদ্ধবেদ প্রভৃতি হিতকর। সৈন্ধবদ্রব্য কীভাবে শুলিয়া বস্তিদ্রবে তাহার গুটি লাগাইলে বিশেষ উপকার হয়। মোরা এবং গোঁদা ফুলের পাতা কাঁচি সহ পেয়ণ করিয়া বস্তিতে প্রলেপ দিলে মূত্ররোধ নষ্ট হয়। সৈন্ধব, ত্রিকম্বা কাঁচুফলী সমভাগে চূর্ণ করিয়া ১০ আনা মাত্রায় উষ্ণ জল সহ পান করিলে মূত্র নিঃসরণ হয়। বাত প্রযোগে প্রস্রাব না হইলে তারকৈশ্বর্য প্রভৃতি ঔষধ শতমূলীর রস প্রভৃতি সহ ব্যবহার করিবে।

মূত্রাতীত চিকিৎসা

দীর্ঘকাল মূত্রবেগ দারণ করিলে প্রস্রাব সম্বর হয় না অথবা ধীরে ধীরে হইলে তাহাকে মূত্রাতীত বলে।

শিলাজতু—চিনি ও কর্পূর সংযুক্ত করিয়া লেহন করিলে মূত্রাতীত ও মূত্রজঠর আকোণ্য হয়। এই রোগ অত্যন্ত কঠিন বা বষ্ট দায়ক নহে। কিন্তু উপেক্ষিত হইলে কালান্তরে ইহা হঠাৎ অজ্ঞাত মূত্রাতীত উৎপন্ন হইতে পারে বিষয় সাবধান হওয়া অর্ন্তব্য। ইহাতে বেগ দারণ একেবারে নিষিদ্ধ। বাতকুলিকার প্রস্রাবকারক ঔষধ সমূহ ইহাতে যথাবোধ্য ব্যবহার করিবে। মূত্রোৎসঙ্গের চিকিৎসা ও এই চিকিৎসার অনুরূপ।

মূত্রজঠর চিকিৎসা

মূত্রের বেগ রক্ষা করিলে অগ্নান বায়ু দুই হইয়া উদরকে পরিপূর্ণ করতঃ নাতির নিরদেশে তীব্র দাতনা উপস্থিত করে।

ইহার চিকিৎসা বাতবস্তির তুল্য। মূত্রাতীতের শিলাজতু যোগ ইহাতে প্রয়োগ করিবে। বেগরোধ হেতু এই ব্যাধি উৎপন্ন হয় সুতরাং ইহাতে বেগদারণ একেবারে নিষিদ্ধ। মূত্রাতীত যাজেই কমলা লেবুর রস, এবং কাগজিলেবুর রস মিশ্রিত মিশ্রিত পানক পানীয় হিতকর।

মূত্রক্ষয় চিকিৎসা

এই রোগ বাতপিত্তজ দাহ ও বেদনা বৃদ্ধ। ইহাতে বস্তিদ্রবে তাম্বুলানি তৈলেন্দ্র অভ্যাস করিয়া নাভিদেহ পর্যন্ত শীতল জলে ডুবাইয়া রাখিবে। শ্বেতচন্দনদ্রব্য চিনিযুক্ত করিয়া তণ্ডুলোদক সহ পান করিবে। শূতশীতল দ্রব্য সহ অন্ন ভোজন করিবে। পিত্তর শূতশীতল ব্যবহার ক্রিয়াই ইহাতে হিতকর। মৃণাল, মিশ্রিত জল, শতমূলীর রস, বেদনারস, কিসমিস প্রভৃতি সুপথ্য। ইহাতে ভদ্রাবহ দ্রব্য ও বিন্দাকী মূত্র বিশেষ উপকারী।

ভ্রমাবহ যত।

স্বত ১/৪ সের, কাথার্থ—আকনাদি, পাকসহাল, বেও পুনর্বী, রক্ত পুনর্বী, কুমিকুম্বাও, কুশমূল, কালমূল, ইক্ষুমূল, গোবর, পাথানভেদী, বারাহীকন্দ (অভাবে কুমিকুম্বাও) শালিমূল, শরমূল, ভট্টাওক (অভাবে—রক্তচন্দন) শিরীষ মূলের ছাল মিলিত ১/৪ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬। কথার্থ—শিলাজতু, হলিমধু, নীলোৎপল, কাকোদী, শঁয়ার বীজ, কুম্বাও ও কাঁকড় বীজ মিলিত ১/৪ সের। ইহাতে মূত্রকর ও উষ্ণবাত আরোগ্য হয়।

বিদারী যত।

স্বত ১/৪ সের, কাথার্থ—কুমিকুম্বাও বাসক, হুই মূল, টাবালেবুর মূল, পঞ্চকুল, পাথান ভেদী, কস্তুরী, আকনমূল (অথবা বরকুল) গজপিপুল, চিতামূল, পুনর্বী, বচ, রাসা, বেড়েল, গোবরচাতুলে, কেশব, মৃগাল, পাণিকল, কুম্বামলকী, শালপর্ণ্যাদি-পঞ্চমূল ও তৃণপঞ্চমূল প্রত্যেক ২ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, শতমূলীরস ১/৪ সের, আমলকীর অংশ ১/৪ সের, তথ ১/৮ সের। কথার্থ—হলিমধু, পিপুল, ত্রাফা, গাভারী, পুরুষকল, ছোটএলাচি, ছাগলভা, মেনুত, কুস্তুর, নাগকেশর এবং জীবনীয়াদিক প্রত্যেক ২ তোলা। অমুশান—চিনি ও হুই। ইহাতে মূত্রকর, উষ্ণবাত এবং বাবতীর পিত্তপ্রধান মূত্রাঘাত আরোগ্য হয়। ইহা যোনিদোষ, শুক্রদোষ ও রজোদোষেও ফলপ্রদ। ইহাতে শতমূলীর রস সহ ব্রহ্মবাত চিন্তামণি বিশেষ উপকারী। মূত্রাঘাত ও মূত্রকৃচ্ছের মূত্রকারক দ্রব্য যোগ সকল ইহাতে প্রয়োগ করিবে। উষ্ণবাত চিকিৎসাও এই ব্যাধির মূত্রকর—কোনও ভেদ নাই।

মূত্র গ্রন্থি চিকিৎসা

অস্ত্রবস্ত্র মূলে শুষ্ককারক সাহেতরকট প্রভৃতি। তদ্বাছরে ইহাকে রক্তগ্রন্থি বলে। এই রোগ অত্যন্ত কঠিন। ইহার চিকিৎসা পিত্তপ্রধানরূপে হয়। ইহাতে অঙ্গরূপ বক্রণ হৃত ও কুশীল্য হৃত বিশেষ ফলপ্রদ। রসনিম্বুভুক্ত বক্রকাকার কাঁজি সহ পান এবং রক্তপ্রবাহের বন্ধাযোগ্য ঔষধ ইহাতে কল্পনা করিবে। মূত্রকৃচ্ছের গোক্ষুরাদ্যবলেহ ও উল্লীজাদি তৈলেন্দ্র অভ্যাস প্রয়োগে ফলপ্রসূত হইবার সম্ভাবনা। নিশাদল, সোরা, বজ্রফল, বা গৈলবের পটি বস্তিদেপে ধারণ করিলে উপকার হয়। ইহাতে আশ্রয় দ্রব্য সেবন এবং আশ্রয় ক্রিয়া নিষিদ্ধ।

মূত্র শুক্র চিকিৎসা

মূত্রবেগ অবস্থায় জীর্ণকর করিলে শুক্র বায়ু কর্তৃক স্থান ছাড় হইয়া উর্দ্ধগামী হয়। ইহাতে শুক্র দূষিত হয়, সুতরাং শুক্রদোষ নাশক ঔষধ ব্যবহার করা কর্তব্য। পুরোক্ত বিদারী যত ইহার মধৌষদ।

চিত্রকান্দ্য সূত্র । (গুজদোষ, ঘোমিদোষ ও মূত্রদোষ নাশক ।)

সূত্র ১৬ সের, তদ্ব্যর্থ—চিত্তমূল, অনন্তমূল, বেড়েলা, তগরপাছকা, জাফা, রাখালশলা, পিপুল, চিত্রকল, (রাখালশলাভেদে অভ্যন্তে—রাখাল শলা) বট্টিমধু, আমলকী প্রত্যেক ২ তোলা, পার্কার্ব—জল ৬৪ সের, দুগ্ধ ৩৩ সের, মাক্কা ৪০ তোলা । অল্পপান—বংশলোচনচূর্ণ ১০ আনা, চিনি ১০ আনা ও দুগ্ধ ১/৮ পোখা । ইহাতে দাতরোহঃ পিত্তরোহঃ, মেঘরোহঃ, রক্তরোহঃ, গ্রহিরোহঃ, গুজদোষ, ঘোমিদোষ, মূত্রদোষ, প্রসন্ন ও মূত্রশূন্য আয়োগ্য হয় । ইহা জীবনীক, বুধ্য ও দর্ভগ্রহ । মৈথুনামিকা হেতু জীর্ণমনের পর ষাটাবের লিপ্তহার হইতে রক্তপ্রাব হয় তাহার মৈথুন ত্যাগ করিয়া জীর্ণমীর ও বৃহদীর এই সূত্র পান করিবে । বিন্দোস্ত্রী সূত্র এই অবস্থার ফলপ্রদ ।

এইরোগে পূর্ণচন্দ্র রাস ও সর্ষপকোষাদ্রাবস্তী প্রয়োগ করিবে ।

ইহাতে যেত চন্দ্রনের কাথ চিনি সহ পান করিলে উপকার হয় ।

এই রোগে জীর্ণমন, বেগবারণ—বিশেষতঃ মূত্রবেগ হইলে জীর্ণমন অতীব দুষ্কীর ।

মূত্রসাদ চিকিৎসা

যদি পিত্ত বা কফ অথবা পিত্ত ও কফ বায়ু কর্তৃক গাঢ় হয় তবে নানা বর্ণের ঘন মূত্র নিতান্ত কষ্ট ও দাহ সহকারে অল্প পরিমাণে নির্গত হইতে থাকে ।

এই রোগ অত্যন্ত কঠিন । এই ব্যাধি ত্রিদোষজ হইলেও পিত্ত ও মেঘের অংশই অধিক লক্ষিত হয় । মূত্রকে তরলীকৃত করিয়া দোষ প্রশমন করাই ইহার চিকিৎসা । এই রোগে আশ্বের জ্বা বা আশ্বের ঔষধ, গাঢ়—অথবা কঠিন জব্য সেবন একেবারে নিষিদ্ধ ।

ইহাতে ব্রহ্মক গোমুস্তাদি লেহ প্রবেহের কুস্তাদি চোহ ও মোহ-কুস্তাস্তক রাস হিতকর ।

গোমুস্ত ও শতমূলীক কবার—যেতচন্দ্রন, গোমুস্ত ও শতমূলীর কাথ—বেনামূল, গোমুস্ত তেজপাত ও যেতচন্দ্রন—ইহাদের কবার পান করিবে ।

ব্রহ্মজাতচিস্তামণি বা অকল্পকর উক্ত কাথ সহ পান করিলে এবং উশ্বীন্দ্রাদি তৈল বস্ত্রিদেশে মাশিশ করিলে ফলপ্রাপ্ত হয় । মূত্রক্লেদে রস ঘটত ঔষধ ইহাতে বখাযোগ্য ব্যবহার করিবে ।

বিড় বিঘাত চিকিৎসা

ইহাতে কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়া বিঠা উর্জসায়ী হইয়া থাকে এক মলাশয় তড়িত হয় । এই রোগ উর্জসত বায়ুর কাণ্ড । স্তম্ভায় বায়ুকে অধোগত করাই ইহার চিকিৎসা । বায়ুর পল্লেশমনার্থ উদাবর্ত কথিত ঔষধ সকল বখাযোগ্য প্রয়োগ করিবে । কোষ্ঠ তড়ির

নিম্নোক্ত দ্রবী হরীতকী, হরীতকী খণ্ড প্রভৃতি ব্যবহার করিবে। বায়ুর অম্লোৎসর্গ তমপেটে, মাথার এবং পেটে স্নানার্থে তৈল বা তৈলীভাদি তৈল মাশিণ করিবে। চিকিৎসার্থে চতুর্দশ, ব্রহ্ম রাত চিকিৎসার্থে বা তৈলীভাদি তৈল এবং কাঁচি সহ স্নানার্থে প্রস্তুত করা বুদ্ধি প্রয়োগ করিবে। প্রত্যহের ভ্রম স্নানার্থে ও বায়ুনাশক জগদ্বৈদ্যের তৈলীভাদি রস, বিক্রম যোগ বা স্নান সিন্দূর ব্যবহার করিবে। ইহাতে কদাচ কক্ষ-প্রাণ ব্যবহার করিবে না। পরিপাক শক্তি থাকিলে অথবা বিশেষে গৌরুভাদি স্নান ব্যবহার করা যায়। ইহাতে ছত্র, ঘোষ, মিষ্টাখাদ দধি, ইক্ষুর রস, মিশ্রিত পান্য, বেদাখ-রস, নানাবিধ স্নানীয় স্নানকর, কিস্মি, আলু বোম্বার টক ও কানজি লেবু, কমলা লেবু, পেঁপে প্রভৃতি সুপথ্য।

বন্তিকুণ্ডল চিকিৎসা

ইহাতে বন্তি স্থান হইতে উদ্ধৃত হইয়া এবং পার্শ্বে গমন করে। এই রোগ অত্যন্ত যজ্ঞদায়ক এবং ছঃসাধ্য। প্রায়শঃ অভ্যাস, ক্ষীণ, অতিশয় বেগে পথ পর্বটন ও অতিরিক্ত ভ্রমণে এইরোগ উৎপন্ন হয়। ইহা বাতপ্রধান পিত্তাধিত হইলে দাহ ও মূত্রবিবর্তন থাকে; স্নেহাধিত হইলে বন্তিদেহে শোণ এবং মূত্র শুভ্র ও ঘন হয়। বন্তিকুণ্ডলীভূত হইলে—পিপাসা, মোহ ও শ্বাস হইয়া থাকে। স্নেহাধারা বন্তুম্ব অবস্থ হইয়া ইহার মধ্যে গায়ু কুণ্ডলাকারে অবস্থিত করিলে ঐ অবস্থাকে কুণ্ডলীভূতবন্তি বলা যায়।

এই রোগে নাভির অধোদেশে ক্ষীণ করিলে অল্প মূত্র নির্গম হইয়া থাকে।

বাকডুম্বরের মূল ও তৈলকন্দ (কন্দজাতীয় বৃক্ষ বিশেষ) বৃক্ষের মূল এবং যবজার, কাজলা ইক্ষুর দ্বারা পেষণ করিয়া কাজলা ইক্ষু রস সহ পান করিলে বন্তিকুণ্ডল আরোগ্য হয়।

ভারিকেশ্বর রস।

রসসিন্দূর, অত্র, গন্ধক প্রত্যেক সমভাগ মধুধারা ১ দিন মর্দন করিয়া ৩ রাত বটা করিবে। অম্লপান—মধু। ঔষধ দেবনাভে পাকা বজ্রমূলে-ফল চূর্ণ ১০ তোলা মধুধারা সেহন করিবে। ইহাতে বন্তিকুণ্ডলিকা ও বন্তিকুণ্ডল প্রভৃতি আবেগ্য হয়।

সমুদ্রলোকেশ্বর রস।

পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ৪ ভাগ একত্র পেষণ করিয়া কড়ির মধ্যে পুরিবে। পরে পারদের চতুর্থাংশ সোহাগা, ছত্র দ্বারা পেষণ করিয়া তদ্বারা কড়ির মূল অবরুদ্ধ করতঃ শন্যবধর (শর) মধ্যে পুরিয়া মূল বদ্ধ করতঃ পুটপাক করিবে। শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া

ঔষধ সেবন কথন: ৪ রতি যাত্রে ব্যবহার করিয়ে। এই ঔষধে কেহর পানদ স্থানে রসসিন্দূর গ্রহণ করেন। ইহা যক্ষ্মিন্দু হইলেও কোন পুষ্ণকে লিকণ পাঠ দৃষ্ট হয় না। আমরা রসসিন্দূর গ্রহণ করিয়া পাতি। অল্পান—যতিত, জাতীয়, জাতিকল ও চিনি একত্র সেষণ করিয়া ছাগদুগ্ধ সহ পান করিবে। এই ঔষধ কফাকুগত বক্তিকুণ্ডলে প্রযোজ্য। ইহা অল্প প্রকার অল্পানে বাতীয় মূত্রাধাতেই প্রযুক্ত হইতে পারে।

সৈন্ধব, কাঁচি ও দ্বিফলাভল সহ রসসিন্দূর পান করিয়া স্বত অল্পান করিলে বক্তিকুণ্ডল ও মূত্রাবাত আরোগ্য হয়।

গোক্ষুর, এতগুণ ও শমুদীপাদিত অথবা তুণাকমূলসানিত চক্ক ইক্ষুগুড় মিশাইয়া পান করিলে বিশেষ ফলোদয় হয়।

যুক্তাছে দে সকল পথ্যাপথ্য নির্দিষ্ট ইঙ্গাছে ইহাতেও তাহার পথ্যাপথ্য। ইহাতে ব্যবতীয় বাস্তুর্জক অন্নপান ও ক্রিয়া সহিত কর।

অশ্মরী চিকিৎসা

অশ্মরী ৪ প্রকার। এই রোগ মাজেই ককাশয়।

বাতাশ্মরী চিকিৎসা।

বক্ষণ, ছাল, তঁঠ ও গোক্ষুর, ইহাদের কাখে বর্ষকাব ও শুড় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতাশ্মরী আরোগ্য হয়।

বীরতরাদিগণের কথ্য অথবা তদ্বাচা স্বত, তৈল প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিলে মূত্রাধাত, অশ্মরী ও শর্করা আরোগ্য হয়।

বীরতরাদিগণ। যথা—শরমূল, পীত্বিকটী, নীলকিটী, উল্লমূল, রাসনা, নদা-মূল, শুলক, (অথবা হোগল মূল) কুশমূল, কাম্বুল, পাণর কুচি, ইক্ষুমূল, জোলাক, দাতিভঁড়, জলটে, বকপুষ্ণ, গণিচাবী, নীলপল্ল, গোক্ষুর ও কড়ই ছাল।

কেহর বীরতরাদিগণ পাঠ না করিয়া বীরতরাদিগণ পাঠ করুন এবং বীরতর শব্দে অছুন বৃক্ষ অর্থ করিয়া থাকেন। বাগ্‌ভটে—যে বীরতরাদিগণ লিখিত আছে তাহার সহিত ইহার ঐক্য হয় না, কিন্তু ইহা চক্রদত্তে উদ্ধৃত আছে।

শুষ্ঠ্যাদিকষায়। যথা।—তঁঠ, গণিচাবী, পাণাণভেদী, মঞ্জিনা ছাল, বক্ষণ ছাল, গোক্ষুর, হরীতকী ও শোণালুকণেরমজ্জা—ইহার কাখে হাঁকিয়া তাহাতে হি ১ রতি, বব-ফার ২ রতি, সৈন্ধব ৩ রতি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহাতে অশ্মরী, মূত্রকক্ক ও কোষ্ঠাশ্লিত বায়ু প্রশমিত হয়। এই ঔষধ রৈত্রিক অশ্মরীতে বিশেষ উপকারী।

এই রোগ তরুণাবস্থায় ঔষধ-সাধ্য, কিন্তু প্রবৃদ্ধ এবং কঠিন হইলে অস্ত্রপ্রয়োগ জিহ্ন আরোগ্য হওয়া সুকঠিন। অস্ত্রের পূর্বরূপে মেহাদি জিহ্না হিতকর। তাহাতে ব্যাধির মূল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পান্যাদি ভেদাদি সূত্র।

সূত্র ১৪ সের, পানিরকুচি, আকন্দ (মতান্তরে বক পুশ) তলটে, (মতান্তরে তজা-পামার) আমরুল, শতমূলী, গোফুর, বৃহত্তী, কটকারী, কটলীফক, আগড়া, (মতান্তরে হোগলমূল) কাকন, বেণামূল, শুদক, বাস, প্রোণাক বরুণচান, পাকজ ফল, শেওণ ফল (এই বৃক্ষ প্রায়শঃ মরুদেশে উৎপন্ন হয়) সব, কুলখ কলাই, কুলচাঁও নির্মলী ফল, টোদোর কাণ ১৬ সের, কাথার্ব—উষকাদিগণ মিলিত ১১ সের।

উষকাদিগণ। বধা—কাথরুতিতা, সৈন্ধব, হিং, ধাতুকাসীস পুশকাসীস, শুগ্, শুলু শিলাজতু ও তুঁতে। এই জবাগুলির মধ্যে হীমাকস। কাসীস হয়। হিং ও তুঁতে উত্তমরূপে শোধন করিয়া লইবে। নতুবা বমন হইয়া ঔষধ পড়িয়া বাইবে। কথারে যে সকল জবা লিখিত হইল উহাদিগকে বাতনাশক পান্যাদি ভেদাদিগণ কহে। সূত্রের ঐ সমস্ত জবা দ্বারা কার, ববাগু, পেয়া, কথার ও দুই পাক করিয়া বাতান্বরীতে প্রয়োগ করিবে কারণ পান করিতে হইলে ব্যস্তিশোষণ-দ্রব্য। বধা দধিমাড, কাঁজি প্রভৃতি পান করিবে। কারোদক পান করিতে হইলে কারডার ১ তোলা ওল ৬ তোলা, বহবা পরিষ্কৃত করিয়া পান করিবে। কেহ ২ বগেন কার ৪ তোলা, ওল ২৪ তোলা বহবা পরিষ্কৃত করিয়া পাক করতঃ ৬ তোলা থাকিতে নামাইয়া ছাঁড়িয়া পান করিবে।

বধি পূর্বোক্ত কলনার কার অত্যন্ত শুষ্কবীর্য হয় তবে বেধোক্ত কলনার পান করিবে।

সুপ্তিশোণ।—পুাতন কুম্বাও রস ও ববকার শুষ্ক সংযুক্ত করিয়া পান করি অস্ত্রী, শর্করাত মুত্রবিবন্ধতা নষ্ট হয়। গোফুর বীজ চূর্ণ ১০ আনা মাত্রায় মধু ও মেঘ ১ সহ পান করিলে সপ্তাহ কাল মধ্যে অস্ত্রী আরোগ্য হয়।

বরুণ মূলের ছালের কাথে ১০ তোলা বরুণ মূলের ছালের কড় মিশাইয়া ঔষধ অংকার পান করিলে অস্ত্রী আরোগ্য হয়।

তুঁঠ, বরুণ মূলের ছাল, গোফুর, পাবাণভেদী, কটভী ইহাদের কাথে শুষ্ক ও ববস প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অস্ত্রী আরোগ্য হয়। **পাতন ষোণ।** বধা—ব মূলের ছাল, পাবাণ ভেদী, তুঁঠ ও গোফুর ইহাদের কাথে ববকার ১০ আনা প্রক্ষেপ পান করিলে অথবা গোফুর, এরওপত্র, তুঁঠ ও বরুণ মূলের ছাল ইহাদের কাথে করিলে অস্ত্রী পাকিত হয়।

গোফুর মূল, কোকিলাক মূল, এওড়মূল, বৃহত্তীমূল, কটকারী মূল মিলিত ১০ তে দুই দ্বারা পেষণ করিয়া অনন্তরূপি বাগা আলোড়ন করিয়া ৭ দিন পান করিলে অস্ত্রী পাকিত হয়। ইহা প্রের্য রোগ।

বরুণাদি কষ্মাস্ত্র ।

বরুণছাল, ওঁঠ, গোছুর বীজ, তালমূল, কুণথ কলাই ও তৃণকমূল ইহাদের কাথে বরুণার ১০ আনা ও চিনি ১০ আনা এক্ষেপ দিয়া পান করিবে । ইহাতে অশ্মরী, মূত্রাঘাত ও বন্তিমূল নিবারিত হয় ।

এলাদি কষ্মাস্ত্র ।

এলাচি, পিপুল, যষ্টিমধু, পাণ্ডুরকুচি, রেণুক, গোছুর, বাসকছাল, একড়মূল ইহাদের কাথে শিলালতু ১০ মিকি এক্ষেপ দিয়া পান করিলে অশ্মরী, শর্করা ও মূত্রক্লেষ আরোগ্য হয় । ইহা কফজ মূত্রক্লেষ ও অশ্মরীতে প্রযুক্ত হইতে পারে ।

পাশাপ ভেদাদ্য চূর্ণ ।

পাণ্ডুরকুচি, বাসক, গোছুর, জাকনাথি, হরীতকী, ত্রিকটু, শটী, দস্তীমূল, হিংসা (ওকড়া) বীজ, বনযমানী, শালিখ বীজ, কাঁকড় বীজ, তরমূল বীজ (মতান্তরে শঁসার বীজ) কৃষ্ণকীরে হিং, অন্নবেতস, বৃহতী, কণ্টকারী, হব্বা, বচ প্রত্যেক সমভাগ । মাত্রা ১০ আনা, জল সহ সেব্য ।

কুলশ্রাদ্য ষত ।

মুত ১৪ সের, কাপাৰ্ঘ—বরুণ ছাল ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের । কষ্মাৰ্ঘ—কুণথ কলাই, সৈন্ধব, বিড়লশাঁস, চিনি, তগরপাহুকা, বরুণার, পুরাণ কুম্ভাও বীজ, গোছুর বীজ মিলিত ১০ সের । এই ষতপানে মূত্রাঘাত ও অশ্মরী সম্বর আরোগ্য হয় ।

বরুণ ষত ।

মুত ১৪ সের বরুণ ছাল ১২৪ সের, জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের । কষ্মাৰ্ঘ—বরুণ ছাল, কদলী মূল, বেগুঁঠ, তৃণকমূল, শুগক, শিলালতু তরমূল বীজ, বাঁশের মূল, তিলনাগের ফার, পলাশ ফার, হুঁই মূল প্রত্যেক ২ তোলা । এই ষত ষত জীর্ণ হইলে দধির যাত ও পুরাতন শুষ্ক একত্র ভক্ষণ করিবে । ইহাতে অশ্মরী, শর্করা ও মূত্রক্লেষ আরোগ্য হয় ।

বীজতরাদ্য তৈল ।

ত্রাধিকারের তিলতৈল সাধিত সৈন্ধবাদ্য তৈল ১৪ সের, মুত ১৮ সের, বীজতরাদিগণের কাথ ১০ সের, সৈন্ধবাধি তৈলের কড়, সৈন্ধব, মদনকলাদি মিলিত ১০ সের, জল ১৬ সের । ইহা বন্তি ঘেমে মালিশ করিলে অশ্মরী ও মূত্রাঘাত নষ্ট হয় ।

বরুণাদ্য তৈল ।

মুত, পত্র, পুণ্ড ও মূল সহিত বরুণ ও গোছুরের কাথ ১০ সের, তৈল ১৪ সের এই তৈল অকড় ইহা পূর্ণবৎ ভক্ষণ করক ।

নারিকেল শোণ।

নারিকেল কুহুম ৪ মাষ, ববফার ৪ মাষ, জল ছারা বাটির। জল সহ সেবন করিলে অশ্মরী পতিত হয়।

আমলক শোণ।

তিলনাগর, আপাং তম্ব, কদলী কাণ্ড তম্ব, পলাশ কাণ্ড তম্ব, আমলকী কাণ্ড তম্ব মিলিত ১/২ সের, জল ১/১৬ সের একত্র গুলিয়া ২১ বার বস্ত্রাঙ্কিত করিয়া লইবে। পরে পাক করিয়া চূর্ণরূপে ক্ষার প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ ২ রতি মেঘ বা ছাগমূত্র সহ পান করিলে অশ্মরী ও শর্করা নষ্ট হয়। দ্রব্যগুলি অন্তর্ভূমে তম্ব করিলে অধিক ক্ষার প্রস্তুত হইবে, নতুবা অত,ন্ন হইবে।

পাশাপাতিজ রস।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, শিলাতল ২ ভাগ একত্র মর্দন করিয়া বখারমে বেত পুনর্বা, বাসক ও বেত অপরাঙ্কিতার রসে এক এক দিন ভাবনা দিয়া ভাঙ মধ্যে বদ্ধ করিয়া দোলাবারে স্থির করিবে। ২৮ ২ রতি। অমুপান ভূম্যামলকীর ফল ও রাখাল-শমার মূল ছাড়ে সহিত পেষণ করিয়া এবং দুগ্ধে গুলিয়া তৎসহ ঔষধ মাখিয়া সেব্য অথবা এই ঔষধ কুলঞ্চকলাইয়ের কাষ সহ সেবন করিবে।

বহুপাক শুড়। (সাধারণ অশ্মরীতে)

সিদ্ধ ও তরুণ বরুণ মূলের ছাল ১২৯ সের, জল ৫০ সের, শেষ ১০৯ সের, শুড় ১০২ সের লইয়া একত্রে পাক করিবে এবং ঘন হইলে প্রক্ষেপার্থ শুঠ, কাঁকর বীজ, গোক্ষুর, পিপুল, পাথর কুচি, তগরপাছকা, কুম্মাণ্ডবীজ, তরমুজ বীজ, বহেড়া বীজ, কুচিলা, বেতোশাকের বীজ, সজিনা, কিস্মিস্, এলাচি, শিলাজতু, হরীতকী, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ৮ তোলা। ইহাতে নানাবিধ অশ্মরী পতিত হয়।

পিত্তজ অশ্মরী চিকিৎসা

কুশাদ্য শূত।

পকমূল, শুলক, পাথরকুচি, ইকড়, ভূমিকুম্মাণ্ড, বারাহীকন্দ, (অভাবে চামার আলু) শালিধাতুমূল, গোক্ষুর, নাওশোণা, পাকুল ছাল, আকনাদি, শালিক শাক, পীতাকটী, রক্ত পুনর্বা ও বেত পুনর্বা, শিরীষ ছাল ইহাদের কাষ ১/১৬ সের, কন্ধার্ব—শিলাজতু, ষষ্টিমধু, নীলপত্র বীজ, তরমুজ বীজ, কাঁকড় বীজ, ইহাদের কন্ধ ১/১ সের, স্বত ১/৪ সের। এই ঔষধের কাষ্য দ্রব্য গুলিকে কুশাদ্যিগণ বলে। সুতরাং ইহাযোগ্য ক্ষার, পেয়া, কষার ও দুগ্ধ পাক করিয়া পিত্তজ অশ্মরীতে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয়।

শরাদি দ্রব্য ।

দ্রব্য /৪ সের, শরাদি পাক মূলের (তৃণগন্ধ মূল) দ্রব্য /১৬ সের, কদার্ব—গোবর /১ সের । শাকান্তে / পোরা চিনি মিশাইয়া ব্যবহার করিবে । ইহা দ্বারা পিত্তজ অশ্মরী, মূত্রকণ্ডু ও শুক্রদ্বারের বেদনা নষ্ট হয় ।

বীজতরাদি তৈল

তৈল /৪ সের, কাথার্ব এবং কদার্ব—অর্জুন বৃক্ষ, পাষাণ ভেদী, গণিয়ারী, ত্রোণাক, পাকল, শুক্লক, মৃতা, এরণ্ড মূল, ত্রোণাক, বেণামূল, গন্ধকাঠ, কুশমূল, তালমূল, শরমূল, ইক্ষুমূল, মল্লিকা, কুণ্ঠাখড়, শতমূলী, গেম্বুর, দাক্ষিণী, বেতস, কটকী, গাভারীমূল ও গাভারী । যথাবিধি তৈল শাক ও তৈরী বাত-জিহ্নাধান পীড়ার প্রয়োগ করিবে । ইহাতে কদম্বী, শর্করা ও মূত্রকণ্ডু আরোগ্য হয় ।

পূর্বোক্ত বক্রণ দ্রব্য, বক্রণাদিগণ ও পাষাণ ভিন্ন ব্রহ্ম পিত্তজ অশ্মরীতে প্রয়োগ করিবে । বক্রণ ছালের কাষ শুষ্ক প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তজ অশ্মরী আরোগ্য হয় ।

বাতাশ্মরীতে যে সকল পাতন যোগ লিখিত হইয়াছে তাহা অবস্থা বিশেষে পিত্তাশ্মরীতেও ব্যবহার করিবে ।

অথ শ্লেষ্মজাশ্মরী চিকিৎসা ।

ইহাতে উষ্মকাদিগণ অত্যন্ত উপকারী । কিন্তু দ্রব্যগুলি উত্তমকর বিতৃষ্ণ হওয়া আবশ্যিক । ইহা দ্বারা মেনঃ, কদম্বী, শর্করা ও কক্কণ নষ্ট হয় ।

বক্রণাদি দ্রব্য ।

দ্রব্য /৪ সের, কাথার্ব—বক্রণাদিগণ /৮ সের, ওল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের কদার্ব—শুগ্ধল, এলাচি, রেণুক, কুড়, মৃতা, মরিচ চিত্তমূল, দেবদারু ও উষ্মকাদিগণ মিলিত /১ সের । যথাবিধি পাক করিয়া কক্কণ অশ্মরীতে ব্যবহার করিবে ।

কক্কণ অশ্মরীতে বক্রণাদিগণ দ্বারা কাষ, ক্ষার, হৃদ, বনাগ্নু পেয়া প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিবে ।

বক্রণাদিগণ যথা—বক্রণ, খাগড়া, সজিনাছাল, জয়ন্তীমূল, রক্তসজিনা, মেঘশুকী, করজ, নাটাকরজ, তেলাকুঁয়া, গণিয়ারী, ইক্ষুমূল, পীতাকটী, নিলাকটী, তলটে, উলুমূল, শতমূলী, বক্কণ, রক্তচিত্ত মূল, বেণু তরু, অজশুকী, বৃহতী ও কণ্টকারী । এই গণ কক ও মেঘঃ নামক । ইহাতে শিরঃ শূল, আত্মান্তর বিভ্রাতি ও শুক্র আরোগ্য হয় । পূর্বোক্ত শিগু (সজিনা) মূলের কাষ পান করিলেও কক্কণ অশ্মরী আরোগ্য হয় ।

এলাদি কষায় ত্রিক-টক চূর্ণ, অক্ষত, বীজতন্নাদি তৈল ও অক্ষতাদিতৈল অবস্থাবিশেষে কক্ষ অগ্নীতে ব্যবহার করিবে। অ্যানন্দ যোগ, পাশান ভিক্ষন ও ত্রিবিধ অন্ন ইহাতে হিতকর।

ত্রিবিধ অন্ন।

শোধিত তামা এবং তামার সমান ছাগশৃঙ্গ একত্র পাক করিয়া দুই নিমেষ হইলে ঐ তাম্রের সমান পরিমাণ ও গন্ধক পেষণ করিয়া নিমিষার স্বরূপে ১ দিন ভাবনা দিয়া গোলক করিয়া ১ প্রহর বাতুকাবদ্ধে পাক করিবে। মাংস—২২তি। টাবাসেবু মূল জলে বাটিয়া এবং জলে গুলিয়া ছাকিয়া তৎসহ ঔষধ সেবন করিবে। কেহহ ২য় দ্বারা ঔষধ সেবন করিয়া পরে উক্ত দ্রব্য অল্পপান করেন।

গন্ধক, ক্ষারে দুহতীকল ইহাদের চূর্ণ ১০ আনা মাত্রায় জলসহ পান করিলে কক্ষ অগ্নী ও শুক্রাশ্রয়ী আরোগ্য হয়।

পুনর্গতিতৈল।

তৈল ১৪ সের, কঙ্কার্ব-পুনর্গত গুলক, শহমূলী, যবক্ষার, মৈন্ধব, সচলসংগ, বিটলক, শটী, কুড়, বচ, মূতা, রাসা, কটুক, কুড়, বমানী, হবুবা, হিং, তুলকা, বনযমানী, বিড়ক, অটৈষ, বটিমধু এবং পক্ষকোল প্রত্যেক দ্রব্য ২ তোলা। পাকার্ব—গোমুত্র ১৮ সের, কাঁজি ১৮ সের। ইহাতে বাতকক্ষাশ্রয়ী ও অগ্নিবৃদ্ধি আরোগ্য হয়।

অধিকারে যে টৈলস্বাদি তৈল তাহা তিল তৈল স্যামিত হইলে কক্ষাশ্রীতে কলপ্রদ হইতে পারে। সর্ষপেকার অগ্নীতেই বীজতন্নাদিগণ প্রয়োগ করা বাইতে পারে। ইহা অগ্নীর শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

অগ্নীতে দ্রুত, চূর্ণ, ক্ষার ও তৈল উপকারী। রসঘটিত ঔষধ বিশেষ কার্যকারী নহে।

অথ শুক্রাশ্রয়ী চিকিৎসা।

শুক্রাশ্রয়ী সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে। অথচ ইহার বিশেষ কোন চিকিৎসা লিখিত হয় নাই। অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া পূর্কোক্ত ঔষধ সমূহ ব্যবহার করিবে। কক্ষ অগ্নীর চিকিৎসাই ইহার সাধারণ চিকিৎসা। পূর্কোক্ত যবক্ষারাবিত কুস্মাণ্ডযোগ ইহাতে কলপ্রদ। নিম্নে যে কয়েকটি ঔষধ লিখিত হইল তাহা অবস্থা বিশেষে সাধারণ অগ্নীতে এবং শুক্রাশ্রীতে ব্যবহার করিবে।

তিলাদিক্কাথ।

তিল, আপা, কদলীমূল, পলাশ, যব, বেলেতঠ, ইহাদের কাথ যেরূপে কৃত করিয়া পান করিলে অগ্নী ও সর্ষপা আরোগ্য হয়।

পাশাপভেদনককোষাগ ।

পাশাপভেদনী, গোফুর, তেরেজামুল, কুচী, কণ্টকারী এবং কুলেখান্দান প্রত্যেক ত্রয়া সমভাগে ৪- তোলা দুইখাবা বাটিয়া সেবন করিলে অশ্মরী ও শর্করা পতিত হয় ।

বক্রশানি চূর্ণ ।

বক্রণ ছালের দারুল ১৬ সের, বক্রকার ৮ সের, বক্রণ ছালের চূর্ণ ৮ সের, একত্র পাক করিয়া ত্রবাংশ নিঃশেষিত হইলে নামাইবে । এই চূর্ণ ঔষধ শুষ্কসহ ভক্ষণ করিলে অশ্মরী, মীহা, শুষ্ক এবং বস্ত্রিগত রোগ আরোগ্য হয় । ইহা শুক্রাশ্মরীতে বিশেষ কলপ্রদ ।

পুনর্ণবাদি বটী ।

পুনর্ণবা, লৌহ, হরিদ্রা, গোফুর, প্রিয়ঙ্গু, প্রবাল ও উলুফুল প্রত্যেক সমভাগ জল দ্বারা বাটিয়া ৪ রতি বটী করিবে । এই ঔষধ দুগ্ধ, স্নিগ্ধ আসের রস ও ইক্ষুর রস এই তিনত্রয়া সহ পান করিবে । ইহাতে অশ্মরী ও শর্করা আরোগ্য হয় ।

তুল পক্ষ্মদুলান্য মৃত ।

কাথার্ঘ—তুলপক্ষ্মদুল ৮ সের, গোফুর ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । মৃত ৮ সের, কাথার্ঘ—শুষ্ক ৮ সের, গোফুর ৮ সের । এই মৃত মূত্র শোধক, মূত্রকারক ও অশ্মরী নাশক । পিত্তপ্রধান শুক্রাশ্মরীতে এই মৃত উপকারী ।

কুলান্য তৈল ।

তৈল ৮ সের, কাথার্ঘ—কুশ, গণিয়ারী, বিণ্টী, নসমূল, উলুফুল, ইক্ষুল, গোফুর, কণ্টকারী, বক্রপুল, শুলটে, শতমূলী, শরমূল, ধাটফুল, স্ফোপাক, পরমাহা, শিরীষ, পাশাপভেদনী প্রত্যেকের কক মিলিত ৮ সের এবং ইহাদের কাথ ১৬ সের । ইহাতে শুক্রদোষ, শুক্রাশ্মরী, পক্ষ্ম ও বোনিমূল আরোগ্য হয় ।

শাক্রে লিখিত আছে, ত্রীকরিনী কৃষ্ণের কলের বীজ, যথিত (নির্জল ঘোল) দ্বারা বাটিয়া যথিত সহ পান করিলে অথবা ঐ কৃষ্ণের শাক ভক্ষণ করিলে অশ্মরী নিশ্চয় আরোগ্য হয় ।

পূর্বেক্ত বক্রণ তৈল ও বক্রণক শুষ্ক শুক্রাশ্মরীতে ব্যবহার করিবে ।

যদি এই সকল ক্রিয়া দ্বারা শুক্রাশ্মরী আরোগ্য না হয় তবে অতিশয় অল্প চিকিৎসক দ্বারা অল্প প্রয়োগ আবশ্যক ।

অথ শর্করা চিকিৎসা।

অজ্ঞানপ্রাপ্ত বাহুভাঙ্গী অস্থির বিভিন্ন স্থিতি হইলে তাহাকেই শর্করা বলা যায়। সুতরাং অজ্ঞানপ্রাপ্ত চিকিৎসাই শর্করার চিকিৎসা। ইহাতে প্রস্রাবত উদ্ভীজাদি তৈল পদার্থ হিতকর।

মুখীমোক্ষা। - শুষ্ককৃত কাঁচির সহিত কাঁচা হরিদ্রাচূর্ণ পান করিলে শর্করা নষ্ট হয়। শস্যের বীজ বা নারিকেলের কুস, প্রভৃতি পেষণ করিয়া শুষ্কপত্র পান করিলে শর্করা আরোগ্য হয়।

পাষণ্ডভেদী, তুঁট, গোমুত্র, ইত্যাদের কাথে :• মিকি যববার ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শর্করা নষ্ট হয়।

মূত্রাধাতে এবং মূত্রকৃষ্ণে যে সকল দ্রব্য অপর্যাপ্ত তাহা এবং আনুপমাংস, মৎস্ত ও স্নেহকর দ্রব্য অশরীরে অসংখ্য।

বাতাহুল্যমৌমক এবং স্নেহা নাশক দ্রব্য, স্বত, হৃৎ প্রভৃতি পথ্য।

অথ প্রমেহ চিকিৎসা।

ইদানীং যে সকল ব্যাধি অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, প্রমেহ তাহাদের মধ্যে অন্যতম। অনেকেই কারণ প্রমেহ এবং মেহ বিভিন্ন পদার্থ কিন্তু তাহা ভ্রম; তবে ঔপসর্গিক মেহ, এই বিংশতিপ্রকার মেহ চইতে বিভক্ত।

মূত্রাধাতাদির জ্ঞান এই রোগও বহুসম্ভূত। শাস্ত্রে লিপিত আছে "মূত্রাধাতাঃ প্রমেহাশ্চ শুক্রদোষস্তথৈবচ। মূত্রান্দোষাশ্চ যে বাপি যজৌচৈব ভবন্তি হি।" অর্থাৎ মূত্রাধাত, প্রমেহ, শুক্রদোষ এবং মূত্রদোষ বিভিন্নভাবে উৎপন্ন হয়। ঔপসর্গিকমেহ নিদানে লিখিত হয় নাই, কারণ উহা আধুনিক। সুতরাং তাহার সংশ্লিষ্ট নিদান লক্ষণ লিখিত হইতেছে। এই সকল নিদান লক্ষণ সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয়। যথা :—বহুদ্রব্যাগ এবং সঙ্করস্রাব হারা নারীজাতির জননেত্রির অভ্যন্তরভাগ ক্ষত ও রক্ত হইয়া উঠে। এইরূপ যোনিদোষলক্ষণা জীর সহিত সম্মে, পুরুষের মূত্রনালায় অভ্যন্তরস্থ স্লেষ্মবহা স্বত্ব ক্ষত হইয়া পূরাদি নিঃসৃত হয়। ইহাকে ত্রণমেহ বলে। ঔপসর্গিক মেহ এবং আগন্তক মেহ ইহার নামান্তর। সপ্তমজাতি হইতে সপ্তম রাজির মধ্যে কোন এক সময়ে প্রারম্ভঃ পীড়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই পীড়ায় শিরের অগ্রভাগে তত্ত্ব এবং তাহার পুনঃ পুনঃ উত্থান হইয়া থাকে। বারং প্রস্তাবের বেগ এবং তীক্ষ্ণবেদনার সহিত বারং মূত্র প্রস্রাব, লিঙ্গে শোথ এবং লৌহিত্য, তৌর এবং কুচকিতে বেদনা, কখনও নিঃসৃত ক্রন্দ হারা মূত্র বাহক হইবার অতি ব্যতনার মূত্রনির্গমন, কখন বা দাহের সহিত বিধারে মূত্র প্রস্রাব, কখন বা মূত্রাধাত কালে মেহ হইতে রক্ত নির্গম, প্রথমতঃ কিছুদিন পাতলা ক্রন্দ

সংসরণ পশ্চাৎ যন ক্রম নিঃসরণ, ক্রান্তকালক্রমেব নীতবর্ষতা পোক্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই ব্যাধি গুরাতন হইলে হাতনার জাঘব এবং ছদমণীর হইয়া উঠে। এই রোগ হইতে পরিণামে জামবাত, তক্তভারলা, ক্রান্তক, মুক্তক, বহুমুত্র, মুহুরাণীতে গাংসাধু এবং চকুগোগাদি উৎপন্ন হইতে পারে।

কণ্ড প্রকৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হইলে কেহ ইতাকে ঔপদগিক মেহ না বলিয়, উপদংশ লিয়া থাকেন এবং তাহাই শাস্ত্রসম্মত। যদি ক্রান্ত না হয় তবে ইহা উপদংশের অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

প্রমেহের উৎপত্তিগান বাস্তব। বস্তিগতরোগদানধর্মীহেতু মুত্রাঘাতের অনন্তর প্রমেহ চিকিৎসা বলা হইয়াছে। ইহাতে শিলাজতু এবং শিলাগতু ষটিত ঔষধ বিশেষ উপকারী। শিলাজতু মেদঃ কফনাশক, মুত্রসাধক, বস্ত্রিশোধক, মূত্র ও শুক্রশোধক এবং ধাতুপোষক। কক্ক মেহে শিলাজতু, অমৃতসদৃশ হিতকর। প্রমেহ, বাতিজানকু কুপিত কক্কভাত মেদঃ গাংসা এবং শরীরজ ক্রম, এই ব্যাধির মুদ্রণদার্থ, এতদ্ব্যতীত মেহই প্রধান মুদ্র। মেদঃ বিত না হইলে কোন মেহই উৎপন্ন হইতে পারে না।

সকল মেহই প্রথমতঃ কক্ক হয় পশ্চাৎ পিত্ত বা বায়ুদূষিত হইয়া পিত্তজ বা বাতজ হয় বলিয়া পরিগণিত হয়। এই জন্যই সকল মেহেরই প্রথম অবস্থায় মেদঃকফনাশক ভ্রূয়া বিহিত হইয়াছে এবং এই জন্যই এই রোগে যব উৎকৃষ্ট পথ্যরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। কক ও মেদের মাধুর্ঘ্যহেতু সকল প্রমেহেই ঔষধ মধুরত অন্তর্নিবিষ্ট থাকে এবং কালাভরে সকল প্রমেহই মধুমেহে পরিণত হইতে পারে। কক ও মেদের মাধুর্ঘ্য, অনন্তবর্ষীয় হইলেও মেহ যাজেই মধুমেহ নামে অভিহিত হইতে পারে। বাতানীত ওভো ধাতুধারা প্রমেহ মধুমেহতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মধুর জব্য প্রমেহে অত্যন্ত অমিতকর।

বহিঃ এই রোগে কককে প্রধান দোষ বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, তথাপি পিত্ত এবং বায়ুও দোষের মধ্যে গণনীয়। পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তদার্থ ভিন্ন মূত্র, রস, রক্ত, মজ্জা, শুক্র, শুক্র, বস্মা এবং লসীকাণ্ড (বক ও মাংসের অভ্যন্তরস্থিগতগায় ভাগ) মুদ্রণদার্থ। কারণ, প্রমেহে ঐ সকল পদার্থ দূষিত হইয়া থাকে।

বিংশতি প্রকার প্রমেহের মধ্যে কক্ক মেহ দশ প্রকার, পিত্তজ ছয় প্রকার এবং বাতজ ৪ প্রকার। উদক, সাক্র, পিষ্ট, শুক্র, সিকতা, শীত, শঠনঃ, লাল্য, টকু ও সুরা এই দশ প্রকার কক্ক মেহ, লাব্য। শুক্রতে লবণ মেহ এবং কেনমেহ লিখিত হইয়াছে কিন্তু শীত ও লাল্য মেহ পঠিত হয় নাট।

কাক্র, কাল, নীল, হরিজা, সাজিট ও রক্ত এই ছয় প্রকার পিত্তজ মেহ, বাপ্য। বস্মা, কোত্র ও হস্তী এই চারি প্রকার বাতজ মেহ লাব্য।

প্রমেহ বর্ষাকালে চিকিৎসিত না হইলে পরিণামে মল প্রকার পিড়কা উৎপন্ন হইতে পারে। পিড়কা হইলে রোগ প্রায়শঃ অসাধ্য হয়। কুলজ মেহও অসাধ্য। যদি কোন অতিশয় ঘূৰ্ণিত না হয়, তবে ষাণ্য গিত্তজ মেহও সাধ্য হয়। নিদানক্রমেজাত অসাধ্য বাত মেহও সাধ্য হয়। যে মেহ উৎপত্তি যাহােই বাতজ তাহাই অসাধ্য। পিত্তজ মেহ কক্ষ স্বেচ্ছ হইলে অথবা প্রমেহের পুঙ্করূপ প্রকাশ করিয়া উৎপন্ন হইলে সাধ্য হয়। পুঙ্করূপ প্রকাশ করিয়া উৎপন্ন হইলেই নিদানক্রমেজাত বলিয়া বুঝিতে হইবে। অন্তরায় প্রকারান্তরে নিদানক্রমেজাত পিত্তজ মেহ সাধ্য। যাঁহা স্বকারণ উৎপত্তি যাহােই পিত্তজ, তাহাই ষাণ্য।

মল প্রকার প্রমেহেই আমলকী ও কাঁচা হরিদ্রাবৎ একত্রে উপকারী। ইহা ব্যাধি বিপরীত ঔষধ। প্রমেহ নাশক ঔষধের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ এবং সর্বতোপায়ী। এই ঔষধে কিকিৎ মধু মিশ্রিত করা বিধেয়।

আমলকী এবং কাঁচা হরিদ্রা দ্বারা নানারূপ কল্পনা করিয়া প্রমেহে ব্যবহার করিবে।

উদক মেহ চিকিৎসা।

পালিধা ছালের কাথে ১০ তোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অথবা হস্তিকী কটফল, সুতা ও লোধ—ইহাদের কাথে ১০ তোলা মধু মিশাইয়া পান করিলে উদক মেহ আরোগ্য হয়। শোধনাই প্রমেহীকে বিরচন ঔষধদ্বারা শুদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ ঔষধ প্রয়োগ করাই শ্রেয়স্কর। স্থূল ও বলবান রোগীকে পথ পর্যাটনাদি ক্রিয়াদ্বারা এবং কক্ষ ভোজনাদি দ্বারা ক্লেশ করা বিধেয়। স্থূল ব্যক্তির পক্ষে বৎ অতীব উপকারী; কারণ উহা মেদোন্ন, প্রমেহনিবারক এবং খতুনমতা কারক। উদকমেহ প্রায়শঃ স্থূলব্যক্তিরই হইয়া থাকে।

এই রোগে সোমনাথ রস, সোমেশ্বর রস, ব্রহ্মবজ্রেশ্বর, প্রমেহ সেতু বসন্তকুমাররস, দেবদাক্ষিণীষ্ট এবং পুরাতন অবস্থায় প্রান্তস্তর মৃত পান করিবে।

১. সোমনাথ রস।

পালিধাণ্ডের রসে শোধিত হিঙ্গুলোথ পানন এবং রঙা রসে (ইঁহরকানি পানার রসে) শোধিত গন্ধক প্রত্যেক সমভাগ, উভয়ে কচ্ছলী করিয়া তাহার ৪ তোলা গ্রহণ করিবে। তৎপরে তাহার সহিত ৮ তোলা মোহভঙ্গ মিশ্রিত করিয়া স্বতকুমার রসে উত্তমরূপ মর্দন করিয়া উহার সহিত অন্ন, বঙ্গ, রৌপ্য, স্বর্ণ, স্বর্ণমালিক ও স্বর্ণভঙ্গ প্রত্যেক একতোলা মিশাইয়া স্বতকুমারী রসে মর্দন করিয়া ৭ বার ভাবনা দিবে। তৎপর খুলকুড়ির রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি বীজ করিবে। অমুপান—মধু। ইহাতে প্রমেহ, সোমরোগ,

বহুবল মূত্রাতিসার মধুমেহ, মূত্রসোৰ ইক্ষুমেহ, এবং হস্তিমেহ প্রাকৃতি আরোগ্য হয় । অক্ষর পাতার রস অথবা কিলো পোড়ার রস প্রাকৃতি সহ ও অবস্থা বিশেষে এই ঔষধ ব্যবহার্য ।

সোমেশ্বর রাস ।

শাল মূলের ছাল, অর্জুন মূলের ছাল, লৌহ, কদম্ব মূলের ছাল যন্ত্রক রক্তচন্দন, পনিরারী মূলের ছাল, হরিদ্রা, নারহরিদ্রা, আমলকী, দাড়িম বীজ, গোক্ষুর বীজ, জামের মূলের ছাল, যেণী মূল প্রত্যেক ৪ তোলা পারদ, গন্ধক ধনে, মুতা, এলাচি তেজপাত, পল্লকটি, লৌহ, বসাক্তন আকনা দি বিড়ক, মোহাগা জীরে প্রত্যেক ১০ তোলা শুণ্ডশুণ্ড ৪ তোলা, স্বত দ্বারা মর্দন করিয়া ৮ রতি বটী করিবে । অমুপান—ছাগদুগ্ধ, দুগ্ধ এবং যবের কাষাদি । এই ঔষধ উদকমেহে বিশেষ উপকারী ।

ব্রহ্ম বজ্রেশ্বর রাস ।

বঙ্গ, পারদ, গন্ধক, রৌপ্য, কর্পূর, অল প্রত্যেক ১ তোলা বর্ণ মুক্তা প্রত্যেক ১০ তোলা কেশরাজের রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে । পূর্বোক্ত অমুপানে সেব্য । ইহাতে প্রমেহ, বহুমূত্র মূত্রাতিসার মধুমেহ ও খাতুহৃৎ আরোগ্য হয় ।

প্রমেহ সেতু ।

রসসিদ্ধুর, অত্র সমভাগ, বটের আঠা ২ প্রহর মর্দন করিয়া সুবাক্ত করতঃ পুটপাক করিবে । পরে ৩ রতি বটী করিবে । ইহার সাধাবণ অমুপান ত্রিফলার কাষ ও মধু । কিন্তু উদক মেহের প্রশান্তির নিমিত্ত উদক মেহের কষায় সহ পান করিলে ভাল হয় ।

বসন্তকুসুমাকর রাস ।

বর্ণ ২ ভাগ, রৌপ্য ২ ভাগ (কেহ রৌপ্য স্থানে কর্পূর ব্যবহার করেন) বঙ্গ, সীসক, লৌহ প্রত্যেক ৩ ভাগ বত্র, প্রবাল মুক্তা প্রত্যেক ৪ ভাগ । এই সমস্ত একত্র উত্তমরূপে মর্দন করিয়া যথাক্রমে গব্যদুগ্ধ, ইক্ষুরস, বাসক ছালের রস লাকার কাষ (লাক ২ তোলা, বল ১১ মের, শেষ ১৮ পোয়া) বালার কাষ, কদলী মূলের রস, কদলী ফুলের রস (মোচার রস) গায়ের রস, বালকী ফুলের রস (অভাবে কাষ) ও বৃগনাতী দাবা (কস্তুরী) মর্দন দ্রব্য সম, অল ৭ শুণ্ড পাড়ে রাত্রিতে তিতাইয়া মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে পরদিন সেই জল দ্বারা ৭ বার ভাবনা দিবে ১ দিনে ভাবনা অসম্ভব হইলে বিভাগ করিয়া লইবে । পৃথক ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে । অমুপান—স্বত মধু ও চিনি । ইহা প্রমেহ ও বাতজ মেহের উৎকৃষ্ট ঔষধ । ইহা দ্বারা কয় কাস বাস প্রাকৃতিও আরোগ্য হয় । এই ঔষধ বহুমূত্রে বিশেষ হিতকর । চিনি ও রক্তচন্দনের সহিত ব্যবহার করিলে অরুণিহাদি রোগ নষ্ট হয় ।

দেবদারুপত্রিঃ।

দেবদারু ১/৬০ সের, বাসক ছাল ১/২৪ সের, মজিষ্ঠা, ইক্ষবৎ, দন্তীমূল, তগরপাছকা, হরিদ্রা, দাকহরিদ্রা, রান্না, বিড়ঙ্গ, মুত্তা, শিঠীচছাল, বদিরকাঠ, অজুঁনছাল প্রত্যেক ১/৮০ সের, ধমানী, কুটজছাল, রক্তচন্দন, শুশুম্বল, কটকী, চিত্তেমূল প্রত্যেক ১/১০ সের, জল ৮ স্রোণ, শেষ ১ স্রোণ, নামাইয়া ছাঁকিয়া দীপ্ত হইলে তাহাতে ঘাইফুল ১/২ সের, মধু ১/৩৭৪ সের, ত্রিকটু প্রত্যেক ১/১ পোয়া, ত্রিজাতক (দাবচিনি, এলাচি, তেজপাত) প্রত্যেক ১/৮ সের, প্রায়স্ক ৪ পল, নাগকেশর ২ পল, এই সমস্ত চূর্ণ মিশাইয়া আলোড়ন করতঃ ১ মাস শিথ ভাণ্ডে রাখিবে। রংপর ছাঁকিয়া ব্যবহার করিবে। মাত্রা ৩ তোলা। ইহাতে কফজ মেহ আরোগ্য হয়। এই ঔষধে ৫৫২ ত্রিকটু মিলিত ১/১ পোয়া ও ত্রিজাতক মিলিত ১/৮ সের প্রক্ষেপ দিয়া থাকেন। ইচ্ছা যুক্তিযুক্ত।

শান্তকর ঔষধ।

দশমূল, নাটাকরজ বীজ, উহবকরজ বীজ, দেবদারু, হরীতকী, খেত পুনর্বা, বরুণ-ছাল, দন্তীমূল, রক্তচিত্তে, বরুণপুনর্বা, মন্যাসীজমূল, কেলিকদম্ব (কাহারো মতে জুমি কদম্ব), কদম্বছায়া, বেলগুঠ, ভল্লাতক, (অভাবে—রক্তচন্দন) শটী, গুজরমূল, পিপ্পলমূল, প্রত্যেক ১০ দশ পল (দশমূলেরও প্রত্যেক ১০ পল লইতে হইবে) যব, কুলগুঠ ও কুলখ কলাই প্রত্যেক ১/২ দেব, জল ৩ স্রোণ, শেষ ৪৮ সের। কঙ্কার্থ—হিজলবীজ, ত্রিফলা, বায়ুনহাটী, গন্ধতূণ, গজপিপুল, গুঠ, বিড়ঙ্গ, বচ, কমলাগুড়ি মিলিত ১/১ সের, স্বত ১/৪ সের।

“পৃথক্ তোয়াম্মণে তত্র পচেৎ ত্রব্যং শতং শতং।

শতত্রয়াধিকে তোয় যুৎসর্গক্রমতো ভবেৎ ॥” ইতি পরিভাষা।

অর্থাৎ প্রতি ১০০ পল কাষাদ্রব্যে ১ স্রোণ জল দিয়া পাক করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইবে। কিন্তু কাষাদ্রব্য ৩০০ পলের অধিক হইলে ৮ গুণ জলে পাক করিয়া অষ্টমভাগ থাকিতে নামাইবে। এই নিয়মানুসারে এখানে ৩ স্রোণ জলে কাষ করা হইয়াছে। যদি পল শব্দদ্বারা ত্রব্যের মান নির্দিষ্ট না হয় তবে শেখোক্ত নিয়মে কাষ করিতে হয়। পল শব্দদ্বারা মান উল্লিখিত হইলেও যদি ১০০ পলের কম হয়, তাহা হইলেও শেখোক্ত নিয়মে কাষ করিতে হইবে।

সান্দ্রমেহ চিকিৎসা।

ছাতিস ছালের কাষে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অথবা হরিদ্রা, দাকহরিদ্রা, তগরপাছকা, বিড়ঙ্গ ইহাদের কাষে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সান্দ্রমেহ প্রশমিত হয়। ইহাতে ত্র্যম্বকাদি গুল্-গুলু, শিলাজতু প্রস্রোগ, এলাদি চূর্ণ,

সোমেশ্বর রস, পূর্ণচন্দ্র রস, মেহকেশরী ও উপরিবিধিত কাথসহ স্বতন্ত্রকেশর প্রয়োগ করিবে ।

দ্রুশনাদি তুগ্গুণু ।

ত্রিকটু ও তোমা, ত্রিফলা ও তোলা, গুগগুলু ও তোলা, গোমুগ্গেব কাথে ৭ দিন ভাবনা দিয়া স্নান করিবে । অমৃদান—নয়ম লল । সাত্মমেহে ছাকিয়া ছালের রস ও মধুসহ ব্যস্তার করিলে তৎক্ষণাৎ সাদারন চিকিৎসায় যে দ্রুশনাদি কষায় এবং কৃষ্ণপ্রিন্ধাদি কষায় বিধিত হইবে তৎসহ পান করিলে বিশেষ ফলপাত হয় ।

শিলাজতু প্রস্রোগ ।

শিলাজতু শালসাবিধানদিগ্গণের কাথে ৭ বার ভাবিত করিয়া ১০—১৫ আনা মাত্রায় ব্যবহার করিবে । অমৃদান—সাদারন মেহে শালসাবিধানের কাথ । বিস্তৃত দেহ হইয়া এই ঔষধ ব্যবহার করিবে ।

শালসাবিধানদিগ্গণ । যথা—শাকুরকের সার, অসন বৃক্ষের সার (ইহা শাণ্ডাতীর), খদির বৃক্ষের সার, শ্বেত খদির বৃক্ষের সার, তমাল বৃক্ষের সার, গুপুড়ির মূলের ছাল, ভূতপত্র, মেঘশূঙ্গী, ত্রিংশ বৃক্ষের সার (ইহাকে জারুল গাছ বলে) রক্ত চন্দন, শ্বেতচন্দন, শিংগা বৃক্ষের সার (ইহাকে শিঙগাছ বলে) শিরীষ ছাল, পীতলালের সার, অজুনহাল, তামুলের ছাল, সেতুন বৃক্ষের সার, নাট্যকরজুকল, ডহরকরজের ফল, অম্বকর্ণশালের সার, অম্বক পীতচন্দন । শালসাবিধানের বে সকল সারের উল্লেখ হই-
বাছে, উহারা প্রত্যেকেই মেহনাশক দ্রব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । কাথ করিবার পূর্বে সারসমূহ চূর্ণ করিয়া ভিজাইয়া রাখিবে । শিলাজতুর সমান কাথাদ্রব্য গ্রহণ করিয়া ৮ গুণ জলে পাক করিয়া অষ্টভাগ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া তৎক্ষণাৎ ঔষধ ভাবিত করিবে । আজ কাল বিস্তৃত শিলাজতু বড়ই হ্রাস হওয়ায় উহা বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া লইবে ।

স্বর্ণমাস্কিক প্রস্রোগ । স্বর্ণমাস্কিকও শালসাবিধানের কাথে ভাবিত করিয়া শিলাজতু প্রয়োগ করা যায় ; কিন্তু ইহার মাত্রা ও রত্নের অধিক নহে । বাহা-
দের প্রস্রাব অতিরিক্ত হয় তাহাদের পক্ষে শিলাজতু অপেক্ষা স্বর্ণমাস্কিক অধিক উপকারী ।

এলাদিচূর্ণ ।

এলাচি, শিলাজতু, পিপুল ও পাথর কুচি ইহাদের চূর্ণ ১০ আনা মাত্রায় ততুলোদক সহ পান করিলে প্রমেহ নষ্ট হয় । সাত্মমেহে কাথসহ সেব্য । ইহা প্রস্রাবকারক ।

পূর্ণচন্দ্র রস ।

রসসিঙ্গুর, অত্র, সোহ, শিলাজতু, বিড়ক, স্বর্ণমাস্কিক, সমভাগ জল দ্বারা বর্ধনাতে

৩ রতি বটী করিবে। অমুপান—মুত মধু বা দুগ্ধ। প্রমেহে প্রমেহনাশক তক্তৎ অমুপান সহ ব্যবহার্য। এই ঔষধ অস্ত্রান্ত পুস্তকে রসায়নাধিকারে লিখিত হইয়াছে।

অমহকেশশস্ত্রী ।

বহু, স্বর্ণ, কান্তলৌহ, পারদ, মুক্তা চাকচিন, ছোটএলাচি, ভেঙ্গপত্র, বাগকেশর, প্রত্যেক সমভাগ, স্বতকুমারী রসে মর্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে। এই ঔষধে পারদ সম গন্ধক মিশাইতে হইবে। কেহ বা পারদস্থানে রসনিম্বুর ব্যবহার করেন। এই ঔষধ তক্রমেহে অতিশয় উপকারী। ইহাতে হৃদয় পথ্য। সাক্রমেহে কাথ সহ ব্যবহার্য।

পিষ্টমেহ চিকিৎসা

হরিদ্রা ও দাকহরিদ্রার কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অথবা দাকহরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, বদির সার ও ধব (ধাওয়া, ইহাদের কাথে মধু পক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিষ্টমেহ নষ্ট হয়। ইহাতে সোমেশ্বর রস, সর্বেশ্বর রস, ব্রহ্মজেশ্বর রস, মেহবজ্র ও চন্দ্রপ্রভা বটিকা কলপ্রদ।

সর্বেশ্বর রস ।

বর্ণমাক্ষিক সোহাগা স্বর্ণ, রৌপ্য, স্বর্ণব, গন্ধক প্রত্যেক ১ ভাগ, তাম্র, প্রবাল, মুক্তা, শিলাজতু প্রত্যেক ত্রি ভাগ, বহু, লৌহ, সীসক, রসনিম্বুর, অম্র, বৈজ্ঞান্য ও কান্তলৌহ প্রত্যেক ৩ ভাগ। যষ্টিমধু ত্রিভাগিক মুতা বেণাসুল, ত্রিফলা, বাসক, শুলক, শটী, স্বতকুমারী কুমিকুমারী শওধূলী, হৃৎ, ইন্দুরস ও তাম্রমূলীসে পৃথক ২ যথাবিধি ভাবনা দিয়া গুল্মপুটে পাক করতঃ ইহাতে কান্তলৌহ সম কস্তুরা মিশাইয়া ২ রতি মাত্রার পিপূলু-চূর্ণ ও মধুসহ সেবন করিবে। এই ঔষধ প্রস্তুত করিতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয় কিন্তু ইহার ভ্রায় দুষ্টফল ঔষধ এই অধিকারে বিরল।

মেঘনাদ রস ।

রসনিম্বুর, কান্তলৌহ, অম্র, শিলাজতু, স্বর্ণমাক্ষিক, যনঃশিলা, ত্রিকটু, ত্রিকলা, খেতাকাকড়া, জীরে, কার্পাসবীজ, হরিদ্রা প্রত্যেক সমভাগ, রক্তচিত্তের কাথে ২০ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অমুপান—মধু। ইহা অতিশয় অগ্নিবর্দ্ধক।

অশ্বাদি শুড়িকা ।

স্বর্ণ, রস, গন্ধক, লৌহ, অম্র, শিলাজতু, ছোট এলাচি, ত্রিকলা, জাতিফল, কর্পূর, মুক্তা, প্রবাল প্রত্যেক সমভাগ, ইহাতে প্রমেহ ও বহুমূত্র আরোগ্য হয়।

অম্বুপান ।

হৃদয়নিবৃত্ত, কাঙ্কলৌহ, শিলাজকু, স্বর্ণমাক্ষিক, মনঃশিলা, জিকটু, জিকলা, বেলতুঠ, জীরে, কয়েচবেল, তুঠ, হরিদ্রা প্রত্যেক সমভাগ : জলবাক রসে ৩০ বার ভাবনা দিয়া ৮ রতি বটী করিবে । অম্বুপান—মধু । হস্তিমেহে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে ঔষধ সেবনান্তে মহানিষের বীজ ১০ তোলা ভণ্ডুলোদক দ্বারা পেষণ করিয়া ৮ আনা দ্রুত ও ২ তোলা ভণ্ডুলোদক সহ পান করিবে । কেহ কেহ সাধারণ মেতেও এই অম্বুপান ব্যবহার করিয়া থাকেন ।

চন্দ্রপ্রভা বটিকা ।

সোমরাজী, বচ, মুক্তা, চিরুকা, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আঁঠেবু, পিপ্পল, চিতেমূল, কেঁচুড়ী, মস্তীমূল, তেঁকপাত, দারুচিনি, ছোটএলাচি, বংশলোচন প্রত্যেক ২ তোলা, ধনে, জিকলা, চই, বিড়ঙ্গ, গজপিপুল, স্বর্ণমাক্ষিক, জিকটু, বংকান, সাতিকান, মৈন্ধব, সচল-লাপ, বিটু লবণ প্রত্যেক ১০ তোলা, লৌহ ও তোলা, চিনি ৮ তোলা, শিলাজকু ১৬ তোলা, গুগ্গলু ১৬ তোলা একত্র মর্দন করিয়া ৮ রতি বটী করিবে । বধোপযুক্ত অম্বুপানে ইহা ব্যবহার্য । পিষ্টমেহে কাথ সহ ব্যবহার্য ।

ইহাতে ব্রহ্মজ্যৈষ্ঠমাস ও দেবদারুবিহীন ঋতুপ্রদ ।

অথ শুক্রমেহ চিকিৎসা ।

এই মেহে অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয় । ইহা কক্ষের শ্বেতনিষ্কাশন হইতে উৎপন্ন হয় । ইহাতে শুক্রের মনঃ সংশ্লিষ্ট থাকে । যদি এই মেহে কেবল শুক্রই পতিত হয়, তবে ইহাও অসাধ্য হইতে পারে ।

দুর্ভাসাদি কক্ষাস্র । যথা—হরী, কেশর, নাট্যকরজের ছাল, পানি, শেওলা ও কৈবর্ত মূলক—ইহাদেব কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শুক্রমেহ আরোগ্য হয় । ইহা শুক্রমেহে প্রযোজ্য ।

দেবদারুবিহীন কক্ষাস্র । যথা—দেবদারু, কুড়, অশ্বক ও রক্তচন্দন ইহাদেব কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শুক্রমেহ আরোগ্য হয় । ইহা মিশ্রিত শুক্র শুক্রমেহে উপকারী । কেহ কেহ অশ্বক স্থানে অর্জুন ছাল গ্রহণ করেন ।

শ্বেত বাদির সারের কাথ পান করিলে শুক্রমেহ আরোগ্য হয় । ইহা অনির্ভূত শুক্র শুক্রমেহে প্রযোজ্য ।

অর্জুন ও চন্দনের কথার পান করিলে শুক্রমেহ নষ্ট হয় । ইহা সাধারণ শুক্রমেহে উপকারী এবং কেবল শুক্রমেহ নিধারক ।

କର ଡେଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ, କଳ ନେହ, ଶୂନ୍ୟତା ଏହି ହେଲେ ଏହି ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ୍ୟ । ଯଦି ଧାତୁକର ଚକ୍ର କୁମିତ ବାତ ନାଶକ ।

ସ୍ନାନବିଧି । (ଦ୍ଵିତୀୟ ପ୍ରକାର)

ପାରଦ ୧ ଡୋଳା, ମନ୍ଥରାଂଶ ୧ ଡୋଳା, ୧ ପ୍ରହର ଚର୍ଚ୍ଚନ କରିବା ୧୫୦ ଡୋଳା ନିମାଦଳ ଓ ୩ ଡୋଳା ଗଛକ ମଞ୍ଚ ୩ ପ୍ରହର ଚର୍ଚ୍ଚନ କରିବା ବୋତଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣବତ୍ ପାକ କରିବେ ।

ଚନ୍ଦ୍ରପୁଷ୍ଟି ରସ ।

ରସାୟନ ୧ ଡୋଳା, ବର୍ଣ୍ଣ ୨ ଡୋଳା, ସୁଜା ୩ ଡୋଳା, ରସାୟନ ୧ ଡୋଳା, ଲୋହ, ଅଗ୍ନି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଯକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଦ୍ଧ ଡୋଳା ବୃତ୍ତକୂଳାରୀ ଓ ବିଷମ୍ଭର ରସେ ଭାବନା ଦିଆ ୨ ରାତି ବଢ଼ି କରିବେ ।
ପାନ—ଅହ୍ନାନ—ସାଧନ, ଯିଷ୍ଠ, ଶିଶୁମୂଳର ରସ ଇତ୍ୟାଦି ।

ପ୍ରସେଇ ମହାସିଂହାସୁତ ।

ସୁତ ୮୫ ସେର, ଚିନି ୮୫ ସେର, ଯଧୁ ୮୫ ସେର, ହସ୍ତ ୧୦ ସେର, କହ୍ନୁ—ହସ୍ତୀକା, ଆମଳକୀ, ସୁତା, ଡେଉଁପାତ, ଧାତୁକ, ଦାକ୍ଷିଣି, ଏଲାଟି, ଗୋହର, ବେଢ଼େଲାମୂଳ, ଲବଙ୍ଗ, ଲୋହ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୮ ଡୋଳା, ସେବ ପାକାର୍ଥକ ୧୦ ସେର । ଇହାତେ ଶୁକ୍ରମେହ, ଶୁକ୍ରକ୍ଷୀଣତା ଓ ଶୁକ୍ର ଯେଉଁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବ ।

ବଜ୍ରାଞ୍ଜନ ।

ପାରଦ, ଗଛକ, ଲୋହ, ବୋପା, ବର୍ଣ୍ଣ, ଅଗ୍ନି, ତାମ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଧ୍ୟଭାଗ, ବଜ୍ର ମନ୍ଥରାଂଶ, ୧ ଟୁଣ୍ଡ ପାକ କରିବେ । ଯାହା ୨ ରାତି । ଯଧୁ ଅଥବା ହରିଦ୍ରାଚୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆମଳକୀ ରସ ଓ ଯଧୁ ଏହି ଔଷଧ ସେବ୍ୟ । ଇହାତେ ବିଷୟର, ସୁଜାତିମାର, ଆବେଶ, ସୋମରୋଗ ଓ ପିତ୍ତ ହେବ । ଏହି ଔଷଧ ପିତ୍ତକ୍ଷୟକ ପ୍ରୟୋଗ୍ୟ ।

ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ।

ରସାୟନ, ଅଗ୍ନି, ବଜ୍ର, ପାରଦ ୩୫ (ଅଭାବେ ରସାୟନ) ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଧ୍ୟଭାଗ । ଶୁଳ୍କେର ଧାତୁ ଓ ଶିଶୁମୂଳର ଛାଣେ ପ୍ରଥମ ୧ ବାର ଭାବନା ଦିଆ ୩ ରାତି ବଢ଼ି କରିବେ ।
ପାନ—ଯଧୁ । ଏହି ଔଷଧ ଶୁକ୍ରର ଗାତ୍ର ଶୁଦ୍ଧିକର ଓ ଶୁକ୍ରରାସ ନିବାରକ ।

ଇନ୍ଦ୍ରବୀଜୀ ।

ରସାୟନ, ବଜ୍ର ଅଳ୍ପ ନିମ୍ନ, ଶିଶୁମୂଳର ରସେ ୧ ଦିନ ଭାବନା ଦିଆ ୩ ରାତି ବଢ଼ି କରିବେ ।
ପାନ—ଯଧୁ ଓ ଶିଶୁମୂଳ ଚୂର୍ଣ୍ଣ । ଇହାତେ ଯଧୁ ଯେଉଁ ଆବେଶ ହେବ ।

ସୁରାସୁନ୍ଦରୀ ବୀଜୀ ।

ବର୍ଣ୍ଣ, ଲୋହ, ଅଗ୍ନି, ନିମାଦକ, ଶୁଳ୍କେର ଓ ଲୋହାଗାର ବଞ୍ଚି କେନ୍ଦ୍ରାକ୍ଷର ରସେ ୧ ଦିନ

ইহাতে বজ্রেশ্বর, প্রমেহ চিকিৎসামণি, মেহবারণ সিংহরস, শিলাগ্রহু
 প্রয়োগ, বৃক্কামচূড়ামণি, স্বর্ণবজ্র, চন্দ্রপুষ্টি রস, বঙ্গাষ্টক, চন্দ্রকলা,
 মেহ কেশরী, ইন্দ্রবটী, সুরসুন্দরী বটী, শাল্মলী স্মৃত, বঙ্গাভ্রকুটু, চন্দ্রনাসিক
 ও প্রমেহ গজসিংহ স্মৃত প্রয়োগ করিবে। শুক্রমেহে বঙ্গ মতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এখন
 কি কেবল বঙ্গ সেবনে শুক্রমেহ আরোগ্য হইতে পারে। শুক্রমেহে শুক্র মিশ্রিত জ্বর বা
 কেবল শুক্রজ্বর হইলে বঙ্গের জ্বর হিতকর ঔষধ দ্বিতীয় নাই। বঙ্গ বাতুপোষক, শুক্রের
 গাঢ়তা সম্পাদক এবং প্রভাবে মেহ নাশক।

বজ্রেশ্বর ।

রসসিদ্ধ ১ ভাগ, বঙ্গ ১ ভাগ—স্বতকুমারীর রসে মর্জন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে।
 কেহ কেহ বটী না করিয়া চূর্ণই প্রয়োগ করেন। সাধারণ অল্পপান—মধু। শুক্রমেহে
 স্বতকুমারী, শিমুলফুলের রস, বদ ভিজান জল, হরিদ্রা, আমলকীর রস প্রভৃতি নানাবিধ
 অল্পপানে যোগ্যতা অনুসারে প্রয়োগ করিবে।

প্রমেহ চিকিৎসামণি ।

স্বর্ণসিদ্ধ ১ ভাগ, জৌহ, জল, সুতা, প্রবাল, বঙ্গ, মীসক, বাট প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ
 নিকি—স্বতকুমারী রসে মাড়িয়া ২ রতি বটী করিবে। অল্পপান—হরিদ্রাচূর্ণ ও মধু।
 ইহা প্রমেহের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মেহবারণ সিংহ রস ।

বঙ্গ, জাতিফল, খদির, কপূর, গৌহ, ৫০, সুতা, রৌপ্য, মীসক জলদ্বারা মাড়িয়া
 বুটপ্রমাণ বটী করিবে। অল্পপান—স্বত চিনি ও মধু। ইহা বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্বর্ণবজ্র ।

লৌহ বা সূর্য্যপাণ্ডে বঙ্গ অগ্নিসত্তাপে গলাইয়া তাহাতে বঙ্গ সমান দারুণ মিশ্রিত
 করিবে। শুক্রর পান সমান গন্ধক চূর্ণ মিশ্রিত এবং পানস্তর গন্ধক সম নিশাদল চূর্ণ
 মিশাইয়া মর্জন করতঃ নিশ্বলচূর্ণ করিবে। শুক্রর বোতলে পুরিয়া মকবরজ পাকের জ্বর
 বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। এইরূপ ও প্রচুর কাগ মধ্যস্থিতি পাক করিলে স্বর্ণরেণু
 সূক্ষ্ম স্বর্ণবজ্র নামক ঔষধ প্রস্তুত হইবে। এই ঔষধ রসায়ন, বলকর, কাঙ্ক্ষজনক, স্বরণ
 শক্তি বর্ধক, শুক্রজনক, অগ্নিবর্ধক ও প্রমেহ নাশক। মাত্রা ২০ রতি। অল্পপান—
 সাধারণতঃ মাখন ও মিশ্রি। অবস্থা বিশেষে মস্তার পুষ্টিকর অথচ মেহ নাশক জ্বোয়
 অল্পপানে প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধ অল্প নিবারক ও শিথল। যে স্থলে বোধী শুক্র

কাবনা দিয়া ৩ বতি বটী করিবে। অল্পপান শেতলার রস। অত্যাধিশেষে অল্পাধিক অল্পপানেও ব্যবহার্য।

বঙ্গাভ্রজন্তু।

বঙ্গ, অজ্ঞ ও শিলাজন্তু এবজ মর্দন করিয়া ৩ বতি বটী করিবে। অল্পপান—শিমুল মূলের রস প্রভৃতি।

শাল্মলী অক্ষত।

মুত ৮ সের, শিমুলের রস ৮ সের, চাপ ছদ্ম ৮ সের, বর্ষা—অখগন্ধা, শতমূলী, রান্না, তালমূলী, শুঠ, অনন্তমূল, যষ্টিমধু, জাফা প্রত্যেক ১ পল, পাকার্থ ৮ সের ১৬ সের। মূত্রপাত্রে মূত্র অগ্নিতে পাক করিবে। এই ঔষধ মাতৃক্ষর নিবারক, বক্তৃগোষক এবং ক্রৈবা, শোথ, কাস ও প্রমেহ নাশক। ইহা শুক্রমেহে বিশেষ ফলপ্রদ।

চন্দনাসব।

ষেতচন্দন, বালা, গোক্ষর, মুতা, গাছালী, নীমোৎপদ, মৌরী, গিরমু, পদ্মকাঠ, তেজপাত, লোধ, মরিচ, বড়চন্দন আবনাদি, বটছাল, অখগন্ধা, দেবদারু, শটী, তেজপত্র, যষ্টিমধু, রান্না, পটোলপত্র, কাফনছাল, জামছাল, মোচরস প্রত্যেক ১ পল, খাইফুল ১৬ পল, জাফা ২০ পল, চিনি ১২৮ সের, শুড় ৮ সের। এই সমস্ত দ্রব্য ত্রিধা মূত্রপাত্রে ১২৮ সের তল সহ ১ মাসকাল ঢাবিয়া রাখিবে, পরে বহু ত্যাগ করিয়া দ্রবংশ ছাঁকিয়া লইবে। ইহা বলকর, পুষ্টিকর, সুবাহু অগ্নিদীপক ও শুক্রমেহ নাশক।

প্রমেহ ঔষধের অনুপান নির্ধার্তন।

বজ্রমূর, বৃতকুমারী, হরিদ্রা, আমলকীরস, মধু, শিমুলেররস, অজুনছাল, শুলক, সারবৃক্ষের সার, বক্তচন্দন, গোক্ষর, শেওলা, কেশর, কেশরাজ, বড় এলাচ ও মধু। ইহারা শুক্রমেহ নাশক। তাগমূলী, শিমুলমূল, শুলক, বৃতকুমারী, ছদ্ম, অখগন্ধা এবং বিজ্জল জাতীয় অল্পাধিক স্বাদু পদার্থ শুক্রবর্ধক। তাগমূলী, শিমুলমূল ও তেলাকুচার মূল ভক্তের ঘনতা কারক। জাম্বের পদার্থ, (মবিচাদি) অত্যন্ত তিক্তপদার্থ, (নিম্বাদি) অত্যন্ত কষার পদার্থ (হরীতকী প্রভৃতি) এবং ফার পদার্থ শুক্র নাশক। এই সমস্ত পদার্থের বিষয় বিবেচনা করিয়া শুক্রমেহের চিকিৎসা করিবে।

অথ সিকতা মেহচিকিৎসা।

শোধিত রক্তচিত্তে মূলের কাষ মধু সহ পান করিলে অথবা চই, চিত্তেমূল, হরতকী ও ছাতিন ছালের কাষে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সিকতা মেহ নষ্ট হয়। দারুহরিদ্রা, পনিয়ারী, ত্রিকলা ও আবনাদি ইহাদের কাষে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও সিকতা

মেহ নষ্ট হয়। নিমজালের কষায় পান করিলে নিকতমেহ নষ্ট হয়। কেহ কেহ নিমের জালের পরিবর্তে সায় গ্রহণ করেন।

ইহাতে অম্বনান্ন রস, মেহরস, রক্তরস, চন্দ্র-প্রভাবতী, দেবদাক্ষিণী ও শুক্রজাতকান্ধী প্রয়োগ করিবে।
শুক্র জাতকান্ধী।

গোমূর লীজ, ত্রিকলা, তেজপাত, এলাচি, ইসাগুল, ঘনে, চই, কৈবর্ত, তালীশ পত্র, সোভাগা, দাড়িমবীজ প্রত্যেক ৪ তোলা, শুণ্ডুল ২ তোলা, পারদ, গন্ধক, জল, গৌর প্রত্যেক ৮ তোলা। দাড়িম রসে মর্দন করিয়া ৪ রসি বটী করিবে। ঔষধ সিদ্ধ ভাঙে রাখিবে। অত্র পান—দাড়িমের রস, ছাগল ১০ জন, সিততাম্বের কাথ সহ সেবা।

অথ শীতমেহ চিকিৎসা

আকনাদি, মুকাদ ও গোমূরের কষায় মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অথবা আকনাদি ও গোমূরের কষায় পান করিলে শীত মেহ প্রশমিত হয়। দারুহরিদ্রা, গণিয়ারী, ত্রিকলা, ও আকনাদি ইহাদের কষায় মধুযুক্ত করিয়া পান করিলেও শীতমেহ আরোগ্য হয়। উদভসেহ প্রশান্তির নিমিত্ত যে সমস্ত ঔষধ লিখিত হইয়াছে তাহা কাথ সহ প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল হইবাব সম্ভাবনা। কেহ কেহ সোমবোগের জায় ইহার চিকিৎসা করিতে উপদ্রব দেন। যাহা হউক অবস্থাবিশেষে উত্তর পথই অবশ্যমুখ্য। এই মেহ কক্ষের শৈত্যে জন্ম হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং উষ্ণবীৰ্য্য ঔষধ ইহাতে ব্যাধিবিপরীত ও রোগ প্রশমক হইবে। ইহাতে লোপ্রাসব বিশেষ তিতকর।

লোপ্রাসব।

লোধ, শটী, শুকরমূল, এলাচি, মুকামূল, বিড়ঙ্গ, ত্রিকলা, কমানী, চই, গিহুজু, ভুবাং, বাথাল-লসামূল, চিরতা, কটকী, দামুনধাটী, তগরপাঙ্গকা, চিত্তেমূল, পিপুলমূল, কুড়, আঠেব, আকনাদি, কুটজছাল, নাগকেশর, ইন্দ্রবর, নথী, তেজপাত, মরিচ, কৈবর্ত মৃতক প্রত্যেক ২ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ছাতিরা মৃত-ঔষধ ভাঙে ৮ সের মধুসহ মূখ চাকিয়া ১৪ দিন রাখিবে। তৎপর ২ তোলা মাথাষ সেবন করিবে। ইহাতে কক্ষ মেহ বা কক্ষ-পিত্ত মেহ আরোগ্য হয়।

অথ শনৈর্মহ চিকিৎসা।

খদির কাঠের কাথ (খদিরসার বিশেষ উপকাণী) মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে অথবা কমানী, বেণামূল, হরাতকী, শুণ্ডক ইহাদের কষায় মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে

অথবা ত্রিকলা ও জলকের কষায় পান করিলে শনৈর্মেহে প্রশমিত হয়। যুবাঙ্গুল, গোছুর ও আকনাবি ইত্যাদির কষায় মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে শনৈর্মেহ নষ্ট হয়।

এই মেহ ককের মলমূত্র হইতে উৎপন্ন হয় সুতরাং তীক্ষ্ণ ও গার্ষিত জব্য দ্বারা উপকার লাভ করা যায়।

ইহাতে এলাদি চূর্ণ, শিলাজতু সোম, মেহবজ্র, মেহ কেশরী, চন্দ্র-প্রভাবটী, মেহ মুদগর বটীকা, দেবদারুপিক্ত ও ত্রিকটকাদি-মুত ও তৈল ব্যবহার করিবে।

মেহ আদ্যঙ্গুল প্রতিষেধক।

রসাজল, বিটমবন, দেবদার, বেগুজী, গোছুর বীজ, চিরতা, পিপ্পল মূল, গোছুর, ত্রিকণা, ভেটুচী মূল প্রত্যেক ১ তোলা, ঘোহ ভঙ্গ মকমম, জগন্মূল ৮ তোলা, ছত্র দ্বারা মর্দিন করিয়া ৬ রতি পটা করিবে। শুশুনি--ছাগছত্র বা জল। শনৈর্মেহে কাথ সহ বা গোছুরের কাথ সহ পান করিবে।

ত্রিকটকাদি মুত ও তৈল।

গোছুর, আমরুণ, যেতবীদ্রের সার, শোণিত ভল্লভক (অভাবে রক্তচন্দন) আটাইষ, মোধ, বচ, পলতা, অর্জুন ছাল, নিম, মুতা, হরিদ্রা, যমানী, পত্রকাঠ, মস্তিষ্ঠা আকনাদি, অণ্ডক, রক্তচন্দন ইত্যাদির রস মিশ্রিত ১১ সের, তৈল বা ঘৃত ১৪ সের, ১৬ সের জল সহ যথাবিধি পাক করিবে। ইহার তৈল ব্যবহারে ব্যতককাদিক মেহ ও মুত পানে পিত্তজ মেহ নষ্ট হয়। ইহা দ্বারা আমরুণ পানীয় করিয়া ব্যবহার করিলে ত্রিদোষজ মেহ আরোগ্য হয়। ঘৃত ১২ সের ও তৈল ১২ সের মিশ্রিত করিয়া পাক করাকে আমরুণ বলে। যদিও পিত্তজ মেহে ঘৃত বিহিত হইয়াছে তথাপি শনৈর্মেহে ফলদায়ক হেতু প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

তথ লাল মেহ চিকিৎসা।

এই মেহ ককের পিচ্ছিল মূত্র হইতে উৎপন্ন হয় সুতরাং ইহাতে বিশদ ও রক্ষণ গার্ষিত জব্য বিশেষ উপকারী। আমরুণ, হরীতকী, চিত্তেমূল ও ছাতিম ছাল ইহাদের কাথ মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে অথবা নিফলা, শোণালুফল মজ্জা ও জাকার কষায় পান করিলে অথবা যমানী, বেগামূল, হরীতকী, শুভ্রুচী ইহাদের কাথ মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে লাল মেহ আরোগ্য হয়। শ্বেষোক্ত যোগটী শনৈর্মেহেও লিখিত হইয়াছে।

হৃৎস্পন্দ উচ্চা শব্দমেরি ও লালিমের প্রদর্শন । ইহাতে ১ম যোগটাই বিশেষ ফলপ্রসূ ।

ইহাতে ব্রহ্মক, ব্রহ্মেশ্বর, মেঘনাদ ব্রহ্ম, মেঘ ব্রহ্ম, মেঘ কেশবী, সুরাসুন্দরীমণি, পূর্ণচন্দ্র ব্রহ্ম বিদ্যানাগীশ ব্রহ্ম অবস্থা বিশেষে প্রয়োগ করিবে ।

বিদ্যানাগীশ ব্রহ্ম ।

রসসিকুর, অন্ন, মীমক, তণ প্রত্যেক সমভাগ, মগনিমের ছাল চূর্ণ সর্বদয়, মাত্রা ১০ তোলা আনা । অমৃপান—মধু । ঔষধে দেহনাশে তদ্বিধা চূর্ণ ১০ আনা আধ তোলা মধু সহ সেবন করিবে । কেহই এই ঔষধে মগনিমের দীর্ঘের চূর্ণ গ্রহণ করেন এবং তাহাই সমীচীন কারণ প্রমেহে নিম ও ক্রান্তের বীজই গ্রহণীয় । ইহা প্রমেহের উত্তম ঔষধ, বিশেষতঃ লালিমের অত্যন্ত হিতকর ।

অথ ইক্ষুমেহ চিকিৎসা ।

এই মেহ কক্ষের মাদুর্গাণ্ডন হইতে উৎপন্ন হয় । তিক্ত জ্বা ও ঈকবীৰ্য্য দ্রব্য হইতে হিতকর ।

আকনাদি, বিড়ক, অর্জুন, দুর্গাভা, ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অথবা জয়ন্তীর কাথ মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে কিংবা নিমবীজের কষায় পান করিলে অথবা জয়ন্তীর কাথ মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে কিংবা নিমবীজের কষায় পান করিলে ইক্ষু মেহ আরোগ্য হয় । ২য় যোগটী বিশেষ ফলপ্রসূ । এই মেহে শীতল ও মধুয জ্বা সেবন একেবারে নিষিদ্ধ । উদক মেহে যে সকল ঔষধ ব্যবহৃত হইয়াছে ইহাতেও তত্ত্ব ঔষধ প্রয়োগ করিবে । সোমনাথ ব্রহ্ম, সর্বেশ্বর ব্রহ্ম, বিদ্যানাগীশ ব্রহ্ম, ব্রহ্ম সোমনাথ ব্রহ্ম ও বসন্তকুমারব্রহ্ম বিশেষ ফলদায়ক । বিদ্যানাগীশ ত্রিপ্রত্যেক ঔষধই কাথ সহ সেবন করিবে ।

অথ সুরামেহ চিকিৎসা ।

ইহা দ্বিভুগংসর্গিককারক । ইহাতে প্রস্রাবে মনের গন্ধ হয় এবং মূত্রের উপরিভাগ স্বচ্ছ ও অধোভাগ ঘন হয় ।

কদম্ব ছাল, শাল মূলের ছাল, অর্জুন ছাল ও যমানী ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অথবা মধুযুক্ত নিমের কাথ পান করিলে কিংবা শিথুল মূলের কষায় পান করিলে সুরামেহ আরোগ্য হয় ।

ইহাতে সোমেশ্বর ব্রহ্ম, ইন্দ্রবীজী, শাল্মলী স্মৃত, বঙ্গাষ্টক, লোভ্রাসন ও মেহকেশবী অবস্থা অমৃপানে ব্যবহার করিবে ।

অথ সুশ্রুতৌক্ত ফেন মেহ

চিকিৎসা

ত্রিকলা, শোণাসু মজ্জা, দ্রাক্ষা ইত্যাদির কথারে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ফেন-মেহ আরোগ্য হয়। বৃষ্টি পিত্তসংসর্গী হয়, তবে উষ্ণকফ সহ সেবন করাইবে। এই মেহের সহিত গালামেহের চিকিৎসাসাম্যুক্ত আছে। গালা মেহের মধু ভিন্ন এই ষোণ উল্লিখিত হইয়াছে। সুচরায় গালামেহ এবং ফেনমেহ এক জাতীয়। এই জন্যই চরকে ফেনমেহের পরিবর্তে গালামেহ পঠিত হইয়াছে। কিয়ৎ ব্যাধি পরস্পর পৃথক। গালা মেহে যে সনাত্ত ঔষধ লিখিত হইয়াছে অস্বাভাবিকের ফেনমেহে তৎসমুদায় প্রয়োগ করিবে। বিশেষতঃ ঔষাতে প্রসাদিচূর্ণ, মেহ কুসান্তিক রস, ব্রহ্ম-পূর্ণচক রস ও সূক্তোদলিনোদ রস দিব্যক।

মেহ কুসান্তিক রস।

বঙ্গ, অলু পাবন, গন্ধক, চিন্তা পিপ্পল মূল, একটু জয়লা, তেউড়ী, রসায়ন, বিড়ল, সুতা, বেলেডঠ, গোক্ষুর বীজ, দাড়িম বীজ প্রত্যেক ১ তোলা, শিলাজতু ৮ তোলা। বনকাকুড়ের রসে মর্দন করিয়া ৪ রতি বটী করিবে। গুণপান—ভাগ দুই, তল, আমলকী রস, কুলথ কথারিয়ার বাধ প্রকৃতি।

কেকর প্রস্তাব সরণ করণের জন্য একটী বীজাদি চূর্ণ, ব্যগ্রহার করবেন। যথা—কাবুড়ীচ চূর্ণ, সৈন্ধব, ডিকল, প্রত্যেক সমভাগ মাজা ৮০ পান। গুণপান পরম ভাল।

অথ সুশ্রুতৌক্ত লবণ মেহ

চিকিৎসা

এই মেহে প্রসাদ অত্যন্ত উৎকর্ষ হয় এবং মূত্রের আশ্বাদ লবণ ভাবাপন্ন হয়। এই মেহ বিদগ্ধককারক। একদিগ্ধ হইলে লবণতা প্রাপ্ত হয়। আকনাদি ও অণুর কথার পান করিলে লবণমেহ আরোগ্য হয়। ইহাতে সোম্যনাথ রস, ব্রহ্ম বক্ষে-শ্রব, মতান্তরীয় ব্রহ্ম বক্ষেশ্রব, মেহ কেশাদ্রী আনন্দুভৈরব রস ব্যবহার করিবে।

মতান্তরীয়া ব্রহ্ম বক্ষেশ্রব।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অলু, স্বর্ণ, বঙ্গ, মুক্তা, স্বর্ণমাকিক প্রত্যেক সমভাগ। ব্রহ্মকুমারী রসে মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। এই ঔষধ রক্তমূত্রে অতিশয় ফলদায়ক। লবণ মেহে ভাণ লব্ধ ব্যবহার্য।

আমলকটৈত্তরন রস।

তল, বর্ষ, বগলিন্দ্র প্রত্যেক সমভাগ। যথু দ্বারা মাড়িয়া ২ রতি বটী করিবে।
অল্পপান—যথু বা প্রমেহ নামক কাণ্ডাদি। কেহহ, স্ববমেহে দেবদানবব্রিষ্টে
ব্যবহার করেন।

রক্তমেহ চিকিৎসা

পিণ্ডী খেজুর, পাণ্ডারী কল, গাণ্ডার আঠি শুলক ইহাদের কাথে ১০ তোলা যথু
মিশাইয়া পান করিলে রক্তমেহ আবেগ্য হয়। শুঠ, অর্জুন ছাগ, ওলফা, নীলোৎপল—
ইহাদের কাথে যথু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অথবা পলতা, নিমছাল, আমলকী, শুলক
ইহাদের কাথ যথুযুক্ত করিয়া পান করিলে রক্তমেহ প্রশমিত হয়। কেহহ কেবল
রক্তকনের কবার মধুসহ পান করিতে প্রয়াস দিয়া থাকেন। ইহাতে স্রোতোষাদি
চূর্ণ, কুশ্মাললেহ, দেবদানবব্রিষ্টে, স্নর্গলজ, তন্ত্রিশঙ্কর রস
আমলক টৈত্তরন, চন্দনানল, মেহ কেশরী, ইলঙ্গুটী ও
অথবা বিশেষে সোমনাথ রস এবং মেহ কুশ্মান্তক ব্যবহার করিবে।

স্রোতোষাদি চূর্ণ।

বট, যথু ডুমুর অথবা গোণাকড়াল, সোণাগ, অমন, (দীওশাল) আয়ের আঠি কামের
আঠি, কথেন্দ্রেল, পিঙ্গল, অর্জুন, ধব, (খাওরা) মৌলফুল, বটমধু, গোখ, বরগছাল,
পালিবা ছাল, পলতা, মেঘনুদী, দজীমূল, চিত্রমূল, অড়হর পত্র, করঞ্জফল, জিফলা, কুটজ
চক্রাক প্রত্যেক সমভাগে। অল্পপান—যথু। ঔষধ দেবদানব্রিষ্টে জিফলার কাথ বা জিফলা
বিজান জল পান করিবে। ইহা দ্বারা মূত্র বিতুল হয় এবং প্রমেহ পিড়কা উৎপন্ন
হয় না।

কুশ্মাল লেহ।

কুশমুগ, কাশমূল, বেণামূল, কক্ষেকুম্বা বাগড়মূল প্রত্যেক ১০ পল, জল ৬৪ সের, শেব
৮ সের ছাঁকিয়া তাহাতে ৮ গু (অভাবে—৮নি) ১/২ দেব মিশাইয়া পুনর্বার পাকে
চাপাইবে। লেহবৎ হইলে নানাইয়া বটমধু, কাকড়বীজ, কুহুডাবীল, নাপাবীজ বংশলোচন,
আমলকী, তেজপাত, দারুচিনি, এলাচি, নাগকেশর, বরগছাল, শুলক, প্রিয়ঙ্গু প্রত্যেক চূর্ণ
২ তোলা মিশাইয়া আলোড়ন করিয়া রাখিবে। ইহাতে নানাবিধ মেহ ও মূত্রক
আবেগ্য হয়। ইহা প্রমেহের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হস্তিশঙ্কর রস।

পারদ, গন্ধক, গোহ, বর্ষ, বজ, বর্ণমাকিক প্রত্যেক সমভাগ, আমলকীর রসে মর্দন
করিয়া এবং ৭ বার ডাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। ইহাতে সকল প্রকার প্রমেহ নষ্ট
হয়। ইহা পিত্তক মেহে বিশেষ ফলপ্রসূ।

साहित्यिक विविधता

[illegible]

इ. रि. प्र. ग. टि. वि. म.

[illegible]

का. ५८ मेरु चिं. क. ५८ मा।

1. 1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-276

ਸਾਗਰ ਵਿਖੇ

（一）在政治上，要坚决拥护党的领导，拥护社会主义制度，拥护党的路线、方针、政策，在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

অস কাল গৈছে চিকিৎসা।

[illegible]

অথ শূক্ৰভোক্তা অন্নমেহ চিকিৎসা

ইহাট পূর্বে অল্প অল্প হইত। এই সেক বিবর্তন ক্রমে। ইহাট দিক ও মধুর জল
ও কব।

[illegible]

কালক কন্দকর বে কুল কল, সেই মূল কল কলিঙ্গ পান কলিঙ্গ মলকিঙ্গ শিল্পক মলক
১. রাণী কল : বিশেষতঃ উল্লিঙ্গ কল কলিঙ্গ বিশেষতঃ উল্লিঙ্গ কল কলিঙ্গ।

[illegible]

অথ বাতজ মজ্জমেহ চিকিৎসা

১. বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকার, কলিকাতা, ১৯৩৬ খ্রিঃ ১০/১১/৩৬।
 ২. বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকার, কলিকাতা, ১৯৩৬ খ্রিঃ ১০/১১/৩৬।
 ৩. বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকার, কলিকাতা, ১৯৩৬ খ্রিঃ ১০/১১/৩৬।

পালানি পূর্ণ।

কাঁকনাদি, কুটমছাল, তিল, কটীয়া, কুড়ি, ইত্যাদি দ্রব্য ১০ আনা মাত্রায় ভাজক ও চিঙে মুলের সহায় সহ পান করিলে মজ্জামহ প্রশমিত হয়। ইহাতে চন্দ্রপ্রভা, দাড়িআদ্যমূল, শূণাচন্দ্রপ্রভা, ব্রহ্ম দাড়িআদ্যমূল, প্রমোহমিত্তিক তৈল, শাণ্ডলীমূল, ২৫ রক্তশোধক ঔষধ সমূহ অবস্থা বিশেষ ব্যবহার করিবে। খাব্যাদির আত্মকপেনেহ এবং চিকুয়েসহ মজ্জামহ দাঙ্কি নিমিত্ত প্রয়োগ করিবে।

চন্দ্রপ্রভা।

ব্রহ্মসিন্দুর, জল, গৌর, সীসক, বস, এলাগী, বস, জাতিফল, কৈজী, মৌলসার, বটিমূল, আমলকী, চিনি, কর্পূর, বদরীয়ার, তলুকা, কটকারী ও অন্যান্য প্রত্যেক সমভাগ, শৌখিক চৈন্য, তার নাখে মর্দন করিয়া একবার ভাবনা দিবে, পরে কথাক্রমে মেঘ (ভেজার) ছুঁতে ও পানর সঙ্গে এক এক দিন ভাবনা দিয়া কুল আঁতবি ত্যাবটিকা করিবে। আমলকী ও পট্টে মের কথায় প্রাক্কর্ষ বা ত্যাহার পালো ১০ সিকি ও মরু ১০ সিকি মিশাইয়া ১৫ বৎসর জলপান করিবে। পুরোক্ত জলপানে বা জলকর রস সহ এই দ্রব্য সমন্বিত। ইহাতে বদ্যমেত প্রারোপ্য হয়।

দাড়িআদ্যমূল।

মূল দাড়িআদ্যমূল (বোস রহিত) ১/২ সের, বস ১/৪ সের, কুলখকলাই ১/৪ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, ঘূর ১/৪ সের, দ্রব ৬৪ পদ বা ১/৮ সের। শতমূলীর ১৮ সের, ককাদ—১১১। বজ্রর, কাঁকাগী, দজী দাড়িআদ্যমূল, কীরে, মেদ, মতামেদ, ত্রিফলা, দেবদার, বেগুণ, রামালমার মূল, বরিজা, দাককরিজা, মাজিঠা, বড়, বড়, তুমিআদ্য, আমলকী, এলাচি প্রত্যেক ২ তোলা। এই দ্রব্য পিত্তজ ও বাতজ মেহে প্রযোজ্য।

ব্রহ্ম দাড়িআদ্যমূল।

মূল ১/৪ সের, কাঁকাগী—মূল দাড়িআদ্যমূল (বোস রহিত) ১/২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ১/৪ সের, বস ১/২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ১/৪ সের, কুলখকলাই ১/২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ১/৪ সের, শতমূলীর ১৮ সের, দ্রব ১/৪ সের, ককাদ—বজ্রর, জিফলা, বেগুণ, অষ্ট র্গ, দে দার, বরিজা, মাজিঠা, কুড়, এলাচি, তুমিআদ্য, বেগুণ, শিলাকুড়, দাককরিজা, বোম্বুল, ককাদমূল ও প্রত্যেক ৩ তোলা। এই ঔষধ ককাদিক ব্যতমেহে প্রযোজ্য।

প্রমোহমিত্তিক তৈল।

তৈল ১/৪ সের, ককাদ—তলুকা, কৈজী, বটিমূল, দেবদার, মূতা, বরিজা, দাককরিজা, কাঁকা, বৈশাল, জল, কুড়, পোম্বুল, চন্দন, কুড়, বটী, এলাচি, দাড়িআদ্যমূল।

নাগফেশর, ত্রিকলা, মালুকা, বাণ্য. বেড়লা, ভগবাপাহকা, অম্বপকা, বাগা, শতমূলী, দাকচিনি, পুর্নবা, শালপাণি, হস্তিষ্ঠা, শুকক, কুটজছাল, মূর্খামূল, লোধ, বনে প্রত্যেক ২ তোলা। শতমূলীর ৪ সের, পাণ্যর ১৬ সের, হস্ত ৪ সের।

মজ্জমেহে প্রাণতন্ত্র মৃত, চরকোক্ত অমৃতপ্রাণ মৃত, ব্রহ্ম হোগলাদি মৃত, রাজীকন্দ মৃত ও লাক্ষাকর্ণিক তৈল ব্যবহার করিলে উপকার হইতে পারে।

কৌত্র ও বসামেহ চিকিৎসা

বিটমিরকাঠ, খদিরকাঠ ও সুপরি ইহাদের কাথ পান করিলে অথবা সুপরি ও গুয়বাবলার কাথে মধু মিশ্রণ দিয়া পান করিলে অথবা চাকেরী ও মেদের কাথ মধুবৃত্ত করিয়া পান করিলে কৌত্রমেহ নষ্ট হয়।

গণিয়ারী কাথ পান করিলে বসামেহ উপশমিত হয়। কৌত্রমেহে ও বসামেহে মজ্জমেহোক্ত ঔষধ সকল প্রয়োগ করিবে। মজ্জমেহ এবং বসামেহ প্রাধান্য লুই হয় না।

অথ হস্তিমেহ চিকিৎসা

ইহাতে শরীরের বাহ্যভাগ লসীকা অংশে মূত্রস্রব করিত হইয়া থাকে। যদিও সোমরোগে তজ্জই তরলীভূত হইয়া করিত হয়—লসীকাতাগ মূত্রস্রব প্রভৃতি হওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, তথাপি উত্তর রোগ একজাতীয় বিধার বসামেহ সোমরোগের ঔষধ সমূহ ইহাতে প্রয়োগ করিবে। আমাদের বিবেচনার সোমরোগেও লসীকাতাগ নিঃসৃত হইয়া থাকে; কারণ যদি ঐ মূত্রপ্রবাহ কেবল তরলীভূত তজ্জবর হইত তাহা হইলে মোগী ২০ বৎসর কিছুতেই জীবিত থাকিতে পারিত না। ইহাতে জল পান বা তরল দ্রব্য ভক্ষণ একেবারে নিষিদ্ধ। এই মেহের প্রবাহাবস্থায় অস্বাভাব নিষিদ্ধ। সোমরোগের পথ্যাপথ্যই ইহার পথ্যাপথ্য। পুরাতন বরের মরদা ও দ্রবিত হুতে ভাজা মূচি, টানা চুখ ও সব বিশেষ পথ্য। কেহ এই রোগে অহিসেন সেবন অভ্যাস করিতে উপদেশ দিয়া গাছেন। নিরুপায় পক্ষে এই উপদেশ অবশ্য গ্রহণীয়।

পাটাদি কন্ধাস্র। যথা—আকমানি, শিরীষছাল, হরালতা, মূর্খামূল, পলাশ, কয়েমবেল, গাবের আঠার তুঠ, এই পাটাদি দ্রব্য বারী কাথ প্রস্তুত করিয়া কতিমেহে প্রয়োগ করিবে।

তেলাকুটার কন্ধবৎসল পূর্নদিন সাধনের পাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া পবনিন শকদিনে সেই মূত্রের সহ্য এক ছটাক পরিমাণ পান করিলে প্রায়শঃ ২০ বাসে এই মেহ

শিল্প শিল্পের এই শর্করিক স্বেদ শাখা। বিশেষতঃ ইহা শুষ্কমেহে হিতকর।

সকল কীড়া শুষ্ক পান করিলে পুষ্কর শুষ্কমেহ আরোগ্য হয়।

উষ্ণ শতমূলীরস পান করিলে স্বেদ আরোগ্য হয়। বিশেষতঃ ইহা শুষ্কমেহে এবং বহুবৃকমেহে প্রশস্ত।

ধেনাফল, দাকচিনি, এলাচি, অশ্বত্থ ও বেঁতচন্দন, ইত্যাদির দ্বারা অঙ্গ বিশোধ করিলে স্বেদ আরোগ্য হয়।

ককমহনাশক দ্রব্যের কাথ দ্বারা শুষ্ক পান করিয়া ককমেহে এবং পিত্তমেহ নাশক দ্রব্যের কাথ দ্বারা শুষ্ক পান করিয়া পিত্তমেহে আরোগ্য করিলে। এই সকল দ্রব্য অকর।

পুষ্করক শালসম্মানাদিপালকোক্ত ধনীত্বত কণ্ঠে কঠোরকী, দণ্ডী, দোণ, কাঞ্চনৌহ ও ভার প্রদেশ দ্বারা স্বেদ প্রস্তুত করিবে। ইহা বহুমেহ লেহন করিলে সকল প্রকার মেহ আরোগ্য হয়। প্রক্ষেপ্যদ্রব্য কাথদ্রব্যের চতুর্ভাগে গ্রহণ করিবে।

শাখা-২

সীসক, অন্ন ও শিলাজতু প্রত্যেক সমভাগ একত্র মর্দন করিয়া ও রুচি বটী করিবে। এই ঔষধ হস্তিমেহ ভিন্ন সকল প্রকার মেহে বোগে করা যায়। ইহা বর্ষাবোগ্য অনুপানে ব্যবহার করিবে।

শাখা-৩

সীসক ও শিলাজতু দ্বারা ও রুচি বটী। অনুপানে গ্রহণে সকল প্রকার মেহে আরোগ্য করা যায়।

শাখা-৪

বহু ও শিলাজতু দ্বারা ও রুচি বটী। ইহা সর্গপ্রকার মেহনাশক, বিশেষতঃ ইহা শুষ্কমেহে হিতকর।

এই তিনটি ঔষধ সচরাচর যক্ষু ও আমলকীর রসের সহিত প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহাদের প্রভাব কম হয় তাহাদের পক্ষেই এই তিনটি ঔষধ কলপ্রদ। ইদানীং ঔষধ কলপ্রদীর ব্যবহার অতিবিরল পুটে হয়। সাধারণ মেহে বজ্রেশ্বর, বজ্রাষ্টক, ব্রহ্ম বজ্রেশ্বর, প্রমেহ চিকিৎসার, মেহবারণ সিংহাসন ও সৌম্যনাথকাল ব্যবহৃত হয়।

শস্য শালিখাত ও বটিক খাতের চাউলের অন্ন বন, পোখু, ছোলা, অড়হর, মুগ ও পোখলাই। এই সকল দ্রব্য পুষ্করক ও বহুতঃ বহুগরাতীত হওয়া আবশ্যক। তাহাদের মধ্যে অংশল মাংস, শাকের মধ্যে ডাক্তার প্রভৃতি তিক্তশাক এবং বনশকু, যক্ষু ও রিপ্স হিতকর।

অম্লশস্য—নুতন খাতের চাউলের অন্ন, রসবহুকা দ্রব্য, মাংসলাই, শাক, অন্ন, দধি, মিষ্টান্ন, ইক্ষু, বহুত, বিবকল, কয়েদবেল, চালিতা, শুভ, ক্রোড়িষা, একস্থানে উপবেশন, বানিজ্য, মত, শিষ্টক, ইক্ষুস, তিলতৈল ইত্যাদি।

এবং সোমরোগের উপশম হয়। পুরাতন অবস্থায় এই দুটিযোগ কলত্রণ নষ্টে
কৃত্তিমেষ এবং সোমরোগ প্রায়শঃ স্থল ব্যক্তিরই উপকার হয়।

কক্করী মোদকঃ।

কক্করী, প্রিচু, কটকারী, তিসল, জীরে, কক্করী, কোটকোটি, কাকচিনি,
হুইমধু, মৌরী, বালা, গুলফা, কুড়, আমলতী, সুতা, অগুরু কণাবাটা, শিথিলেফুবাটা,
কক্কতিলবাটা, কোকিলাক বীজ, (তালমাখনা) বাটা প্রত্যেক ১০ আনা, চিনি সর্ষ-
চূর্ণের বিত্তণ। পাকার্থ—আমলকী রস, শুষ্ক ও কুখাণ্ডের স্বল্প প্রত্যেক
সমস্ত চূর্ণের ৪ শুণ, স্বল্পক্রমে পাক করিবে। মোদক পাকান্তে কক্করী মিশাইয়া
নিষ্কৃত্যে রাখিবে। পাক কালীন কক্করী দেব নষ্টে। ইহা সুৎপাতে পাক করিতে
হইবে। মাত্রা ১০ সিকি। অল্পান—দ্রুতাদি। ইহাতে সোমরোগ কৃত্তিমেষ, সুত্রাতীলাহ,
গ্রহণী, উগ্রকমেহ, শীতমেহ, কামলা, কুন্ত কামলা ও পাণ্ডু আরোগ্য হয়। ইহা কক্ক,
বলকর, তক্রবর্ডক ও হুত।

ইহাতে সোমনাথ রস, বসন্তকুহ্মাকর রস, বৃহৎ বঙ্গেশ্বর, সোমরোগের
তালকেশ্বর, হেমনাথরস, কদল্যাতিস্থত, কদল্যাতি যোগ, ত্রিকলাদি কষাণ
ও মাষাদিচূর্ণ প্রয়োগ করিবে।

সাধারণ মেহচিকিৎসা

যদি উপরি লিখিত চিকিৎসা ব্যর্থ প্রমেহ প্রশমিত না হয় অথবা প্রমেহের স্বল্প
নির্ধারণ করা কঠিন হয়, তবে নিম্নলিখিত ঔষধ সকল অবস্থা বিশেষে ব্যবহার করিবে।

কলত্রিকাদি কক্করী। বথ—ত্রিকণা, দাকহরিজা, রাখালশালাব মূল ও সুতা
ইহাদের কাখে সিকি তোলা কাটা হরিজা চূর্ণ ও একসিকি মধু মিশাইয়া পান করিলে
বিশেষতঃ প্রকার প্রমেহ আরোগ্য হয়।

দাকহরিজাদি কক্করী। বথ—দাকহরিজা, দেবদারু, ত্রিকণা ও সুতা ইহাদের
কাখে পান করিলে বিশেষতঃ প্রকার মেহ আরোগ্য হয়।

আমলকীর স্বল্পের সহিত কাটা হরিজা চূর্ণ ও মধু মিশাইয়া পান করিলে সর্ষপ্রকার
মেহ নষ্ট হয়।

ত্রিকণা, লৌহ, শিলাজতু, হরীতকী ও শুস্কের স্বল্প—এই পাঁচটি ঘোণের মধ্যে
যে কোনও ১টা মধুসহ লেহন করিলে মেহ আরোগ্য হয়। এতদ্ব্যতীত ত্রিকণা বাতমেহে,
শুল্ক শিথিলেফু, লৌহ, শিলাজতু এবং হরীতকী কক্কমেহে প্রশস্ত।

যেতদ্ব্যতিরিক্ত আর অথবা পাণ্ডারি বৃক্কের কোন প্রকারের সারের কাখে পান করিলে মেহ
ইহা কক্কমেহে বিশেষ বিতক্রঃ।

গিড়কা চিকিৎসা

মহাবিকাশপ্রকৃতি গিড়কায় চিকিৎসা শোষণের দ্বারা করিবে এবং শাকিণে তৎ-বৎ চিকিৎসা করিবে। তৎ শোষণার্থ বটের কাণ বা ছাসমূত্র প্রয়োগ করিবে। এমাদিগল দ্বারা প্রদোষদোষাদি তৈজস শাক কাঁচরা ব্যবহার করিবে।

প্রদোষনিপাতকী। যথা--ছোটকলাচি, গুগরপাতকা, কুড়, জটামারী, গজকপ, দাড়িচি, ভেলপাত, নাগকেশর, জিহু, বেণুল, বাহনকী, বিলুত ভষ, চোবপুশী, খেঁচোয়া, মরু মিণ্যাস, চোচ, (দারচিনিফল) গুড়াশাক, বাসা, ভগুগু, ধুনা, মিলাকল, কুন্দরশোচি, অশ্বক, লুকা, বেণামুল, দেবশাক, কুহু, গুড়াগকেশর।

প্রদোষহেত্র অমাদোষোপোষক লক্ষককী। যথা -

“অমেহিণাং যদা মুত্র মনাবিলম্বমিচ্ছিলং ।

বিশদং ককুতিভুক্তং তদারোগ্যং বিনির্দেশং ॥”

অর্থঃ--যখন প্রমেহ বোগীর মুত্র নিষ্পন্ন ও অনিচ্ছিল হইবে এবং মুত্র বিশদবর্ণ, ককুতিভুক্তাদি বিনির্দেশ হইবে তখন ব্যাধি আরোগ্য হইয়াছে জানিবে।

আগন্তু বা উপসমিকমেহ চিকিৎসা

উপসমিক মেহে ক্রীড়হত্যঃ নিবিক। কারণ, তাহাতে পীড়ার বৃদ্ধি হয় ও উপসমিত ক্রীড় পীড়া জন্মিয়া থাকে। সংক্রামক বোগের মধ্যে প্রমেহ অগ্রগণ্য; তাহাতে উপসমিক মেহ প্রেট। যেসমস্ত কারণান ও রোগ ব্যতীতহোম্যেত, ক্ষত ও মূত্রকারক, ইহাতে তাহাই প্রয়োগ করবে এবং উপক্রিয়া পরিচাল্য করিবে।

জাতিগত বা মিলন্যাব উৎকর্ষে নিম্ন নিম্ন ওবিদ্য। দাখিলে বেদনার উপসম ও ব্যর্থের কারণ হইবে। নিম্নমুত্র ক্ষীণ ও বেদনারিত হইলে জাতীয়তার সঙ্গী প্রদোষ করিবে। তাহারে জাতী তিজান ভস বৎকার বিশ্রিত করিয়া পান করিলে অবশ্য সজন্ম উচ্চা কষ্ট পান করিলে এই মেহ প্রশমিত হয়।

মুত্রীকোষ ।

অনন্তমূত্রের কারণে বৎকার ও রুতি ও নিশাভন ও রুতি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

উৎকৃষ্ট নিরুজা ১৫ গের অগ্নিতে গলিয়া যত্নে হাঁকিয়া ১ ঘণ ভলে ৩৫ দিন জাল দিবে। ১০ গের জল থাকিতে নাখাইরা বিরজা উঠাইরা সোজে শুকাইরা চূর্ণ করিয়া লবে। মাত্রা ১০ আনা, বুটচূর্ণ ১০ আনা সহ সেব্য। ইহাতে পুষ্টি নির্বন্ধন ও দাহ দধর নিবাবিত হয়।

প্রাণানুভা, অনন্তমূল, কটুকী, গোক্ষুর বীজ ইত্যাদির কাণ্ডে আশ্রাসা পঙ্ক ২ রতি ও নিশাচল ২ রতি প্রবেশ বিদ্ধ পান করিলে ঔষঙ্গিক মেহের শান্তি হয়।

কেবল কাবাবচিনি ৮০ আনা মাত্রায় প্রাতঃকালে ৩ সন্ধ্যায় সেবন করিলে কল লভি হয়।

ত্রিকলা, বাবলা ছাল ও অম্বল ছাগ ইহাদের কাণ্ডে দ্বারা পিটুকায়ী দিলে অত্যন্তরূপে কষ্ট আরোপ্য হয়। কেব ২ এই কষ্টার পার্শ্বার্থ একে অল্পপার্ম্য ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ইহাতে প্রাণদানন্তী, সুরেন্দ্রকিনোদী রস, কল্মাশিকুল-রস, সোণেশ্বর রস, চন্দ্রসংস্কৃত রস এক সহজকোষে প্রস্তুত রস ব্যবহার করিলে।

প্রাণদানন্তী ।

কাবাব চিনি ৫০ তোলা, কোহ ১০ তোলা, বীজ ১০ তোলা মিষ্টি ১০ তোলা, জল ১০ তোলা, কল ছায়া বর্জন করিয়া ৪ রতি বটী করিবে। প্রাতঃকালে ৩ বৈকালে চিনির জল সহ সেবনীয়। ইহাতে পুষ্টিবান বৃদ্ধি আরোপ্য হয়। ইহা নিম্নকল ঔষ। এই ঔষ ১৪ দিন ব্যবহার করিলে।

সুরেন্দ্রকিনোদী রস ।

দারুণ, পঙ্ক, এবাল, বর্ণ, সেমিরা, বৈকান্ত, রেণা, মধ, মূল প্রভৃতি ১২ ভাগ, বটের ছালের কাণ্ডে ও বাবলাছালের কাণ্ডে পুঙ্ক ৪ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অল্পপার্ম—ত্রিকলা রস, কাবাব চিনির কাণ্ড, অক্ষুণ্ণ ছালের কাণ্ড অথবা বাবলা ছালের কাণ্ড। মাত্রাপুঙ্কঃ কাবাব চিনির চূর্ণ ৩ যত্ন বা বাবলা ছালের রস ৩ কণ ও যত্নপুঙ্ক বাবলা ছটীয়া থাকে। অত্যন্তের অধিক কষ্ট হইলে বটের ছালের কাণ্ডসহ সেবন করাই দিবে।

সোণেশ্বর রস ।

দারুণ, পঙ্ক, সেব, মৌর, কড়িফল, বক, জড়, ডাউ প্রভৃতি ১ ভাগ, হোতি ৫০টি বীজ, তেজপত্র, হুতা, বিড়ক, নাগকেশর, রেণুক, আশলকী, পিপুলমূল প্রভৃতি ২ ভাগ, আশলকীর রসে ভাবনা দিয়া হোতার কাণ্ড বটী করিবে। পূর্বাঙ্ক অল্পপার্ম এই ঔষ সেবনীয়। ইহাতে মৌরবিদ প্রবেশ, বহুব্র, অম্বলী, মূকজ, জল, বর্জ, অর্জ ও ভাবনা আরোপ্য হয়। ইহা ঔষঙ্গিক প্রবেশে বিশেষ উপকারী।

উপদংশনোক্ত রাস।

ইদংকপূর ১ তোলা, এলাচি, হারফল, জৈত্রী, লবঙ্গ প্রত্যেক ২ তোলা। পানরসে মাড়িয়া ২ রতি বটী করিবে। অমুপান—উষ্ণহৃদ্য নিখা বিরোচক কোনও দ্রব্য। ইহাতে উপদংশ, হৃষ্টবল, বাতরক্ত ও ভদ্রদর প্রভৃতি নষ্ট হয়।

মোহোক সুরসুন্দরী বটী, বরাদি ত্রুণাগুলু ও আযাসের অর্কমুদ্রাদ্য মূত ইহাতে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহার শাখ্যাপাশা উপদংশের পথ্যাপথ্যের জায়।

অথ সোমরোগ চিকিৎসা

ইহার নিদান নিদানে লিখিত হয় নাই। ভাবমিল, ভাবপ্রকাশে ইহার নিদান ও চিকিৎসা লিখিয়াছেন। তিনি এই রোগকে স্রীভোগের মধ্যে গণনা করেন; কিন্তু বসন্তে সংগ্রহকার গোপালকৃষ্ণ প্রমোহে অধিকারের পরেই সোমরোগের চিকিৎসা লিখিয়াছেন এবং ইহাকে মেঘবিশেষ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। সুতরাং উহার মতে ইহা স্রীপুষ্কবগত ব্যাধি। ভাবমিশ্রের মতে সোমরোগ পুষ্কবের হইতে পারেনা; কিন্তু এই রোগ পুষ্কবেরই অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন পুষ্কবের সোমরোগকে সোমরোগ না বলিয়া বহুমুত্র নামে নির্দিষ্ট করা উচিত; কিন্তু আমরা কোন প্রসিদ্ধ পুস্তকে বহুমুত্র নামক কোন ব্যাধির বর্ণনা দেখিতে পাই নাই। সোমরোগে মূত্র বহু পরিমাণে করিত হয় একত্র উহাকেই বহুমুত্র বা মূত্রাতিসার বলা যাইতে পারে। সুতরাং সোমরোগ, বহুমুত্র ও মূত্রাতিসার একই পদার্থ। এই রোগের প্রথম অবস্থাকে সোমরোগ, মধ্য অবস্থাকে মূত্রাতিসার শেষ অবস্থাকে লজ্জমুত্র বলা যায়। এই ব্যাধিতে ক্রান্তিমেহের জায় শরীরের লসীকা ভাগ করিত হয় কিন্তু লসীকা অংশ শুষ্ক মিশ্রিত থাকে। এষ্ট পীড়ার পরিণামে পিড়কা উৎপন্ন হইতে পারে, তাদৃশ অবস্থার ব্যাধি অসাধ্য হয়।

সোম শব্দের অর্থ লসীর ধাতু। এই রোগে উহা বিকৃত ভাবে করিত হয় বলিয়া ইহাকে সোমরোগ বলা যায়। লসীর ধাতু স্রী পুষ্কব উভয়েরই করিত হইতে পারে। স্রীলোকের শুষ্ক অপেক্ষাকৃত তরল এবং প্রায়শঃ রক্তঃ মিশ্রিতভাবে বিস্তারিত থাকে।

স্রীলোকের সহিত অতিশয় রমণ, শোক, ক্রুদ্ধপ্রম, আভিচারিকা ক্রিয়া (যারণ, উচাটন, শুভ্রন, প্রভৃতি বেদোক্ত ক্রিয়াকে আভিচারিক ক্রিয়া বলে। ইহাতে প্রথমতঃ চিত্ত তৎপর দেহ স্থাপিত হয়, অনন্তর মানব কালগ্রাসে পতিত হয়। স্ত্রেনাদি বস্তু ইহার বিশেষ বিবরণ বিবৃত হইয়াছে) গরপ্ররোগ, (সংযোজক বিষকে গর বলে) এবং শরীর-কোষ্ঠকর অস্বাভ ক্রিয়া বারি সমস্ত শরীরের লসীর ধাতু সকল ক্ষুভিত ও বহান হ্রাস হইয়া মূত্রমার্গে গমন করে, অনন্তর প্রসারবন্ধে বহুপরিমাণে নির্গত হয়। এই

স্রাব নির্মূল, শীতল, নির্মল ও শুষ্কবর্ণ হয়। ইহাতে কোনরূপ বেদনা হয় না। এই রোগ উপস্থিত হইলে নৌরুজা, পতিচৌমড়া, (সমনে কষ্ট রোগ) যজ্ঞকের শিথিলতা, মুখ ও তালুশোষ, মুর্ছা, জ্বা, প্রস্রাব এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয় এবং শরীরের শুষ্ক লক্ষণ হয়—ভক্ষ্যভব্য, ভোজ্যভব্য ও পেরণার্থে বারি রোগী ভুক্তিলাভ করে না। সোমগুণকৃষ্টি শরীরের কণীয় ধাতু ও আত্মসজ্জিক সোমকর হেতু ইহাকে সোমরোগ বলে। সোমরোগ বহুদিনের হইলে মুহূর্ছা প্রস্রাব কঠিন হয় এবং ধারণাশক্তি আনো থাকে না। কণীয় ধাতু বহু হেতু রোগী অস্বাস্থ্য দিপ্যাসিত হইয়া কলপান করিতে থাকে এই অবস্থাকে মুহূর্ত্তিসার বলে। কেক ২ নিম্নোক্ত লক্ষণটি পাঠ করেন। যথা—

বহুদুরোচ্চের প্রথম অবস্থায় নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই অবস্থা তইনো, রোগী প্রায়শঃ অনুশনিহার শাসিত হয়। যথা—শরীর অত্যন্তশীত, শরীরে অত্যন্ত ঘর্ষ, চর্ম্মক, হাত, পা, জিহ্বা, চক্ষু এবং কর্ণে দাহ, কাস; শরীরের শিথিলতা, অরুচি, প্রমেহোক্ত পিড়কা, (পিড়কাই বিশেষ অস্বাস্থ্য লক্ষণ) কষ্ট, তালু ও তট শোষ, কমলঃ শরীরে জালা, শরীরের শুষ্কতা, শান্ততা ও শীতমুদ্রতা প্রকৃতি। এই অবস্থায় প্রস্রাবে মক্ষিকা প্রকৃতি বসে এবং তাহাতে অনেকলক্ষণ থাকে। এই রোগ প্রায়শঃ স্থূল ব্যক্তিতেই হইয়া থাকে, কারণ তাহাদের শরীরে কণীয় ভাগ অধিক।

এই রোগ অতিশয় কঠিন। ইহাতে প্রথম অবস্থায় তেগাকুটার কক্ষবৎ মুগ্ধল পুরোক্ত নিয়মে পান করিলে ২৩ মাসে রোগ আরোগ্য হইতে পারে। ইহাতে বাস্তব শরীর জব্য পানাহার প্রেক্ষাবে নিম্নলিখিত।

প্রকৃত অবস্থায় অগ্রাহ্য করাও বিধেয় নহে। অসহ্য হইলে দিনে দুই পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন ও রাতিতে পুরাতন ঘরের কলী বা লুচি খাইবে। মাখনটানা দুই ইহাতে বিশেষ উপকারী। জলের পরিবর্তে টানা দুই খাইবে। অসহ্য হইলে নির্মূল জল খুব জল দিয়া শীতল করতঃ অল্পমাত্রায় পান করিবে। দারুহরিদ্রা, মুতা ও ত্রিকলা ইহাদের বর্জিত করার পান করিলে বহুদুরের পিপাসার শান্তি হয়।

এই রোগে কোনও ঔষধে উপকার লাভ না করিলে শেষে আহুতেন অগ্ন্যাস করিবে। তাহাতে কিরংকালের অল্প জীবন লাভ করা যায়। ইহাতে মৈথুন অত্যন্ত অনিষ্টকর। রোগী সংযত চিত্ত হইলে নিম্নলিখিত ঔষধে ফললাভ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। 'বহু শেখোক্ত লক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হইলে ঔষধ প্রয়োগ বিড়ম্বনা মাত্র।

অফুর পত্রের রস ৩ তোলা পরিমাণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে মধু সহ পান করিলে সোম রোগ, মুহূর্ত্তিসার, বহুদুর, উদ কমেহ ও কমলা সম্ভ। আবেগ) হয়। ইহা দুই ফল ঔষধ।

শাকা কলা ১টী, আমলকীর রস ২ তোলা, চিনি ১০ তোলা, মধু ১০ তোলা, দুই ১/২ পোয়া একত্র মিশাইয়া পান করিলে মুহূর্ত্তিকা নিবারিত হয়।

পাকা কলা, ভূমিকুম্ভাণ্ড, শতমূল প্রত্যেক সমভাগ চুর্ণ সহ পান করিলে সোমরোগ প্রশমিত হয় ।

মধু, সহিত আমলকীর রস অথবা খণ্ডাচারের সহিত বাসক রস পান করিলে বহুমূত্র আরোগ্য হয় ।

কচি তাল শাঁস, খেজুর মাখি (কেহ ২ সিদ্ধি খেজুর দিয়া থাকেন) ও পাকা কলা চুর্ণের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে বোনের উপশম হয় ।

আঙ্গাদিচূর্ণ ।

মাষকলাই চূর্ণ, ধল্লিমু, ভূমিকুম্ভাণ্ড ইহাদের চূর্ণ ১০ সিকি মাত্রা চিনি মধু বাণ্ডা মাড়িয়া চুর্ণের সহিত সেবন করিলে বোগের উপশম হয় । এই দোষে চিনি থাকিলেও সোমরোগে চিনি উপকারী নহে । পূর্বদোষে শতমূলী থাকিলেও সোমরোগে উহা চিত্তকর নহে । সংযোগপত্রের প্রাধিক্ত্য হেতু ঐ সকল দ্রব্য ভ্রম্যানে প্রযুক্ত হইয়াছে ।

প্রিঙ্কলোদি ষোণা ।

ত্রিফলা, বাশপাতা, মুতা আকনাদি ইহাদের কষায় মধু ও বহুমূত্র করিয়া পান করিলে বহুমূত্র নিবারিত হয় ।

বহুমূত্রান্তক লৌহ ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অঙ্গ, বঙ্গ প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা, স্বর্ণ ৮০ আনা, বদলী পুষ্পের রসে মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে । অঙ্গপান—শুষ্কফের রস । ইহাতে বহুমূত্র, মূত্রাতিসার, সোমরোগ, মেহ, মধুমেহ আরোগ্য হয় । এই ঔষধ উদকমেহে ও হস্তিমেহে প্রযুক্ত হইতে পারে ।

তালিকেশ্বর রস ।

রসসিকুর, লৌহ, অঙ্গ, বঙ্গ প্রত্যেক সমভাগ, মাত্রা ২ রতি । এই ঔষধ সেবনান্তে পাকা বজ্র, ডুমুরের ফল চূর্ণ ১০ তোলা মধু সহ লেহন করিবে ।

তালিকেশ্বর রস ।

অঙ্গ, বঙ্গ, লৌহ পারদ, গন্ধক, হরিতাল প্রত্যেক সমভাগ, মাত্রা ৪ রতি । অঙ্গপান মধু । ঔষধ সেবনান্তে পাকা বজ্রচূর্ণ ১০ তোলা মধু সহ লেহন করিবে ।

বঙ্গাদিলতী ।

বঙ্গ, অঙ্গ, রসসিকুর, তাল, রসজেন প্রত্যেক সমভাগ, কালবেণ্ডিয়ার রসে ৭ বার এবং পুরাতন অড়হর পত্রের রসে ৩ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে । অঙ্গপান—অড়হর পত্রের রস ও মধু । ইহা সোমরোগ ও বহুমূত্র নাশক ।

হেমশাখরস ।

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ স্বর্ণমাকিক প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ, কর্পূর, প্রবাল, বঙ্গ প্রত্যেক ১০ তোলা অহিকেনের সঙ্গে, মোচার রসে, পাকা বজ্রচূর্ণের রসে পৃথক ২ ভাবনা দিয়া ২

রতি বটী করিবে। ইহা বর্ণাদোগ্য অল্পপানে ব্যৱহার করিবে। এই ঔষধ প্রথম অবস্থার প্রযোজ্য নহে। ইহাতে প্রমেহ, বহুমূত্র, বাস, কাম ও উরঃক্লেশ নষ্ট হয়।

বসন্তকুস্মাকর রস।

বৈক্রান্ত ১ ভাগ, (মৃদুতরককে বৈক্রান্ত বলে) স্বর্ণ, অন্ন, মুক্তা, প্রবাল প্রত্যেক ২ ভাগ, বসন্ত ৩ ভাগ রসসিন্দুর ৪ ভাগ এই সমস্ত জগ্য ঘোড়ালেবুর রসে, পব্যৱচ্ছে বেণামূলের কাথে, বাসকছালের রসে, ইক্ষুবৎসে পৃথক ২ ভাগে বিদ্যা ২ রতি বটী করিবে। অল্পপান—মধু। ইহা দ্বারা সোমরোগ, মূত্রাতিসার, প্রমেহ, দাহ, তালুশোথ, তৃকা প্রশমিত হয় এবং কাম, বাস ও মূৰ্ছাজরে উপকার হয়। ইহা বলায়ন।

এই রোগে—আলোতীকুস্মাকর, পল্লবসারি তৈল, প্রমেহ-মিহিরি তৈল, সৌমনার রস, সোমেশ্বর রস, কস্তুরী মোদক, ব্রহ্ম বজ্রেশ্বর ও বসন্তকুস্মাকর রস প্রয়োগ করিবে।

কদল্যাদি মৃত।

মৃত ১৪ সের,—কদলী পুষ্প (মোচা) ১২৮ সের, পাকার্থ—কদলী মূলের রস ৩৪ সের, শেষ ১৬ সের, বদ্ধার্থ—বৃকচকন, সরলকাঠ, জটাভাসী, কদলী মূল, এলাচি, লবঙ্গ, ত্রিকলা, কহেদবেল, উদককক (পদ্ম মূল, তেজুর মূল, পাদিকল মূল ইত্যাদি) ও ত্রয়োদাশিগণ (পূর্কোক্ত) মিলিত ১১ সের। ইহাতে সোমরোগ, প্রমেহ, শুক্রমেহ, শুক্রদোষ, বহুমূত্র ও মূত্রাতিসার আরোগ্য হয়।

ব্রহ্মকাত্তী মৃত।

মৃত ১৪ সের, পাকার্থ—আমলকীর রস (অভাবে কাথ ১৪ সের) ভূমিকুয়াও রস ১৪ সের, শতমূলী রস ১৪ সের, মৃত ১৪ সের, তৃণ পঞ্চমূলের কাথ ১৪ সের। বদ্ধার্থ—এলাচি, লবঙ্গ, ত্রিকলা, কহেদবেল, সরলকাঠ, জটাভাসী, কদলী মূল, হুঁদিমূল প্রত্যেক ৭৮ তোলা; পাকার্থে ছাঁকিয়া যষ্টমধু, তেউড়ী, ববফার, মুক্তদারকমূল প্রত্যেক ১ পল, চিনি ৮ পল প্রক্ষেপ দিবে। সীতল হইলে মধু ৮ পল মিলাইয়া উত্তমকরণ মছন করিবে এবং স্নিগ্ধতাও রাখিবে। এই মৃত ৮০ তোলা মাংসায় মৃত সহ সেবা। ইহাতে সোমরোগ, তৃকা, দাহ ও বহুমূত্র আরোগ্য হয়। এই মৃত মৃতকক্ষে পান করিবার ব্যবস্থা আছে। ইহা শুক্রবৃদ্ধিকর। বিনা কক্ষে পাক করিলে ইহাকে শ্রাত্তীমৃত বলে।

পথ্য—পুস্তাতন চাউল, পটোল, মুগ, অড়হর, ছোলা, ববের লুচি, বজ্রচমুদ্র, বাণ, গোম, মাংস, মাঠা, লবঙ্গমৃত, ব্যাঘ্রাম ও অন্ন হিতকর।

অপথ্য—মাহিষাদি মৃত, শাক, অন্ন বর্জি, মিষ্টদ্রব্য, জলপান, কাঁচাকল, মৈথুন, চিত্তা, ক্রোধ, অত্যন্ত ব্যায়াম, শোক, লঃণ, মত্ততা, আগ্নে, জলীয় তরকারী (লাউ প্রভৃতি) বেগুন, একস্থানে কেবল উপবেশন ইত্যাদি।

অথ উদর রোগ চিকিৎসা

উদররোগাদি। যেহেতু এই রোগ অনেকবেগের মূলপট্ট হইয়াছে। এই রোগে যেহেতু বেগ নিমিত্ত হইল না, সুতরাং সোমরোগের সহিত ইহার কোন সাধারণ্য না থাকিলেও উপর ইহার অভিধান হইবে। এই ব্যাধি প্রকারঃ

এই ব্যাধি উদরগত। বিশেষতঃ ইহাতে উদরমূলক হয়, এতদুপেক্ষে উদর রোগ বলে। সাধারণে ইহাকে ত্রিদন্দ্রী বলিয়া থাকে। এই রোগ বাতপ্রধান এবং অভ্যস্ত কষ্টিন। ইহা অষ্টবিধ মহাব্যাধির অন্তর্গত।

এই রোগে রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ, শুষ্ক ও নীরস হইলে আরো ঔষধের আশা থাকে না। প্রথমে ছাত্র এই রোগে কের্তব্যস্থল বর্ণন করিতে। মোট পবিভাগ না হইলে কোনও ঔষধ ফলপ্রসূক হয় না। ইহাতে প্রথমে ছাত্র সর্বত্র বিশেষতঃ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যে সমস্ত ঔষধ প্রথমে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে ইহাতেও তদন্ত ও উপ ব্যবহার্য।

ইচ্ছান্তেদী।

তঠ, মরিচ, পাণ্ড, গন্ধক, মোহাগা প্রত্যেক ১ ভাগ, শোণিতকচনাগরীজ ৩ ভাগ জলে পেষণ করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অথপান—চিনির জল। উদর সেননায়ে বস্ত গুরু চিনির জল পান করিবে ততবার দাঁষ্ট হইবে।

ইহাতে বিশেষভাবে গোমূত্র কিংবা উল ছড়ের সহিত ওরাত তৈল পান করাইবে।

এইরোগে অগ্নিমন্দ্য অবশ্যস্থাবী সুতরাং উদীপক ঔষধ ও অথপান প্রকার ব্যবহার করিবে।

ইহাতে আনাশক্ত বিশেষ ফলপ্রসূ। বিশেষতঃ রোগের প্রবর্তনস্থায় সর্বত্র উদর রোগেই কেবল আনাশক্ত প্রয়োগ করিবে।

* আনাশক্ত।

পুরাতন মাণচূর্ণ ১ তোলা, চূড়িত আতপ তণ্ডুল ২ তোলা, জল ২১ তোলা, দুগ্ধ ২১ তোলা একত্রে পাক করিয়া বণ্ডন করিবে। ইহাই আহারার্থ ব্যবহার করিবে। ইহাতে ক্ষুধার শাস্তি না হইলে পুনরায় পাক করিয়া দিবে। এতদ্বাবে ঐ পরিমাণের অধিক আহার করা কর্তব্য নহে।

অথ আনাশক্তের চিকিৎসা

আনাশক্তের রোগী বলবান থাকিলে প্রথমতঃ মেহবেদ প্রদান করিয়া ত্রিদন্দ্রী বিশেষতঃ করাইবে। মল নির্গম হইয়া উদর কোনমতে হইলে, বস্ত্রবস্ত্র দ্বারা উদর বেঁধে রাখিয়া চাপিয়া বান্ধিয়া রাখিবে। তাহাতে আনাশক্ত কেহ বাহু পুনঃ আধান জন্মাইতে পারিবে না। সর্বপ্রকার উদরেই এই নিয়ম অবলম্বন করা কর্তব্য। বিশেষতঃ পর উপযুক্ত

দোষনাশক জ্বা দ্বারা পেয়া প্রস্তুত করিয়া খাইতে দিবে । বাতানবে পিপুল চূর্ণ ও সৈন্ধব মিশ্রিত ঘোল বিশেষ উপকারী । বক্ষ্যমাণ চূর্ণে, সহিত শিকোদ্রাদিতেও ঘোল উপকারী । উদর বোঁগে তরু ঘোলে পর্যোষ্য ।

বাতানবে খলজননার্থ জ্বর ২ হুঙ্ক পান অচ্যাস করিবে । অধিক হুঙ্ক পান করিলে জ্বাশ্রম হইতে পারে । এরূপ তৈল মিশ্রিত মশমুলের কাথ দ্বারা পিচকারী দিলে বিশেষ উপকার হয় । ইহাতে ২০ মদ্যাক্ষিপাদিগোন্দ্র কাথ ও এক (কেহ ২ কেবল এক গ্রহণ করেন) দাবঃ ১৬ সের কাতি সহ ১৪ সের এরূপ তৈল পাক করিয়া সেট তৈলেব অস্থ্যাসন দিলে উদরভাঙ্গিত বাতানব প্রশমিত হয় ।

সামুদ্রাদ্য চূর্ণ ।

করকচ, সচল, সৈন্ধব, যবকার, বহানী, বনযমানি, পিপুল, রক্তচিতে মূল, শুঠ, হিং, বিটশব্দ প্রত্যেক সমভাগ, মাত্রা ৮—১০ আনা । এই ঔষধ দ্রুত সংযুক্ত করিয়া অগ্নিরে প্রথম প্রান্তের সাগেত সেবন করিলে প্রবল উষ্ণ ও শুষ্ক আরোগ্য হয় ।

বাতানবের যে শোধ হয় তদানার্থ মশমুলের কাথে গোমূত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিবে ।

নারায়ণ চূর্ণ ।

ধানী, হবুয়া, ধনে, ত্রিফলা, বৃক্ষজীরে, কুহ কককীরে, পিপুল, মূল, বনযমানী, শটী, বচ, শলধা, জীয়ে, তিকট, সর্পকীরি, রক্তচিতে মূল, সাচিকার, যবকার, পুষ্কব মূল, (অতাবে—কুঙ্ক) পক্ষলবণ, কুঙ্ক, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক সমভাগ (১ ভাগ) সম্য ৩ ভাগ, তেউড়ীমূল ২ ভাগ, রাখাল লসামুল ২ ভাগ, চর্মকষা ২ ভাগ । মাত্রা ১০ আনা । এই ঔষধ অস্থ্যপান ভেদে নানাবোঁগে ব্যৱহৃত হয় । যথা উদরে ঘোল সহ, শুষ্ক কুলশঠের কাথ সহ, আনাই বাসুতে—স্বাদসহ, বাতরোগে—প্রসঙ্গা (সুবায়ণ) সহ, কোষ্ঠবদ্ধতা—দধিব স্বাদসহ, অর্শে—দাড়িমের কাথ সহ, অজীর্ণে গরম তল সহ প্রয়োগ করিলে । এই ঔষধ মূল প্রকার উদরেই প্রযুক্ত হইতে পারে । ইহা উদরের অতি প্রশস্ত ঔষধ । কেত ২ এই ঔষধ ব্যাধিপ্রত্যনৌক বলিয়া নির্দেশ করেন । এই ঔষধ ভেদক । চত্বোণ প্রভৃতিতেও ইহা যথাযোগ্য অস্থ্যপানে প্রযুক্ত হইতে পারে ।

প্রৈলোক্য সুন্দর রাস ।

পারশ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, তাম্র, জব, সৈন্ধব, বিব, কালজীরে, বিড়ঙ্গ, গুলকের চিনি, চিতে, বহানী, যবকার প্রত্যেক ২ তোলা, নিমিন্দা রসে, চিতেমুলের রসে, ও টাংলেশ্বর রসে এক ২ বার তাবনা দিয়া ২ রতি বসী করিলে । অস্থ্যপান—দ্রুত । ঔষধ সেবনাতে মিশ্রলিখিত দ্রুত পানের বিধি আছে । কিন্তু ঈমানী তাহার ব্যবহার নাই । দ্রুত ১৪ সের, বক্ষ্যার্থ—চিতেমূল ১/১ হুঁপোয়া এবং যবকার ১/১ পোয়া, পার্কার্থ—গোমূত্র ১৬ সের । মাত্রা—১০ তোলা ।

উপরি লিখিত ঔষধে শোধ দ্রুতীকৃত না হইলে নিম্ন লিখিত ঔষধ ব্যবহার করিবে ।

অথ উদর রোগ চিকিৎসা

উদরোগসাধন্যে তেহু এই রোগ মোদোরোগের পর দ্রষ্টব্য হইয়াছে। এই রোগে মেদো রোগ নিষিদ্ধ হইল না, অতরাং মোদোরোগের সহিত উক্ত রোগ সাধন্য না থাকিলেও তৎপরে ইহার অভিযান হইতেছে। এই ব্যাধি ৮ প্রকার :

এই ব্যাধি উদরগত। বিশেষতঃ ইহাতে উদরস্থীত কল, যেহেতু ইহাকে উদর রোগ বলে। সাধারণতঃ ইহাকে উদরী বলাইয়া থাকে। এই রোগ ব্যাধি প্রধান এবং অত্যন্ত কঠিন। ইহা অষ্টবিধ মহাব্যাধির অন্তর্গত।

এই রোগে রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ, জরীত ও নীপক হইবে যাদো জীবনের আশা থাকে না। শুষ্করক্তায় এই রোগে বোঁবদ্ধতা বলবতী থাকে। কোষ্ঠ গতিকার না হইলে কোমল ঔষধ কলদায়ক হয় না। ইহাতে শুষ্করক্তায় দ্রুত বিবেচক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যে সমস্ত ঔষধ শুষ্ক রিরোনার্থ লিপিত হইয়াছে ইহাতেও তদ্রূপ ঔষধ ব্যবহার্য।

ইচ্ছাভেদী।

তণ্ডু, মরিচ, পান্দ, পঙ্কক, মোহাগা প্রত্যেক ১ ভাগ, শোণিতজরপানীয়ক ৩ ভাগ ভলে পেষণ করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অমুপান—চিনির জল। ঔষধ সেবনান্তে বত গণ্ডু চিনির কল পান করিবে ততবার দান্ত হইবে।

ইহাতে বিবেচনার্থ গোমুত্র কিম্বা উক জন্মের সহিত এরূপ তৈল পান করাইবে।

এইরোগে অগ্নিমন্দ্য অংগুষ্ঠানী অতরাং উকীপক ঔষধ ও অমুপানার ব্যবহার করিবে।

ইহাতে আশ্বিনশু বিশেষ কলপ্রদ। বিশেষতঃ রোগের প্রকটাবস্থায় সর্পবিধ উদর রোগেই কেবল আশ্বিনশু প্রয়োগ করিবে।

আশ্বিনশু।

পুরাতন মার্শচূর্ণ ১ তোলা, চূর্ণিত আতপ তণ্ডুল ২ তোলা, জল ২১ তোলা, হুই ২১ তোলা একত্রে পাক করিয়া মণ্ডবৎ করিবে। ইহাই আহার্য্য ব্যবহার করিবে। ইহাতে ক্ষুধার শক্তি না হইলে পুনরায় পাক করিয়া দিবে। একবারে এই পরিমাণের অধিক আহার করা কর্তব্য নহে।

অথ হানাতোদর চিকিৎসা

হানাতোদরে রোগী কলপান পাঠিলে প্রথমতঃ স্নেহেণে প্রানান করিয়া শিথ বিবেচন করাইবে। মল নির্গম হইয়া উদর কোমল হইলে, বস্ত্রখণ্ড দ্বারা উদর বেঠন করিয়া চাপিয়া ধরিয়া রাখিবে। তাহাতে হানাতার হেতু বায়ু পুনঃ আয়তন লক্ষ্যহিতে পারিবে না। সর্পপ্রকার উদরেই এই নিয়ম অবলম্বন করা কর্তব্য। বিবেচনের পর উপযুক্ত

দৈনন্দিক অথবা দ্বিবার্ষিক প্রকৃত করিয়া থাকিতে পারে। বাত্যান্তরে পিপুল চূর্ণ ও সৈন্ধব মিশ্রিত ঘোলে বিশেষ উপকারী। বক্ষায়াণ চূর্ণে সহিত সিংহাসানিতেও ঘোল উপকারী। উদর হোলে তরু ঘোলে পরমোদক।

বাত্যান্তরে বসন্তজননীয় কক্ষ ২ হুঙ্ পান অত্যন্ত করিবে। অধিক হুঙ্ পান করিলে অক্ষান বইতে পারে। এবং তৈল 'মশিক' মশকুলের কাথ দ্বারা পিচকারী দিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহাতে 'অস্ফাল্মিকা' দিগ্ভাশেদ্য কাথ ও বহু। (কেহ ২ কেবল বহু গ্রহণ করেন) দ্বারা ১৭ সের কাঁচি সহ ১৭ সের এরও তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের অল্পাংশ দিলে উপকারী। বাত্যান্তরে প্রথমিত হয়।

সামুদ্রান্য চূর্ণ।

করকচ, সচল, সৈন্ধব, ববঙ্গান, বমানী, বসন্তমান, পিপুল, রক্তচিতে মূল, শুঠ, তিৎ, টিলেণ প্রত্যেক সমভাগ, যাত্রা ১০—১২ ভানা। এই ঔষধ স্তুত সংযুক্ত করিয়া অস্ত্রের প্রথম প্রাণের সাত্ত্ব সেবন করিলে প্রথম উদর ও জ্বর আরোহ হয়।

বাত্যান্তরে যে শোধ হয় ওরানার্থ 'মশকুল' জায়ে গোমূত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিবে।

সামুদ্রান্য চূর্ণ।

দানী, ককুয়া, মনে, ত্রিফলা, রক্তচিতে, হুঙ্ ককুয়া, পিপুল, মূল, ববঙ্গানী, শটী, বচ, শুভক, জীবে, ত্রিফল, বসন্তমান, সচিফা, ববঙ্গান, পুষ্ক মূল, (অতাবে—হুঙ্) পক্ষগণ, হুঙ্, মিক্স প্রত্যেক সমভাগ (১ ভাণ্ড) দ্বারা ও ভাগ, 'মশকুল' ২ ভাগ, রাণাল 'মশকুল' ২ ভাগ, চন্দ্রিকা ৪ ভাগ, যাত্রা ১০ ভানা। এই ঔষধ অল্পাংশ ভেদে নানাবিধে ব্যবহৃত হয়। দ্বারা উদর ঘোল সহ, 'শুধে' কুলচিৎসের কাথ সহ, আনাই বাস্তুতে—সুগন্ধ, বাত্যান্তরে—প্রসঙ্গ (সুগন্ধ) সহ, কোষ্ঠিহৃত্য—দধির 'মাতঙ্গ', অর্শে—দাড়িমের কাথ সহ, 'মশকুল' প্রথম জল সহ প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধ সচল প্রকার উদরেই প্রযুক্ত হইতে পারে। ইহা উদরেই অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ। কেহ ২ এই ঔষধ ব্যাধিপ্রকট নীক বলিয়া নির্দেশ করেন। এই ঔষধ ভেদক। জ্বরোপ প্রকৃতিতেও ইহা বর্ণাবোগ্য অল্পাংশে প্রযুক্ত হইতে পারে।

ত্রৈলোক্য সূক্ষ্মর সাস।

পারল ১ ভাণ্ড, গন্ধক ২ ভাগ, হাঙ্গ, অম, সৈন্ধব, বিধ, কালজীবে, বিড়ল, শুভকের চিনি, চিত্তে, বমানী, ববঙ্গান প্রত্যেক ২ ভাগ, নিমিকা বাস, চিত্তেবুলেব বসে, ও টাংকুলেব বসে এক ২ বার ভাবনা দিয়া ২ বার বসি করিলে। অল্পাংশ—স্তুত। ঔষধ সেবনান্তে নিম্নলিখিত স্তুত পানের বিধ আছে। কিন্তু ইহানীতি তাহার ব্যবহার নাই। স্তুত ১৪ সেব, বক্ষার্থ—চিনেমূল ১/১ গোয়াল এবং ববঙ্গান ১/১ গোয়াল, পাকার্থ—গোমূত্র ১০ সের। যাত্রা—১০ ভানা।

উপর লিখিত ঔষধে শোধ হইত না হইলে নিম্ন লিখিত ঔষধ ব্যবহার করিবে।

কলিত চিকিৎসাবিধান।

শোথোদগারি লৌহ।

শেত পূর্ণবা, তলক, চিত্তেন্দ্র, গোহলকটী, পুরাতন মাল, মজিনাবুগেরমাল, হুদহুদেন্দ্র ও আককমূল প্রত্যেক ৮ পল মল ৬৪ সের, শেত ১৬ সের। কাথ ছাঁকিয়া ভাছাতে লৌহ তল ৮পল, হুত ৮পল, আককের আঠা ২ পল, মনসাকীর ৪ পল, তল ২ পল, গরক ১ পল, পারদ ৪ তোলা (টুডরে কচ্ছলী করিয়া) মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। আনয়নপাক—জয়পাল বীজ তাম্রতর, অত্রতর, কলুই, চিত্তেন্দ্র, বনভল, শরপুখমূল, বটকর্ণ (মোটকোন), গলাশবীজ, কীরই, তাপসুলী, জিকল, বিড়ল, তেউড়ীমূল, দাড়ীমূল, হুদহুদেন্দ্র, রাখাল শশাত মূল, শেত-পূর্ণবা ও হাড়বোড়া মিলিত ১১ সের। বধাবিধানে পাক সামান্য করিয়া মিশ্রভাঙে রাখিবে। মাত্রা—১০ সিকি। কোষ্ঠ-বলাবল বুঝিয়া মাত্রা হাল বা বৃদ্ধি করিতে হইবে। অহুপান—সরষঙ্গল অথবা পূর্ণবার রস প্রকৃতি। ইহা উত্তর ও শোথের মহৌষধ।

বজ্রেশ্বর।

রসসিদ্ধ, বজ্র প্রত্যেক, ১ পল, গরক, তাম্র প্রত্যেক ৪ পল, আককের আঠার ১ বার ভাবনা দিয়া গরপুটে পাক করিয়া ২ রতি মাত্রার ব্যবহার করিবে। অহুপান—হুত। অবস্থা বিশেষে শেতপূর্ণবার রস প্রকৃতি সহ সেবন করিবে।

দ্রীহাধিকারের লৌহস্রুত্যাঙ্কর রাস ২০ দিন পর বিধগজ রপের সহিত সেবন করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়। ইহা তেজক। বাতোররে অধীর্ণ লাসার্ধ ভাঙ্করস্রুত ও বজ্রক্ষার ব্যবহার কর' যায়।

এবল শোধ হইলে পূর্ণবার্ঠিক কক্ষাস্রে এরও তৈল মিশ্রিত করিয়া পান করিবে।

পূর্ণবার্ঠিক কক্ষায়। বধা।—শেতপূর্ণবা, নিমহাল, পলতা, ত'ঠ, কটকী, তলক, বেংহাক ও হরীতকী। ইহা সর্সবিধ শোধ নাপক।

দশমূলেশ্বরটপলক মৃত।

দশমূল ৪০ পল বা ৬০ সের, মল ৩২ সের, শেত ৮ সের, হুত ৮ সের, বহু ১৬ সের। বকার্ধ—গরকোল ও বৎসার প্রত্যেক ১ পল। এই হুত বাতোরর ও বাতভঙ্গ নাপক।

সিদ্ধমৃত। (বিরেচক)

হুত ৮ সের, আনককীর ২ পল, মনসাকীর ৬ পল, হরীতকী, কলগাওড়ি, তাপসুল, তেউড়ী, শোণালুম্বা, শেত অপরাগিতা, বনলীমূল, তেউড়ীমূল, দাড়ীমূল, পলিনী, (ফোল কলমী কাছারও মতে কালমেধ) রক্তচিত্তেন্দ্র প্রত্যেক ১ পল, পাকার্ধ—মল ১৬ সের। আকককীর এবং মনসাকীর কিছুকণ পাড়ে রাখিয়া দিলে

মুখে যে আটার দ্বারা একপ্রকার পদার্থ কমে তাহা পরিত্যাগ করিয়া উপরের ত্বক
হৃৎকণ পদার্থ গ্রহণ করিবে। যাক্সা—১ মাষা বা ২ মাষা। ইহাখারা অষ্টবিধ উন্নয়ন
এবং শুষ্ক আয়োগ্য হয়। এই বৃত্ত অতি প্রসিদ্ধ, কিন্তু ব্যবহার খুব কম। পাশ্বে
লিখিত আছে ইহার ১ বিন্দু পানে ১ বার হেদ হয়।

পটোলমূলাদি চূর্ণ।

পটোলমূল, হরিদ্রা, বিড়ক, ত্রিফলা প্রত্যেক ২ তোলা, কমলাকুড়ি ৪ তোলা,
বননীলমূল ৬ তোলা, তেউড়ীমূল ৮ তোলা, যাক্সা—/—/০ আনা। বিরেচক চূর্ণ
ঔষধের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ। ইহার দ্বারা তেজস্ক ঔষধ অতি শিথল। ইহা সত্যন্ত ক্রুরকোষ্ঠে
প্রয়োগ করিবে।

শোথ শ্বাসদ্বন্দ্বল প্রভৃতি শোথ প্রশমনার্থ প্রয়োগ করিবে। শোথ-
শ্বাসদ্বন্দ্বল তৈল ও শুষ্কমূলাদ্য তৈল শোথ স্থানে মালিশ করিবে।
শরীরে বেগনা থাকিলে স্কসোম তৈল ব্যবহার করিবে। বাতোদরের অবস্থা
বিশেষে চিকিৎসার চতুর্শূল্য প্রভৃতি বায়নাশক ঔষধ ব্যবহার করা বাইতে
পারে।

অথ পিত্তোদর চিকিৎসা

অল্প মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত এবং শর্কর দ্বারা সূক্ষ্মিষ্ট সুবাহ তরু পান করিলে পিত্তোদর
প্রশমিত হয়। ইহাতে উদরে দাহ থাকিলে যের নিবিহ। এই পীড়ার এবং বীজ
সাধিত ঔষধারা অথবা তেউড়ীমূল সাধিত ঔষধারা বিবেচন করাইবে। বিরেচনার্থ—
পটোলমূল চূর্ণ বিশেষ হিতকর। ইহাতেও নান্নাস্রন চূর্ণ ও
বিন্দুশূত ব্যবহার করা যায়। অর ও দাহ থাকিলে কুহুৎ নাতচিষ্টা-
মনি প্রয়োগ করিবে। ইহাতে শোথদ্বন্দ্বলি লৌহ প্রয়োগ নিবিহ।
শোথশ্বাসদ্বন্দ্বল স্কস প্রভৃতি ঔষধ দ্বারা শোথ প্রশমন করিবে। ইহাতে
অতিশয় থাকিলে পিঙ্গল্যাদ্য লৌহ উপকারী; তদবস্থায় নান্নাস্রন চূর্ণ
প্রযোজ্য নহে।

পিঙ্গল্যাদ্য লৌহ।

পিপুল মূল, ত্রিফল, অত্র, ত্রিফল, ত্রিফলা, কপূর, সৈন্ধব, প্রত্যেক
মতান, লৌহতরু সর্পচূর্ণময়। যাক্সা—৪ রতি। বধাযোগ্য অল্পপানে ব্যবহার্য।

হনুশ্বাসদ্য সূত।

ইম্বা, বর্ষকীরী, ত্রিফলা, কটুকী, বননীলমূল, বলাড়মূল, সাতলা, (চর্ষকবা)
তেউড়ীমূল, বট, সৈন্ধব কালকণ্ঠ, পিপুল প্রত্যেক মতান। অল্পপান—দাড়িবেদ

রস, উষ্ণজল, গোমূত্র, প্রভৃতি। মাত্রা—০ সিকি। ইহাতে শুষ্ক, ক্রান্ত, স্নায়ু-
বিঘ্নাদি জ শোধ হয়। ইহা ভেদক এবং বায়ুপিত্ত ও মেহের সমতা কারক।

কফোদর চিকিৎসা

কফোদরী, বমানী, সৈন্ধব, জীর, ত্রিকটু ও মধু মিলিত নাতি তরল ইষদর তরপান
করিলে। দাঙ্ঘিমাদিব রস দ্বারা অন্ত্রাশ্রাব করা কৰ্ত্তব্য।

প্রলেপ। বর্ণা—দেবদারু, পলাশকল, আকন্দমূল, গজপিপুল, সজিনাছাণ,
অম্বগন্ধা প্রত্যেক সমভাগ। গোমূত্র শাটিকা উপবে প্রলেপ দিবে।

চিত্তক মৃত।

মৃত ১৪ সের পাকার্থ—জল ১০ সের, গোমূত্র ৮ সের, কঙ্কার—চিত্তমূল ১ পল,
বৎকার ১ পল।

নীলিনীছত্রকাদ্যচূর্ণ।

বননীল মূলের ভাল, ত্রিকটু, কান্দবর, পঞ্চবর্ণ, চিত্তমূল প্রত্যেক সমভাগ।
মাত্রা ১০ আনা মৃতসহ লেহ্য। সাধারণতঃ ইহা গরমজল সহ ব্যবহৃত হয়। এই সকল
দ্রব্য দ্বারা মৃত পাক করিয়া ও ব্যবহার করা যায়।

শিরস্যাাদ্যক্ষার।

পিপুল রক্তলোধ, হিং, শুঠ, গজপিপুল, ভল্লাতক, সজিনা বীজ, ত্রিকলা, কটুকী,
দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, এলাচি, অ টৈষ, শালগাণি, কুড়, মুঠা, পঞ্চলবণ প্রত্যেক
সমভাগ। এই সমুদায় চূর্ণ বস. ১ জ্বা. মৃত ও তৈল (জ্বাণে মৃত তৈল) দ্বারা
মর্দন করিয়া পশ্চাৎ দধি দ্বারা মর্দন করতঃ সুংপায়ে মৃতমুখে ভগ্ন করিবে। মাত্রা ১০
আনা। আঁঠারের পর পথিমণ্ড, উষ্ণজল অন্টি বা আসব সহ পান করিবে। ইহাতে
শুষ্ক, উদর, স্নায়ু, উদারত, বাতালীলা ও বাত দ্রোণ আরোগ্য হয়। ইহাতে বিক-
চনার্থ পুষ্কোক্ত যোগসমূহ এবং শমনার্থ নান্নাস্যচূর্ণ প্রভৃঃ অবস্থা বিশেষে ব্যবহার
করিবে।

জলোদর চিকিৎসা

এই রোগট মচরাচর দৃষ্ট হয়। ত্রিকটু চূর্ণসহ শুষ্ক পান করিলে জলোদর প্রশমিত
হয়। প্রসূত জলোদরে জলপান এবং বিহিত শয়নকর্ম কর্ত্তব্য। ইহাতে জলদ্রব্য পানকরা
অধিকারিই নির্বিঘ্ন। মলভেদক এবং মুত্রকারক ঔষধ ব্যবহারে রোগ সহ্য হইয়া যায়।
ইহাতে জলপান বন্ধই অনিষ্টকর। কেহ ২ বলেন সুসমালী দ্বারা জল পাক করিয়া

দুই অর্ধপুত জল ইক' অবস্থায় অল্প ২ পান করিতে দেওয়া যায়। ছুট ও বোল পান
নিষিদ্ধ নহে। ১) কলেক্তার দ্রব্যও একান্ত পরিহার্য। দিতান্ত অবস্থায় হইলে মাগরসে
দ্রব্য ভজিত করিয়া অল্প সাতার সেবন করিবে। কলোদরে যে প্রলেপ লিখিত হইয়াছে
তাহা ইহাতেও ব্যবহার করিবে। পুষ্কোক্ত পুনর্নিষ্ঠক কলসায় ও মাগরসে
হাতে মহোপকারী। মূত্র নিঃসরণার্থ গোষ্ঠের কাথ সহ বিদ্রুমযোজনা ব্যবহার
করিবে। মাস্তাকুল চূর্ণ গোষ্ঠসহ পান করিবে।

পুনর্নিষ্ঠক কলসায় শিলাজতু বা শুণ্ডমু একেপ দিয়া পান করিলে
খাতিবে প্রসাব ও মলভেদ হইয়া তলোদরের শান্তি হয়।

পুষ্কোক্ত পিল্ল্যাভ কার গোষ্ঠ সহ অথবা পুনর্নিষ্ঠক-কলসায় সহ পান
করিলে বিশেষ উপকার হয়। পুষ্কোক্ত শোথোদনারি লৌহ, শোথশান্দুল
ব্রস প্রভৃতি শোথ শান্তির নিমিত্ত প্রয়োগ করিবে।

অত্যন্ত ক্ষার।

৮ ভণ গোষ্ঠপুতহালকরীরের কার অথবা জল সম্পাদিত ছাগ করীরের কার
১০ তোলা, পিপুল মূল, পিপুল, পকনবণ, চিত্তমূল, তঁঠ, জিফা, ডেউড়ীমূল, বচ, কার-
মর, সাতলা, দাড়ীমূল, বর্ণকীরী, অল্পপুণী প্রত্যেক ১০ তোলা, পাকার্থ—গোষ্ঠ মর্কট্রব্যের
৮ ভণ। পাকান্তে ১০ আনা ওড়িকা করিবে। অল্পপান—সৌর্য (অভাবে কাঁজ বা
উপযুক্ত কাথ)। এই ঔষধ শোথ, অগ্নোদর ও অপরিণাকের মহৌষধ। ইহা মলভেদক।

পুনর্নিষ্ঠা মগুর, ব্রসপর্ণী, শোথধিকারোক্ত দশমূল হস্তী
চকী অহিকেন বটত দৃষ্টবটী ও ক্ষীরবটী যথোক্ত নিরমাহুদারে ব্যবহার
করিলে অগ্নোদর আরোগ্য হয়। অগ্নোদরে অর থাকিলে পুটপাকবিষম-
ব্রসাক্তক লৌহ বা ব্রসপর্ণী ব্যবহার করিবে।

কলোদরে মল ভেদনার্থ অক্লান্ত ঔষধ এবং ইচ্ছাভেদী ব্রস প্রস্তুত। অর-
শালঘটিত ভেদক ঔষধ শীঘ্র অগ্নোদর প্রশান্তি কারক।

ইহাতে তৈল দ্রব্যাদি মেহপদার্থ পান নিষিদ্ধ। এমনকি তৎসাদিত দ্রব্য ভক্ষণও
প্রসক্ত নহে।

শোথধিকারোক্ত দশমূলঘটিত ব্রহ্মশুক্র মূল্যাদ্য তৈল ও পুনর্নিষ্ঠা
তৈল মর্দন করিতে কেহ ২ উপদেশ দেন; কিন্তু প্রবৃত্ত অবস্থায় তাহা সমীচীন নহে।

প্রবৃত্ত অগ্নোদরে দুই দিন অন্তর ২ জলমোক্ষণ করা বিধেয়। কলসি একযোগে
সমস্ত জল নিঃসরণ করা কর্তব্য নহে। বেহুলে ঔষধে কলসাত দ্রব্য না সেইহুলে শত্রু প্রয়োগ
অগ্রহেয়। যেত থাকিলে মূল ধারণ করিলে অগ্নোদর এবং শোথ আরোগ্য হয়। ইহা
সমীক্ষিত। অগ্নোদরে ব্রহ্মশুক্র উদর বন্ধন বিতর্ক।

ইহাতে ৬ মাসের মধ্যে অস্বাস্থ্য এবং জল সঞ্চয় ব্যবহার করা উচিত নহে। যেসব জল সোপে অথবা ইহাতেও তাকটি অস্বাস্থ্য।

কোনও ঔষধে রোগাক্রান্ত না হইলে শেবে স্নানস্নান চীই ইহার চরম ঔষধ।

উদররোগের শেষ চিকিৎসা নিম্ন; যখন কোনও প্রক্রিয়া দ্বারা কলমাক্রান্ত হয় না তখন রোগীকে আশ্রয়গণ ভুক্তক অনুরোধ হইয়া শোধিত সপরিষদ কর্তৃক স্নান দান দেয়। নের সহিত প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা অনেক সময় সুস্থ কলিয়া থাকে। বিব্রজিয়া ভিন্ন বোগীর কৃত্য অবশ্যজ্ঞাবী। বিব্রজিয়ায় সোপ সংঘাত ভিন্ন হইয়া রোগী প্রকৃতিস্থ হইতে পারে। কৃত্যদোর বোগীকে ঐকল জন পরিষেচিত করিয়া কৃত্যপান করাইবে। এইরূপ ১ মাস কৃত্যপান প্রাপ্ত। সর্পদই কল ভুক্তক তদুপ কলমাক্রান্ত হইয়া থাকে। তাহার পথ্যও উক্তরূপ।

শ্রীহোদর চিকিৎসা

শ্রীহোদর বর্ধিত হইলে এই বোগ উৎপন্ন হয়। স্নাতবাং শ্রীহোদর চিকিৎসাই ইহার চিকিৎসা।

শুঠ, বচ, শুল্কা, কুড়, সৈকদ, শুধু এবং শৈলকৃত্ত তক্রপান করিলে শ্রীহোদর আরোগ্য হয়।

শিগ্র প্রলেপ।

শিগ্র প্রলেপ ও রাই সঞ্চয় একত্র বাটিয়া গরম করতঃ শ্রীহোদরে প্রলেপ দিলে শ্রীহোদর এবং শ্রীহোদর আরোগ্য হয়।

শ্রীহোদরে গোমূত্র অতীব বিস্তার। ইহাদের খেদ ও পান প্রাপ্ত।

অর্কলবণ।

একটা নুতন হাঁড়িতে পরিণত (বাতি, পাকা) আকন্দপাতা সাজাইয়া সেই কবের উপর সৈকদচূর্ণ সাজাইয়া পুনঃ তাহার উপর আকন্দপাতা সাজাইয়া ও তদুপরি সৈকদচূর্ণ সাজাইয়া হাঁড়ির মুখ বন্ধ করতঃ চতুর্দশ দিনে পাক করিবে। আকন্দপাতা শুষ্ক সহজে চূর্ণ হইবার উপযুক্ত হইলেই নাম হইবে। এতবারে ভরীভূত হইলে ঔষধের শক্তি হ্রাস হইবে। কেহ প্রথমেই সৈকদ গষণে ও পরে বসাইবার উপদেশ দেন, তাহাই বুদ্ধিমান। সৈকদ ও আকন্দ পাতা সমভাগ গ্রহণ করিবে। মাত্রা ১/২ আনা। অধুনা—দধিরাস। কিন্তু অধুনা ঐকল জন সহ ব্যবহৃত হয়। ঐকল সুস্থতার ব্যক্তির পক্ষে শূক্রে পেটে প্রযোজ্য নহে। তাহাতে বিব্রজিয়া এবং উদরজ্বালা হইতে পারে। সম্ভব হইলে, শ্রীহোদরে ঔষধ ব্যবহার করাই কৃত্য। এই ঔষধ বক্তৃতা দ্বারা ব্যবহার্য নহে। দাতপ্রধান বা ককপ্রধান শ্রীহোদর বা শ্রীহোদরে ব্যবহার্য। নিম্নলিখিত লক্ষণ দ্বারা শ্রীহোদর বাতাদিতে পরিচিতি হইবে। যথা—

উপাধর্ষ, প্রীহায়ে বেমনা, এবং কোষ্ঠবদ্ধতা দ্বারা বাতপ্রধান, প্রীহাহানে বা শরীরে বাহ, ঘোহ, নিশাসা ও অর দ্বারা শিক্তপ্রধান, শরীরের শুষ্কতা, (জারবোর) অকৃতি, প্রীহার কঠিনতা বা কুশতা দ্বারা ককপ্রধান, শিক্তলক্ষণ এবং অতিশয় নিশাসা দ্বারা রক্তপ্রধান (অর্থাৎ প্রীহাতে রক্তসঞ্চার হইতাহে) বুঝিতে হইবে। সমস্ত ঘোহের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে সন্নিপাত প্রীহা নির্দেশ করিবে।

বাতপ্রধান প্রীহার সন্নিহা দ্বারা গোমূত্রে পেশন করিয়া গরম করতঃ প্রীহাহানে প্রলেপ দিবে। অত্যন্ত কঠিন প্রীহাতে গোমূত্রেণ চিকিত্সা। কেহ ২ সন্নিহাগুলি বাটরা প্রীহাহানে প্রলেপ দিতে উপদেশ দেন; কিন্তু তাহা অতি তীব্র বিধার জন্য হইয়া থাকে এবং কোম্বা পড়ে। ইহা সহ্য করা কঠিন, কিন্তু সহ্য করিতে পারিলে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়। ইহাতে রক্তসঞ্চার কার্যোৎকল হয়। বাত শিক্তপ্রধান প্রীহার এই সকল আয়ের কর্তব্য নহে।

কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকিলে প্রীহা সম্বর আরোগ্য হয় না। হরীতকী ১ তোলা, পুর্ণাতন ইজুগড় সহ সেবন করিলে অথবা কারপ্রধান তেদক ঔষধ অম্বুজা লবণাদি সেবন করিলে প্রীহা এবং প্রীহোদর সম্বর আরোগ্য হয়।

অম্বোক্ত অট্টপাশুভ্রতশানে পুর্ণাতন বাত প্রধান প্রীহা উপশমিত হয়। প্রীকনাশক ঔষধের মধ্যে শিল্পী ও রক্তচিতে মূল শ্রেষ্ঠ।

শিল্পায়াদি চূর্ণ।

শিল্পা, তুঁঠ, দস্তীমূল, রক্তচিতেমূল, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ১ তোলা, হরীতকী ২ তোলা, মাত্রা ১০ দিকি। অস্থপান—গরম জল।

শিল্পায়াদিচূর্ণ। (দ্বিতীয় প্রকার)

শিল্পা, তুঁঠ, দস্তীমূল, শোণিত হিং, হরীতকী প্রত্যেক ১ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪০ তোলা। মাত্রা এবং অস্থপান পূর্ববৎ।

বিড়ঙ্গক্ষাণ্ড।

বিড়ঙ্গ, রক্তচিতেমূল, তুঁঠ, দৈন্দর, বট প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ হুড দ্বারা মর্দন করিয়া মৃৎপাত্রে অম্বুমে ভস্ম করিবে। মাত্রা ৩০ আনা। অস্থপান—হুড ১০ এক ছটাক। ইহাতে প্রীহোদর ও শুষ্ক আরোগ্য হয়।

প্রীহাদিকারে যে সমস্ত তেদক ও আয়ের ঔষধ লিখিত হইবে তাহা প্রীহোদরে প্রয়োগ করিবে।

রক্তকাম্বুদের চিকিৎসা প্রীহোদরের দ্বারা। কিন্তু ইহাতে কারাদি আয়ের জিরা প্রযুক্ত নহে। ইহাতেও তেদক ঔষধ প্রযোজ্য।

ইহাতেও শিল্পা, প্রলেপ বিশেষ ফলকারক। এই যোগে রোহিতকাদিচূর্ণ, শুষ্কচূর্ণাদি চূর্ণ, প্রীহাশক ও প্রীহারি রস দিতব্য।

বোহিৎকহান, বজ্জিত্তে মূল, তালকটী ও বদীতী ইত্যাদি পিঙ্গলীর জায় প্রীতক।
বিতক।

জুড়িফোজ।

ময়ূর ওজ্জিত্তে মূল, এক আশি, দুই মূল পানি কহিলে প্রীতক।

সজ্জিত্তে মূল, সোণিত্তে বজ্জিত্তে মূল, ২ রতি, মৈকর ২ রতি ও পিঙ্গলীর
ও রতি প্রত্যেক দিয়া পানি কহিলে প্রীতক।

পদাশিয়ার মিলিত্তে বজ্জিত্তে মূল, বজ্জিত্তে মূল, ২ রতি, মৈকর ২ রতি ও পিঙ্গলীর
ও রতি প্রত্যেক দিয়া পানি কহিলে প্রীতক।

কাজিক দ্বারা ময়ূর ওজ্জিত্তে মূল, ময়ূর ওজ্জিত্তে মূল, ২ রতি, মৈকর ২ রতি ও পিঙ্গলীর
ও রতি প্রত্যেক দিয়া পানি কহিলে প্রীতক। এই প্রীতক
প্রাণকালে দেবদীপ। ইহা বজ্জিত্তে মূল, ময়ূর ওজ্জিত্তে মূল, ২ রতি, মৈকর ২ রতি ও পিঙ্গলীর
ও রতি প্রত্যেক দিয়া পানি কহিলে প্রীতক।

সজ্জিত্তে মূল, বোহিৎকহান, পুষ্কর মূল, ইত্যাদি মূল এবং সোণিত্তে মূল, বজ্জিত্তে মূল, ২ রতি, মৈকর ২ রতি ও পিঙ্গলীর
ও রতি প্রত্যেক দিয়া পানি কহিলে প্রীতক।

যদিও বজ্জিত্তে চিকিৎসা প্রীতক জায় বহিঃ কহিলে, তথাপি অত্যন্ত প্রীতক
উৎকর্ষে বজ্জিত্তে মূল, ময়ূর ওজ্জিত্তে মূল, ২ রতি, মৈকর ২ রতি ও পিঙ্গলীর
ও রতি প্রত্যেক দিয়া পানি কহিলে প্রীতক।

নিম্নের জায় মূল প্রীতক এবং বজ্জিত্তে মূল, বজ্জিত্তে মূল, ২ রতি, মৈকর ২ রতি ও পিঙ্গলীর
ও রতি প্রত্যেক দিয়া পানি কহিলে প্রীতক।

বৈকর বর্ণ বাহুতে, বোণ্য পিত্তে, অত্র বহু, বহু মেহে, সৌহ জীর্ণ
কবে, পিঙ্গলীর মূল, বজ্জিত্তে মূল, ২ রতি, মৈকর ২ রতি ও পিঙ্গলীর
ও রতি প্রত্যেক দিয়া পানি কহিলে প্রীতক।

আশাশিয়ার ওজ্জিত্তে মূল।

পুষ্কর মূল, আশাশিয়ার, বজ্জিত্তে মূল, বজ্জিত্তে মূল, ২ রতি, মৈকর ২ রতি ও পিঙ্গলীর
ও রতি প্রত্যেক দিয়া পানি কহিলে প্রীতক।

জুড়িফোজ আশাশিয়ার ওজ্জিত্তে মূল।

পুষ্কর মূল, আশাশিয়ার, বজ্জিত্তে মূল, বজ্জিত্তে মূল, ২ রতি, মৈকর ২ রতি ও পিঙ্গলীর
ও রতি প্রত্যেক দিয়া পানি কহিলে প্রীতক।

[বন্দনীক পুস] কীট, পালিশমুসকোপ প্রভৃতি ৪ তোলা, পাকার পোষ ২৪ সের একত্র পাক করিয়া ধনীভূত হইলে তাহাতে জীবে, ত্রিকটু, হি, যমানী, কুড়, শর্টী, গভী-
হুল, তেউড়ীমূল, মাখামখার মূল, প্রভৃতি ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। ইহাতে
তদন যথু বিশদীকার বিধান আছে কিন্তু মাংস খোঁসুর বা হি মিশ্রিত ঔষধে যথু
মিশ্রিত করা সঙ্গীতীন মনে করি না। যাত্রা ১০ তোলা। অঙ্গপান—উষ্ণমল। ইহা
পূর্বক জ্বরকারক এবং শোথ, কুশিখুল ও জীর্ণ বিহীন হইয়া নাশক। এই ঔষধ পাণ্ডু ও
কামলার অস্ত্রোদগী এবং নেদক। ইহা দেহে বহুতে প্রযোজ্য নহে।

অমৃতকালকল।

পালিশমূল, পলাশমূল, মাখামখার, সীকহুল, মুল-মুল, ও মাখা সহিত জাপার
ও বজ্রচিহ্ন, বরুণমূল, পাকারীমূল, মধুগ মাখামখার বাজুকশাক, (তেতোশাক)
(গোহুল, কুড়ী, বকটকাঠ, নাসা, হাঁপার মালী, (ইহাদের অত্রভাগ গ্রাহ্য) কুটচহাল,
ছোবালতা, পুনর্বার শাক, এই সকল দ্রব্য সমভাগ গ্রহণ করতঃ কুটিয়া
মুগ্ন মূত্রপাত্রে রাখিবে। পাকার মিলে ত্রিকটুর আল দিয়া ভনীভূত করিবে। (কেহ ২
মুগ্নমূখে তদ্রূপ কার্যে উপদেশ দেন। তাহাই সঙ্গীতীন) এই তদ্রূপ ১/২ সের লইয়া
৩৪ সের কলে পাক করিয়া ১০ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পুনর্বার
পাকে তাপকিয়া তাহাতে সৈন্ধব ১/২ সের, হরীতকী ১/২ সের, পোষ ১০ সের মিশাইয়া
পাক করিবে। ধনীভূত হইলে নামাইয়া তাহাতে জীবে, ত্রিকটু, শোথিত হি, যমানী,
কুড়, শর্টী, প্রভৃতি ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া ৪০ তোলা মাত্রায় গরমকল সহ সেবন
করিবে। ইহা স্রীক কোদের সর্বপ্রধান ঔষধ। ইহাতে স্রীক, বকু, উরু, ওষু,
আনাহ, পটীক, শর্করা, কন্দুরী, মাখামখার ও কোটপত বায়ু আরোগ্য হয়। ইহা
যদ নেদক। এই ঔষধ কেবল বহুতে ও শোথে প্রযোজ্য নহে। অত্রাদিশ স্রীক
কনিত শোথে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহা পাণ্ডু ও কামলার বিরোধী।

ভূত শিখরলী।

বিড়ক, ত্রিকটু, কুড়, হি, শকটবর্ণ, যবকার, মাচিকার, মোহাপা, সমুদ্রকেন
চিহ্নমূল, মকসিমুল, বরুণচিহ্ন, তাপকটাতক, কুড়াভট্টাটীক, অগাংকার, তেউড়ীর
খোসাকল প্রভৃতি সমভাগ, শিখরচূর্ণ সর্বচূর্ণ সম, শিখরচূর্ণ সর্ব সমুদ্র চূর্ণের বিভিন্ন
মুগ্নতন ইকুভক, একত্র মর্দিন করিয়া মোদকাভার করিবে। যাত্রা ১০ তোলা। অঙ্গ-
পান—গরমকল। ইহাতে স্রীক, বকু, জীর্ণজর, শোথ ও কাম আরোগ্য হয়। এই ঔষধ
বালকদিগের স্রীক বহুতে শব্দ দিতকর। সেরপ্রধান থাকুতেই এই ঔষধ বিশ্ব
উপকারী।

স্বাস্থ্য ও শুদ্ধ শিশু।

শুভশিশুগণের হিতকামি তেঁতুলের খোসা ভক্ষণ করা এবং চট প্রভোক সমভাষ। সর্ক-
চূর্ণের দ্বিতল শিশুসচূর্ণ এবং শিশুসচূর্ণ সম পুরাতন ইক্ষুশুড় একত্র ঘাড়িয়া মৌসকাকার
করিবে। ইহার মাএ ও অমুদানাদি পুঙ্খাবৎ। এই ঔষধ বাপকে প্রযোজ্য নহে।
পুরাতন শিশু ঔষধে প্রযুক্ত।

প্রাতঃকালে গোমুত্র গণ্ডুষপান কেবল শ্রীহার পক্ষে অতীব হিতকর। কঠিন শ্রীহার,
গোমুত্রশ্বেদ উপকারী। গোমুত্র ভেদক। রাইসর্ষপ বাটিয়া গরম করতঃ প্রলেপ
দিলে শ্রীহা সঙ্কুচিত হয়। শ্রীহস্থানে অত্যন্ত বেদনা হইলে শোধিত হিং, ত্রিকটু, কুড়
ববকার ও সৈন্ধব মিলিত চূর্ণ ১০ আনা মাত্রায় টাবালেবুর রসসহ সেবন করিলে
আন্ত বেদনা নষ্ট হয়। কেবল শ্রীহাতে হিং অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। কেবল হিং সেবন
করিয়া অত্যন্ত কঠিন শ্রীহা আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে।

নাভিশ্রমন্তর ১০ আনা ঘর্ষীর রস সহ পান করিলে বাতর শ্রীহার শান্তি হয়।

কেহ ২ পুঙ্খাবৎ অম্বকেনবগোত্র সহিত নাভিশ্রম মিশাইয়া ব্যবহার করেন।

অগামার্গকার ১০ সৈন্ধব ১০ মাত্রায় উত্তোলন সহ পান করিলে শ্রীহা আরোগ্য হয়।
আপাং ভক্ষ্য করিয়া ১৬গুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া
পুনঃপাক করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে। সর্কত্রই এই নিয়ম।

কদলী বৃক্ষের বা পক কলের আবরণ ভক্ষ্য করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিয়া সেই ক্ষার
পাথরের বা কাচের পাত্রে পুঙ্খাবৎ ভিজাইয়া রাখিয়া সেই ক্ষার জল দ্বারা অন্ন বাজবাদি
সাধিত করিয়া সেবন করিলে বিশেষ ফলোদয় হয়।

শ্রীহারোগে কীরের জাদ উৎকৃষ্ট ঔষধ বিরল। শুভশিশুগণের ভক্ষ্য স্থানে ওক্ত
জ্যেষ্ঠর ক্ষার ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয়।

রক্তচিত্তেমূল ১ রতি কলার মধ্যে পুরিয়া গিলিয়া খাইলে শ্রীহা আরোগ্য হয়। অশোধিত
চিত্তেমূল ব্যবহার করিবে না।

শিমুলফুল সিদ্ধ করিয়া রাত্রি পর্য্যুষিত করতঃ পরদিন রাইসর্ষপসহ বাটিয়া কলসহ
পান করিলে শ্রীহা ও বক্ত অরোগ্য হয়। এই ঔষধ বক্তে কার্যকরী।

সুপক ও সুমিষ্ট আমের রস মধুসহ লেহন করিলে বাতপ্রধান শ্রীহা আরোগ্য হয়।
ইহার শক্তি মুহ।

ভিল, তিসি, এরণ্ডবীজ ও রাইসর্ষপ একত্র বাটিয়া বক্তে প্রলেপ দিবে। এই
প্রলেপ অবস্থা বিশেষে গরম করিয়াও ব্যবহৃত হয়। পুঙ্খাবৎ শিগ্গু প্রলেপ ও বক্তে
প্রয়োগ করা যায়।

শোধিত রক্তচিত্তেমূল ১ রতি, পুরাতন ইক্ষুশুড় প্রমাণ করিয়া ব্যবহার করিলে
বক্ত অরোগ্য হয়।

অগ্নিপ্রভাবটী ।

সৈন্ধব, নিশাদল, বদকাঁর, বিটলবর্ণ ও রসদিস্থব, প্রাটোল মূলের রসে মর্দন করিয়া ৩,৪ রতি বটী করিবে এবং ছায়ায় শুক করিয়া লইবে। অহুপান—কুলেবাড়ার রস। ইহা ভেদক, অগ্নিদীপক, বহুৎ নাশক ও কোষ্ঠস্থবায়ু এবং প্রীকার উপশমক। এই ঔষধ প্রাতঃকালে ব্যবহার্য।

অন্ধুদারি লৌহ ।

লৌহ ৪ তোলা, অত্র ৪ তোলা, তাত্র ২ তোলা, পাতিলেবুর মূলের ছালের চূর্ণ ৮ তোলা, অন্ধুমে তরীকৃত কৃষ্ণসার মৃগচর্ম ৮ তোলা লগ্নে মর্দন করিয়া ৬ রতি বটী করিবে। ইহা ষাণ্ডা বহুৎ, প্রীতা, কামণা, পাণ্ডু, জ্বর ও কাস আরোগ্য কর। উক্ত চূর্ণ ষটিত ঔষধ ৬ মাসের অধিক হইলে হীন শক্তি হয় সুতরাং এই সকল ঔষধ পুরাতন হইলে অব্যবহার্য। অহুপান—মধু। অবস্থা বিশেষে ইহা অস্ত্রান্ত বহুৎ নাশক ত্রব্যের দ্বিগুণ ব্যবহার করা যায়।

কালমেঘ বহুতের অমোঘ ঔষধ। অরবুরু বহুতে কালমেঘের অহুপানে ঔষধ ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়। ইহা ভেদক, পাণ্ডু ও কামলা নাশক।

রোহিতক লৌহ ।

রোহিতকছাল, ত্রিকটু, ত্রিকণা, ত্রিফল প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ ১০ তোলা, বাত্রা ১০ আনা। অহুপান—নিপুলচূর্ণ, মধু, রোহিতক ছাল রস, ইত্যাদি।

নবায়স লৌহ, শুভ্রচ্যাঙ্গি লৌহ ও রোহিতক লৌহ প্রায় একই বহুৎ ঔষধ। সুতরাং এই তিনটি ঔষধ বহুতে উপকারী। এইসকলই নবায়স লৌহ বহুতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। একমাত্র নবায়স লৌহ যারা শুভ্রচ্যাঙ্গি লৌহ ও রোহিতক লৌহের কার্য সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু যথাক্রমে শুদক ও রোহিতক রস সহ ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে। নবায়স লৌহ শোথে ও জ্বরে বিশেষ কার্যকরী।

গঙ্গাস্রাক্ত মিস্র

গঙ্গক সংযোগে কারিত তাত্র ১ তোলা, গঙ্গক ১ তোলা, পারদ ৪০ তোলা--জলের রসে মর্দন করিয়া গজগুটে পাক করিবে। শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া ২ রতি খাতার মধুপান সেবন করিবে। ইহা প্রীতা ও বহুৎ নাশক। ইহাতে বহুৎ শূল জ্বর আরোগ্য কর। অবস্থা বিশেষে অস্ত্রান্ত অহুপানেও ঔষধ ব্যবহার করিবে। ৩১ প্রীতা বহুতের উৎকৃষ্ট ঔষধ ও পঞ্চা।

কলিত চিকিৎসাবিধান।

প্রাচ্যিকি ব্যতিক্রম।

ইহাওক, মূলধর, যক্ষ্মা-বিকৃত রসুন একত্র সমভাগে মর্দন করিয়া ৩৪ হুতি বটী করিবে। অমুপান—উষ্ণজল।

প্রীহশাস্ত্রক রস।

তাম্র, বোণা, লৌহ, জল, মৃৎ, হিঙ্গুল, রসাজন, পারদ, গন্ধক, ওপু, তিল, ত্রিকটু, কাম্ব, বরপাশ, বীজ, ত্রিফল, কটুকী, বটীমূল, বোণামূল, সৈন্ধব, তেউড়ী, বনফার, এরও তৈল দ্বারা মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। এই ঔষধ উষ্ণজল সহ সেবা। ইহাতে আনাহ, জ্বর, প্রীহা, বক্‌, শোথ ও পাণ্ডু নষ্ট হয়।

প্রীহশাস্ত্রক রস।

পারদ, গন্ধক, ত্রিকটু প্রত্যেক সমভাগ, এই পঞ্চদ্রব্যের সমান তাম্রভয়, মনঃশিলা, কড়িভয়, শোণিত তুতে, হিং, লৌহ, বরনাছাল, ওরস্তী, বনফার, সোহাগা, সৈন্ধব, বিটলবণ, চিত্তেমূল ও জয়পাল প্রত্যেক পদ পারদের সমান। তেউড়ী, চিত্তে, পিপুল ও আদা দ্বারা পৃথক ২ তিন দিন করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অমুপান—মধু ও পিপুলচূর্ণ। ইহাওক প্রীহা, বক্‌, শোথ, জ্বর, অগ্রমাংস ও অগ্রমাংস নষ্ট হয়। ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শৌহ স্ত্রুতুগ্ধর রস।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, জল, মনঃশিলা, তাম্র, শোণিত কুচিলা, কড়িভয়, তুতে, শমভয়, রসাজন, কড়িভয়, কটুকী, মাচিফার, বনফার, ওপু, ত্রিকটু, হিং, সৈন্ধব, প্রত্যেক ১ তোলা। হুতুহুতু রসে ও বিবপত্র রসে ভাবনা দিয়া পঞ্চাংকুহুতু রসে মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অমুপান—মধু ও বিবপত্র রস। ইহাওক বক্‌, প্রীহা, অগ্রমাংস, শোথ প্রকৃতি সমস্ত আবেগ। কহ। এই ঔষধ তুতে ও তাম্র ভালকপ শোণিত না হইলে বহি হইয়া থাকে।

স্ত্রুতুগ্ধর লৌহ।

পারদ, গন্ধক, তাম্র প্রত্যেক ১ ভাগ, লৌহ ২ ভাগ, তাম্র ৪ ভাগ, মাচিফার, বনফার, সোহাগা, বিটলবণ, কড়িভয়, শমভয়, চিত্তেমূল, ব্রিটাল, মনঃশিলা, কটুকী, হিং, বোহিতক ছাল, তেউড়ীমূল, তেঁতুলছক ভয়, গোমকচাকুণে মূল, খেত বদিরকাঠ, অকোঠি, (কাল শুকড়া) আদা, পার, তাদকটা ভয়, পুরাতন তেঁতুল, বরিয়া, দাককিজো, জরপাল, তুতে, বোহিতক, রসাজন প্রত্যেক ১ ভাগ, আদা ও ওলক্কের সহসে পৃথক ভাবনা দিয়া ৩ রতি বটী করিবে। ইহাতে প্রীহা জ্বর, কাল, বিবপত্র, প্রীহন, শোণ প্রকৃতি সমস্ত আবেগ। হয়। অমুপান—সাধারণতঃ মধু ও বিবপত্ররস। এই ঔষধ মৃৎফল। ইহা বহু গুরুতে প্রযোজ্য নহে।

লৌকনাথ রস।

পারদ, গন্ধক, জল প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ, তাম্রভয় প্রত্যেক ২ তোলা, কড়িভয় ৩ তোলা পানরসে মর্দন করিয়া গজগুটে পাক করতঃ কীতন হইলে উত্তম করিবে।

১৭—২১৩ ব্রুতি : অল্পপান—সকল রোগেই বিশুদ্ধ পানীয় ও ঘৃত, পুষ্টিজনক ভক্ষণ ও কঠোর কীটনাশ, পোষক অথবা কীটনাশক ও পুষ্টিজনক ভক্ষণ। সার্বজনিক কঠোর কীটনাশ, কীটনাশক মধুসহ ব্যবহৃত হয়। ইহাতে শ্রীহা, বক্র, শোণ, কর ও শাকু ব্যবহৃত হয়। এই ১৭ সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

বৃহৎ লোকনাথ রস।

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা একত্র কলঙ্কী করিবে। পশ্চাদ্ উহার সহিত তোলা এক মিথাইয়া সূতকুমারীর রসে মর্দন করিবে। তৎপরে ২ তোলা লৌহ, ২ তোলা ব্র ৬০ তোলা কাঁড়িল মিশাইয়া কাকমাটী রসে মর্দন করিয়া মৌলিক করিয়া গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা—৩০ ভাত। অল্পপান—ঘৃত। সচরাচর পুরোক্ত অল্পপানে ভুক্ত হয়। ইহা হারা শ্রীহা, বক্র, পদ্মমাংস, লৌহ, কামলা ও শোণ নষ্ট হয়।

বৃহৎ লোকনাথ রস। (মতান্তরীয়)।

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অন্ন ১ তোলা, পুরোক্ত সূতকুমারীর রসে মর্দন করিবে। পশ্চাদ্ তৎপরে ২ তোলা লৌহ ২ তোলা মিথাইয়া কাকমাটী রসে মর্দন করিবে। অনন্তর উহার সহিত ২ তোলা গন্ধক ও ২ তোলা কাঁড়িল মিশাইয়া কঠোররসে মর্দন করিয়া মৌলিক করতঃ তৎ করিয়া পোড়া মাটী ও সৈন্ধব দ্বারা শরাবের সুখ বদ্ধ করা গজপুটে পাক করিবে। অল্পপান ও মাত্রা পুরোক্ত। এই ঔষধ পোষক সহ পান রসে বিশেষ ফলপ্রসূত হয়। ইহার ভগ্ন পুরোক্ত। এই ঔষধ গজপুটে পাক না করিয়া পান রসে পাক করিলে অথবা লবণবদ্ধ ভাবে স্থাপন করিয়া গজপুটে পাক করিলে পথ ফলপ্রসূত হয়। ইহা পরীক্ষিত। লবণবদ্ধ পাক করা চক্রপাণি কঙ্কের অহুয়োচিত। ১৪ ২ রসে মর্দন করিয়া প্রত্যেক দ্বারাই তৎ করিয়া লইবে। এই ঔষধে ২ তোলা ন ২ তোলা কাঁড়িল মিশ্রিত করিবার উপদেশ আছে। পুরোক্ত বৃহৎ লোকনাথ রসে লবণবদ্ধ পাক করা হাইতে পারে। লবণবদ্ধ পাক করিতে হইলে পান ১৫ ভাতাতে পাক করা কর্তব্য। কেহ ২ দ্বিপ্রহর কাল পাক করেন।

শ্রীহাদিকারে উক্তের মধ্য বৃহৎ লোকনাথ রস, শ্রীহাদিল, অভয়া-বর্ণ, সূতাকুমার লৌহ, শুভ্রপিল্লী ও চিত্রকাদি লৌহ এই বহুঔষধ প্রেট। ওর ঔষধের মধ্যে ঘৃতপুলমদিনী বটীকা, শুভ্রচ্যাদি চূর্ণ, রোহিতকাদি চূর্ণ কিছুদূর লৌহ এত চারিটা ঔষধ। উক্তের শ্রীহাদি রস ও বহুতে বিশেষ ফলপ্রসূত।

শ্রীহাদি বক্রফল ও বক্রতে নিশাদি বক্রত শুভ্রপর্ণ টা বিশেষ ফলপ্রসূত।

শুভ্রপর্পটী।

সোরা ১/১ পোরা, নিশাদল ১/০ ছটাক, লৌহ কটাহে লৌহ হাতদ্বারা পাক করিয়া পিষ্টলপাত্রে ঢালিয়া চটী করিবে। মাত্রা—১/০—১/০ আনা। গরমজল ও চিনি সহ সেব্য। ইহা ক্লমনিবারক ও পরিপাচক।

চিত্রকাদি লৌহ।

চিত্তেমূল, তুঁঠ, বাদকমূলের ছাল, শুষ্ক, শালপাণি, তালজটা তন্ন, আপামূল কাঠ, (অভাবে ভয় গ্রাহ্য) পুরাণ মাগ প্রত্যেক চূর্ণ ৩ তোলা, লৌহ, অন্ন, পিপুল, তাম্র, যব-
কার, পঞ্চলবণ প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা। পাকার্থ—গোমূত্র ১৬ সের, নূতন হাঁড়ীতে মৃত্ত
অগ্নিতে পাক করিবে। শীতলা হইলে ২ পল মধু মিশাইবার বিধান থাকিলে উহা মিশ্রিত
করা হয় না। থাকে ঔষধ অত্যন্ত ঘন হইলেই নামাইবে; (যেন পুড়িয়া না যায়)। লৌহার
বা কাঠের হাতা দ্বারা আলোড়ন করিবে। মাত্রা—১.০—২.০ তোলা, অল্পপান—গরমজল।
ইহাতে প্রীহা, বকুৎ, শোধ, শুষ্ক, গ্রাহী, অন্ন, কামলা, পাণ্ডু ও উদর আরোগ্য হয়।
চিত্তেমূল গ্রহণ না করিলে ঔষধে উপকার হইবে না। ইহা বকুৎ ও প্রীহার অত্যন্ত
ঔষধ।

উদরাময়কুস্তিকেশরী। (অতিসারাদি যুক্ত)

পারদ, গন্ধক, তাম্রভয়, ত্রিকটু, যবকার, সাতিকায়, সোহাগা, পিপুলমূল, চই,
চিত্তেমূল, পঞ্চলবণ, যমানী, হিং প্রত্যেক সমভাগ, জলীয় রসে ভাবনা দিয়া ৩৪ রতি বটী
করিবে। অল্পপান—জল বা অতিসার নাশক দ্রব্য দ্রব্য। ইহাতে বকুৎ, প্রীহা, ক্রিমি,
অগ্রমাংস, অতিসার-যুক্ত জলোদর ও আমাশয় আরোগ্য হয়। এই ঔষধ ধারক।
এই অবস্থায় অহাশ্য প্রবর্তী বিশেষ ফলপ্রসূ।

যকুৎ প্রীহারি লৌহ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অন্ন প্রত্যেক ১ তোলা, তাম্র, মনঃশিলা, হরিদ্রা প্রত্যেক
২ তোলা, জয়পাল, সোহাগা, শিলাজতু প্রত্যেক ১ তোলা, দস্তীমূল, তেউড়ীমূল, চিত্তেমূল,
নিসিন্দা, ত্রিকটু, আদা, জুসরাজ ইহাদের পৃথক ২ কাপে বা সরসে ভাবনা দিয়া ২ রতি
বটী করিবে। অল্পপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু। ইহা দ্বারা প্রীহা, যকুৎ, অন্ন, শোধ, পাণ্ডু
আরোগ্য হয়। এই ঔষধ ভেদক।

পাণ্ডু রোগাধিকারের পুনর্ন বা অল্প প্রীহারোণে, প্রীহোদরে ও তৎসংঘট
শোধে বিশেষ ফলপ্রসূ।

দ্রব্যত্রাবক প্রকৃতি কয়েকটা দ্রব্যক আছে তাহা প্রীহার পরম হিতকর। কিন্তু
তাহার প্রকৃত প্রণালী অত্যন্ত কঠিন বিধায় ইদানীং প্রায়শঃ প্রকৃত হয় না। উহা উপযুক্ত

কংসকের নিকট হইতে আনিয়া ব্যবহার করিবে। মহাজাবকের মাত্রা ৭৮ বিন্দু, সহ সেব্য। ইহাতে ক্ষয় এবং অগ্নিহিত আরোপ্য হয়। শম্ব জাবকের মাত্রা ১০।১২, সহ সহ সেব্য। ইহাতে বিস্ফী, উদর, অগ্নি প্রভৃতি আরোপ্য হয়। জাবক এই আহারান্তে সেব্য। নতুবা উদরেজালা হইতে পারে। ইহা অত্যন্ত অগ্নির ৩।

প্রীহারে যে দ্রব্যাদি ব্যবহৃত আছে তাহা ইদানীং ব্যবহৃত হয় না। পুরাতন প্রীহার ভীর্ণজরে কেবল ষট্ পলকশূত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

লক্ষণকল্প্য যাজ্ঞেই প্রীহার বা বকুতে অপথ্য। পরিপাককল্প্য যাজ্ঞেই হিতকর যতঃ ওল, মাগ, পেপে, কুয়ুর, বৃগ, বুট সুপথ্য। প্রীহা বকুতের প্রবৃত্তাবস্থার ৭, ৮, ৯ মাংস বর্ণনীয়। নিদানে প্রীহা ও বকুতের নিদান লক্ষণ অতি সংক্ষেপে উল্লেখ আছে; সুতরাং উহার লক্ষণাদির বিশেষরূপ অবগতির নিমিত্ত নিম্নে বিশেষরূপে বিধয় বর্ণিত হইল।

দেহের নিম্নে দক্ষিণ ভাগে বকুতের স্থান। এই বকুতে বহুবিধ কষ্টকরোগাদি উৎপন্ন হইতে পারে। বকুৎ রান অর্থাৎ কার্যকারিশক্তিহীন হইলে কোষ্ঠবদ্ধতা, অল্পপিত্তবৃত্ত নির্গম, শরীরের পাণ্ডুতা বা কর্ণম বর্ণতা, সিপাসা, মুত্রের আবিলত, উদার, অবগরতা, বমন, বমন বেগ, বমন, প্রোত্যকালে মুণ তিক্তবোধ, নাড়ীর কঠিনতা, অগ্নিমান্দ্য, তিস্তার মতা, দেহের মৃত্তিকা বর্ণতা, বকুতে আকর্ষণবৎ বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

বকুৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তাহাতে বেদনা হয় ক্ষয়ের অধিতে দক্ষিণ ভাগে এবং লক্ষণে (উকুতে) বেদনা হইতে পারে। দক্ষিণ বাহুর জড়তা মুখে তিক্তাবাদ, র বিবর্ণতা, কাস, রক্তমূত্রতা, অসুস্থচিত্ততা, জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধতা ও চক্ষুর পীতবর্ণতা রোগী বামপার্শ্বে শয়ন করিতে ভাল বাসে। হৃদীবদ্ধবৎ বেদন, তেদবৎ ব্যথা, কামলা, নিজান্যাস সিপাসা, শোথ ও বলক্ষয় ইত্যাদি উপসর্গ হইয়া থাকে। বকুতে যি হইলে কদা'চং ২।১১টা রোগী আরোগ্য হয়।

অতিশয় সদ্যাপান, অত্যুষ্ণ বা শুষ্কপাক দ্রব্যাক্ষণ, মলমূত্রের বেগ ধারণ, দিবানিত্রা, জাগরণ, অতি মৈথুন, অতিশয় ভারবহন, অতিপথপর্ষাটন, অতিভাত এবং অজ্ঞাত ক্রিয়া দ্বারা বকুৎরোগ উৎপন্ন হয়। বকুতে বিজ্রমি হইলে হিকা, শ্বাসকষ্ট এবং বকুৎস্থানে যির ভায় বেদনা হয়।

প্রীহার বিশেষ ২ বিধ। যথা—

জ্বর, বিষমজ্বর ও হর্ষলজ্বর হইতে প্রীহার বেদনা ও রক্তসকর হইতে পারে। স্কর হইলে রক্ত মোক্ষণ বিধি। রক্ত সঞ্চিত হইলে দেহ শীর্ণ ও হর্ষল, বিষ্ঠা শীর্ণ, রক্তক্ষয়, তিস্তার, শিথতা, মুত্রের বিবর্ণতা, কার্ণো অসুস্থসাহ, অসুস্থচিত্ততা ও

প্রত্যাহ্ন অন্ন ২ ভূর হয়। এই রোগ সত্বর প্রতিকৃত না হইলে কালক্রমে পান্যবিহীন শোথ হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থা হইলে রোগ দুঃসাধ্য হয়। এই রোগের পরিচায়ে অলোচর, দন্তপাত, শরীরের শ্রোতঃ সমূহ হইতে বক্তনির্গম, বিশেষতঃ ঠাঁতের মৌড়াহারা রক্তশ্রাব, অকচি ও বলাভাব হইলে প্রায়শঃ রোগীর মৃত্যু কইয়া থাকে।

শ্রীহার স্থানে উষ্ণ গোমূত্র সের ও প্রাতঃকালে উহার পীড়ন হিতকর। সজিনাছাল বাটিকা (গোমূত্র দ্বারা ব্যবহার) উষ্ণ করতঃ শ্রীহস্থানে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়। প্রত্যহ অন্ন বিরচন অম্লদীপক ঔষধ, চরনাশক অন্নপান এবং অন্ন, লবণ, দধি হৃদয় প্রকৃতি অভিযুক্তি জব্য ত্যাগ করা শ্রীহারোগে বিধেয়।

শোথ চিকিৎসা

উদরে শোথ হইয়া স্ততরাং শ্রীহা বক্ততের পরে শোথ চিকিৎসা কথিত হইয়া থাকে।

শোথ ২ প্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ, স্নেহজ, বাতপিত্তজ, বাত স্নেহজ, পিত্তস্নেহজ সন্নিহিতজ, অভিঘাতজ, ও বিষজ। শোথ মাঝেই স্নেহ প্রবল হইয়া থাকে। স্ততরাং চৈত্রে স্নেহনাশক অন্নপান হিতকর। বাতপ্রধান শোথ দিনে অধিক হয় এবং পীড়ন করিলে উন্নত হয়। কফ প্রধান শোথ রাত্রিতে অধিক হয় এবং পীড়ন করিলে নিম্ন হয়। অম্লিঘাতজ শোথ বিসর্গী।

সমুদ্রের বাতাসে ভ্রমাতক রসম্পর্শে এবং আলকুশীর শূকদ্বারা যে শোথ উৎপন্ন হয় তাহাও অভিঘাতজ শোথের অন্তর্গত।

যে শোথ পুরুষের পাদে উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ সুখপ্রাপ্ত হয় এবং জীলোকের মুখে উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ অধোগত হয় তাহা অসাধ্য।

বিনিদানজাত শোথও কাহারো মতে অসাধ্য, কিন্তু তাহা সম্বোধন নহে। তবে তাহা কষ্টসাধ্য বটে।

পাণ্ডুরোগ প্রকৃতিতে যে শোথ হয় তাহা অসাধ্য নহে। উপজীবযুক্ত শোথ অসাধ্য। উপজীব। যথা—(ছন্দিদ্ব্যাকৃতিঃ শ্বাসো জরোতিসার এবচ। সপ্তকোয়ং সন্দোৰ্ণ্যঃ শোথোপ স্রবসংগ্রহঃ) অম্ব্যর্থঃ—বনন, পিপাসা, অকচি, শ্বাস, জ্বর, অতিসার ও ত্বর্কগতা এই সাতটি শোথের উপজীব। চৈত্রে ক্ষার, অন্ন, লবণ, দধি, শাক, যাবতীর ককবর্জক জব্য ঈতল ভল অহিতকর। ঔষ্ণ, বাধা চিকিৎসায় হিতকর।

মৎস্ত, মাংস, দিবানিজা, গুরুপাক জ্য নবায় ও যৈষুন অপাথ্য মধ্যে গণনীয়। লবণের মধ্যে করকচ ও সাত্তারী লবণ অতিশয় অনিষ্টকর।

অপারগ পক্ষে সৈন্ধব লবণ মাগরসে ভাজিয়া অন্নমাজার ব্যবহার করিবে।

ইহাকে পুরাতন মাগ. ও পুনর্বা শাক পান্যঅপাথ্য।

বাতক শোথে বিশ্বাদি জ্ঞান ও মঙ্গলমূল্যের জ্ঞান কটীত করণ।

১। **বিশ্বাদি।** বধা—তঁ, পুনর্বা, এরওমল, বেলহাল, মাওপোণা, পাতারী, পানল, পানিয়ারী। বশমল বাতনাশক এবং সমস্ত শোথ নাশক। শোথ মাজেই প্রচার করক ঔষধ উপকারী। স্তরায় শোথে বিদ্রেকমমোণা গোন্ধুরের কাথ সহ প্রয়োগ করিবে।

বিদ্রেকম যোগ।

প্রবাল ১ তোলা, রসনিম্বর ১ তোলা। মাত্রা ৩। ৪ রতি। অঙ্গণন—অবস্থা বিশেষে গোন্ধুরের খাস, পাথর কুটির পাতার রস ইত্যাদি।

কোঠ পরিকার না হইলে ইচ্ছাভেদী বা অস্ত্র ঔষধ দ্বারা কোঠপরিকার রাখা আবশ্যক।

শোথে অভিসার ঔষধ হইলে কেহ ২ নিম্নোক্ত সাদাচটী ব্যবহার করেন। তাহা সংগ্রাহক এবং সূত্রকারক।

সাদাচটী।

সোরা ১/১ পোরা, কটকারী ১/০ হটাক। সোরা লৌহ কটাহে ত্রীভূত করতঃ কেনা কাটিয়া কটকারী চূর্ণ মিলাইয়া পিতল পাত্রে ঢালিয়া চটী করিবে। লৌহ বাতাবারী দ্বারা সঙ্গ করিতে হইবে। এই ঔষধ চিনি ও জল সহ এক আনা মাত্রায় ব্যবহার করিলে বাতক অভিসার আরোপ্য হয়। ইহা পরিণাচক ও আশ্বান নিবারণক।

শোথবৃত্ত বাতান্তিসারে চিনি ও জলের পরিবর্তে বেতপুনর্ব্বার রস বা কুপে দ্বারা রস সহ ব্যবহার করা বিধেয়।

শোথের প্রলেপ। বধা—ভালা বালুকা, পুরাতন সর্বপ খল, সজিনাহাল, মসিনা পিপুল, গোমূত্র দ্বারা বাট্টিয়া গরম করতঃ প্রলেপ দিবে। বেত পুনর্ব্বা, দেবদাক, তঁ, সজিনার ছাল, বেত সর্বপ কাঁজিতে পেষণ করিয়া গরম করতঃ প্রলেপ দিলেও সর্ববিধ শোথ আরোপ্য হয়।

এই রোগে জ্ঞান করা বিধেয় নহে। নিত্যক আবশ্যক বোধ করিলে জটাবানী ব্রাহ্মণী সাধিত জলদ্বারা জ্ঞান করা কর্তব্য।

পাতুরোগাধিকারোক পুনর্বা অমূল্য শোথের মহৌষধ। উচ্চ ককপ্রধান শোথে ব্যবহার করিবে।

পুনর্ব্বাঠক কামান্ন। বধা—বেতপুনর্ব্বা, নিমহাল, পটোল পত্র, তঁ, তঁ, গুলক, দেবদাক ও হরীতকী। ইহাতে সর্বদাশোথ, উত্তর ও পাতু আরোপ্য।

বশমলের কাথে গুল-গুল-১০ মিকি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে রোগপ্রধান অভিসারে লাভ হয়।

মুষ্টিযোগ।

পুষ্কাতন মাংসের চূর্ণ ১০ আনা হুঙ্ক সহ পান করিলে শ্রীহা ও শোথ আরোগ্য হয়। ইহা শ্রীহাযুক্ত শোথে ফলপ্রসূ।

উনত্রেকদিত মাংসমণ্ড শোথের সর্বোৎকৃষ্ট দ্রব্য ও ঔষধ।

কেবল শ্বেত পুনর্নবায়ন জাথ পান করিলে শোথ প্রশমিত হয়। শ্বেত পুন শোথের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা শোষক।

কুলেখাড়ার ক্ষার বা উষার ভস্ম ৮ আনা জলসহ পান করিলে শোথ আরোগ্য হয়। কুলেখাড়া পাণ্ডার রস শোথে ঔষধের অনুপান রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা মুত্রকার দেবদারু, শ্বেত পুনর্নবায়ন ও তুঁঠ দ্বারা মিশ্রিত হুঙ্ক শোথে দ্রুতকর।

ক্ষার গুড়িকা।

মূলকপুঞ্জঃ—সেত, জল ৮ স্রোণ, শ্বেত ২ স্রোণ, ছাঁকিয়া পুনঃ পাকে চাপা ঘনীভূত হইলে তাহাতে কারবাস, মরচতুর্ভুজ, লৌহ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দিগ্বলমূল, বিড়মুতা, বনবাসানী, দেবদারু, শিখরুলের ছাল, (বা বেলতুঁঠ) ইজ্ঞয়ন, চিত্রামূল, আকন পাতা, বস্ত্রীমধু, আট্টম্ব ইত্যাদির অঙ্গচূর্ণ প্রত্যেক ১ পল এবং শোষিত হিং ২ তোলাক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে। মাত্রা ১০—১৫ তোলা। এই ঔষধকাকান করিয়া উত্তমরূপে শুকাইয়া রাখিবে। অনুপান—গরমজল। ইহা শোথ পরমোষধ এবং শ্রীহাদার ও শ্রীহায বিশেষ ফলপদ। উনত্রেক মাংসেই এই ঔষধ ব্যবহৃত হইতে পারে।

শিল বাটিয়া দ্বারা প্রস্তুত দিলে ভয়ানক শোথ আরোগ্য হয়।

পুনর্নবায়ন, শিমপাতা, শিমপাতা, দানিমাছা—ইত্যাদির তথবা আণাং, কুলেখা নিমিক ও অমলীপাতা—ইত্যাদির পেষ্টমী যেরূপে দিলে শোথ প্রশমিত হয়।

পুনর্নবায়নেহ।

শ্বেত পুনর্নবায়ন, দেবদারু, জলকা ও লক্ষ্মণ মিশ্রিত ৮ সেত, জল ৩৪ সেত, (১৬ সেত, আদার স্বরস ৮ সেত, গুড় ১২৪ সেত একত্র পাক করিবে এবং ঘনীভূত হইলে তাহাতে ত্রিকটু, তেজপাতা, তলাচি, দালাচনি ও চই প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইবে। মাত্রা ১০ তোলা। অনুপান—গরমজল প্রভৃতি। শোথ হইলে এই ঔষধে ৮ সেত মধু মিশাইবার বিধি আছে। ইহা কক প্রদান শো উপকারী।

দশমূল হরীতকী ।

দশমূল মিলিত ১৮ সের, জল ৩৫ সের, শেষ ১৬ সের, তাহাতে হরীতকী ১০০ একশতটি এবং শুষ্ক ১২৫ সের অক্লিষ্ট করিয়া পাক করিবে। খন হইলে তাহাতে ত্রিকটু ও বদকার মিলিত ৪ পল, দারুচিনি, এলাচি, তেজপাত প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করতঃ নামাইবে। ঈতল হইলে ১/২ সের মধু মিলাইবার বিধি আছে। প্রতিদিন ১টী হরীতকী ও ১০ তোলা লেহ হুঙ্ক বা পরম তল সহ পান করিবে। এই ঔষধের অপর নাম কংস হরীতকী। ইহা হারা প্রবল, শোথ, অরু, মেহ, পাণ্ডু ও উদররোগ আরোগ্য হয়।

পাত্তুরোগোক্ত নবাস্ত্রস লৌহ গুণর্নবার বা বেলপাতার রস সহ পান করিলে জ্বিয়ার শোথ উপশম প্রাপ্ত হয়। অতিসারযুক্ত শোথে—রসপপ্ৰীতি, জ্বাতিসার যুক্ত শোথে—শব্দামৃত পপ্ৰীতি এবং প্রবল রসাদিক শোথে—দুগ্ধবতী বা লালগুড়া ব্যবহার করিবে। এই সকল ঔষধ ব্যবহার কাথে জল এবং লবণ বর্জনীয় এবং হুঙ্ক পথ্য। অসহ তৃষ্ণার ভাবের জল এবং মুরামাংসী সাধিত জল পান করিবে। নিত্যন্ত আবশ্যক হইলে কেনরাজের রস সহ মৈদব ডাঙ্গিয়া অন্ন মাত্রায় ব্যবহার করিবে। জ্বাতিসারযুক্ত শোথে পুটিপাক বিষম জ্বরাস্তক লৌহ বিশেষ কার্যকারী। রোগীর প্রীতি বর্দ্ধন থাকিলে লোকনাথ রস, রোহিতক লৌহ প্রভৃতি ব্যবহার্য। গ্রহণিতে যে সকল শোথ নাশক ঔষধ পথিত হইয়াছে, অবস্থা বিশেষে তাহা ব্যবহার করিবে।

দুগ্ধবতী । (সাতিসারে)

শোধিত বিধ ১২ রতি, আকিং ১২ রতি, লৌহ ৫ রতি, অন্ন ৬০ রতি হুঙ্ক হারা রুদ্রন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অল্পপান—হুঙ্ক। রোগ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত হুঙ্ক ও অন্ন পথ্য। লবণ ও জল অবশ্য বর্জনীয়।

দুগ্ধবতী । (অতিসার রহিতে)

বিধ, কৃষ্ণ দুগ্ধের বীজ, হিঙ্গুল প্রত্যেক সমভাগ কৃষ্ণদুগ্ধের পত্র রসে মর্দন করিয়া পের ভ্রায় বটী করিবে। হুঙ্ক সহ সেব্য।

লালগুড়া ।

উৎকৃষ্ট বংশলোচন ১ তোলা, বর্ণসিন্দূর ১ তোলা, মাত্রা ৩ রতি। অল্পপান—হুঙ্ক। পথ্যাদি পূর্ববৎ।

কঙ্কসতা বতী (গ্রহণীয় শোথে)

বিধ. হিঙ্গুল, যুক্রাবীণ প্রত্যেক ১২ রতি, আকিং ৩০ রতি, হুঙ্কে মাড়িয়া ১ রতি বটী করিবে। অল্পপান—হুঙ্ক। পথ্যাদি পূর্ববৎ।

শৌখশাঙ্গদূল রস।

গারদ, গন্ধক, লৌহ, অন্ন, সোহাগা, জারফল, লবণ, পিপ্পল, মৈত্রব, গজপিপ্পল, ইজবর চিত্তমূল প্রত্যেক সমভাগ, যেত পুনর্ববার রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি বটী করিবে অহুপান—যেত পুনর্ববার রস ও মধু। ইহাতে শোথ, জ্বর, কাস, বাস ও প্লীহা আরোগ্য হয়। এই ঔষধে পুনর্ববার ভাবনা না দিয়া জল দ্বারা মাড়িয়া ১ রতি বটী করিলে তাহাকে শৌখশাঙ্গদূল রস কহে। শৌখ শাঙ্গদূল শৌখাধিকারের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহার লৌহ, অন্ন ও রক্তদ্বিতমূল অত্যুৎকৃষ্ট ইজরা আবশ্যক। ভাবনার ঔষধে ভাবনা ভাল না হইলে ঐরূপ কোন ঔষধই ভালরূপে ক্রিয়া প্রকাশ করে না। শোথ জ্বর শাস্তির নিমিত্ত খতম ঔষধ প্রয়োগ্য হইলে অবস্থা বিশেষে নবায়ন লৌহ, পুটপাক, বিষম জ্বরাক্ত লৌহ, মহালক্ষ্মীবিলাস, বৃহৎ কস্তুরী ভৈরব, মততরি রস, চুড়ামণি রস বা বৃহৎ জ্বর চুড়ামণি ব্যবহার করিবে।

ত্রিকটু ও মদকার মিলিত ৪ তোলা লৌহতন্ত্র ৪ তোলা, মাত্রা ৩ রতি। অহুপান—

ত্রিফলার উত্ত কাথ। অস্তিত্ত শোথের অস্তিত্ত অহুপানে ব্যবহৃত হইতে পারে।

অগ্নিসুখ্য অঞ্জুর। (প্লীহাশোথে)

পুরাতন মধু ১২ পল, পাকার্ধ—গোমূত্র ১২ সের, যুগ্মভে পাক করিবে। বনৌত্ হইলে প্রক্ষেপার্ধ—ক্ষুদ্রাক্ষ, দেবদারু, মৃত্তা, ত্রিকটু, সিন্ধু, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ১ পল মাত্রা ৪০ তোলা তত্ত্ব সহ পের। তত্বভাষে গরম জল সহ দেবদারু। ঐহা সের তক্রপান প্রস্তুত। জ্বর থাকিলে স্তিক ব্যাহার্য নহে। প্রবৃদ্ধ শোথে জল ও লবণ ভা করিবে।

শুক মূল্যাগ্র তৈল। (রক্তশোথে)

তৈল ৮ সের, জল ১৬ সের, কক্কার্ধ—শুকমূত্র, যেত পুনর্ববার, দেবদারু, রাসা তঁঠ মিলিত ৮ সের। ইহা শোথ প্রশমক।

বৃহৎ শুকমূল্যাগ্র তৈল। (জীর্ণশোথে)

তৈল ৮ সের, শুকমূত্রের কাথ ৮ সের, সজিনা ছালের কাথ ৮ সের, কক্কার্ধ পত্রের রস ৮ সের, পালিধাপত্রের রস ৮ সের, যেতপুনর্ববার রস ৮ সের, কক্কার্ধ রস ৮ সের, বক্কার্ধের কাথ ৮ সের, নিসিনা পাতার রস ৮ সের, দশমূল্যের ৮ সের। কক্কার্ধ—তঁঠ, মরিচ, মৈত্রব, পুনর্ববার, কাকনাটী, চালিতা, ছাল, পিপ্প

গজপিপূল, কটকল, কুড়, কাকড়াশূঙ্গী, রান্না, হরালতা, ককড়ীবে, কটিক্তা, দাকহরিদ্রা, করক, নাট্যকরক, কামালতা, অনন্তমূল প্রত্যেক ৪ তোলা ।

শোধ শার্দূল তৈল ।

কটু তৈল ১৪, কাথার্থ—ধূতাবক্ষ, দশমূল, নিসিন্দা পাতা, জরুলী পাতা, পুনর্নবা ও করক প্রত্যেক ১৫ তিন পোরা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । ককড়ার্থ—রান্না, পুনর্নবা, দেবদারু, শুক মুগা, শুঠ, পিপূল ইত্যাদি ১ সের । ইহার জল পূর্ববৎ ।

পুনর্নবারি তৈল ।

শেত পুনর্নবা ১২৫ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, তিল তৈল ১৪ সের, ককড়ার্থ—টিকটু, ত্রিফলা, কাকড়াশূঙ্গী, ধনে, কটকল, শর্টী, দাকহরিদ্রা, প্রিচজু, পল্লকাঠ, রেণুক, কুড়, পুনর্নবা, বয়ানী, ককড়ীবে, এলাচি, দাকচিনি, লোধ, তেজপাত, নাগকেশর, বচ, গিপুশূল, চট, চিত্তেমূল, জলকা, বালা, মরিচ, রান্না, হরালতা প্রত্যেক ২ তোলা । ইহা শোধ, জীর্ণজব, গীহা, কামলা, পাণ্ডু, রক্তপিত্ত, শ্বাস, কাস ও উদর রোগ নাশক । এই তৈল প্রায়শ ব্যবহৃত হয় না ।

উর্দ্ধকায়ে শোধ হইলে বিরচন দ্বারা এবং অধঃকায়ে শোধ হইলে বমন প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিবে । কেহ ২ বলেন যে উর্দ্ধকায়ে শোধে বমন এবং অধঃকায়ে শোধে বিরচন প্রয়োজ্য । আমাদের মতে পূর্ব করাই সমীচীন । যেহেতু উর্দ্ধকায়ে শোধে বমন দ্বারা শোধ উৎকৃষ্ট হইয়া শোধ বর্জিত হইবার সম্ভাবনা । ভারত প্রসিদ্ধ স্বর্গীয় গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় পূর্বরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন ।

অধুনা আমরা এই নিয়মানুসারে চিকিৎসা করি না । শোধ মায়েই অধোবিরেচক ও মুত্রকারক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকি এবং প্রায়শঃ তাহাতেই ফললাভ হয় ।

পুনর্নবারিষ্ট ।

শেত পুনর্নবা, রক্ত পুনর্নবা, বেড়েলামূল, গোবর্ষচাকুলে ছাগ, আকনাদি পাতা বাসক ছাগ, গুণক, রক্তচিৎসুল, কণ্টকারী প্রত্যেক ৩ পল, জল ৪ ছোণ, শেষ ১ ছোণ ছাঁকিয়া লইবে । তাহাতে পূরণতন শুড় ৩৫ সের ও মধু ২ সের মিশাইয়া নূতন মৃৎপাত্রে (স্থতাক) মুখ বদ্ধ করিয়া ১ মাস রাখিবে । পশ্চাৎ ববের পাতা দ্বারা ঢাকিয়া ১ মাস রাখিয়া তাহাতে চূর্ণীকৃত নাগকেশর, দাকচিনি, এলাচি, মরিচ, বালা ও তেজপাত প্রত্যেক ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া ১০ তোলা মাত্রায় ব্যবহার করিবে । ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইলেই ঔষধ সেবন প্রাপ্ত । ইহা দ্বারা শোধ, পাণ্ডু, গীহা, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি আরোগ্য হয় ।

ফল ত্রিকারিক্ত।

ত্রিকলা, শোধিত রক্তচিত্তেমূল, পিঙ্গুল, যমানী, বিড়ঙ্গ, দৌহ প্রত্যেক চূর্ণ ৮ সের, মধু ১১ সের, পুরাতন শুড় ১২৮ সের স্বভাক্ত জাতে ১ মাস যত্ন বদ্ধ করিয়া যবের মধ্যে রাখিবে গম্ভীর ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা—পূর্ববৎ। ইহা বাতশোথে বিশেষ ফলপ্রদ।

শোধিত শিলাজতু ৮০ আনা মাত্রায় ত্রিকলা কাষসহ পান করিলে ত্রিদোষত শোথ আরোগ্য হয়।

অগ্নিকার স্বত।

স্বত ৮ সের, জল ৩২ সের। কঙ্কার—শোধিত রক্তচিত্তেমূল ৮ সের ও যবফার ৮ সের। ইহা রক্তবাতশোথে ফলপ্রদ। মাত্রা—৮০ তোলা; দুইসহ সেব্য।

চিত্রক স্বত।

চিত্তেমূল নিধি কুস্তে ছব রাতিয়া দদি করিবে; সেই দদি মছন করিয়া স্বত বাহির করতঃ উহার ৮ সের, পাকার্থ তক্র ১৬ সের, রক্ত চিত্তেমূল ৮ সের। এই স্বত ব্যবহারে তঃসাধ্য শোথ প্রশমিত হয়।

শোথে পিড়কা হইলে যষ্টিমধু, মুতা, বেতচন্দন ও কয়েদু বেগের পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিবে। স্নায়ু।—পটোল পত্র, পটোল, মৃণক, বেড়াণ, নিমপাতা, পুনর্নবা, কাকমাটী-শাক, শুল্কে, পুরাতন ঘব, পুরাতন মাগ, ওগ, পুরাতন হৈমন্তিক ধাত।

অথ বৃদ্ধি চিকিৎসা।

শোণ দাঘম্মা হেতু শোণের পর বৃদ্ধি চিকিৎসা (এক শিরা) কথিত হইয়া থাকে।

পূর্বিকা এবং সমাবস্তার অনাহার, একাদশী পানন, বস্ত্র বন্ধনী দ্বারা কোষবন্ধন এবং শোণের স্তায় আহারবিহাবাদি ইহাতে হিতকর।

পরিভ্রমণ, মৈথুন, বেগধারণ, ঈতগ জব্যতক্রণ, শৈত্যক্রিয়া, বান্যগ্রোহন ও ব্যায়াম অহিত কর। পথ্যাপথ্য মানিয়া চািলে পীড়া খুব কম থাকে।

কদম পাতা দ্বারা কোষ বাধিয়া রাখিলে উপকার হয়। কথিত আছে, আকুলা চাণিতা পাছের মূল কোমরে ধারণ করিলে এই রোগ আরোগ্য হয় বা বৃদ্ধিত হইতে পারে না। পানের বৃদ্ধিস্থিতে বাতুনির্মিত অম্লরাসক (আট হওয়া আবশ্যক) ধারণ করিলেও পূর্ববৎ ফল হয়। যে দিকের কোষে পীড়া, সেই দিকের পানের অম্লগোতে আংলী ধারণ বৃদ্ধিযুক্ত। এই পীড়ার কেহ কেহ “নাঙক” ব্যবহার করেন, তাহা হিতকর। তামাক পাতা দ্বারা কোষ বাধিয়া রাখিলে শোথ ও বেদনার হ্রাস হয়, কিন্তু এই প্রয়োগ সুহৃৎ

ব্যক্তি উপর প্রযোজ্য নহে, কারণ উহাতে বমন বা বিবসিমা হইয়া থাকে। কোষ্ট পরিকার থাকিলে পীড়া খুব কম থাকে। বিরোচনাধু দ্রব মিশ্রিত এবং তৈলই শ্রেষ্ঠ। ওগুণ্ডু, অম্বালক্ষ্মীবিলাস, রাসাবান, কক্ষচিস্তামণি, শোথ-শাদ্দল রাস, ব্রহ্ম সৈন্ধবাদি তৈল, অগ্নিমুখা অম্বুদ, পুনর্ণ-নাদি ওগুণ্ডু, ব্রহ্ম বাত গজাঙ্ঘ্রুশ, সিংহনাদ ওগুণ্ডু, শিবা ওগুণ্ডু, সন্দীপসুন্দর, ব্রহ্মহর রাস অবহাণিণেবে প্রয়োগ করিবে।

ব্রহ্মহর রাস ।

পায়দ, পঙ্কক, বিন, ত্রিকটু, পঞ্চলবণ, যবদার, সারিকার, সোহাগ, শোধিত জয়পাল বীজ প্রত্যেক সমভাগ। রক্তচিহ্না মূলের রসে মর্দন করিগা। ১ রতি বীজ করিবে। অম্বু-পান—হৃৎ। ইহাতে বৃদ্ধি ও দাশী আরোগ্য হয়।

ব্রহ্ম সৈন্ধবাদি তৈল ।

তিলাইল ৮ সের, কক্ষার্থ—সৈন্ধব, খবন ফল, কুড়, শুশুকা, বেতস, বচ, বালা, বষ্টিমধু, বামুন হাটী, দেবদারু, তুঁঠ, কটফল, পুষ্কর মূল, (অভাবে কুড়) মেদ, চৈ, চিতামূল, শটী, বিড়ঙ্গ, আটতর, হেউড়ী, রেণুক, শালপাণি, বেলতুঁঠ, বনযমানী, পিপুল, দন্তীমূল, দ্বারা মিশ্রিত ৮ সের। পাকার্থ মূল ৮ সের। এই তৈল কক্ষবাত নাশক। ইহা দ্বারা বৃদ্ধি, ত্র্য, ও আনবাত নষ্ট হয়।

অথ ত্র্য চিকিৎসা । (বাঘী)

এই রোগ মাধব নিদানে লিখিত হয় নাই, কিন্তু ঔষধের ফলপ্রতি অনুসারে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য ব্যাধি। সাধারণ লোকে ইহাকে কুচ্কি কুলা বা বাঘী বলে। কেহবা বাঘীকে স্ফিড্রিসি বলে। ফলতঃ কুচ্কি বাঘীর নাম এর এবং কুচ বাঘীর নাম বিদ্রুপি। উভয়েই একজাতীয় ব্যাধি এবং চিকিৎসাতঃ একই প্রকার। বিদ্রুপি নামক যে সকল প্রাণেণ ও ঔষধ আছে তাহা ইহাতেও অবস্থানুসারে ব্যবহার্য্য। পক্ষ বিরজার পটী প্রথম অবস্থায় লাগাইলে ত্র্য প্রায়শঃ বসিয়া যায়। না বসিলে পাকাইবার জন্ত মসিনার পোলটিম ব্যবহার করিবে। তাহাতে কৃতকার্য্য না হইলে তোপমার পটী লাগাইবে। যদি তাহাতেও না পাকে তবে মাণকচুর শিকর সিদ্ধ করিয়া বাটিয়া গরম গরম লাগাইবে এবং তাহাতে নিশ্চয়ই পাকিবে। এই প্রয়োগ প্রথম অবস্থায় প্রযোজ্য নহে। তেঁতুলের পাতার পোলটিসেও বাঘী দ্রব পাকিয়া থাকে। ইহা বাতপ্রধান অবস্থায় প্রযোজ্য। দ্রুত গরম করিয়া পটী লাগাইলেও অনেক সময় পাকিয়া থাকে। ছোটবাগী হইলে হুগুণের আঁটা ও সিন্দুর একত্র মিশাইয়া প্রাণেণ দিলে উপকার হয়।

অন্তঃকর্ণাদি জ্বরাৎ । বধা—পূৰ্ণকৃত বরুণাদিগণের কাথ করিয়া তাহাতে উষকাদিগণ মিলিত ১০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অগতঃ অন্তর্বিজ্রিহি নষ্ট হয় । ইহা সংশয়ন বোধ ।

পাঠানুল, (আকনাদি) তত্তুলোদক দ্বারা পেষণ করিয়া যথুদ্বারা বাড়িয়া তত্তুলোদক সহ পান করিলে অন্তর্বিজ্রিহি আরোগ্য হয় ।

বক্ষ্যমাণ ব্রণশোধে যে সকল প্রলেপ পুলটিন প্রভৃতি কথিত হইবে এবং ত্রেহে বাহা কথিত হইয়াছে তাহা অবহাঃসাধে বিজ্রিহিতে ব্যবহার করিবে ।

অন্তর্বিজ্রিহি পাকিয়া তিন্ন হইয়া উত্তকৃত হইলে আরোগ্য হওয়া সুকঠিন । বিজ্রিহি পাকিলে ব্রণবৎ চিকিৎসা করিবে । বরুণাদিগণের কাথ অথবা রক্তসন্নিহা মূলের কাথ কীজি সহ পান করিলে ক্ষত অন্তর্বিজ্রিহি নষ্ট হয় ।

প্রিস্রজ্ঞাদি তৈলঃ (রোগপার্থ)

তৈল ১৪ সের, বর্জার্ণ প্রিস্রজ, ধাইকুল, গোখ, কটুকল ও তিনিশ মিলিত ১১ সের, (তিনিশ বৃক্ষ মধুগা অকলে করে) জল ১৬ সের ।

বরুণাদিগণের কাথ সহ ৩৪ রতি বজ্রলী সেবন করিলে বাহ্য এবং অন্তঃস্থর বিজ্রিহি নষ্ট হয় । এই রোগে বরুণাদিগণ দ্বারা দ্রুতাদি নানাপ্রকার কল্পনা করিয়া প্রয়োগ করিবে ।

গাঃপ্রাঃপ্রাদি কক্ষ্যঃ ।

খদিরকাষ্ঠ, ত্রিফলা, নিমছাল, কটুকী, বটিমধু প্রত্যেক ১০ আনা, তেউড়ীমূল ১১ রতি পটোলমূল ১০ রতি, নিম্বুঃ মম্বর ১০ আনা, জল ১৪ সের, শেষ ১৮ ছটাক । কেহ ২ বলেন খদির প্রভৃতি দ্রব্য প্রত্যেক ১০ আনা, তেউড়ীমূল ১০ আনা এবং পটোলমূল ১০ আনা, নিম্বুঃ মম্বর ১০ আনা, জল ১৪ সের, শেষ ১৮ ছটাক । পূর্বকল্পে অত্যন্ত তেদ হইলে ২য় কল্প অবলম্বন করিবে । ইহাতে নানাবিধ ব্রণ, বিজ্রিহি, গুল্ম, বীসর্প, দাহ অর, মূর্ছা, রক্তপিত্ত ও কামলা আরোগ্য হয় ।

পারদ তিন ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, তাম্র ২১ ভাগ, আদার রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ওদ্বারা প্রলেপ দিলে বিজ্রিহির ব্রণ হলে শস্ত্রের দ্বার লেখন হয় ।

কাশীশ, (হিরাবাস) সৈন্ধব, নিগাজতু ও হিং প্রক্ষেপিত বরুণছালের কাথ পান করিলে আন্তঃস্থর বিজ্রিহি এবং সেচন করিলে বাহ্য বিজ্রিহি আরোগ্য হয় । এই প্রয়োগ অগতঃ বিজ্রিহিতে প্রযোজ্য ।

অথ ব্রণশোধ ও নাড়ীব্রণ চিকিৎসা ।

ব্রণ শোধ (কৌড়া) হইলে প্রথমতঃ রক্তাবসেক করিবে । ব্রণশোধের ৭ প্রকার উপক্রম । বধা—১ম বিদ্যাপন অর্থাৎ শোধ বসাইবার অত্র প্রলেপাদি প্রয়োগ, ২য় অব

অহিকেন ও মরিচ চূর্ণ মিলাইয়া প্রলেপ দিলে অনেক সময় বাবী বিলীন হয়।
বটের মাঠা লেপন করিলে ত্রা আরোগ্য হইরা থাকে।

ইহাতে অজ্ঞা সন্ধ্যাবিলাস ও সন্ধ্যাক্ষুণ্ণের বিশেষ উপকারী।
ইহার ২২৫ ও পথ্যাপথ্য বৃদ্ধি বোগের জায়।

হাগপ্রভে গোধুম বাটিয়া উষ্ণ করতঃ প্রলেপ দিলে অথবা কৃষ্ণরীরে, হবুবা, কুঁড়,
গোধুম ও কুল গুঁঠ কাঁড়িতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ত্রা আরোগ্য হয়।

গঙ্গাগুণ্ড, গুণ্ডমালা, অর্করূদ ও গোমাদ (গোদ) রোগ প্রায়শঃ আরোগ্য হয় না।
ইহাদের চিকিৎসা লিখিত হইল না। আবস্তক হইলে শোধ ও বৃদ্ধিরোগের ঔষধ সমূহ
প্রয়োগ করিবে। শোধ ও বৃদ্ধিরোগের পথ্যাপথ্যই ইহার পথ্যাপথ্য। দস্তীমূল, চিত্তেন্দ্র
মনসাফীর, আকন্দফীর, তন্নাতকবীজ, ধাতুকাসীণ ও পুরাতন শুষ্ক বাটিয়া প্রলেপ দিলে
রীপদ ও গ্রহি আরোগ্য হয়।

সাতিকার, মূলককার ও পথ্যচূর্ণ একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে গ্রহি ও অর্করূদ রোগ
আরোগ্য হয়।

অথ বিজ্রমি চিকিৎসা।

এই রোগের প্রথমাবস্থার তণৌকা (জৌক) দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিলে বিশেষ
উপকার হয়। এই জিয়া দ্বারা বল হ্রাস হয় এবং অনেক সময় আরোগ্যও হয়।
ইহাতে বিরচন অতিশয় উপকারী। পিত্তজ ভিন্ন বিজ্রমিতে শ্বেদ দেওয়া যাইতে পারে।
দশমূলের বক, স্তম্ভ, তৈল ও বসা দ্বারা আশ্লীত করিয়া ঔষদ্রুপ করতঃ ঘন প্রলেপ দিলে
বাতবিজ্রমি আরোগ্য হয়। সজিনামূলের উষ্ণপ্রলেপ দিলে বাতপ্রধান বিজ্রমি ক্রমশঃ
উপশমিত হয়।

অবাদি প্রলেপ। যথা,—যব, গোম, মুগ একত্র বাটিয়া উষ্ণ করতঃ প্রলেপ
দিলে অগ্নি বিজ্রমি বশিরা যায়। ইহা পক্ষ বিজ্রমিতে প্রযোজ্য নহে। পিত্তজে পক্ষ
বন্ধনের বন্ধ তথ্য দ্বারা বাটিয়া স্তম্ভাক্ত করিয়া প্রলেপ দিলে অথবা বস্তিযধু, অনন্তমূল,
চুর্কা, নলমূল ও চন্দন ছণ্ডদ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিজ্রমি নষ্ট হয়। আমবাতে যে
তীক্ষ্ণ প্রলেপ লিপিত তইরাছে কক্ষ বিজ্রমিতে তাহাই প্রয়োগ করিবে।

সজিনামূল কলে খোঁচ করিয়া ঔষৎ পেষণ করতঃ রস বাহির করিবে। সেই রস
১০ তোলা মধু সহ পান করিলে অস্ত্রবিজ্রমি আরোগ্য হয়।

শ্বেতপূর্ণাঘার মূল অথবা বরুণমূল কণ্ডিত করিয়া পান করিলে অগ্নি বিজ্রমি নষ্ট হয়।

রক্তজ ও আগন্তক বিজ্রমির চিকিৎসা পিত্তজ বিজ্রমির জায়।

নেচন অর্থাৎ ত্রণ শোধের শক্তি হ্রাস করিবার জন্য বিরচন ও রক্ত মোক্ষণাদি ক্রিয়ার উপক্রম, ৩য় উপনাই অর্থাৎ পাকাইবার জন্য প্রলেপ, গুলটিশ প্রভৃতি প্রয়োগ, ৪র্থ ত্রণ ভেদন, (শস্ত্র বা ঔষধ দ্বারা) ৫ম ত্রণ শোধন, ৬ষ্ঠ রোপণ, ৭ম সর্বস্ব সম্পাদন।

বর্ষাক্রমে উক্ত ৭ প্রকার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। কিন্তু দ্রষ্ট ত্রণ পূর্বেই শোধন করিয়া লগুয়া আবশ্যক।

বিজ্ঞাপন। (বাতশোথে)

টাবা লেবুর মূল, গণিয়ারী মূলের ছাল, দেবদারু, শুঠ, অহিষ্মা (কানিরা কড়ামূল, কাহারো মতে শুকড়া) ও সাদা একজ বাটিয়া গরম করতঃ ঈষৎক্ষণ থাকিতে লেপ দিবে।

শেওড়ার ছাল কাঁজিতে বাটিয়া কিকিৎ দ্রুত মিশ্রিত করিয়া ঈষৎক্ষণ করতঃ প্রলেপ দিলেও বাতশোধ আরোগ্য হয়।

কফ বাতজ ত্রণশোধে পুনর্নবা, দেবদারু, সজিনাছাল, দশমূল ও শুঠ একজ বাটিয়া উষ্ণ করতঃ প্রলেপ দিবে।

ববলকু, বটিমধুচূর্ণ, দ্রুত ও চিনি ঠোঁটদের প্রলেপ সর্বশোধে ব্যবহার্য।

বাতকফজ বা কফজ ত্রণশোধে সিদ্ধির উষ্ণ প্রলেপ বিশেষ হিতকর, তৎসহ মরিচ যোগ করিলে অত্যন্ত বেদনা আরোগ্য হয়।

বসাইবার জন্য যে সকল উপক্রম লিপিত হইল তাহা ইদানীং প্রায়শঃ ব্যবহৃত হয় না।

মশিনার পুণ্ডিণের ২ গুণ আছে। ১ম বসান, ২য় শাকান। এই জন্তই ত্রণশোধে মশিনার পুণ্ডিণ আদরের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বসিবার উপযুক্ত হইলে বসিয়া যায় এবং পাকিবার উপযুক্ত হইলে পাকে। ইহা অত্যন্ত বেদনা নিবারক বিশেষতঃ আঘাত জনিত বেদনার বিশেষ ফলপ্রদ। এই সকল ক্রিয়া দ্বারা ফললাভ না হইলে ত্রণ-বিজ্ঞাপক ঔষদ অবস্তাবিশেষে ব্যবহার করিবে।

উপনাই। (পাকাইবার)

যবলকু, জলে পাক করিয়া পিত্তাকৃতি করিবে, তৎপরে তৈল বা দ্রুতসহ অথবা দ্রুত তৈলসহ উষ্ণ অবস্থায় প্রলেপ দিবে। বাতান্তরে তৈলসহ এবং পিত্তান্তরে দ্রুতসহ ব্যবহার সমীচীন।

ত্রণ ভেদনার্থ মশিনার গুলটিশ, তোপমারপটা, পলাশফার, পারাবাত বিষ্ঠা বা চিতে মূল প্রয়োগ করিবে। ইহাতে ত্রণ ভিন্ন না হইলে শস্ত্র প্রয়োগ করিবে।

গরুর দাঁত জলে মসিরা প্রলেপ দিলে শোধ পাকে এবং অগ্নি ভিন্ন হয়।

যে ত্রণ বাতপ্রধান এবং অত্যন্ত দারু ও বেদনাবৃদ্ধ তাহাতে ঈষৎ তর্জিত কুকাতিলা বা মশিনা, দ্রুত নির্দীপিত করিয়া ও সেই দ্রুত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে সঘর পাকিয়া ত্রণ শোধ আরোগ্য হয়।

প্রলেপের নিয়ম।

রাজিতে প্রলেপ দেওয়া নিষিদ্ধ। বিশেষ আবশ্যক হইলে আশ্রয় প্রলেপ রাজিতে ব্যবহার করা যায়। প্রলেপ শুষ্ক হইলে উঠাইয়া পুনঃ প্রলেপ দেওয়া উচিত নহে। আকর্ষনিক প্রলেপ হইলে বহু সময় পর উঠাইবে।

ত্রণ ভিন্ন হইলে বা অত্র করা হইলে ত্রণ এবং বিদ্রবির ভায় চিকিৎসা করিবে। বিহিত ক্রিয়াধারা কত আরোগ্য না হইলে নিম্ন ও পটোল পত্রের কষার পান করিবে এক উহাধারা কত ধৌত করিবে। ইহাধারা ত্রণ বিতর্ক হয়।

প্রলেপ। (শোধনার্থ) যথা—তিলকক, সৈন্ধব, হরিদ্রা, দাকহরিদ্রা, ভেউড়ীমূল, বষ্টিমধু, নিমপাতা ও স্কৃত। ইহা শোধক এবং রোপক।

বষ্টিমধু ও তিলককের সহিত নিমপাতা ও মধু মিশাইয়া অথবা স্কৃত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে রোপণ ও শোবন উভয়বিধ কার্য সম্পন্ন হয়।

পুরাতন মমুষ্য মস্তক কপালাস্থি গোমূত্র দ্বারা ঘষিয়া প্রলেপ দিলে কত রোপণ হয়। ইহা অসাধ্য কত রোপক।

পঞ্চবঙ্গচূর্ণ ৫ ভাগ, বদরীকচূর্ণ ১ ভাগ একত্রে কতে অবচূর্ণন করিলে অথবা ধাই ফুল ও লোমচূর্ণ একত্রে প্রয়োগ করিলে কতরোপণ হয়।

পিত্তপ্রধান বিজ্রি ও বীসর্পে যে সকল লেপ বলা হইয়াছে, তাহা অগ্নিবদ্ধ ত্রণে প্রয়োগ করিবে। পুরাতন ঘরের পচা খড় চূর্ণ প্রযোগে কত বিশেষতঃ দ্রব ত্রণ কত আরোগ্য হয়।

পুরাতন স্কৃত শত ধৌত করিয়া স্বেত ধূপচূর্ণসহ উত্তমরূপ ফেনাইয়া কতে লাগাইলে সাধারণ কত আরোগ্য হয়। ইহার সহিত মোম মিশ্রিত করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

গোস্তাদ্য স্কৃত।

হরিদ্রা, দাকহরিদ্রা, মজিষ্ঠা, জটামাংসী, বষ্টিমধু, পুণ্ডরিকাঠ, বালা, তত্রহস্তক চন্দন, জাতিফুলের পাতা, নিমপাতা, পটোলপাতা, কদম্বছাণা, বষ্টিমধু, কটকী, যোম মহামেধ মিলিত ১/২ সের, স্কৃত ১/০ সের পঞ্চবঙ্গের কাষ ১৬ সের, জল ১৬ সের। ইহা দ্বারা ত্রণের শোধন ও রোপণ হয়।

দুর্বাদ্য মৃত। (রোগক)

মৃত ১৪ সের, দুর্বার স্বরস ১৬ সের কমলা গুড়ি ১৮ সের, দারুহরিদ্রা স্বক ১৪ সের, এই সকল দ্রব্যাদি তৈল পাক করিলে তাহাকে দুর্বাদ্যতৈল বলে। ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সবর্ণকর প্রলেপ।

শোধিত হরিতাল, মনঃশিলা, মঞ্জিষ্ঠা, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা একত্র বাটিয়া স্বতমধুসহ প্রলেপ দিলে স্বক্ সাত্ত্বিক বর্ণ ধারণ করে।

গৌহত্ম, হিরাবস, হরীতকী ফুল, আমলকী ফুল, বহেড়া ফুল (অভাবে ত্রিকলা) ইহাদের প্রলেপ সবর্ণতাজনক।

ক্লান্ত্যে স্থানে রোম অকুরিত না হইলে চতুর্দশ জন্তর চন্দ্রভঙ্গ, রোমভঙ্গ, ধূরভঙ্গ শূলভঙ্গ ও অস্থিভঙ্গ একত্র তৈলাক্ত করিয়া অবচূর্ণন করিবে। ইহাতে রোম অকুরিত হয়।

নারিকেল তৈল ও চূণের জল একত্র কেনাইয়া লাগাইলে অগ্নিদগ্ধবর্ণের দাহশান্তি হয়।

মুষ্টিষোগ।

ব্রণশোধের প্রথম অবস্থায় সৈকবসহ ধূত্ৰা মূল বাটিয়া গরম করতঃ প্রলেপ দিলে ব্রণশোধ সহজ প্রণমিত হয়।

মর্পের খোলস ভঙ্গ করতঃ কটু তৈলাক্ত করিয়া লাগাইলে ব্রণের উপচয় নষ্ট হয় এবং কাটিয়া যায়। হাঁপরমালীর আঠা কতে বা নালীতে লাগাইলে কত আরোগ্য হয়।

তিক্তাদ্য মৃত, জাত্যাদ্য মৃত, ব্রহ্মজাতিকাদি তৈল, ও ব্রহ্ম ব্রণরাক্ষস তৈল কতের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

তিক্তাদ্যমৃত।

মৃত ১৪ সের, কন্ধার্থ—কটুফী, মোম, হরিদ্রা, ষষ্টিমধু, ডহর করঞ্জার ফল ও পত্র, পটোল পত্র, মালতীপুষ্প ও নিম্ব পত্র মিলিত ১১ সের। এই মৃত কতে লাগাইবে।

জাত্যাদ্যমৃত।

মৃত ১৪ সের, কন্ধার্থ—জাতি পত্র, নিম্বপত্র, পটোলপত্র, কটুফী, দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, অনন্তমূল, মঞ্জিষ্ঠা, বেনামূল, মোম, ভুতে, ষষ্টিমধু, ডহর করঞ্জাবীজ মিলিত ১১ সের। এই মৃত কতে লাগাইবে।

ব্রহ্মজাতিকাদিতৈল।

তৈল ১৪ সের, কন্ধার্থ—জাতিপত্র, নিম্বপত্র, জাতিপত্র, ডহর করঞ্জপত্র, মোম, কুড়, ষষ্টিমধু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কটুফী, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মফল, লোধ, হরীতকী, পদ্মকেশর, ভুতে,

অমৃতমূল, ডহর করঞ্জবীজ মিলিত ১/১ সের। ইহাতে নানাবিধ ক্ষত, দক্ষ, বীসর্প, কুষ্ঠ, প্রকৃতি আরোগ্য হয়।

ব্রহ্মরাস্কসটৈল।

কটুতৈল ১/৪ সের, স্বত ১/১ পোয়া। পার্কার্থ—অকম্পপাতার রস ১/৩ সের, একার্ধ—চিত্রপাতা ৮ তোলা আবৃত পায়ে পাক করিয়া ছাঁকিয়া উক থাকিতে তাহাতে পারদ ১০ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, (উত্তরে কজলী করিয়া) ষ্ঠেত ধূপ, মেটে সিন্দূর, শোধিত হরিতাল, মনঃশিলা, হরিত্রা, গেড়িমাসি, মজিষ্ঠা, ষ্ঠেতলবর্ণপ, প্রত্যেক ১ তোলা মিশাইয়া আবৃত পায়ে রাখিবে। প্রয়োগ কালে উত্তপ্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে। ইহাতে নানাবিধ ক্ষত, ব্রণ, বিচক্ষিকা, পামা, (পাচড়া) দক্ষ, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, বিস্ফোট, শিথ, কণ্ডু প্রকৃতি আরোগ্য হয়।

ক্ষত হইলে এই যোগে যে সকল সেবনীয় ঔষধ আছে তাহা তাদৃশ কলপ্রদ নহে। সুতরাং আবশ্যক হইলে অবস্থাবিশেষে কুষ্ঠ, বাতরক্ত ও বীসর্প রোগের ঔষধ ব্যবহার করিবে। তন্মধ্যে মাণিক্যরস, রসমাণিক্য, অন্নসার গন্ধক, অমৃতাকুর লৌহ, কৈশোরগুগ্গুলু, ও মহাপদ্মকম্বুত বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

মুত্রাশয় ক্ষতের মহৌষধ। মুত্রাশয় ধটিত “ক্ষতান্তক মলমতী” ক্ষত বিশেষ উপকারী।

ক্ষতান্তক মলম।

স্বত ১/০ ছটাক, মোম ১ তোলা, ষ্ঠেতধূপ ১ তোলা, মুত্রাশয় ১০ তোলা, যথাক্রমে হাতায় পাক করিবে। প্রয়োগের সময় গরম করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাতে নানাবিধ ক্ষত ও পাচড়া আবোগ্য হয়।

শতশোত পুরাতন স্বত ক্ষতরোগে বিশেষ উপকারী।

নাড়ীব্রণ বা নালাধা চিকিৎসা।

ক্ষতের শোধ কতদূর পর্য্যন্ত গিয়াছে তাহা শলাকা দ্বারা হির করিয়া শস্তদ্বারা সেই স্থান পর্য্যন্ত বিদারণ করিবে। তৎপর পুরানি নিঃসারণ, শোধন ও রোপণ প্রকৃতি ব্রণ শোধনের চিকিৎসা করিবে।

বাতজ্ব নালাতে—আপাংবী ও তিসা, পিত্তজ্ব—মজিষ্ঠা, জাতিগুঁড়া, হরিত্রা, দারহরিত্রা, দ্রৈবিক নালাতে—কৃষ্ণতিল, বষ্টিমধু, দস্তী, নিম, সৈন্ধব, শল্য নালাতে—তিল, মধু ও স্বত পেষণ করিয়া ত্রৈলপ দিবে এবং হুলাদ্বারা উত্তমরূপ বাঁধিয়া রাখিবে।

হাঁপরমালীর বা ছদ্মিকার আঠা নালাীর উত্তরের চর্ম্মের উপর লাগাইলে নালা আরোগ্য হয়। কদম পাতা দ্বারা রাখিতে নালাধা বাঁধিয়া রাখিলে ক্রেন নির্গত হইয়া বিশেষ উপকার হয়।

হংসপাদী তৈল।

হংসপাদী রস, নিষপত্ররস ও জাতিপত্র রস ইহাদের মিশ্রিত রস ১৬ সের এবং কক্ক মিশ্রিত ১ সের, তৈল ৮ সের। ইহা নালী মাথের শোধক ও রোগক।

যেত ভেরেশ্বার আঠা ও ধদির একত্র মাড়িয়া প্রলেপ দিলে ত্রণনালী আরোগ্য হয়।

গুগ্গুলু প্রলেপ।

গুগ্গুলু, বিকলা, ত্রিকটু একত্রে পেষণ করিয়া স্কৃত মিশাইয়া লণের উপর প্রলেপ দিবে। ইহাতে হুইত্রণ ও নালী আরোগ্য হয়।

বিভীতক প্রলেপ।

বহেড়া, আম্রবীজ, বটাছুগ, রেণুক, চোরকাচ, কীবীজ চূর্ণ, বরাহবিষ্ঠাচূর্ণ একত্র তিলতৈলে মিশাইয়া প্রলেপ দিলে নালী আরোগ্য হয়।

মেষ তৈল।

ভগ্নীভূত মেঘরোম ১৮ পোয়া, তিতলাউ ১৮ পোয়া, তৈল ১ সের, জল ৮ সের, যথাবিধি পাক করিয়া ভুনা ভিজাইয়া লাগাইলে নালী আরোগ্য হয়।

আকন্দ আঠা, মনসা আঠা ও দারুহবিজা ইহাদের দ্বারা বস্তি করিয়া প্রয়োগ করিলে নালী আরোগ্য হয়।

সস্তাদি গুগ্গুলু।

বিড়ঙ্গ, ত্রিকলা, ত্রিকটু প্রত্যেক সমভাগ, সর্বসম গুগ্গুলু স্কৃতে মাড়িয়া ৬ রতি বটা করিবে। অস্থপান—দ্রব বা গরম জল। ইহাতে চট্ট্রণ ও নালী আরোগ্য হয়।

শ্যামাঙ্কিত।

স্কৃত ৮ সের, হুফ ১৬ সের, কক্কার্থ—অনন্তমূল, তেউড়ী, বিকলা, হরিজা, লোথ ও কুটজছাল মিশ্রিত ১ সের। ইহা নালীর রুত রোগক।

কুক্ষীকান্ত তৈল।

কাপার্ব—কুমুড়িয়া সত্যর মূল, গজুর, কয়েদবেল, বেল, বট, অখণ্ড, বহুভুসুর, ইহাদের অণকফল শুক করিয়া তুঠ করিবে। পেজুরর তুঠ করিবার আবশ্যক নাই। এই সকল ত্রা ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। তৈল ৮ সের, কক্কার্থ—মুতা, সরলকর্ষ, প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, আচরস, নাগকেশর, লোথ, চিত্তেমূল, দাইকুল মিশ্রিত ১ সের। ইহাতে নালী আরোগ্য হয় এবং ত্রণ শুক হয়।

কচু স্তৈল।

তৈল ৮ সের, শটীর খরস ১৬ সের, কক্কার্থ শোধিত গুগ্গুলু ১ পোয়া ও মেটে সিঁদুর ১ পোয়া। ইহা দ্বারা পাচড়া, হুইত্রণ, নালী প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

নিমিত্তী তৈল ।

মূল পত্র ও শাখার সহিত মিলিলার বদন ১৪ সের, টেল ১৪ সের । ইহা দ্বারা নালী বিগত ও আরোগ্য হয় ।

ত্রণরোপক তৈল ।

বস্ত্রদুহর, বটছাল, পাকুড়ছাল, কামছাল, বনজামছাল, অজুনছাল, পিগুল, কদমছাল, পলাশবীজ, লোধ, গাবছাল, বট্টিমধু, আমছাল, খেতমুনা, বদবীছাল, পদ্মকেশর, শিরীষবীজ, কেতকীবুল মিলিত ১৮ সের, তল, ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । তৈল ১৪ সের । ইহা ত্রণ যোপক ।

ক্ষত বন্ধনে বন্ধের পাতা । যথা—কদমপাতা, অজুনপাতা, নিমপাতা, অম্বথপাতা, পাকুড়পাতা ও আকন্দপাতা । কেহ ২ কাম পাতা দ্বারা কেহ বা আকন্দাদির পাতা দ্বারা কেহ বা পান পাতা দ্বারা ক্ষত বন্ধন করিতে উপদেশ যেন । কদমপাতা, অম্বথপাতা ও পান পাতাই ক্ষত বন্ধনে শ্রেষ্ঠ ।

অজুনছাল, বস্ত্রদুহর, অম্বথ, লোধ, কাম ও কটুফল ইহাদের চূর্ণ ক্ষতস্থানে অচূর্ণন করিলে শ্রু উৎপন্ন হয় । এই রোগের পথ্যাপথ্য পূর্ববৎ ।

অপথ্য । ক্ষত অবস্থার মৎস্ত, জী, অন্ন, দধি, মাংস ও ত্রেদিপদার্থ একান্ত অহিতকর ।

অথ ভগন্দর চিকিৎসা ।

প্রলেপ । যথা—বটের কচিপাতা, জলেপয়্যাবিত টটকচূর্ণ, তুঁট, গুলক ও পুনর্ব্বা একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিবে । পিড়কা পাকিয়া বিদীর্ণ হইলে ত্রণ শোধন করিবে । নালী হইলে অস্ত্রাদি লেপ উপকারী ।

অস্ত্রাদি লেপ । (নালীতে) যথা—রসাজব, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, নিমপাতা, তেউড়ীমূল, লতাকটুকী ও দস্তীমূল একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিবে ।

তিলাদিলেপ । যথা—ককতিল, হরীতকী, কুড়, নিমপাতা, হরিদ্রাষয়, বচ, কুড় ও আগারধুম (কুল) একত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে নালী উপদংশ ও ছটবৎ আরোগ্য হয় । এই প্রলেপে কুড়বৎস্থানে বিবিধ লোথ গ্রহণ কবাই প্রশস্ত ।

ইহাতে পঞ্চতিক্তদ্রুত, পঞ্চতিক্তদ্রুত গুণ্ণুলু, মাণিক্যরস প্রভৃতি লঘোজ ।

ইহাতে জগ্ৰোধাদিগণের কষ্ট কবার দ্বারা তৈল বা দ্রুত পাক করিয়া ব্যবহার করিলে বিশেষ ফললাভ হয় । ইহার কবার দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করা বা পান করা হিতকর ।

করবীরার তৈল।

শেতকরবীর মূল, হরিদ্রা, দস্তীমূল, শোধিত যিশলাকলা মূল, চিত্তেদুল, টাবাসেমুল, খেও আকরমূল, কুটজচাল ও সৈন্ধব মিলিত ১১ সের, তৈল ১৪ সের, জল ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিয়া ব্যবহার করিলে ভগ্নবরের ক্ষত আরোগ্য হয়। ইহা কক ও পিত্তভগ্নবরে প্রযোজ্য।

অকৃতৈল।

তৈল ১৪ সের, কড়ার্ব—আবঙ্গকীর, হরিদ্রা, সৈন্ধব, চিত্তেদুল, ভগ্নমূল, শেত করবীর মূল ও কুটজচাল মিলিত ১১ সের, জল ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিয়া ক্রৌঞ্চ কুটজচাল ব্যবহার করিবে।

ভগ্নবরর রস।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, স্বতরুনারীর রসে ৩ দিন মাড়িয়া সর্বসম্মান লৌহ ও তাম্র মিশ্রিত করিয়া নূতন মৃৎপাত্রে রাখিয়া ২ প্রহর ঘেঁষ দিবে। পরে, কাগজী লেবুর রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া পুটনিবে। মাত্রা—১ রতি, প্ৰস্থপান—যুগ্ম, মধু।

এই রোগে চন্দ্রসংজ্ঞিত স্ক্রাস বিশেষ বিতকর।

অপম্য—ইহাতে ব্যায়াম, মৈথুন ও অগ্নাদি ভক্ষণ বর্জনীয়।

উপদংশ চিকিৎসা।

এই রোগ ইদানীং প্রচুর ঈরিমাণে দৃষ্ট হয়। বাতাদি ভেদে ইহা ৬ প্রকার, কিন্তু বাত সচরাচর দৃষ্ট হয় তাহা সংহিতাব বা নিদানে লিখিত হয় নাই। উহা উপসর্গিক উপদংশ বা বিশোপদংশ নামে অভিহিত। এই রোগ দূষিত জী মহাবাসে উপদংশ হয়। ইহার বিষ সাত্ত্বিক ভীক। ইহার বিষ সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইলে হৃৎকের বিকৃতি, নেত্ররোগ, কেশ ও গোমকর, হানে ২ প্রহর উৎপত্তি, পীনস, আমবাত ও কুষ্ঠ ইত্যাদি উপদংশ হইতে পারে। এই ব্যাধি পুরুষ হইতে জীতে এবং জী হইতে পুরুষে সংক্রমিত হয়। বংশোদ্ধকমেণ এই রোগে সংক্রমিত হইতে দেখা যায়—তাহা অভ্যব হঃসাধ্য।

মহাবাসের পরক্ষণেই যে জননেত্রিরে ক্ষত উৎপন্ন হইবে এরূপ নহে। আরম্ভে ও মস্তাহের মধ্যে যে কোনও সময় রোগ প্রকাশিত হইতে পারে। রোগ প্রকাশ পাইতে বহু বিঘ্ন হয় পীড়া ততই কঠিন হইয়া থাকে। জীলোকের বোনিদ্বারে এবং বোনির ভিত্তি এই রোগ উপদংশ হইয়া থাকে।

আরম্ভে এই রোগের প্রকোপের সময় অন্ন ও বায়ু হইয়া থাকে। বাতাদি উপ-

দংশনের জন্য না পাটের ত্বৎপাতি ব্যবহার করিবে। তখন উৎপন্ন হইলে সিফিলার কাণ বা জ্বরাক্রান্তের স্বপ্ন দ্বারা তখন প্রাকালীন করা বিধেয়।

প্রোটেকশ। বর্ণা—দ্রিক্সা অল্পধূমে তরু করিয়া মধু সহ প্রলেপ দিলে উপদংশকৃত আরোগ্য হয়।

শিরীষ ছাল অথবা হরীতকী সেবন করিয়া তৎসহ কিকিৎ দাক্ষীরসাক্ষর মিশ্রিত করতঃ প্রলেপ দিলে উপদংশকৃত আরোগ্য হয়।

মধুতে রসাক্ষর বর্ণিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার হয়; কিন্তু উক্ত বিষোপদংশে প্রযোজ্য নহে।

জরাজী বা জাতিজ্বরের পাত্যব কাণ করিয়া ক্ষত ঘোত করিলে বিশেষ উপকার হয়। উদংশের বেদনামুক্তি শোধ গোমে জরাজী ৮টি মিশ্রণ করলপদ।

ধাক হরিদ্রার ছাল, লক্ষ্মণাশি, দাক্ষীরসাক্ষর, লাক্ষা, গোময়বন, তিল তৈল, স্নাত ও দ্রুত সমভাগে সেবন করিয়া প্রলেপ দিলে শোধ তদাহ নষ্ট হয়।

রসকপূর্বের কায় উপদংশের ঔষধ বিবরণ, বিশেষতঃ উক্ত বিষোপদংশে অমৃত তুল্য। বিশোধিত পাবনজাত রস কপূর্ব ব্যবহার করিলে পরিণামে গায়ে পিচ্ছিকা, স্ফোটক, বোঠ, কুঠ, বাতবন্ধ, আমবাত, কণ্ড প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

রসকপূর্ব ১০ তোলা, ফুলখড়ি ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া ২ রতি বটী করিবে। ময়নাব তুলির মধ্যে রাখিয়া কল সহ সেবন করিবে।

কোল রসকপূর্ব অর্দ্ধ বতি মাত্রায় কোণ চিনি চূর্ণ সহ সেবন করিলেও উত্তম ফল হয়।

রসকপূর্ব ৪টি ও চন্দ্রসংজ্ঞিত রাস উপদংশে অব্যর্থ ঔষধ।

চন্দ্রসংজ্ঞিত রাস।

এলাচি, জাফল, তৈজী, লক্ষ প্রত্যেক ১০ তোলা, রসকপূর্ব ১০ তোলা, গান রসে মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অল্পপান—উক্ত দ্রব্য। ইহাতে উপদংশ, কুঠ, বাতবন্ধ, দাক্ষীর প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

পীতজ্বর।

২০ তোলা চুনের সঙ্গে ২ রতি রসকপূর্ব মিশ্রিত করিলে পীতজ্বর প্রস্তুত হয়। তদ্বারা উপদংশের ক্ষত প্রাকালীন করিলে অথবা তাহাতে বঙ্গ দিক করিয়া ক্ষতে লাগাইলে উপদংশ আরোগ্য হয়। দাক্ষর্য বৈদ্যগণিক উপদংশে সোণাঙ্গপত্রকচূর্ণ সমাধিক উপকারী।

সোণাঙ্গপত্রকচূর্ণ।

শেত চন্দন, কুঙ্কুম, কল্লুরী, সব্দ, রসকপূর্ব প্রত্যেক সমভাগ, ঘাড়া ২ রতি অল্পপান—শীতল জল, কাঁচা করিয়া রস, বর্ণিত কাঠের কবাক, হুঙ্ক ইত্যাদি।

প্রত্যহ কোষ্ঠ তৃষ্ণা না থাকিলে এই পীড়ার বৃদ্ধি হয় সুতরাং প্রত্যহ বৃহৎ বিরচন হিতকর ।

খাদ্যবিকারজন্য, মলমূত্রাধিক্য, কমজ্বরাচ্ছন্ন সৌহ, শালকেশ্বর
জ্বল প্রভৃতি উপদংশে হিতকর ।

শলপুণ্ড্রাদি কষায়, অমৃতাদি কষায়, শ্রুত অমৃতাদি
কষায় এবং নবকার্ষিক কষায় ইহার পরম ঔষধ ।

অন্নাদি গন্ধক ১০ আনা, মাত্রার দ্বয় সহ সেবন করিলে পারদ বিকৃতি ও উপদংশ
আরোগ্য হয় । তোপচিনি ইহার অহৌষধ । কেবল
তোপচিনি ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন ।

গুড়ুচ্যাদি তৈল, আগারশুষ্ক তৈল, কোশাতকী তৈল,
ভুনিম্বাদ্য মৃত, কলঙ্গাদ্য মৃত, মহাতিক্ত মৃত, কন্দর্প-
সার তৈল, নাসাক্কড় গুড়ুচী তৈল প্রভৃতি এই রোগের অস্ত্র বিশেষ
ব্যবহার করিবে । বিপন্নীত মল্লতৈল কণ্ঠস্থানে দিলে বিশেষ কল হইয়া থাকে ।

বিপন্নীত মল্ল তৈল । বধা—তিল তৈল ১৪ সের, বদ্ধার্থ—নিম্ব, হিং,
শোধিত বিষ, কুড়, রসোন, রক্তচিতে মূল, শরপুষ্কমূল, ঈশলাঙ্গনা মূল মিলিত ১১ সের ।
পাকার্থ—তল ১৬ সের ।

উপদংশহর কষায় । বধা—অনন্তমূল, তোপচিনি, শ্বেত আকন্দ মূল,
কাঁচা হরিদ্রা প্রত্যেক ১০ সিকি, জল ১১ সের, শেষ ১৪ সের, ছাঁকিয়া শীতল হইলে তাহাতে
লতা সালসার সার এক ছটাক মিশাইবে । ২ আউন্স স্পিরিট মিশাইয়া ঘোতলে রাখিলে,
প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও বৈকালে অর্ধ ছটাক মাত্রার সেবন করা যায় । কোষ্ঠ পরিষ্কারার্থ
অস্ত্র ঔষধ ব্যবহার্য । এই ঔষধ ব্যবহার কালে গরমে থাকা আবশ্যিক । কেবল এই
ঔষধে এনোপ্যাথি “পটাপ অব আয়োডাইড” মিশ্রিত করিতে উপদেশ দেন । আরোডাইড
রোগ আনয়ন করে । এই ঔষধের মধ্যে অনন্তমূল রক্তশোধক, তোপচিনি উপদংশ
নাশক, শ্বেত আকন্দ মূল—পারদ দোষ সংশোধক, কাঁচা হরিদ্রা ঔষধগমিক দোষ নিবারক,
লতা সালসার সার—বলকর, রক্তশোধক এবং কত নাশক এবং আয়োডাইড উপদংশিক
বিষহারক ।

শলপুণ্ড্রাদি কষায়—বধা—বননীল মূল, কটকী, দারু হরিদ্রা, পারলীহ
কমানী, চাউল মুগরা, মৌরী, খেঁচেল, তেজবল, শুড়ুচী, নিম্বহাল, তলী তরিতকী, মূলা-
মূল, দাচিকরাস, তিরতা, অশগন্ধা, রাসা, বাসকচাল প্রত্যেক ১০ আনা, কুহুড়িগালতামূল
৪০ তোলা, দোশামুখী ৪০ তোলা, অনন্তমূল ১০ আনা, তোপ চিনি ৪০ তোলা, রেউ চিনি
১০ সিকি, কাঁচা চিনি ১০ সিকি, কুড় ১০ আনা । জল ১১ সের, শেষ ১১ সের
একবারে এই কষায় না সেবন করিয়া ২৩ বারে সেবনীয় ।

বন্যীকার্তের অকার্যের অধিতে যেত যুগ চূর্ণ ও পোষিত হিম্মল প্রক্ষেপ দিয়া তাহার যুগ লাগাইলে ঔষদগণিক কত কার্যোপায় হয়।

তদুপাধে যে সকল প্রলেপ লিখিত হইয়াছে অবস্থা বিশেষে ইহাতেও তাহা প্রয়োগ করিবে।

ভূনিম্নাদ্য শূত ।

দ্রুত /৪ সের, কাথার্থ—চিরতা, নিমপাতা, ত্রিকলা, পটোল পত্র, তরঙ্গবীজ, লাতিপত্র, বদ্রির কাষ্ঠ ও পীতপাল মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের। উল্লিখিত কাথ্য ত্রব্যের কত মিলিত /১ সের, জল ১৬ সের। ইহা গুরুপ্রকার উপদংশ নাশক।

করুজাদ্য শূত ।

দ্রুত /৪ সের, কাথার্থ—করুজবীজ, নিমপাতা, অজুনহাল, শাগহাল, আমহাল ও বটাঙ্গিপত্র বৃক্ষের ছাল। ইহাদের পূর্বোক্তরূপ কত করার দ্বারা বন্যীভি দ্রুত পাক করিবে। ইহা উপদংশ-কত রোগক, দাহ, আব ও রক্তিয়া নাশক। এই দ্রুত সাদরে গৃহীত এবং ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কোম্পাতকী তৈল ।

তৈল /৪ সের তিক্ত ত্রিক্রবীজ, তিক্ত লাউবীজ ও তুর্ট মিলিত /১ সের, জল /১ সের। ইহাতে উপদংশ ও হৃষ্টব্রাণ নষ্ট হয়।

আগান্নশুমান্য তৈল ।

৬৪ তোলায় তৈল /৪ সের, কাথার্থ—গুহের মূল ১০৮/৩ রতি, কাঁচা, হরিদ্রা ২১৮/০ আনা; জুরা বীজ ৩১৮/২ রতি, কাথার্থ জল ৬৪ তোলায় তৈল ১৬ সের। এই তৈল দ্বারা উপদংশের কতু, শোথ ও বেদনা নষ্ট হয় এবং কত তরু হয়। ইহাতে কত সর্বতা প্রাপ্ত হয়। ইহা কত শোধক। তৈল সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

উপদংশেশ্বর মুষ্টিষোণ। পুরাতন শুষ্ক ১ তোলা, হরিদ্রা ১ তোলা, মুদ্রাশল ১ তোলা জল দ্বারা মাড়িয়া বৃট প্রমাণ বটী করিবে। বৃট ভিমান জল সহ স।

বাতরক্ত এবং কুষ্ঠে বাহ্য পথাপথ্য ইহাতেও তাহাই পথ্যাপথ্য। কোম্প তৈল এত রোগে অক্ষমতা হিতকর। ইহাতে দ্রী সংসর্গ একান্ত অহিত কর। বধা—

“পাপপ্রমেহী বাতাত্মী কুষ্ঠী পাপোপদংশবান্

ন ভঞ্জেদজ্ঞানং নাপি তদুগদিচ্ছন্ননা নরং।”

অর্থাৎ উপসর্গিকমেহবান্, উপসর্গিক উপদংশবান্, বাতরক্ত রোগাক্রান্ত ও কুষ্ঠী ইহার প্রলম্বণ করিবে না। এই সকল রোগাক্রান্ত নারীও পুরুষসংসর্গ করিবে না।

কুষ্ঠ চিকিৎসা ।

অঙ্গসামগ্রী যেহু উপদেশের পর কুষ্ঠ চিকিৎসা বলা হইয়া থাকে । কুষ্ঠ অষ্টাদশ প্রকার । অশ্বখ্য কাপাল, ঔড়্বর, মণ্ডল, ঋষাজিহ্ব, পুণ্ডরীক, সিদ্ধ ও কাকণ এই ৭ প্রকার । কুষ্ঠকে মহাকুষ্ঠ বলে । এককুষ্ঠ, চর্ম্মকুষ্ঠ, ক্টিম, বৈপাদিক, অলসক, নক্ষ, চর্ম্মদল, পামা, কচ্ছ, শতক ও বিচর্চ্চিকা এই ১১ টিকে ক্ষুদ্রকুষ্ঠ বলে । কেহ ২ বিক্ষেপিক নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র কুষ্ঠ পাঠ করেন । ওষধে কচ্ছ পামার অন্তর্নিবিষ্ট হইবে । অর, বাতব্যাধি এবং প্রমেহের জ্বার কুষ্ঠও সচরাচর দৃষ্ট হয় । মহাকুষ্ঠ অত্যন্ত কঠিন, উহা মহাব্যাধির মধ্যে পরিগণিত ।

পাথ্যাপাথ্য—এই রোগে মাংস, মদন, শাক ও অন্নদ্রব্য একেবারে পরিত্যাগ্য । ভুতপক মৃগাদির ডাল, তিত্ত তরকারী, মৈকব এবং পুণ্ডর তণ্ডুলের অন্ন সুপা । ক্লেদিজব্য ভক্ষণ, জী গমন, দিবানিদ্রা, তিল, গুড়, মূলক, মিশ্র, প্রভৃতি অহিতকর ।

এই রোগে স্বক, রক্ত, মাংস, ও লসিকা দ্রব্য পদার্থ । কাপালকুষ্ঠ বাতপ্রধান, ঔড়্বর পিত্তপ্রধান, মণ্ডল কফপ্রধান, বিচর্চ্চী ও ঋষাজিহ্ব বাতপিত্তপ্রধান । চর্ম্মাখ্য কুষ্ঠ, এককুষ্ঠ, ক্টিম, সিদ্ধ, অলসক ও বিপাদিকা বাতকফপ্রধান, নক্ষ ও শতকঃ পিত্তকফ প্রধান, পুণ্ডরীক, বিক্ষেপিক, পামা ও চর্ম্মদল ইহারাও কফপিত্তপ্রধান বলিয়া নিশ্চিত হয় । কাকণ কুষ্ঠ ত্রিদোষজ । কেহ ২ কাপাল, ঔড়্বর, মণ্ডল, কাকণ, পুণ্ডরীক ঋষাজিহ্ব ও নক্ষ এই সাতটিকে মহাকুষ্ঠ বলেন । নক্ষকে মহাকুষ্ঠের মধ্যে গণনা করা ভ্রমঃ নহে । সিদ্ধ ২ প্রকার । ইহার এক প্রকারকে ছুলি কহে । উহা মহাকুষ্ঠে গণনীয় নহে । বাঙ্গালাভাষায় বিচর্চ্চীকে বিখাজ ও পামাকে পাচড়া কহে । শ্বিত্র ও কিলাস নামক আরও একটি ব্যাধি আছে উহাকেও কুষ্ঠের মধ্যে গণন করা হয়, বাঙ্গালাভাষায় উহাকে শ্বেতা বা ধবল রোগ বলে । প্রথম অবস্থায় উহা যখন তাম্র বা রক্তবর্ণ থাকে তখন উহাকে কিলাস এবং শেষে শুভ্র হইলে শ্বিত্র কহে । যে সকল কারণে কুষ্ঠ উৎপন্ন হয় শ্বিত্রও সেই সকল কারণে উৎপন্ন হয় এবং এক কারণজাত বলিয়াই কুষ্ঠে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে । যে শ্বিত্রে রৌম শুভ্রবর্ণ এবং একখানা অস্ত্রখানার সহিত মিলিত হয় তাদৃশ পুরাতন শ্বিত্র অসার্য্য ।

অগ্নিদগ্ধজ শ্বিত্র, শুভ্র, হস্ত, তট ও পাদভল জাত শ্বিত্র অসার্য্য । কুষ্ঠ সংক্রামক, সুতরাং কুষ্ঠ রোগীর সহিত একত্র উপবেশন, একশয্যায় শয়ন, একবস্ত্র পরিধান প্রভৃতি নিবিজ । কুষ্ঠ, অর, মেহ, বম্বা, নেত্রাভিঘ্নান ও কুষ্ঠোপসর্গজরোগ সংক্রামক যথা—

“কুষ্ঠঃ অরশ্চ মেহশ্চ (শোচশ্চ) নেত্রাভিঘ্নান্ এবং
উপসর্গি রোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরং ॥ ইতি ।

কুষ্ঠে নানা প্রকার চিকিৎসার বিধান আছে, কিন্তু ইদানীং কহার, দ্বত, তৈল, বটি ও মলমতিজ্ঞ অস্ত্র প্রক্রিয়ার অকুষ্ঠন দৃষ্ট হয় না । ইহাতে বিরচন অতিশয় উপকারী ।

কোষ্ঠনির্যাস বা থাকিলে কুষ্ঠ সত্ত্ব প্রদীপিত হয় না । বাতরক্তে যে সকল ঔষধ, লিখিত হইয়াছে ইহাতেও অবস্থান্তরে তদ্বৎ ঔষধ ব্যঞ্জন হইতে পারে । অম্লতাদি কষায়, ক্রমঃ অম্লতাদি কষায় ও নবকর্ষিক কষায় কুষ্ঠ বিশেষ ফলপ্রসূ ।

কুষ্ঠহর প্রলেপ ।

মনঃশিলা, কুটকচান, কুড়, ধাতুকানীন, চাকুন্দেবীজ, করবীজ, ভূর্জগ্রহি ও খেত করবীজমূল প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা কাঁজি বা গলাশ কারোদক ১২ সের একত্র মৃৎপাত্রে পাক করিয়া মোহবৎ হইলে নামাইবে । ইহার প্রলেপে দক্ষ প্রকৃত কুষ্ঠকুষ্ঠ আরোগ্য হয় ।

দক্ষ গাজেদে সিংহ প্রলেপ ।

ধুন, চাকুন্দেবীজ, কয়িতকী, পাতা ভাত প্রত্যেক সমাগ, পাতা ভাতের জলে বাটিয়া প্রলেপ দিবে ।

গন্ধকুণ বাটিয়া প্রলেপ দিলে বা উহার চূর্ণ ভক্ষণ করিলে দক্ষ নষ্ট হয় । গন্ধক, দক্ষর মৌষধ, উহার পাতা ও আভ্যন্তর প্রয়োগ হইয়া থাকে । গন্ধক, মাছুকল, তুতে ও চিনি একত্রে কটুতৈল সহ বধিরা লাগাইলে দক্ষ নষ্ট হয় । আলাপা গন্ধক ১০ আনা মরিচা হৃদয়সহ পান করিলে ফলপ্রসূ হয় । মল্লিচাদি তৈল, তুণক তৈল, মহাতুণক তৈল মাশিণ করিলে দক্ষ আরোগ্য হয় ।

সিদ্ধা চিকিৎসা ।

খেত চন্দন ঘষা ও সোহাগার খই একত্রে মিশাইয়া প্রলেপ দিলে সিদ্ধ (ছুলি) আরোগ্য হয় । ইহা ৩ দিন ব্যবহার্য্য । এই প্রয়োগে ১৫-১৬ দিন মধ্যে রোগ অন্তরিত হয় । কেহও লেবুর রস সহ মাছুয়া এই প্রলেপ ব্যবহার করেন । ইহাতে কখনও রোগের পুনরাগম ঘটে হয় ।

শোধিত গন্ধক ও বরকার কটুতৈল সহ প্রলেপ দিলে সিদ্ধ আরোগ্য হয় ।

সোহাগ পাতা কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে সিদ্ধ আরোগ্য হয় ।

করবীজ তৈল ।

তৈল ৮ সের, গোমু ১৬ সের, কঙ্কার খেতকরবার মূল ৪ পল, শোধিত বিব— ৪ পল । ইহাতে সিদ্ধ চন্দন, পামা, বিড়োটি, ক্রিমি ও কিটমি আরোগ্য হয় ।

পঞ্চর্জনিস্র, একবিংশতি ও গুণ্ডা, গুণ্ডা এবং বাতরক্তের অম্ল- তাদি গুণ্ডা, গুণ্ডা ইহাতে প্রকৃত হয় । ইহাতে লেবনের ঔষধ অপেক্ষা পাতা প্রয়োগের ঔষধ অধিক উপকারী । ইহার ব্যাধি হইলে অত্যন্ত তড়ির নিমিত্ত ই সকল ঔষধের প্রয়োগ করিবে ।

বিচর্চিকা চিকিৎসা ।

মৌলের কাণ্ডমণ্ডে গঠ করতঃ গৃহস্থ ও লৈঙ্গ্য দ্বারা পূর্ণ করিয়া শরীরে রাখিয়া অল্পকালে হ্রস্ব করিবে, পরে ঐ ভস্ব কটুতৈল সহ মিশাইয়া প্রলেপ দিবে ।

• জ্বলন, অন্নিচ্যাদি তৈল ।

তৈল ১৬ সের, গোমূত্র ৬৪ সের, কঙ্কার্থ—মরিচ, তৈউড়ীমূল, দাড়ীমূল, আকন্দকীর, গোময় রস, মেঘনাক, হরিদ্রাবর, জটামান্দী, কুড়, চন্দন, রাখাল শস্যার মূল, বেত করবীর মূল, হরিভাল, মনঃশিলা, শোণিত চিত্তেমূল, ঈশলাঙ্গলা মূল, বিড়ক, চাকুলে বীজ, শিরীষ ছাল, ইন্দ্রবর, নিমছাল, ছাতিমছাল, মৌলের আঠা, শুলক, সৌহাগের পাতা, করঞ্জবীজ, সুতা, শদির কাঠ পিপুল, ব০, লতাকটকী প্রত্যেক ১ পল, বিষ ২ পল, মৃৎপাত্রে বা লৌহপাত্রে পাক করিবে । ইহা দ্বারা পামা, বক্ষ, বিচর্চিকা, কণ্ঠ, বিস্ফোট, নীল ও ব্যঙ্গ আরোগ্য হয় ।

অন্নিচ্যাদি তৈল ।

কটু তৈল ১৪ সের, পাকার্থ—গোমূত্র ১৬ সের, কঙ্কার্থ—মরিচ, হরিভাল, মনঃশিলা, সুতা, আকন্দকীর, করবীর মূল, জটামান্দী, তৈউড়ীমূল, গোময় রস, রাখাল শস্যার মূল, কুড়, হরিদ্রাবর, মেঘনাক, চন্দন প্রত্যেক ৪ তোলা, শোণিত বিষ ৮ তোলা । ইহাতে বক্ষ, বিচর্চী, শির প্রস্তুতি আরোগ্য হয় ।

ইহাতে বিষতৈল ব্যবহার করা যায় কিন্তু অন্নিচ্যাদি তৈল ও বিষতৈল একত্রাতীর বিধায় উহা উদ্ধৃত হইল না ।

সোমরাজী তৈল ।

কটু তৈল ১৪ সের, সের, জল ১৬ সের, কঙ্কার্থ—সোমরাজী, হরিদ্রাবর, বেতসর্ষপ, সৌহাগের পাতা, কুড়, করঞ্জবীজ, চাকুলে বীজ মিলিত ১১ সের । ইহাতে নানাবিধ, কুর্চ, হৃষ্ট-ত্রণ, নালী বা, নীলিকা, বাস, গভীর বাতরক্ত, কণ্ঠ, জলু ও পামা আরোগ্য হয় । ইহা বিচর্চিকার উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

এই রোগে শুলকের রস সহ আলিকাবল্লভ ব্যবহার্য ।

পামা চিকিৎসা । (পাচড়া)

মহিষী হৃৎক্লান্ত নবনীত সহ শিশুর 'ও' চিকিৎসা মরিচ চূর্ণ মিশাইয়া প্রলেপ দিলে 'পামা' আরোগ্য হয় ।

পামার অলম ।

শুভ ২ তোলা লোহার হাতীর খুণ্ড পরম করিয়া ভাষাতে ১০ দিকি ঘোষ মিলিত

করিতে। কড়াই খেঁচুণ চূর্ণ ১০ সিকি মিশাইবে। তৎপরে ১০ পানি মিশ্র বিপাইয়া নামাইবে। মল লাগাইবার সময় গরম করিয়া লাগাইতে হয়। ৩ দিন ৩ বার লাগাইলে পানি আরোগ্য হয়।

ইহাতে পুরোক্ত ক্ষত-স্রাব তৈল বিশেষ উপকারী। অস্তিচ্যাদি তৈল, সোমরাজী তৈল প্রভৃতি ইহাতে ব্যবহৃত হয়।

অহানিল্প-জাল্য তৈল।

তৈল ১৫ সের, কড়াই—নিম্ব, রক্তচন্দন, লটামাসী, বিড়ল, হরিদ্রাষট, প্রিয়লু, পয়কঠি, কুড়, মজিষ্ঠা, খদির কাঠ, বচ, জাতিপুল্প পাতা, আদকফীর, তেউড়ীমূল, নিম-পাতা, কঙ্কণীজ, বিহ, কৃষ্ণবেত, (অভাবে অনন্তমূল) -লোহ, চাকুলে বীজ মিলিত ১০ সের। ইহাতে পানি, বিচর্জী, কপূ: বিসর্প ও বাতপিত্তপ্রবণ কুষ্ঠ আরোগ্য হয়।

গন্ধককোণ ও আনিক্য রাস এই রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অন্ততাদি কক্ষাক্ত ইহার শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

বৈপাদিক কুষ্ঠ চিকিৎসা

ইহাতে কান্ত এবং পা কাটিয়া বার এবং ভাগাতে কত ও বেদনা হয়।

প্রলেপ। দধা—খেত বুনা, সৈকর, গুড়, মধু, হুত, মহিষাক ওগুণ্ডু ও গেরি-মাটি হাতীর অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ হুতে গরম করিয়া পাচকীর মন্থের ভাষ পাক করিবে।

সকলশস্ত নারিকেল মধ্যে চাউল গচাইবে। তৎপরে উহা বাটিয়া প্রলেপ দিলে বহুদিনের বিপাদিকা নষ্ট হয়। মাণের ডাঁটার কার করিয়া তাহার জল প্রস্তুত করিবে ঐ জল ১৬ সের, কটুতৈল ১৫ সের ও শুকরাবীজ কক ১১ সের। এই তৈলের অভ্যঙ্গে বিপাদিকা মধুর আরোগ্য হয়। দক্ষ ও গামাতে সে সকল ঔষধ কথিত হইয়াছে। বিপাদিকারেও অবহাঙ্গসারে তত্তৎ ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

কিটিম চিকিৎসা

এই রোগে যে ত্রণ হয় তাহা কুড় ২ প্রাবর্ণ, বরম্পর্ণ ও কক। ইহা বাতবহন। পুরোক্ত করবীরাজ তৈল, বিহতৈল, বৃহন্ মরিচ্যাতি তৈল ও সোমরাজীতৈল ইহাতে ব্যবহার করিবে। চাকুলেবীজ চূর্ণ মীষ আঠার ভাবিত করিয়া পচাৎ সোমুখ বাগা প্রবীকৃত এবং রবিতাপে উত্তপ্ত করিয়া লাগাইলে কিটিম নষ্ট হয়। ইহাতে পশ্চানিল্প ও আনিক্যরাস উপকারী।

চর্মকুষ্ঠ চিকিৎসা

ইহাতে চর্ম হস্তিচর্মের জায় ক্ৰমান্বয়ে, ক্রম ও স্থল হয়। ইহাতে ব্রহ্ম সোম-
রাজী তৈল বিশেষ উপকারী।

ব্রহ্ম সোমরাজী তৈল।

কটু তৈল ১৬ সের, কাষার্থ—সোমরাজী ১২৫ সের, জল ৬৩ সের, শেষ ১৬ সের, চাকু-
কেবীজ ১২৫ সের, জল ৬৩ সের, শেষ ১৬ সের, যোমূল ১৬ সের, তর্জার্থ—চিতে মূল,
ঈশলাঙ্গনা মূল, শুঠ, কুড়, হরিদ্রা, উত্তরকরঞ্জীজ, হরিভাল, মনঃশিলা, হাঁকরমানী,
আকন্দমূল, কবরীর মূল, ছাতিম মূলের ছাল, গোমর বস, খদির কাঠ, নিমণাতা, মরিচ ও
কাসমর্দ (কালকাস্মে) প্রত্যেক ২ তোলা। ইহাতে কিটিন, দড়, কচু, চর্মকুষ্ঠ, এককুষ্ঠ,
জগ্গন্ত রোগ ও বৈবর্ত আরোগ্য হয়। এই রোগে আণিক্যরাস ব্যবহার করা যায়।

এককুষ্ঠ চিকিৎসা

ইহাতে ব্যাদিহানে চর্ম হয় না এবং ব্যাবিধান দণ্ড স্বাক্ষর জায় গুর বিশিষ্ট হয়।
তথাকার চর্ম ঈষৎ উচ্চ নীচ লক্ষিত হয়। ইহাতে ব্রহ্ম সোমরাজী তৈল,
আণিক্য রাস, অমৃতোক্ষুর লৌহ, লাসার ডগুড়ী তৈল,
ব্রহ্ম ডগুড়ী তৈল, কন্দর্পনার তৈল, গন্ধকযোগ প্রভৃতি
ব্যবহার্য।

অঙ্গল চিকিৎসা : ইহার চিকিৎসা দক্ষর জায়।

চর্মদল চিকিৎসা : ইহার চিকিৎসা গ্রাম বাতরক্তের জায়। ইহাতে
এককুষ্ঠের ঔষধ সমূহ ব্যবহার করা যায়।

কচু চিকিৎসা। ইহার চিকিৎসা পামার জায়। তাবদাহ থাকিলে
চর্মদলবৎ চিকিৎসা করিবে।

বিস্ফোট চিকিৎসা

ইহার চিকিৎসা প্রথমতঃ ত্রণের জায়, তদনন্তর বাতরক্তের জায়। শেষে কুষ্ঠের
জায় চিকিৎসা করিবে। ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকা নিতান্ত আবশ্যক। মাণিক্যরস
গন্ধকযোগ, অমৃতাদি কষায়, নবকার্ষিক কষায়, বিষতৈল, করবীরতৈল,
ও ব্রহ্ম সোমরাজীতৈল ইহাতে হিতকর।

শতাক্ষ চিকিৎসা। ইহার চিকিৎসা দক্ষর জায়। ব্রহ্ম সোমরাজী
তৈল ইহার মহৌষধ।

অথ মহাকুষ্ঠ চিকিৎসা ।

বাতপ্রধান কাপালকুষ্ঠে পঞ্চনিম্ব, মাণিক্যরস, মহাতলাতক শুড়, বৃহৎ সোমরাজীতৈল, কম্পর্পসারতৈল, নবকার্ষিক কষায়, ও পাটোলানি কষায় ব্যবহার্য। কুষ্ঠ যাত্রেই তিক্তদ্রব্য সেবন হিতকর। কাপালকুষ্ঠ বাতপ্রধান হইলেও শুলক, বেড়াগ্র, পলতা, পটোল ও নিম্ম সুস্পৃহ্য। কুষ্ঠ নাশক দ্রব্যের মধ্যে খদির সর্ব শ্রেষ্ঠ। খদির কাষ্ঠের কবায়দ্বারা ক্ষতস্থান দ্রুত করা আবশ্যক। কেবল কষায় পানে মহাকুষ্ঠ প্রশমিত হয় না সুতরাং তিক্ত-ঋতুপলক স্নাত, মহাতিক্ত স্নাত এবং অহান্যাদি-স্নাত তৎকালে ব্যবহার করিবে। কাপালকুষ্ঠ অত্যন্ত দুষ্টিকিৎস।

পঞ্চনিম্ব ।

নিম্বের কুল, নিম্বের কণা, নিম্বের ছাল, নিম্বের মূল ও নিম্বপাতা প্রত্যেক ২ তোলা; ত্রিকলা প্রত্যেক ১ তোলা, ত্রিকটু প্রত্যেক ১ তোলা, ত্রাশ্বী, গোক্ষুর, শুক্লাতক, চিতেমূল, বিড়ম্বশত, বারাহীকন্দ, (অভাবে-চামারালু) গৌহল্ল, শুলক, হরিদ্রাঘর, সোমরাজী, সোণালুপাতা, চিনি প্রত্যেক ১ তোলা, কুড়, ইন্দ্রবর, আকনাদি পাতা প্রত্যেক ১ তোলা; এই সকল দ্রব্য খদির কাষ্ঠ, পীতশাল ও নিম্বের ঘনীভূত কাথে পৃথক পৃথক ৭ বার এবং তুঙ্গরাজ প্ররসে ৭ বাব ভাবনা দিয়া সিকি মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। অহুপান—মধু, তিক্ত-ঋতু পলক স্নাত, খদিরবা পীতশালের কাথ। অভাবে—উক্কল।

পঞ্চনিম্ব । (২য় প্রকার)

নিম্বের কুল, কল, মূল, ছাল ও পাতা সমভাগে মিশাইয়া ১০ আনা মাত্রায় হুত মধু সহ লেহন করিবে। অবস্থাবিশেষে আমলকীর রস বা কা ছুই সহ পান করা বাইতে পারে।

পথ্য—হুত, দুগ বৃহ অথবা হুত ভাত। পঞ্চনিম্ব কুষ্ঠের উৎকৃষ্ট ঔষধ। কাপাল কুষ্ঠে প্রথমোক্ত পঞ্চনিম্বই ফলপ্রদ। পঞ্চনিম্ব ব্যবহারে সর্ববিধ কুষ্ঠ, বাতরক্ত ও বীসর্প আরোগ্য হয়।

মাণিক্যরস ।

শোধিত হরিতাল ৮ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা, মনঃশিলা ৪ তোলা, পারদ, সীসক, তাম্র, অত্র ও লৌহস্তর প্রত্যেক ১ তোলা। এই সকল দ্রব্য বটের আঠায় মর্দন করিয়া ৩ দিন নিম্বের কাথে ভাবনা দিবে। তৎপর তাহাতে শুলক, বালা, হিষ্টাল, আলকুশীবীজ, নীলঝিট্টা, সজিনা ছাল, সুগামালী, কীরা, নিম্বিকা ও কদম্বের মূল প্রত্যেক ১০ তোলা মিশাইয়া হুত বৃহপাত্রঘরে কাপড় ও মাটিদ্বারা দৃঢ়বদ্ধ করিয়া খোলা আয়তায় সাজিতে

২ প্রহর নিম্নরূপ অগ্নিতে পাক করিবে। প্রাতঃকালে শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিবে। নিম্নলিখিত ঔষধ অথবা অন্য কোন তিক্তবৃক্ষের কাষ্মারী ঔষধ পাক করা ব্যবহার্য। তাহা ঔষধের স্বপাদিক্য হয়। ইহার মাত্রা ২ রতি। অল্পপান—সুত বা মধু। এই ঔষধ শীতল প্রভৃতি রক্তপানেও ব্যবহৃত হয়। পাক শীতল ছাগহৃৎ ঔষধ সেবনান্তে পান করিবে। রোগী সঙ্কর প্রকৃতিস্থ হয়। ইহাতে সর্কবিধ মহাকূষ্ট আরোগ্য হইয়া থাকে। ইদা এই ঔষধ প্রদানঃ যথারীতি প্রস্তুত হয় না।

মহাভস্মাতক গুড়।

এই ঔষধ ইদানীং প্রায়শঃ ব্যবহৃত হয় না। ভস্মাতক শোধন প্রণালী মতান্তর কঠিন ও ভালরূপ শোধিত না হইলে বিশেষ অনিষ্ট সংঘটিত হয়। এতদ্ভিন্ন এই ঔষধ প্রদানঃ প্রায় হয় না। ভস্মাতকের পরিবর্তে রক্তচন্দন ব্যবহার করা যায়; কিন্তু তাহা এই ঔষধে প্রদেয় করা কঠিন্য নহে। কাহারো মতে রক্তচন্দন ব্যবহার করা অব্যবহার্য কাষ্মা না যেহেতু উহা রক্তদোষ ও কূষ্ট নাশক। কাথার্থ—নিমছাল, জামালতা, আটভষ, কট বলাড়ম্বর, ত্রিফলা, মুতা, দেতপর্ণী, চাকুন্দবীজ, অনন্তমূল, বচ, বদির কাঠ, রক্তচ, আকনাড়ি, ভুঠ, শটী, বায়নকাটী, বাসকমূলের ছাল, চিরতা, কুটুছাল, শোধিত বৃদ্ধা বীজ, রাখাল শনারমূল, মুল্যামূল, হিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, শোধিত বিষ, চিতে মূল, হস্তক, শেরমূল, শুলক, ঘোড়ানিমের ছাল, পলতা, হরিদ্রাষয়, পিপূল, সোদালফনমজ্জা, ছা ছাল, (বা ককবেত) খেত শুদ্ধাকল, ওল, চিনাষাগ, মজ্জিষ্ঠা, চাকুন্দবীজ, তালঃ প্রিফল, কটফল, শরপুত্রা, শিরীষছাল প্রত্যেক ২ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের, শো ভস্মাতক তিন হাজারী, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। উত্তর কাথ একত্র করিয়া তাহ পুরাতন গুড় ১২০ সের, শোধিত ভস্মাতকমজ্জা এক হাজার মিশাইয়া পাক করিবে। হইলে প্রক্ষেপার্থ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, সৈন্ধব, মুতা, যমানী প্রত্যেক ১ পল, চতুর্ভা মিলিত ১ পল, আন্নানাগন্ধক ৪ পল যথাবিধি মিশাইয়া নামাইয়া স্তুত ভাণ্ডে রাখা মাত্রা ১০—৪০ তোলা। অল্পপান—শুনাঙ্কের কাথ বা ছত্র। ইহাযারা কপাল দ্বিত, উদ্রবর, কুঠ, দক্ষ, হৃদ্যভিঙ্গ, কাকণ, পুণ্ডরীক, চন্দ্রকূট, বিস্ফোট, মণ্ডলকূট, কণ্ডু, ৭ নিপাদিকা, বাতরক্ত প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

পটোলানদি কষ্মাস্ত। যথা—পলতা, বদিরকাঠ, নিমপাতা, ত্রিফলা ককবেত (অভাবে অনন্তমূল) ইহাদের কাথ পান করিলে এবং রোগী তিক্তভূয়িষ্ঠ আ সেরী হইলে সঙ্কর কূষ্ট প্রশমিত হয়।

কন্দর্পসার তৈল।

কটু তৈল ৮ সের, কাথার্থ—ছাতিমছাল, কানিয়াকড়ামূল, শুলক, নিমছাল, শি ছাল, ঘোড়ানিম, ভয়ভীপাতা, তিলপাতা, রাখাল শনারমূল, হরিদ্রা প্রত্যেক ১৬ পল,

৪৪ দেহ, শেখ ১০ দেহ, ধোমুহ ১৬ দেহ, গাফিল—সৌদাগপাতা, গুহপাতা, জুহরাজ, গুহরপাতা, লিঙ্কপাতা, চিত্তপাতা, হরিজা, খেজুরপাতা, ধোময় রস, আকন্দপাতা, নীলপাতা প্রত্যেকের স্বরস ১/৪ দেহ, ককার্ণ—মাকাল, বঁচ, ভ্রাজী, তিত্তলাট, চিত্তমূল, স্বত-কুমারী, শোণিত কুচিনা, পলতা, হরিজা, মূলা, পিঙ্গুল মূল, সোন্দাগপাতা, আকন্দকীর, কাল কান্দেমূল, টমলামূল, আঁচকুলের মূল, বকিঠা, কালমেথ, রাখাল শশামূল, বিছাতি মূল, করঞ্জমূল, হাকরমালী, মুকীমূল, ছাতিবছাল, শিঠীবছাল, কুটজ, নিম, মহানিম, ভলক, চাকুলেবীজ, সোমরাজী, হাকুলবীজ, ধনে, জুহরাজ, বটিনধূ, ভল, কটুকী, শজী, দাকহরিজা, তেউড়ীমূল, পলকাঠ, মৌলো, অশুর, পুষ্করমূল, কর্ণূর, কটুকল, জটামাংসী, মুরামাংসী, এলাচি, বাসক, বেণামূল প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা কুষ্ঠনাশক কুষ্ঠলের মধো সঞ্জেষ্ঠ। ইহা দ্বারা অষ্টানল প্রকার কুষ্ঠ, গজিত কুষ্ঠ, যেতরক কুষ্ঠ, বিপাদিকা, শামা, বিছোট, নীলকা, রক্তক্রিমি, দক্ষ, ময়ূরী, কিতিম, রক্তমণ্ডল, উড়ুহর, পলকুষ্ঠ, মহাপলকুষ্ঠ, ভগন্দর এবং নানাবিধ কুষ্ঠ আরোগ্য হয়।

তিত্বষট্ পলক স্থত ।

নূতন স্তম্ভ ৪৮ তোলা, কাথার্ব—নিমছাল, পলতা, দারহরিয়া, ছাপাভা, কটকী, ত্রিকণা, ফেজপর্ণী, বলাড়ম্বর প্রত্যেক ৪ তোলা, জল ১৬ সের, শেষ ১/২ সের, কড়ার্ব—বতচন্দন, চিরতা, কটকী, পিপুল, বলাড়ম্বর, মুতা, ইন্দ্রযব প্রত্যেক ১ তোলা। ইহা দ্বারা বাতপ্রধান কুষ্ঠ, জ্বর, পায়স, বীৰ্ণ ও কণ্ড, আয়োগ্য হয়। ইহা যোষিধাহী।

महातिष्ठक सूत ।

মুত ১৪ সের, আমলকী রস ১৮ সের, জল ৩২ সের, কদার্ব—ছাতিমছাল, আটাইব, শোণালুকলমজ্জা, কটকী, আকনাদি, মুতা, বেণামূল, দ্বিফলা, পলতা, নিম্বছাল, ক্ষেত্রদর্পটী, ছয়ালতা, রক্তচন্দন, পিপুল, পদ্মকাষ্ঠ, হরিজাফচ, বচ, রাখাল শশুর মূল, শতমূলী, অনন্ত মূল, ভামালতা, ইন্দ্রযব, বাসকছাল, সূক্ষ্মমূল, জলক, কটকী, যষ্টিমধু, বলাড়ুমুর মিশ্রিত ১১ সের। ইহাতে রাতপ্রধান এবং পিত্তপ্রধান কুষ্ঠ, রক্তপিত্ত, বাতরক্ত, বীসর্প, বাত, বিদেহট, পাম্বা, কামলা, জ্বর, কস্ত, পিড়কা ও রক্তপ্রস্রাব আরোগ্য হয়।

মহাখনির স্মৃতি ।

স্বত ১৬ সের, কাথার্থ—বদ্বিরকাঠ ৫ তুলা (১২৪ সেরে ১ তুলা) শিংগা,
(শিঙ) ও পীতশাল প্রত্যেক ১ তোলা, ডহর করঞ্জাবীজ, নিমভাগ, নেত্র, ক্ষেত্রপটী,
কুটমছাল, বাসকছাল, বিড়ল, হরিত্রাশর, শোণালুছাল, শুগক, ঐক্ষণা, তেউড়ামূল, ছাওমচাল
প্রত্যেক ১৬ সের ; জল ১০ ঘোণ, শেব অষ্টমভাগ, আমলকীর রস ১৬ সের, কথার্থ—অহা
তিতাক প্রত্যেক ১৬ সের, কথার্থ—অহা

কঠিন। সুতরাং অল্পরূপে ব্যবহার ১/৪ সের স্বত পাক করা বিধেয়। ইহা কুষ্ঠেরে মর্কলেষ্ট ঔষধ। ইহা অভ্যস্তেও প্রযুক্ত হইতে পারে।

মধ্বাসব।

মধু ১/৪ সের, খদিরসার ১/১ সের, দেবদারুসার ১/১ সের, জল ১৬ সের, শেষ ১/৪ একত্র মিশাইয়া তাহাতে লৌহ ভস্ম ১/১ সের, ত্রিফলা, এলাচি, দারুচিনি, মরিচ, ভেঙ্কনাগ কেশর প্রত্যেক ২ তোলা; মৎস্যাজিকা—(অভাবে চিনি) ১/২ সের মিশাইয়া তাতে ১ মাস সুখ ঢাকিয়া রাখিবে। পশ্চাৎ ছাঁকিয়া ১ তোলা মাত্রায় ব্যবহার্য। ইহা কুষ্ঠ ও কিলাস্তুরারোগ্য হয়।

কনকবিন্দুরিষ্ট।

খদির সারের কষায় ৬৪ সের স্বত ভাবিত কুষ্ঠে রাখিবে। পশ্চাৎ তাহাতে ত্রিফল, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, সুতা, বাসক, ইন্দ্রযব, শোণালুছাল ও গুগলু প্রত্যেক ৬ মিশাইবে। সুখ ঢাকিয়া ১মাস খাত্তরাশির মধ্যে স্থাপন করিবে। পশ্চাৎ উকিয়া ছাঁকিয়া প্রাতঃকালে ১ তোলা মাত্রায় সেবন করিবে। ইহা সেবনে ১০ মহাকুষ্ঠ, ১৫ দিনে ক্ষুদ্র কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। ইহা কিলাস ও ভগ্নদরনাশক এবং পরিকারক। ইহা সেবনে শরীর কনকের জায় কাতিবিশিষ্ট হয় বলিয়া নাম কনকবিন্দু।

ত্রিফলা স্নাত।

স্বত ১/৪ সের, ত্রিফলা, নিম, পলতা, মঞ্জিষ্ঠা, কটুফল, বচ ও হরিদ্রা ইহা কাথ ১৬ সের এবং কঙ্ক ১/১ সের সহ যথারীতি স্বত পাক করিয়া বাতোধ প্রয়োগ করিবে।

গন্ধক যোগ।

এই ঔষধ চরকে লিখিত আছে। শোধিত আন্নাস! গন্ধক ১/১ আনা ২ আমলকীরস ও মধু সহ সেবন করিলে কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। ইদানীং এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। মহাকুষ্ঠে আমলকী রস সহ ব্যবহার করাই সুত্তিযুক্ত। ইহা গলৎ ব্যবহৃত হয়। মহাকুষ্ঠে আমলকী রস সহ ব্যবহার করাই সুত্তিযুক্ত। ইহা গলৎ নাশক।

অমৃতাকুর লৌহ।

অগ্নি শোধিত পারদ (ইদানীং সাধারণ ভাবে শোধিত পারদ গ্রহণ করা কেহই বিত্তহ পারদ অগ্নি অর্থাৎ চিত্তেমুলের রসে ভাবিত করিয়া গ্রহণ করেন) শোধিত গন্ধক (আন্নাসগন্ধক হইলে ভাগ হয়) ৪পল, একত্র কঙ্কণী করিবে।

উহার দাঁড়ি মোহ ১ পল, উৎকট তাজিত ১ পল, শোধিত ভগ্নাতক মজ্জা ১ পল, অজ ১ পল, শোধিত ভগ্নজল ১ পল, দ্রুত ৮ পল একত্র মিশাইয়া ১৪ সের ত্রিকলার কাথে পাক করিবে। (ত্রিকলা মিসিত ১/২ সের, ভর্ন ১৬ সেব, শেষ ১৪ সের) আদ্রপাকে হরীতকীচূর্ণ ২ তোলা, বহেড়া চূর্ণ ২ তোলা, আমলকী চূর্ণ ১২ তোলা ৮ মাষ. প্রক্ষেপ দিবে। গৌচ পাত্রে পাক করিবে। কম্বিতে নিক্ষেপ করিলে বগন লক্ষ হইবে না এবং হৃদয়ে নিশ্চিড়ন করিলে বহির্গত হইবে না তখন পাক সিদ্ধ হইয়াছে জানিবে। ইহার মাষা ১ হইতে ২ ও রসিত। অস্থপান—দ্রুত ও মধু। উপানীয় মধু ও নিম্বফলের রসসহ প্রায়শঃ ব্যবহৃত হয়। প্রান্তঃকালে লৌহ পাত্রে লৌহ দণ্ডাণা মাড়িয়া ঔষধ সেবন করাই শাস্ত্রসিদ্ধ। ঔষধ সেবনান্তে চুড় বা নাটিকেল চল পান করিবে। ইহাতে নানাবিধ কুষ্ঠ, বাতরক্ত ও আগবাৎ আরোগ্য হয়। ইহা বলা, বৃষা ও শুক্রবর্ষক এই ঔষধ বা হার কালে শাক, অন্নদ্রব্য, ও জী গমন নিষিদ্ধ। দ্রুতভূষ্ট পক্ষিমাংস ভক্ষণ করিলে দুর্বল হেতুতে পুষ্টি হয়। জলচর বা অনুপ পক্ষী ব্যবহার্য নহে। এই ঔষধে পায়দস্থানে বৃদ্ধ বৈদ্যগণ রসসিন্দুর ব্যবহার করেন। কেহুনা পাতনযন্ত্রাণ্ডিত হিজুলোধ পারদ গ্রহণ করেন। কেহু২ গন্ধকনার ১ পল গ্রহণ করেন, তাহাও সঙ্গবাহি সম্মত নহে।

ও ডুয়র কুষ্ঠ চিকিৎসা।

ইহা দেখিতে বস্ত্রদ্রবের জায়। ইহাতে বেমনা, কতু, আলা ও রক্তমা থাকে। ইহার চতুর্দিকের রোমসকল পিঙ্গল বর্ণ হয়। ইহাতে পুষ্কোক্ত পটোলাদি কষায় পক্ষিন্ম, মাণিক্যরস, অমৃতাকুর লৌহ, পক্ষিত্ত দ্রুত ও মহাতিক্ত দ্রুত ব্যবহার করা যায়। কন্দর্পসার তৈল ইহার উপযোগ্য। ইহার চিকিৎসা অনেকটা বাতরক্তের জায় হুতবাং বাতরক্তের ঔষধ সমূহ অবস্থাবিশেষে ইহাতে প্রযুক্ত হয়। বাতরক্তের অন্নতাদি কষায়, নবকার্ষিক, ব্রহ্ম ও ডুচীতৈল ও বাসাকর ও ডুচী তৈল বিশেষ উপকারী। ইহাতে কোঠ পরিকারীকা নিত্যন্ত আবশ্যক। কোঠ বহুতায় নবকার্ষিক অভীষ্ট কলপ্রদ

পক্ষিত্ত দ্রুত।

নিম, খলতা, কণ্টকারী, শুগল, বাসক (এই পাচটিকে পক্ষিত্ত বলে) প্রত্যেক ১০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দ্রুত ১৪ সের, ককার্ধ—ত্রিকলা ১/১ সের। ইহা দ্বারা নানাবিধ, কুষ্ঠ, হঠত্রণ, কতু, পামা প্রভৃতি আরোগ্য হয়। এই দ্রুত ব্যবহারে প্রথমতঃ কতু, পামা প্রভৃতি বর্জিত হইতে দেখা যায়, পশ্চাৎ কম্বিতে থাকে। অভ্যন্তর হইতে ব্যাধি বহির্গত করিয়া উপশম করাই এই ঔষধের ধর্ম। মাজা ১০ তোলা অস্থপান—হুত।

তিক্তক স্মৃত ।

স্মৃত ১৪ সের, কাথার্থ—ত্রিকলা, হরিদ্রাষর, বাসক, হরালতা, ক্ষেত্রপর্ণি, গলতা, বলাড়মুর, কটকী, নিমছাল প্রত্যেক ২ পল, জল, ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কাথার্থ—
পিপুল, মৃত, রক্ত চন্দন, বলাড়মুর, ইজমব ও চিরতা মিলিত ১১ সের। ইহা পঞ্চ তিক্ত
স্মৃতির জার গুণ কারক ; বাতরক্ত ও বীমর্ষে ইহা প্রযোজ্য।

বজ্রক স্মৃত ।

স্মৃত ১৪ সের, বাসক, গুলঞ্চ, ত্রিকলা, গলতা, করঞ্জবীজ, নিমছাল পীতশাল ও
ক্ষুদ্রবেত ইহাদের কঙ্ক কষায় দ্বারা স্মৃত পাক করিবে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার কুষ্ঠ ও
গলৎ কুষ্ঠ আরোগ্য হয়।

পটোল পত্র অথবা দারুহরিদ্রার কঙ্ক কষায় দ্বারা স্মৃত পাক করিয়া পিত্ত প্রধান
কুষ্ঠে ব্যবহার করিবে।

মণ্ডল কুষ্ঠ চিকিৎসা ।

ইহা গাড়ে মণ্ডলাকারভাবে প্রকাশিত হয়। সোমরাজী তৈল, বৃহৎ
সোমরাজী তৈল, তিত্তেক্ষ্মাকু তৈল, কন্দর্পসার, কনকক্ষীরী তৈল, পঞ্চনিম্ব,
অমৃত গুগ্গুলু, পঞ্চতিক্তস্মৃত গুগ্গুলু, মহা ভগ্নাতক গুড় ও ব্রহ্মরস
কঙ্কপ্রধান কুষ্ঠে বিশেষতঃ মণ্ডল কুষ্ঠে ব্যবহার করিবে।

তিক্তেক্ষ্মাকু তৈল ।

সর্বপ তৈল ১৪ সের, কাথার্থ—তিক্তশাউ বীজ, বীজ, তুতে, রসাজন রোচনা, হরিদ্রাষর,
বৃহতী ফল, এরগুমুল, রাণাশ শসার মূল, চিতেমূল, মূর্ক্ষামূল, হিরাকস, হিং, সজিনাছাল,
ত্রিকটু দেবদারু, ধনে বিড়ঙ্গ, ঈশলাঙ্গলা মূল, কুটল ছাল ও কটকী মিলিত ১১ সের,
গোমূত্র ১৬ সের। ইহাতে বাতকঙ্ক প্রধান কুষ্ঠ ও কণ্ডু আরোগ্য হয়।

কনকক্ষীরী তৈল ।

কনক ক্ষীরী মূল, (শেয়াগ কাটা মূল) মনঃশিলা, বায়নহাটী, দস্তী বীজ, দস্তী মূল,
জাতীকুলের পাতা, প্রোবাণ ভঙ্গ, বেতদর্শন, বরুন, বিড়ঙ্গ, করঞ্জছাল, ছাতিম ছাল,
আকন্দ পাতা, আকন্দ মূল, আকন্দছাল, নিমছাল, চিতেমূল, হাঁকরমাণী, শুগ্রা মূল, এরগু
মূল, বৃহতী, মূলক, তুলসী, তুলসী বীজ, কুড়, আকন্দাদি, সুতা, ধনে, মূর্ক্ষামূল, বচ,
পিপুল মূল, চাকুলে বীজ, কুটল ছাল, সজিনাছাল, ত্রিকটু, ভগ্নাতক, হিচুটী, হরিতাল,
চোরপুলী, তুতে, কমলাওড়ী, গুলক, বর্শর, ফিটকারী, হিরাক, দারু হরিদ্রা ছাল,

দৈছব মিলিত ১/১ সের, করবীর মূল ও পল্লবের কষার ১/৪ সের, পোমুজ ১৬ সের, কটু তৈল ১/৪ সের, যথাবিধি পাক করিয়া তিতলাউয়ের ভাণ্ডে রাখিবে। ইহা মণ্ডল কুষ্ঠের সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা দ্বারা ক্রিমি ও কণ্ডু আরোগ্য হয়।

পঞ্চতিক্ত দ্বাত গুগ্গলু।

দ্বাত ১/৪ সের, কাথার্থ—নিম ছাল, জলক, বাসকহাল, পটোল পত্র, কণ্টকারী প্রত্যেক ১০ পল, লবণপোটলীবন্ধ গুগ্গলু ৫ পল, জল ৬৩ সের, শেষ ৮ সের ছাঁকিয়া লইবে এবং গুগ্গলু ঐ কাথে গুলিয়া দিবে। এই কাথ দ্বারা দ্বাত পাক করিবে।
কথার্থ—আকনাড়ি, বিড়ম্ব, বেবদার, পঞ্চপিপ্ল, বনফল, সচিকান, তুঁঠ, হরিদ্রা, তুলসী, চই, কুড়, লতাকটুকী, মরিচ, টকুবন, জীরে, চিত্তমূল, কটুকী, ভগ্নাতক, বচ, পিপ্পলমূল, মজিষ্ঠা, আতৈষ, ত্রিকলা, বনযমানী প্রত্যেক ২ তোলা। মাত্রা—১০ তোলা, পরম হৃৎপদ্য সেব্য। ইহাতে কুষ্ঠ, বাতরক্ত, ভগ্নদন্ত, নাড়ীলগ্ন ও বিদ্রমি আরোগ্য হয়।

ব্রহ্মকাস।

মুজ্জিত পারদ ১ ভাগ, গন্ধক, চিত্তমূল, সোমরাজী ও ব্রহ্মবটীর বীজচূর্ণ প্রত্যেক ১ ভাগ, টকুগুড় ৩ ভাগ, যধুদ্বারা মাড়িয়া এক সিকি মাত্রায় ব্যবহার করিবে।
এই মণ্ডলকুষ্ঠ ও কুষ্ঠের সুলভতা নষ্ট হয়। ঔষধ সেবনান্তে পাতাল পল্লবীর মূল লবণ দ্বারা সেষণ করিয়া পান করিবে। হিন্দিভাষায় :পাতালপল্লবীকে ছেউড়া বলে। ইহা একপ্রকার লতা বিশেষ।

অনন্তা গুগ্গলু।

জলক ১২১ সের, দশমূল ১২১ সের, আকনাড়ি, মুকামূল, বেড়েলা, কটুকী, দারুহরিদ্রা, এবংগুজুল প্রত্যেক ১০ পল, লবণপোটলীবন্ধ বহেড়া ১০০ টী, আমলকী ১০০ টী, হরীতকী ২০০ টী, দোলাহ লবণপোটলীবন্ধ গুগ্গলু ১/২ সের, জল ২ দ্রোণ, অষ্টমভাগ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে ঐ কাথে গুগ্গলু গুলিয়া দিবে। হরীতকী, আমলকী ও বহেড়ার বীজ ফেলিয়া নির্মল বাটিয়া ১/২ সের দ্বাতে ভাজিবে, অনন্তর ঐ কাথ লব্ধ পাক করিবে। আসন্ন পাকে জলকের পালো ২ পল, তুঁঠ ২ পল, পিপ্পল, ২ পল প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। মাত্রা ১০ তোলা। অল্পপান—হৃৎ বা পরম জল। ইহাতে নানাবিধ কুষ্ঠ, বাতরক্ত, কামলা, আমবাত ও প্রীহা আরোগ্য হয়। এই ঔষধ বাতরক্তে মহোপকারী।

অথ শ্বশ্যজিহব চিকিৎসা

ইহা দেখিতে হরিণের দ্বিহা সদৃশ ধরস্পর্শ ও বেদনাবিত। ব্যাধির দ্বারা রক্তিয়া

লংকে এবং মধ্যভাগ স্ফীতবর্ণ হয়। ইহা বাতপিত্ত। ঔজ্জ্বল্য কুষ্ঠে যে সকল ঔষধ লিখিত হইয়াছে ইহাতেও তৎসংক্রায় অবস্থা বিশেষে প্রয়োগ করিবে।

অথ পুণ্ডরীক চিকিৎসা।

ইহা স্লেষ্মপিত্তজ, বেধিতে রক্তপ্লেব পাতার ভায় এবং উন্নতাকার। ইহার প্রাক্ দেশে সর্ষেঠরক্তবর্ণ এবং মধ্যদেশে সর্ষেঠ পার্শ্বকর্ণ। ত্রিফলসাদি স্ফীত। বর্ণা— ত্রিফল, নিমছাল, পলতা, মরিচা, কটকী, বচ ও চন্দ্রিকা। ইহাদ্বারা ককপিপ্তজ কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। পঞ্চনিষ, অমৃতাত্তগুণ্ডুলু, মহাভল্লাতক গুড়, পঞ্চাভিষ্কম্বত গুণ্ডুলু, অমৃতাত্তুর লৌহ ও মানিক্যরস এই যোগে ব্যবহৃত হয়। প্রবৃদ্ধ অবস্থায় কন্দর্পসার তৈল ব্যবহার করিবে।

কাকণ কুষ্ঠ চিকিৎসা

ইহা অসাবা, তবে প্রতি দ্বাবর্ষ কন্দর্পসার তৈল, মহাখদির স্কৃত, সহাভিষ্কম্বত স্কৃত, মহাভল্লাতক গুড় ও কনকবিন্দুরিক্তে ব্যবহার করিবে।

মারিত হীরক ও শোধিত শিলাজতু সহ শোধিত পাবদ মিশ্রিত করিয়া ১ রতি মাত্রায় ব্যবহার করিলে যাবতীয় কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। ইহাদ্বারা কাকণ কুষ্ঠও সাধ্য বা যাপ্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়। -

গন্ধক (আম্বাসা) ও স্বর্ণমাক্ষিক যোগে মারিত পারদ সেবনেও পূর্ববৎ ফললাভ হয়। এই দুইটি ঔষধ চরম অবস্থায় প্রযোজ্য। অনুপান—নিমছালের রস বা ছুদ্ধ ইত্যাদি। এই যোগেই চরক হইতে উদ্ধৃত হইল।

গলং কুষ্ঠ চিকিৎসা

ইহাতে মাংস সকল পচিয়া রস ও পুন্দরম্বিত ও দিগ্ধ হইয়া পতিত হইতে থাকে। ইহাতে পোকা কামিয়া থাকে। কন্দর্পসার তৈল ও কৃষ্ণকন্দর্প তৈল ইহার যৌগিক।

কৃষ্ণকন্দর্প তৈল।

মস্তক, গুচ্ছ ও অত্র বর্জিত স্কৃত কৃষ্ণকন্দর্পের অকৃত্রিম তত্ত্ব, সোমরাভী তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাধিহানে লাগাইলে গলংকুষ্ঠ আরোগ্য হয়। কেহও অত্রবিধ কৃষ্ণকন্দর্প তৈল

পাক করেন । বধা—গন্ধক, গুড় ও অল্প বর্জিত কক্ষদণ ৪টী, তৈল ১৬ সের, শের ১/৪ সের। পাকার্থ—তৈল ১৬ সের, মোমরাতি তৈল ১/৪ সের, কঙ্কার—আম্রাদা গন্ধক ১/১ সের, পাকান্তে ৪ তোলা আম্রাদা গন্ধকের কঙ্কসী মিশাইয়া রাখিবে এবং আবদ্ধক মত ব্যাধি স্থানে প্রাপ্ত করিবে ।

অম্মদার গন্ধকের নির্দগ্ধ চূর্ণ ১/১ আনা মাত্রায় দুধ সহ পান করিলে ফলপ্রাপ্ত হয় ।

গলক লুষ্ঠানি স্তম্ভ ।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, সৌহ, জগ্গলু, শোণিত শিলাজতু, চিত্তেদুল, কুচিলা ও বিদ্র প্রত্যেক ১ ভাগ, অল্প ও বরষীজ প্রত্যেক ৪ ভাগ একত্র মর্দন করিয়া ওষুতি বটী করিবে । অম্মপান—দুধ ও মধু অথবা নিম্বফলের রস প্রভৃতি । ইহাতে কুষ্ঠ ও কিলান আনোনা হয় ।

এই রোগে আশ্লিষ্যকরম ও জ্বাতিভুক্তক স্রুত ব্যবহৃত হইতে পারে । ইহাতে মৎস্ত, মাংস, মদ ও যবন ত্যাজ্য ।

অথ শ্বিত্র চিকিৎসা ।

প্রলেপ—শোণিত গন্ধক, শোণিত চিত্তেদুল, হিরাকস, হরিতাল ও ত্রিফলা একত্র মর্দন করিয়া নির্দগ্ধ রূপে বাটিয়া ব্যাধি স্থানে প্রলেপ দিবে ।

শ্বেতাঙ্গি ।

পারদ, গন্ধক, ত্রিফলা, ভৃগুরাজ, হাকুচবীজ, ভল্লাতক বীজ, ককতিল, নিম্বীজ প্রত্যেক সমভাগ, ভৃগুরাজরসে ২১ বাব ভাবনা দিয়া ৪:৫ রতি বটী করিবে । অম্মপান—দুধ ও মধু ।

কুষ্ঠরাক্ষস তৈল ।

কটুতৈল ১/১ সের, কঙ্কার—পারদ, গন্ধক, কুড়, ছাতিমছাল, চিত্তেদুল, মেটেসিন্দুর হরিতাল, হাকুচবীজ, বরষন, সোনাগবীজ, কারিত তাম্র, মনঃশিলা প্রত্যেক ২ তোলা সহ রৌদ্রগক করিবে । ইহাতে শ্বিত্র, ঠুংঘরকুষ্ঠ, কঙ্ক, বিচক্ষিকা ও পামা আনোনা হয় ।

বিষতৈল ।

তৈল ১/৪ সের, মোম ১৬ সের, কঙ্কার—ডহর করজবীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আকন্দমূল, তগরপাহিকা, করবীরমূল, বট, কুড়, হাকরমালী, রক্তচন্দন, মালতীমূল,

নিমিত্তাদি, মর্জিতা, ছাতিমান্দ্য, প্রত্যেক ৪ তোলা বিধ ৮ তোলা । ইহাতে বিজ্ঞ
ও দুগ্ধিত তদ্য প্রসূতি আবেগ্য হয় ।

দ্বিজে পক্ষীনাং তৈল ।

কটু তৈল ৮ সের, গোমূত্র, ছাতিমান্দ্য, দধিরস, ভৃগু প্রত্যেক ৮ সের, কঙ্কার্থ—
এবং বীজ, বৃন্দাবীজ, বাহুবীজ, চারুসেবী, তিত্তিকিৎসাবীজ, পিপ্পল, জ্বালাবীজ,
মনঃশিলা, হিমাকল, বৌদ্ধকী কুশ, বিড়ম্ব মিলিত ৮ সের । দ্বিজে প্রদেয় ইহং বর্ষণ
করিয়া এই তৈল লাগাইতে হয় ।

ভারগু ব্রহ্মাচ তৈল ।

তৈল ৮ সের, কঙ্কার্থ—সোন্দাল বীজ, ধাকোছাল, কুড়, করিভাল, মনঃশিলা, করিভা-
ল মিলিত ৮ সের । ইহা দ্বিজে প্রশস্ত ।

খদিরারিষ্ট । (ব্যাধি বিপরীত)

খদিরাকর্ষ ৮ সের, সোমরাজী বীজ ১২ পল, দারুহরিজা ২০ পল,
ত্রিফলা মিলিত ২০ পল, তল ৮ তোলা, শের ১ তোলা, ত্রিফল ভূতভাণ্ডে রাখিয়া তাহাতে
মধু ২৫ সের, চিনি ১২৫ সের, দইফল ২০ পল, কঁকড়া, জারফল, লবঙ্গ, নাগকেশর,
এলাচি, দারুচিনি, তেজপাত প্রত্যেক ১ পল ৭ পিপ্পল ৪ পল প্রক্ষেপ দিয়া যুগ চাকিয়া
১ মাস রাখিবে । তৎপশ্চাৎ টাঙ্কিয়া লইবে । মাত্রা ২৫০ তোলা । ইহাতে সর্গবিধ কুষ্ঠ
পাত্ত ও হ্রাসোগ প্রশমিত হয় । ইহা রক্ত পরিষ্কারক ।

পথ্যাপথ্য ।

কুষ্ঠরোগী মৎস্ত, মাংস, মদ্য ও ক্রী পরিত্যাগ করিবে । জল, লবণ মাষকলাই, প্রভৃতি
ক্লেদিপদার্থও পরিত্যাগ্য এবং পুণ্ড্রান (অস্তঃ বৎসরাতিত) শালিধাত, ধব,
তিল শাক (ব্রাহ্মী প্রভৃতি উপাদেয় শাক) ও হালধিমাংস (শনকাদির মাংস)
ব্যবহার করিবে । মুগ, জড়ধব, ময়ূর, মরু, পটোল, রসোন, পাকাতাল, কুষ্ঠে শ্রেষ্ঠা
ফল মুক্তাদিও বেগ দারণ, ইক্ষু, তিল, মূলা ও শুক্ল কুষ্ঠে অহিতকর ।

অথ শীতপিত্ত চিকিৎসা ।

শীতল বায়ু বা শীতল কাল সংস্পর্শে প্রবৃত্ত বায়ু ও কক্ষ সঞ্চিত পিত্তের সহিত মিলিত
হইয়া বোলতা দংশনের ভায়ে যে শোথ উৎপন্ন করে তাহাকে শীতপিত্ত এবং উহারই

অবস্থাস্থকে উদর্দ ও কোঠ বলে। শীতপিত্ত অল্প সময়ে গরমে কিলীন হয় এবং হঠাৎ ঠাণ্ডায় পুনঃ আবিস্তৃত হয়। কোঠ বা উদর্দ শীতপিত্তের দ্বার কণ্ঠহারী নহে। এই রোগ হইলে জ্বরশঃ কুষ্ঠ উৎপন্ন হইতে পারে। এই রোগ পিত্ত প্রধান। ব্যাধি সাধারণ্যে হেই শীত প্রিয়ায় ইহার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়, একত্র ইহা হেই শীতপিত্ত করে।

অমৃতাদি কষায় ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। কিন্তু কোঠ পরিহার না থাকিলে নবকার্ষিক কষায় হিতকর। ইহাতে কটুতৈলের অভাঙ্গ এবং গরম জ্বলের সেক হিতকর। দুর্বা এবং কাঁচা হরিদ্রা বাট্রা কটু তৈল সহ উৎকর্ষন করিলে শীতপিত্ত পামা ও কঙ্কু আরোগ্য হয়। ইহা কঙ্কুতে দৃষ্ট হল।

ইহাতে কটুক মহাতিক্ত দ্রুত, পুষ্কতিক্ত দ্রুত, গুড়ুচ্যাতি তৈল, পিত্তান্তক রস, অমৃতাকুর লৌহ ও গুড়ুচ্যাতি লৌহ ব্যবহার করা যায়।

যবকার, সৈন্ধব ও কটু তৈল একত্র মিশাইয়া গাড়ে মালিশ করিলে বাতপ্রধান শীতপিত্ত আরোগ্য হয়।

অশ্বতোক এলাদিগণের চূর্ণ সহ কটু তৈল মিশাইয়া গাড়ে মালিশ করিলে কক-প্রধান শীতপিত্ত আরোগ্য হয়।

বসন্তদূর ২ রতি, বমানীচূর্ণ ৪ রতি, একত্রে গুড় সহ সেবন করিয়া কটু তৈলের অভাঙ্গ করিলে শীতপিত্ত নষ্ট হয়।

✓ হরিদ্রা খণ্ড ।

হরিদ্রা ৮ পল, দ্রুত ৬ পল, ছত্র ১৬ সের, চিনি ৮১ সের, প্রক্ষেপার্থ—ত্রিকটু, ত্রিফল, বিড়ঙ্গ, তেউড়ীমূল, ত্রিফলা, নাগকেশর, মৃত্তা, লৌহ প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল। বৃহ অগ্নিতে বৃগ্নর পাড়ে পাক করিবে। ইহাতে শীতপিত্ত, উদর্দ, কোঠ ও কটু আরোগ্য হয়।

হরিদ্রা খণ্ড । (দ্বিতীয় প্রকার)

হরিদ্রা চূর্ণ ৮১ সের, তেউড়ীমূল ৪ পল, তরীতকী চূর্ণ ৪ পল, চিনি ৮১ সের, প্রক্ষেপার্থ—মাকহরিদ্রা, মৃত্তা, বমানী, বন বমানী, চিত্তে, কটুকী, কৃষ্ণজীরে, পিপুল, তর্কি, মাকচিনি, এলাচি, তেজপাত, বিড়ঙ্গ, গুলক, বাসকমূলএ চাল, কুড়, ত্রিফলা, চই, ধনে, লৌহ, অন্ন প্রত্যেক ১ তোলা। বৃহ অগ্নিতে বৃগ্নপাড়ে পাক করিবে। অল্পপান—উৎকর্ষন। ইহা প্রায়শঃ দ্রুত সহ ব্যবহৃত হয়। মাত্রা ৫০ তোলা। ইহা দ্বারা শীতপিত্ত, উদর্দ, কোঠ, কটু, পাতু, জিমি ও শোথ আরোগ্য হয়। পিত্তপ্রবল অবস্থায় এই ঔষধ ব্যবহার করিবে।

অন্নপিত্তাভ্যাসক রস।

রস সিদ্ধ, তার, লৌহ, মধুক, বৈদ্যনাগ, চিত্ত, চিত্রতা, ইজম্বর, রাশা, শুগল, পদ্মকান্ত প্রভৃতি সমভাগ, জোহরপট্টর সঙ্গে ভাবনা দিয়া ৩ রাত্রি বসী করিলে। অমুপান—মধু। ঔষধ সেবনান্তে মূত্রতরী, পিপ্পল, কঠ ও শুগল প্রভৃতি ১০ হইতে ১৫ তোলা সেবন করিবে। কব বা বায়ুর দ্বারিক্য থাকিলে বাতিন, কঠ ও শুগল সহযোগে।

অন্ন স্পর্শবাত্ত রসকরণ।

স্পর্শবাত্তে অগ্নে দুর্গীবেদব্যং বেদনঃ। স্পর্শ শক্তির নাব্যত যতলাৎপত্তি হয়।

রসাদিগুণ্ডা।

পাণ্ডুর ৮ ভাগ, শোষিত কুটিয়া ১০ ভাগ, মধুক ১২ ভাগ, জিকটু, জিকণা মিলিত ৩ ভাগ, কাগজিসেবুর মূল, চিত্ত, যুতা, বস, অম্বগজা, বেগুন, মিল, কুন্দ, পিপ্পলমূল, নাগকেশর প্রভৃতি ১ ভাগ, শুগ ২০ ভাগ, দুগা প্রমাণ। বসী করিবে। ইহাতে স্পর্শবাত্ত নষ্ট হয়। বাতব্যাদির ঔষধ সকল অবহাবিশেষে স্পর্শবাত্তে ব্যবহৃত হইতে পারে।

নীতনিতে অহাবিশেষে নীতল অপবা উষ্ণ অমুপানীয় ব্যবহার করিবে। কুঠোক্ত পথ্যাপথ্য ইহার পথ্যাপথ্য।

অন্ন অন্নপিত্ত চিকিৎসা।

পিত্ত অন্নভাবাপন্ন হইলে এরা উষ্ণায় ও দাঁহাদি রোগায়ে এই পিত্তকে অন্নপিত্ত কহে। অন্নপিত্তে কথের দমক ও থাকে ক্রিষ্ট উহা শোণ বর্ণিতা পরিগণিত হয়।

ইহাতে বাতরীক কল্লঙ্গবা, কাগ, গর্ভদিত বা খেই এই এবং ভুইঙ্গবা, যোগ, মজ, বৃহৎ মৎস্ত, মাংস আন্তর্যাক্ত, মাধবলাই, খেবাবি কলাই এবং অন্যান্য শুষ্কপাক জ্রবা এবং জী সংসর্গ প্রভৃতি কাম্যপথ্য।

ভিত্ত জ্রবা, যব, গোম, গুড়াতন শাদিযাক্ত, পটোল, খেজুর, পলতা, মধুর, কাঁচামুগের বৃহ, ছধ, ধই, জাক, গুন্ডি আত্র, আতুর প্রভৃতি কুপথ্য।

পটোলদি কষায়। যথা—পলতা, কঠ, শুগল, কটকী ইহাদের কাথ কফারিত অন্নপিত্তে হিতকর।

অমুতাদি কষায়। যথা—শুগল, নিমহাল, পলতা ও জিকণা—ইহাদের কাথ মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে অন্নপিত্ত আরোগ্য হয়।

অন্নপিত্তে অন্নভাবাপন্ন রূপিত্তোক্ত বাসায়ত, কুঠোক্ত মহাতিজক সূত, পরিণাম

মূলোক্ত শিল্পলী স্তূত, ইয়ানিকারে ইকামাণ্ডু কুলাওক এবং ঝামলকী প্রয়োগ করা যায়। মধুদহ পুরাতন পিণ্ডচূর্ণ লেহন করিলে অম্লপিত্ত নষ্ট হয়। বাতপ্রধান অম্লপিত্তে আহারকালে মূলক স্নিগ্ধ ভাজী বসল পান করিলে উপকার হয়।

বিদ্যুৎচৌর্মে ব্যক্তিগত যে ইরীতকীর বিষয় লিখিত হইয়াছে তাৎ সেবনে বাতভীর অম্লপিত্ত নষ্ট হয়।

আহারের পরক্ষণেই যে রোগীর অম্লোদগার হইতে থাকে তিনি আহারের সময় বেশপান না করিয়া আহারান্তে ২ গ্লাস স্নিগ্ধ জল পান করিবেন।

ভুক্ষ, পিণ্ডল ও ইরীতকী দ্বারা মোক্ষক পাক করিয়া ব্যবহার করিলে পিত্তরোগ প্রধান অম্লপিত্ত আরোগ্য হয়। ইহার প্রত্যেক পল সমভাগ লইবে।

সুধাবতী গুড়িকা । (প্রসিদ্ধ ঔষধ)

অন্ন ২ পল, লৌহ ১ পল, মধুর অর্দ্ধপল ইয়ানিকাকে ধানকুনি, যেত হুফহুড়ে ও কালমুলী ইহাদের রস মিলিত ৩৫ পল দ্বারা প্রথম স্থালী পাক করিবে। শতমূলী, ভুঙ্গরাজ, কেশরাজ ও কাটামটের মিলিত ৩০ পল রসে দ্বিতীয় স্থালী পাক করিবে। ত্রিকলা মিলিত ২১ তোলা, সুতা ৭ তোলা, জল ৮ গুণ, শেষ অষ্টম ভাগ, এই কাথ দ্বারা তৃতীয় স্থালী পাক করিয়া ঔষধ চূর্ণ করিয়া লইবে। (পরস বা কাথ দ্বারা ঔষধ মাখিয়া স্থালীতে ব্যয়িত হই পরস বা কাথকে ধীরে ২ মুহূর্ত্ত তাপে শুষ্ক করাকে স্থালী পাক বহে। সুধালীতে স্থালী পাক করা বিবেধ তদনন্তর কঙ্কুরী ১ পল যিশাইবে। পরে উহার সহিত বহু, চই, যমানী, কীরে, তুলকা, ত্রিকটু, সুতা বিড়ঙ্গ, পিণ্ডল মূল, আপাংমূল, তেউড়ী মূল, চিত্তে মূল, দস্তীমূল, যেত হুফহুড়ে মূল, ভুঙ্গরাজ, মাপকন্দ, যেটকোল, (ধানকুনি) ডান কুনি, কেশরাজ, কালিরাকড়া মূল, কাকড়াশুদী প্রভোক্তের চূর্ণ ৪ তোলা, ত্রিকলা মিলিত ১২ তোলা একত্র যিশাইয়া লৌহ পাণ্ড্রে আহারসে ৭ বার ভাবনা দিয়া পরে আদাবসে খিলার পেষণ করতঃ ৪৫ রতি বটী করিবে। অল্পপান—কাজি। পথ্য—পাণ্ডাত্যাত ও অন্নকাজি। এই ঔষধ সেবন করিলে মধুর জ্বর, হৃৎ ও নারিকেল বদাচ ভক্ষণ করিবে না। ইহাতে অম্লপিত্ত, পরিণাম মূল, শোথ প্রভৃতি আরোগ্য হয়। এই ঔষধ বোগবাহী এবং অম্লপিত্তে বিশেষ শক্তিশালী। বৎসরাভীত ঔষধ পরিত্যজ্য।

অবিপত্তিকর চূর্ণ । (বিরেচক)

ত্রিকটু, ত্রিকলা, সুতা বিটলবণ, বিড়ঙ্গ, এলাচি, তেজপাত, প্রত্যেক ১ তোলা, লবঙ্গ চূর্ণ ১১ তোলা তেউড়ীমূল চূর্ণ ৪৪ তোলা, চিনি ৬৬ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র

.

মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা।= আনা। অহুপান—শূত শীতল জল। ইহাতে অন্নপিত্ত, মলমূত্র রোধ, অগ্নিমান্দ্য, প্রমেহ ও অৰ্শঃ নষ্ট হয়।

অন্নপিত্তাস্তক গুড়িকা।

কমলা লেবুর খোসা, সৈন্ধব, মোরী, বমানী, নিশাদল প্রত্যেক ১ তোলা, বিটলবর্ণ ১০ তোলা, পাতিলেবুর রসে মর্দন করিয়া ৬ রতি বটী করিবে। আহাৰ্য্যে এই ঔষধ শীতল জল সহ সেব্য।

পিপ্পলীলেহ বা কুহং বিপ্লনীধণ্ড।

পিপূল ১/১ সের, স্বত ১/১ সের, চিনি ১/২ সের, শতমূলীর রস ১/১ সের, আমলকীর রস ১/২ সের, হুহু ১/৮ সের একত্র পাক করিয়া লেহবৎ হইলে প্রক্ষেপার্থ—ত্রিগাতক, হরীতকী, কৃষ্ণজীবে, ধনে, যুতা, বংশলোচন, আমলকী প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা; জীবে, কুড়, শুঠ, নাগকেশর প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা। পাকান্তে শীতল হইলে, জায়ফল, মরিচ, মধু প্রত্যেক ৩ গল মিলাইবে। মাত্রা।= সিকি। অহুপান—উষ্ণ দুগ্ধ। ইহা দ্বারা অন্নপিত্ত, বমন, বাস, কাস ও অগ্নিমান্দ্য নষ্ট হয়। ইহা পিত্তরোগপ্রধান অন্নপিত্তে প্রশস্ত।

ধণ্ড কুয়াণ্ডক।

পুত্রাতন কুয়াণ্ডের রস ১২৪ সের, হুহু ১২৪ সের, আমলকী চূর্ণ ১/১ সের, চিনি ১/১ সের, স্বত ১/১ পোড়া, চাবনপ্রাণের জার লেহবৎ পাক করিবে। মাত্রা ১ তোলা। ইহা অন্নপিত্তের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অন্নপিত্তাস্তক মোদক।

শুঠ ১/১ সের, পিপূল ১/১ সের, শুপারি চূর্ণ ১/১ সের, স্বত ১/৪ সের, হুহু ১/৪ সের। যথাবিধি পাক করিয়া লেহবৎ হইলে প্রক্ষেপার্থ—লবঙ্গ, নাগকেশর, কুড়, বমানী, কৃষ্ণজীবে, বচ, রক্তচন্দন, হস্তিধূ, স্নান, দেবদারু, ত্রিকলা, তেজপাতা, এলাচি, নারুচিনি, সৈন্ধব, হুহু, শটী, মদন ফল, কটুফল, জটাংগলী, অন্ন, বহু, রৌপ্য, তালিশপত্র, পদ্মকটি, দুর্জামূল, বরাকোষ্ঠা, বংশলোচন, পিপূল মূল, শুল্ক, শতমূলী, শীতকিণ্টৌমূল, জায়ফল, বৈজী, কাঁকলা, যুতা, পিপূল, কর্পূর, বিড়ঙ্গ, বনবানী, বেড়েলা, শুল্ক, আপাংবীজ, গোক্ষুরবীজ, রক্তচন্দন, ঘোষা, নৌহ এবং কাতে প্রত্যেক ২ তোলা, স্বর্ণভস্ম ১ তোলা। মাত্রা।= সিকি। অহুপান—দুগ্ধ। ইহাতে অন্নপিত্ত, বমন, দাহ, মুৰ্ছা, কাস, বাস, মূত্র প্রমেহ, অগ্নিমান্দ্য ও কৃষ্ণকৃষ্ণ আরোগ্য হয়। ইহা অন্নপিত্তজনিত মূত্র বিশেষ কলপ্রদ

অন্নপিত্তাস্তক লৌহ ।

রসশিখর, অন্ন, (কেহ ২ অঙ্গ স্থানে তাত্র গ্রহণ করেন তাহা সমীচীন নহে, কারণ তাত্র বমন কারক হেতু অন্নপিত্তে অপ্রশস্ত) লৌহ প্রত্যেক ১ তোলা, হরীতকী মর্কটম্ব একত্র মর্দন করিয়া এক রতি বটী করিবে। অস্থপান—মধু। ইহা বাতপ্রধান অন্ন-পিত্তের ঔষধ।

লীলা বিলাস রস ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অন্ন, তাত্র প্রত্যেক সমভাগ, আমলকী ও বরফড়ার রসে (অভাবে কাথে) পৃথক ২ তিন বার মর্দিত ও শুক করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অস্থপান হুৎ, যুগ্মাণ্ড রস অথবা চিনি ও আমলকী রস। ইহাতে অন্নপিত্ত, বমন, বৃকজালা ও শূল আরোগ্য হয়।

ধাত্রী লৌহ ।

আমলকী চূর্ণ ৮ পল, লৌহ তম্ব ৪ পল, বট্টিনধু চূর্ণ ২ পল, আমলকীর কাথে ৭ বার ভাবনা দিবে। কেহ ২ আমলকীর পরিবর্তে ভলঙ্কের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া থাকেন। আমলকীর কাথে ভাবিত ধাত্রী লৌহ শূলে সমধিক কার্যকারী। এই ঔষধ কেহ চূর্ণাবহার কেহ বা বটিকাকারে প্রস্তুত করেন। /০ আনা মাত্রায় বটী করাই শ্রেয়ঃ। এই ঔষধ স্তম্ভ মধু সহ সেব্য। ইহানীং অন্নপিত্তে শীতল জল বা হুৎ সহ ব্যবহৃত হয়। ইহাতে রক্তপিত্ত, অন্নপিত্ত ও অনেক প্রকার শূল নষ্ট হয়। এই ঔষধ বিশেষ কল প্রদ বিধায় লচরাত্র ব্যবহৃত হয়।

পিত্তাস্তক রস ।

জায়কল, তৈলী, জটামাংগী, কুড়, তালীশপত্র, বর্ণমাক্ষিক (কাহারো যতে মনঃশিলা) প্রত্যেক সমভাগ, রৌপ্যভঙ্গ মর্কটম্ব, জল দ্বারা মাক্ষিয়া ২ রতি বটী করিবে। ইহা পিত্ত রোগ নাশক, বিশেষতঃ ইহাতে পাণ্ডু, হলীমক, অর্শঃ, রক্তপিত্ত ও দাহ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ অন্নপিত্তে ও শূলে ব্যবহার করিতে দেখা যায় না।

এই ঔষধে বর্ণমাক্ষিকের পরিবর্তে স্বর্ণ তম্ব প্রয়োগ করিলে অন্নাপিত্তাস্তক রস হইল, ইহা বাতীর পিত্তবিকার নাশক।

অন্নপিত্তে কয়েকটী ব্রতের প্রয়োগ শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে কিন্তু এই রোগে ব্রত ব্য-
হৃত হয় না, তথাপি আবৃত্তক যোগে ২১টী ব্রত উদ্ধৃত হইল।

শতাবরী দ্রুত ।

দ্রুত /৪ সের, শ-দুগীর রস /৪ সের, দ্রুত ১৬ সের, কড়ার্ব—শতমূলী /১ সের। ইহাতে অঃ পিত্ত, রক্তপিত্ত ও দাহাদি নষ্ট হয়।

নারায়ণ দ্রুত ।

দ্রুত /৫ সের, কাথার্ব—গিপুল /২ সের, জল ২০ সের, শেষ /৫ সের। শুস্ককেশ কাথ /৪ সের, আমলকীর কাথ /৭৫ সের, কড়ার্ব—দ্রাক্ষা, আমলকী, পটোল পত্র, শুঠ, কটুকী, বচ ওভোক ৮ তোলা। এই দ্রুত অগ্নিপিত্ত, দাহ ও বমন নিবারণক।

অগ্নিপিত্ত দাহে ও অগ্নিপিত্ত শুলে যথাস্থানে মর্দনার্থ ত্রিবিধ তৈলে ব্যবহার করিবে। ইহা একটী এবং সুতিকারোগেও ব্যবহৃত হয়।

ত্রিবিধ তৈল ।

তিল তৈল /৪ সের, কাথার্ব—কচি বেল শুঠ /১২৫ সের, তল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, আমলকীর রস /৪ সের, হাগতম /৮ সের, কড়ার্ব—আমলকী, লাঙ্গা, হরীতকী, যুতা, যজ্ঞচন্দন, বালা, সরলকাঠ, দেবদারু, মল্লিকা, চন্দন, কুড়, এলাচি, তগরগাছকা, জটায়াংগী, শৈলজ, তেজপাত, প্রিয়ঙ্গু, কনকমূল, বচ, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, শুল্কা, গুনর্পবা। ইহা অগ্নিপিত্ত শুল, সুতিকারোগ, হিকা, দাহ, রক্তপিত্ত ও জ্বর নাশক।

অগ্নিপিত্তারি চূর্ণ বা ক্ষেত চূর্ণ সেবনে আত বৃক্ণ জালা ও অম্লোদগার নিবারিত হয়, কিন্তু ইহাও কম অন্নবাল হারী।

অগ্নিপিত্তারি চূর্ণ ।

সোরা /১ পোরা, নিশাদল /০ ছটাক, শুস্কগর্পটী প্রস্তুত বিধানে প্রস্তুত করিবে। নিশাদল মিশ্রিত হইয়াবার নাযাইবে। মাত্রা /০—১/০ আনা। ক্ষুদ্রল জল সহ সেব্য।

জাক্সর লবণ, বজ্রাক্সার, বৃহৎ অগ্নিকুমার প্রস্তুতি ঔষধ অগ্নিপিত্তের মর্দনার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে। কেহ ২ বসেন আকারের সম্বয় জল পান না করিলে ও আহারান্তে অল্পকাল জল পান করিলে অগ্নিপিত্ত উপশমিত হয়।

অথ বিসর্প, বিস্ফোট, মসূরিকা ও ক্ষুদ্ররোগের সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা ।

বিসর্প রোগ অতি বিরল দুই হয়, ইহা গিতপ্রধান। বিসর্পের ফোটক বা ক্ষত নিবারণার্থ বটাদি পক্ষপুষ্পের বহুল বাটীরা দ্রুত সহ প্রলেপ দিবে। মর্দনার্থ দুগ্ধদ্রব্য অত্যধ উপকারী।

দুর্জ্বালাতন । যথা—মূত্র ১২ সের, দুর্জ্বার স্বরস ৪ সের । ইহা বীসর্পে দৃষ্ট ফল ঔষধ । এই মূত্র অবশ্য ।

পলতা, নিমপাতা, ত্রিফলা, বস্ত্রিমধু, উৎপল ইহাদের দ্বারা প্রকালন জল, মূত্র, চূর্ণ ও প্রলেপ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিলে ত্রণ রোগের ভয় । ইহা দৃষ্টফল ঔষধ ।

মূত্রা, নিমপাতা ও পলতা ইহাদের কাথ পান করিলে বীসর্প উপশান্ত হয় । অনন্তমূল, আমলকী, বেণামূল ও মূত্রা ইহাদের কষায় পান করিলে বীসর্প বেগ আন্ত হীনবল হয় ।

নবকষায় গুগ্গুলু ।

গুগলু, বাসক, পলতা, নিমহাল, ত্রিফলা, পদিরসার, পোণালুম্বা মিস্তি ২ তোলা, জল ৮ সের, শেষ ৮ পোয়া । প্রক্ষেপার্ধ—গুগ্গুলু ১০ মিকি । ইহা বীসর্প ও কুষ্ঠনাশক ।

অমৃতাদি কষায় । (প্রসিদ্ধ)

গুগলু, বাসকজাল, পলতা, মূত্রা, ছাতিমহাল, খদিরকাঠ, কৃষ্ণবেত, (অতীব অনন্তমূল) নিমপাতা, হরিদ্রা, দাকহরিদ্রা । ইহা বীসর্প, কুষ্ঠ, বিস্ফোট, কণ্ডু, মহুরিকা, শীতপিত্ত ও জ্বরনাশক । এই কষায় বাতরক্ত, বাহ প্রভৃতি বাবতীর পিত্তবিকারে এবং পারদদোষ নিরাকরণার্থ সর্বদা সাদরে ব্যবহৃত হয় । অনেকে আবস্তকমত বিরোচক পত্র, রক্ত পরিষ্কারক পত্র এবং উপহংশে গৌপচিনির সংযোগ করেন, তাহাতে অনেক স্থলে ফলাধিক্য দৃষ্ট হয় । ইহাতে পঞ্চতিক্ত মূত্র এবং মহাতিক্তক মূত্র অতীব উপকারী । পিত্তান্তক রস, অমৃতাস্থুর লৌহ, মাণিক্য রস ও গুড়চ্যাদিলৌহ বীসর্পে প্রযুক্ত হইতে পারে ।

ইহাতে শশক বা হরিণের মাংস ভিন্ন বাবতীর মাংস, মৎস্ত, জল, বাস প্রভৃতি অস্বাদ্য । এইরোগ অত্যন্ত কঠিন হুতবাং অভিজ্ঞ চিকিৎসক অতি শীঘ্রতার সহিত ইহার চিকিৎসা করিবেন ।

বিস্ফোট চিকিৎসা ।

ইহার চিকিৎসা বীসর্পের দ্বায় । প্রথমতঃ ত্রণবৎ চিকিৎসা করিবে । শস্তাৎ কষায়াদি প্রয়োগ করিবে । অমৃতাদি কষায় ইহার বিশিষ্ট ঔষধ ।

কর্পূর, ত্রিভাতক ও রস সিন্দূর প্রত্যেক সমভাগ, জল দ্বারা মাড়িয়া ও রতি বটী করিবে । ইহা গুগলু ও নিমের মিস্তি কাথ সহ অথবা খদির কাঠ ও ইজরবের কাথ সহ পান করিলে স্ফুর বিস্ফোট আরোগ্য হয় ।

কালাপিক্ত রস।

পারদ, অম, লৌহ, গন্ধক, সর্ষপাশিত প্রত্যেক সমভাগ, বনকাকরোলের রসে ম করিয়া পিণ্ডাকার করিবে। পরে উহা বনকাকরোলের কক্ষমধ্যে স্থাপন করিয়া শুষ্ক লিখ করতঃ গজ পুটে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া ঔষধের দশম বিধ মিশ্রিত করতঃ দুই রতি বটি করিবে। অস্থপান—পিণ্ডুল চূর্ণ ও মধু। এই ঔষধ দিন সেবনে বিসর্প ও বিস্ফোট আরোগ্য হয়। ইহার স্পৃহাস্পৃহা বিসর্পের ঙ্কার।

অম্মুত্রিকা চিকিৎসা। (বনজ চিকিৎসা)

এই রোগের আকার মহুরের জায় বলিয়া ইহার নাম মহুরিকা। বাঙ্গলাভা ইহাকেই বসন্ত কহে। মহুরের ডাল এইরোগে পরম উপকারী। ইহাতে নিমের প সেবন, নিমের বাতাস, নিমজল সেবন প্রভৃতি নিমের ষাণ্ডীয় ক্রিয়া পরম হিতক ইহাতে অম্মুতাদি কক্ষাস্ত্র ও বীণার্ণোক্ত ক্রিয়া মহোপকারী।

এই রোগের প্রথমে প্রবলজ্বর হয় ও শরীরে অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে। তৎ ক্রমে গুটী দেখা যায়। বসন্তের প্রাচুর্য্যবোধের সময় খুব সাবধানে থাকিবে এবং এই লক্ষণ উপস্থিত হইলে জ্বর ও বেদনাদি নিবারণের জন্য কোন ঔষধাদি বর্জ্য করিবে না।

মহুরিকাতে যেতচন্দন রসা ও হেলেকা শাকের রস একত্রে সেবন করিলে অ কেবল হেলেকা শাকের রস সেবন করিলে রোগের বেগ কমিয়া যায় এবং রোগ ক্র আরোগ্য হইতে থাকে। হেলেকা শাকের রস এই রোগে পরম মঙ্গলদায়ক।

ব্যাধি উৎপন্ন হইবা মাত্র রোগীকে নিজ ঘরে রাখিবে। শীতল জল বা গরম শীতল ক্রিয়া বা গরম ক্রিয়া ইহাতে অনিষ্টকর। গরম জল ঔষধক থাকিতে পান করিবে।

অত্যন্ত দাহ বা বাতনার উৎপত্তি হইলে, পাণিকল বা অগ্নক পোঁপে অথবা দ বেদনা থাকিতে দিবে। ১৪ দিনের পূর্বে কদাচ অন্নগ্রহণ করিতে দেওয়া কর্তব্য ন এই সময়ের মধ্যে সাবু, হুধ সাবু, মিল্লি, অবহাবিশেষে সূজির-কটী—হেলাফার বে মহুরের বুন, পটোল, বেজাও ইত্যাদি ব্যবহা করিবে।

এই রোগে বাহিরের বায়ু সেবন নিষিদ্ধ। এই রোগ সংক্রামক সুতরাং রোগী স্পর্শ করা বা তাহার নিকট অধিক গমনাগমন করিবে না।

উচ্চ পাতার রস হরিদ্রাচূর্ণ সংযুক্ত করিয়া পান করিলে মহুরী, রোমাডী, (হ বিস্ফোট ও জ্বর আরোগ্য হয়।

মকরধ্বজ ২ রতি মধু দ্বারা মাড়িয়া উচ্চ পাতার রস ৪০ তোলা মিশাইয়া সে করিলে সফল জ্বর, মহুরী ও রোমাডী আরোগ্য হয়। ইহা দুইকল।

পারল ১ ভাগ, আলাসা পঞ্চক ২ ভাগ একত্র কঙ্কলী করিয়া ২ রতি যাত্রার উচ্ছে বা হেলোকা রসের সহিত, পান করিলে মসুরী, রোমাডো ও জ্বর আরোগ্য হয়।

বটাহি, পঞ্চক্কের বহুলের, ঐলোপ বা অবচূর্ণন মসুরীকণ্ডে সমধিক উপকারী। যদি মসুরিকা অশূলীন থাকে অথবা বাহির হইয়া অশূলীন হয় তবে তাহা বহির্গত করণার্থ শিঙ্গাদি কক্ষাস্ত্র পান করিবে।

শিঙ্গাদি কক্ষাস্ত্র। বধা—নিমছাল কেতপাঁপড়া, আকনাহি পাতা, গুলতা, কটকী, বাসকছাগ, ছবালতা, আমলকী, বেণামূল, বেতচন্দন, রক্তচন্দন, ইলাদেয়, কদার, ৪০ তোলা চিনি প্রক্লিপ্ত করিয়া সেবন করিলে মসুরী, নীসর্প ও জ্বর আরোগ্য হয়। এই কথায় উপদংশে এবং উপদংশক বিব ও বিসর্প নাশার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

মসুরী রোগী তৈল স্পর্শ করিবে না এবং সম্পূর্ণ আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তৈল ব্যবহার করিবে না।

চৈত্রমাसे शिङ्गादि कक्षस्त्र पान করিলে মসুরী হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

শিঙ্গাদি কক্ষাস্ত্র। বধা—তেলাকুচাপাতা, বাসন্তীলতা পাতা, অশোক পাতা পাহুড় পাতা ও বেতপাতা—ইহাদের কাণ্ড পূর্ব্বিত করিয়া পান করিবে।

ঈলোকেয় বাম হাতে এবং পূর্ব্বের দক্ষিণ হাতে হরীতকীবীজ (কাহারো মতে শূগলাহি) ধারণ করিলে বসন্ত হয় না। কণ্টকারীর মূল ১০ সিকি ও ২১টা মরিচ একত্রে বাটিয়া শীতল জল সহ পান করিলে ১ বৎসরের মধ্যে বসন্ত হয় না। এই শেবোক্ত ঔষধটির বিশেষ ঐশিদ্ধি আছে।

কক্ষাকচূর্ণ মরিচচূর্ণ সহ পূর্ব্বিত জলের সহিত পান করিলে ৩ দিনে বসন্তের উপশম হয়।

বসন্তের অনুরূপ শীতলা নামক রোগে (বা শীতলা বসন্তে) কদাচ উক্কিরা করিবে না। প্রবল জরে ও পিপাসায় শীতল জল পান করিবে। অণুটি হইয়া কদাচ রোগীর নিকট যাইবে না বা রোগীকে স্পর্শ করিবে না।

শীতলা পাকিলে ঘন দুটের তর প্রয়োগ করিবে। নিমের ডাল দ্বারা মক্ষিকা নিবারণ করিবে। নিম পাতার বাতাস করিবে এবং গৃহের চতুর্দিকে নিমপাতা বাধিয়া রাখিবে। ফোঁটকে দাহ হইলে শুক গোমর তর প্রক্ষেপ দিবে। তাহাতে উহা শুক হইবে এবং পাকিবে না।

দুস্তম্ভভঙ্গ্য ।

রসসিন্দুর, বেতবেড়েলামূল, পীঠবেড়েলা, পিপুল, আমলকী, কক্ষাক, স্বত ও মধু একত্র মাড়িয়া ১ রতি বটী করিবে। শীতলজল বা হেলোকার রস সেব্য। ইহাতে সর্দাষি মসুরী ও রোমাডো আরোগ্য হয়।

অনিদ্রাক্রান্তি। (প্রসিক)

যদিরকাঠ, ত্রিকলা, নিম, পটোলপাতা, গুণক ও বাসকছাল মিলিত ১/২ সের জল ১/৮ সের, শেষ ১/২ সের, একমাস নুতন যুৎপাত্রে যুৎপাকি রাখিবে। পক্ষাৎ চিকিৎসা অসিষ্ট গ্রহণ করিবে। মাত্রা ১০ হইতে ৪০ তোলা। অমুণান—শীতল জল। ইহা রোমাণী ও মহরীনাশক।

সেমাধিক মহরীতে অষ্টাঙ্গাবলেন্দের কবচাশ্রয় (আনা রস সহ) এবং পক্ষতিস্ত্রু যত পানিব ব্যবস্থা আছে। ইহাতে ধুনা এবং অজানা যুগন্ধি দ্রব্যের যুগ্ম প্রবেশ হিতকর।

পথ্যাপথ্য। মৎস্ত, মাংস, কাল, তর, তৈল, কার, ত্রেদি দ্রব্য ইত্যাদি অপথ্য। হেলাকা, উচ্ছেপাতা, উচ্ছে, পটোল, পলতা, নিমপাতা, বেড়াগ্র, মহরীভ ভাগ ইত্যাদি, পথ্য।

ক্ষুদ্ররোগ চিকিৎসা।

ক্ষুদ্ররোগ অনেক প্রকার। তন্মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় কয়েকটি ভিন্ন অস্ত্রগুলির চিকিৎসা লিখিত হইল না।

অথ চিঙ্গ (আজুলহাড়া) চিকিৎসা।

লৌহ পাতে হরিদ্রাস বরস দ্বারা হরিতকী বর্ষণ করিয়া চিঙ্গ স্থানে বার ২ প্রলেপ দিবে। ইহাতে রোগ প্রশমিত না হইলে বেঙেনা তিতর পরিমিত ছিঁর করিয়া উহার মধ্যে রুগ আজুলী প্রবেশ করাইয়া রাখিবে।

যুবনে পিড়কা চিকিৎসা।

প্রাথমিকঃ ইহা যুবকদিগের যুখে জন্মিয়া থাকে। সাধারণে ইহাকে বয়োত্রণ বলিয়া থাকেন। গোবোচনা ও মরিচ একত্র পেষণ করিয়া অথবা বেতমর্ষণ, বচ, লোধ ও সৈন্ধব একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে এই রোগ আরোগ্য হয়। বাহ্যিক বোবনারভে অভ্যন্তরূপে ক্ষত ব্যস্ত করে তালসিগেরই অধিক পরিমাণে এই রোগ ঘুট্ট হয়। শাখলী কণ্টক দ্বন্দ্ব দ্বারা পেষণ করিয়া তদ্বারা অথবা মহুরের ভাগ দ্বন্দ্ব দ্বারা পেষণ করিয়া কিকিৎ যুত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে এই রোগ আরোগ্য হয় এবং যুখ কান্তিযুক্ত হয়।

কুক্কুমাদ্য তৈল।

তিল তৈল ১/২ সের, কাথার্ব—রক্তচন্দন, লাক্ষা, মজিষ্ঠা, বটিমধু, কলিরাকাঠ, বেণাহুল, পদ্মকাঠ, নীলোৎপল, বটেরকুড়ি, পাকুড় গাছের তলা, পদ্মকেশর, হশমূল প্রত্যেক ৮ তোলা, জল ১৬ সের, শেষ ১/৪ সের কথার্ব—মজিষ্ঠা, বটিমধু, লাক্ষা, রক্তচন্দন, যোফুল, (অভাবে—বটিমধু) প্রত্যেক ২ তোলা, ছাগ ছত্র ১/১ সের। ইহাতে, ৮ তোলা কুক্কুম মিশাইয়া রাখিবে। এই তৈল মালিশ করিলে মুখের নানাবিধ ত্রণ নীলিকা, যেচেতা প্রভৃতি অযোগ্য হয় এবং মুখমণ্ডল পরস্রমণীর কাঙ্ক্ষিত হয়। এই রোগে আভ্যন্তরীণ ঔষধ প্রয়োগ আবশ্যক হইলে মালিক্য রস বা অম্মতাক্কুম স্রুতি ব্যবহার করিবে।

অম্মতাক্কুম স্রুতি।

পারদ গন্ধক, লৌহ, অভ্র বিব, নিলাজতু প্রত্যেক সমভাগ, শুলকের রসে মাড়িয়া ১ বতি বটা করিবে। ইহা আমলকী রস সহ লেব্য। ইহা দ্বারা নানাবিধ কুসরোগ, জীর্ণজর ও প্রমেহ আরোগ্য হয়।

স্রুজসিদ্ধু বা স্রুজসিদ্ধু বধাযোগ্য অম্মতাক্কুম কুসরোগে ব্যবহৃত হইতে পারে; কিন্তু এই রোগে তৈল ঔষধই শ্রেষ্ঠ।

নীলকা গ্রাছ ও ব্যঙ্গ চিকিৎসা।

উক্ত কুক্কুমাদ্য তৈল এই রোগত্রয়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ। বটগজ এবং মন্থর একত্র বাটরা প্রলেপ দিলে এই রোগত্রয় আরোগ্য হয়। জায়কল বাটরা প্রলেপ দিলেও কল লাভ হয়।

হরিত্রাদ্য তৈল।

তৈল ১/৪ সের, কথার্ব—হরিত্রা, দাক্‌হরিত্রা, বটিমধু, কালিরাকাঠ, রক্তচন্দন, পুণ্ডুরিকা কাঠ, মজিষ্ঠা, পদ্ম, পদ্মকাঠ, কুক্কুম, কয়েক বেলের পাতা, পাকুড়পাতা, বটপাতা বালাপাতা মিলিত ১/১ সের, ছত্র ১/৪ সের, জল ১৬ সের, ইহার অভ্যঙ্গে জটুল, (জট) নীলিকা, ব্যঙ্গ, তিল ও মুখত্রণ নষ্ট হয়। ইহাতে আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া কলকারিণী নহে।

অথ ইন্দ্রলুপ্ত (টাকু) চিকিৎসা।

ইহা প্রায়শঃ অধিক চিন্তাশীল ব্যক্তির হস্তিতার উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এই ব্যাধি খাঙ্গনিভ। ইহাতে শিথিল শীতল - বধ প্রযোজ্য। বধন বেশ সমুদ পতিত

হইতে পাককর এবং মজিক গরম বেশি হয় তখন মতকমুত্তন করিয়া আমলকী এবং আমের অম্লময় মজা একত্র সেবন করিয়া মাথায় প্রলেপ দিবে। গজপুটে ভয়ীকৃত হকিও ও ছায়ুনাভন একত্র সমভাগে ছাগী চুই ছাগা সেবন করিয়া মাথায় প্রলেপ দিলে বেশ উপকার হয়।

শালত্যান্য তৈল।

তৈল ১৪ সের। বজার্ধ—ভাভীপত্র, করবীর মূলের ছাল, শোধিত চিতে মূল ও ডহরকরবীণ মিলিত ১১ সের, তল ১৬ সের। ইহাতে বেশ অধুরিত হয়।

চন্দনাদ্য তৈল।

তৈল ১৪ সের, পাভার্ধ—ভূদরাজ রস ১৬ সের, বজার্ধ—রক্তচন্দন, বটিমধু, বর্ষাশূল, ত্রিফলা, নীলোৎপল, ত্রিায়ু, মৃণাল, বটাবরোহ, গুলক, লৌহভঙ্গ, ভূতকেশী, অনন্তমূল ও শানাদাতা মিলিত ১১ সের। এই তৈল যুগ্ম অগ্নিতে পাক করিবে। ইহাতে বেশ অধুরিত, ঘনকৃষ্ণিত, দৃঢ়মূল, রক্ত ও দ্রিষ্ট হয়। ইহার নস্ত্রে অব্যাক পকতা আরোগ্য হয়। ইহাই বেশের উৎকৃষ্ট তৈল।

অথ পলিত চিকিৎসা।

মহানীল তৈল।

বজার্ধ—হাড়হুড়ে মূল, নীলকিণ্টী মূল, তুণসীপত্র, কৃষ্ণশোণের মূল, ভূদরাজ, কাকমাচী, বটিমধু, দেবদার প্রত্যেক ১০ পল, পিপুল, ত্রিফলা, রসাক্তন, গুণ্ডরিয়াফল, মজিষ্ঠা, লোধ, হৃষীকাক, নীলোৎপল, আমের অম্লির শাঁস, পয়সুপের কৃষ্ণবর্ণ স্কন্ধিতল স্তম্ভিকা, মৃণাল, রক্তচন্দন, বননীল মূল, ভল্লভটক মজা, (অভাবে রক্তচন্দন) ছীরাশূল, কাঠ-মল্লিকা মূল, গোমরাচী, গীতলাল, কাল দোহ ভঙ্গ, কৃষ্ণহুড়াপুল, মদন ফল, কৃষ্ণপুল, চিতে মূল, অর্জুন মূল, গাঙ্গারী মূল, আমকল, জামকল প্রত্যেক ৫ পল, বহেড়ার তৈল ১৬ সের, (বহেড়ার তৈলের অভ্যন্তর অভাবে হইলে বহেড়ার ছাল ৬৪ সের এবং কৃষ্ণ তিল তৈল ১৬ সের গ্রহণ করিবে)। পাভার্ধ—আমলকীর রস (অভাবে ছাধ) ৬৪ সের, শেষ পাভার্ধ তল ৬৪ সের। লৌহপাক্রে যথারীতি পাক করিবে। ইহা ছায়া পলিত বেশ অচিরে কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং শিরোরোগ আরোগ্য হয়। চন্দনাদ্য তৈল ও ভূদরাজ তৈল পলিত রোগে ব্যবহৃত হইতে পারে।

অরুণধিক (খুম্বিক) চিকিৎসা।

পুষ্কাতন থইল গোবুধে সেবন করিয়া প্রলেপ দিলে অথবা কুড় ঝৈল ভাজিয়া মূল করস্তা তৈলসহ সিঁদাইয়া মাথায় মালিশ করিলে অরুণধিকা নষ্ট হয়।

হস্তিভাদ্য তৈল।

হরিদ্রা, দাক্ষহরিদ্রা, চিরতা, ত্রিফলা, নিম, রক্তচন্দন মিশ্রিত ১১ সের, তৈল ১৪ সের, জল ১৬ সের। ইহা মালিণে অরুণী নষ্ট হয়। পানহর্ষ বা পানদাহে নাগকেশর চূর্ণ পতথোত দ্বত দ্বারা সেখন করিয়া প্রলেপ দিবে।

শয্যামূত্র চিকিৎসা।

সারংকালে, তেলাকুটামূত্রের ২৯ ২ তোলা, একসিকি চিনিমহ পান করিলে শয্যামূত্র আরোগ্য হয়।

দন্ত, জিহ্বা, নাসা ও কর্ণরোগের সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা।

খাদিরাদি বটী। (দন্তরোগে)

খদিরকাষ্ঠ ১২৯ সের, জল ৬৪ সের, শেব ১৮ সের, ইহাতে জৈত্রী, কর্পূর, গুপারিচূর্ণ, কঁকলা, জায়ফল প্রত্যেক ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া ৬ রতি বটী করিবে। ইহা মুখে ধারণ করিলে দন্তরোগ, জিহ্বরোগ ও তালুরোগ আরোগ্য হয়।

দশনকান্তিচূর্ণ।

গচা গুপারি ভস্ম ১০ তোলা, হরীতকী ৩২ ২ তোলা, মাজুফসচূর্ণ, কর্পূর, ফিটকারী, দাক্ষিচিনি, লবঙ্গ, রেউচিনি প্রত্যেক ১০ তোলা মিশ্রিত করিয়া রাখিবে।

দন্তসংস্কার চূর্ণ।

গুঠ, হরীতকী, মূতা, খদিরকাষ্ঠ, কর্পূর, গুপারিভস্ম, মরিচ, লবঙ্গ, দাক্ষিচিনি প্রত্যেক সমভাগ, সর্বসম কুলখজ্বিচূর্ণ। এই চূর্ণ ব্যবহার করিলে দাঁতীয় দন্তরোগ ও মুখরোগ আরোগ্য হয়।

সহকারী বটী।

আমছাল ১২৯ সের, নিমছাল ১২৯ সের, খদিরকাষ্ঠ ১২৯ সের, অশনছাল ১২৯ সের, প্রত্যেক জব্যে ৬৪ সের জল দিয়া পাক করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া গুণক ২ কাণ করিবে। পরে ৪ কাণ একত্র করিয়া পুনর্বার পাকে চাপাইবে। কাণ ঘন হইলে হেতচন্দন, রক্তচন্দন, বালা, সেবিষাটী, লবঙ্গ, খাইকুল, হরিদ্রা, দাক্ষহরিদ্রা, লোধ,

কারকস, ক্রামণিতা, দারুচিনি, জয়াতি, তেজপাত, নাগকেশব, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বটের ফুল, মক্তিকা, জটামাংগী, মৃত্যু, হিটলবণ, ত্রিকটু, লৌহ, কপূর প্রত্যেক ৮ তোলা প্রত্যেক দিগ্না নাশাইয়া তাহ রুতি বটী করিবে। ইহা মুখে ধারণ করিলে কঠ, জিহ্বা, দন্ত ও তালুর ক্ষতাদি আরোগ্য হয় এবং দস্তের বিন্যাস, মুখে রুচি ও শৃংখল উৎপন্ন হয়।

বকুলোদ্য তৈল।

তৈল ৮ সের জাখার্ব—বকুলফল, লৌহ, হাড়বোড়া, নীলসিঁড়ী মৌসাল পত্র, বাবলাছাল, শালছাল, শুভে বাবলা ছাল ও অশ্বনাছাল মিশ্রিত ১১০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কধার্ব—জাখা হ্রদা মিশ্রিত ১১ সের। এই তৈল মুখে ধারণ করিলে দস্তের স্থিরতা আছে এবং চক্ষুদগ্ধ স্থির হয়।

জিহ্বা কটকাঁকীণ হইলে সুখেশ্বর-তনিসুন্দরীচূর্ণ ব্যবহার করিবে। এই রোগ প্রাণ্য শীতবালে হইতে দেখা যায়।

সুখেশ্বর-তনিসুন্দরীচূর্ণ।

হরিভাগ ২ তোলা, মনশিলা ১ তোলা, স্বর্গদাম্বুর (অতাবে রতসিন্দুর) ১ তোলা, এই চূর্ণ জিহ্বার ঘর্ষণ করিবে। ইহাতে অত্যন্ত লাল নিঃসৃত হইয়া ব্যাধি আরোগ্য হয়।

জিহ্বার দ্রুত মালিশ করিলে অথবা ছড়ের কবল করিলে কিম্বা দর্শাশু চূর্ণ ও দ্রুত সেবন করিলে ইহা প্রশমিত হয়। জিহ্বার ক্ষত হইলে তেড়ার ছড়ের কবলে ইহা আরোগ্য হয়। দোহাগাপই ও মধু একত্রে মাড়িয়া লাগাইলে বাসকদের শৃংখল আরোগ্য হয়।

বকুলছালের অর্দ্ধশতভাগে ফিটকারী মিশাইয়া পরম ২ কবল করিলে নানাপ্রকার দস্তগত, জিহ্বা ও তালুগত রোগ আরোগ্য হয়। মুখ রোগে বাতরক্তের ভার পথ্যাপথ্য জানিবে। ইহাতে ককজনক জিহ্বা অহিতকর।

৫ অথ নাসারোগ চিকিৎসা।

চিত্রক হরীতকী।

শোধিত রক্তচিতেনুল, আমলকী, গুলফ ও দশমূল প্রত্যেক হ্রদা ১২০ সের, ৬৪ সের জলে ইহাদের পৃথক ২ জাখ করিবে, পরে সমস্ত কাথ একত্র করিয়া তাহাতে ১২০ সের শুদ্ধ গুলিয়া ঢাকিয়া লইবে। তৎপর তাহাতে ৮ সের হরীতকী চূর্ণ মিশাইয়া পুনরায়

পাকৈ চাণাইয়ে এবং দ্ব্যনুত হইলে ত্রিকটু ও ত্রিফলক মিলিত ১২ পল ও ব্যবহার
৪ তোলা শিখাইয়া নানাইবে। মাত্রা ১০—৪০ তোলা, গরমজল সহ সেব্য। এই ঔষধ
মধু দ্বারা মাড়িয়া ও ব্যবহার করা যায়। ইহা নাসারোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ, বিশেষতঃ
পীনসরোগে বিশিষ্ট ফলপ্রসূ।

নাসান্যস্তি।

নিম্বক বিহবীক ৮/০ আনা, লবঙ্গ চূর্ণ ৮/০, হেতধূপ ১ তোলা, কাণজ, বর্ষি করিয়া
ধূমান করিবে। ইহাতে নাসা ও গলকত আরোগ্য হয়।

ন্যোস্তানি শুড়িকা। (বাস্তসম্বন্ধে)

ত্রিকটু, চিত্তমূল, তালীশপত্র, পুরাতন তেঁতুল, অগ্নবেৎস, চই, জীরে প্রত্যেক ১
তোলা, এশাচি, দারুচিনি, তেজপাত প্রত্যেক ১০ সিকি, পুরাতন শুড় সজ্জচূর্ণময়।
একত্র মাড়িয়া ১২ রাত্ৰি বটী করিবে। এই ঔষধ গরম জল সহ সেব্য। ইহা পীনস,
দ্ব্যস ও কাস নির্ণাবক।

ন্যোস্তানি শুড়িকা। (বাস্তসম্বন্ধে)

ত্রিকটু হটতে জীরে প্ৰগ্যত্ব প্রতিদ্রব্য ২ পল, এশাচি, দারুচিনি, তেজপাত প্রত্যেক
৪ তোলা, পুরাতন শুড় ৫০ পল। প্রথমতঃ শুড় পাক করিয়া পচাৎ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া
মোমকাঁকারে পাক করিবে। মাত্রা ১০ সিকি, গরমজল সহ সেব্য। ইহা পূর্ববৎ
ফলদায়ক।

বক্ষ্যাদিকারোক্ত সর্পিভুক্ত পতঙ্গীনসে প্রয়োগ করা যায়। ইহা সানিত বৃহৎ
পতঙ্গুলের কাণ পামেও পীনস আরোগ্য হয়।

পাঠাদি তৈল। (পতঙ্গীনসে)

কটুতৈল ১/১ সের, কক্কার্ধ—আকনাদিপাতা, করিজাবর, মুর্কীমূল, পিপুল, জাতিপাতা
ও দহীমূল মিলিত ১/১ পোয়া, পাকার্ধ জল ১/৪ সের—ইহার নস্ত গ্রহণ করিবে। ইহা
বাতাদিক অবস্থার ফলপ্রসূ।

অ্যাত্র্যাতৈল (পুতিন্তে)

কটুতৈল ১/১ সের, পাকার্ধ—জল ১/৪ সের, কক্কার্ধ—কটকারী, দহীমূল, বচ,
সজিনাছাল, নিসিন্দা, ত্রিকটু, সৈন্ধব মিলিত ১/১ পোয়া। ইহার নস্ত গ্রহণ করিবে।

শিঙ্গাতৈল।

কটুতৈল ১/১ সের, জল ১/৪ সের। কক্কার্ধ—সজিনাবীজ, দহীবীজ, বৃহতীবীজ,
ত্রিকটু, সৈন্ধব মিলিত ১/১ পোয়া, বিবপত্র ১/৪ সের। ইহার নস্তে পুতিন্তে আরোগ্য
হয়।

কর্ণনিত্তাদিতুল্য ।

ইন্দ্রধনু, হিং মরিচ, লাক্ষা, তুলানী, কটকল, কুড়, বচ, সজিনাছাল, বিড়ক ইহাদের মত প্রথমে পুত্তিন্ত, পীনস ও প্রতিজ্ঞায় ব্যবহাৰ্য্য হয় । ইহার পান্যাপান্য পূর্ববৎ ।

অথ কর্ণরোগ চিকিৎসা ।

এই রোগে কর্ণে তৈল পূরণ অধান করা । বাত সৈন্থিক কর্ণবোগে অহ্নী-সেহ্নীলিলোন্স প্রয়োগ করিবে । সাধারণতঃ উর্দ্ধভাগত রোগ মাঝেই প্রায়শঃ বাত সৈন্থ প্রধান হইয়া থাকে, কারণ ঐ কর্ণুলের উর্দ্ধভাগ সৈন্থের প্রধান স্থান । এই অস্ত্র যুগ রোগ মাঝেই অহ্নীসেহ্নীলিলোন্স, ককচিপ্রাঅণি প্রভৃতি বাতসৈন্থ নাসিক ঔষধ প্রযুক্ত হইয়া থাকে ।

কর্ণনাদ—বাতপ্রধান, বাধিষ্ঠ বাতককজ হইয়া থাকে ।

ক্ষান্ততৈল । (কর্ণনাদাদিতে)

তৈল ৮ সের, মধু ১৬ সের, টাবালোর রস ১৬ সের, কদলীর রস ১৬ সের ।
কর্কার্ধ—বাণার ক্ষাব, মূলারক্ষাব, শুঠেরক্ষার, শোধিত হিং, শুঠ, শুলফা, বচ, কুড়, বেব-
লার্ক, সজিনাছাল, রসাজন, সচল লবণ, ববক্ষার, মাচিকার, সান্তারিলবণ, সৈন্ধব, তুর্জ-
গজ, বিটলবণ, মৃত্তা ও পিপ্পলমূল, মিলিত ১ সের । ইহাধারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণনাদ,
বাধিষ্ঠ, পুংস্রাব প্রভৃতি কর্ণরোগ অচিরে আবোগ্য হয় ।

অধুশুস্ত প্রস্তুত প্রণালী । যথা—জয়ীর রস ৩২ পল, পিপ্পলমূল ৪
পল, মধু ৮ পল, নুতন যুংপাজে রাখিয়া যুগ বন্ধ করিয়া ১ মাস ধানের ক্ষণে রাখিয়া
পশ্চাৎ ছাঁকিয়া লইবে ।

আকন্দের পত্রপত্র প্রত্যন্ত করিয়া আগুনে কলসাইয়া রস বাহির করতঃ গরম ২
কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল সত্ত্বর প্রশমিত হয় ।

ক্লেশবাহি কর্ণশূলে সৈন্ধব প্রক্ষিপ্ত ছাগমূত্র কর্ণে পূরণ করিলে ।

শস্ত্রকাদিতৈল ।

কট্টকৈল ৮ সের, শস্ত্রকমাংস ৮ সের, শুভ্রার রস ৮ সের, ছাগমূত্র ৮ সের,
মশমূল কাথ ৮ সের, ভুজরাজ রস ৮ সের কর্কার্ধ—গজক, হরিভাল করকচ লবণ,
সোহাগাখট, রত্নন, সোমবালী, হিং, এলাচিবীজ প্রত্যেক ২ তোলা । এই তৈল কর্ণে
পূরণ করিলে কাণ পাকা আবোগ্য হয় ।

কর্ণনাদে কট্টকৈল পূরণ হিতকর । বাতপ্রধান বাধিষ্ঠ এবং কর্ণনাদাদিতে বাত-
ব্যাদির আকৃতিলাদির শুল্কন হিতজনক । বাতসৈন্থিক কর্ণরোগে বা ক্লেশ

বাহিকর্ণরোগে, শিরোরোগে বক্ষাঘাৎ হৃৎস্পন্দশূন্য তৈল পূরণ কলপ্রদ।
বাতপ্রধান বা পিত্তপ্রধান কর্ণনাশাদিতে বাতব্যাদির চিহ্নানুসারে রস বাতহার
করা যায়। বাতপ্রধান কর্ণরোগে বিশেষতঃ বাধিষ্ঠ্যে মৈথুন ও কঙ্কাদি সেবন একে
বারে নিষিদ্ধ।

দশমুন্ডতৈল। (বাধিষ্ঠ্যে)

তৈল ১৪ সের, বশমুন্ডের ক্ষাণ্ড ১৬ সের, দশমুন্ডের কঙ্ক ১১ সের। মাগতী ফুলের
পাতার রস যথ্য জ্বা কবিয়া অথবা গোমুন্ড যুক্ত করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে পুতিকর্ণ
আরোগ্য হয়।

চবিত্তাল গোমুন্ডে খসিয়া কর্ণ পূরণ করিলেও উক্ত পুতিকর্ণে উপকার হয়।

শুদ্ধ পশপতি নিখল চূর্ণ করিয়া হুংকাব দ্বারা কর্ণে প্রবেশ করাষ্টয়া দিলেও
পুতিকর্ণ, পুয়কর্ণ ও তক্ষনিত বেদনার শান্তি হয়।

বিস্মতৈল। (বাতকফাধিক বাধিষ্ঠ্যে)

তৈল ১৪ সের, গোমুন্ড পিষ্টবেগ তুঁঠ ১১ সের, ছাগগুহ্ম ১৬ সের। ইহাতে বাধিষ্ঠ
আরোগ্য হয়।

শশুকাদ্যতৈল। (কর্ণনালীতে)

তৈল ১৪ সের, শশুকবাংসের কঙ্ক ১১ সের, জল ১৬ সের।

শুস্তুরাদ্যতৈল। (কীটযুক্ত কর্ণনালীতে)

হরিদ্রা, গন্ধক, প্রত্যেক ৮ তোলা, ধুতুরাপাতার রস ১৪ সের, তৈল ১১ সের।
ধুতুর রস সাধিত দশমুন্ডের তৈলে পূরণেও এই নালী আরোগ্য হয়।

রসাজন নারীহৃদে ধবিয়া যথ্যুত করতঃ কর্ণে পূরণ করিলে পুতিকর্ণ প্রশমিত হয়।

কুষ্ঠাদ্যতৈল। (পুতিকর্ণে)

তৈল ১৪ সের, ছাগমুন্ড ১৬ সের, কঙ্কার্থ—কুড়, হিং, বচ, দেবদারু, শুলফা, তুঁঠ ও
মৈষধ মিলিত ১১ সের। পথ্যাদি পূর্ববৎ।

অথ নেত্ররোগ চিকিৎসা।

নেত্ররোগ বহুসংখ্যক এবং ইহার চিকিৎসাও কঠিন। এখানে অত্যাধিকার
কয়েকটি নেত্ররোগের চিকিৎসা লিখিত হইল।

অভিস্রাব্য চিকিৎসা। (চক্ষুঃউষ্ণ)

পাকা আমলকীর রস চক্ষুতে পূরণ করিলে অথবা দারীরসাজন তত্ত্ব হৃদে ধবিয়া
চক্ষুতে পূরণ করিলে অভিস্রাব্য আরোগ্য হয়।

বৈদ্য, প্রাণেশ, ত্রিফলা, চক্ষুঃ মূত্র, দিন চক্ষুর লভন এই কয়েকটা অস্ত্রিকার
আম পরিপাক ও অধিকাংশ চক্ষুরোগের ব্যবহার্য হইতে পারে ।

চক্ষুরোগঃ—উদরাময়, প্রতিজ্ঞা, (মর্দি) জ্বর, (নব) ও জ্বর এই কয়েকটা রোগে
মঙ্গল অস্ত্রিকার মলপ্রদ । প্রায়শঃ ৪ দিন লভন দিনেই ইহারা আরোগ্য বা প্রশমিত
হইয়া থাকে ।

অত্যন্ত বেদনা, শোথ, বক্ত্রিমা, পৃষ্ঠীবিদ্ধক বেদনা, শূল ও অঙ্গমোক্ষ এই
কয়েকটা আঘাতিত অস্ত্রিকার লক্ষণ । আঘাতিত চক্ষুরোগে অঙন, ঘৃতপান, কপার
পান, গুরুভোজন এবং স্নান পরিত্যাগ করিবে । ইহাতে মংজ, অন্ন ও কফবদ্ধক জ্বর
একান্ত অহিতকর ।

বাতপ্রদান চক্ষুরোগ—অম্বোক্ষ জিহ্বাধারা, পিত্তপ্রদান—মুহুর্নীতল জিহ্বাধারা
ককপ্রদান—তীক্ষ্ণ উষ্ণ ও কক জিহ্বাধারা প্রশমিত হয় । অধিকাংশ রোগেই এই বিধি
অবলম্বনীয় । চক্ষুরোগ উর্দ্ধকরণতঃহেতু এবং শ্লেষ্মাক্রিমণীল বেতু ইহাতে, অধিকাংশ
হলেই বাতশ্রেষ্মানশক জিহ্বা উপকার হইয়া থাকে এবং এই জন্তই অম্বোক্ষ-জিহ্বা
বিলোম প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় ।

লোথ, ত্রিফলা, যক্ষীমধু, মূত্রা ইহাদিগকে দ্বৈব পিষ্ট করিয়া ১ তাপের সমান তিনি
মহ মুহুর্নীতল নির্মল জলধারা কাচ বা প্রস্তব পাत्रে পূর্ণদিন রাখে ভিজাইয়া রাখিবে ।
পর দিন প্রাতঃকালে ছাঁকিয়া উহাতে ১ পানি পরিষ্কার পাতলা কাপড় ভিজাইয়া দ্বৈব
নিভুড়াইয়া তদ্বারা সর্বনা চক্ষু আবৃত রাখিবে যেন চক্ষু আর্দ্র থাকে । ৩৪ দিন এইরূপ
করিলে অস্ত্রিকার আরোগ্য হয় ; কিন্তু ইহা আঘাতিত চক্ষুতে প্রযোজ্য নহে ।

সর্ববিধ অস্ত্রিকার সকল অবত্যাতেই বিজ্ঞান উপকারী । ইহা সিদ্ধ ফল ।

বিজ্ঞান । (অস্ত্রিকার)

বজ্রপুতবিধগতঃ ১০ তোলা, দৈর্ঘ্য ২ হস্তি, বৃত্ত ৪ বিম্ব, এই সকল জ্বর্য তাম্র পাत्रে
মেষ্টে কড়িধারা যে পর্যন্ত ঘন না হয় তাৎৎ খর্বণ করিবে । তৎপর খুঁটের আস্তনে ঘূষিত
করিয়া এবং নারী হস্তে তরণ করিয়া চক্ষুঃপূরণ করিবে ।

ত্রিফলা চক্ষুরোগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ । ইহাধারা নানারূপ করনা
করা হইতে পারে ।

স্বাস্থ্যমধু দৃষ্টিপ্রসাদক এবং প্রভায়ে চক্ষুরোগ নাশক ।

দাক্ষীণ্যস্নানোক্তন চক্ষুর অত্যন্ত হিতকর । দাক্ষিণ্যের ঘনীভূত কাষ ধারা যে
মঙ্গল প্রসূত হয় তাহাকেই দাক্ষীণ্যস্নানোক্তন কহে । ইহা চক্ষুর মল নিঃসারক ও
দৃষ্টিপ্রসাদক ।

পুণ্ডরিক পুণ্ড চক্ষুরোগের পরমহিতসাধক ; স্তত্রাং চক্ষুরোগের স্তত্র পাক করিতে
পুণ্ডরিক পুণ্ড ব্যবহার করিবে ।

শুক্ররোগ প্রসঙ্গ

ত্রিকলা, পলতা, নিম, বাসকছাল ইহাদের কাথে ১০ তোলা শুগুন্ডু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অতিশয়, শোথ, চক্ষুশূল ও কর্ণ পাক্য আরোগ্য হয়।

অভিঘাত, কাটিপতন বা সূর্যদর্শনাদি আগন্তকারণে চক্ষু অতিহত হইলে বস্তোয়া দ্বারা চক্ষুতে শ্বেদ দিবে এবং তাহাতে অকৃতকার্য হইলে নারীহস্ত বা ত্রিকলার দ্বিত কথায় দ্বারা চক্ষুপূরণ করিবে।

অথ শুক্ররোগ চিকিৎসা।

সুখাবর্তী বস্তি।

নিম্বলীফল, শম্বভঙ্গ, ত্রিকটু, সৈন্ধব, চিনি, সমুদ্রকেন, রসায়ন, মধু, বিড়ম্ব, মনঃশিলা এবং কুকুটাদির খোলা সমভাগে পেষণ করিয়া বস্তি প্রস্তুত করিবে। উৎকৃষ্ট মধু সহ মাড়িয়া পারসার পালক দ্বারা চক্ষুতে লাগাইবে। ইহাতে শুক্র, কাচ, কণ্ডু, রুদ পটল, ও তিমির আরোগ্য হয়। ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পটোলান্য স্তূত।

স্তূত ১৫ সের, কাথার্থ—পলতা, কটকী, দারুহরিদ্রা, নিমছাল, বাসকমূলের ছাল, ত্রিকলা, দুগলতা, ক্ষেতপাপড়া, বলাড়মুর প্রত্যেক ৮ তোলা, আমলকী ১২ সের, জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের। কছাৰ্ধ—চিরতা, ইন্দ্রব, মুতা, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, পিপুল মিশ্রিত ১১ সের, ইহা পান করিলে স্রবণ ও অরবণ শুক্র আরোগ্য হয়। ইহা চক্ষুর হিতকর।

অথ তিমির চিকিৎসা।

চন্দ্রোদয়া বস্তিঃ।

হরীতকী, বচ, ফুড়, মরিচ, পিপুল, বহেড়ামজা, শম্বনাতি, মনঃশিলা ছাপছাচে পেষণ করিয়া বস্তিঃ করিবে। পূর্ববৎ ব্যবহার্য। ইহা পূর্ববৎ গুণকর। বিশেষতঃ রাত্যাক্ততা, পুল ও অধিমাংস নাশক। ইহা স্নেহাধিক তিমির নাশক। পিত্তাধিক তিমিরে সুখাবর্তী বস্তিঃ ব্যবহার্য।

কুমারিকা বস্তিঃ।

ভিলপুল ৮০টী, পিপুলের দানা ৬০টী, কাতিপুল ৫০টী, মরিচ ১৬টী একত্র জলদ্বারা পেষণ করতঃ বস্তি করিবে। এই বস্তি পূর্ববৎ ব্যবহার্য। ইহা বাতপ্রধান তিমির নাশক। বাবতীয় অতিশয় রোগের শেষ অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

চন্দ্রপ্রভা নীতিঃ।

রসাক্ষন, মজিনাবীজ, পিণ্ডুল, যষ্টিমধু, বেতবেড়েন্দ্রা, শমনাতি ও যমঃশিলা ছাগ্রহকে পেষণ করতঃ বর্জি করিয়া ছায়ার শুকাইয়া লইবে। পূর্ববৎ ব্যবহার্য। ইহা চন্দ্রপ্রভা নামক ঔষধ বিশিষ্ট, বিশেষতঃ কৰ্কশুদ, রক্তরাগিকা ও আক্যানাশক।

মরিচ—যদি ছাড়া পেষণ করিয়া অগ্নন দিলে অথবা পানের সহিত ঘোনাকী পোকা খাইলে কিম্বা পুষ্টিমাহের কার দ্বারা অগ্নন দিলে রাত্যক্ষতা আরোগ্য হয়।

মহা ত্রিফলাদ্য যাত।

বৃত ১/৪ সের, ত্রিফলা কাথ ১/৪ সের, ভৃঙ্গরাজ রস ১/৪ সের, বাসক মূলের কাথ ১/৪ সের, শতভূগী রস ১/৪ সের, আমলকী কাথ ১/৪ সের, শুভক কাথ ১/৪ সের, ছাগ্রহ ১/৪ সের, কক্কার্ব—পিণ্ডুল, চিনি, জাফা, ত্রিফলা, নীলোৎপল, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী, শুভক, কটকারী মিলিত ১/১ সের। ইহাতে সর্পবিষ নেত্ররোগ আরোগ্য হয় ও দৃষ্টিশক্তি বর্ধিত হয়।

ত্রৈফল যাত।

ত্রিফলা, ত্রিকটু, জাফা, যষ্টিমধু, কটকী, পুণ্ডরিয়া কাঠ, ছোট এলাচি, বিড়ক, নাগ-কেশর, নীলোৎপল, অননমূল, ভ্রামাভা, রক্তচন্দন, হরিদ্রাধর প্রত্যেক ২ তোলা, হুড় ১/৪ সের, ত্রিফলার কাথ ১২ সের, বৃত ১/৪ সের। এইদ্রুত পানে তিমির প্রভৃতি চক্ষুরোগ, ইন্দ্রলুপ্ত, অকালপকতা ও কেশপতন আরোগ্য হয়।

সপ্তাশ্বত লৌহ।

ত্রিফলাচূর্ণ, যষ্টিমধু ও লৌহভস্ম প্রত্যেক ১ তোলা, মধু ১ তোলা একত্র খল করিয়া পশ্চাৎ বৃত দ্বারা খল করিবে। এই ঔষধ ১/০ আনা মাত্রায় সারংকালে মধু ও বৃত সহ সেবন করিবে। ইহাতে তিমিরাদি নেত্ররোগ আরোগ্য হয়।

নব্রনাম্বত লৌহ।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাকড়াশুদী, বটী, রাগা, ভট্ট, জাফা, নীলোৎপল, কাকোলী, যষ্টিমধু, বেতবেড়েন্দ্রাশূল, কেশরাজ, কটকারী ও বৃহতী মিলিত ১ গল, লৌহ ৪ তোলা, অন্ন ৪ তোলা, ত্রিফলার কাথে ও ভৃঙ্গরাজের স্বরসে পৃথক ৭ বার তাবনা দিয়া কুলের প্রমাণ বটী করিবে। অহুপান—ত্রিফলাচূর্ণ ও মধু ইত্যাদি। ইহাতে বাবতীর নেত্ররোগ আরোগ্য হয়।

ককতশুল্কহরুতপ্তমু।

লৌহ, যষ্টিমধু, ত্রিফলা, পিণ্ডুল প্রত্যেক ১ তোলা, শুণ্ডমু সর্পসম, একত্র বাড়িয়া নিকি মাত্রায় বৃতমধু সহ সেবন করিবে। ইহাতে তিমির ও কাচ আরোগ্য হয়।

নেত্রাশ্মনিষ্কাশন ।

অন্ন, তাজ, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, রসায়ন, আত্মাঙ্গা পঙ্কক প্রত্যেক ১ পল, ত্রিফলা ও জ্বরাজ রস পুঙ্ক ৭ বার ভাবনা দিয়া তাহাতে সিংলুল, বটিমধু, ছোট এলাচি, পুনর্নবা, দেবদার, আকনাদি, জ্বরাজ, শর্টী, বচ, নীলোৎপল, রক্তচন্দন প্রত্যেক চূর্ণ ১০ আনা মিশাইয়া মধু ও জ্বরাজা লৌহপাণ্ডে লৌহ চতুদ্বারা মর্দন করিয়া ১০ আনা পরিমাণ বটী করিবে । এই ঔষধ উষ্ণজল সহ সেব্য । ইহা দ্বারা রাসায়কতা, তিমির, অভিমুখ প্রভৃতি আরোগ্য হয় ।

নেত্রোগে চন্দ্রোদয়াশ্রিত্তি তাহা এই বিশেষ হিতকর । আচ্যন্তর দোষ প্রশমনার্থ বিবেচনা পূর্বক এই সমস্ত ঔষধ অথবা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিবে । দৃষ্টিশক্তির অল্পতায় প্রভুই শ্রেষ্ঠ । অনেক বঙ্গদেশীয় যোক হঠাৎ মৃত্যু ভোগ করিয়া চক্ষুরোগাক্রান্ত হইলেন । তাঁহারা খুঁত হুঁত ও মৃত্যু উপস্থিত পরিমাণ ব্যবহার করিলেই পুনঃ দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া থাকেন । শারীরিক শক্তির অল্পতাবশতঃ বাহ্যদের দর্শনেদ্রিয়ার শক্তি হ্রাস হইয়াছে, তাহারা মাংস, কই প্রভৃতি মৃত্ত ও ভাজল মাংস সেবন করিবেন ।

আক্ষিকানি বটী ।

স্বর্ণমাক্ষিক ১ তোলা, পারদ, পঙ্কক, অন্ন প্রত্যেক ১০ তোলা, বর্ণ ও মুক্তা প্রত্যেক ১০ সিকি, কাকমাচীর রসে ৩ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে । অনন্তর বটীগুলি পত্রপত্রে বেটন পূর্বক ধাতুমানির মধ্যে ৩ দিন রাখিবে । পক্ষাৎ বণাবোগ্য অস্থানে ব্যবহার করিবে ।

নেত্রবর্জিঃ ।

শোধিত তুতে ১ তোলা, কাঁচা গোহাগা ১ তোলা, সোরা ১ তোলা, অরিদ্বারা মূষা মধ্যে জ্বীকৃত করিয়া ১০ আনা কর্দম মিশাইবে, পরে শীতল হইলে বর্জি প্রস্তুত করিবে । ইহা অল্প মাংসের মেজে লাগাইলে নেত্রের বেদনা আত দূরীকৃত হয় ।

কক্ষিক বেদনাস্থিত নেত্রোগে ইহা ব্যবহার্য্য ; অভিমুখ ও ব্যবহৃত হইতে পারে । বর্জিমধ্যে চন্দ্রোদয়াশ্রিত্তি, সু-আক্ষিকা ও চন্দ্রপ্রভাবর্জি সর্বাশ্রোষ্টা ।

শাস্ত্র্য—স্বতপান, পঞ্চম পরিহৃত বাণা, মৃগেরবুধ, বব, কুঁকুট ও কঙ্কণ মাংস, রক্তন, পটোল, বেগুন, কাকরোল, করোলা, মোচা, কচ মূলা, জাফা, সৈন্ধব, তিকলা, নারীহুঁত, রক্তচন্দন, কর্দম, হুঁত, রোহিত মৎস্যের মাথা, শর্টীর মেটে ইত্যাদি ।

অমশাস্ত্র্য—কোথ, শোক, জীপলসর্গ, ক্রন্দন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, জ্বরবৎ দেখিবার দ্রুত দৃষ্টিবিকল, পান, স্বর্ণমাক্ষিক, রোক্ত উপভোগ, মূল ও মূষ উপভোগ, অন্ন, বহি, তরমুহ, অধিক জল পান, বিকট ভোজন, মজ পান, উষ্ণ ব্রহ্ম প্রভৃতি ।

অন্য শিরোরোগ চিকিৎসা।

এখান দ্বিবিধ মর্শের মধ্যে মস্তক অঙ্গতম। শিরঃ অর্থাৎ মস্তকের কুলাই (বেদনা) শিরোরোগ। বাহ্যতে এখান মর্শের বিকৃতি না হয় তাহা অবশ্য কর্তব্য। মর্শহানের ব্যাধিযােই কঠিন, কষ্টসাধ্য ও পরমায়ু করকর; সুতরাং এখান মর্শ রক্ষা করিবার জন্য সতত সচেত হওয়া কর্তব্য। শিরোরোগযােই বাতপ্রধান। পিত্তাধিক্য হইলে মস্তকে জ্বালা হয় এবং নাসিকা ও কর্ণ দ্বারা ধূম নির্গত হইতেছে বলিয়া ধোণ হয়। ককাদিক্যে মস্তক ভার যোগ হয় ও অফিগোলক ফুলিয়া উঠে।

কুড় ও এরক মূল কাঁজিসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতপ্রধান শিরোবেদনা আরোগ্য হয়।

মুচুকুন্দ ফুল কাঁজিপিষ্ট করিয়া প্রলেপ দিলেও ফল লাভ করা যায়। শত যৌত স্বতের অভ্যাস করিলে দাঁতাদি নষ্ট হয়, ইহা শিতপ্রধান শিরোরোগে প্রযুক্ত হয়।

তগরপাছকা, উৎপল, খেতচন্দন, কুড় একত্র পেষণ করিয়া দ্বত মিশ্রিত করতঃ প্রলেপ দিলে মস্তক বেদনা নিবারিত হয়। শিরোরোগে তৈলই শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

ষড়বিন্দু তৈল।

এরক মূল, তগরপাছকা, তুলকা, জীবন্তী, রাসা, সৈন্ধব, দাকচিনি, বিড়ল, যষ্টিমধু ভাঁঠ মিলিত ১/১ সের, কক্ষ তিল তৈল ১/৪ সের, হাগ ছত্র ১/৪ সের (গব্যছত্রও ব্যবহৃত হয়) ভুজরাজের স্বরস ১৬ সের। এই তৈলের ৬ বিন্দু প্রত্যেকবারে নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করিবে (নস্য লইবে)। এই জন্ত এই তৈলের নাম ষড়বিন্দু। ইহা বাত স্নেহ-প্রধান শিরোরোগের ঔষধ। ইহাতে কেশপতন, অকালপক্বতা ও দস্তের দিখিলতা নষ্ট হয়। অবস্থা বিশেষে এই তৈল মাথার বা ললাটপ্রান্তে মাশিষ করিতে পারা যায়।

দশমূলের কাখে ৮০ আনা দ্বত ও ৮০ আনা সৈন্ধব চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া মাসাপান করিলে অর্দ্ধাবভেদক, হৃদ্যাবর্ত ও অনন্তবাত আরোগ্য হয়।

বাত প্রধান বা বাতশিতপ্রধান শিরোরোগে বিষকু তৈল, নারায়ণ তৈল, অম্যান নারায়ণ তৈল প্রভৃতি ঔষধ ও আনন্তক হইলে চতুর্মুখ, স্বহৃৎ-বাত চিত্তামণি, সোাগোত্র স্কন্ড প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অনন্তমূল, নীলোৎপল, কুড় ও যষ্টিমধু কাঁজি দ্বারা পেষণ করিয়া দ্বত তৈল মিশ্রিত করতঃ জীবহৃৎ অবস্থায় প্রলেপ দিলে অর্দ্ধাবভেদক ও হৃদ্যাবর্ত প্রশমিত হয়।

যদি হৃদ্যাবর্ত বা অর্দ্ধাবভেদক বাতশিত প্রধান হয় তবে সশর্কর নারিকেল জলের বা সশর্কর সুশীতল জলের কিবা সশর্কর দ্বয়ের নাসাপান হিতকর।

এই রোগি (অর্থাৎ ভেদক ও হৃদ্যাবর্ত প্রিয়োষক হইলেও অর্থাৎ ভেদক প্রায়শঃ বাতজ বা বাতশ্লেষ্মজ এবং—হৃদ্যাবর্ত প্রায়শঃ বাতকফায়িক হয়।) বাতশ্লেষ্মান হইলে বাতবায়ি অধিকারের নিবন্ধন চৈতন্য বহুতি প্রয়োগ করিবে। সৌন্দর্য প্রাপ্য থাকিলে বাতিকুল জন পাত্তিত্তির ন্যূন হিতকর নহে।

শিরোরোগের মধ্যে শিরোজিত্তা, অজীবভেদক ও স্বর্ষাবর্ত প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়, ককর (বাতুকর অনিত) শিরোরোগও সচরাচর দেখা যায়। অনন্তবাত, শলক ও ক্রিমিজ শিরোরোগ প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় না। বায়ু স্থিতি তইয়া স্বর্ষ বা ককর সহজের অর্ধভাগ আক্রমণ করিলে তাহাকে ককরজিত্তাভেদক বা অধকপালে কহে। ইহাতে জ, রস, নেত্র ও ললাটে অসহ্য বেদনা হয়। যৌগী অন্ধকার ও নির্জন ভাষাবাদে। সুখার সময় অজীত হইলে বা কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে প্রায়শঃই এই পীড়া উপস্থিত হয়। বরক প্ররোগে অনেক সময় এই রোগের উপশম হয়। সাধারণতঃ রাজিতে এই বেদনার হ্রাস হইয়া থাকে।

স্বার্থ উন্নয়ের সঙ্গে সঙ্গে মাথার বেদনা আরম্ভ হইয়া বেলা যতই অধিক হইতে থাকে বেদনাও ততই বৃদ্ধি হয় আবার স্বার্থ অঙ্কের সঙ্গে সঙ্গে বেদনাও হ্রাস হইয়া থাকে। এইরূপ শিরোরোগকে স্বার্থান্বিত কহে।

বাণেশ্বরাধিক শিরোভিত্তাপ অর্ধাভেদক ও স্থগাবর্তে স্বহৃদশমূল তৈল
ও নিম্বোক্ত বা পুরোক্ত মহালক্ষ্মীবিলাস রস ব্যবহার করিবে।

... ব্রহ্মদশস্থানে তৈল ।

কটুঠৈল ১৪, কাঁধাৰ্ঘ—দশমূল প্রত্যেক ৫ পল, জল ৩৪ সের, শেব ১৩ সের, আদারস ১৪ সের, নিলিন্দারস ১৪ সের, কঙ্কাৰ্ঘ—পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিত্তেমূল, শুঠ, ত্রিকটু, জীবে, কৃষ্ণজীরে, খেতসর্গপ, নৈকব, বৎসার, তেউড়ী, হরিজা, দাবহরিজা প্রত্যেক ২ তোলা, পাকের জল ৮ সের : ইহা অভ্যাসে, নস্তে ও কর্ণ পূরণে প্রযোজ্য। ইহা দ্বারা অর্দ্ধাভেদক, হৃদ্যাবর্ত্ত, শৈথিল্য নিরোদ্ধিতাপ ও কর্ণরোগ আরোপ্য ইহ।

अहोमन्त्रो विनाम ।

শৌহ, অল, বিহ, হুতা, ত্রিকলা, শোধিত ধুতুরবীজ, শোধিত হুতনারকবীজ, সিদ্ধি-
বীজ প্রত্যেক সমভাগ, গোছুরবীজ ২ ভাগ, পিপুলমূল ১ ভাগ, হুতরপত্র রসে ভাবনা-
দ্বিধা ২ রুতি বটী করিবে। অল্পপান—আদারস ও মধু।

ସହାନୁଭୂତି ଦେଲ ।

কট্টকৈল ১৬ সের, কাখার্ব—দশমূল ১২৪ সের, জল ৬৪ সের, মেঘ ১৬ সের, ধূত্ৰাপত্রের
রস ১৬ সের, পৌড়ালেবুর রস ১৬ সের, জ্বাদারস, ১৬ সের, ককাৰ্ব—পিপুল, শুণক,

দক্ষিণাঙ্গী, তলুকা, পুনর্গণা, সজিনাছাল, শিপুল, কটকী, কলকীয়ে, কলকীয়ে, বেতগর্ষণ, বচ, শুভ, শিপুল, চিত্তমূল, শট, দেবদাক, বালা, রাসা, হুড়হুড়, কটফল, নিসিনা, চই, পেরিগাটী, শিপুলমূল, মুলান্ত, বনানী, ভীয়ে, কুড়, বনমথানী, কুড়দারক বীজ প্রত্যেক ৮ তোলা। ইহা ক্ষেদ্রাদিক শিরোরোগের ঔষধ। ইহা সূর্য্যবর্তে ও কক্ষসংগত বাতাদিক শিরোরোগে প্রযুক্ত।

দশমূল তৈল ।

ভিল তৈল ১৪ সের, দশমূলের কাষ ১৬ সের, হুড় ১৬ সের, দশমূলের কড় ১১ সের। ইহার মধ্যে অকালপসিত, জর ও অকচি এবং অত্যন্ত বাতাদিক সূর্য্যবর্ত, অর্জাবভেদক ও বাতভীষ শিরোরোগ আরোগ্য হয়।

কক্ষপ্রতিল । (সূর্য্যবর্তে)

কটুইল ১৬ সের, জয়পাল, হোণ পুশী, ধুস্তর, দামিনা, দিতি, হুড়হুড় ও কাকল ইত্যাদের প্রত্যেকের পত্ররস ১৬ সের, পৌড়া লেবুর রস ১৬ সের, আদারস ১৫ সের, কক্ষার্ণ-বস্ত্রি, দারহরিদা, মতিচাঁ, কটফল, কলকীয়ে, বিকটু, শিপুলমূল, অনন্তমূল, প্রাণাঙ্গী, বিড়ম, রাসা, দেবদাক, বেড়েলা, নিমছাল, মূতা, রক্তচন্দন ও পরশুদন (ইহা কোবালিয়া বুড়ুলিয়া নামে থাকে) মৌজমূল, দুর্লমূল, আপাংমূল মিলিত ১১ সের সূর্য্যবর্তে ভীষ অস্থিতে পাক করিবে। ইহাতে উর্ধ্বগত ক্ষেদ্র, বাতকক্ষাদিক শিরোরোগ জ্বানদ ও গলগণ্ড আরোগ্য হয়। ইহা বাতক্ষেদ্রাদিক শিরোরোগ ও সূর্য্যবর্তের উৎকর্ষ উৎসব।

সূর্য্যবর্ত বীজ, (হুড় হুড় বীজ) হুড় হুড়ের পাতার রসে পেষণ করিয়া মাখায় প্রয়োগ দিলে সূর্য্যবর্ত ও অর্জাবভেদক আর্জাবগা হয়। জ্বরাজের রস ও ছাগগুড় সমভাগে ইহা সূর্য্য উত্তপ্ত করতঃ নস্ত গ্রহণ করিলে সূর্য্যবর্ত আরোগ্য হয়।

হুড়হুড়কিচিনী তৈল ।

কটুইল ১৪ সের, হুড়হুড় কাষ ১৪ সের, নীল কটকীর কাষ ১৪ সের, কালমুহুরী কাষ ১৪ সের, নিসিনার কাষ ১৪ সের, কক্ষার্ণ-বস্ত্রি, শিপুল, মূতা, গন্ধক, কুড়, হুড়হুড় কাঁকড়াশুশী, হুড়হুড় বীজ, দুস্তুরবীজ, রাসা, মৌরী, ঈশদাকলামূল, বিষ, মৌগন্ধ (অপর ইত্যাদের সূর্য্যবর্তে নিমেষাক) মতিচাঁ, সজিনাছাল প্রত্যেক ৮ তোলা। ইহা বাতক্ষেদ্রনাশক। ইহাতে সূর্য্যবর্ত, অর্জাবভেদক ও অতিতাপ আরোগ্য হয়। এ তৈল গুণ্ডিকর্ণ, কর্ণপ্রাব, কর্ণদান, কর্ণশোধ, কর্ণকণ্ড, বাধিগা, মস্তান্তর ও গলগণ্ড নাশক ইহা কর্ণরোগে সাদরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অথ অনন্তবাত চিকিৎসা ।

দশমুজ্জ্বৈতৈল প্রাথম্যে দশাংজাগে মাসিন করিবে । ঐত্যন্ত বাতপ্রধান হইলে পুষ্কোক্ত বাতব্যাদির তৈল মাধ্যম ও ঝাড়ে মাসিন করিবে এবং তত্তৎ ঔষধ সেদন করিবে । ব্রহ্মহস্তাতিচিষ্টামনি ও মহাশিত্তাভ্রক রস যথোপায় ভজ্ঞগানে প্রয়োগ করিবে । এইরোগে ৪৫ বৎসর পর প্রায়শঃ বক্তদুৰ্বিত হয় । রক্ত দুৰ্বিত হইলে হস্তবস্ত্রের উপরিষ্ম শিচাষ্ম বিস্ত করিয়া রক্ত মোক্ষণ করিবে । রক্ত নিবৃত্ত হইলে তদুদ্বর্ত্তেই রোগী শান্তিলাভ করিবে । রক্ত মোক্ষণ ক্রিয়া ব্যতীত এইরূপ অবস্থায় অনন্তবাত প্রশমিত হয় না । দুৰ্বিত কৃষ্ণবর্ণ রক্ত নির্গত হইয়া গেলে দুৰ্ব্বীতন ওল বা ধূসক প্রক্ষিপ্ত করিয়া রক্ত বন্ধ করিবে । ইহাতে দুৰ্গাবর্ত্তোক্ত দশমুলের নালাপান এবং বাতপিক্কহর ঔষধ ও আহাৰাদি হিতকর ।

কমলজ শিরোরোগ চিকিৎসা ।

নানাপ্রকারে বীৰ্য্যক্ষয় ছেদু বা মেহের কয় হইতে এই শিরোরোগ উৎপত্তি হয় ।

ইহাতে ছাগাদিস্বত, অমৃতপাশ স্বত, দশমুল ঘটপলক স্বত, অথগন্ধা স্বত, গোধূমাদ্য স্বত, বহুচন্দনাদি তৈল, ত্রিশতী প্রসারিণী তৈল, পুষ্পরাজ প্রসারিণী তৈল, বিষ্ণুতৈল, মধ্যমনারায়ণ তৈল, বিহঙ্গিফু এবং ত্রীগোপালতৈল, মকরধ্বজ, চন্দ্রোদয়মকরধ্বজ, বৃহত্তাতি চিষ্টামনি, ছিত্তামনি, চতুর্মুখ ও যোগেন্দ্র রস বিশেষতঃ অবস্থাব প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রয়োগ করিবে । এই সকল ঔষধ বায়ুনাশক, কফ নিবারক, বৃদ্ধ ও শিথল শীতল । বৃদ্ধ বায়ুনাশক, শিথল ও শীতল ঔষধ মাঝেই কমলজ শিরোরোগে উপকারী ।

অতিবাত ও চিষ্টামনোকাপি কারণে যে নম্র শিরোরোগ উৎপন্ন হয়, তাহারোগে চিকিৎসাও এইরূপ । বিশেষতঃ তাহাতে মহানারায়ণ ও হিমসাপ্রসার তৈলাদি প্রশস্ত । স্বতাদি প্রয়োগ অপ্রশস্ত । ঐত্যন্ত বাত প্রবল হইলে চিষ্টামনি চতুর্মুখ, ত্রৈলোক্য চিষ্টামনি অকৃত ঔষধ ব্যবহার করা কর্তব্য ।

ত্রিমিজ শিরোরোগ চিকিৎসা

ইহাতে রক্তের নম্র অত্যধ উপকারী । রক্তের গন্ধে কিম্বা স্কন্ধে সানোক্ত হইয়া মণ্ডিক হইতে বাহিরে আসে । অনন্তর ত্রিকটু, তরঙ্গধ্বজ ও সন্নিবাধীর হাগ-

প্রাণে পেষণ করিয়া তাহার নস্য লইবে। অথবা বিড়ঙ্গ ছাগ মূত্রে পেষণ করিয়া তাহার নস্য লইবে। ইহাতে ক্রিমি পতিত হয়। এই রোগ কঠিন ও কষ্টসাধ্যক।

অপানার্গ তৈল।

ভিলতৈল ১/৪ সের, কঙ্কার্ব—আপাংবীজ, ত্রিকটু, হরিদ্রা, হিঁচুটী, হিং ও বিড়ঙ্গ মিলিত ১/১ সের, পাকার্ব—গোধূত্র ১৬ দেব। তেজ ২ পূর্বমাত্রার ১/১ সের তৈল ব্যবহার করেন এবং গোধূত্র স্থানে ছাগমূত্র ব্যবহার করেন, তাহা সমীচীন। যেহেতু ছাগমূত্রই ক্রিমিবিনাশার্ক শ্রেষ্ঠ। আপাংবীজ কঠিন সংগ্রহ করা দুষ্কর। ইহার ন্যস্তে ক্রিমি আরোগ্য হয়। পথ্যাপথ্য—ক্রিমিবোগবৎ।

অথ শাঙ্কক চিকিৎসা।

এই রোগ অত্যন্ত কঠিন এবং আশু মারাত্মক। শুভ্রাং উৎপন্নমাত্রেই ইহার চিকিৎসা আবশ্যক। ইহাতে বদ্যৎ যেন প্রয়োগ করিবে না। হৃদয় ও জল সেচন এবং কারিবৃক্ষের শীতল প্রলেপ ইহাতে হিতকর। শতমূলী, কৃষ্ণাতিলা, ধতিমধু, নীলোৎপল, হুর্লা ও গুনর্পবা সমভাগে কলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ক্রমশঃ পীড়ার শক্তি হ্রাস হয়।

ইহাতে প্রলেপাদি দ্বারা চিকিৎসাই আশুফলপ্রসূ। অপরাধিকতা ফলের রস অথবা উহার মূলের রস দ্বারা নস্য লইলে শিরোবেদনা আরোগ্য হয়। পুরাতন শিরোরোগে মল্লুরাদ্য যত উৎকৃষ্ট ফলপ্রসূ।

মল্লুরাদ্য যত।

মৃত ১/৪ সের, কঙ্কার্ব—দশমূল প্রত্যেক ৬ পল, বেড়েলা, ধতিমধু, রাঙ্গা প্রত্যেক ৩ পল, ময়ূর মাংস ৩৯ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। হৃদয় ১/৪ সের কঙ্কার্ব—জীবক, কৃষ্ণতক, মেদ, মহামেদ, কানেকাণী, ক্ষীরকাকোণী, জীবন্তী, ধতিমধু, মৃগানি, মাষাণ্ডি প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা বাতপ্রধান শিরোরোগ ও অধিত নাশক। ময়ূর মাংসের পরিবর্তে কুঁকুট, হংস বা শবকের মাংস ব্যবহারিলেও গ্রহণীয়। তাহাতে বর্ষাক্রমে কুঁকুটাদ্য ও শাঙ্ককাদ্য যত প্রসূত হইবে।

পথ্যাপথ্য।

বাবড়ার বাতপ্রকোপক জবা, বাগ, উদ্ভাপ, অনিদ্ভা, মৈথুন প্রভৃতি অপথ্য। শিথ শীতল আহারীয় জবা, হৃদয়, স্বত, মাখন, ডানা, ক্ষুর মৎস্যের ঝোল, কোষ্ঠওষি, হুপক পেঁপে, আম, নারিকেল, লিচু, সজিনা, পটোল এবং লবণাক জবা পথ্য।

অথ প্রদর চিকিৎসা

দোষ দূষিত আর্তব শোণিতের নিঃসরণকেই প্রদর বা অম্ববদর কহে । ভোজন দোষ, উপবাস, অতিরিক্ত মৈথুন, গর্ভপাত প্রভৃতি দ্বারা প্রভু শোণিত দূষিত হইয়া প্রদর জন্মিয়া থাকে । ইহা লোহিত, কৃষ্ণ, নীল, তন্ন ও পীতভেদে বানাপ্রকার । কোন ২ আর্তব শব্দ-দুর্গন্ধি তাহা অস্বাভা । এই ব্যাবি জীবন্ত । ইহা পুরুষের হইতে পারেনা ভ্রতরাং ইহাকে জীলোপ বলা যায় । বুদ্ধি, উপবংশ প্রভৃতি পুরুষগত, কিন্তু ঔপসর্গিক উপদংশ জীলোকেরও হইতে পারে । যেতপ্রদর হইলে শুক্রমেহের সহিত ত্রাস্তি হইতে পারে কিন্তু উক্তর ব্যাধি এক জাতীয় বিধায় শুক্রমেহের ঔষধে উপকার হইয়া থাকে । ত্রাস্তি হইলে বিজ্ঞগতা দ্বারা পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় । কেহ ২ বলেন জীলোকের পূর্বক শুক্র না থাকার শুক্রমেহ হইতেই পারে না—উহা পুরুষনিম্নত ব্যাধি । ইহা সমীচীন নহে । কারণ তাহা প্রকাশ ইহার চূড়ান্ত সীমান্ধা করিয়াছেন । পরন্তু, শুক্র না থাকিলে জীলোক বড়দাত্ত হইয়া যায় । আর্তব শোণিত ধাতুরূপে গমনীয় নহে, তবে উপদাত্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে ।

যে আর্তব শবকের রক্তের স্তায় লোহিত বর্ণ, বাহা দৌত করিলে বস্ত্র হইতে উঠিয়া যায় তাহাই বিস্তৃত আর্তব শোণিত । আর্তবের বিসদৃশতাই প্রদরের লক্ষণ । অধিকাংশ স্থলে অতিরিক্ত গভোপে প্রদর উৎপন্ন হইয়া থাকে । ঋতুকালীন রক্তস্রাব ৭৮ দিন ব্যাপী হইলে তাহাকেও প্রদর বলিয়া নির্দেশ করা যায় ।

যে সকল জীলোকের রীতিমত ঋতু পরিহার হয় না বা অনেক দিন বন্ধ থাকে তাহাদের শরীরে আয়ের ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া মুর্ছ, অরুচি ও অপম্মার রোগ উৎপন্ন হইতে পারে ।

রক্তপ্রদরে অসোপত রক্তশিতের এবং রক্তাতিসারের চিকিৎসা হিতকর । ইহাতে অশোক ও কলকলান্দুল সর্বোৎকৃষ্ট । যেতপ্রদরে লক্ষণানুল সমধিক উপকারী । অশোক প্রদরের ব্যাধি বিপরীত ঔষধ । বিশেষতঃ ইহা রক্তপ্রদরে হিতকর ।

অশোক ক্রাথ ।

অশোকছাল ২ তোলা—কীরপাকবিধি অনুসারে পাক করিয়া ব্যবহার করিবে । ইহা প্রদরনাশক, বিশেষতঃ রক্তপ্রদরে অব্যর্থ ।

দারুণ্যাদি কষ্মাক্স : যথা—দারুহরিদ্রা, বাসকছাল, যুতা, চিরতা, বেগুণ্ডঠ, রক্তচন্দন ও কুমুদ (সাঁপলা) যথারীতি ইহাদের কাথ করিয়া নিম্নলিখিত রসায়ন ১০ আনা ও মধু ১০ তোলা মিশাইয়া সেবন করিবে । ইহা, কৃষ্ণ, পীত ও নীল প্রদরের উৎকৃষ্ট ঔষধ । কেহ ২ উক্ত কাথ সহ লজ্জা ঔষধ ব্যবহার করেন । কাটানটের মূল ১০ বিকি,

আতপ চাউল ধোয়া জলসহ বাটিয়া এবং উহা জলে তরুল করিয়া ছাঁকিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া পান করিলে নানাবিধ প্রদর আরোগ্য হয়। ইহা শ্বেত এবং রক্ত প্রদরেই বিশেষ উপকারী এবং প্রায়শঃ ঔষধের অনুপানার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

উক্ত বিধি অনুসারে কুশমূল, বেড়েলামূল ও ডুমুরের কলনা করিবে।

পুষ্যানুগ চূর্ণ।

আকনাদি, আমের এবং জামের আড়ির শাঁস, পাথর কুচি, রসায়ন, অঘটা, (লক্ষণামূল বা দক্ষিণাণথে খ্যাত লতা বিশেষ, উভয়ের অভাবে আকনাদি গ্রহণ করিবে) মোচরস, বরাক্রান্তা, পদ্মকেশর, কুড়ুম, আঠেব, মূতা, বেলতুঠ, লোম, স্বর্ণ নৈরিক, ত্রিফলা, মরিচ, শুঠ, জাফা, রক্তচন্দন, নাওশোণা, ইন্দ্রবব, অনন্তমূল, ধাইমূল, ধটিমধু, অজুনছাল, এই সকল জব্য পুষ্যা নক্ষত্রে উদ্ধৃত করিয়া হুঙ্গ চূর্ণ করিবে। মাত্রা ৮০ আনা মধু দ্বারা মাড়িয়া আতপ চাউল ধোয়া জল সহ সেবন করিবে। ইহা রক্তপ্রদরের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা শ্বেত, নীল, পীত প্রদরেও ব্যবহৃত হয়। এই ঔষধ বোনিমূল ও রজোদোষ নিবারক।

উৎপলাদি চূর্ণ।

রক্তোৎপলের কল, রক্তকর্ণাস মূল, করবীর মূল, লালজবা মূল, বকুল মূল, গন্ধ-মাত্রা, জীরে ও রক্তচন্দন—ইহাদের হুঙ্গ চূর্ণ করিবে। পুষ্যানুগ চূর্ণের মাত্রায় ও অনুপানে ব্যবহার্য। মূত্র অত্যন্ত রক্তবর্ণ হইলে এবং বোনি, কোচী ও উদরে বেদনা থাকিলে এই ঔষধ প্রযোজ্য।

অশোক মৃত। (রক্ত প্রদরে প্রযুক্ত)

মৃত ১৪ সের, কাথার্—অশোকছাল ১২ সের, জল ১৬ সের, শেঁ ১৪ সের, ঐরুপ জীরের কাথ ১৪ সের, আতপচাউল ধোয়া জল ১৪ সের, ছাগছত্র ১৪ সের, কেনরাজ রস ১৪ সের, ককার্—জীবনীমদনক, পিঙ্গাল মার, ধা বীজ, পুরুবকল, রসায়ন, বটিমধু, অশোক মূলের ছাল, জাফা, শতমূলী, কাঁটানটে মূল প্রত্যেক ৩ তোলা, পাকাতে ১২ সের চিনি মিশাইবে, (ইদানিং মিশিরা রাখা হয় না) মাত্রা ৪০ তোলা, ছাগছত্র সহ সেব্য। অভাবে গব্যছত্র সহ। এই মৃত প্রদরে অতি প্রসিদ্ধ ও কলপ্রদ। ইহাতে শ্বেত, রক্তাদি বাবতীর প্রদর এবং কোচীমূলদি নষ্ট হয়। ইহা রক্তপ্রদরে বিশেষ হিতকর। কেহ কেহ এই মৃত ব্যথকে ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন।

শীতকল্যাণ স্রুত । (খেত প্রদেয়ে প্রদত্ত)

স্রুত ১৪ সের, শুষ্ক ১৬ সের, বর্জ্য—কুমুদকুল, পদ্মকাঠ, বেণামূল, গোস, রক্তশালি-
মূল, মৃগানি, ফীরকাকোলী, গাভারী কল, বটিমধু, বেড়েলা মূল, গোরক্ষচাকুলে মূল,
উৎপল, তালের মাখী, ভূমিকুম্মাণ্ড, শতমূলী, শালপানি, ভীরে, দিকলা, তরমুজনীজ,
অংক কলা প্রত্যেক ৪ তোলা, পার্কার্ভ জল ১৮ সের। উক্ত নিয়মে সেব্য। ইহা খেত
প্রদেয়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বৃহৎ শতাবরী স্রুত ।

স্রুত ১৪ সের, শতমূলীর রস ১৪ সের, শুষ্ক ১৮ সের, বর্জ্য—জীবনীরাষ্টক, বটিমধু,
রক্তচন্দন, পদ্মকাঠ, গোকুর, শোধিত আসকুশী বীজ, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে মূল, শাল-
পানি, চাকুলে, ভূমিকুম্মাণ্ড, স্ত্রীমাণ্ডা, অনন্তমূল, চিনি, গাভারীকল প্রত্যেক ৪ পল।
ইহাতে রক্তপ্রদব, দাহ ও মূত্ররুদ্ধ আরোগ্য হয়। বাহ্যদেয় ঋতু অধিককাল স্থায়ী হয়
বা মাসে ২০ বার হয় তাহাদের পক্ষে এই স্রুত বিশেষ ফলপ্রদ।

অগ্ন্যোষাদি স্রুত ।

স্রুত ১৪ সের, কাথার্ভ—বট, অম্বথ, অজুন, শুসক, বাসক, কটুকী, পাকুড়, জাম,
পিরাল, নাওশোণা, বজ্রচূনুর, বটিমধু, বেড়েলা, বেত, গাবজাঠি, রোহিতক, চন্দন, কদমছাল
প্রত্যেক ২ পল, জল ৬৪ সের, শেধ ১৬ সের, শালিঘাতের কাথ ১৪ সের, আমনকীর রস
১৪ সের, বর্জ্য—বটিমধু, মৌলমূল, বজ্রুর, দারুহরিদ্রা, জীবন্তীকল, গাভারী কল,
কাকোলী, কীর কাকোলী, খেত চন্দন, রক্তচন্দন, বসান্নন, অনন্তমূল প্রত্যেক ৬ পল যথা
বিধি পাক করিবে। মাত্রাদি পূর্ববৎ। ইহা সর্কবিধ প্রদর নাশক। যদি যোনি
অত্যন্তরে কত থাকে বা খেতরক্ত মিশ্রিত প্রাব হয় অথবা ব্যাধি অত্যন্ত পিত্তগ্রবণ হয়
কিবা রোগী পিত্তরোগপ্রাপ্ত হয় তাহা হইলে এই স্রুত সমধিক উপকারী।

প্রদর রোগে বটিকা ঔষধ অপেক্ষা স্রুত, অবলেহ ও চূর্ণ ঔষধ অধিক ফলপ্রদ। যদি
প্রদরে অতিশয় রক্তপ্রাব হয় অথবা রোগীর উদরায়ম থাকে তবে পূর্বোক্ত **কুউজাষ্টক**
বা **প্রদন্নারি** সৌহ প্রয়োগ করিবে। **কুউজাষ্টক** অত্যন্ত রক্তপ্রাব নিবারক।

প্রদন্নারি সৌহ ।

কুউজ জাল ১২৪ সের, জল ৬৪ সের শেধ ১৮ সের, হাকিরা পুনঃ পাকে চাপাইবে।
যনীভূত হইলে বরাক্রান্ত, মেচরস, আকনাহি, বেল তঠ, মুতা, বাইকুল, আটেল, অম্ব ও
সৌহ প্রত্যেক ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উক্তমন্ত্রণ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১০ হইতে ১ তোলা
কুমুমুল বাটিয়া জলে ভলিয়া হাকিরা তৎসহ ঔষধ সেব্য। ইহাতে রক্ত খেতাদি নানাবিধ

প্রথম আণোগা হয়। ইহা রক্তাব্যব নিধারক ও অতিদার নামক। বেতপ্রদরে ও কতকগুলি প্রদরে পূর্বেক স্বহস্তে অঙ্গের রক্তস্রাব ও প্রদরান্ত্রিক রক্ত ব্যবহার করা যায়।

প্রদরান্ত্রিক রক্ত ।

পায়স, গজক, বহু, রোগা, বর্ণ, বড়িচর প্রত্যেক ১০ তোলা লৌহ ও তৈলা, শুভ সুমারীর বলে মর্দন করিয়া (১ দিন) ২ বতি বটি করিবে। মধু ও আতপ তত্ত্বলোদক সহ সেব্য ।

আদশীক রক্ত ।

বর্ণ, মুক্তা, অত্র, মীসক, বহু, পিত্তল, শর্ষপাকিক, রোপা, হীষক, গৌহ, হরিতাল ও (হরিতালের পরিবর্তে হরিতাল সহ এবং অভাবে রসমানিক্য ব্যবহার হয়) শর্ষপ প্রত্যেক সমভাগ। কদলীমূল রসে, কাকৌলীর কাথে, বাসক রসে, হুঁদি ফুলের রসে ও কর্পূরের তলে ভাবনা দিয়া ১ দিন উত্তমরূপে মাড়িয়া ১ বতি বটি করিবে। অল্পপান—বেড়েলার কাথ, উষ্ণ দুগ্ধ, অথবা কেশরাজের রস ও মধু। এই ঔষধ পাতঃকালে সেব্য। ইহাতে সর্কবিধ জীরোগ নষ্ট হয়। ইহা বলা, বৃষ্ণ ও রসায়ন। ইহার অপর নাম **ক্লান্তপ্রভা**। ইহা জীরোগে বহুহরূপ। বাতাদের প্রসাব অধিক হয় তাহাদের পক্ষে ইহা অমুতোপম। যেহেতু রোগাধিকারের **বসন্তকুসুমাকর রক্ত** এই অবস্থার বিশেষ উপকারী। কিন্তু রক্তপ্রদরে বা পিত্তপ্রবল অবস্থায় প্রযোজ্য নহে। অবস্থাবিশেষে অত্যন্ত অল্পপানেও ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। সোমরোগাধিকারের **বসন্তকুসুমাকর রক্ত** ও এই রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অশৌকান্নিষ্ঠে ।

অশৌক ছাল ১২৥ সের, তল ৪ ছোপ, শেষ ১ ছোপ। কাথ হাঁকিয়া নূতন বৃক্ষরপাজে রাখিবে। পরে উহাতে শুদ্ধ ২৫ সের জলিয়া দিবে। তৎপশ্চাৎ তাহাতে ধাইকুল ১৬ পল, কৃষ্ণজীরে, সুতা, তুঁঠ, দাক্তরিজা, হুঁদিমূল, ত্রিকলা, আমের আঠির শাস, জীরে, বাসকবুলের ছাল, রক্ত চন্দন প্রত্যেক ১ পল প্রক্ষেপ দিবে এবং ১ রাস মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। তদনন্তর টাঁকিয়া ২৪০ তোলা মাত্রায় সেবন করিবে। দিবসে ২৩ বার সেব্য। ইহা রক্ত প্রদরের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

প্রদরে তৈল ব্যবহার হয় না; তবে আবশ্যক বোধ করিলে প্রিক্সাদি তৈল ও সূত্রাকর তৈল ব্যবহার করিবে।

প্রিক্সাদি তৈল ।

তৈল ৮ সের, পাকার্ব—দধিরমাত, দাক্ত হরিতার কাথ, ছাগছড় প্রত্যেক ৮ সের।
কষার্ব—প্রিয়ঙ্গু, হুঁদির মূল, ২টিমধু, ত্রিকলা, চন্দনধর, কাকৌলীধর, পিপুলধর, রসায়ন,

মজিষ্ট, গুল্ফা, দুলা, সৈকত, হুতা, মোচরন, অনন্তমূল, কাকবাটী, বেগুণ, বালা মিলিত ১১ সের। শেষে গন্ধদ্রব্যাদি গন্ধপাক করিবে। ইহার অত্যন্ত প্রথম, যোনিব্যাপদ, অতীশার ও গ্রহণী নষ্ট হয়। ইহা—গর্ভ সংস্থাপক।

সুশ্রাব্যকল্প টৈল ।

টৈল ১৪ সের, বেড়েলা, বেশরাজ, দুর্কা, ধাওয়া, পালিধা ও গঙ্গা ইহারে বধা-সত্ত্ব কাথে ও হরসে, হদির মাত, তথুল জল, লাকার জল ও কাঁচি প্রত্যেক ১৪ সের, কদার্প—আমলকী, ধনে, দুধা, কাকোলাবর, জীবকবর, হুঁদিমূল, অর্থগন্ধা, বংশলোচন, শিলাজতু, রসাজন, দুধামাসৌ, হরালতা মিলিত ১ সের। শেষে গন্ধপাক করিবে। ইহা ক্রীড়োপ নাশক, কামজনক, বল্য, বৃদ্ধ, রসায়ন ও আয়ুজ্য।

স্রাববাস্তি ।

হিরাকম্ভস্র, মোহাপা খই ও দুগ্ধর সারাংশ প্রত্যেক ১ ভাগ, আবের আতির শাস চূর্ণ ৪ ভাগ, দ্রুতবারা বর্ধন করিয়া দুগ্ধ হস্তাঙ্গ কোষে বসি করিবে। ইহা দ্রুত সহ প্রস্তুত করিয়া (৬ রতি মাত্রায়) যোনিতে প্রবেশ করাইয়া দিবে। ইহাতে সম্বর রক্তস্রাবাদি দূরীভূত হয়। জরায়ুশূল ও যোনিব্যাপদেও ইহা প্রযুক্ত হইতে পারে।

পাথ্যাপাথ্য।—কণ্ডর, গুটিকর ও লম্বুপাক ত্রয পথ্য। অন্নদ্রব্য, ক্রেদিদ্রব্য আবের ত্রয, উত্তাপ, আগরণ, ওরুপাক ত্রয ইত্যাদি অপথ্য।

অথ যোনিব্যাপদ চিকিৎসা ।

যোনি ব্যাপদ ২০ প্রকার। তন্মধ্যে উপাবর্ত্তা, বহ্য, পূজ্যী ও রেয়লা এই চারিটী সচরাচর দৃষ্ট হয়। যোনিব্যাপদ যাহেই বাতপ্রধান হুতরাং বাতনাশক দ্রব্য উপকারী।

উদাবর্ত্তা চিকিৎসা ।

ইহা অত্যন্ত বাতপ্রধান এবং ইহাতে ভাগরূপ আর্দ্রব শোণিত নির্গত হয় না। আর্দ্রব নিঃসরণার্থ জবাকুল কাঁজিতে বাটিয়া এবং কাঁজিতে শুলিয়া ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে। ইহা বাত নাশক ও আর্দ্রবশাবক। লতা ফটুকীর কোষল পাতা দ্বিতে ভাজিয়া খাইলে উপকার হয়।

স্রাবঃপ্রবর্ত্তিনী বতী ।

মোহাগার খই, শোণিত হি, হীরাকম্ ও হুসকর প্রত্যেক সমভাগ, দ্রুতকুবারীর রসে মাড়িয়া ২ রতি বসি করিবে। শীতলজল সহ সেব্য। ইহা আর্দ্রব শাবক ও কোটীশুণাদি নাশক।

রসসিদ্ধির ও বহুভাগের একত্র সমভাগে মর্দন করিয়া ৭০ আনা মাত্রায় কাঁচি সেবন করিবে উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়।

ফলকল্যাণ ঘৃত।

ঘৃত ১৫ সের, শতমূলীর রস ১৮ সের, হৃৎ ১৮ সের, বর্জ্য—মজিষ্ঠা, যষ্টিমধু, ত্রিফলা, চিনি, বেড়োলামূল, মেদা, কীরবিদারী, কীরকাকোণী, অম্বগন্ধামূল, ধমানী, বরিস্রাঙ্ঘ, হিং, কটুবা, রক্তোৎপল, কুমুদ, জাশা, কাকলা, কীর কাকলা, চন্দন লক্ষণামূল প্রত্যেক ২ তোলা। এই ঘৃতে এক বর্ণা যে গভীর বৎস মরে নাই সেই পাঁচু হৃৎকোৎপল ঘৃত গ্রাহ্য। কেহহে অভাব বশতঃ লক্ষণামূল গ্রহণ করেন না এবং সাধারণ দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করেন। বস্তুতঃ—উল্লিখিত প্রকারে ঘৃত এবং লক্ষণামূল গ্রহণ না করি অলৌকিক ফল হইবার সম্ভাবনা নাই। এই ঘৃত বন্যবৃট্টের আঙনে পাক করা ব্যবহারে ইহাতে ঘোনিদোষ, রক্তোদোষ এবং গর্ভদোষ নিরাকৃত হয়। প্রাপ্তঃ এই ঘৃত মৃৎবৎসা নিবারণার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা গর্ভজনক।

পুত্রপৌত্রে এই ফলকল্যাণ ঘৃত এবং কুমার কল্যাণ বাবজ্ঞত হয়। ঘৃতই ঘোনিব্যাপদের প্রধান ঔষধ। যে সকল ঔষধ উদাবর্তীতে লি হইয়াছে সন্ধ্যাতেও তৎ সমুদায় প্রয়োগ করিবে।

স্নেহলা ঘোনিতে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অতীব উপকারী। বর্ণা—

রেশম নিম্নিত অতি মৃদু বস্ত্র বস্ত্র রোহিত মংস্তের পিত্তধারা ২১ বার ড করিবে। পশ্চাৎ উহা বস্ত্রিৎ করিয়া ঘোনিতে প্রবেশ করাইয়া রাখিবে।

গর্ভপ্রদ ঔষধ।

অম্বগন্ধামূল ২ তোলা জল ১১ সের, হৃৎ ১ পোরা, শেষ ১ পোরা, প্রক্ষেপ ঘৃত ১ তোলা, প্রাতঃকালে সেব্য।

কুমার কল্যাণ ঘৃত।

ঘৃত ১৮ সের, কাথার্থ—ছাগ মাস ৬ সের, দশমূল ১৮ সের, জল ১০০ সের ১২৫ সের, হৃৎ ১৮ সের, শতমূলী রস ১৮ সের, বর্জ্য—কুড়, শটী, মেদাঘ, কী প্রিয়ঙ্গু, ত্রিফলা, ত্রিফাতক, শতমূলী, গাজারীফল, যষ্টিমধু, কীর কাকলা, মুতা, কীবন্তী, রক্তচন্দন, কাকলা, শ্রাবণতা, অনন্তমূল, খেত বেড়োলামূল, শরপুষ্কামূল, ভূমিভুগাণ্ড, মজিষ্ঠা, শালপাণি, চাকুলে, নাগেশ্বর, দেবদারু, হরিদ্রা, রেণুক, লতাকুট চোত্রকাকচী, নীলমূল, বট, অশুরু, দারুচিনি, অশুরু, কুম্ভম প্রত্যেক ২ তোলা, ঘৃত বা তাম্রপাত্রে পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে তাহাতে পারদ, গন্ধক ও অল ২ ২ তোলা এবং মধু ১২ সের মিশাইবে। (মধু মিশ্রিত করিয়া রাখা ব্যবহার তৎপর মুগ্ধ, কাচ বা প্রস্তর পাত্রে স্থাপন করিবে। মাত্রা ১ তোলা। ছাগদুগ্ধ অভাবে

হৃৎ সহ সেব্য। ইহাতে বক্ষ্যানোর, রক্তোদোর ও শুক্রদোর নষ্ট হয়। ইহা শুভকারক ও গর্ভ সংস্থাপক।

বাধক নামে যে কয়েক প্রকার রোগ আছে তাহা যোনিব্যাপদের মধ্যে গণ্য। যুতরাং যৌবনে বধাবধ রূপে পুরুষ সংসর্গ না হইলে প্রায়শঃ বাধকের আবির্ভাব ঘটে। ইহাতে যোনিব্যাপদের ঔষধ সকল ব্যবহৃত হইতে পারে। বাধকের মধ্যে অঙ্কুর, রক্তমাজী ও যক্ষী প্রায়শঃ ঘটে।

অঙ্কুর লক্ষণ। বধা—

অঙ্কুর নামক বাধকে—উদেগ, দৈহিক ওকৃত্য অধিক রক্তস্রাব ও নাভির অধোদেশে বেদনা হয়। ইহাতে কখন ২ ৩ মাস ক্ষত বন্ধ থাকে এবং হস্ত পদে দাহ উপস্থিত হয় এবং রোগিনী কুশালী হইতে থাকে।

যক্ষী লক্ষণ। বধা—

যক্ষীবাধকে—নেত্র, হস্ত এবং যোনিতে জালা হয় ও লালি সংযুক্ত রক্তস্রাব হয়, ইহাতে মাসের মধ্যে ২ বার শুভ হয়। ইহাতে যোনি মলিন ও রক্তবর্ণ হয়। যুতরাং মাজী বাধকে—কটীতে, নাভির নিম্নে, পার্শ্বে ও শুনে বেদনা হয়। কখন ২ এক বা দুই মাস ব্যাপিয়া ক্রমিক রক্তনিঃসরণ হইয়া থাকে—ইহা সন্ধানোৎপত্তিবাধক।

জলকুমারিক লক্ষণ। বধা—ইহাতে জ্বর বহু শুষ্ক ও রক্তশূন্য হয়। যদিও ইহাতে গর্ভোৎপত্তি হয় কিন্তু শূল উপস্থিত হইয়া তাহার পতন হয়। কখন ২ ইহাতে বহুকাল ব্যাপিয়া ক্ষত হয় কিন্তু অল্প পরিমাণে স্রাব হইয়া থাকে। এই অবস্থার কুশালী রোগিনী শূলজী, শুক্রজনী ও অল্পরক্তা হয়।

অথ বাধক চিকিৎসা।

ওগট কষলের মূল ১০ সিকি ও মরিচ, ১০ আনা একত্র বাটিয়া শীতল জল সহ সেবন করিলে বাধক আরোগ্য হইয়া গর্ভোৎপত্তি হয়। ওগট কষল বাধকের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

রসাজন, বিটলবর্ণ ও রক্তচিত্তমূল প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ) মাত্রা ১০—১০ আনা, শীতল জল সহ সেব্য। ইহাতে বাধক আরোগ্য হয়।

বজ্রাঙ্কুর, ওগটকষল ও মরিচ সহ ব্রহ্মহবাত চিষ্টামনি বাধকে—ফলপ্রদ। ফলকল্যাণক যত, অশোক যত ও কুমারিক কল্লদ্রুম যত অবধি বিশেষে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বেদনা সময়ে সিদ্ধ তণ্ডুলোদক ১ তোলা, চিনি ১ তোলা, ইক্ষুগুড় ১ তোলা, কাটা মটের রস ১ তোলা, কাটা হরিদ্রারস ১ তোলা, একত্র পান করিবে। ইহাতে বাধক আরোগ্য হয়।

প্রিয়ংবদী স্রুত।

দুই ১৪ সের, দুই ১৬ সের, কড়াই—চিকণা, ভেটী, ওঠ, অমল, পানপাণ, দুই-
কুম্ভ, সরিষা, জামা, মেদ, ১৮ সেরা মিশ্রিত ১৮ সেরা। ইহাতে যেনিহোদ ও বাধক
কার্যোগী হয়।

জীৱকাম্বুনি সোদক।

কীর, কুচীত, শিল্প, জয়গতা, সমকুল, ইরিয়া, বাধক, মৈত্র, কলিতক,
বদন্য, বদ্যী প্রত্যেক দুই সমভাগ, সমক দুই বিশিষ্ট করা দুই জাতিয়া দ্বিত্ত চিনিতে
বধাবিধি সোদক পাক করিবে। সাতা—১০ তোলা উচ্চ দুইসহ নেতা।

জীৱোগ চিকিৎসা

১ মাসে মর্জ যেনা হইলে—শেত চকন, ওলক, চিনি ও মরিচামূল একত্র সমভাগে
চাউলপোতা কলহারি বাটরা ১০ তোলা মায়ক দুই জাতিয়া পান করিলে যেনার শক্তি
হয়।

২য় মাসে যেনা হইলে পত্র, পাণিকল ও শেত—তত্তুল জলবারি বাটরা ১০ তোলা
তত্তুল জলসহ পান করাইবে। তাহাতে মূল নিবারিত হইয়া মর্জ স্থির হইবে।

৩য় মাসে কীকলা, কীর কাঁকলা, আমলকী একত্র সেধন করিয়া পত্র জলসহ পান
করাইবে অথবা পত্র, নীলোৎপল ও শালুক চিনির জলসহ সেধন করিয়া দুই জাতিয়া
করিয়া সেধন করাইবে। ইহাতে মর্জস্থির হইয়া মর্জ স্থির হইবে।

৪র্থ মাসে ইংপল, শালুক, কটকা ও গোহুর অথবা গোহুর, হুতী, বালা,
নীলোৎপল দুইসহ সেধন করিয়া চড়াই পান করিবে।

৫ম মাসে নীলোৎপল ও কীর কাঁকলা দুই সেধন করিয়া চড়া, হুত ও মধুর সহিত
পান করিবে।

৬ম মাসে টোলেবুর বীজ, ত্রিফল, চকন ও উৎপল দুই সেধন করিয়া চড়াই পান
করিবে।

৭ম মাসে শলগী ও পত্র দুই দুই সেধন করিয়া চড়াই পান করিবে।

৮ম মাসে পত্র, তত্তুল ও শেত মিশ্রণ সেধন করিয়া তত্তুল জলসহ পান করিবে।

৯ম মাসে কীকলা ও তত্তুল উভয় মাসে সেধন করিয়া চড়াই জলসহ পান করিবে।
অথবা পত্র, কীকলা ও চাউল কাঁকলা সেধন করিয়া কীকলাই সেধন করিবে।
এইসকল সামগ্র্য বিবেচক।

১০ম মাসে নীলোৎপল, সরিষা, মূল ও চিনি কলহারি সেধন করিয়া চড়াই পান
করিবে।

কেতক, পানিকল, পদাকেশর, নীলোৎপল, হুমানি, মটীমধু—হৃৎ ও চিনিসহ সেবন করিলে শক্তিশালী পীড়িতা রোগীর যৌব শক্তি হয় এবং শরীর পুষ্ট হয় ।

মাস্তকর্ষক গর্ভ পাত হইলে বা গর্ভিণী কৃশাকী হইলে অথবা বালক শুক হইতে থাকিলে এইমধু ও গাভারীকয় দ্বারা ব্রহ্ম পাক করিয়া চিনিসহ পান করাইবে । ইহা পুষ্টিকর । প্রসবান্তে অস্বিক ব্রহ্মপ্রায় হইলে আতপ চাউল বোয়া জল বা দুর্লার রসসহ আতপচুর্নসহ ব্যবহার করিবে ।

মটীমধু, ব্রহ্মচন্দন, বেণাদন, জনশ্রুঙ্গ, পদ্মপাঠ, তেজপাত—ইহাদের কাষ চিনি ও মধুসহ পান করিলে অথবা এরশ্রুঙ্গ, শুলক, মজিষ্টা, তক্তচন্দন, দেবদারু ইহাদের কাষ পান করিলে গুর্ভাণ্ডের জ্বর আরোগ্য হয় ।

আম্রহাল ও কাম্বুহালের তরুণ বর্ষেই প্রক্ষেপ বিরাপান করিলে গর্ভিণীর সন্তিসায় প্রভৃতি নষ্ট হয় । পাটপাতা, দৈহুৱ, ভীবে, ধনে, কুসা, তলফা, হরীতকী, বমানী ইহাদের চূর্ণ ১০ আন; মাজার মৈতল মলসহ সেবন করিলে গর্ভিণীর উদরানয় প্রযুক্তি হয় ।

গর্ভাশিসু-অবলম্বী রাস । (বৃহৎ গর্ভচিকিৎসায়)

পারদ, পুরুক, স্বর্ণ, লৌহ, বজ্রতমাসিক (অতাবে রৌপ্য, কেহ ২ রত্নত এবং স্বর্ণবাসিক যেন) হরিতাল, বঙ্গ, তক্ত, ব্রাহ্মী, লাসক, ভৃগুদাক কেদ্রপর্পটী ও মলমূলের ম্পান্ডব যুগ্মে ও কাষে ভাবনা দিয়া ১ রতি বত্তী করিবে । ইহাতে গর্ভিণীর অরোগি আরোগ্য হয় ।

গর্ভবিলাস তৈল ।

তৈল ১৪ সের, কদার্ণ—ভূমিকুস্তাত, দাঙ্ঘিমছাল, ভেজপাত, কাঁচা হরিদ্রা, তিলফা, পানিকলপত্র, চাতিফুল, মক্তমূলী, নীলোৎপল, পদ্মফুল মিলিত ১১ সের, জল ১৬ সের । ইহা ব্রহ্মপ্রায় ও গর্ভপূর্ণ নিবারক এবং গর্ভ সাহায্যক ।

গর্ভাবস্থায় হরিতাল এবং ভাঙ্গা বাবহার করা যায়, কিন্তু উল উৎকৃষ্টরূপে শোণিত হওয়া আবশ্যক, অকৃশায় গর্ভ পাত হইবার সম্ভাবনা ।

বিশ, ব্রহ্মচিন্তেমূল, কুঁচিলা এবং অস্ত্রাক উক্ত আয়ের ঔষধ গর্ভাবস্থায় প্রযোজ্য নহে ।

গর্ভিণীর বৃহৎ, গ্রীহা, শোথ, অতীনার প্রভৃতিতে তক্ত অদিকারের সুখারী ঔষধ প্রয়োগ করিবে ।

অন্য স্মৃতিক চিকিৎসা ।

স্মৃত প্রসবান্তে এই রোগ উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে স্মৃতিকারোগ বলে । অঙ্গমর্দ, লব, কক্ষ, পিপাসা, শুষ্কগায়ত্রা, শোথ, মূল ও অতিসার এই রোগ সমষ্টিকে স্মৃতিকা বলে । জ্বর, শোথ ও অতিসার এই রোগের প্রধান লক্ষণ,—জ্বর ও অতিসার, ইহাদের

অত্যন্ত না থাকিলে সূতিকার ব্যতিক্রম করা হয় না। সন্তান যে পর্যন্ত অস্তগারী থাকে তাৎক্ষণিক সূতিকা বলিয়া নির্দেশ করা হয়। সন্তান যদিও বেগে বেড় বৎসর পর্যন্ত সূতিকা নির্দিষ্ট। কেহ ২ বৎসর (যতু) হইলে সূতিকা দোষ মত হয়, কিন্তু তাহা কোন প্রসিদ্ধ পুস্তকে লিখিত হয় নাই। এই মত গোমগাধে কেহ ২ বৎসরের গোহাই দিয়া ১৫৫ শ্রোত্র উচ্চারণ স্বরূপ ঔষুত করেন বহুতঃ উল্লিখিত হইয়াছে। তবে যতু হইলে যোগ অনারোগ্যসাধ্য হয় তাহা অবশ্য স্বীকার্য এবং তাহার অনেক কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে।

সূতিকারোগে বাতনাসক ক্রিয়া সর্বথা আচরণীয়। ইহাতে দশমূল ও কিস্টী সাতিসয় উপকারী।

সুতিকান্দশমুদ্র কক্ষাস্থ। যথা—শালগরাদি পঞ্চমূল, "নীলকিটী, শুকক, শুঠ, গহভাজলে ও মুতা। ইহাতে অব ও দাহযুক্ত সূতিকা আরোগ্য হয়।

সহচন্দ্রাদি। যথা—কিস্টীমূল, মুতা, শুকক, গহভাজলে, শুঠ ও বালা। ইহাতে জ্বর ও শূলাদি পথন আরোগ্য হয়।

কেবল কিস্টীর কাথ গানেও সূতিকা আরোগ্য হয়।

দশমূলের কাথে শুভ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সূতিকা আরোগ্য হয়। অগ্নিবাহার শুভ প্রক্ষেপ দেওয়া কর্তব্য নহে।

ত্রীবেদাদি কক্ষাস্থ। (প্রবল অতিসার যুক্ত)।

বালা, সোণাল, রক্তচন্দন, বেড়েলা, ধনে, শুলফা, মুতা, বেণীমূল, ছুরাগতা, কেশ-পর্পতি ও আটৈতম। ইহাতে নানাবিধ অতিসার, রক্তস্রাব ও জ্বর আরোগ্য হয়।

চক্রপঙ্কে যে অমৃতাদি কক্ষাস্থ আছে তাহাই গৃহ্যস্তরে সুতিকান্দশ-মূল নামে অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং উপরেও সূতিকান্দশমূল ও অমৃতাদি কথার ভিত্তি। কেহ ২ এই কাথে যথু প্রক্ষেপ দেন।

বাতপ্রধান অবহার বজ্রকর্ষাক্ষিক বিশেষ উপকারী।

বজ্রকর্ষাক্ষিক। (অজীর্ণ ও আগ্নানাদিতে)।

কাঁচি ১/২ সের, টুপিপুল, পিপ্পলমূল, চট, শুঠ, যমানী, জীবে, কৃষ্ণজীরে, হরিদ্রাশয়, বিটলবণ ও মৃৎলবণ মিলিত ৬ তোলা, জল ৪ সের, শেষ ১ সের। ইহা পানে আম-বাত ও অজীর্ণ আরোগ্য হয়। অতিসারের প্রবল অবহার বা অধিক জ্বর থাকিলে ইহা প্রযোজ্য নহে।

পঞ্চজীৱক শুভ (অতিসার নিবারণার্থ)।

শুভ ১২১ সের, শুভ ১/৪ সের, ছত্র ৮ সের, আসন্ন পাকে প্রক্ষেপার্থ—জীবে, হরুধা, ধনে, শুলফা, কুলতঠ, যমানী, কালসর্ষপ, বেণীমূল, (বিশপাতা যোগ) কালমাত্রক মূলের

জাল, গিপুল, গিপুলপুল, কনকযানী, হাইলবন, ডিওহুল, প্রত্যেক ৩ তোলা, কৈতর, তুট, হুত ও জীরে প্রত্যেক ৩ তোলা। অর বাতিলে ইহা প্রযোজ্য নহে।

প্রোশান্নশীতলাহ।

গজভাঙ্গলে ১২০ সের, জল ৩৪ সের, পের ১০ সের। চিনি ১০০ সের, আঙ্গুরপাত্রে
অকেশপাৰ্ধ—ইন্দ্রযব, ধনে, সুতা, বেণাবুল, বেণুতুট, মোচরস, গিপুল, মরিচ, বেডেলা,
আট্টেব, তটামাংগী, বালা, ছালালতা প্রত্যেক দুৰ্ব ৮ তোলা। ইহাতে হুতিকার এবং
সংগ্রহ জ্বলী আরোগ্য হয়। আম্রাত, শোধ ও আম্রাতই হুতিকার ইহা সৰ্ব্বিক
উপকারী।

জলীন্দ্রকান্দি জ্বালনক।

জীরে ৮ পল, তুট ৩ পল, ধনে ৮ পল, তুলকা, কনকযানী, ককজীরে প্রত্যেক ১ পল,
হুত ৮ সের, চিনি ১০০ সের, হুত ৮ পল, আঙ্গুর পাত্রে অকেশপাৰ্ধ—জিকটু, মাকচিনি,
এলাচি, তেজপাত, বিড়ক, চই, ডিওহুল, সুতা, লবক প্রত্যেক ১ পল। ইহা হুতিকার
বোধ অশয়নার্ধ প্রযোজ্য।

পূৰ্বোক্ত জ্বালনক জলীন্দ্রকান্দি জ্বালনক হুতিকার ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সৌভাগ্য শুভী।

কৈতর, পানিকল, পদমৌক, সুতা, জীরে, ককজীরে, জারকল, বৈজী, লবক, ঠৈনক,
নাগকেশর, তেজপাত, মাকচিনি, শচী, বাইহুল, এলাচি, তুলকা, ধনে, গিপুল, গজলিপুল,
মেরিচ, শতবুলী প্রত্যেক ৩ তোলা, তুটদুৰ্ব ৮ পল, মিষ্টিদুৰ্ব ৩০ পল, হুত ৮ পল, হুত
সের, কনকযানী ৩ পাক করিবে। মাত্রা।—১০ তোলা। জ্বলনক দেখা। জাবহর হইয়া
ভাল হয়। ইহা অরীচপক এবং অভিসার ও গ্রহণীমানক। হোণিনীর কবি উল্লেখ
থাকে এবং শরীর আয়তলাকিত হয় অথচ পেট বা মাথা নয়ন না থাকে তবে এই ঔষধ
সৰ্বিক কল্যেব।

জ্বালনক স্মৃতিকারি জ্বালন।

সোহাগা, পারদ, গজক, বর্ণ, রৌপ্য, জারকল, বৈজী, লবক, এলাচি, বাইহুল,
কুটম্বহাল, ইন্দ্রযব, আকনাবি, কীকড়াপুলী, তুট, কনকযানী প্রত্যেক সৰ্বভাষ, গজভাঙ্গলে
মলে বর্জন করিয়া ৩ হুতি বটী করিবে। প্রত্যেকদেশে গজভাঙ্গলে মল নহে সেবা। ইহা
সভিসার এবং অরদুহ হুতিকার প্রযোজ্য। ইহাতে জৌলক, শোধ, গ্রহণী, প্রীতি এবং
কাল আরোগ্য হয়।

জ্বালনক স্মৃতিকারি জ্বালন।

পারদ, গজক, বর্ণমাকিক, অর, তুট, বর্ণ, হুতিকার, রৌপ্য, অরিকল, জারকল,
বৈজী প্রত্যেক সৰ্বভাষ। ইহা কৈতর ও গিপুলপুলের ধরনে কনকযানী দ্বিতীয় হুতিকার

করিবে। এই ঔষধ যথাবোধ্য অল্পপানে ব্যবহার্য। ইহাতে প্রাণ অতিসারবৃদ্ধ হুতিকার
আরোগ্য হয়। এই ঔষধ জল ও লবণ বন্ধ করিয়া ব্যবহার করিতে শোধ প্রদানিত হয়
এবং বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ইহা গ্রহণী ও জ্বরনাশক।

অর্ণাঙ্গমর্দন রস।

স্বর্ণ, প্রবাল, লৌহ, রৌপ্য, বস, কর্দম, বজ্রশ্রী, অহিকেন, কাতিকল, লবঙ্গ প্রত্যেক
১ তোলা, কলসিন্দুর ৫ তোলা, ছতবুনারী রসে মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। ইহাতে
হুতিকা, গতিবী জ্বর ও অতিসার আরোগ্য হয়।

ব্রহ্মক স্মৃতিকাষিনোদন রস। (ব্যাদি বিপীত)

পারদ, গন্ধক, সোহাগা, জাঙ্গল, বৈদ্যী, হরীতকী, অত্র, স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক
১০ তোলা, রৌপ্য মর্দন তুল্য। স্বর্ণ—১ সিকি : বন মর্দনপত্র রসে মর্দন করিয়া ২ রতি
বটী করিবে। অল্পপান—মধু, নীলকিণ্টোর রস ইত্যাদি। ইহা মর্দনিত হুতিকানাশক।

ব্রহ্মক রসশাস্ত্রীনে। (প্রসিদ্ধ)

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, অষ্টশ্রীভুত প্রত্যেক ১ ভাগ, (স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র,
কাস্ত, পিত্তল, নীলক, বস ও লৌহ এই ৮ টিকে অষ্টশ্রীভুত বলে) স্নানী, জয়ন্তী,
নিসিন্দা, বটিমধু, বেতপুনর্বা, নালুকা, অপরাধিতা, আকন্দ, কক্ষধুজুর, শ্রবালতা, বাসক,
ও কাকনাচীর যথাসম্ভব বরমে বা কাখে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। মধু বা যথা-
যোগ্য অল্পপানে ব্যবহার্য। ঔষধ ব্যবহার কালে উষ্ণজল ব্যবহার করা কর্তব্য। উষ্ণ
জলাল্পপানেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহা মর্দনপ্রকার হুতিকার মহৌষধ।
চরম অবস্থায় একমাত্র ইহাই অবলম্বন।

হুতিকার শিরোরোগ থাকিলে হুতিকা দশনুলের কাথ ও বড়দার তৈল পাক
করিয়া মাথার মাশিণ করিবে। ইহাকে স্মৃতিকাষিনশুল তৈলন কহে।

অহাষলটৈল হুতিকার উৎকৃষ্ট ঔষধ। বিস্কটৈল, নান্নাকুল
তৈল, বাকুলছায়া সুব্রহ্মর তৈল ও ত্রিশতীপ্রসারনী তৈল
অবহায়াসারে মাথার মাশিণ করিবে।

ধনেশানি টৈল। (ব্যাদিবিপীত)

কাথার্থ—গুলক, ভুট, বৃত্তা, বালা, নাগরমুতা, বেলহাল, নাগেশোণা, গাঙ্গারী, পাকল,
মণিয়ারী মিলিত ৮ সের, জল ৬৪ সেধ, শেষ ১০ সের, ধনে পক্ষীর মাংস ১২ সের, জল
১৬ সের, শেষ ৮ সের। তিলতৈল ৮ সের, কাথার্থ—গন্ধভাঙ্গলে, নিসিন্দা, চৈ, নীলকিণ্টো,
মিকলা, যমানী, দাড়িম, ধনে, কুটজ, বরাহজোড়া, কাকজল, বেড়েল, বেতবেড়েলী, রাসা,
জলকা, হরিদ্রা, দাকহরিদ্রা, প্রোম্বু, বক্তচন্দন, কৃষ্ণ, জীবে, গুণতক, মুতা, সেবদাক, তপস-

পাছকা, চক্রে ও ফুলে মূল, দিকটু, জাঙ্গা, দেহ, জীরে, কুম্ভকীরে, কাকোলা, জীরকাকোলা, বেগুন নাথকেশর, শুষ্ঠ প্রত্যেক প্রকারেই ইহার সুতিকার রোগের সাধারণ ঔষধ।

সুতিকার যে কোন প্রকার অবস্থায় আমাদের সর্বজন প্রশংসিত “সুতিকারমাত্র সুন্দর” অর্থার্থ। ১ হইতে ৩ বাটীতে সুতিকার যে কোন উপসর্গ অচিরে আরোগ্য হয়। এই ঔষধের প্রসারে সহস্র ২ হাজার লোকী আরোগ্য লাভ করিয়া থাকেন। ইহার প্রতিবটী ১ হিসাবে বিক্রয় হয়। এই ঔষধটির প্রস্তুত প্রণালী আমাদের প্রকাশ করিবার নিয়ম নাই।

সুতিকার সময় অত্যন্ত হঠলে অর্শস্পর্শি প্রকৃতি ঔষধ ব্যবহারে উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়। অর্শস্পর্শি টির নিয়মালী পূর্বে লিখিত হইয়াছে, তদনুসারে অর্শস্পর্শি ব্যবস্থা করিবে। ইহা শোধ, অতীন্দ্র ও অর নাশক।

প্ৰথ্যাপ্ৰথ্য—প্রবল অর ও পেটের পীড়া না থাকিলে এক বেলা পুরাতন সব সুতিকার টিপের অর, ক্ষুদ্র জীবিত স্তম্ভের কোল, শুষ্ঠা, বেগুন, পটোল, বেজাঙ্গ, হেলেকা। পেটের পীড়া না থাকিলে একা দ্বয় প্রকৃতি প্ৰথ্য। শাক, অর, দধি, কাগ, উত্তাপ সেবন প্রকৃতি নিষিদ্ধ।

অথ শুনরোগ চিকিৎসা।

শুন রোগের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভার। শুন হইতে দ্রুত নিহরণ করা এবং বাহ্য প্রলেপ দেওয়া ইহার প্রথম উপক্রম।

মুতুরা ও হরিদ্রা একত্র বাটীয়া প্রলেপ দিলে শূনের বেগনা আরোগ্য হয়। সাবাল-পলার মূলের প্রলেপ দিলেও শুনরোগ প্রশমিত হয়। শুন-রোগে বেদ প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

জলৌকাহার, রক্তমোক্ষন এবং শীতবীর্ষ্য পিত্তরক্ত প্রয়োগ বিধেয়।

ঔষধপণীতৈল।

পাঙ্গারীর কাণ ও কন্ডহারী তিল তৈল পাক করিয়া, তৈলে জ্বলা ভিজাইয়া শুনোপরি রাখিলে শুন দ্রুত ও স্থল হয় এবং পতিত শুন উত্তীর্ণ হয়।

শুন দ্রুত বায়ুদ্রুত হইলে বশমুলের কাণ, পিত্তদ্রুত হইলে জলক, পলতা, নিমপাতা, শতমূলী, রক্তচন্দন, অনন্তমূল ইহাদের কাণ এবং ককদ্রুত হইলে জিকসা, মুতা, চিরতা, গুটিকা, বাসুনহাটি, দেবদাক, বচ, আমলকী ও আট্টদ্ব ইহাদের কাণ পান করিবে। ইহার প্ৰথ্যাদি বিজ্ঞানের ভার।

অথ বালরোগ চিকিৎসা

শিশু যাত্রেই কফীয়ভাতু। স্নাত্বাৎ স্নেহ্য নাশক ঔষধানি ইত্যাক্তে হিতকর। পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে যে সমস্ত ঔষধ লিখিত হইয়াছে তাহা তীক্ষ্ণবিধায় বালকের খাতুকে দণ্ডা হয় না। এই জন্যই বালকের জন্য খতর চিকিৎসা বলা হইয়াছে। কোন কোন ঔষধ অল্পমাত্রায় (পুটপাকাদি) বালকে ব্যবহৃত হইতে পারে। কেও বলেন অতিশয় তীক্ষ্ণকীৰ্ণ ঔষধ ভিন্ন সকল ঔষধই বয়স্কের মতদ্বারে অল্প মাত্রায় প্রযুক্ত হইতে পারে।

বালকল্যাণ রস।

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, অত্র, সোহাগা, কটফল, রসসিন্দুর—আদ্যাদি
ভাবনা দিয়া ১ রতি বটী করিবে। ইহা স্নীহা ও জ্বর নাশক।

বালক রস। (নব জরে)

লৌহ পাত্রে পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ ও স্বর্ণমাক্ষিক অর্দ্ধ ভাগ একত্র কঙ্কণী
করিয়া দুগ্ধলে কেশরাজ, ভূঙ্গরাজ ও নিসিন্দার স্বরসে লৌহ দণ্ড দ্বারা মর্দন করিয়া ভাবনা
দিয়া সর্ষপ প্রমাণ বটী করিবে। এষ্ট ঔষধ পান রস সহ সেব্য। ইহাতে জ্বর, কাস
ও বেদনা নষ্ট হয়।

মহালক্ষ্মী বিলাস, কফচিস্তামণি, পুটপাক প্রভৃতি ঔষধ অবস্থানুসারে
অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিবে।

বালচতুর্ভাষ লেহ। (উদরাময়ে)

মুতা, পিপুল, আঠৈষ, কীকড়াশূলী প্রত্যেক সমভাগ, ১.৩ রতি মাত্রায় মধু সহ লেহন
করিবে। ইহা অস্ত্রান্ত অস্থপানেও ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহাতে জ্বর, অতিশয়, কাস,
কাস ও বমন নিবারিত হয়।

পুষ্করাদি চূর্ণ। (কাসে)

কুড়, আঠৈষ, কীকড়াশূলী, পিপুল ও ছাগলতা। মাত্রা ও অস্থপান পূর্ববৎ।

মুখে কত তইলে সোহাগার ঝই মধু সহ লাগাইবে।

লবঙ্গ চতুঃসম। (আমাতিসারে)

কায়ফল, লবঙ্গ, জীরে, সোহাগাধই। মাত্রা ৩৪ রতি। চিনি ও মধু সহ লেহন
করিবে। ইহা আমাতিসার এবং বেদনা নাশক।

অতিশয়ে লিখিত কুটীজাবলেহ ও কুটীজাষ্টক আমবেদনা ও রক্তস্রাব
নিবারণার্থ প্রয়োগ করিবে।

বাগকের গ্ৰীহাধক্কে পূৰ্বোক্ত ঔষুপিস্তনকী ও বিকৃত তাম্র তরু দ্বারা ক্রমত সৌকন্যার্থে স্নান ব্যবহার করিবে। নীল ও হিং গোমুত্রে পেষণ করিয়া গ্ৰীহাধক্কে স্থানে প্রয়োগ দিবে।

বাগকের নাভি উঠিলে একখণ্ড মৃৎপিণ্ডে অগ্নিসম্বলিত এবং তাহা চুম্বনিক্ত করিয়া তদ্বারা নাভিতে ঘেঁষ দিবে। ঠোঁটে নাভিশোথ আরোগ্য হয়।

নাভি পাকিলে হরিদা, গোধ, প্রায়স্কু ও মটীমধু ইত্যাদি কক দ্বারা তৈল পাক করিয়া নাভিতে লাগাইবে এবং ঐ সমস্ত ঘণের চূর্ণ দ্বারা নাভিদেশ অবচূর্ণিত করিবে।

বাগরোগে সর্পদই অবতীর্ণদ্বারে ততৎ অধিকারোক্ত ঔষধ বয়ঃক্রমানুসারে অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিবে।

জননী আকারাদি সম্বন্ধে সতর্কতা না হইলে, বাগকের রোগ আরোগ্য হয় না এবং অনেক সময় (বাগকের স্তন্যপায়ী অবস্থায়) মাতাকে ঔষধ খাইতে হয়। তাহাতে শিশুর পীড়া আরোগ্য হইয়া থাকে।

বাগকের অতিসারে কদাচ মাতার স্তন্য পান করাইবে না। তাহাতে পীড়া ভীষণা-কার ধারণ করে। সে অবস্থায় বালি, এরোরুট এবং অল্পমাত্রায় জল সাধিত ভাগ দ্রব দিবে।

অশ্লশিস্কু বা অক্ষতক্ষত বাগকদের সর্পদই রোগে যথাযথস্থানে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং তাহাই বালকদিগের প্ৰথম হিতকর।

অতিসার বহু অল্পবয়স্ক বালক বালিকার হইবে ততই সাংঘাতিক হইবে। সুতরাং অতি সতর্কতার সহিত বালাতিসারের চিকিৎসা করিবে।

মধু তরু বালাতিসারে বতীব হিতকর। আমরাঙ্কসী ও মহাশঞ্জা বতী অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়।

পঞ্চকোল চূর্ণ ২।১ রতি মধু সচলেন্দন করিলে স্তন্য পানানন্তর বমন নিবাবিওহয়।

বালকের কোষ্ঠবদ্ধতার বর্ষি প্রয়োগ করিবে। অনেক সময় পানের বোটার কোষ্ঠ-ভুক্তি হয়, তাহা তৈলাক্ত করিয়া বর্ষি এবং প্রয়োগ করিবে।

প্রস্রাব বদ্ধ হইলে পিপুল, মরিচ, ছাট এলাচি, সৈন্ধব, মধু ও চিনি সমভাগে গেহন করিবে।

বাগকের চিকিৎসায় প্রায় প্রত্যেক পীড়াতেই--(বিশেষতঃ জ্বর ও অতিসারে মধ্যে) এক বাত্যা ক্রিমির ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যিক। যেহেতু, প্রায়শঃ ক্রিমির জন্মস্থান হইয়া পীড়া ভীষণাকার ধারণ করে। বালকের ক্রিমিবিকার অত্যন্ত কঠিন। আদ্য প্রকৃতি ক্রিমির উদ্ভেদক সুতরাং তদ্বারা এবং অতিপারে অত্যন্ত তিক্ত জ্বা দ্বারা ঔষধ পান করিতে দেওয়া হয় না। অতিশয় তিক্ত জ্বা মাএই প্রায়শঃ কোষ্ঠের কোষ্ঠকর ও ভেদক।

অথ বীৰ্যাস্তম্ভ ও স্বপ্নদোষ আঁকার ।

যে সকল ঔষধ বীৰ্যাস্তম্ভকর তাহাই স্বপ্নদোষ নিধারক । আকান্নকরভাদি-
গুড়িকা বীৰ্যাস্তম্ভ ও স্বপ্নদোষে প্রযুক্ত ।

আকান্নকরভাদি গুড়িকাস্থ আঁকা থাকার উহা অত্যন্ত বীৰ্যাস্তম্ভকর
অথচ অধিক উত্তেজক নহে । একত্ৰ ঐ ঔষধ সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; কিন্তু আঁকা
থাকার সমসকে প্রয়োগ করা যায় না ।

অপ্রয়োজ্য স্থলে নিম্নলিখিত ঔষধ স্বপ্নদোষ নিবারণার্থ প্রয়োগ করিবে ।

স্বপ্নদোষ হরবটী ।

ত্রিফলা, কাবাব চিনি, পুরাতন শুষ্ক প্রত্যোক সমভাগ, ১০ দিক পরিমাণ বটী করিবে
রাজিতে শরনের পূর্বে উষ্ণ দুগ্ধ সহ এই ঔষধ সেবন করিবে ।

স্বপ্ন দোষে কুর্কুটমাংসের দুগ্ধ, বাতপিণ্ডহর মজ্জপান, শালিশাত্ত, তলপেটে বিশুভৈলা-
দিন্দ্র অভ্যঙ্গ, অগাধান ও বস্তিশক্তিকর ত্রব্য (তৃণদ্রব্যাদি) মাখিত হৃদ্যপান হিতকর ।

বাতাধিক্য অবস্থায় কুর্কুটমাংসযুগ প্রযোজ্য । যদি জীর্ণসঙ্গের একান্ত অভাব হেতু
স্বপ্নদোষ উৎপন্ন হয়, তবে জী প্রসঙ্গই পরম ঔষধ । মাথা, পেট, হাত, পা শরম হইলে
বা কোন কারণবশতঃ স্নিগ্ধতা না হইলে প্রায়শঃ স্বপ্নদোষ হইয়া থাকে, সুতরাং শরনের
পূর্বে হাত, পা, মাথা, পেট, লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ শীতলকরণ দ্বারা ভালরূপ ধৌত করিয়া শরন
করিবে । বাহ্যতে স্নিগ্ধতা হব এবং হৃশিকতা না আসে তাহার ব্যবস্থা করিবে । বাহ্য
জুপাচ্য তাহাই আহাৰ করিবে, কদাচ গরম জিনিস—শুকপাক ত্রব্য বা রাজিতে আহাৰ
করিবে না ।

জারকল শুকুন্তম্ভকর দ্রব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।

আকান্নকরভাদি গুড়িকা ।

আঁকর কড়া, শুঠ, লবক, কুসুম, পিপ্পল, তরফা, জাতিফা, রক্তচন্দ্রা প্রত্যেক ২
তোলা, অহিফেন ৮ তোলা একত্র মর্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে । রাজিতে শরনের
পূর্বে এক ছটাক গরমদুগ্ধ সহ ঔষধ সেবনান্তে ষথাসাধ্য শীতল দুগ্ধ পান করিবে । ইহা
বীৰ্যাস্তম্ভকর, রতিশক্তি বর্ধক ও স্বপ্নদোষ নিধারক ।

অথ ধ্বজহস্তাধিকার ।

এই রোগে ঝাল, অন্ন এবং আয়েষপ্রণতকণ নিষিদ্ধ । পুষ্টিকর অথচ উত্তেজক ঔষধ
ইহাতে কাণ্যকারী । বাস্তীকরণ অধিকারের ঔষধ সমূহ অবস্থাস্থলারে ধ্বজহস্তে ব্যবহৃত ।

ইহাতে অম্লতপানশয্যুত, ব্রহ্মচর্যাগাণ্ড শ্যুত, ব্রহ্মচ অশ্রুগন্ধা
ও শ্রম্য শ্যুত প্রয়োগ করিবে । ক্রীমদনানন্দ মোদক, চন্দ্রোদয়

বা স্বহস্ত চন্দ্রোদয়া মকরমুখ, মকরমুখ বসন্তক, পূর্ণ-
চন্দ্র বসন্ত, স্বহস্ত পূর্ণচন্দ্রবসন্ত, ত্রিমন্থনবাসন্তক ও কাশ্মিরের
স্বস্ত অবস্থায় প্রয়োগ করিবে।

অমৃতপ্রাণ মৃত।

সুত ১/৪ সের, ছাগমাংস ১২৪ সের, জল ৬৪ সের, শেব ৬ সের, ঐরূপ অমৃতকার কাথ
১৬ সের, চাণদ্রব ১৬ সের। মূর্ছার্ক—কুম্ভ ৩ তোলা, কদার্ক—বেড়োলাল, গোবৃষ,
অমৃতকা, জলক, গোবৃষ, কেশব, ত্রিকটু, ধনে, ভালাহু, ত্রিকলা, কঙ্কুরী, আলকুশীবীজ,
মেদ, মচামেদ, কুড়, জীবক, অমৃতক, শটী, দারুহরিজা, প্রিয়ঙ্, মজিষ্ঠা, তপসপাত্কা,
ভালীশপত্র, ত্রিকাতক, নাগকেশর, জাতিফল, বেণুত, সরলকাঠ, জৈত্রী, ছোটএলাচি,
উৎপল, অনন্তমূল, আকনাড়ি মূল, জীর্ণকী, বহি, বহি, বহুভূমুর প্রত্যেক ২ তোলা। হস্ত
ও চিনিমুখ সেব্য। ঠেংকে ধ্বজক, প্রমেহ, নষ্টগুরু প্রভৃতি আযোগ্য হয়। ইহা বলা,
বৃদ্ধ ও গুণীকর। এই মৃত বিশেষ পরীক্ষিত।

চরকোক্ত অমৃতপ্রাণ মৃত বাতবাধিতে লিখিত হইয়াছে তাহা কবজকেশর
ও মায়বীর লৌক্যের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

ত্রিমন্থনামৃত মোদক।

পারদ, গন্ধক, লৌহ প্রত্যেক ১ তোলা, অত্র ৩ তোলা, কর্পূর, সৈন্ধব, ভটামাংসী,
আমলকী, এলাচি, শুঠ, পিপুল, মরিচ, জৈত্রী, জায়ফল, তেজপাত, লবঙ্গ, জীবে, কুম্ভকীবে,
বহিষধ, বচ, কুড়, হরিজা, দেবদারু, ত্রিকলবীজ, সোহাগা, বাসুনহাটী, শুঠ, নাগেশ্বর,
কাকড়াশূলী, ভালীশপত্র, গ্রীক, চিত্তমূল, দস্তীবীজ, বেড়োলা, গোরক চাকুলে, দারুচিনি,
ধনে, গজপিপুল, শটী, বালা, মুতা, গন্ধতাল, ভূমিহুয়াত, শতমূলী, আকনমূল, আল-
কুশীবীজ, গোবৃষ বীজ, বৃদ্ধদারকবীজ, সিদ্ধিবীজ প্রত্যেক ১ তোলা, শতমূলী বসে মর্দন
করিয়া শুক করিবে পরে সমুদায় চূর্ণের চতুর্থাংশ নিমূলমূল চূর্ণ এবং নিমূলমূল সহিত
সমুদায় চূর্ণের অর্ধেক সিদ্ধিচূর্ণ মিশাইয়া ছাগহুতে পেষণ করিবে। সমুদায় চূর্ণের বিংশ
চিনি দ্বারা বধাৱীতি পাক করিবে। পাকান্তে চতুর্ভূতক, কর্পূর, ত্রিকটু ও সৈন্ধব দ্বারা
অধিবাসিত করিবে। মৃত দ্বারা মাড়িয়া মোদক করিবে। মাত্রা ১—২ তোলা। অল্পপান—
গব্যহুত ও চিনি। ইহা বহি শক্তিবর্দ্ধক, তেজবর্দ্ধক, ধ্বজক, বাস, ক্ষয়, বহুভূজ, হৃদিকা
ও গ্রহলীনাশক। এই প্রসিদ্ধ ঔষধ সাংকালে সেবন করিবে।

ছাগমূত্রা মোদক।

মতানামস ১০ তোলা, রেউ চিনি, কাণাব চিনি, দারুচিনি, কালাবান। বহিষধ
শোণালমুখ, মরিচ প্রত্যেক ২৪০ তোলা, ছোট এলাচি ২ তোলা, লবঙ্গ ২ তোলা, জাতিফল,

জৈত্রী প্রত্যেক ১০, জুলাকা, ধনে প্রত্যেক ৫ তোলা, সোণামুখী, ঘোড়ী, কলী কলীতকী
প্রত্যেক ১০ তোলা, শুভ ৩ মিশ্রি দ্বারা যোগক প্রস্তুত করিবে ।

২৪ - চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ ।

জায়কল, লবঙ্গ, কর্পূর, মরিচ প্রত্যেক ১ তোলা, বর্ণ ৮০ আনা, বৃগনাতি, ৮০ আনা
রসমিসুর ৪০ তোলা, একত্র বাফিরা ৪ রতি বটী করিবে । পানরস বা মাখন মিশ্রিত
সেব্য ।

২৫ - চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ ।

মকরধ্বজ ৮ তোলা, কর্পূর ৩২ তোলা, জায়কল, মরিচ, লবঙ্গ, কন্তুরী প্রত্যেক ৪০
তোলা অথবা মকরধ্বজ ৮ তোলা, কর্পূর ৮ তোলা, জায়কল, মরিচ, লবঙ্গ প্রত্যেক ৮ তোলা
কন্তুরী ৪০ তোলা, ৩০ রতি বটী করিবে । শেবোক্ত ব্যাঘ্রাই সমীচীন । কেহ কেহ
মকরধ্বজ ৮ তোলা, কর্পূর ৮ তোলা, জায়কল, মরিচ, লবঙ্গ ও কন্তুরী প্রত্যেক ৪০ তোলা
গ্রহণ করেন । অস্থপান—পান বা পানরস । অস্ত্রান্ত অস্থপানেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় ।
ইহাতে বনোদ্ধৃত হৃৎ, মাংসরস প্রভৃতি পুষ্টিকর এবং বলকর দ্রব্য পথ্য । ইহা কণ্ঠজননাক
বলকর ও পুষ্টিকর । বর্ণদোষ বা আকস্মিক তক্রচ্যুতিবশতঃ ধ্বজতল উৎপন্ন হইলে
শ্রীমন্ন্যথাজ্বরস কণ্ঠপ্রদ হইয়া থাকে ।

শ্রীমন্ন্যথাজ্বরস ।

পারদ, গন্ধক, অন্ন প্রত্যেক ৪ তোলা, কর্পূর, বঙ্গ প্রত্যেক ১ তোলা, তাম্র ৪০ তোলা,
লৌহ ২ তোলা, শোধিত বৃক্ণদারকবীজ, জীরা, ভূমিকুয়াণ্ড, শতমূলী, কুলেখাফাণীজ,
বেড়েলা মূল, শোধিত আলকুশীবীজ, আঠৈব, জায়কল, জৈত্রী, লবঙ্গ, সিঁড়িবীজ, খেতধূনা,
বনানী প্রত্যেক ৪০ তোলা, জলে লব্ধন করিয়া ২ রতি বটী করিবে । উষ্ণরস সহ সেব্য ।

২৬ - মকরধ্বজ ।

মকরধ্বজ ২ তোলা, কর্পূর, লবঙ্গ, মরিচ, জাতিফল প্রত্যেক ৮ তোলা, বর্ণ, বৃক্ণা,
জোপা, বঙ্গ, সীসক, প্রবাল, গৌহ, অন্ন প্রত্যেক ২ তোলা, কন্তুরী ৪০ রতি । ১০ রতি
বটী করিবে । ইদানীং অর্ধমাত্রায় ব্যবহার্য্য । এই ঔষধ পান রস সহ সেবনীয় ।

বাহ্যেদের পরীর এবং শির কীর্ণ, তাহাদের পক্ষে ব্রহ্ম অম্লগন্ধা অত্যন্ত সমধিক
ইপকারী । ইহার দ্বারা পুষ্টিকর ঔষধ আর দৃষ্ট হয় না ।

পিত্তপ্রধান থাকিতে ব্রহ্ম অম্লগন্ধা অত্যন্ত পরিবর্তে কামদেব অত্যন্ত
ব্যবহার করিবে । উত্তর স্থতই বাতব্যাপিতে লিখিত হইরাছে ।

স্বাস্থ্য আশ্রয় । (কুটুম)

স্বত ৮ সের, কাপাৰ্ণ—যাবকলাই, আগকুলীবীক প্রত্যেক ৮ সের, জীবক, খবতক, শালগাণি, বেদ, কছি, শতমূলী, যষ্টিমধু, অশ্বগন্ধা প্রত্যেক ৮ সের, জল ১৬০ সের, শেষ ৪০ সের, ইক্ষুয় ৮ সের, কুমিকুমার রস ৮ সের, দুগ্ধ ৪০ সের, পাকসিদ্ধ হইলে তিনি ৮ সের, যধু ৮ সের, বংশলোচন চূৰ্ণ ৮ সের ও পিপুল চূৰ্ণ ৮ তোলা মিশাইবে। মাত্রা ৪০ তোলা হইতে ১ তোলা। আহারের ১ ঘণ্টা পূর্বে এই স্বত সেবন করিবে। এই স্বত অবধি। ইহা শুক্রজনক, শুকের গাঢ়তা সম্পাদক ও ধ্বজতঙ্গ নাশক।

পুর্ণচন্দ্র স্নান।

শিশাত্ত, রসসিদ্ধ, সৌহ, অন্ন, স্বর্ণমাক্ষিক ও বিড়ক ভলে মর্দন করিয়া ৪৫ রতি বটী করিবে। অস্থপান—হুঙ্কারি। ইহা বস্যা, দুগ্ধ, রসায়ন, প্রমেহনাশক, সূত্রাকারক ও বস্ত্রিশোধক। স্বতভঙ্গে লিঙ্গ ক্রমশঃ শু শুক তীন প্রভ হইলে উৎথানার্থ অশ্বগন্ধা তৈল মাশিষ করিবে।

অশ্বগন্ধা তৈল।

তৈল ৮ সের, ককাৰ্ণ—অশ্বগন্ধা, শতমূলী, কুড়, জটাগালী, বৃহত্তীকল মিলিত ৮ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। এই তৈল মর্দনে লিঙ্গ, স্তন বর্দ্ধিত ও মায়ল হয়।

স্বতভঙ্গে যত প্রকার বটিকা ঔষধ আছে তন্মধ্যে অশ্বগন্ধাভঙ্গে স্নানাস্থান সর্বাঙ্গের অধিক ফলপ্রদ। ইহা বাতব্যাধিতে লিখিত হইয়াছে। কেহ ২ উৎথাকে ১৪ পদী মকরধ্বজ নামে অভিহিত করেন। ইহা অস্থপান ভেদে অব ও গ্রহণী প্রকৃতি রোগে ব্যবহৃত হইতে পারে।

স্বতভঙ্গে—শুকতারসা, ইক্ষুয় ঠেশিলা ও মারবীর দৌর্য্যে থাকিলে ত্রিকলাবটী ব্যবহার করিবে।

ত্রিকলাবটী।

ত্রিকলা, কেশপাণ্ডা, কটুকী, বলাড়ম্বর প্রত্যেক ১ ভাগ, শোধিত কুঁচিলা সর্কস, জলধারা মাড়িয়া ২ রতি বটী করিবে। অস্থপান—হুঙ্কারি। ঔষধ সেবনান্তে দুগ্ধ পান করা আবশ্যক। এই ঔষধ আকেশপ্রকাশ বাতব্যাধিতে ও মারবীর দৌর্য্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

অথ বাজীকরণ ও রসায়নাধিকার।

যে সকল ঔষধ দ্বারা শরীর ও জনসেবিত্র উত্তেজিত হয় এবং জীতে অর্ধের দ্বারা রমণ করিবার ক্ষমতা অঙ্গে তাহাকে বাজীকরণ ঔষধ বলে। এই সকল ঔষধ তত্ত্ববদ্ধিক। স্বরূপাধিকারে ব্রহ্মত্ব অমর্যাদাক্রান্ত, তা প্রকৃতি যে সকল ঔষধ লিখিত হইয়াছে তাহা সমস্তই বাজীকরণ সূতরাং বাজীকরণার্থ তত্ত্ব ঔষধ ব্যবহার করিবে।

যে সকল ঔষধ জরা ও ব্যাধি বিনাশক তাহা রসায়ন। বাল্যকালে বা মধ্যবয়সে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রসায়ন ঔষধ প্রয়োগ করিবার পূর্বে বমন বিরোচনাদি দ্বারা শুদ্ধশরীর হওয়া আবশ্যিক।

অতিরিক্ত প্রমাদিক্রান্ত শরীরের ক্ষয় হইতে অকাল মৃত্যুর আশঙ্কা ঘটে। সেই ক্ষয় পরিপূরণ বা নিবারণ জন্য এবং ব্যাধি হইতে শরীরকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত রসায়ন বিধির অবলম্বন নিত্যান্ত বিধেয়। রসায়ন ঔষধে পরমায়ু বর্ধিত হয় এবং শরীর দৃঢ় ও কার্যক্ষম হয়। অনেক রসায়ন ঔষধ আছে যদ্বারা অনেক রোগের প্রশমিত হয়। চ্যবনপ্রাশ রসায়ন ঔষধ অথচ উহা স্বাস, কাস, উরঃকৃত ও হৃৎপ্রাণ নাশক ও বহুনিবারণক।

অথ ত্রাক্ষ্য রসায়ন।

পঞ্চ পঞ্চমূল অর্থাৎ বহুপঞ্চমূল, বৃহৎ পঞ্চমূল, তুণ পঞ্চমূল, (কুশ, কান, শর, ইক্ষু ও শালি ধাতুমূল) বহু পঞ্চমূল (পুর্নর্বা, মৃগানি, মাষাণি, বেড়েয়া, মূল ও এড়ুগমূল) কণ্টকী পঞ্চমূল, (জীবক, অম্বতক, মেদ, জীবন্তী, শতমূলী) ইহাদের অঙ্গুষ্ঠত প্রত্যেক পদ ১০ পল, হরিতকী একহাজার, আমলকী ৫ হাজার, জল সমস্ত জ্বের দণ্ডণ, শেষ দণ্ডণ ভাগ, হরিতকী ও আমলকী পৃথক ২ কাপড়ে পেট্রি বদ্ধ করিয়া দিতে হইবে। অস্ত্রান্ত কাশ্য জব্যগুলি জীবৎ পিষ্ট করিয়া নিষ্কেপ করিবে। পাকান্তে নামাইয়া হরিতকী ও আমলকী নির্বীজ করিয়া নির্মল পেষণ করিয়া লইবে। কাষ ছাঁকিয়া পৃথক মৃৎ বা প্রস্তর পাত্রে রাখিয়া দিবে। তৎপর ৩২ সের তৈল এবং ৪৮ সের ঘূতে গুটি হরিতকী ও আমলকী জীবৎ ভর্জিত করিয়া কাষ সহ পাক করিবে। কাষ সহ ১০৭৪ সের মিশ্রিচূর্ণ ভুদিয়া দিবে। আগ্নেয় পাকে নিম্নলিখিত চূর্ণগুলি এক্কেপ দিবে। বধা—ধানকুনি, পিপুল, লম্বপুন্দ্রী, কৈবর্তমূলক, মৃত্যু, বিড়ঙ্গ, ব্রহ্মচন্দন, অম্বক, বটীমধু, হরিদ্রা, বচ, নাগকেশর ও ছোটএলাচি প্রত্যেক চূর্ণ ৮ সের। এই সকল জব্য দ্বারা পূর্বাগ্নে তাম্রপাত্রে পাক করিতে হইবে। চ্যবনপ্রাশের দ্বারা লেহন হইলে নামাইবে। শেষ পাক অতি সাবধানে সম্পন্ন করিতে হইবে যেন পুড়িয়া না যায়। পাকান্তে দ্বতমিষ্টপাত্রে রাখিবে। মাজা চ্যবনপ্রাশের দ্বারা মধু ও ঘূত সহ সেব্য। ঔষধ সেবনকালে পুষ্টিকর জব্য পথ্য করিবে। উক্তমাজার ঔষধ পাক করা অসম্ভব বা অত্যন্ত কঠিন। সূতরাং ৮ম ভাগে পথ্য

করাই মুক্তিদ্রব্য। ভাগ্যস্বরূপ, ঔষধেরও ভাগ্যস্বরূপ হইবে ইহা অবশ্যজ্ঞাবী। ইহার ভায় রসায়ন ঔষধ আর দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না। এই ঔষধ জীর্ণ হইলে বর্ণের দ্রব্য সহ যষ্টিক বা শাল্যরূপে ভক্ষণ করিবে। ইহা অত্যন্ত পরমায়ু বর্ধক ও স্বাস্থ্যনাশক। পুরাকালে মহাবিশ্ব এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া অমিত্যয় হইয়াছিলেন। চব্বানগ্রাণ ও ত্রাণ রসায়ন কুটী প্রাণৈশ্বিক বিধি অনুসারেই ব্যবহার করা বিধি।

মহা রসায়ন দ্রব্য ।

দ্রব্য ৬৪ সের, হরিতকী, আমলকী, বেহেড়া ও শকমূল চূর্ণ মিলিত ২৫০ সের, জল আট গুণ, শেষ অষ্টমভাগ, তুমিকুমাণ্ড সর্বস ২৫০ সের, দ্রব ৫১২ সের। কঙ্কার্থ—পিপুল, বটীমধু, মৌলফুল, কাকোলী, ফীর কাকোলী, শোধিত আলকুনী বীজ, জীবক, গুড়ক ও চামার আলু মিলিত ১০ সের। ইহাও পূর্ববৎ ৮ম ভাগে প্রস্তুত করিবে। মাত্রা—৪০ তোলা হইতে ১ তোলা, দ্রব্য সহ সেব্য। ঔষধ জীর্ণ হইলে দ্রব্য এবং দ্রব্য দ্বারা যষ্টিক বা শালি দানের অন্ন ভক্ষণ করিবে। ইহাতে গরম জল সেবন এবং কুটী প্রাণৈশ্বিক বিধি বিশেষ ফলপ্রসূ। ইহা পরমায়ু বর্ধক এবং শরীরের দৃঢ়তা সম্পাদক। গৃহে আবদ্ধ থাকিরা ঔষধ সেবন করাকে কুটী প্রাণৈশ্বিক বিধি কহে। এই বিধিতে বায়ু, ঐ-তা ও শীতল ভঙ্গাদ ব্যবহার নিষিদ্ধ। বাজীকরণ, রসায়ন ও ক্ষয়জনক কার্যক্রম ঔষধ সেবন কালে ঘনীভূত হইবে, মোহনভোগ, লুচি, ছানা প্রভৃতি পুষ্টিকর অমিষ্ট খাদ্য ব্যবহার্য। অল্পখা সম্যক ফল লাভ হয় না। এই সকল ঔষধ ব্যবহার কালে অন্ন এবং শাকারি শুদ্ধ দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে।

অধ ঐন্দ্র রসায়ন ।

রাখাল শস্যের মূল, তুণীমূল, ত্রাণী, বট, তলটে, পিপুল, ঐন্দ্র ও শম্মপুন্দ্রী প্রত্যেক ৩ যব, স্বর্ণভঙ্গ ২ যব, শোধিত সর্পবিষ ১ ভিল, দ্রব্য ৮ তোলা একত্র মিশাইয়া ৮ দিনে সেবন করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে দ্রব্য ও মধু দ্বারা অগ্রাহার করিবে। ইহা আয়ুজ্ঞ এবং শিউ, কুষ্ঠ, উদর, ডাঙ্গ, মীমা ও বিষম অন্ন নাশক।

ত্রিকলা রসায়ন ।

ত্রিকলা—সৈন্ধব অথবা দ্রব্য মধু কিংবা স্বর্ণভঙ্গ সহ সেবন করিলে আয়ুজ্ঞ হয় এবং নানাক্রম ব্যাধি আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহা এক বৎসরকাল ব্যবহার্য।

কাতু হরিতকী

বর্ষাকালে হরিতকী বাটা ৫০ আনা, সৈন্ধব ১০ আনা একত্র করিয়া বাইবে। পরবৎকালে হরিতকী ১০, চিনি, ১০ তোলা শীতল জল সহ সেবন করিবে। হেমন্ত হরিতকী ১০, তর্প ১০ আনা গরমজল সহ সেব্য। শীতকালে হরিতকী ১০ পিপুল ১০ আনা গরম জল

সহ সেব্য । বসন্তে হরিতকী ১০ তোলা, মলু ২ তোলা সহ গেহন করিবে । গ্রীষ্মে হরিতকী ১০ তোলা, ইকুঙড় ২ তোলা সহ সেব্য । ইহাতে শরীর ব্যাধিযুক্ত, দৃঢ়, বলিষ্ঠ কর্গাক্ষর হয় এবং অস্ত্র রোগাক্রান্ত হয় না । ইহাতে পরমায়ু বর্দ্ধিত হয় ।

শিলাজতু রসায়ন ।

উৎকৃষ্ট শিলাজতু এক সিকি বা ৮০ আনা মাত্রায়, দুগ্ধ সহ সেবন করিবে । এই ঔষেধ সেবন কালে বিদ্যাহিজ্রা, (বাণ, অন্ন ইত্যাদি) শুক্লপাক দ্রব্য বিশেষতঃ কুশক পরিভ্যাগ করিবে । শিলাজতু অমুখানবিশেষে নানাবিধ ব্যাদি নাশক । বিশেষ জদোপ, মূত্রকৃচ্ছ, শোথ, প্রমেহ ও বাতু দৌৰ্বল্যনাশক । শিলাজতু ৪ প্রকার যথৈহম, রাজত, তাম্র ও আয়স । ইহাদের মধ্যে আয়স শ্রেষ্ঠ । ইহা কৃষ্ণবর্ণ এবং পোমুত্রগন্ধ তাম্র, মধুরের কণ্ঠের জ্বাশ চক্ষুকে বিশিষ্ট । হৈম, জবাগুলাবৎ ঘোহিত ও বাতত শুভ্র বর্ণ বিশিষ্ট । সকল প্রকার শিলাজতুতেই পোমুত্র গন্ধ থাকে । পৰীক্ষের যন্ত্র, গিরিধাতু স্থবানি জবীভূত হইয়া নিষ্কৃত হয় ঐ ধাতুর নিশ্চয়কেই শিলাজতু কহে । উহা ধাতুর ঘর্ষ ব কাঙ্ক্ষিত হয় ; বস্তুতঃ ইহা ধাতুর মল বিশেষ । শিলাজতুতে তত্ত্ব ধাতুর গুণ দৃষ্টমান

রসায়নার্থ অষ্টাবক্র রস, বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস, মহালক্ষ্মীবিলাস ও পুং বসন্তকুসুমাকর রস, মকরধ্বজ এবং মকরধ্বজ রসায়ন ব্যবহার করি চর্য্যনপ্রাশ বর্ণাধিকারে লিখিত হইরাছে । কেহ ২ বৃহৎ আশ্বগন্ধা স্মৃত ও আশ্রাশ স্মৃত প্রভৃতি রসায়নার্থ উপযোগ করিতে উপদেশ দেন ।

অষ্টাবক্র রস ।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, স্বর্ণ ১ ভাগ, রৌপ্য ১০ ভাগ, সীসক, তাম্র, বর্ণ প্রত্যেক সিকি ভাগ, বটাকুয়ের রসে ও স্তুতকুমারী রসে মর্দন করিয়া, পূপক ১০ শুক এবং চূর্ণ করিয়া বোতলে পুরিয়া মকরধ্বজ পাক প্রণালীতে বালুকাবেদ্রে ৩ দিন করিবে । বোতলের নিম্নভাগ দাড়িম ফলের তায় রক্তবর্ণ হইলে নামাইবে । মর্দিত, পান রস সহ সেব্য । ইহা শুক্র বর্দ্ধক ও প্রমেহ নাশক ।

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররস ।

পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, শৌহ ৮ তোলা, অন্ন ৮ তোলা, রৌপ্য ২ বস ৪ তোলা, স্বর্ণ, তাম্র, কাংসা প্রত্যেক ১ তোলা, জাদফল, লবঙ্গ, এলাচি, দা জীরক, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু, মুতা প্রত্যেক ২ তোলা, স্তুতকুমারী রসে মাড়িয়া ত্রিকল ও এরণ্ড মূলের স্বরসে ভাবনা দিয়া এরণ্ড পত্র দ্বারা বেটন করতঃ ৩ দিন বাত

রাখিবে । পরে উঠাইয়া ছোলায় জ্বায় বটা করিবে । এই ঔষধ পান রূপে সহ সেব্য । ইহাতে আমবাত, প্রমেহ, অল্পশিত্ত ও কীর্ণ জ্বর আরোপ্য হয় ।

নারদীয় মহালক্ষ্মীবিলাস ।

কুঙ্কাদ ১ পল, গন্ধক, পারদ, কর্পূর, জাফর, বৈজ্ঞী, বৃদ্ধদারকবীজ, ধুস্তরবীজ, সিদ্ধি বীজ, ভূমিকুস্তাও, শতমূল্য, বেড়েলামূল, গোরক্ষচাকুলে, মোক্ষরবীজ ও হিজলবীজ প্রত্যেক ২ তোলা । পান রূপে মাড়িয়া ৩ বতি বটা করিবে । ইহা পুরোক্ত মহালক্ষ্মীবিলাসের জ্বায় শুণকারক । নিমেষতঃ নবজ্বরে ও বাতকফাধিক বাতব্যাদিতে এই ঔষধ হিতকর । ইহা বাতকক নাশক ।

বাতব্যাদি বনিত ত্রিগোপাল টেতল রসায়ন ও ব্রহ্ম ।

অন্য বিষাণিকার ।

বিষ ২ ভাগে বিভক্ত । যথা।—হাবর ও জঙ্গম, অঙ্গমবিষ উর্জগতিশীল এবং হাবর বিষ, অধোগতিশীল । হরিতাল ও মনঃশিলাকে ধাতুবিষ বলে, উহা হাবরবিষের অন্তর্গত । হাবর বিষাক্ত ব্যক্তির পক্ষে বমন সর্বাগ্রে কর্তব্য । বিষাক্ত ব্যক্তির পক্ষে শীতল ক্রিয়াও হিতকর ।

আকনক্ষীর, মনসাক্ষীর, ঈশলাঙ্গলা, বিষলাঙ্গলা, করবীরমূল, কুঁচ, আফিং ও মুত্ৰা হাবর বিষের মধ্যে গণনীয় । ইহা ভিন্ন আরও অনেক হাবর বিষ আছে ।

চোঁড়া প্রকৃতি কতকগুলি সর্প নিবিধ । মোক্ষর প্রকৃতি কণাধারী সর্পের বিষ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ । কণীতে দংশন করিলে তৎক্ষণাৎ ক্ষতের উপরিভাগে তাগা বাধিলে, বেন রক্ত উপরে চাপিত না হয় । এক কণিকামাত্র বিষ রক্ত সহ সর্প শরীরে চালিত হইলে মৃত্যু হইয়া থাকে । কিন্তু উহা উদরস্থ হইয়া পরিণাম প্রাপ্ত হইলে মৃত্যু হয় না । বিষ রক্ত সহ চালিত হয় । যদি দংশনে রক্ত নির্গত না হয় তবে শরীরে বিষ প্রবেশ করে নাই বুদ্ধিতে হইবে । তাগা বাধিয়া রক্ত মোক্ষণ করিলে রক্তসহ বিষ নির্গত হইবে । অথবা কার্কলিক এন্ডিভ দ্বারা কিবা উদ্ভক্ত লৌহশলাকা দ্বারা ক্ষতস্থান পোঁড়াইয়া দিবে, অম্লবিদ্যা বা সনেহ হইলে ক্ষতস্থান কাটিয়া বাহ্যে সেওয়াই প্রকট উপায় ।

অমাবস্তা বা পূর্ণিমার পূর্বে কণী দংশন করিলে মৃত্যু অবশ্যস্তাবী । যেহেতু ঐ সময় বিষ বৃককে লকিত হয় ও তীক্ষ্ণ হয়, এবং ঐ সময় উদরায় বিষ ত্যাগ করিয়া থাকে ।

সবিশদর্প দংশন করিলে তৎক্ষণাৎ সেই সর্পকে দংশন করিয়া রক্ত বাহির করিবে, ইহাতে শরীর নিবিধ হয় এবং সর্প মরিয়া যায় । এই ক্রিয়ায় সাহস না পাইলে তৎক্ষণাৎ যে কোনও ব্রব্য দংশন করিবে । এই ক্রিয়ায় বিষ ছীন বস্তু হয় ।

সক্যাকালে, শেষ দ্বাদশে, মদ্যকে, অশ্বাসে, তৈরী হইলে এবং ঘোঁসলে
 হাশন করিলে প্রোচকঃ সমাদা কটম্, থাকে । 'কাব্যিক এসিষ্ট' দ্বারা বস্তুক
 কবিতা গৃহে লিখিলে উক্ত পদ্যে সর্গ গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না । যেহেতু
 লামা তৎকালে গুরুভিকের মূ. মার্গে দক্ষিণে দ্বিগুণে সর্গ প্রথমত মন্তক ও নিম্ন
 বসিত হইয়া থাকে ।

দেজীব্যস্তা নামে এক প্রকার পাছ আছে ইহাও পাছ। ভূদয়ীপাতার কার
আম্, হাতের আদিক হইতে দেখা যায় না। ইহার কাণ্ড মৃত্যুস্থ পুষ্প। এই পাছ
মারুচক বাটিয়া সেবন করিলে বিষ নষ্ট হয়।

বেহুৱ বগেনে বিখ্যাতৰ ক্ষতস্থানে বসাইয়া দিলে নিম্ন আকৰ্ষণ কৰিয়া
কৰে :

मष्टे श्वादन नरमुद्र मेहन करिजे दिख दोन-शक्ति हय ।

মৃত্যুসংগ্রহে বন অগ্নি ।

পিড়িমা, কৈবর্তমুক্তক, মেঠোনা, নৌরাট্টম্ভিত্তিকা, শৈলেশ, গোবিন্দ-
গাহনা, গজহুণ, কুঙ্কর, তটামাণ্ডা, নিমিত্তা, মঞ্চা, ছোট এগাচ, হরিভাগ,
মুখ্য, শিখিমুখ, নবনীত খোজী, কুঙ্কর, মতা, রাখাল শিমার মূল, দেবদাস,
মোখ, বেণু, মনঃশিলা, কাঁচফুল, মোকম্বফুল, দ্বয়, হরিদ্রা, দারু, হরিদ্রা, হি-
লাকা, বালা, মুগা, মস্তিষ্ক, মদন ফল, নিমিত্তা, শোণামুখ, মোখ, (মাল)
শিখিমু, মাল ও বিড়ম্ব, এই সকল দ্রব্য পুণ্যানুষ্ঠানে উদ্ভূত করিয়া নির্মল
১০ তোলা মাত্রায় বটিকা করিবে। এই ঔষধ আশ্রয়, লেপন, ধারণ ও মু-
খাবহাৰ্য্য। মধুসহ মাড়িয়া সেহন করিলেও উপকার হয়। ইহা নক্ষত্রবিধ বি-
জয় ও বিধাধিকারের ইহা, অম্বিতীয়

জীয়ে (মাদা): বাউয়া স্বত্ব ও নৈকাম্যক কমিয়া ঐক্যবদ্ধ করত: প্র
বৃত্তিক দশন জমিত বেবনা প্রশমিত হয় ।

মুদ্রা রক্ষণ প্রদ: বজ্রভূমুর ফল সমুদাগে ব সু-নাগক ধার: পেষণ করিয়া

সহ পান করিলে অথবা মুত্থাপাতার রস ২ তোলা, স্তূত ২ তোলা, ছত্ৰ ২ তোলা ও কুড় ২ তোলা একত্র মিশাইয়া পান করিলে কুকুরের বিষ নষ্ট হয় ।

ভীষ্মকর রস । (শূগাল ও কুকুর দংশনে)

পারদ, গন্ধক প্রত্যেক ১ তোলা, স্নান ২ তোলা, তাম্রলৌহ ১ তোলা, গৌরক চাকুলে, বৃহত্তী, ব্রাহ্মীশাক, নীলোৎপল, স্থনিষ্ট দাড়িম রস, তুঙ্গরাজ ও আলকুশী বীজের কাথে পৃথক ২ ভাবনা দিয়া ১ রতি বটী করিবে। এই ঔষধ শীতলজল সহ সেব্য। ইহাতে শূগাল ও কুকুরের বিষ নষ্ট হয়।

শিরীষের মূল, ছাল, পত্র, পুষ্প ও বীজ গোমুত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিষ নষ্ট হয়। অপরাধিতাসূল সর্পবিষ নাশক। ইহা স্তূত সহ সেবনে ভৃগুগত, ছত্ৰ সহ সেবনে বক্তগত, কুড় চূর্ণসহ সেবনে—মাংসগত, হরিদ্রাচূর্ণসহ সেবনে অক্তিগত, কাকোলীচূর্ণসহ সেবনে—মেধোগত, গিপ্পচূর্ণ সহ সেবনে—মজ্জাগত, চণ্ডালীকন্দসহ সেবনে—ভক্ষ ও রক্তগত বিষ নষ্ট হয়।

ঈশলাঙ্গলা মূল কলে পেষণ করিয়া নস্ত লইলে সর্পবিষ নষ্ট হয়।

অতিক্রম প্রকৃত্তি স্থাবর বিষ পান করিলে তৎক্ষণাৎ বমন করাষ্টবে। তুতে বা অশোধিত তাম্রস্তম্ভ জিহবার ঘর্ষণ করিলে বমন হয়। বমনের পর শীতলজল পরিবেচন ও অত্রান্ত শীতল জিহ্বা করিবে। পরমজলে লবণ মিশ্রিত করি। পুনঃ ঐ জল পান করাষ্টবে। রোগী বাহাতে সুমাইতে না পারে তৎক্ষণ বথা বিধিত অবগমন করিবে।

বিষহর বটী ।

কালিকাকড়ায়ুল, ছাতিমমূলের ছাল ও কুড় প্রত্যেক ১ তোলা, দারুচুশ লিঙ্গ ১/২ আনা, কাককম্বুলের কাথে দাড়িয়া ঘর্ষণের জার বটী করিবে। অহুপান—ছত্ৰ। ইহা দ্বারা সর্পবিষ এবং বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

স্বহৃৎ ভীষ্মকর রস ।

মনঃশিলা, হরিভাল, মরিচ, দাড়িম, হিম্বুল, অ্যাপাংমূল, মুত্থারামূল, করণীর মূল, শিরীষমূল প্রত্যেকচূর্ণ সমভাগ রত্নাক্রান্তাথে এবং অপরাধিতার স্বরসে পৃথক ৫০ পঞ্চাশ বার ভাবনা দিয়া মূলের জার বটী করিবে। সর্পবটে ব্যক্তির পক্ষে এই ঔষধ হিতকর। এই ঔষধ ছত্ৰ বা শীতল জল সহ সেব্য।

শ্বেত করণীর মূল ৪ তোলা, মরিচ ১৪টা এবং বাটিয়া জল সহ পান করিলে উন্নত কুকুর দংশন জনিত বিষ নষ্ট হয়।

বাঘের সন্তুখের দীত ঘনা ১ সিকি, ১৫টা মরিচ সহ বাটিয়া জলসহ পান করিলে উন্নত শূগাল ও কুকুরের বিষ নষ্ট হয়।

শিরীষ বিষ নাশক দ্রব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

ব্রহ্ম ভীষ ক্রম রস, বিশ্বহর বটী ও স্নাত সঞ্জীকর অঙ্গাদ সর্পাট ব্যক্তিকে প্রয়োগ করা যায়। কবীতে দংশন করিলে কেবল এই ঔষধের উপর নির্ভর করা কর্তব্য নহে। যেহেতু, তাহা শব্দাঃপ্রাণঘাতী। শুনা যায় কবী দংশন করিলে হোমী লঙ্কার কচুই অমৃত্যব করিতে পারে না।

পথ্যাপথ্য। যথা বিবাক্রান্ত ব্যক্তিকে নিরামিষ আহার করিতে উপদেশ দিবে। ইহাতে মৎস, মাংস অন্ন ও শাকাদি ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

শুক্ৰতারলা, স্নায়বীয়-দৌর্বল্য ও পারদ বিকৃতির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ও চিকিৎসা।

১। শুক্রতারলা বাতগিত্তম ব্যাধি। অতিরিক্ত ক্রীসংগর্ভ, বহুদোষ, পথপরিচয় ও চিকিৎসাই ইহার অন্ততম নিধান। ইহাতে শাঙ্খালী স্নাত, কামিনী বিদ্রাবণরস, মকরদ্বন্দ্বজ রস, শাকবল্লভ রস, স্নগবজ ও তালমুলী কলপ্রঃ। কেহ কেহ অশ্বগন্ধা, ব্রহ্ম স্নাত, ব্রহ্ম ছাগলাদ্য স্নাত ও অমৃত-প্রাশ স্নাত ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। বিষগবৎ, পদার্ন যাত্রেই শুক্র বর্জক ও তরলজ্ঞানশক্।

অতিরিক্ত চিন্তা, শোক, কাগরন, পরিশ্রম, প্রবেহ, বাতচ্যুতি প্রভৃতি এই রোগের নিধান। ইহাতে রসজ্ঞান রস, ষোগেন্দ্র রস, সনীত পাক-কেশরী, ত্রিফলা বটী, মকরদ্বন্দ্বজ রসার্ন, শল্লবসার্ন তৈল, পুষ্পরাজ প্রসার্ননী তৈল, ব্রহ্মবাটী স্নাত, ছাগলাদ্য স্নাত, ব্রহ্ম অশ্বগন্ধা স্নাত ও অমৃতপ্রাশ স্নাত ব্যবহার করিবে। আরবীর দৌর্বল্যে কঁচিলা ঘটত ঔষধ বিশেষ উপকারী।

পারদ বিকৃতির চিকিৎসা কুঠ ও বাতরক্তের দ্বারা। পারদ সেবনে রক্ত দূষিত হয়। ইহাতে অমৃতাদি কষায়, ব্রহ্ম অমৃতাদি কষায়, মানিক্য-রস, অমৃতাদ্যুন্ন লৌহ, পঞ্চনিম্ব, পঞ্চতিক্ত বা মহা তিক্ত স্নাত, শুড়ুত্যানি তৈল, মহাক্রম শুড়ুতী তৈল, ব্রহ্ম লোমজালী তৈল, নবনীতক ষোগ, আগারধূমাদ্য তৈল, কন্দপলিঙ্গ তৈল ইত্যাদি ব্যবহার করিবে। ইহার পথ্যাপথ্য স্বাভাবিক ও সুক্লর দ্বারা।

শোধন যাত্রণ বিধি অধ্যায় ।

পারদ শোধন বিধি ।

রত্নের রসে, পানের স্বরসে ও ত্রিফলার কাথে দ্ব্যাক্রমে মর্দন করিয়া কিনিতে ধৌত করিয়া লইলে পারদ বিত্তক হয় । পারদের সহিত পানের বিশেষ মিশ্রিত পদার্থ আছে । একত্র কেহ কেহ পানের স্বরসে পারদ ও দিন ভাবিত করিয়া ব্যবহার করেন । কেহ বা কেবল রত্নের রসে ভাবিত করিয়া ঔষধার্থ প্রয়োগ করেন । বস্তুর ঐরূপ পারদ অপাততঃ অনিষ্টকর না হইলেও পরিমাণে যে অমঙ্গলজনক হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই । পারদ উক্ত রসে মর্দন করিয়া কণ্ডা অপেক্ষা ভাবিত করিয়া লভ্য হই সৌচীন । পারদ অবিকৃত হইলে কুষ্ঠ প্রকৃতি নানাবিধ শীড়ার উৎপত্তি হইতে পারে । অবিকৃত পারদের ক্রিয়া প্রথমতঃ দন্তমূলে ও ত্রিফলার প্রকাল পাটয়া থাকে । ক্রিয়া প্রকাশ হইয়া মাত্র ঔষধ বন্ধ করিয়া পারদ বিকৃতি নাপক ঔষধ ব্যবহার করা বিধেয় । পারদ শোধনের নানাবিধ উপায় আছে, তন্মধ্যে ইহাই সহজ ও শুণকর বিবেচিত কণ্ডার লিখিত হইল ।

গন্ধক শোধন বিধি ।

লোহার হাতীর দ্বত মাখাইয়া অগ্নির উত্তাপে ধরিবে এবং উত্তপ্ত হইলে তাহাতে গন্ধক-চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে । গন্ধক দ্রবীভূত হইলেই গ্রহে লাগিবে । নিরে হুে গন্ধক পতিত হইবে উহাই বিত্তক । এইরূপে পুনঃ পুনঃ গন্ধক মাখাইয়া এক সময়ে অনেক গন্ধক শোধন করা হইতে পারে । অবিকৃত গন্ধক ঔষধে ব্যবহৃত হয় না । ইহার মাত্রা ৮০ আনা, হুৎ সহ সেব্য । ইহাতে কুষ্ঠ, উপদংশ, পাচড়া, কণ্ডু ও বিষ দোষ নষ্ট হয় ।

কজ্জলী বিধি ।

পারদ ও গন্ধক সমভাগে খল করিয়া কজ্জলবৎ হইলে তাহাকে কজ্জলী কহে । কজ্জলী যতই জ্বলিত এবং মন্থন হইবে ততই শুণ হারক হইবে । পারদের কণা দুই গোচর হইলে কজ্জলী হয় নাই বুঝিতে হইবে । কজ্জলীই রস বহিত ঔষধের প্রধান উপকরণ, হুতরাং কজ্জলী শোধনে বিশেষ মনোনিবেশ করিবে । পারদের উত্তরম থাকিলেই উহা কজ্জলী করিয়া ব্যবহার করিবে । কেবল পারদ ঔষধে ব্যবহৃত হয় না । কোণাও বা কেবল পারদ স্থানে রসসিন্দুর ব্যবহৃত হয় । কজ্জলী—কত ও অরুণাক হারক শোধক এবং অম্বাতে ও শোথে হিতকর । মাত্রা ২ রতি, বধ্যবধ অস্থানে ব্যবহার করিবে ।

রসসিন্দুর প্রস্তুত বিধি ।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ও ভাগ, সীসক ৮০ আনা, বধ্যবিধি কজ্জলী করিয়া শীতল নিপাইয়া

মকরন্ধক পাকপ্রণালী অনুসারে বোতলে বালুকাধায়ে পাক করিবে। বোতলের উচ্চ-
সংলগ্ন মোহিতবর্ণ পদার্থই রসসিন্দুর। রস কর্তৃক পারদ ১ উহা সিন্দুরাকৃতি ধারণ করে
বলিয়াই উহাকে রসসিন্দুর বলা যায়। বস্তু ৩ঃ রসসিন্দুর অবস্থান্তরিক পারদ তির আর
কিছুই নহে। কেহ ইহাতে সীসক মিশ্রিত করেন না। এই ঔষধ অল্পপান বিশেষে
নানাবিধ ব্যাধিতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ইহা অব ও জ্বানাক্ত। যাত্রা ২ রতি।
সাধারণ অল্পপান—আদাররস, পানরস, তুলসীপত্ররস ইত্যাদি। রসসিন্দুর
যোগ্যবানী।

রসকপূর প্রস্তুত বিধি।

ইহাও রসসিন্দুরের জায় অবস্থান্তরিত পারদ বিশেষ। ক্ষতে ও উপদংশে ইহা
সমধিক কার্যকারী। পারদ ১পল, মোহাগা ১ই ১ পল, মেঘরোম ১ পল, খেতভা
১পল, লাক্ষাচূর্ণ ১পল ও মধু ১পল। যথাক্রমে পারদের সহিত ইত্যন্তলি একপ মিশ্রিত
করিবে যেন পারদ অদৃশ হয়। পশ্চাৎ জ্বলনাওরসে ১দিন করতঃ (ভাবিত করিয়া)
শুক করিয়া চূর্ণ করিবে। পরে উহা মৃতভাণ্ডে স্থাপন করণান্তর ভাণ্ডের মুখ জলপূর্ণভাবে
অল্পপান শর্যব দ্বারা একপ বদ্ধ করিবে যেন ভিতরে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে।
তৎপর ভাণ্ডের গলদেশ হইতে শর্যবের উপরিভাগ পর্যন্ত এবং ভাণ্ডের নিম্নভাগ মকরন্ধক
পাক প্রণালী অনুসারে প্রাণ্ডিত করিয়া ২৪ ঘণ্টাভাল পাক করিয়া নামাইবে। কেহ কেহ
মুখ বালুকাবস্ত্রাভরণত করিয়া পাক করিয়া থাকেন এবং তাহাই যুক্তিস্কৃত। জ্বতল
হইলে ঘোরতর মূত্র স্রাব হবে, যেন আঘাতে শর্যবের উচ্চসংলগ্ন ভগ্নভাগি পড়িয়া না যায়।
ঐ ভগ্নকেই রসকপূর কহে। কপূরের জায় শুভ্র বাস্যাই ইহাকে রসকপূর বলা যায়। এই
ঔষধ শিশির ভিতব মুখ বদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। ইহা ক্ষত, উপদংশে, কুষ্ঠ, বাতব্যাধি
ও অর প্রভৃতিতে যথাবোধ্য অল্পপানে ব্যবহৃত হইতে পারে। যাত্রা—সিকিরতি।
সাধারণ অল্পপান—পানরস।

পীতভস্ম বিধি।

কজলী ১পল, হতিশুভীরসে ও ভূম্যামলকীবলে পৃথক ৭ দিন ভাবিত করিয়া চূর্ণ
করিবে। পরে রসকপূরের জায় সুধাবদ্ধ করিয়া বালুকাধায়ে ২৪ ঘণ্টা পাক করিবে। জ্বতল
হইলে বস্ত্রের উচ্চসংলগ্ন পীতবর্ণ ভস্ম গ্রহণ করিবে। ইহাও পূর্ববৎ পারদবিভক্তি বিশেষ
যাত্রা অকিরতি। ইহাতে উদর, শোথ, কুষ্ঠ, অর ও অগ্নিমান্দ্য আরোগ্য হয়। অল্পপান—
পানরস। হীন্দ্রক ভস্ম—হীরক অত্যন্ত পুণ্যবান বিধায় ইদানীং উহা ঔষধে ব্যবহৃত হ
না। প্রয়োজন হইলে রসেশ্বরসংগ্রহ হইতে প্রকিয়া অবগত হইবে। সচরাচর উহার হাতে
উৎকৃষ্ট খেটে কড়িভস্ম ব্যবহৃত হয়। কয়লা হইতে হীরক উপায় হয় বলিয়া কেহ ইহাকে
অভাবে করলাচূর্ণ বা ভস্ম ব্যবহার করিতে উপদেশ যেন। কিন্তু হীরক অদারক হইলে

তাহার ক্রিয়া-অনুষ্ঠান হওয়াই সম্ভব । যদ্যপি পূর্বে হইলেও তাহার ক্রিয়া পারবে অনুষ্ঠান নহে, ইহারা যেমোকমত হুজিফুজ নহে এবং হৌকহুয়ানে অকারের ব্যবহারও নাই । বৈজ্ঞানিক অর্থ সংগ্রহ হীজফুজ । ইহার মারণ বিধিও হীজফের মত । অতাবে—বৈজ্ঞানিকভাবে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করিবে ।

অত্র মারণ বিধি ।

অত্র ৪ প্রকার । তন্মধ্যে—কৃষ্ণাঙ্গই ঠেমে ব্যবহৃত হয় । বজ্রাঙ্গ স্থানেও কৃষ্ণাঙ্গ ব্যবহৃত হয়, যেহেতু উৎকৃষ্ট বজ্রাঙ্গ হুজফ ।

কৃষ্ণাঙ্গের গুণ খুলিয়া গোমুজের লিঙ্ক করিবে । পঞ্চাৎ তফ করিয়া গজপুটে পাক করতঃ শীতল হইলে পরদিন উদ্ধৃত করিয়া গোমুজে পেষণ পূর্বক পুনর্বার গজপুটে পাক করিবে । এইরূপ এক শত বার পুনঃ পুনঃ গজপুটে পাক করিলে অত্র মারণ হয় । বিত্তহ অত্র ঔষধে ব্যবহৃত হয় । গজপুটেও যদি অত্র মারণ ও নিশ্চয় হয় তবে তাহাও ঔষধে ব্যবহৃত হইতে পারে । শত পুটের অত্রও নিশ্চয় না হইলে ব্যবহার্য্য নহে । গজপুটের অত্র সর্বোৎকৃষ্ট । অত্র যত অধিক পুটের হয় ততই ফলপ্রসন্ন হইয়া থাকে । গজ পরিমিত পরিধি বৃত্ত ও গভীর গর্তের অর্ধাংশ ঘুঁটের দ্বারা পূর্ণ করিয়া ঔষধ বুক বস্ত্র তহপরি স্থাপন করিয়া অবশিষ্টাংশ ঘুঁটে দ্বারা পূর্ণ করতঃ আঙন দিবে, ঘুঁটে গুলি পুড়িয়া গেলেই পাক সিদ্ধ হইবে । এই প্রক্রিয়াকে কৃষ্ণাঙ্গপুষ্টি কহে । শাঙ্গে গজপুটের প্রভাবিত পাকক্রম বর্ণিত আছে কিন্তু তাহা অনুষ্ঠিত হয় না । অত্রেরও নানাবিধ মারণ বিধি লিখিত আছে তাহাও অনুলুটের । সর্বশেষে বক্তব্যাকনের হালের কাঁখে মাড়িয়া অত্র গজপুটের করিলে বিশেষ সুবিধা হয় । ইহাতে গোমুজের অংশ নষ্ট হইবে এবং অত্রের বর্ণ উজ্জল হইবে । ইহার মার্জা ২ রতি । অত্র—কাস, বাস ও প্রেমজনিত ব্যাধি নাশক ।

অথ ব্যাবিক্রমে অত্র ভ্রমের অনুপান ।

অত্র—পিপুল চূর্ণ ও যমুসক ব্যবহার করিলে যেহ, দ্রব ও চিনি সহ ব্যবহার করিলে শিত রোগ এবং বাসক রস সহ ব্যবহার করিলে কাস ও বাস আরোগ্য হয় ।

অথ লৌহভস্ম বিধি ।

লৌহ অনেক প্রকার । তন্মধ্যে কান্ত লৌহই প্রথম । কেহ ২ ইঞ্চাভকে কান্তলৌহ বলিয়া নির্দেশ করেন । লৌহচূর্ণ কিছুদিন গোমুজ ভিতাইয়া রাখিবে, পরে বাটিয়া অত্রের দ্বারা গজপুটে পাক করিবে । এইরূপ পুনঃ পুনঃ পাক করিলে লৌহভস্ম হইবে । গজপুটের কমে লৌহভস্ম ঔষধে ব্যবহার করিবে না । লৌহ ৩ বত অধিক পুটের হয় ততই কলহায়ক । গজপুটের লৌহ সর্বোৎকৃষ্ট । লৌহভস্ম যত হালকা হইবে ততই

৩৭৪৫৬। যে লৌহ অংশ নিক্ষেপ করিলে ভাসমান হয় তাহাই সর্বাংশে প্রোট। সর্বাংশে
সেই ত্রিফলার জাতি মাড়িয়া গজপুটিত করিবে। ইহাতে গোবৃজের অংশ মট্ট হইবে এবং
লৌহের শক্তি বৃদ্ধি হইবে। লৌহ অর, অর, প্রমেহ, মূত্ররোধ ও শীতু নানক এবং ইহা
হৃদয় ও বাতীতরণ। স্রাব্য—২০৩৩।

অথ লৌহজ স্নানুপান।

পুষ্কাতন আরে—পিপুল চূর্ণ ও মধু; শুলে—হিং, দ্রাক্ষ ও মধু; বাতে—দ্রাক্ষ ও রসোন;
বালে—ত্রিফল চূর্ণ ও মধু; মেহে—ত্রিফলা ও ত্রিফল চূর্ণ; সন্নিপাতে—মধু ও আদারস;
বাতহরে—দ্রাক্ষ; পিত্তহরে—মধু; পিত্তসেদন—আদারস; শীতবাত—নিম্বা পত্র রস;
বাতহত—তৈলচূর্ণ; পিত্তে—চিনি; কফে—পিপুল; সন্নিপাতে—ত্রিফল (তেজপত্র,
এলাচি, দাচিচিনি) ব্যবহার্য।

তাত্রভঙ্গ্য বিধি।

হৃদ তাত্রপাত ২ করিয়া একটি মৃৎপাত্রে রাখিয়া তাহাতে অষ্টমাংস সৈন্ধব,
চতুর্ভাঙ্গ গজক চূর্ণ ও টাবালেবু ১১ ভাগ ভূবাইয়া রাখিবে। ২৪ ঘণ্টার পর উহা মুখা-
মধ্যে রাখিয়া গজপুটে পাক করিবে। এক্ষণে তাত্র ভঙ্গীভূত হইলে, বাস্তবোষ নিবারণার্থ
ওলের মধ্যে স্থাপন পূর্বক দুই বৎসর করিবে এবং ঐ ওল মুক্তিকা লিষ্ট করিয়া পুনঃ গজপুটিত
করিবে। যে পর্যন্ত তাহার বমন ভাব হইয়া নাই হয় তাৎস্র ওলকন্ডে ঐ রূপ পাক করা
কর্তব্য। এই ত্রিফলকে অমৃতভঙ্গ্য কহে। ইহাতে তাত্র ভঙ্গ্য তুল্য উপকারী
হয়। বাস্তবোষবৃত্ত তাত্র সেবনে উপকারের পরিবর্তে কেবল অপকারই হইয়া থাকে।
উহা কোনও উদ্দেশ্যে মিশ্রিত করিলে তাহাতে কোনও ফলোদয় হয় না। তাত্র তালরূপ
শোধিত না হইলে বিবর জ্বর অপকারী হইয়া থাকে। বিত্তত তাত্রভঙ্গ্য অমৃতের জ্বর
উপকারক। গর্ভাবস্থার অবিত্তত তাত্রভঙ্গ্য ইবদহ হইলে প্রাণশঃ স্তম্ভপাত হইয়া থাকে।
কেবল তাত্রভঙ্গ্য সেবন প্রাণশঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। তাত্রভঙ্গ্য স্রাব্য, বক্র, শোথ ও উদর
রোগে বিশেষ ফলপ্রসূ। ইহা কর্কট ও ককনাশক।

অর্ণভঙ্গ্য বিধি।

অর্ণপাত ১ তোলা ও পাক ১ তোলা একত্রে কল করিয়া ২ তোলা গজক সহ কল্লোলী
করিবে। পরে মুখামধ্যে স্থাপন করতঃ ত্রিফল চূর্ণে বাগা পুটপাক করিবে। এই
রূপে ১৪ বার পাক করিলে অর্ণ নিরাক্ষ ও হয় হইবে। প্রত্যেক বারের ২ তোলা
গজক সহ কল করিয়া পুট সেতয়া বিধি।

অর্ণভঙ্গ্যের দ্বিতীয় বিধি।

অর্ণপাত ১ তোলা, পাক ১ তোলা, গজক ১০ তোলা পূর্বক কল্লোলী করিয়া

পূর্ববৎ পাক করিবে। ইহাশেষেও অস্ত্রাক্ত বাহে অর্ধের ও অধঃ গন্ধক বেগুয়া বিধি আছে। শেষ পুটে গন্ধক মিশ্রিত করা কর্তব্য নহে। পাঙ্গে অর্থাৎ ধাতুর শোধনবিধি লিখিত আছে। তদ্ব্যতীত ধাতুর কোষের অবিক্রিয়মানতা কল্পনা করিয়া তাহা বিশেষরূপে বিকৃত হইল না, বস্তুতঃ শোধন করিয়া লইলে যে উৎকৃষ্টতর হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। উক্ত অর্ধপত্র গোমুখে ও ছোলে ৭ বার নিক্রিপিত করিলে সাধারণতঃ বিকৃত হইয়া থাকে। অর্ধের ত্রায় সমস্ত ধাতুতেই এই বিধি অবগতনীয়। বিকৃত অর্ধতম রসায়ন, বল্য, চক্ষু, কান্তিপ্রদ, আয়ুর্গন্ধক এবং ক্ষয়, উদ্ভাদ, কুষ্ঠ, জীর্ণজ্বর, দিব ও সায়ুনাশক। মাত্রা ১ রতি।

অথ স্বর্ণভস্মানুপান ।

বস্ত্রার—দ্রব, দৃষ্টিহীনভার—পুনর্বার রস, বিবে—নির্বিষী রস, উদ্ভাদে ও দ্রিবেকে, —তুঠ, লবঙ্গ ও মরিচ চূর্ণ। ইহা স্বত সহ রসায়ন, দ্রব সহ বলকর, কুক্ষন সহ কান্তি-কারক, বচ সহ স্থতিবর্ধক, জ্বররাজ রস সহ বুধ্য ও মংগ পিত্তনর দাহ নাশক।

অথ রৌপ্য মারণ বিধি ।

কাগজি লেবুর রসে হরিতাল ও গন্ধক মর্দন করিয়া তদ্বারা রৌপ্য পত্র মিশ্র ও শুক করিবে। পক্ষাৎ মুদাবদ্ধ করিয়া অর্ধের ত্রায় পাক করিবে। অস্ত্রাক্ত বাহে কেবল গন্ধক বেগুয়া বিধি। রৌপ্যপাত ও তোলা, হরিতাল ও লেবুর রস দ্বারা মিশ্র ও শুক করিয়া গন্ধক সহ পূর্ববৎ পাক করিলেও রৌপ্য তম্ব হর। রৌপ্য তম্ব বাতপিত্ত নাশক ও স্থতিকা রোগে বিশেষ কলপ্রদ। মাত্রা ২ রতি।

অথ রৌপ্য ভস্মানুপান ।

চিনি সহ—দাহ, জ্বিকলা সহবাতপিত্ত এবং ত্রিভাতক সহ প্রেমেহ প্ররোধক রস।

অথ বঙ্গ ভস্ম বিধি ।

লৌহ কটাহে তীব্র অগ্নিতে প্রয়োজন মত বঙ্গ গলাইয়া, বস্ত্রে লব পরিমাণ আপাৎ চূর্ণ ক্রমশঃ এক এক সূটী করিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিবে এবং লৌহ হাত দ্বারা আলোড়ন করিবে। পূর্বের আপাৎ তদ্ব্যতীত হইলে আবার ঐরূপ নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে আপাৎ চূর্ণ নিঃশেষিত হইলে, লৌহ হাত দ্বারা অনবরত বঙ্গ দৃঢ়মর্দন করিবে—কর্ণকালত বিপ্রাম করিবে না। কারণ একটু অবসর পাইলে তদ্ব্যতীত বঙ্গ পুনঃ তরল বজাভাবে পরিণত হইবে। সুতরাং বঙ্গ সম্পূর্ণ ভস্ম না হওয়া পর্যন্ত অনবরতই দৃঢ় মর্দন বিধি। বঙ্গ তদ্ব্যতীত হইলে ন.মাইদা সীতল হইলে অগ্নি বোত করিয়া নিশ্চয় করিবে। পক্ষাৎ শুক করিয়া নুতন পরায়ে আবদ্ধ করতঃ গহপুটক করিয়া লইবে। ইহাই প্রথম বঙ্গ ভস্মবিধি। হরিতাল চূর্ণ প্রোঙ্কিত দ্বারা যে এক ভস্ম হইয়া বিধি কথিত

আছে তাহা ইহার জায় সমীচীন ও ফলপ্রসূ নহে। ইহা মেন, বেহ ও ককনাশক।
মাত্রা—২ রতি।

অথ বক্তৃতস্বাস্থ্যপান।

তুলসী পত্র রস সহ—প্রমেহ, শ্বত্ৰু সহ—পাণ্ডুরোগ, হরিদ্রা সহ—রক্তপিত্ত, বদির কাষ সহ—চর্মরোগ, নিমিকা রস সহ কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। ইহা কস্তুরী সহ—বীৰ্য্যশক্তিকারক, জাতিফল সহ—শুষ্টিকারক ও মধু সহ—এসব্ধক জানিবে।

অথ সীসক ভাস্মবিধি।

মনঃশিলা ও বাসক রস দ্বারা সীসক পত্র প্রচ্ছিন্ন করিয়া গজপুটে পাক করিবে প্রায়ঃ ৭৮ পুটে সীসক ভাস্মীভূত হয়। প্রত্যেক বারেই বাসক রসে মর্দন করা বিধি সীসক ভাস্ম বস্তুর ত্রাণ উপদ্রাবক ও অত্যন্ত বলকর মাত্রা ২ রতি। ইহার অহুশানাদি বস্তুর ত্রাণ।

পিত্তল ও কাংস্তমারণ বিধি।

ইহাদের মারণাদি ভাস্মের জায়। শুণ ও মাত্রা ৩ রতি।

ধর্ম্মরমারণ বিধি।

ধর্ম্মচূর্ণ—সমাংশ পাতকের সহিত বালুকাবস্ত্র ১ দিন পাক করিলে ভাস্মীভূত হয় মাত্রা ৩ রতি। ইহা নেত্ররোগ ও ক্ষয়নাশক।

স্বর্ণমাক্ষিক মারণ বিধি।

লৌহ কটাছে স্বর্ণমাক্ষিক ১/১ সের গ্রহণ করিয়া ৪ সের টাণালের রসে ভীষ্মমিশ্রিত পাক করিলে। অনবরতঃ লৌহ হীতা দ্বারা আলোড়ন করনাকর দিন্মুরবর্ণ হইবে নামাইয়া গজপুটে পাক করতঃ ঔষধে ব্যবহার করিবে। ইহার মাত্রা ২৩ রতি। ইহা স্বর্ণের উপধাতু হেতু স্বর্ণের ত্রাণ শুণ কারক এবং স্বর্ণের অভাবে ব্যবহার্য। বিশেষতঃ ইহাতে কফ, পিত্ত, মেন ও কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। বেহ কেহ ইহাকে পণ্যায় নিবান বলিয়া অভিহিত করেন।

মণ্ডুরভাস্ম বিধি।

ইহার মারণাদি লৌহের জায়। ইহা লৌহের উপধাতু হুতরাং লৌহের অভাৱে ব্যবহার করা যায়। পুরাতন মণ্ডুরই ঔষধে ব্যবহার্য। শতবর্ষের পুরাতন মণ্ড উৎকৃষ্ট। ইহা পাণ্ডু ও কামসারোগে বিশেষ উপকারী।

অথ সংক্ষেপে স্বর্ণাদি মারণ বিধি।

সীসক ভাস্ম সহ স্বর্ণ, স্বর্ণমাক্ষিক ভাস্ম সহ সৌণ্য, রক্তক সহ ভাস্ম, মনঃশিলা সহ সীসক

হরিতাল সহ বক এবং হিঙ্গুল সহ লৌহ ভস্ম ৩ঃঃ । উহার মধ্যে বক তিন প্রত্যেক থাকুই
বর্ষাবধি পুটপাক করিবে । বক লৌহ কটাকে দোহাখাতাখাতা জীর অগ্নিতে ভস্ম করিতে
হইবে ।

শিলাজতু শোধন বিধি ।

শিলাজতু শৌহ পায়ে করিয়া গোহুৎ, জিফলা কাথ ও জ্বরাজ রসে ভাবিত করিলে
বিত্ত্ব হয় । অতীত জলে উহা নিক্ষেপ করিয়া ১ প্রহরপর টাকিয়া শুৎপায়ে রাখিবে ।
তৎপর রৌদ্রে স্থাপন করিলে উপরিভাগে যে সরের জার পড়িবে তাহাই বিত্ত্ব শিলাজতু ।
উহা পাত্ৰান্তরে রাখিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে, ২ মাসকাল-এইরূপে শিলাজতু গ্রহণ
করিবে । বিত্ত্ব শিলাজতু অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে ধূমনির্গম হয় না । শেবোক্ত বিধিই
প্রশস্ত । ইহা রসায়ন এবং কফ, শোথ, বস্তিকরোগ ও মেহনাশক । যাত্রা /০ আনা ।
সাধারণ অল্পপান—হুৎ ।

হিঙ্গুল শোধন বিধি ।

সেবুর রসে ভাবিত করিলে হিঙ্গুল বিত্ত্ব হয় । ইহাতে পারদের অংশ অন্তর্নিবিষ্ট
থাকে । মুদ্রান্দন ও রসসাজকনের শুদ্ধি হিঙ্গুলের ক্ষাস্ত্র ।

স্বাবর বিষ শুদ্ধি ।

বধা।—বিষ গোহুৎ ১ দিন ভিজাইয়া রাখিলে বিত্ত্ব হয় । উপরের খোলা ত্যাগ
করিয়া ঔষধে ব্যবহার করিবে ।

জঙ্গম বিষ শুদ্ধি ।

বধা।—সর্বপ তৈলে এই বিষ দিয়া রৌদ্রে রাখিলে বিত্ত্ব হয় । বিত্ত্ব বিষ দানা ২
হইবে ।

হরিতাল, মনঃশিলা, সোঁকো ও দাক্ষমুখ চূণের জলে ভাবিত
করিলে দোষহীন হয় । স্থান বিশেষে উহাদ্বিগ্ধে সেবুর রসে বিত্ত্ব করা হয় ।

সিক্কিবীজ, রসকদারকবীজ, আলকুন্দী বীজ, ধুস্তুর
বীজ, শুভ্রাবীজ ও জঙ্গপাল বীজ ছাড়ে সিদ্ধ করিলে বিত্ত্ব হয় ।
জরপালের অভ্যন্তরস্থ বিষপত্র ত্যাগ করিবে । অস্তিত্ত বীজের খোলা পরিভ্যাগ করিয়া
গ্রহণ করিবে ।

মাজলীমূল ও বস্ত্রতিতেমূল চূণের জলে ভিজাইয়া রাখিলে নির্দোষ
হয় ।

অহিফেন গোহুৎ ভাবিত করিলে বিত্ত্ব হয় । অক্সাতি, প্রবাল,
শংখ, শুদ্ধি ও মুক্তা ভস্ম করিয়া ব্যবহার করা হয় । মুক্তা করতী রসে গোলা-

যন্ত্রে ১ প্রহর পাক করিয়া মইলে বিত্তল হয়। স্নোহাঙ্গা এই করিয়া ব্যবহৃত হা
শুচিলা ও স্থিৎ স্বতে ভাজিলে বিত্তল হয়।

হীন্দ্রাকম ও তুণ্ডের পরিবর্তে অল্প জ্বা ব্যবহার করা বিধেয়। অল্প বা অ
করিয়া ব্যবহার করিবে। পোষণ বিধি অল্পসারে উহা ঠিক বিত্তল হয় না। হীন্দ্র-
দ্রব করিয়া কাঁচিতে ৭৮ বার নিরূপিত করিবে পক্ষাৎ পান্যে কাঁচা মূল পে
করিয়া পোষণ করিয়া তদ্ব্যধো ঐ হীরক স্থাপন করিয়া শুককরতঃ স্বেদন করিয়া পক্ষণ
পাক করিবে, ৭৮ গুটে হীরক ভঙ্গীভূত হইবে। ইহাই হীন্দ্রক ভঙ্গের সর্ব
উপায়।

গুণা, গুণু উকত্রে গুলিয়া হাঁকিয়া রৌদ্রে শুক করিয়া ছুড়ে ও ত্রিকলার কা
ভাবিত করিলে বিত্তল হয়।

রসমাপিক্য প্রস্তুত বিধি ।

বংশপত্র হরিতাল পোষিত করিয়া শুক করতঃ শুদ্ধাঙ্কতি চূর্ণ করিবে। অন
শরাবে স্থাপন করিয়া বহরী পল্লবের কড় দ্বারা সন্ধি লেপন করিয়া বায়ুকাপূর্ণ হাঁ
মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া ভীত আল দিবে। হাঁড়ির নিম্নভাগ অরুণবর্ণ হইলে নামাই
শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিবে। ইহা দেখিতে ঋণিকের স্তায়। স্বাদা ২ র
স্বত মধুগহ লেগে। ইহাতে কুঠ, বাতরক্ত, ভগ্নস্র, নালীস্র, উপদংশ বিচক্ষিত
নানাবিধ কত আরোগ্য হয়। ইহাও অবস্থান্তরিত হরিতাল। হরিতালের পরিব
রসমাপিক্যও ব্যবহৃত হয়।

অথ আনভাষা ।

৬ রতিতে ১০ আনা, ১২ রতিতে ১ মাষা বা ৮০ আনা। ৩ মাষার ১ শান
৪০ তোলা, ২ শানে ১ তোলা, ২ তোলায় ১ কর্ণ, ৪ কর্ণে ১ পল, ৪ পলে ১ কুড়ব বা
সের, ২ কুড়বে বা ৬৪ তোলায় ১ বানিকা বা ১ সের। ৮ সেরে ১ আঢ়ক, ৪ আঢ
২ ছোণ হয়। ১০০ পলে বা ১২৪ সেরে ১ ভূগা।

অভাবে দ্রব্য গ্রহণ বিধি ।

জীবক অভাবে—ভট্টুচী বা শতমূলী ; স্বভক্তের অভাবে—ভূমিকুয়াড়, বংশলো
বা শতমূলী ; কাকোলা বা কীরকাকোলা অভাবে—শতমূলী বা ভূমিকুয়াড় ; মে
অভাবে—অবগন্ধা ; মহামেদের অভাবে—অনন্তমূল বা অবগন্ধা ; ঋষির অভাবে
বেড়েল বা বাগ্গাধীকম ; (চামার আগু) বুদ্ধির অভাবে—গোরকচাকুলে বা বাগ্গা
কম।

মধুর অভাবে—পুষ্কতন শুক, ভরাতক অভাবে—রক্তচন্দন, হীরকের অভাবে
কড়িতর, কুড়ার অভাবে—শক্তি তর, কড়রীর অভাবে—সত্যকতরী বা রক্তপটী

খাটানি। পুরুষ অর্থাৎ—কুক্ষ, অর্থাৎ অর্থাৎ—কর্ণনিকি বা লৌহ, রোগের অর্থাৎ—
রোগ্যমানিক বা লৌহ, অর্থাৎ পক্ষে ব্যবহার করিবে। অমলুস্ত্রায়ে—চন্দন হলে
ককচন্দন, উৎপল হলে নীলউৎপল, কুস্ত হলে পদ্ম কুস্ত, কুস্ত হলে গোবৃদ্ধ, তৈল হলে
তিন্দ্রৈল, লবণ হলে সৈন্ধব, এলাচি হলে বড় এলাচি, পাক হলে মৎপাক গ্রহণ করিবে।

মানের ও জব্য গ্রহণের নিয়ম।

কোনও হলে মান নির্দেশ না থাকিলে সমভাগ গ্রহণ করিবে। এব জব্যের উল্লেখ
না থাকিলে অল বায়া কার্য নির্বাহ করিবে।

জব্য আর্দ্র হইলে বিত্তন গ্রহণ করিবে। নিরানিধিত জব্যগুলি আর্দ্রই গ্রহণ
করাই উহার বিত্তন গ্রহণ করিবার আবশ্যক নাই। যথা—বাসক, নিমহাল,
পটোলপত্র, কেতকী, বালা, ভূমিকুয়াড়, কুয়াড়, শতমূলী, পুনর্নবা, কুটল, অবগন্ধ, বড়-
তাঁহলে, তলক, গোয়কচাকুলে, বেড়েলানুল, দ্বিষ্টী, আদা, মাংস, শুষ্ক, বিৎ, তপ্ত ও
তলকা।

কোনও হলে পল পদ্ম বায়া জব্য জব্যের মানের উল্লেখ থাকিলে, বিত্তন গ্রহণ
করিবে না। তুল্য পদ্ম বায়া জব্যের মান নির্দিষ্ট হইলে তুল্য প্রতি ১ জ্যোপ জব্য গ্রহণ
করিবে অথবা জব্য জব্যের জ্যোপ পল বায়া মান নির্দিষ্ট হইলে জ্যোপ প্রতি তুল্য পরিমিত
জব্য গ্রহণ করিতে হইবে।

স্থত ও তৈলের কাথ ও মূর্ছাপাক।

স্থত তৈলাদির কাথ পাক করিতে হইলে ৮ ভাগ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে
নামাইবে।

সাধারণতঃ ৪ ভাগ জব্য বায়া স্থত বা তৈল পাক করিতে হয়। এটি বা ততোধিক
জব্য জব্য থাকিলে, এতোকটীই স্থত বা তৈলের সমান গ্রহণ করিতে হয়। স্থত তৈলাদির
মান নির্দেশ না থাকিলে ১৪ ভাগ গ্রহণ করিতে হইবে। তৈল স্থত পাক করিবার পূর্বে
মুচ্ছাপাক করিয়া লইতে হয়। তাহাতে তৈলের দোষ নষ্ট হয় এবং উৎকর্ষ হয়।
কেহ ২ ফুটের ও কাল খালের তৈলের মূর্ছাপাক করেন না।

তিল তৈলের মূর্ছাপাক।

উপবৃদ্ধ কটাহে মধ ২ অঙ্গুলভাগে তৈল পাক করিবে। যখন ঐ তৈলের কেন্দ্র
কর হইবে তখন ৪ ভাগ তৈলে হরিদ্রার রস ১০ ছটাক, মরিচা ১ এক পোয়া, লৌহ,
স্থত, নানুকা, দিকলা, কেয়ার মূল, কটীর মূর্ছিক, বালা এতোক এক ছটাক, পেষণ
করিয়া দিবে। তৎপল পাকার্থ ১০ ভাগ রস তিকিৎ অল অবশিষ্ট থাকিতে

नामोऽस्मै नमः ।

নাথাইয়া সন্ধ্যায় । রাধিবে । পঞ্চাং সুখান্ধব্য ইচ্ছিয়া কেলিয়া কড়াহি সহ
পাক করিবে ।

କଟୁ ଟିକେର ମୁଦ୍ରିତାଦି ।

৪ সের ঠেলে বজিষ্ঠা এক পোয়া, আমদকী, মুতা, বেলহাল, কাড়িমহাল, ইরিয়া, নাগকেশর, কুককোরে, বালা, নালুকা, বহেড়া প্রত্যেক ২ তোলা শিলা পিষ্ট করিয়া প্রক্ষেপ দিবে। পাকার্থ জল ১৬ সের। অস্ত্রান্ত বিধি পূর্ববৎ।

এরও তৈলের গুচ্ছজন্ম ।

৪ সেম তৈলে—মিষ্টি, সুতা, খেনে, ত্রিফলা, জয়ন্তীপাত, বালা বন ধেনুর, বটের
 ছড়ি, করিজা, দাওহরিয়া, নালুকা, কেয়ার মূল, দধি ও কাকী প্রত্যেক ৪ তোলা।
 পাকার্থ তল ১৬ সেব। অজ্ঞাত বিধি পূর্ববৎ।

ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ମୂର୍ଚ୍ଛାକ୍ଷୟ ।

১৪ সের ঘৃত, হরিদ্রা রস, শেখর রস, ত্রিকলা ও মুতা প্রত্যেক ১ পল, পাকার্থ ৫৫
১৬ সের। অস্ত্রাংগি বিধি পূর্ববৎ।

পাকের কাল নিয়ম। ✓

প্রথমে দুর্জাপাক ৭ দিনে, মাষাদি বা মাসের পাক সত্তা, হুয়ের পাক ২ দিনে, অরল ও বাঁধানির পাক ৩ দিনে, দধি ছোল বা কাঁজির পাক ৫ দিনে, হুয়ের পাক ১ দিনে, তদনন্তর কঙ্কের পাক ৭ দিনে, তৎপশ্চাৎ গন্ধপাক ৫ দিনে সিদ্ধ হয় :

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਕਵਿ । ✓

সাধারণ তৈলে কুছুম, শিলাজতু, নখ, বেঁটচন্দন, কপূর, এলাচি ও লবঙ্গ দ্বারা গন্ধ পাক করিবে। বিকুটৈল প্রভৃতি বাতশ্যাবির তৈলে, এলাচি, কুছুম, অঙ্কুর, চন্দন, বুরামাসী, কাঁকলা, জটামাসী, শচী, তেজপাত, বেঁটোলা, বৈষ্ণব, সরলকাঠ, বেগুনফুল, কুলনাভি, বাটাণী, শিলারস, মৃত্তা, মেপি ও লবঙ্গাদি দ্বারা গন্ধ পাক করা হয়।

সেহণাকৈ কৰ্কেৱ পৱিত্ৰমান অনুষ্ঠ থাকিলে, উহা কেহে
চতুৰ্থাংশ গ্রহণ কৰিবে। কাণামি দ্বাৰা পাক অভিহিত হইলে সেবে চতুৰ্থাংশ জল দ্বাৰা
সেব পাক সম্পন্ন কৰিবে।

अथ भाषाजिह्व विज्ञान ।

যেহ কহ অজুনি দ্বারা পাকাইলে বনন বাতির ভাষ হইবে এক টকা অগ্নিতে
 নিক্ষেপ করিলে নিঃশব্দে দহ হইবে তখন পাক সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিয়া নামাইবে। পাক
 সিদ্ধ হইলে যেহ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেও নিঃশব্দে নিঃস্রব অবস্থার প্রভু অগ্নি।

1

2

কীটপাক বিধি

২ ভোলা দ্রব্য ১৬ ভোলা দ্রব্য ও ১৬ ভোলা জল সহ পাক করিয়া ১৬ ভোলা থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া নইবে।

মুচ, মধা ও ধর হেঁদে পাক ও প্রকার। তদনন্তর নানাকারী মুচ, অভ্যন্তরীণ ধর প্রভৃতি মধাপাক সর্বকারী প্রাপ্ত। দ্রব তৈল বা গুত তদন্তর ব্যবহার করিবে না।

মোদক পাক বিধি

মোদকে চিনি বা গুড়ের পরিমাণের উল্লেখ না থাকিলে, উহা সর্বপ্রকারে সিদ্ধ ও গ্রহণ করিয়া পাক করিবে। প্রথমে কিঞ্চিৎ জল সহ গুড় বা চিনি জালে চাপাইয়া মোদক পাকের উপযুক্ত যন হইলে নামাইয়া চূর্ণ সুন্দর ভাবে ৩ জনে ২ মর্গে দিয়া দ্রব আনোড়ন করতঃ মোদকাকার করিবে, পক্ষাৎ দ্রব দ্বারা মাড়িয়া থাকিবে।

তৈল ঔষপাদি ব্যবহারের উপযুক্ত থাকে র কাল নির্ণয়।

পকুয়ুত, মোদক, লেহ ও শুড়িকা ঔষধ এক বৎসরের পর নষ্ট হইয়া যায়। চূর্ণ ঔষধ ৩ মাসের পর নষ্ট হয়। পকু তৈল, আমব, অরিষ্ট, গারব ও দৌহাদি দ্রব্য দ্রব্য পুরাতন হইলেই অধিক ফলদায়ক হয়।

ঔষধে নূতন পুরাতন জিনীস নির্বাচন।

সমস্ত ঔষধেই নূতন দ্রব্য গ্রহণ করিবে। কিন্তু ঔষধ প্রস্তুত কার্ণে গুড়, মুচ, মধা, বাস্ত, পিপুল ও বিড়ক পুরাতনই প্রাপ্ত। সর্বত্রই ইহুগুত গ্রহণীয়। পাণ্ডু, কামলা ও বের রোগের নূতন মুচ দ্রব্য সম্পূর্ণ। রসায়নে, ভোজনে, তপণে, শ্রান্তিতে ও বলকরে কদাচ পুরাতন মুচ ব্যবহার করিবে না।

ধাতকী ও লোহ পিষ্ট পাণ্ডে অরিষ্ট ও আমবের সন্ধান করিবে। যাহা কাথ দ্বারা সঞ্চিত হয় তাহাকে অরিষ্ট এবং যাহা অগ্নক দ্রব দ্রব্য দ্বারা সম্পাদিত হয় তাহাকে আমব কহে।

ভাবনা বিধি

কাথ দ্বারা ভাবনাদ উল্লেখ থাকিলে, ঔষধের সম পরিমাণ দ্রব্য গ্রহণ করিয়া অটু জল জলে পাক করণানন্তর অর্ধ ভাগ থাকিতে নামাইয়া তদ্বারা ভাবনা দিবে। ভাবনার বারের উল্লেখ না থাকিলে ৭ বার ভাবনা বিধি। অব প্রত্যহারা ২০ দিন করিয়া সৎক দিন ব্রজে শুক এবং শ্রান্তিতে শিবির সিক্ত করাকে ভাবনা কহে। এই দ্রব্যে ঔষধের জি বর্জিত হয়। ভাবনা ভাল না হইলে ঔষধ দ্বিগুণ বা নষ্ট হইয়া যায়।

পান্ডিগিষ্ট অন্যান্য ।

শ্রীমন্ত রস

(রসায়ন ও বায়োকরমাধিকারে)

রস, পটক, অজ, বস, কর্পূর, বিচারক, বর্ষ, গোহুর প্রত্যেকে ২ তোলা, লতম্বী চূর্ণ ১০ তোলা, বেড়োলা ১০ তোলা, পোরমচাকুলে ১০ তোলা, জায়কল ২ তোলা, কীরিবিদারী ২ তোলা, কজিক ১ তোলা, লবঙ্গ ১ তোলা তুলাশি বীজ ১ তোলা রৌপ্য ২ তোলা, তায়া ২ তোলা, একত্রে কলহারা বাষ্টিয়া ৬ রতি বটী করিবে। অহুপান—দুগ্ধ ও চিনি।

রসায়ন প্রেষ্ঠ এই ঔষধের শুণের তুলনা নাই। বৃদ্ধ ব্যক্তিও ইহা সেবনে যুবকের তায় কমতা প্রাপ্ত হয়। লিঙ্গ শৈথিল্য দূর করিতে, বলবীৰ্য্য বৃদ্ধি করিতে ইহার অসাধারণ ক্ষমতা।

পাক সঙ্করধ্বজ

জাতিকল ৮ তোলা, লবঙ্গ ৮ তোলা, কর্পূর ৮ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, বনসিন্দূর ৮ তোলা, বর্ষসিন্দূর ৮ তোলা, কস্তুরী ১০ তোলা, সোণা ১০ তোলা, হীরা ১০ তোলা, মুক্তা ১০ তোলা, প্রবাল ১০ তোলা, জল দ্বারা খল করিয়া ৬ রতি বটী করিবে। অহুপান—পানের রস।

অতিসার, পুণ্ডন গ্রন্থী রোগে, বিশেষতঃ বৃদ্ধব্যক্তিঃ আমল গ্রন্থীতে ইহা বিশেষ কলপ্রদ। শুক্রতারল্য দোষেও এই ঔষধ পরীক্ষিত।

বাতরাফলী তৈল

(অণুবীতিক মতে)

ধায়া, বিহকটালি, বাপোলাবা, এড়ুগুণ, নেতাগ্র, মরিচ, সতিমাহাল, প্রত্যেক ১/৮ পোয়া রসোম ১/১৮, তল ৩২ সের সেব ৮ সের, তিল তৈল ৮ সের। ১ কার্ঘ—মনঃশিলা, মটী, কক, কবচীছাল, মুদ্রাশ্ম, তাম্বীছাল, চিতাশ্ম, বিড়ক, শুভ্রী, ভাদপত্র প্রত্যেক ১ ছটাক ১৬ সের জল দ্বারা পাক করিতে হইবে। ইহা রসবাত ও শলগ্রকারী। ভবেকনার মর্দেব।

করকুলাস্তক রস

(বন্দ্য অধিকারে)

বর্ষসিন্দূর ১/১০ জাশা, বর্ষ, মুক্তা, শৌর, কস্তুরী, মোহাশা, খেঁচখুনা, প্রত্যেক ১/১০ নী। জলের বলে ৩ রতি বটী করিবে। বাগকের মূলের ছালের রস, বা নাথেশ্বর 'র রেণু বাগী ও মধু অহুপানে সেব্য।

ভ্রূতাতক শোধন বিধি ।

ইহাকে চলিত কথায় ভাঙ্গান বা ভেঙার মুক্তি বলে । আশেপাশে ইহা বিশ-
কাধিকারী । এই-বিধাতক দ্রব্যের শোধন উক্তমতে সম্পন্ন হয়না করিল । একত্রে আশে
ইহার পরিবার্ত্ত রক্তস্রব বা ক্ষত হইয়া থাকে । যে ভ্রূতাতক ভালে নিপেক্ষ করি
নিমিত্তক হইয়া তাহাই ব্যবহার্য্য । ইষ্টক চূর্ণ সহ বর্ষণ করিলে ইহা বিস্তৃত হয় । অনেক
মতে নারিকেল জলে ১ দিন ভিজাইয়া রাখিলে বিস্তৃত হয় । অন্যমতে ইষ্টক চূর্ণে ধ-
করিয়া উপরের অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে পক্ষাৎ নারিকেল ভালে ভিজাইয়া রাখাই কর্তব্য ।

অথ পারিভাষিকশব্দ ।

জীবনীয় দশক । বথা—জীবক, কষক, মেদ, মহামেদ, কাকো
কীর কাকোনা, মূলানী, মালনী, জীবন্তী ও বটমধু । এই দশটী দ্রব্যকে জীবনীয় দশক
বা জীবনীয়গণ কহে ।

জীবকাদি অষ্টবর্গ । বথা—জীবক, কষক, মেদ, মহামেদ, কাকো
কীর কাকোনা, কচি ও বৃষি এই আটটী দ্রব্যকে জীবকাদি অষ্টবর্গ, জীবনীয়
বা অষ্টবর্গ বলে ।

বৃহৎ পঞ্চমূল । বথা—বিষমূলেচ্ছাল, নাগেশোণ, পাত্তারীছাল, শাকলছাল
গনিয়ারীছাল ।

স্বল্প পঞ্চমূল । বথা—শালপানি, চাকুলে বৃহতী, কটকারী ও গোক্ষুর ।

দশমূল । বথা—বৃহৎ পঞ্চমূল ও স্বল্প পঞ্চমূলের দ্রব্য সমষ্টিকে দশমূল কহে ।

ত্রিকলা । বথা—হরিতকী, আমলকী ও বহেড়া ।

ত্রিকটু । বথা—ভট্ট, দিগূল ও মরিচ ;

ত্রিভাতক বা ত্রিভুগন্ধি । বথা—দাকটিনি, এলাচি, তেজপত্র, ইহার স
নাগেশ্বর যোগ করিলে চতুর্ভাতক কহে ।

ত্রিমদ । বথা—মিড়ক, মৃগ ও বক্তচিত্তমূল ।

ভূগ পঞ্চমূল । বথা—কুশমূল, কাশমূল, শরমূল, ইক্ষুমূল ও উলুংড়ের মূল

পঞ্চলবণ । বথা—করকটু, সৈন্ধব, বিট, মাম্ব্র ও সৌবর্জ্যকে পঞ্চলবণ বলে

পঞ্চতিক্ত । বথা—নিম, গলভা, কটকারী, জলক, বাসক এই ৫ টি
পঞ্চতিক্ত বলে ।

পঞ্চপিত্ত । বথা—বরাহ, মতিব, ছাগ, মৎস্য ও ময়ূরের পিত্ত ।

কারাষ্টক—মলাশ, সিদ্ধ, আপাং, তেঁতুল, আকল, তিলমাল ও বব এই
কার ও অষ্টিকাক ই একত্রে কারাষ্টক নামে অভিহিত হয় ।

